[প্রথম খণ্ড।

অভিশপ্ত য়িহুদী।

অনুবাদক

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক।

কলিকাতা

১১৫।২ গ্রে ষ্ট্রীট, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৬।

অগ্রপত্রে আমন্ত্রণ।

ঠাকুরবাড়ীর দপ্তরের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল।

বঙ্গসাহিত্যের মিত্রমহোদয়গণ! সাহিত্যানুরাগিণী ঠাকুরাণী মহোদয়াগণ! অনেক দিনের পর আবার আমি একটী অভিনব উপহার লইয়া আপনাদিগের সমীপস্থ হইতেছি। জীবনের শেষদশায় এই আমার নবীন আকিঞ্চন। আমার দুর্ব্বল লেখনীমুখ হইতে বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যের যে কয়েকটী দুর্ব্বল সন্তান প্রসূত হইয়াছে, আপনারা প্রথমাবধি সদয়-নয়নে দর্শন করিয়া গুলিকে স্নেহের সহিত ভালবাসিয়াছেন। কি গুণে ভালবাসিয়াছেন, তাহা আমি জানি না; কিন্তু আপনাদের মহত্বগুণ স্মরণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞ হৃদয় নিত্য নিত্য মহোল্লাসে প্রফুল্ল হয়; নিত্য নিত্য পরম উৎসাহানন্দে নৃত্য করে।

বিষয়-সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি আমি সবিশেষ আগ্রহে মাতৃভাষার বাঙ্গলীয় কাব্যসাহিত্যের সেবা করিতেছি। সংবাদপত্র পরিচালন ব্যতীত সমাজস্পর্শী পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়নেও আমার আন্তরিক অনুরাগ। কৃতকার্য্য হইতে পারি আর নাই পারি, অনুরাগের মায়া কাটাইতে পারি না। ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে "হরিদাসের গুপ্তকথার" জন্ম। সেই রহোন্যাসখানি আমার লেখনী-লতিকার প্রথম ফুল--প্রথম ফল তদবধি উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া, স্বদেশীয় জনরঞ্জনার্থ বিবিধ উপন্যাসে, নবন্যাসে, খণ্ডকাব্যে, ধর্ম্মপ্রসঙ্গে এবং সামাজিক চিত্রে আমি বহুশ্রম, বহুযত্ন ও বহুসময় অর্পণ করিয়া আসিতেছি। পাঠগুলি সারশূন্য না হয়, সমাজ তাহা হইতে কিছু কিছু উপদেশ [illegible]

সফলতা কতদূর, তাহা আমার চিরদিন অ[illegible]

কাব্যসাহিত্যের অভিভাবক বন্ধুগণ! [illegible] সস্নেহ-নয়নে দর্শন করেন, সেই উৎসাহে, [illegible] আবার এই নূতন "দপ্তরখানা" খুলিয়া [illegible] নাই, ধূপধুনা নাই, পুচ্ছচামর নাই, শঙ্খঘণ্টা নাই, — কেন না, ইহা [illegible]

এই দপ্তরখানার এক ধারের আলমারীতে জরীপী চিঠা, খতিয়ান, একোয়াল, [illegible] অপর ধারে থোকা, কড়্চা, হস্তবুদ, তৌজী, জমাওয়াশীলবাকী। এই সকল কাগজপত্রে পাঠকমহাশয়েরা বিস্তর অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখিতে পাইবেন। ঠাকুরবাড়ীর পুরোহিত ও পাণ্ডারাই নায়েব, কারকুণ, পেস্কার, মুন্সী, গোমস্তা, মুহুরী, সব।—পাণ্ডারাই পাইক পাণ্ডারাই পেয়াদা, পাণ্ডারাই তৈনিনী।

দপ্তরখানার দলীলপত্রে আপনারা অনেক লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিবেন। ধর্ম্মের সাধকেরা মুক্তিকামনায় যোগযাগ উপাসনা করেন; দুষ্কর্ম্মের সেবকেরা পরস্ব হরণ, সতীত্ব হরণ, পরপ্রাণ হরণ, ইত্যাকার পাপকার্য্যেই রত থাকে; ইহাই সংসারের খেলা। সংসার-রঙ্গভূমিতে নিত্য নিত্য কত প্রকার অভিনয় হয়, সংসারকৌতুকীরা তাহা দেখেন। আমার এই দপ্তরখানা রঙ্গভূমির ভাব সেপ্রকার নয়।—এ রঙ্গভূমে আকস্মিকের খেলা!—ধর্ম্মের মুখস

মুখে দিয়া যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার অভিনয় করেন, প্রকাশ্য দস্যুতস্কর ও নরহন্তা অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর ভয়ঙ্কর। প্রকাশ্য পাপীগণকে তাঁহারা ঘৃণা করেন, নিন্দা করেন; কিন্তু আপনারা কোনপ্রকার পাপকার্য্যই বাকী রাখেন না। এই দপ্তরখানার দলীলপত্রে তাহাই আপনারা দেখিবেন। এই সকল দলীলে সর্ব্বপ্রকার রস বিদ্যমান। বীর, করুণ, বীভৎস, ও রৌদ্ররসের বেশী বেশী কীর্ত্তন।

ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর।—এমন অপূর্ব্ব নাম কেন হইল? ইহার বিশিষ্ট কারণ আছে, প্রভু যিশু খৃষ্টের ভক্তগণের মধ্যে একটী কাথলিকসম্প্রদায় ফরাসীরাজ্যে ভয়ানক ভয়ানক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বেশী দিনের ঘটনা নহে, সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এই রঙ্গের অভিনয় হইয়াছিল। আশ্চর্য্য অভিনয়! ভক্তিমান্ পুরুষেরাই অভিনায়ক, ভক্তিমতী রমণীরাই অভিনেত্রী। অর্থলোভে—বিষয়লোভে তাঁহারা যে সকল বীভৎস কার্য্যের সম্পাদক হইয়াছিলেন, পাঠ করিলে পাঠকপাঠিকাগণ তাহা অবগত হইয়া বুঝিবেন, ভক্ত ধার্ম্মিক কেমন নিষ্ঠুর, কেমন স্বার্থপর, কেমন বর্ব্বর, কেমন পাপাত্মা!

ইহাতেও ঠাকুরবাড়ীর ব্যাখ্যা হইল না। আরও একটু পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রয়োজন হইতেছে। দৈশব-বিশ্বাসে প্রভু যিশুখৃষ্ট স্বয়ং পরমেশ্বরের ঔরসপুত্র, সুতরাং আর্য্য অভিধানে যিশুখৃষ্ট একটী ঠাকুর। তাঁহার উপাসনামন্দিরগুলিকে এবং ভক্তম[illegible]লিকে ঠাকুরবাড়ী নামে পরিচয় দেওয়াই আর্য্যসন্তানের উচিত। তদ্ভিন্ন [illegible] বাড়ীতে সাংসারিক বিষয়কর্ম্মের কাগজপত্র থাকে, [illegible] না।

সুপ্রশংসিত [illegible] Jew) না যে [illegible]

[illegible] আমি দেখাইতে পারিব [illegible] পূর্ণমনোরথ হইব, এরূপ পূর্ণ আশা [illegible]

[illegible] উপন্যাসই বলুন, নবন্যাসই বলুন, রহোন্যাসই বলুন, অথবা যাহা [illegible] ভাবুন, বস্তুতঃ ইহার সহিত প্রকৃত ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গিসংশ্রব। যিশুখৃষ্টের শাপে একজন য়িহুদী চর্ম্মকার [illegible] বহুকালাবধি সংসারচক্রে ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, সেই ঘটনাই ইহার মূল; অতএব ইহার দ্বিতীয় নাম—"অভিশপ্ত য়িহুদী।"

ইহা [illegible] সমাপ্ত হইবে, এইরূপ অনুমান। পাঠক মহাশয়েরা এতৎপাঠে যদি কিছুমাত্র তৃপ্তি অনুভব করেন, তাহা হইলেই সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

চিরানুগত—চিরানুগৃহীত

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশকের অঙ্গীকার।

ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর।—এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। যাঁহার হস্ত হইতে এখানি প্রসূত হইতেছে, তাঁহার পরিচয় আমি আর বেশী কি দিব, বঙ্গের মাননীয় সাহিত্য-সংসার আমার অপেক্ষা সে পরিচয় বেশী অবগত আছেন সন্দেহ নাই। যাঁহাকে পরিচিত করিব, তিনি নিজেও এ সংসারে অযথা নামলুব্ধ নহেন, বহু আড়ম্বরে আত্মপরিচয় প্রদানে তিনি নিজেও ইচ্ছা করেন না; অপরকেও তাঁহার সম্বন্ধে কোনপ্রকার আড়ম্বর প্রকাশ করিতে স্বাধীনতা দেন না। অতএব আমি কেবল তাঁহার নবপ্রসূত পুস্তকখানির সম্বন্ধে গুটীকতক কথা বলিব।

ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর,—নামটী যেমন কৌতুকাবহ, এই দপ্তরের অন্তর্স্থ উপকরণগুলি তদপেক্ষা সহস্র গুণে কৌতুকাবহ। কেবল কৌতুকাবহ নহে, সামান্য মনঃকল্পিত উপকথাও নহে, তাসসূত্রবদ্ধ অতি বিস্ময়াবহ, অতি করুণাবহ, অতি শোকাবহ, অতি ভয়াবহ, মূলের উপর তত্ত্বপ্রিকরণের বিশুদ্ধ অমিয় প্রবাহ। ঘটনার বিচিত্রতা দর্শন করিয়া পাঠকমহাশয়েরা ক্ষণে ক্ষণে বিমোহিত হইবেন, করুণাপ্রবাহে সন্তরণ করিয়া সদয়হৃদয় পাঠকপাঠিকারা ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুপ্রবাহে অভিষিক্ত হইবেন, এক এক স্থান পাঠ করিতে করিতে তাঁহাদের স্নিগ্ধশরীর কণ্টকিত হইবে, ধর্ম্মভয়ে হৃদয় বলীয়ান হইবে, ধর্ম্মভয়ে হৃদয় শিহরিবে, মানুষের নৃশংসতায় মানুষের হৃদয় দুর্জ্জয় ক্রোধে পরিস্ফীত হইবে, মানুষ স্বর্গে যাইতেছে, মানুষ নরকে ডুবিতেছে, এই পুস্তকের অনেক স্থলে পাঠকপাঠিকাগণ তাহার যেন প্রকৃত চিত্র দেখিতে পাইবেন। যাঁহার হস্ত হইতে এই সকল চিত্রের বর্ণনা বিনির্গত হইতেছে, ভাষার অঙ্গরাগ-সাধনে, সৌন্দর্য্যবিধানে, লালিত্যপরিবর্দ্ধনে এবং পারিপাট্য সংরক্ষণে সাবধানতার সহিত তাঁহার যেরূপ নৈপুণ্য সাহিত্যসমাজ তাহা স্মরণ করিয়া আমার কোন উক্তিকেই অত্যুক্তি মনে করিবেন না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্যকুঞ্জে অনেক প্রকার মধুর বাঁশী বাজিয়াছে; অনেক-প্রকার কাব্য, নাটক, নবন্যাস, উপন্যাসাদি প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু যে ধরণে "ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর" বিরচিত হইতেছে, এ ধরণের পুস্তক বঙ্গভাষায় একখানিও বাহির হয় নাই; এ কথা বলিলে সত্যকথাই বলা হইবে। এরূপ হৃদয়বোধন সারগর্ভ নীতিপূর্ণ আশ্চর্য্য ব্যাপারসমূহ অন্য পুস্তকে একাধারে পাওয়া যায় না। আমি এই পুস্তকের হস্তলিখিত আদর্শ যতদূর পাঠ করিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এরূপ উপকারী অথচ আশ্চর্য্য পুস্তক বঙ্গভাষায় নাই। এতৎ পাঠে মানবচরিত্র পরিজ্ঞানে আমাদের নব্যসম্প্রদায়ের সবিশেষ সহায়তা হইবে। এই সকল উপকার আলোচনা করিয়া এবং ঐই শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকারমহাশয় আমাদের "বসুমতী" পত্রিকার সম্পাদকসমিতির সভাপতি, সেই গৌরব স্মরণ করিয়া, আমি আহ্লাদপূর্ব্বক এই পুস্তকখানির প্রকাশকের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। যত শীঘ্র পারি, আমি উহা সমগ্র মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হইব। আশা করি, আগামী শারদীয় মহাপূজার পূর্ব্বেই ইহা সমাপ্ত করিয়া সাহিত্যানুরাগিগণের হস্তে অর্পণ করিতে পারিব।

খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

এই সুবৃহৎ উপন্যাস সম্পূর্ণ হইলে একটি মূল্যবান রত্ন বঙ্গীয় সাহিত্যপ্রিয় গৃহস্থগণের ঘর শোভা বৃদ্ধি করিবে।

কলিকাতা।
বসুমতী-কার্য্যালয়,
মাঘ, ১৩০৬।

প্রকাশক
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সূচি।

পরিচ্ছেদ।		পৃষ্ঠা।
১।	তিনটী পান্থ	১
২।	পান্থশালা	৭
৩।	অশ্বের ভয়	১৩
৪।	রোজী ও বিলাসী	১৫
৫।	গুপ্তকথা	২১
৬।	দিনপত্রিকা	৩৮
৭।	সিংহ ব্যাঘ্র ;—প্রভুভৃত্য	৪৭
৮।	ভয়ঙ্কর চক্র	৫০
৯।	বর্গোমাষ্টার	৬০
১০।	বিচারের ফল	৭১
১১।	রঙ্গিন	৭৮
১২।	অভিনব অনুজ্ঞা	৮১
১৩।	অভিশপ্ত য়িহুদীর দণ্ডাজ্ঞা	৯১
১৪।	আক্লোপা	৯২
১৫।	উল্কীর দাগ	১০০
১৬।	মাশুলহারক	১০৩
১৭।	জালমার মাতামহ	১১০
১৮।	চণ্ডার মন্দির	১১৫
১৯।	ঘাটী	১২১
২০।	গুপ্তক্রিয়া	১৩১
২১।	মহাঝটিকা	১৪৩
২২।	জানি না	১৫৭
২৩।	দাগোবার্টের পত্নী	১৬৫
২৪।	রাণী মাতালীর ভগিনী	১৬৮
২৫।	কারিকর কবি	১৭১
২৬।	প্রত্যাগমন	১৭৮
২৭।	এগ্রিকোলা এবং কুঙ্কা	১৮৫
২৮।	পিতাপুত্র	১৯৩
২৯।	অদ্রিয়াণী-মন্দির	২০৬
৩০।	কুমারীবিলাস	২১১
৩১।	ত্রুটী চতুরা	২২৪
৩২।	বউ রাণী	২২৭

ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর।

অভিশপ্ত য়িহুদী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তিনটী পান্থ।

মাননীয় পাঠক-পাঠিকাগণ! যে সময়ের ইতিহাস, তাহার পর সপ্তষষ্টবর্ষের চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্ত চলিয়া গিয়াছে। একদা হেমন্তঋতুর শেষভাগ। তিনটী পান্থ একটী পন্থায় গমন করিতেছেন। পথপার্শ্বে একটী স্রোতস্বতী। নদীর নির্ম্মল সলিলে নির্ম্মল আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। উপরেও আকাশ, নদীতলেও আকাশ। নদীসলিলে গগনপটের পরিষ্কার ছায়া। দেখিতে অতি সুন্দর। নদী-তীরে প্রশস্ত বর্ত্ম। বর্ত্মপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝাউগাছ শ্রেণীবদ্ধ। মধ্যে মধ্যে নব নব তৃণরাজী। সুশীতল হেমন্তবায়ু সেই সকল তৃণলতাকে অল্প অল্প কাঁপাইতেছে। সন্ধ্যা হইবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব।

একটী শ্বেতবর্ণ অশ্ব। একজন দীর্ঘাকার বৃদ্ধ বীরপুরুষ সেই অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া পদব্রজে ধীরে ধীরে চলিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড একটা ঝুলী। সঙ্গে একটী বৃহদাকার সাইবিরীয় কৃষ্ণবর্ণ কুকুর।

অশ্বপৃষ্ঠে দুটী সওয়ার।—দুটীই বালিকা; পরমসুন্দরী বালিকা। একটী নিদ্রিতা, একটী জাগরিতা। যেটী জাগরিতা, অনুমানে সেইটী জ্যেষ্ঠা। এক হস্তে অশ্ব-রশ্মি ধারণ করিয়া সেই জ্যেষ্ঠা বালিকাটী অপর হস্তে কনিষ্ঠা ভগিনীর কৃশ কটিদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এইখানেই পরিচয় রহিল,—বালিকা দুটী যমজ সহোদরা।

বালিকা দুটী সমবয়স্কা, যমজ বলাতেই তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। আকারে, অবয়বে এই যুগল সহোদরা সম্পূর্ণ অভেদ। গঠনে, লাবণ্যে, সুলতায়, কৃশতায়, উচ্চতায়, কিছুমাত্র ভেদ নাই। বর্ণে, নয়নে, ললাটে, কুন্তলে, শ্রবণে, নাসাপুটে, যুগলে, অপরূপ সাদৃশ্য। অঙ্গসৌষ্ঠব সমস্তই ঠিক এক সমান। কে ছোট, কে বড়, কিছুতেই নির্ণয় করিবার উপায় নাই। জননী হয় ত জানিতেন, কিন্তু অপরের পক্ষে ছোট বড় নির্ণয় করা একেবারেই অসাধ্য। যেটী অশ্বপৃষ্ঠে ঘুমাইতেছে, আখ্যানানুরোধে সেইটীকেই কনিষ্ঠা, এবং যেটী সস্নেহে তাহাকে ধারণ করিয়া জাগিয়া রহিয়াছে, সেইটীকে জ্যেষ্ঠা বলিয়া পরিচয় দেওয়া গেল। জ্যেষ্ঠার নাম রোজী, কনিষ্ঠার নাম বিলাসী।

বিধাতার লীলা বিচিত্র। যেখানে যমজ, সেইখানেই উভয়ের সঙ্গে সমভাবে প্রকৃতির খেলা। দুটিতেই এক সঙ্গে হাসে, এক সঙ্গে কাঁদে, এক সঙ্গে ঘুমায়, উভয়েরই এক সময়ে ক্ষুধা হয়, উভয়েই এক সময়ে পীড়িত হইয়া এক সময়েই আরাম হয়। এই রোজী-বিলাসী অতি শৈশবকালে অতি শক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল, উভয়েই একসঙ্গে আরাম হইয়া সংসারে ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছে। ইহারা এখনও যৌবনসীমায় আরূঢ় হয় নাই; ইহাদিগকে কিশোরী বলিয়া পরিচিত করিলেই বয়সের মান রক্ষা হয়।

যমজের রূপসাদৃশ্য ও প্রকৃতিসাদৃশ্য সর্ব্বত্রই সমান। তবে যে, কোন কোন স্থলে কিছু কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, প্রকৃতিগত তাহার অন্য প্রকার কারণ থাকে। প্রকৃতির সহিত তাহার নিত্যসম্বন্ধ অল্প।

অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া যে সৈনিকপুরুষ সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন, তাঁহার বয়স অধিক। সময়ে তিনি নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টের অশ্বারোহী সেনাদলে সৈনিকের [illegible] করিতেন। তাঁহার [illegible] বিক্রমের পরিচয় পাইয়া [illegible] নেপোলিয়ন তাঁহাকে দাগোবার্ট উপাধি প্রদান করেন। ইনি এখন সকলের নিকটেই দাগোবার্ট নামে প্রসিদ্ধ। বৃদ্ধ হইয়া সেনাদল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি এখনও তাঁহার পূর্ণায়ত বক্ষঃ, বাহু ও নেত্রাদি সর্ব্বশরীরে সর্ব্বপ্রকার বীরলক্ষণ বিদ্যমান।

দাগোবার্টের প্রকৃত নাম ফ্রান্সিস বাদোয়িন্। উপরে বলা হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে একটী বৃহৎ সাইবিরীয় কুক্কুর আছে; সেই কুক্কুরের নাম কৌতুক। যে শ্বেতাশ্বের পৃষ্ঠে রোজী-বিলাসী আরোহণ করিয়া রহিয়াছে, সেই অশ্বের নাম রসিক। এই রসিক বহুতর যুদ্ধক্ষেত্রে দাগোবার্টকে পৃষ্ঠে লইয়া, বহুতর অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়াছে। বীর প্রভুর ন্যায় বীর অশ্ব ফরাসী সেনাদলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কুক্কুরের সহিত অশ্বের অতি চমৎকার ভাব। অবসর পাইলেই উভয়ে খেলা করে। অনেক রকম খেলা হয়। রসিক এক একবার দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত বিকাশ করিয়া কৌতুকের গ্রীবা ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে; কৌতুক চুপ করিয়া থাকে; অধিকক্ষণ থাকিতে হইলে, মুখ ঘুরাইয়া রসিকের মুখের দিকে চায়; রসিক তাহাকে নামাইয়া দেয়। অশ্ব এখন পথে চলিতেছে, এখনও কৌতুকের সহিত মধ্যে মধ্যে খেলা করিতেছে; সেরূপ খেলায় ক্লান্ত হইয়া দাগোবার্টের পৃষ্ঠের ঝুলীটী মাঝে মাঝে কামড়াইয়া ধরিতেছে। এইরূপ আমোদে দাগোবার্ট চলিয়াছেন। বহুপথ অতিক্রম, তথাপি ঐরূপ আমোদ। বহুশ্রমেও কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ হইতেছে না।

ইহাঁরা ফরাসী রাজধানী পারিস নগরে যাইতেছেন। আরও কিয়দ্দূর গমন করিয়া, দাগোবার্ট হঠাৎ এক স্থলে থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন। অশ্বও দুই পদ হটিয়া অকস্মাৎ সেইখানে থামিয়া গেল। অশ্বের গতিরোধে বিলাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে একবার ভগিনীর মুখের দিকে, একবার দাগোবার্টের মুখের দিকে অল্প অল্প চাহিয়া, বিলাসী একটু মৃদু হাস্য করিল।

দাগোবার্টের বদন গম্ভীর। সেই গম্ভীরবদনে এককালে যুগল ভগিনীর চারি চক্ষু নিপতিত হইল। দাগোবার্টের নয়নে জলধারা বহিতেছে। বালিকারা সেরূপ অশ্রু আর কখনও দেখে নাই; উভয়েই এককালে চমকিয়া উঠিল।

মেয়েদুটীর মা নাই। তাহাদের পিতা যে সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন, দাগোবার্ট সেই সেনাদলে সৈনিকের কার্য্য করিতেন।

দাগোবার্টের প্রতি সেনাপতির আন্তরিক বিশ্বাস। আপন বনিতাকে, তিনি দাগোবার্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া দূরদেশে গিয়াছেন। সেনাপতির বনিতাও মরণকালে কন্যাদুটীর লালনপালনের ভার দাগোবার্টের প্রতি সমর্পণ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিয়াছেন। একা দাগোবার্টই এখন উহাদের মাতাপিতা। মেয়েরাও দাগোবার্টকে মাতাপিতা বলিয়া জানে। পরস্পর অকৃত্রিম স্নেহ, অকৃত্রিম অনুরাগ, অকৃত্রিম বিশ্বাস।

দাগোবার্টের চক্ষে জল দেখিয়া বিলাসী কাতরবচনে করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাগোবার্ট! এ কি! তুমি কাঁদিতেছ?"

ত্রস্তহস্তে নেত্রমার্জ্জন করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "হাঁ মা! আমি কাঁদিতেছি! তোমারা আমার চক্ষে জল দেখিবে, ইহা আমি ভাবিতে পারি নাই। হঠাৎ একটা শোকাবহ পূর্ব্বস্মৃতি আমাকে কাতর করিয়াছে। অনেকদিন আমি এ পথে আসি নাই। পূর্ব্বে অনেকবার এই পথ দিয়া গিয়াছি, তখনও এইরূপ অধীর হইয়াছিলাম।"

জলন্ত কৌতূহলে অধীরা হইয়া বালিকা রোজী ত্রস্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন দাগোবার্ট! এ পথে এখানে উপস্থিত হইলে কেন তোমার চক্ষে জল আসে? এখানে আসিলে কি পূর্ব্বকথা তোমার মনে পড়ে?"

পথের পার্শ্বে প্রকাণ্ড একটা উচ্চ জাঙ্গাল। সেই জাঙ্গালের উপর বহুকালের প্রাচীন একটা ওক্ বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "ঐ দেখ, ঐ যে ওকবৃক্ষ দেখিতেছ, বহুদিন পূর্ব্বে একটা যুদ্ধে আহত হইয়া, তোমাদের পিতার সহিত আমি ঐ বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছিলাম। একজন রুষীয় কর্ণেল ঐ স্থানে আমাদের উভয়কে আক্রমণ করে, উভয়েই আমরা ঐ স্থানে বন্দী হই!"

দাগোবার্ট আর বলিতে পারিলেন না; বাষ্পবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। স্নেহকাতরা যুগল সহোদরা দ্রুতচঞ্চলে অশ্ব হইতে নামিয়া পড়িল। তাহাদের নেত্রেও জলধারা। দাগোবার্ট তাহাদিগের হস্তধারণপূর্ব্বক সেই বৃক্ষতলে লইয়া গেলেন; বালিকারা সাশ্রুনয়নে জানু পাতিয়া বসিয়া বৃক্ষকে নমস্কার করিল। আপনা আপনি কত কথা বলিল, কত ভাবনা ভাবিল, কল্পনাবলে কত কথাই ক্ষুদ্র হৃদয়ে আনয়ন করিল; ক্রমশই তাহাদের নয়নবারি প্রবল; বক্ষ-বস্ত্র সিক্ত।

দাগোবার্ট আরও কাতর হইলেন। বালিকা-দুটীকে শান্ত করিবার মানসে অন্য কথা পাড়িলেন; সস্নেহবচনে কহিলেন, "কেন মা তোমরা কাঁদো? জননীর মৃত্যুকালীন উপদেশ কি তোমাদের মনে নাই?"

নেত্র উত্তোলন করিয়া সচঞ্চলে রোজী বলিল, "বেশ মনে আছে, বেশ মনে আছে! মা বলিয়া গিয়াছেন, কখনো তোমরা কাঁদিও না। আরও—"

ভগিনীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া, সকাতর ত্বরিতস্বরে বিলাসী বলিয়া উঠিল, "মা আমাদের আরও বলিয়া গিয়াছেন, তিনি স্বর্গ হইতে আমাদের দেখিবেন, স্বর্গ হইতে আমাদের কথা শুনিবেন।"

বালিকাসুলভ উৎফুল্লবদনে রোজী তৎক্ষণাৎ স্তম্ভিতস্বরে কহিল "সত্য দাগোবার্ট! নিত্যই আমি দেখিতে পাই, নক্ষত্রপথ হইতে উঁকি মারিয়া মা আমাদের দেখেন! নিত্যই আমি বুঝিতে পারি, আমাদের কথাগুলিও সেই স্থান হইতে শুনিতে পান!"

দাগোবার্ট কহিলেন, "তোমাদের জননী

সংসারে সতীলক্ষী ছিলেন। যাহা তিনি বলিয়া গিয়াছেন, কদাচ তাহা ভুলিও না; সর্ব্বক্ষণ তাহা স্মরণ রাখিও।"

বিলাসী।—একদিনের জন্যেও সে সব কথা আমরা ভুলি না।

রোজী।—মাকে যে দিন ভুলিব, সে দিন আর বাঁচিব না!

দাগোবার্ট।—তবে কাঁদিতেছ কেন?

বিলাসী।—আর কাঁদিব না।

রোজী।—এই দেখ, মায়ের কথা মনে করিয়া আমিও চক্ষের জল মুছি[illegible]াম।

দাগোবার্টও চক্ষের জল মু[illegible]লেন। রোজী জিজ্ঞাসা করিল, "দাগোবার্ট! এখনও কি আমাদের অনেক পথ যাইতে হইবে?"

দাগোবার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা-কার পথ জিজ্ঞাসা করিতেছ? পারিসের? উঃ! পারিস অনেক দূর! প্রায় চার মাসের পথ।"

চঞ্চলা হইয়া রোজী কহিল, "উঃ! চার মাসের পথ! তবে আর আমাদের এখানে বিলম্ব করা ভাল হয় না।"

বিলাসী বলিল, "সন্ধ্যা হয়! রাত্রি-কালে কতদূর যাইব?"

দাগোবার্ট কহিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পারিলে অতদিন লাগে না, কিন্তু আমরা তাহা পারিব না। টাকা কমিয়া আসিয়াছে। যেখানে সেখানে সস্তা সরাই পাইব, সেই-খানেই বিশ্রাম করিব। ছোট একটা ঘর লইব, তোমরা দুজনে সেই ঘরে থাকিবে, কম্বল বিছাইয়া আমি চৌকাঠের ধারে শুইয়া রহিব, কুকুরটী আমার পদতলে শয়ন করিবে, অশ্ব-টীকে ছোট একটা খোঁটাতে বাঁধিয়া রাখিব। আহারের ব্যবস্থাও সামান্য। কেবল তোমা-দের দুজনের জন্য আয়োজন। আমার নিজের যথাকালে যৎকিঞ্চিৎ হইলেই চলে। রাত্রিকালে না হইলেও ক্ষতি নাই, পথে বাহি[র] হইয়া অবধি তাহা তোমরা দেখিতেছ[।] কুকুরকে একখানি রুটী দিব, অশ্বটীকে কিছু কিছু দানা দিব; বেশী খরচ হইবে না।"

দাগোবার্টের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া, ফুল্লনয়নে মুখপানে চাহিয়া, বিলাসী বলিয়া উঠি[ল], "আমার কথা বুঝি ভুলিয়া গেলে? রাত্রি-কালে কতদূর যাইব?"

প্রশ্নকারিণীর গায়ে হাত বুলাইয়া দাগো-বার্ট কহিলেন, "রাত্রিকালে বেশী দূর যা[ইব] না। নিকটেই গ্রাম আছে। সে গ্রা[মে] সরাইখানা পাওয়া যায়। এ রজনী সে[ই] খানেই অবস্থান করিব।"

বালিকারা আবার পিতার উদ্দেশে ও[ই] বৃক্ষমূলে নমস্কার করিল। দাগোবার্ট তাহাদে[র] হস্তধারণ করিয়া তুলিলেন। অশ্ব সেই স্থা[নে] মনের সুখে নব নব তৃণ ভক্ষণ করিতেছিল[;] কুকুরটী প্রভুর পায়ের কাছে শুইয়া বিশ্রা[ম] করিতেছিল, বালিকারা উঠিল দেখিয়া, শশ-ব্যস্তে কাণ ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল;—অশ্বটী[ও] তৃণভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বালিকাদের উত্থান প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দাগোবার্টের ইঙ্গিতে বালিকারা পূর্ব্বব[ৎ] অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। মৃদু কদমে রসি[য়া] অশ্ব থামিয়া থামিয়া চলিল। বল্‌গা ধার[ণ] করিয়া বালবৎসল বীরবর ধীরপদে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কৌতুকশীল কৌতুক আহ্লাদে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া প্রভুপদের পশ্চাতে।

যে সময়ে তাঁহাদের প্রথম যাত্রা, তাহা[র] পর প্রায় একমাস অতীত হইয়াছে; বর্ষা ঋতু অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। হেমন্ত আসি[য়া]ছে। মৃদু কদমে অশ্ব যাইতেছে। খানিক

র যাইতে হইতেই সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন; সন্ধ্যা হইল।—এ অঞ্চলে সন্ধ্যার অগ্রে, সন্ধ্যার পরে প্রায়ই আকাশে মেঘ হয়; সেদিনও মেঘ উঠিল। সচরাচর সন্ধ্যাকালে যেরূপ অন্ধকার দেখায়, মেঘাগমে সে দিনের সন্ধ্যা তদপেক্ষা অধিক অন্ধকার হইয়া আসিল। ঘোর অন্ধকার! দাগোবার্টের সঙ্গে ক্ষুদ্র একটী লণ্ঠন ছিল, সেইটি বাহির করিয়া তিনি ক্ষুদ্র একটী বাতি জ্বালিলেন। সেই আলোকে গন্তব্য পথ লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ অশ্ব ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বহুদূর বহুশ্রমে অশ্ব অত্যন্ত ক্লান্তও হইয়াছিল, কিন্তু সে ক্লান্তি কাহাকেও বুঝিতে দিল না; বরাবর যেমন চলিয়া আসিতেছে, তখনও সেইরূপ চলিতে লাগিল। যেন সম্পূর্ণ তেজ আছে, মুখভঙ্গীতে, চলনভঙ্গীতে, ঠিক সেই প্রকার লক্ষণ।

বৃষ্টি হয় হয়, এইরূপ আড়ম্বর। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছে। পশ্চিমদক্ষিণ কোণ হইতে জোর জোর হাওয়া উঠিয়াছে; দাগোবার্ট মহা উদ্বিগ্ন হইলেন। "কতদূরে গ্রাম?"—আতঙ্কিত হইয়া দিলাসী সহসা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিল। রোজীও সেই প্রশ্নে প্রতিধ্বনি করিয়া মহা আতঙ্কে বলিয়া উঠিল, "কত দূরে গ্রাম?"

এক ভগিনী যাহা করে, দ্বিতীয় ভগিনীও তাহাই করে, এটী তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ। যমজা পরিচয়ে এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উভয়ে পুনঃপুন বলিতে লাগিল, "কতদূরে গ্রাম? কতদূরে গ্রাম?"

দাগোবার্ট কহিলেন, "আর অধিক দূর নয়, তোমরা চল। তোমাদের মঙ্গলার্থী অশ্ব তোমাদিগকে ঠিক পথে লইয়া যাইবে। মনের ভিতর কোন ভয় করিও না, বুকের ভিতর সাহস আন, পরমেশ্বর মঙ্গল করিবেন। মেঘের ভিতর হইতে অলক্ষ্যে থাকিয়া তোমাদের মা তোমাদের রক্ষা করিতেছেন, কোন ভয় নাই, অতি নিকটেই গ্রাম।"

বালিকারা শান্ত হইল। অশ্ব সবেগে চলিল। রাত্রি যখন চারিদণ্ড, সেই সময়ে তাঁহারা গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। গ্রামের নাম মকারেণ। সে গ্রামে কথানা সরাই আছে, কোন্ সরাইখানার ভাড়া কম, কোন পল্লীবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা জানিয়া লইবার জন্য, দাগোবার্ট গ্রামমধ্যে এক স্থানে ঘোড়া থামাইলেন, বালিকা-দুটীকে নামাইলেন; পথিপার্শ্বে ক্ষুদ্র একটী চাঁদনী ছিল, মেয়ে-দুটীকে সেইখানে বসাইয়া, তিনি কোন পল্লীবাসীর অন্বেষণে গেলেন।

মেঘাড়ম্বর দুর্য্যোগ দেখিয়া গ্রামবাসীরা সকলেই প্রায় জানালা বন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। তত অল্প রাত্রেই গ্রামখানি যেন নিস্তব্ধ। একটী গৃহের দ্বার অনাবৃত ছিল, দ্বারে একজন বৃদ্ধ পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাহিরের একজনকে ডাকিতেছিলেন, দাগোবার্ট তাঁহারই সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গ্রামে কোন্ হোটেল সস্তা?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "এ গ্রামে মোটে একটী হোটেল। সেই হোটেলের নাম হোয়াইট ফাল্‌কন, সরাই। এখান হইতে পশ্চিম দিকে আর একক্রোশ পথ যাইলেই সেই সরাইখানায় যাইতে পারিবেন।"

বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিয়া দাগোবার্ট দ্রুতপদে বালিকাদের কাছে ফিরিয়া আসিলেন, ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, নিকটেই সরাইখানা। কিয়ৎক্ষণ এইখানে বিশ্রাম কর; আকাশ একটু পরিষ্কার হইলেই সরাইখানায় উপস্থিত হইতে পারিব।"

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম। মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া বিশ্রাম করা যায় না, গল্প উঠিল। বাজে গল্প দাগোবার্টের মুখে কস্মিন্‌কালেও বাহির হয় না; মাঝে মাঝে কেবল মেয়েদুটীকে উপদেশ দিবার গল্প, অন্যমনস্ক রাখিবার গল্প, সান্ত্বনা করিবার গল্প। প্রথমেই তিনি কথা তুলিলেন, "তোমাদের গলায় যে পদক আছে, উহা কত উপকারী, তোমরা তাহা জান?"

চঞ্চল-হস্তে বসনাভ্যন্তর হইতে একখানি পদক বাহির করিয়া, পরম উল্লাসে বিলাসী কহিল, "এই যে পদক। এখানি আমি কত যত্নে রাখি, কতবার দেখি, কতবার চুম্বন করি, তুমি কি তাহা জান?"

ঠিক সেই ধুয়া ধরিয়া রোজীও বলিল, "আমিও খুব যত্নে রাখি। যত্নে না রাখিলে মা আমাদের উপর রাগ করিবেন।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "ঠিক কথা। খুব যত্নে রাখিও। সাবধান, কখনও যেন হারায় না। পদকের গায়ে কি ক অক্ষর লেখা আছে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ?"

রোজী বিলাসী উভয়েই একস্বরে বলিয়া উঠিল, "রোজ রোজ দেখি। দেখি বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না। মা বলিয়াছিলেন, তিনিও বুঝিতে পারেন নাই। তুমি কি ঐ সকল কথার মানে জান?"

দাগোবার্ট কহিলেন, "এখনকার কথা নয়। আজ আমার অনেক কথা বলিবার আছে, রাত্রে সরাইখানায় সব কথা বলিব।"

পদকের স্মরণাঙ্ক এই প্রকার:—

Victim
of
L. C. D. J.
Pray for me!

Paris.
February the 13th, 1632.

At Paris.
No 3, Rue Saint Francois.
In a century and a half
you will be
February the 13.th, 1832

Pray for me!

এই সঙ্কেতগুলি, এই অক্ষরগুলি, এই অঙ্কগুলি লণ্ঠনের আলোতে দাগোবার্ট স্পষ্ট স্পষ্ট পাঠ করিয়া মেয়েদুটীকে শুনাইলেন, অর্থ ব্যাখ্যা হইবে সরাইখানায়, পুনরায় রূপ অঙ্গীকার রহিল।

আকাশ পরিষ্কার হইল না। মেঘ বরং আরও বাড়িতে লাগিল। সেখানে আ, কালবিলম্ব না করিয়া, দাগোবার্ট শান্তহস্তে মেয়েদুটীকে ঘোড়ার উপর তুলিয়া দিলেন। আপনি পূর্ব্ববৎ লাগাম ধরিয়া চলিলেন। পশ্চাতে ঊর্দ্ধমুখ সাইবিরীয় কুকুর। অশ্বটী মৃদুপদে চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পান্থশালা।

এই পান্থশালার নাম হোয়াইট ফ্যালকন সরাই। একখণ্ড সুপ্রশস্ত সমচতুষ্কোণ ভূমির উপর দ্বিতল অট্টালিকা। ঘরগুলিও সমান্তরালে বিনির্ম্মিত। চারিদিকে চক্-মেলানী। দোতালার ঘরে অতিথিরা থাকে। নিম্নতলের তিন দিকে পশুশালা, আস্তাবল, ভাণ্ডার, আর চাকরদিগের থাকিবার ঘর। এই পান্থশালায় একজন নূতন যাত্রী আসিয়াছে, তাহার নাম মোরক। সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি এই ব্যক্তি অনেক প্রকার পেসা চালাইয়াছে কেরাণীগিরী হইতে ধর্ম্মযাজকের পদ পর্য্যন্ত ইহার ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়াছিল। সিংহব্যাঘ্রের সহিত খেলা করা ইহার এখন প্রধান কার্য্য। কিরূপে হিংস্রজন্তুকে বশীভূত করিতে হয়, মোরক তাহা ভাল জানে। এই পান্থশালায় তিনটা জানোয়ার আনিয়া রাখিয়াছে। একটা সিংহ, একটা গুলবাঘা, একটা বাঘিনী। সময়ে সময়ে তাহাদের সহিত খেলা করিয়া, ঐ ব্যাঘ্রক্রীড়ক নানাপ্রকার লোকের নিকট বক্‌সীস্ লয়। ইহার চাকরেরাও সিংহ-ব্যাঘ্রাদির সহিত খেলা করিতে শিখিয়াছে। মোরকের আর একটা গুণ আছে। সে ব্যক্তি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মায়া দেখাইয়া জ্যোতিষ গণনা করিতে পারে। সেই অহঙ্কারে পরিস্ফীত হইয়া মোরক আপনাআপনি উপাধি লইয়াছে, মোরকরাজ জ্যোতিষী।

উত্তরদিকের দোতালার ছাদের উপর ছোট একটা টীনের ঘর। মোরক সেই ঘরে রাত্রিকালে বাস করে। দোতালার ছাদ হইতে সেই ঘরের চৌকাট পর্য্যন্ত দীর্ঘ একটা কাঠের সিঁড়ি। ঘরের চারিদিকেই বড় বড় জানালা। যে রাত্রের কথা, মোরক সেই রাত্রে ঐ টীনের ঘরে একাকী পায়চারী করিতেছে। মাঝে মাঝে রাস্তার দিকের জানালায় উঁকি মারিয়া কি দেখিতেছে, কাণ পাতিয়া কি শুনিতেছে, মন বড় অস্থির, গতিও অস্থির। ঘরের মাঝখানে বুকে হাত বাঁধিয়া লোকটা একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল; আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "কৈ?—এখনো আসিতেছে না কেন? নিশ্চয় আসিবে। গণনা করিয়া দেখিয়াছি, এই রাত্রেই তাহারা আসিবে; এই গ্রামে সরাইখানা অন্বেষণ করিবে; গ্রামে আর সরাইখানা কাহার আছে? এইখানেই আসিবে। কেন এখনো আসিতেছে না? রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড। ঘোরতর মেঘ। অন্ধকারে হয় ত পথ ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিয়াই বা যাবে কোথা? যে দিকেই যাউক, ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশ্যই এখানে আসিবে।"

এই সব কথা বলিতে বলিতে জ্যোতিষী আবার অস্থিরচরণে জানালার কাছে উঁকি মারিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তথাপি অনেক দূর পর্য্যন্ত চক্ষু চালাইল, কিছুই দেখিতে পাইল না। আবার জানালার নিকট হইতে সরিয়া আসিল, অন্য জানালার কাছে দাঁড়াইল। বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একবার থামিয়া গেল। সেই সময় উত্তর-দিকের পথে দ্রুতগামী অশ্বের পদধ্বনি। মোরক আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিল।

আহ্লাদে আহ্লাদে ধূর্ত্ত জ্যোতিষী মনে মনে কতই দুরভিসন্ধি কল্পনা করিল,

আহ্লাদে আহ্লাদে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "গলিয়াথ! গলিয়াথ!"

নীচে হইতে একটা লোক উচ্চ-কর্কশস্বরে উত্তর করিল, "হাজির কর্ত্তা!" এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে সেই কাঠের সিঁড়িটা ঘন ঘন দুলিতে লাগিল। প্রকাণ্ড একটা মাথা সেই চৌকাটের কাছে দেখা দিল। ঝাউবনের মত লম্বা লম্বা গুচ্ছ গুচ্ছ কোঁকড়া চুল, শূকরের কাণের ন্যায় দীর্ঘ দীর্ঘ দুইটা কাণ, গোল গোল চক্ষু, তাহাও কোটরে বসা, নাকটা চাপ্‌টা, ঠোঁট দুখানা অত্যন্ত পুরু, প্রকাণ্ড দুই সার দাঁত। যাহার ঐ প্রকাণ্ড মাথা, সেই লোকটা দুই হাত দিয়া সিঁড়ির রেল ধরিয়া উপরে উঠিতেছে, দীর্ঘ দীর্ঘ দন্তে বৃহৎ একখণ্ড গোমাংস কামড়াইয়া ধরিয়াছে, ওজনে প্রায় দশ সের! সেই মাংসখণ্ড দিয়া অনবরত রক্ত পড়িতেছে। দেখিতেই ভয়ঙ্কর!

লোকটার সর্ব্বাঙ্গ উপরে উঠিল। পরিমাণে প্রায় পাঁচ হাত দীর্ঘ। যেমন প্রকাণ্ড মস্তক, পরিমাণে দেহটাও সেই প্রকার। বুকখানা দুই হাত চওড়া, বাহুযুগল লৌহ-মুদ্গরের ন্যায় স্থূল, কর্কশ, কঠোর। হাতের আস্তিন স্কন্ধ পর্য্যন্ত গুটাইয়া রাখিয়াছে। অঙ্গুলী হইতে কক্ষমূল পর্য্যন্ত ভল্লুকের লোমের ন্যায় দীর্ঘ লোমে ঢাকা। লোকটাকে মনুষ্য না বলিয়া জানোয়ার বলিলেই ঠিক পরিচয় হয়। ভীষণ জানোয়ার! চেহারা অত্যন্ত বিকট! লোকমুখে রাক্ষসের চেহারার যেরূপ বর্ণনা শুনা যায়, ইহার চেহারাও অবিকল তদ্রূপ। ইহার নাম গলিয়াথ।

উপরে উঠিয়াই গলিয়াথ দাঁতের মাংসখণ্ডটা ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিল; নিকটে গিয়া কর্কশকণ্ঠে জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কুড়ুলখানা কোথায়?"

মোরক চঞ্চল হইয়া কহিল, "তাহারা আসিয়াছে? কোন্ ঘরে বাসা লইয়াছে? কি রকমের লোক? কজন তাহারা? কতক্ষণ আসিয়াছে? দেখিতে কেমন? কোন্ দিক দিয়া আসিল?"

বিরক্ত হইয়া গলিয়াথ বলিল, "কুড়ুল? কি দিয়া মাংস কাটিব? বড় ক্ষুধা! বড় ক্ষুধা! পেটের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে! বাবেরা উপবাস করিয়া আছে! কোথায় গেল কুড়ুল?"

বিকট মুখ বিকট করিয়া গর্জ্জনস্বরে মোরক কহিল, "আগে আমার কথার উত্তর দে! তাহারা আসিয়াছে? কোন্ ঘরে তাহারা বাসা লইয়াছে? কজন তাহারা?—কি রকম চেহারা?—কখন্ আসিয়াছে?"

একটু যেন ভয় পাইয়া গলিয়াথ বলি[ল],
"হাঁ কর্ত্তা! আসিয়াছে! তিন জন। দুটো ছুঁড়ী, একটা বুড়ো; একটা সাদা ঘোড়া, আর মস্ত একটা কাল কুকুর। বুড়োটার যে গোঁফ গো! যেন ঝাউগাছ! দেখিলেই হাসি পায়। এত বুড়ো, তবু তাহার চক্ষু দেখিলে কম্প আসে। বোধ হয়, গায়ে অনেক বল। মাথায় টাক পড়া। তোমাদের সেই নেপোলী রাজার মতন একগোছা দাড়ী। পাকা দাড়ী। বোধ করি, সেই নেপোলীর কাছে ঐ লোকটা যুদ্ধ শিখিয়াছিল। ছুঁড়ী দুটো ভারী সুন্দর; ফুটফুটে সুন্দর। তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিলে—না না, বড় ক্ষুধা!—সে কুড়ুল?"

তৃতীয়বার গর্জ্জন করিয়া মোরক কহিল, "তাহারা কোথায় রহিয়াছে? কোন্ দিকের কোন্ ঘরে?—বাসা তাহারা পেয়েছে ত?"

গলিয়াথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা! আসামাত্র বাসা পেয়েছে। দক্ষিণদিকের কোণের সেই ছোট ঘরের উপর ঘরে।"

মোরক।—বুড়োটা সেই ঘরে আছে?

গলিয়াথ।—না কর্ত্তা। গাড়ীবারাণ্ডার নীচে এক মোট কাপড় লইয়া হাজির। কাপড় কাচিতেছে। ছুঁড়ীরা সেই ঘরে আছে। কুকুরটা চৌকী দিতেছে। ঘোড়াটা আস্তাবলে। কিন্তু আমার কুড়ুল? বাঘেরা পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। আমার কুড়ুল?

মোরক।—শোন্ আমার কথা। বাঘেরা কিছুই খাবে না। তাহারা যেন আজ রাত্রে কিছুই খাবার না পায়।

গলি।—কি বল তুমি? এখনি পেটের জ্বালায় মরে, সারা রাত খাবে না?

মোরক।—কিছুই না।

গলি।—আর আমি?

মোরক।—তুইও না। কেহই না।

গলি।—সিঙ্গী?

মোরক।—কিছুই না।

গলি।—ও বাবা! তবেই মেরেছে! তবে আজ সবগুলো এক সঙ্গে মরুক্!

মোরক।—খুব ভাল। তাই আমি চাই।

গলি।—কি তুমি চাও? বাঘ মরুক্, বাঘিনী মরুক্, সিঙ্গী মরুক্, আমিও মরি, এই তোমার খুব ভাল?

মোরক। হাঁ, হাঁ, খুব ভাল! খুব ভাল! তুই সেই বর্গোমাষ্টারের * বাড়ী চিনিস? যার কাছে আমি পাশ আন্‌তে গিয়েছিলাম, যার বিবি সে দিন আমার কাছে খান্‌কতক কেতাব কিনেছে, ফুলের মালা কিনেছে, তুই তার বাড়ী চিনিস্?

গলি।—হাঁ কর্ত্তা! কিন্তু আমার কুড়ুল? ক্ষুধার জ্বালায় বাঘেরা মারা যায়! আমিও মারা যাই!

মোরক।—তুই সেই বর্গোমাষ্টারের বাড়ীতে যা। গিয়ে বল্, ভোরে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে যাব। যতক্ষণ না যাই, ততক্ষণ তিনি যেন কোথাও বাহির না হন।

গলি। কিন্তু আমার কুড়ুল? ক্ষুধা, ক্ষুধা!—প্রাণ যায়—প্রাণ যায়! না খেয়ে এক পাও আমি নড়্‌ছি না।

মোরক।—তুই তবে খা। তোর খাবার প্রস্তুত। তুই কাঁচা মাংস খাস, তোর খাবার বিলম্ব কি! কিন্তু খবরদার; বাঘেরা যেন আজ রাত্রে কিছুই না পায়। সিঙ্গীও যেন কিছু না খায়। তুই খা! শীঘ্র খা, শীঘ্র যা!

গলিয়াথের আর বিলম্ব সহিল না। কুড়ুলও চাহিল না, কাটিতেও হইল না, তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা প্রায় পাঁচ সের কাঁচা মাংস এক গ্রাসে উদরস্থ করিল। বাঘেরা কিছুই খাইবে না, কিছুই পাইবে না, কেমন বিবেচনা, কিছুই বুঝা গেল না! মৎলবের পার নাই! কে জানে আজ আবার কি একটা মৎলব! এইরূপ বকিতে বকিতে গলিয়াথ সেই কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া নামিল। তাহার পদভরে সিঁড়ি আবার প্রায় আধঘণ্টা কাঁপিল আর দুলিল। গলিয়াথ চলিয়া গেল।

গলিয়াথও গেল, মোরকও দ্রুতপদবিক্ষেপে উপর হইতে নামিল। সরাসর গাড়ীবারাণ্ডার নীচে আসিয়া উপস্থিত হইল;—দেখিল, দাগোবার্ট আস্তিন গুটাইয়া পাটাতনের উপর কাপড় কাচিতেছেন। একটু দূরে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল মোরক তাহা দর্শন করিল। কোন দিকেই দাগোবার্টের দৃষ্টি নাই। তিনি আপন মনে শিশ্ দিতে দিতে কাপড় কাচিতেছেন। ধীরপদে নিকটে গিয়া, পশ্চাৎ হইতে মোরক জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে! ও লোকটা মাষ্টার

* বর্গোমাষ্টার—ফরাসী কথা।—ইংরাজী মাজিষ্ট্রেট।

যে নিজেই কাপড় কাচিতেছ? তোমার বুঝি ধোপানীর মজুরী জোটে না?”

দাগোবার্ট কিছুই উত্তর করিলেন না, আপন মনেই কাপড় কাচিতে লাগিলেন।

মোরক্ বিরক্ত হইল। বুঝিয়া লইল, বৃদ্ধ বীর-পুরুষ ইচ্ছা করিয়াই তাহার অপমান করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বস্বর বদল করিয়া একটু নম্রস্বরে কহিল, “ওহে লোক! বড়ই পরিশ্রম হইতেছে। আইস, আমার সঙ্গে একটু মদ খাও। বেশ ঠাণ্ডা হইবে।”

ঘূর্ণিতনয়নে দাগোবার্ট একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। অত্যন্ত বিকট মুখ! দেখিবামাত্র ঘৃণা হয়। চেহারাতে যেন স্তরে স্তরে ধূর্ত্ততা মাখা। সে লোকের সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করা বড়ই ঘৃণার কথা। কিছুই উত্তর না করিয়া, দাগোবার্ট আবার টবের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন, পূর্ব্ববৎ আপন মনে আরব্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

টিট্‌কারী দিয়া মোরক্ কহিল, “বা ধোপানী, বাঃ! তুমি এই যে কাপড় কাচিতে বেশ জান! আমার যদি একটা দাসী থাকিত, আমি তাহাকে তোমার কাছে কাপড় কাচার শিক্ষানবীস রাখিতাম।”

দাগোবার্ট আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ঘৃণিত বিদ্রূপ শুনিয়া ইচ্ছা হইল, কাপড়কাচা পাটাখানা তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া দেন; কিন্তু সাম্‌লাইয়া গেলেন। বৃথা কলহ বাধাইলে বালিকা-দুটীর কি গতি হইবে? কোন কথা কহিলেন না। মোরক্ আবার ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, “কোন্ দেশে তোমার ঘর? সে দেশে সকলেই বুঝি ধোপা? একটু সভ্যতা জান না? বনবাসী পশু! ভদ্রলোকের কথা মান না! আমি চাই [illegible] ভদ্রতা করিয়া বলিলাম, শ্রান্ত আছ, [illegible] না কোথায় [illegible] আমার সঙ্গে একটু মদ খাও। গ্রাহ্যই হইল না। কোথাকার বুনো!”

বারম্বার ঐরূপ কুৎসিত সম্ভাষণে দাগোবার্টের ঘৃণা বাড়িল; রাগও হইল। কিছুই প্রকাশ নাই। সে স্থানে থাকিতে তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না, জলের টব্‌টা মাথায় করিয়া, কাপড়গুলি স্কন্ধে লইয়া, তিনি আরও অনেক তফাতে চকের আর একধারে সরিয়া গেলেন। মোরক্ও সঙ্গ ছাড়িল না। সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে গিয়াই উপস্থিত হইল।

সে রাত্রে পান্থশালায় আরও অনেক অতিথি উপস্থিত ছিল। তাহাদের অনেকেই অল্প-স্বল্প মদ খাইতেছিল, হাস্য করিতেছিল, নৃত্য করিতেছিল, গীত গাইতেছিল। নূতন অতিথির সহিত মোরকের ঐরূপ রঙ্গ দেখিয়া, দলের মধ্য হইতে একজন অপর লোকগুলিকে বলিল, “বড়ই মজা হইতেছে! চল, একবার রঙ্গভঙ্গটা দেখা যাউক্।”

বিশপঁচিশজন লোক ভিড় করিয়া [illegible] রঙ্গভূমে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া মোরক্ হাস্য করিয়া কহিল, “দেখ ত! [illegible] কি রকম অসভ্য লোক! সভ্যতার রীতি-নীতি কিছুই জানে না। ভদ্রলোকের সঙ্গে কি রকমে কথা কহিতে হয়, তাহাও শিখে নাই। আমি চাই ভদ্রতা। লোকটা ধোপানীদের মত হিম্‌সিম্ খাইয়া কাপড় কাচিতেছে; দেখিলাম, ক্লান্তও হইয়াছে। বলিলাম, এস মদ খাও। গ্রাহ্যই করিল না। উঃ! ইচ্ছা হইতেছে, ইহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়া দিই। কিন্তু প্রভু যিশুখ্রীষ্টের আদেশ, লোকের সহিত কলহ করিতে নাই।”

লোকেরা তখন মোরকের পক্ষ হইল; সেই স্বরে স্বর দিয়া পাঁচসাতজন বলিল, “কথাও ত বটে! ভদ্রতার কাছে ভদ্রত

দেখাইতে হয়; ডাকিলেই মদ খাইতে হয়। সত্য সত্যই লোকটা অতি অসভ্য।"

মোরক্ প্রথমতঃ ফরাসীভাষায় কথা কহিতেছিল, এই সময় জর্ম্মণভাষা ধরিল। অতিথিদের মধ্যেও জনকতক জর্ম্মণ ছিল। তাহারাও জর্ম্মণভাষায় উত্তর করিতে আরম্ভ করিল। দাগোবার্টকে লক্ষ্য করিয়া একজন বলিল, "লোকটা হয় ত মূর্খ; আমাদের ভাষা বুঝিতে পারে না।" আর একজন বলিল, "হয় ত বোবা।" তৃতীয় ব্যক্তি দন্ত করিয়া বলিল, "আমার বোধ হয় কালা!"

দাগোবার্ট এই সময়ে একবার কথা কহিলেন। মোরক্‌কে বলিলেন, "তোমাকে আমি চিনি না, তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়, সেটাও আমি ইচ্ছা করি না; দিব্য ফরাসী বুলী বলিতেছিলে, তাহা আমি শুনিয়াছি; সকল কথাই অশুদ্ধ। জর্ম্মণ বুলী কপচাইতেছ, তাহাও বুঝিতেছি। জর্ম্মণের সঙ্গে জর্ম্মণ ভাষাতেই কথা কও; আমার সঙ্গে বাগ্‌-বিতণ্ডায় দরকার নাই।"

এইরূপ উত্তর দিয়া দাগোবার্ট পুনর্ব্বার কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। মোরক্ তখন যেন মনে মনে ফুলিতে লাগিল। এত লোকের সম্মুখে একটা অচেনা লোক তাহাকে মূর্খ বলিল, এ অপমান সহ্য হইল না। ভয়ানক রাগ হইল। যিশুখ্রীষ্টকে ভুলিয়া গেল। লোকদিগের দিকে চাহিয়া, গর্জ্জনস্বরে বলিল, "তোমরা আমাকে দুখানা তলোয়ার দাও, আমি ইহাকে দেখিব!"

সহসা দাগোবার্টের হৃদয় কাঁপিল। তিনি ভাবিলেন, এ দুরন্ত লোকের মৎলব কি? অসহায়া বালিকা দুটী আমার সঙ্গে। আমি একাকী হইলে এই মুহূর্ত্তেই ইহার প্রতিফল দিতাম, কিন্তু এখন তাহা হইতে পারে না। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, মোরক্‌কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুখানা তলোয়ার লইয়া তুমি কি করিবে?"

ভ্রুকুটিভঙ্গী করিয়া মোরক্ কহিল, "সে কথা এখন কেন? আমি যখন একখানা ধরিব, তোমার হাতে যখন একখানা দিব, তখন দেখিতে পাইবে, তখন জানিতে পারিবে!"

দাগোবার্ট কহিলেন, "লড়াই করিবে? দোহাই ঈশ্বর! এ ক্ষেত্রে লড়াই করিতে আমি অসম্মত।"

বিকট হাস্য করিয়া, দর্শকদলের দিকে ফিরিয়া, বিকটস্বরে মোরক্ বলিল, "দেখ দেখ! লোকটা কাপুরুষ! ইহাদের সেই ধূর্ত্ত তস্কর নেপোলিয়ন কোন্ গুণে এই কাপুরুষকে আপন সেনাদলে স্থান দিয়াছিল?"

দাগোবার্ট কাপড় কাচা বন্ধ করিলেন। তাঁহার কপোলে, ললাটে, নাসাগ্রে, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মকণা দেখা দিল। বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। দলের দিকে সেই ঘর্ম্মধারাসিক্ত আরক্তবদন ফিরাইয়া, কট্‌মট্‌চক্ষে চাহিলেন। মুখচক্ষু দেখিয়া সকলেরই ভয় হইল; দুর্লক্ষণ বুঝিল। মোরকের সঙ্গে সকলেই দুই পা হটিয়া দাঁড়াইল।

দলের মধ্যে একজন বৃদ্ধ জর্ম্মণ ছিলেন। মোরক্‌কে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "এ লোক কাপুরুষ নয়! তুমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইহাকে আহ্বান করিবে, ইনি তাহাতে অস্বীকার করিতেছেন, এ অস্বীকার তোমার ভয়ে নহে। ইহাতে বরং আরও বেশী সাহসের পরিচয় হইতেছে। তুমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ চাও! এ রাজ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধনিবারণের কত কঠিন আইন, তাহা তুমি অবশ্যই জান। বর্গোমাষ্টার এই

খবর পাইবামাত্র তোমাদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করিবেন। বিচারের অগ্রে অতিকম তিন-মাস হাজতে রাখিবেন। তখন কি হইবে?"

দর্প করিয়া মোরক্ কহিল, "আইন আমি গ্রাহ্য করি না। আমি মরি, কিম্বা এই লোকটাই মরুক্, তাহাও আমি গ্রাহ্য করি না। প্রতিজ্ঞা করিলাম, লড়িবই লড়িব! দেখিব, বর্গোমাষ্টার কি বলে, কি করে!"

বৃদ্ধ জর্ম্মন কহিলেন "যখন তোমার রাগ কমিবে, তখন ইহার ফল বুঝিবে। এই বৃদ্ধ বীর-পুরুষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভীত নহেন। ইহাঁর মুখ দেখিয়া তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি। ইহাঁর সঙ্গে দুটী অনাথা বালিকা আছে। যুদ্ধে যদি ইনি মারা পড়েন, কিম্বা বেশীদিনের জন্ত কয়েদ হন, তাহা হইলে সেই বালিকাদের কি গতি হইবে, তাহাই ইনি ভাবিতেছেন।"

দাগোবার্টের মুখ বাহিয়া ঘর্ম্মধারা প্রবাহিত হইল। স্বেদজলে শ্মশ্রুগুম্ফ ভিজিয়া গেল। বৃদ্ধ জর্ম্মণের পাণিপীড়ন করিবার অভিলাষে মিত্রভাবে তিনি দক্ষিণহস্ত প্রসারণ করিলেন। জর্ম্মনও সাগ্রহে মিত্রভাবে প্রগাঢ় অনুরাগে তাঁহার করমর্দ্দন্ করিলেন। দাগোবার্ট কহিলেন, "আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি যথার্থই আমার মনের কথা বলিয়াছেন; নতুবা এই নরাধম পিশাচকে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে তৃণজ্ঞান করিতাম।"

বৃদ্ধ জর্ম্মণের যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া, বৃদ্ধ দাগোবার্টের বীরোচিত সদম্ভ সাহসের পরিচয় পাইয়া, দলের অনেক লোক তখন সেই ন্যায়পক্ষেই সায় দিলেন। দাগোবার্টকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "সমস্তই বুঝিয়াছি। আপনি আজ আমাদের অকারণ বন্ধু। আসুন্, আমাদের সঙ্গে এক পাত্র আনন্দসুরা পান করুন্।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেই নিমন্ত্রণ করিতে হয়; কিন্তু আপনারা জানেন, দরিদ্রতা কদাচ পাপ নহে। আমি দরিদ্র, আপনাদের সহিত সুরাপান করিলে, আপনাদিগকে পান করাইতে হইবে, কিন্তু আমার তাদৃশ অর্থ নাই। অনেক দূর যাইতে হইবে; এ অবস্থায় আমি অন্যদিকে অপব্যয় করিতে রাজী হইতে পারি না।"

বৃদ্ধ জর্ম্মণ নিরুত্তর হইলেন। মনে মনে মিতব্যয়ী বীরপুরুষের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সুরাপানের সরল প্রস্তাব স্থগিত হইল। সকলে আপন আপন কক্ষাভিমুখে ফিরিয়া গেলেন। দাগোবার্টেরও কাপড় কাচা সমাপ্ত হইয়াছিল, বস্ত্রগুলি স্কন্ধে লইয়া তিনিও বাসার দিকে চলিলেন।

মোরক্ নাছোড়। সে ব্যক্তিও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। একটু তফাতে গিয়া উগ্রস্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক একটু বিনম্রস্বরে কহিল, "তুমি কি রাগ করিয়াছ? রাগের মাথায় কি অ[illegible] বলিয়াছি, সে কথা ভুলিয়া যাও। রহস্য মনে করিয়া তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

মুখ ফিরাইয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার বেশী কথা নাই। আর কখনও যদি নির্জ্জনে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়, সে দিন যদি আইসে, দুটীমাত্র কথা তোমাকে আমি শুনাইয়া দিব। আর কিছুই নহে।"

মোরক ফিরিয়া গেল। দাগোবার্টও আপনার কাপড়গুলি স্কন্ধে লইয়া মনে মনে কত কি ভাবিতে ভাবিতে বাসাঘরে চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অশ্বের ভয়।

অশ্বের প্রতি বীরপুরুষের সমধিক স্নেহ। অশ্বটী আস্তাবলে বাঁধা আছে, অনেকক্ষণ আহার দেওয়া হয় নাই, কাপড়গুলি সিঁড়ির উপর রাখিয়া, দাগোবার্ট সর্ব্বাগ্রে আস্তাবলে চলিলেন। হস্তে দানাপূর্ণ ঝুড়ী। আস্তাবলের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া, সেই ঝুড়ীটি তিনি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; দানাগুলি বাজিতে লাগিল। প্রভুর আগমনে ঐ অশ্বের যেরূপ আনন্দ হয়, দানার শব্দ শ্রবণ করিয়া সে যেমন আহ্লাদে চিঁহি চিঁহি রব করে, সেদিন আর সে প্রকার কিছুই করিল না। দাগো-বার্ট তাহার নিকটে দানা রাখিয়া দিলেন, অশ্ব সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কেমন এক প্রকার সভয় সত্তয় চমকিত ভাব। সম্মুখের পাদদ্বয় ঘনঘন কাঁপাইয়া ভূতলে খুরের আঘাত করিতেছে, গায়ের লোম খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, কাণদুটী লুটাইয়া পড়িয়াছে, নেত্রদ্বয় বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, নাসারন্ধ্র ঘন ঘন কাঁপিতেছে। নিকটে দাগোবার্ট দাঁড়াইয়া। বহু দিনের পরিচিত সমরাশ্ব। যুদ্ধক্ষেত্রে কতবার গোলা-গুলি ও তলোয়ারের আঘাত সহ্য করিয়া, আহত প্রভুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছে; শরীরের কত স্থানে ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে; কতবার দাগো-বার্ট তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই অশ্ব আজ তাঁহাকে নিকটে দেখিয়াও যেন চিনিতেই পারিতেছে না। প্রভু আসিলেন, অথবা কোন শত্রু আসিল, ইহা যেন বুঝিতেই পারিল না;—বুঝিবার জন্য নাসাপুট দ্বারা দাগোবার্টের অঙ্গ আঘ্রাণ করিতে লাগিল।

দাগোবার্ট উৎকণ্ঠিত হইলেন। লক্ষণে তিনি বুঝিলেন, কোন প্রকার আকস্মিক আতঙ্কের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সাগ্রহে সস্নেহে অশ্বকে তিনি বলিতে লাগিলেন, "রসিক! রসিক! আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ না? কি হইয়াছে তোমার? ভয় পাইয়াছ? কিসের ভয়? তুমি ত কখনও ভয় পাও না, তুমি ত ভীরু নও!—আজ তবে এমন করিতেছ কেন?"

কয়েকবার প্রভুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া, রসিকের চাঞ্চল্য একটু কমিল; কিন্তু ভয় ঘুচিল না। বন্ধনরজ্জু টানিয়া ছিঁড়িবার মতলবে পুনঃপুন জোর করিতে লাগিল। পূর্ব্বেও কয়েকবার ঐরূপে টানাটানি করিয়া-ছিল; স্থানে স্থানে ছিন্নচিহ্ন দর্শন করিয়া দাগোবার্ট তাহাও বুঝিলেন। তাঁহার সম্মুখেই সেই বৃদ্ধ অশ্ব চিঁহিঁরব করিয়া সাতঙ্কনেত্রে চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিল। চক্ষেও দীর্ঘ দীর্ঘ জলরেখা।

দাগোবার্টের মহা সন্দেহ জন্মিল। তিনিও চঞ্চলনেত্রে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগি-লেন। অন্ধকার রাত্রি। আস্তাবল অন্ধকার। কড়িকাষ্ঠের গায়ে লম্বা একগাছা কৃষ্ণবর্ণ দড়ীতে প্রকাণ্ড একটা লাণ্ঠন ঝুলিতেছে। তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটা দীপ জ্বলিতেছে। লাণ্ঠনের গায়ে স্তরে স্তরে কালীপড়া; আষ্টে পৃষ্ঠে মাকড়সার জাল। আলোটা কেবল জ্বলিতেছে মাত্র। সে আলোতে ঘরের জিনিষ কিছুই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। আস্তাবলটা বৃহৎ। খণ্ডে খণ্ডে কাষ্ঠগড়া

দিয়া ভাগ করা। বাম দিকের কাঠগড়ার দিকে চাহিয়া দাগোবার্ট দেখিলেন, সে খণ্ডে মোরকের তিনটা বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের শরীরে ভয়ের লক্ষণ কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। তবে তাঁহার অশ্বের এরূপ চাঞ্চল্য কেন? ইহাই তখন তাঁহার মনে মনে নূতন তর্ক।

অশ্বের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বীরপুরুষ সস্নেহবচনে কহিলেন, "রসিক! অনেকক্ষণ কিছুই খাও নাই, যাহা খাইতে ভালবাস, তাহাই আমি আনিয়াছি; খাও, শান্ত হও। আমি নিকটে রহিয়াছি। ভয় কি?"

পুনঃপুন প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া রসিক একবার দানার ঝুড়ীর দিকে মুখ নামাইল। প্রভু অনুমতি করিতেছেন, সে অনুমতি শুনিতে হয়, সে অনুমতি পালন করিতে হয়, কেবল সেই খাতিরেই যেন অশ্ব একবার নাসিকাদ্বারা আহারাধারটি স্পর্শ করিল। কিছুই খাইল না।

হঠাৎ দক্ষিণদিকের কাঠগড়ার ভিতর বিভীষণ গর্জ্জনধ্বনি! বজ্রগর্জ্জনের ন্যায় সেই ভীষণ গর্জ্জনে বাড়ীখানা যেন কাঁপিয়া উঠিল। দাগোবার্টের অশ্ব সেই সময় সকম্প ভীমরব করিয়া, সজোরে একটানে বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িয়া ফেলিল। খোঁটাটা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল। লাফাইয়া কাঠগড়া উল্লঙ্ঘন করিয়া, অশ্ব এককালে মুক্ত দ্বারপথে বহিঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত। উচ্চকণ্ঠে চিঁহিঁরব করিতে করিতে প্রশস্তপ্রাঙ্গণের ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। দাগোবার্টও বাহিরে আসিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন, ঐরূপ গর্জ্জনশব্দ শুনিয়াই অশ্বটী ভয় পাইয়াছিল। পাশের কাঠগড়ায় পশুপালক মোরকের বাঘেরা থাকে; মাঝে মাঝে তাহারাই ঐরূপ গর্জ্জন করে। ভয়ের কারণ নির্ণীত হইল। দাগোবার্ট তখন প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বারম্বার অশ্বের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। অশ্ব যদিও মোরিয়া হইয়া, পাগলের মত ছুটিতেছিল, প্রভুর আহ্বান শ্রবণে কিন্তু ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া ধরা দিল। গলরজ্জুর ছিন্নাংশ ধারণ করিয়া নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে দাগোবার্ট তখন, অশ্বটীকে শান্ত করিতে লাগিলেন।

সরাইখানার একজন সহিস্ সেই সময়ে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দাগোবার্ট তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোন স্বতন্ত্র আস্তাবল এখানে আছে?" সহিস্ উত্তর করিল, "একটা আছে, সেটা খুব ছোট। কেবল একটি ঘোড়া থাকিতে পারে।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "আমার এই অশ্বকে সেই ঘরে লইয়া যাও, বাঘের ঘরে থাকিতে ইহার ভয় হয়, আমি ইহাকে আর সে ঘরে লইয়া যাইতে চাহি না।"

সহিস্ সেই কথানুসারে দাগোবার্টের অশ্বকে ক্ষুদ্র আস্তাবলে লইয়া বাঁধিল। দানার ঝুড়ীটিও সেইখানে আনা হইল। রসিক তখন নিরাপদ ভাবিয়া, আহ্লাদে আহ্লাদে প্রভুর হাত চাটিতে আরম্ভ করিল। দাগোবার্ট কহিলেন, "হাঁ, এই ঠিক। তোমাকে এইরূপ প্রফুল্ল দেখিলেই আমি খুসী থাকি। পশুদের চীৎকারে ভয় পাইয়াছিলে, তোমার ক্রীড়াসঙ্গী কৌতুকটা নিকটে থাকিলে বোধ হয় অত ভয় হইত না; কিন্তু কি করিব, আমি অন্য কার্য্যে অন্যস্থানে ব্যস্ত ছিলাম, কৌতুক আমার প্রতিনিধি হইয়া মেয়েদুটীকে রক্ষা করিতেছে।"

পোষিত পশুরা কথা কহিতে পারে না; কিন্তু প্রভুর—প্রভুপরিবারের সমস্ত লোকের সকল কথা বুঝিতে পারে। দাগোবার্টের

অশ্ব দাগোবার্টের ঐ কথাগুলি বেশ বুঝিল। পা দুলাইয়া, কাণ নাড়িয়া, মস্তক ঘুরাইয়া, এক প্রকার আদরের স্বরে ঐ সকল বাক্যে সম্মতি জানাইল; নিরাপদ স্থানে প্রবোধ মানিয়া স্বচ্ছন্দ তখন দানা খাইতে লাগিল। দাগোবার্ট কহিলেন, "খাও! সুস্থ হও! বিশ্রাম কর! তোমার উপরেই আমাদের তিন জনের এখন সম্পূর্ণ ভরসা। ভোরে উঠিয়া আবার অনেক দূর যাইতে হইবে। কল্য সমস্ত দিন আর একটুও বিশ্রাম পাইবে না; এখন এই রাত্রিটুকু বিশ্রাম কর। আর কোন ভয় নাই। ভোরে উঠিয়াই আমি আসিয়া তোমাকে ডাকিব।"

অশ্ব পুনর্ব্বার আহ্লাদে আহ্লাদে প্রভুর হস্তলেহন করিয়া, আপন মনে দানা খাইতে প্রবৃত্ত হইল। সাদরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দাগোবার্ট সেই আস্তাবলের দ্বার অবরোধপূর্ব্বক বাহির হইয়া আসিলেন। মেয়েদুটীকে অনেকক্ষণ দেখেন নাই, দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি উপর ঘরে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রোজী ও বিলাসী।

[illegible] ঘরে বাসা লওয়া হইয়াছে, সে ঘরটা ক্রমে অনেক দিনের পুরাতন। ঠাঁই ঠাঁই ফাটিয়া চটিয়া গিয়াছে। সকল স্থানেই কালো কালো ঝুল; বৃষ্টির জলের বসুধারা। পান্থ-লোকের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যবহারে নানা প্রকার আঁচড়, নানা প্রকার দাগ। গর্ত্তে গর্ত্তে ইঁদুরের বাসা, ফাটালে ফাটালে বিছার বাসা, দেয়ালে দেয়ালে আরসুলা। ঘরের একধারে ছোট একখানা খাট, সেই খাটের উপর সামান্য একটা ময়লা বিছানা। মধ্যস্থলে ছোট একটা টেবিল, দুই পাশে দুইখানি চেয়ার। টেবিলের উপর দাগোবার্টের বস্ত্রাদির প্রকাণ্ড ঝুলী। এক ধারে ক্ষুদ্র একটা দীপদানে একটা জ্বলন্ত বাতী। ঘরের এই পর্য্যন্ত আসবাব। দক্ষিণ দিকে ক্ষুদ্র একটি গবাক্ষ। অন্য কোন দিকে কিছুমাত্র ফাঁক নাই; উত্তর ধারে প্রবেশের দ্বার। গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইলে, প্রশস্ত ময়দান দেখিতে পাওয়া যায়।

খাটের বিছানায় রোজীবিলাসী দুটী ভগিনী মুখামুখী করিয়া শুইয়া আছে। এক একবার মৃদু মৃদু হাসিতেছে, এক একবার হাত-মুখ নাড়িয়া গল্প করিতেছে। কুকুরটী প্রবেশদ্বারের চৌকাঠের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া রহিয়াছে।

রোজী বলিতেছে, "আহা! কি চমৎকার রূপ! তেমন রূপ পৃথিবীতে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।"

বিলাসী বলিতেছে, "কেবল রূপ নয়! কি সুন্দর মিষ্ট মিষ্ট কথা! আহা! সেই সকল কথায় কতই সুমধুর উপদেশ! মা বলিতেন, পৃথিবীতে যাহাদের মাতা-পিতা নাই, স্বর্গের দেবদূতেরা দিবা-রাত্রি তাহাদিগকে রক্ষা করেন। রাত্রিকালে আসিয়া অনেক রকম হিতোপদেশ দেন। আমার বোধ হয়, দুই রাত্রি যিনি আমাদিগকে দেখা দিয়া গিয়াছেন, নিশ্চয় একটী দেবদূত। তাহা না হইলে

কি তেমন সৌন্দর্য্য হইতে পারে? অমন রূপ, অমন কথা কি মানুষের হয়?"

রোজী বলিল, "মা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি যেন বুঝিতেছি, মা সত্য সত্য মরেন নাই। স্বর্গে গিয়া অদেখা হইয়া আমাদিগকে দেখিতেছেন।"

কিছু পূর্ব্বে যাহারা ওকবৃক্ষতলে মাতাপিতার শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতেছিল, বালিকাস্বভাবে এখন তাহারা হাসিতেছে। ধর্ম্মের আড়ম্বরের কোন কথাই তাহারা জানে না। এতদিন তাহারা বনবাসেই ছিল। যে গ্রামে ছিল, সে গ্রামে গির্জ্জাও নাই, পাদরীও নাই। রবিবারে রবিবারে গির্জ্জায় যাইয়া ভজনা করিতে হয়, রোজীবিলাসী স্বপ্নেও ইহা জানিত না। দাগোবার্টও সে সব কথা তাহাদিগকে বলেন নাই। তিনি সৈনিক পুরুষ, তিনি নিজেও গির্জ্জার ভজনায় অনভ্যস্ত ছিলেন। বালিকাদের একমাত্র রক্ষক—অভিভাবক সেই দাগোবার্ট। তিনি যাহা বলেন নাই, তিনি যাহা শিখান নাই, বালিকারা তাহা কিরূপে জানিবে? তবে তাহারা জানে কি? সর্ব্বোপরি একমাত্র পরমেশ্বর আছেন, তিনি সকলের প্রভু, তিনি দয়ালু, তিনি অনাথবন্ধু, মাতৃ-পিতৃহীনের পিতা-মাতা, তিনিই একমাত্র মহা মহাবিপদের রক্ষাকর্ত্তা, অন্তকালে তিনিই মুক্তিদাতা; ইহাই তাহারা জানে। আর কি জানে?—সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর পৃথিবীর অনাথ-অনাথার নিরাপদের জন্য, চিরমঙ্গলের জন্য, চিররক্ষার জন্য পবিত্র স্বর্গদূত প্রেরণ করেন, তাহাই তাহারা জানে। এইটুকুমাত্র জানে বলিয়াই দেবদূতের প্রসঙ্গে তাহাদের এতদূর বিশ্বাস।

বালিকারা গল্প করিতেছে। দেবদূতের গল্প। বিলাসী বলিল, "আহা! কি সুন্দর নামটী। আমার বুকের ভিতর সেই নামটী সর্ব্বক্ষণ জাগিতেছে।"

রোজী বলিল, "আমার বুকেও জাগিতেছে। তাঁহার সেই মধুর কথাগুলিও সর্ব্বক্ষণ আমার মনের ভিতর জাগিয়া রহিয়াছে।"

সহসা ঘেউ ঘেউ রব করিয়া প্রহরী কুকুর ডাকিয়া উঠিল। চৌকাঠের নিকট হইতে উঠিয়া সেই জানালার নিকটে ছুটিয়া আসিল। বারম্বার গর্জ্জন, বারম্বার ঘেউ ঘেউ রব। খাটের নিকটেই সেই গবাক্ষ। খাটের উপর হইতে মুখ ফিরাইয়া, হাত বাড়াইয়া বিলাসী বলিল, "কৌতুক! কি করিস্? অত ডাকিস্ কেন? আয়, কাছে আয়; মাথায় হাত বুলাই। কিসের ভয়?"

কুকুর তাহা শুনিল না। জানালার নিকট হইতেও নড়িল না। জানালার গরাদের উপর হাত তুলিয়া দিয়া, একদৃষ্টে সেই মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রথমে যেরূপ ঘন ঘন ডাকিয়াছিল, কেবল সেই ভাবটী থামিল। চুপ করিয়া জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া প্রহরিতা করিতে লাগিল।

রোজীকুমারী হাস্য করিয়া বলিল, "দেখ দেখ, রঙ্গ দেখ! কৌতুককে আমরা বড় ভালবাসি, কৌতুক যেন তার চেয়েও আমাদের বেশী ভালবাসে। দাগোবার্ট এখানে নাই, পাছে আমাদের কোন ভয় আসে, সেই জন্য অমন করিয়া বসিয়া রহিয়াছে।"

বিলাসী বলিল, "যে যাহা ভালবাসে, সে তাহাই করুক, কৌতুকটী ঐখানেই থাকুক। দাগোবার্ট আসিলে কৌতুকের এই সব কৌতুকের কথা বলিয়া তাঁহাকে হাসাইব।"

গম্ভীরবদনে রোজী বলিল, "ভালবাসার কথা যদি বল, সেই দেবদূত যেমন ভালবাসিতে জানেন, তেমন আর কেহই জানে না।"

বিলাসী।—অচ্ছা ভাই! তিনি একসঙ্গে আমাদের দুজনকেই ভালবাসিয়াছেন। এক-সঙ্গে দুজনকে ভালবাসা—আর ঠিক এক রকমে ভালবাসা, এটা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? কেমন করিয়া তিনি দুজনকেই এক-রকম ভালবাসিলেন?

রোজী।—না বাসিয়া করেন কি? আমরা [illegible] দুজনেই এক। আমাদের আত্মা যে দুই [illegible]ারে অভেদ। মা বলিতেন, একটা বোঁটায় [illegible] গোলাপ ফুল। ঠিক তাই ভাই আমরা।

বিলাসী।—দাগোবার্ট বলেন, একটা [illegible]টায় দুটী পদ্মফুল।

রোজী।—যিনি যাহা বলেন, যিনি যাহা [illegible]রিয়া তুষ্ট হন, তাহাই আমাদের ভাল। আমা-[illegible] মা নাই, ভাই নাই, কেহই নাই। কেবল [illegible]রা দুটী ভগী আছি, যিনি আমাদের [illegible]বাসেন, তিনিই আমাদের দেবতা।

[illegible]হঠাৎ ঝন্ ঝন্ শব্দে সেই গবাক্ষের দুইখানা [illegible] ভাঙ্গিয়া ঘরের ভিতর পড়িয়া গেল। [illegible]ী কুকুর উন্মত্তের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া [illegible] গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিল। [illegible]তেই থামিল না। থামাইবেই বা কে? [illegible] বোঁটায় দুটী পদ্মফুল। বিছানার উপর সেই [illegible] পদ্মফুল। দুটীতেই একসঙ্গে জড়াজড়ি! [illegible] মহাভয়ে আড়ষ্ট।

[illegible] সময় নীচের সিঁড়িতে খুব জোরে [illegible] ভারী ভারী পায়ের শব্দ। [illegible] ভয়ের [illegible] বিলাসী চুপি চুপি বলিল "ঐ বুঝি দাগো[illegible] আসিতেছেন!"

[illegible] যেন ভয় পাইয়া রোজীকুমারী চুপি চুপি বলিল, "দাগোবার্ট নয়, দাগোবার্ট নয়! [illegible] কোন বলবান শত্রু। জানালা ভাঙ্গিয়া [illegible]সিতেছিল, পারিল না, তাই আবার ঘুরিয়া [illegible]সিয়া ভিতরের সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে। দাগোবার্টের পায়ের শব্দ কি ঐ রকম? সে শব্দ অত ভারী নয়।

ভগিনীর কথায় আরও অধিক ভয় পাইয়া, বিলাসী আরও সরিয়া সরিয়া রোজীকে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। কাণে কাণে বলিল, "এ পথে আসিতে পারিল না, কুকুরের ভয়ে। কুকুর কি ও পথে যাইতে পারিবে না?"

রোজী বলিল, "চুপ! লোকটা আসিয়া পড়িল! সিঁড়িতে আর পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না! উপরে উঠিয়াছে! মা! রক্ষা কর! পরমেশ্বর! রক্ষা কর! দেবদূত! রক্ষা কর!"

গৃহমধ্যে মনুষ্যের পদসঞ্চার। হুঙ্কার শব্দে কুকুর সেই দিকে ছুটিয়া গেল। দাগো-বার্ট। সত্যই দাগোবার্ট। বালিকারা শয্যার উপর জড়সড়, কুকুর অস্থির। এই ভাব দেখিয়া দাগোবার্ট শশব্যস্তে শয্যার নিকটে গিয়া মেয়েদের গাত্রে হস্তার্পণপূর্ব্বক সস্নেহস্বরে কহিলেন, "কেন মা! তোমরা এমন করিয়া রহিয়াছ কেন? ভয় হইয়াছে? আমি নিকটে ছিলাম না, সেই জন্য ভয়?—ওঃ! আমারই দোষ! অনেক দেরী হইয়াছে! কৌতুককে তোমাদের কাছে রাখিয়া গিয়াছি, তোমাদের ভয় কি মা? কৌতুক এমন করিতেছে কেন?"

বালিকাদের আর তত ভয় রহিল না। উভয়েই বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। চকিত-নেত্রে দাগোবার্টের মুখের দিকে চাহিয়া রোজী বলিল, "তুমি? তুমি আসিয়াছ? অত বড় পায়ের শব্দ তোমার? দুম্ দুম্, ধুম্ ধুম্, দুপ্ দাপ্! সেই শব্দ শুনিয়াই আমরা ভয় পাই-য়াছি। সেই শব্দ শুনিয়াই কৌতুক অস্থির হইয়া ডাকিয়া উঠিয়াছে।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "সেই ভয়? সেটা তোমরা বুঝিতে পার নাই। আমি যখন শুধু আসি, তখন একটুও শব্দ হয় না। আজ

আমার স্কন্ধে এক মোট কাপড়, মাথায় এক-বোঝা খড়, কাজে কাজেই বেশী শব্দ হইয়াছে খড়গুলা কেন আনিয়াছি, জান? পাতিয়া শুইব। আমার ত বিছানা সঙ্গে নাই, ঐ খড় পাতিয়া চৌকাঠের ধারে শুইয়া থাকিব। ভারী বোঝা মাথায় করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে হইলেই পায়ের শব্দ বেশী হয়। সেই জন্যই তোমাদের এত ভয়?"

হস্ত বিস্তার করিয়া বিলাসী কহিল, "শুধু কেবল তাহাই নয়, ঐ দেখ, জানালার শার্শী-দুখানা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! ভয়ঙ্কর শব্দ! কে যেন বাহির হইতে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! সেই শব্দে কুকুর ডাকিয়া উঠিয়াছে। তাহাতেই আরও বেশী ভয়।"

চাহিয়া দেখিয়া দাগোবার্ট চঞ্চলপদে সেই গবাক্ষসমীপে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যথার্থই শার্শীদুখানা চুরমার। কিসে ভাঙ্গিল, এ ধার ও ধার দেখিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন। আপনা আপনি কি বুঝিয়া শেষে বলিলেন, "বাতাসের জোর। বাহিরে জোর জোর বাতাস বহিতেছে, যেন ঝড় উঠিয়াছে। শার্শীটা বোধ হয় আল্‌গা ছিল, তাহাতেই জোর বাতাসে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

বালিকাদুটীকে এইরূপ বুঝাইয়া, কুকুরকে সম্বোধনপূর্ব্বক দাগোবার্ট কহিলেন, "কৌতুক! ও ধারে কোন মনুষ্য দেখিতে পাও নাই?"

লাঙ্গুল সঞ্চালনপূর্ব্বক কোঁ কোঁ রবে মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে কৌতুক উত্তর দিল, কিছুই না। দাগোবার্ট কহিলেন, "বাহিরে যাও। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া পাহারা দিয়া আইস। খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখ, কোন দুষ্টলোক কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া আছে কি না।"

কৌতুক একবার মাথা তুলিয়া গবাক্ষ-পথে দাঁড়াইল। এ ধার ও ধার দেখিল, কিছুই সন্ধান না পাইয়া, বেগে ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। সরাইখানার চতুর্দ্দিক তন্নতন্ন করিয়া অন্বেষণ করিল; হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষণকাল পরেই ফিরিয়া আসিল। প্রভুর পদতলে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু রব করিতে করিতে মৃদু মৃদু মস্তকসঞ্চালনপূর্ব্বক ঘনঘন লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল।

দাগোবার্ট বুঝিলেন, কিছুই নহে। বাতাস-টাই শার্শীভঙ্গের প্রধান কারণ, ইহাই তখন স্থির হইল। বালিকারাও শান্ত হইয়া বসিল।

রোজী বলিল, "দাগোবার্ট! এখনও তুমি দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? আমাদের কাছে বসিতেছ না কেন?"

প্রশ্ন করিতে করিতে দাগোবার্টের মুখের দিকে প্রশ্নকারিণীর চক্ষু পড়িল। সকাতর বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "দাগোবার্ট! তোমার মুখখানি আজ এমন শুষ্ক শুষ্ক বিরস কেন?"

যথার্থই দাগোবার্টের বদনমণ্ডল তখন শুষ্ক শুষ্ক গম্ভীর। দুরাচার পশুপালক মোরক অকারণে তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, তিনি তাহার প্রতিফল দিতে পারেন নাই, তখনও সেই আপশোষ তাঁহার মনে জাগিতেছিল, তাহাতেই বীরপুরুষের প্রশান্ত গম্ভীর বদন শুষ্ক শুষ্ক বিষণ্ণ। ভাব গোপন করি[illegible] চেষ্টায় সেই শুষ্কবদন একটু প্রফুল্ল ক[illegible] দাগোবার্ট কহিলেন, 'অনেকক্ষণ তোমা[illegible] দুটীকে নূতন জায়গায় রাখিয়া গি[illegible] অনেকক্ষণ ঐ দুখানি চন্দ্রমুখ দেখি ন[illegible] তোমরা হয় ত আমার জন্য কতই ভাবিতে[illegible] সেই ভাবনাতেই আমি বিষণ্ণ।"

সরলা বালিকারা তাহাই সত্য ব[illegible] বুঝিল। কাপড়গুলি ঘরে আনিবার [illegible] দাগোবার্ট সেই সময় একবার গৃহ হ[illegible]

বাহির হইলেন। এই অবসরে বিলাসীর কাণে কাণে রোজীকুমারী বলিল, "সেই কথাটি আজ দাগোবার্টকে বলিব কি ?"

বিলাসী।—বলিব, দুজনেই বলিব। স্বর্গ হইতে দেবদূত আসিয়া আমাদের মাথার কাছে দেখা দেন, হিতোপদেশ প্রদান করেন, মা আমাদের রোজ রোজ দেখেন, সে কথাও তিনি বলেন। এমন সুসমাচার শ্রবণ করিয়া দাগোবার্টের কতই আহ্লাদ হইবে।

রোজী।—দাগোবার্ট আমাদের রক্ষক, আমাদের প্রতিপালক, আমাদের সব। তাহার উপর একটী দেবকুমার পাইলাম। এখন অবধি উভয়েই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

বিলাসী।—দেবকুমার কি প্রতি রজনীতেই আমাদিগকে দেখা দিবেন ? আমার বোধ হয়, তাহা তিনি দিবেন না। কিছু দিন দর্শন দিয়াই অদৃশ্য হইবেন।

রোজী।—আমার বোধ হয়, তত নিষ্ঠুর তিনি হইবেন না। দেবতারা নিষ্ঠুর হইতে জানেন না। আরও এক কথা,—মা তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। আমরা যতদিন বাঁচিব, দেবকুমার ততদিন আমাদিগকে দর্শন দিবেন, ততদিন আমাদিগকে সমস্ত আপদ্ বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

বিলাসী।—তবে তিনি পারিসেও যাইবেন। আমরা পারিসে যাইতেছি, ইহা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। আহা! মহানগরী পারিস ! কি সুন্দর নাম ! এই পারিস মহাপ্রভাবশালী ফরাসী রাজ্যের রাজধানী। পারিস হয় ত সোণার সহর। পারিসের সব রাস্তাই হয় ত সুবর্ণমণ্ডিত! পারিসের সব বাড়ীগুলি হয় ত সোণা দিয়া গাঁথা। পারিসে হয় ত দরিদ্রলোক একটীও নাই। সেই মহানগরীতে সকল লোকেই সুখী।

রোজী।—আমরাই কেবল দরিদ্র। বনবাসে জন্মিয়াছি, বনবাসে পালিত হইয়াছি, বনবাসেই শিক্ষা পাইয়াছি, সকল অবস্থাতেই আমাদের কষ্ট। দুঃখে দুঃখেই দিন গিয়াছে; দুঃখে দুঃখেই চিরদিন যাইবে। কিন্তু ভগিনি! এত দুঃখের ভিতরেও আমরা সুখী। মা আমাদের দেখা দেন, দাগোবার্ট আমাদের রক্ষা করেন; এখন আবার দেবকুমারের আগমন।

বিলাসী।—সব কথাই সত্য; কিন্তু আমরা কি কখনো ধনী হইতে পারিব না ? আমাদের কপালে কি ধনভোগের সুখ-সম্পদ নাই ?

রোজী।—তাহা যদি থাকিত, তবে এত দিনে কিছু না কিছু লক্ষণ দেখিতে পাইতাম। দাগোবার্ট এতদিনে কিছু না কিছু বলিয়া দিতে পারিতেন। আমাদের কপাল তেমন নয়, ধনের সুখ আমাদের কপালে নাই।

নয়ন বিস্তার করিয়া বিধুমুখী বিলাসী সেই সময় একবার রোজীকুমারীর মুখের দিকে চাহিল। বক্ষোবস্ত্র হইতে সেই পদকখানি টানিয়া বাহির করিয়া রোজীকে দেখাইয়া সকৌতুকে বলিল, "সে সুখ যদি নাই, তবে এই মহামূল্য পদক এত দিন আমাদের গলায় রহিয়াছে কেন ?"

রোজী।—আমিও ঐ কথা ভাবি। পদকে খোদিত ঐ কথাগুলি কি, তাহাও সর্ব্বদা ভাবি। পদকপরিধানে ভাগ্যফল পরীক্ষা করিবার আশাতেই আমরা পারিসে যাইতেছি।

দাগোবার্ট প্রবেশ করিলেন। মস্তকে বিধৌত আণ্ডসিক্ত বস্ত্রভার। হস্তে বস্ত্রাবৃত একখানি কাচপাত্র। নিশাকালে যাহা কিছু আহার করা হইবে, সরাইখানা হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া ঐ পূর্ণপাত্র আনয়ন করা হইয়াছে। কাপড়গুলি ঘরের একধারে রাখিয়া, ভোজনপাত্রখানি টেবিলের উপর সংস্থাপন

করিয়া, টেবিলের এক পার্শ্বে দাগোবার্ট সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন।

কুমারীদের কথায় বাধা পড়িয়া গেল। দাগোবার্টকে সম্বোধন করিয়া রোজী বলিল, "এবারেও তুমি অনেক বিলম্ব করিয়াছ। আমাদের মনে মনে যে কত ভয়, সেটা তুমি একবারও ভাব না।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "ভয়ের কোন কারণ থাকিলে আমি তোমাদের কাছ ছাড়া হইতাম না। বিশেষ সন্ধান লইয়া জানিয়াছি, তোমাদের কেবল অকারণ ভয়। বাহিরে ঝড় হইতেছে, ঘোর অন্ধকার। বজ্রের গর্জ্জনশব্দেই তোমাদের মত বালিকারা ভয় পাইয়া থাকে; এখন আর কোন ভয় নাই, আর আমি বাহিরে যাইব না।"

বিলাসী কহিল, "আসিয়া অবধি তুমি কেবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছ। সেবারেও এই রকম, এবারেও এই রকম। একবারও কি আমাদের কাছে বসিবে না?"

হাস্য করিয়া একখানি চেয়ার সরাইয়া লইয়া বিছানার মাথার কাছে দাগোবার্ট বসিলেন। মুখখানি একটু ম্লান করিয়া রোজী বলিল, "দাগোবার্ট! আমাদের সকল কার্য্যই তুমি নিজে কর! তোমার কতই পরিশ্রম হয়! আমাদের দুজনকে কিছুই করিতে দাও না। আমরা বসিয়া বসিয়া আলস্যের সেবা করি।"

মৃদু হাস্য করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "কাজ করিবে তোমরা? কি কাজ তোমরা জান? বালিকা, মাতৃহীনা, সংসারের কিছুই জান না, তোমরা আবার কাজ করিয়া দিবে? ভ্রমণের কষ্টে তোমরা যে রকম কাতর হও, তোমরা বুঝিতে পার না, আমি কিন্তু বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। এত কষ্টের সময় কি কাজ তোমরা করিবে?"

ঊর্দ্ধমুখ করিয়া বিলাসী বলিল, "কেন? ছোট ছোট কাজ। কাপড় কাচা, বাসন মাজা, বিছানা পাড়া, এ সব কাজ কি আমরা করিতে পারি না?"

দাগোবার্টের মুখ গম্ভীর হইল। গম্ভীরস্বরে তিনি কহিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক পুরুষেরা যে সকল কার্য্য করে, বালিকা তোমরা, তাহা তোমরা কিছুই জান না। সৈনিকেরা সকলেই আপনাদের সকল কাজ আপনারাই করে; আপনাদের মোট আপনারাই বহিয়া লইয়া যায়। ধোপারা যেমন কাপড় কাচে, সৈনিকেরা তাহা অপেক্ষা ভাল রকম অভ্যস্ত। এই আমাতেই কেন দেখ না, আমি কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার কাপড় কাচি, ইস্ত্রী পর্য্যন্ত করিয়া থাকি।"

মৃদু হাসিয়া বিলাসী বলিল, "বেশ কর। ইস্ত্রী করিবার সময় কিন্তু কাপড়ের এক একটা ধার পুড়িয়া পুড়িয়া যায়।"

হাস্য করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "লোহাটা যখন বেশী গরম থাকে, সেই সময় সেই রকম একটু একটু দাগ পড়ে; যখন আমি সাবধান হই, তখন একটুও দাগ হয় না। তোমাদের কাপড়গুলি আমি খুব সাবধান হইয়া কাচি, সাবধান হইয়া ইস্ত্রী করি।"

এই সময় দুটী ভগিনী পরস্পর চক্ষু[illegible] করিয়া মুখ-চাহাচাহি করিল। দাগো[illegible] তাহা দেখিলেন না। বসিবার আ[illegible] খানি বিছানার দিকে আরও একটু সরা[illegible] লইয়া গম্ভীরবদনে তিনি বলিলেন, "আজ [illegible] অনেকগুলি পূর্ব্বকথা তোমাদের কাছে বলি[illegible] পূর্ব্বেই ইহা অঙ্গীকার করিয়া রাখিয়াছি।"

আবার পরস্পর মুখ-চাহা-চাহি ক[illegible] রোজী-বিলাসী নেত্রসঙ্কেতে কি একটা [illegible] স্থির করিল। রোজী বলিল, "দাগোব[illegible]

আমাদেরও আজ একটী কথা বলিবার আছে। বড় চমৎকার কথা। চমৎকার গুপ্তকথা!"

দাগোবার্ট চমকাইয়া উঠিলেন। বালিকাদের গুপ্তকথা! ইহা ত বড় আশ্চর্য্য! কি ইহাদের গুপ্তকথা, শুনিতে হইবে। কৌতুকে কৌতূহলে মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সস্নেহস্বরে তিনি বলিলেন, "কি বল দেখি শুনি কি তোমাদের গুপ্তকথা?"

হাসিয়া বিলাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রোজী কহিল, "বিলাস! এইবার তোমার পালা। কথাটী তুমিই শুনাইয়া দাও।"

পূর্ব্বরূপ হাস্য করিয়া বিলাসী বলিল, "আমার পালা নয়, তোমার পালা। আজ তুমি আগাগোড়া বড়-দিদির কাজ করিতেছ। কথাটা বড়-দিদির মুখেই প্রকাশ হওয়া ভাল। তুমি শুনাইয়া দাও।"

দাগোবার্ট এই ক্ষেত্রে বিলাসীর কথাতেই সায় দিলেন। রোজীর উপরেই কথা কহিবার ভার অর্পিত হইল। দাগোবার্টের মুখের দিকে চাহিয়া রোজী বলিল, "বলি তবে? তুমি আমাদের ধম্‌কাইবে না ত?"

একটু যেন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "কেন মা! আমি কি কখনো তোমাদের ধমক দিই? যখন যাহা কিছু তোমরা বল, সকল কথাই আমার মিষ্ট লাগে।"

রোজী বলিল, "তাহা ত লাগে; কিন্তু এ কথায় একটু গোল আছে। একদিন পূর্ব্বে যাহা তোমাকে বলা উচিত ছিল, তাহা আমরা তোমাকে বলি নাই; গোপন করিয়া রাখিয়াছি, এখন বলিব। ইহাতে যদি তুমি আমাদের উপর রাগ কর, যদি তুমি ধমক দাও, সেই জন্যই ঐ কথা বলিতেছি।"

একটু চিন্তা করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "আগে বল নাই, এখন বলিতেছ; ইহাতে ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। আগে বলাটা হয় ত তোমরা ভাল বিবেচনা কর নাই, সেই জন্যই বল নাই। বিবেচনাটা যদি মন্দই হইয়া থাকে, আমি সংশোধন করিয়া লইব। রাগও করিব না, ধমকও দিব না। তুমি আরম্ভ কর।"

এইবার সাহস পাইয়া, ভগিনীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া, মুখখানি নীচু করিয়া, আপনা আপনি একটু একটু হাসিয়া, রোজী কুমারী গুপ্তকথা আরম্ভ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুপ্তকথা।

বিলাসীর মুখপানে চাহিয়া, একটু হাসিয়া শ্রোতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক সুন্দরী রোজীকুমারী কহিল, দাগোবার্ট! গত দুই রাত্রে একটী পরমসুন্দর নবীন সুপুরুষ আমাদিগকে দর্শন দিয়া গিয়াছেন।"

দাগোবার্ট শিহরিয়া উঠিলেন। মনে তাঁহার যেন কি এক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত হইল। অস্থির হইয়া উৎকণ্ঠিতস্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সে কি! কি বলিতেছ? ন—বী—ন—সু—পু—রু—ষ!"

নেত্র কম্পিত করিয়া বিলাসী বলিল, হাঁ, সত্য দাগোবার্ট! মনোহর সুপুরুষ

পরম সুন্দর সুপুরুষ! পৃথিবীতে তেমন সুন্দর সুপুরুষ দেখ নাই।"

চমকিয়া উঠিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "ভূত! ভূত! পরম সুন্দর ভূত!"

রোজী বলিল, "হাঁ দাগোবার্ট! পরম সুন্দর! পরম সুন্দর! আহা! কি সুন্দর চক্ষু!"

একটী অঙ্গুলীর মধ্যস্থলে আর একটী অঙ্গুলী স্থাপনপূর্ব্বক পরিমাণ দেখাইয়া বিলাসী বলিয়া উঠিল, "এই এত বড়—এই এত বড়! এত বড় নীলকৃষ্ণ দুটী চক্ষু!"

অস্থিরভাবে চেয়ারের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া সচঞ্চলে দাগোবার্ট উঠিয়া দাঁড়াইলেন। লম্বে লম্বে যুগল বাহু বিস্তার করিয়া দেখাইয়া বিকৃতস্বরে বলিলেন. "অত বড় কেন? এই এত বড়ই হোক্ না! তোমাদের তাহাতে কি? আমার তাহাতে কি? কি সব কথা তোমরা বলিতেছ?"—এইরূপ উক্তি করিতে করিতে ভ্রুভঙ্গী করিয়া দাগোবার্ট কট্‌মট্-চক্ষে মেঝেজের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভয় পাইয়া রোজী বলিল, "এই দেখ, এইমাত্র তুমি বলিলে, ধমক দিবে না, রাগ করিবে না, এখনই ধমক আরম্ভ!"

ভগ্নীর সুরে সুর মিশাইয়া আধ আধ স্বরে বিলাসী বলিল, "তাই ত! কথাটা আরম্ভ হইতে না হইতেই ধমক?"

দাগোবার্ট আবার চমকিতভাবে কহিলেন, "কি! আরম্ভ? আরও শেষ আছে না কি?—সমাপ্তি?"

হাসিয়া ঢলিয়া পড়িয়া রোজী বলিল, "না দাগোবার্ট! শেষ নাই, সমাপ্তি নাই। সমাপ্ত হয় ইহাও আমরা ইচ্ছা করি না।"

সেইভাবে হাসিয়া ঢলিয়া বিলাসী বলিল, "সমাপ্ত না হওয়াই আমরা চাই। চিরদিন যেন পাইয়া তাহাকে দেখি।"

একে একে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া দাগোবার্ট বুঝিলেন, ঐ সকল কথার ভিতর দোষের ভাব একটুও নাই। বালিকাদের বদন যেমন প্রফুল্ল, সেইরূপ আরক্ত; মধুর হাস্যের সহিত সেইরূপ শোভাময়। মনে মনে তিনি ভাবিলেন, ধমক দিয়া ভয় দেখাইলাম, তথাপি যখন এত হাসি, তখন ইহারা সত্যই কি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়াছে। আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "হাসিতেছ? হাসো—হাসো—খুব হাসো! তোমাদের হাসি দেখিতে আমি বড় ভালবাসি। কিন্তু দেখ, সকল সময় নয়, যখন তোমরা পরম-সুন্দর নবীন সুপুরুষ দর্শন কর, নীলকৃষ্ণ যুগলনয়ন দর্শন কর, তখনকার কথায় তোমাদের হাসি আমি ভালবাসি না। তোমাদের ঐ সকল নিরর্থক কথা আমি শুনিতেও চাহি না। আমি পাগল, সেই জন্যই অতটুকু শুনিয়াছি। তোমরা আজ আমার সঙ্গে তামাসা করিতেছ।"

যুগল ভগ্নী সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "না দাগোবার্ট! আমরা তামাসা করিতে জানি না, আমরা মিথ্যাকথা শিখি নাই, রূঢ়কথা বলা আমাদের অভ্যাস নয়; যাহা যাহা বলিতেছি, সমস্তই সত্য।"

দাগোবার্ট ভাবিলেন, তাহাও ত বটে! কখনও ইহারা মিথ্যাকথা জানে না, মিথ্যাকথা বলে না। তবে এটা কি! ভূত?—কোথাকার ভূতের কথা? ভূতই বা এখানে কি প্রকারে আসিল?"

চিন্তা করিয়া ভগিনী-দুটীকে দাগোবার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূত তোমাদের কাছে কি প্রকারে আসিল? দ্বারের কাছে আমি শুইয়া থাকি, তোমাদের মাথার কাছে কৌতুক শুইয়া থাকে, পৃথিবীর যত নীলকৃষ্ণনেত্র

যত সুন্দর সুন্দর নবীন সুপুরুষ যেখান হইতে আসুক, ঐ দুই পথের এক পথ দিয়া আসিতেই হইবে। শূন্যে শূন্যে কোথা দিয়া আসিল? উভয়েই আমরা জাগিয়া থাকি। একটী তৃণপতনের শব্দও আমাদের কর্ণে এড়াইয়া যায় না। তবে সে নবীনভূত কোন্ পথ দিয়া আসিল? আমাদের চক্ষে পড়িলে, যে রকমে শিক্ষা দিতে হয়, তাহাই আমরা দিতাম। তোমরা কি বলিতেছ? তোমাদের কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা বলিতে হয়, পরিষ্কার করিয়া বল।"

বালিকারা বুঝিল, দাগোবার্ট যথার্থই ঐ কথা শুনিয়া অসুখী হইয়াছেন, তাঁহাকে সত্য বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। বিলাসীনয়নে কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া রোজী সাগ্রহে দাগোবার্টের একখানি হস্ত ধারণ করিল; মধুরবচনে কহিল, "দেখ দাগোবার্ট! যাহা আমি বলিতেছি, তাহা প্রকৃতই সত্য। সেই পরমসুন্দর গেব্রিল—"

শুনিয়া বীরপুরুষের অঙ্গ আবার শিহরিয়া উঠিল। চমকিতভাবে তিনি কহিলেন, আরও আশ্চর্য্য! তাহার আবার নাম আছে?"

উভয় ভগ্নী একসঙ্গে বলিল, "নিশ্চয়ই নাম আছে। নামটী কি চমৎকার নয়? তাহাকে যদি তুমি দেখ,—আমাদের সেই গেব্রিল,—তাহাকে যদি তুমি দেখ, আমরা তাহাকে যেমন ভালবাসি, তুমি কি সেই রকম ভালবাসিবে না?"

"ভালবাসিব?"—উত্তেজিত হইয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "তোমাদের সেই পরমসুন্দর গেব্রিলকে আমি ভালবাসিব? আচ্ছা, ভাল করিয়া আগে জানি,—ওহো!—নামটা শুনিতে শুনিতে একটা পূর্ব্বকথা আমার মনে পড়িল!"

কৌতুক প্রকাশ করিয়া উৎফুল্লনয়নে যুগলতন্বী একবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সেই পূর্ব্বকথা দাগোবার্ট?"

দাগোবার্ট কহিলেন, "পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইল, তোমার পিতা যখন ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া আইসেন, তৎকালে আমার পত্নীর লিখিত একখানি পত্র তিনি আমার হস্তে অর্পণ করেন। সেই পত্রে লেখা ছিল, সংসারের কষ্টের অবস্থা। আমাদের পুত্র এগ্রিকোলা অতিকষ্টে প্রতিপালিত হইতেছে। তাহার উপর আমার স্ত্রী আর একটী অনাথা শিশু কুড়াইয়া পাইয়াছেন। এগ্রিকোলার সঙ্গে সেটীকেও তিনি পালন করিতেছেন। শিশুটী দেখিতে বেশ সুন্দর, তাহারও নাম গেব্রিল। অল্পদিন হইল, সেই গেব্রিলের সমাচারও আমি পাইয়াছি।"

রোজী।—কাহার কাছে সমাচার পাইলে?

দাগোবার্ট।—সে কথা পরে জানিবে।

বিলাসী।—বাঃ—বাঃ—বাঃ! তবে তোমার নিজেরও একটী গেব্রিল আছে? বেশ—বেশ! তবে তুমি অবশ্যই আমাদের গেব্রিলটীকেও ভালবাসিবে।"

দাগো।—তোমাদের গেব্রিল? কে তোমাদের গেব্রিল? স্পষ্ট করিয়া বল।

রোজী।—দেখ দাগোবার্ট! তুমি জান আমরা যখন শুই, দুটী ভগ্নীতে তখন হাতধরাধরি করিয়া থাকি। যখন ঘুমাই, তখনও হাতধরা থাকে।

দাগো।—হাঁ, হাঁ, সেটা আমি বেশ জানি। ছেলেবেলা তোমরা দুটীতে যখন দোলায় শুইয়া থাকিতে, তখনও পরস্পরের হাতধরা থাকিত। আহা! কি সুন্দর দেখাইত! দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনিমেষনেত্রে তাহাই আমি দেখিতাম।

রোজী।—তবে শোনো। পরজন্মাত্রে আমরা

আর ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, তখন দেখিলাম, যেন একটী—

দাগো।—(সবিস্ময়ে) ওঃ! স্বপ্ন তবে! স্বপ্ন তবে! ওঃ! এতক্ষণে বুঝিলাম। তোমরা যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, সেই সময়ে স্বপ্ন আসিয়াছিল।

রোজী।—তা না তো কি? স্বপ্নের কথাইত বলিতেছি। স্বপ্ন না হইলে কি তেমন দেবমূর্ত্তি জাগিয়া জাগিয়া দেখা যায়?

দাগো।—তবে ভাল! বলিয়া যাও। তবে সব শুনিব। তাহার পর কি হইল? কি রকম স্বপ্ন দেখিলে?

রোজী।—দুজনেই আমরা এক রকম স্বপ্ন পাইয়াছিলাম। আমিও যাহা দেখিয়াছি, বিলাসীও তাহাই দেখিয়াছে। কল্য প্রাতঃকালে দুজনে আমরা স্বপ্নের কথা বলাবলি করিলাম, দুজনের স্বপ্নই ঠিক ঠিক মিলিল। স্বপ্ন এই রকম;—আমরা দুটীতে যেন এক জায়গায় বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময় স্বর্গ হইতে একটী দেবকুমার আসিলেন। বড় বড় নীলনেত্র, বড় বড় কৃষ্ণকেশ, মুখখানি পদ্মফুলের মত সুন্দর। তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা যেন করযোড়ে নমস্কার করিতে উদ্যত হইলাম। মধুর বচনে তিনি কহিলেন, "আমার নাম গেব্রিল। তোমাদের জননী আমারে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন; সর্ব্বদা আমি তোমাদের নিরাপদে রক্ষা করিব, কদাচ পরিত্যাগ করিয়া যাইব না।"

বিলাসী।—সেই গেব্রিল আমাদের মুখের আগে, চক্ষু খুলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মধুরভাবে দর্শন করিলেন। আমরাও তাঁহাকে সেইভাবে দর্শন করিলাম। সুমধুর দর্শন! সেই মধুমূর্ত্তি আমাদের অন্তরে যেন গাঁথা রহিয়াছে। একবারও আমরা যেন চক্ষের পলক ফেলি নাই। গেব্রিল যতক্ষণ আমাদের মুখ দেখিলেন, ততক্ষণ কিন্তু একটীও কথা কহিলেন না। শেষকালে যখন বিদায় হন, তখন বলিয়া গেলেন, "কল্য রাত্রে আবার আসিব।" কল্য রাত্রে আবার আসিয়াছিলেন। কল্য আবার অনেক রকম জ্ঞানের কথা বলিয়া গিয়াছেন। কল্য আমরা বড়ই অস্থির ছিলাম। কখন্ সন্ধ্যা হইবে, কখন্ রাত্রি আসিবে, কখন্ ঘুমাইব, কখন্ তিনি আসিবেন, এই ভাবনাতেই আমাদের সারাদিন কাটিয়া গিয়াছিল।

দাগোবার্ট।—ওঃ! ক্রমেই আমি সকল কথা বুঝিতেছি। এই জন্যই তোমরা কাল রাত্রে ঘুম পাইয়াছে বলিয়া সকাল সকাল আমাকে বিদায় দিয়াছিলে; এই জন্যই আমার এক প্রকার কথায় তোমরা অন্যপ্রকার জবাব দিয়াছিলে। আমি বলিয়াছিলাম, হংসপুচ্ছ শাদা, তোমরা বলিয়াছিলে, কালো।

রোজী।—হাঁ দাগোবার্ট! ঐ কথাই বটে। সেই জন্যই কল্য আমরা তোমাকে সকাল সকাল ঘুমাইতে বলিয়াছিলাম। আমাদের তখন ঘুম পায় নাই। বড়ই কৌতুকের কথা। গেব্রিল আমাদিগকে গত রাত্রে অনেক কথা বলিয়াছেন; আমরা একটীও কথাও বলি নাই। তাঁহার মুখপানে চাহিয়াছিলাম, দেখিতে দেখিতে তিনি অদৃশ্য হইলেন।

দাগোবার্ট।—তাই বটে, তাই বটে। আজ প্রাতঃকালেও তোমরা সারাপথ দুটীতে চুপি চুপি সেই কথাই বলাবলি করিয়াছিলে আমার কথায় উত্তর দাও নাই।

রোজী।—হাঁ দাগোবার্ট! আমরা কেবল গেব্রিলকেই ভাবিতেছিলাম।

বিলাসী।—আমরা তাঁহারে ভালবাসি, তিনিও আমাদের ভালবাসেন।

দাগো।—সে কিরূপ? তোমরা হইলে দুটী, গেব্রিল হইল একজন। দুজনের উপর একজনের ভালবাসা কিরূপে সম্ভবে?

বিলাসী।—কেন দাগোবার্ট? মা কেমন করিয়া আমাদের দুজনকে ভালবাসিতেন?

রোজী।—তুমি দাগোবার্ট, তুমিই বা কেমন করিয়া আমাদের দুজনকে একসঙ্গে সমান ভালবাস?

দাগো।—সত্য, সত্য, সে কথা সত্য। কিন্তু গেব্রিলের ভালবাসা শুনিয়া আমার যেন কেমন এক প্রকার হিংসা আসিতেছে।

রোজী।—তুমি আমাদের দিনবন্ধু, গেব্রিল আমাদের নিশাবন্ধু।

দাগো।—আচ্ছা, তাহাই যেন হইল, তোমরা সমস্ত দিন কেবল গেব্রিলের কথা কহিবে, সমস্ত রাত্রি গেব্রিলকে স্বপ্ন দেখিবে, আমাকে তবে কখন্ ভাবিবে? আমার কথা তবে কখন মনে করিবে? আমার জন্ত তবে আর কি বাকী থাকিবে?

রোজী।—বাকী?—বাকী?—বাকী দাগোবার্ট!—এই দুটী মাতৃপিতৃহীনা বালিকা, যাহাদের তুমি প্রাণের সঙ্গে ভালবাস, তাহারাই দিবারাত্রি তোমার থাকিবে।

বিলাসী।—সত্য দাগোবার্ট! পৃথিবীতে তুমি ভিন্ন আর আমাদের কেহই নাই।

দাগো।—বুঝিলাম, বুঝিলাম। তোমাদের গেব্রিল তোমাদের রক্ষা করুক, ইহাতেও আমার পরম আহ্লাদ। আমি আর আমার কৌতুক কিছুদিন নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করি। সুখে নিদ্রা যাই।

রোজী।—না দাগোবার্ট! তুমি তামাসা করিতেছ? না না, তামাসা করিও না, তামাসা করিও না। ওসব কেবল স্বপ্নকথা। আমি দোষ করি, মা ঐ সকল স্বপ্ন পাঠাইয়াছেন। সর্ব্বদাই তিনি বলিতেন, পৃথিবীর পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাগণকে স্বর্গীয় দূতেরা রক্ষা করে। ঐ গেব্রিল আমাদের স্বর্গীয় দূত। তিনি আমাদের রক্ষা করিবেন, তোমারেও রক্ষা করিবেন।

দাগো।—বাঃ! আমার উপর তবে ত তোমাদের গেব্রিলের বড় দয়া! তোমাদের গেব্রিলকে ধন্তবাদ! কিন্তু মা! গেব্রিলের চেয়ে আমার কুকুরটী ভাল। কুকুরটী যদিও তোমাদের গেব্রিলের মত সুন্দর নয়, কিন্তু তার দাঁতগুলি বড় সুন্দর। দাঁতের জোরেই আমার কৌতুক আমাদের তিন জনকে রক্ষা করে। দিবারাত্রি পাহারা দেয়।

বিলাসী।—তুমি কেবল তামাসাই ভালবাস! আমাদের সকল কথাই তুমি হাসিয়া হাসিয়া উড়াও!

দাগো।—ঠিক বলিয়াছ। সত্যই আমি অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। আমি কিন্তু দাঁত বুজাইয়া হাস্য করি। তোমরা স্থির হও। আমার উপর রাগ করিও না। আমার ভুল হইতেছে। তোমাদের স্বপ্নের সঙ্গে তোমাদের জননীর নাম গাঁথ। স্বপ্ন যে একেবারেই মিথ্যা হয়, তাহাও আমি বলি না। স্বপ্ন কখনও কখনও সত্যও হইয়া থাকে। আমি যখন স্পেন-রাজ্যে ছিলাম, তৎকালে আমার দুইজন সঙ্গী বীরপুরুষ একরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীরা তাঁহাদিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবে। সেই স্বপ্ন সত্যই হইয়াছিল। যে রাত্রে স্বপ্ন, তাহার পরদিন এক মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী যথার্থই তাঁহাদিগকে বিষপান করাইয়া মারিয়া ফেলে। মনে রাখিও, স্বপ্নের কথা সত্যও হয়। তোমাদের গেব্রিল যদি নিত্য রাত্রে স্বপ্নে তোমাদিগকে দেখা দেন, রাত্রে অবশ্যই তোমাদের স্মরণীয়া হইবে। এইখানে আমি তোমাদের জননীর

প্রসঙ্গে গুটিকতক কথা বলিব; স্থির হইয়া শুনিও। কাঁদিও না।

যোজী বিলাসী।—না দাগোবার্ট! কাঁদিব না। যার কথা যখন মনে হয়, তখন আমাদের চক্ষু শুষ্ক হইয়া যায়। অন্তরে পবিত্র ভাবের উদয় হয়।

দাগোবার্ট।—তাহাই ভাল। পাছে তোমরা প্রাণে ব্যথা পাও, সেই শঙ্কায় এতদিন সে সব কথা আমি বলি নাই। তোমাদের জননী ভাবিয়াছিলেন, তোমাদের জ্ঞানোদয় হইলে, তিনি নিজেই তাহা বলিবেন। কিন্তু বিধাতা সে দিন দিলেন না; তোমরা বড় হইবার অগ্রেই তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। আমার উপরেই উপযুক্ত অবসরে প্রকাশ করিবার ভার রহিল। সেই উপযুক্ত অবসর এখন উপস্থিত। আজ আমি সেই সব গুহ্যকথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করিতেছি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।

যোজী-বিলাসী।—বল, দাগোবার্ট! বল। আমাদের বেশ মনোযোগ আছে। একটী কথাও আমরা শুনিতে ভুলিব না।

দাগোবার্ট বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তোমাদের পিতা সেনাপতি সাইমন একজন কারিকরের পুত্র। উন্নতপদে আরূঢ় হইবার অবসর উপস্থিত হইলেও, তোমাদের পিতামহ-মহাশয় অবলম্বিত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে কদাচ সম্মত হন নাই। তাঁহার অন্তঃকরণ কাঞ্চনতুল্য নির্ম্মল, কিন্তু মস্তক যেন লৌহের ন্যায় কঠিন। ইহার অর্থ এই, তাঁহার মাথায় যখন যেটা আসিত, মন্দ হইলেও কিছুতেই সেটা তিনি নির্ব্বাহ করিতে ছাড়িতেন না। তাঁহারই পুত্র সেনাপতি সাইমন। তিনি যখন প্রথমে সেনাদলে ভর্ত্তি হন, তখন রাজসম্রাজ্যে মহাগৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁহার নাম দিয়াছিলেন, কাউন্ট অব দি এম্পায়ার।"

ঊর্দ্ধমুখে বিলাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কাউন্ট অব দি এম্পায়ার কি দাগোবার্ট?"

দাগোবার্ট কহিলেন, "একটা সম্মানের উপাধি। মহাবীর নেপোলিয়ন যোগ্য যোগ্য বীরগণকে বড় বড় উপাধি প্রদান করিতেন। বেশী কথা কি, কোন কোন বীরপুরুষকে তিনি রাজা উপাধি দিয়া গিয়াছেন।—হাঁ, তোমাদের পিতা সেনাপতি সাইমন একজন কারিকরের পুত্র। যেমন সাহসী, তেমনি সরল, তেমনি উপকারী, তেমনি সুপুরুষ। তাঁহার বীরত্বের পরিচয় অধিক আর আমি কি দিব, যেদিন তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হন, প্রুশীয় গোলন্দাজগণকে সেই দিন তিনি তাহাদের কামানের সম্মুখে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন। যেখানে তিনি বন্দী হন, আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই স্থানটী আমি তোমাদিগকে দেখাইয়াছি। আমি তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। কাহার হস্তে তিনি বন্দী হইয়াছিলেন, তাহা তোমরা জান না। একজন রুসীয় কর্ণেল। দেশত্যাগী মার্কুইস্। লোকটা কিন্তু ফরাসী।"

যোজী।—অ্যাঁ! ফরাসী মহারাজের ফরাসী সেনাপতি একজন ফরাসীর হস্তে বন্দী! এমন ঘটনা কেন হইয়াছিল দাগোবার্ট?

গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "হাঁ, ফরাসীর হস্তে বন্দী। সেই ফরাসী মার্কুইস্ আমাদের সম্মুখে আসিল; বীরদর্পে আমাদের সেনাপতিকে কহিল, 'সেনাপতি! তোমার একজন স্বদেশীয় বীরের হস্তে তরবারি অর্পণ কর।' সেনাপতি উত্তর করিলেন, 'ফরাসীবেশে অস্ত্রগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি জন্মভূমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সে আমার স্বদেশের

রয়; সে কাপুরুষ, সে বিশ্বাসঘাতক, আমি কদাচ বিশ্বাস-ঘাতকের হস্তে অস্ত্রসমর্পণ করিব না।

সেনাপতি তখন আহত অবস্থায় ছিলেন। অদূরে একজন রুসীয় অশ্বারোহী দণ্ডায়মান ছিল, হামাগুড়ি দিয়া তাহার নিকটে সরিয়া গিয়া তাহারই হস্তে অস্ত্রসমর্পণপূর্ব্বক সেনাপতি কহিলেন, "বীরপুরুষ! আমি তোমার হস্তে অস্ত্রসমর্পণ করিলাম।"

এই দৃশ্য দর্শন করিয়া ঐ বিশ্বাসঘাতক মাকুইস এককালে মহাক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর যেন ফুলিতে লাগিল।

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া বালিকাদের দুখানি বদন এককালে আরক্তভাব ধারণ করিল। উভয়েই এককালে বলিয়া উঠিল, "কি মহত্ব! কি মহত্ব! আমরা মহাবীরের কন্যা! মৃত্যুদশায় ঐরূপ অতুল সাহস বড় সামান্য কথা নহে!"

সগর্ব্বে দীর্ঘ গোঁফে মোচড় দিতে দিতে দাগোবার্ট কহিলেন, "হাঁ বৎসে! যথার্থই তোমরা মহাবীরের কন্যা। তোমাদের পিতার অতুল সাহসের পরিচয় যতই তোমরা শুনিবে, ততই তোমাদের মহাগৌরব মনে হইবে। এখনকার কথা শ্রবণ কর। উভয়েই আমরা বন্দী হইলাম। সেনাপতির অশ্বটী বিপক্ষেরা মারিয়া ফেলিল। ঐ রসিক, যাহার পৃষ্ঠে তোমরা আরোহণ করিয়া আসিতেছ, ঐ অশ্ব তোমাদের পিতার। তিনিই আমাকে ভাল-বাসিয়া ঐ অশ্ব দান করিয়া গিয়াছেন। সে দিনের যুদ্ধে ঐ অশ্ব আহত হয় নাই। সেনাপতি উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বন্দী অবস্থায় ওয়ার্স নগরে পৌঁছিলেন, আমিও সঙ্গে রহিলাম। সেই ওয়ারসা নগরেই তোমাদের জননীর সহিত তোমাদের পিতার প্রথম সাক্ষাৎ সেই কুমারীর নাম ইভা। নগরবাসীরা সেই কুমারীকে ওয়ারসা নগরের রত্ন বলিয়া সম্মান করিতেন। এত রূপ এত গুণ সেই কুমারী ইভার। নগরবাসীরা যাহাই বলুন, আমি তাঁহারে বিশ্বরত্ন বলিয়া ভাবিয়াছিলাম। সেনাপতি তখন বন্দী, সেই অবস্থাতেই কুমারী ইভা তাঁহাকে দেখেন। পরস্পরের চারিচক্ষু একত্র হইলে উভয়ের মনেই নবীন অনুরাগের সঞ্চার হয়। সুন্দরীর রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া মহাবীর পিটার সাইমন্ (তোমাদের পিতা) তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হন। কুমারীও তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইতে একান্ত অভিলাষ করেন। উভয়ের অন্তরেই সমান অনুরাগ; কিন্তু একটু বাধা পড়িল। কুমারীর মাতাপিতা তৎপূর্ব্বে আর একজন সৈনিক পুরুষকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিবার বাগ্দান করিয়াছিলেন। সেই বাগ্দত্ত পাত্র আবার কে?—আমাদেরই একজন চিরশত্রু। সেই ব্যক্তি যখন—"

দাগোবার্টের কথায় হঠাৎ বাধা পড়িয়া গেল। কুমারী রোজী মহাতঙ্কে তীব্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। গবাক্ষের দিকে সভয়নেত্র নিক্ষেপ করিয়া, অঙ্গুলীসঙ্কেতে আতঙ্ক বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অস্ফুট চীৎকারধ্বনি। দারুণ ভয়ে তাহার মুখ দিয়া তখন একটীও স্পষ্টকথা বাহির হইল না। বিলাসী সে সময় দাগোবার্টের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল. গবাক্ষে কি হইয়াছে, তাহা দেখিতে পায় নাই

রোজীও আর জানালার দিকে চাহিতে পারিল না। লম্ফ দিয়া আসন হইতে উঠিয়া দাগোবার্ট ত্বরিতপদে সেই জানালার নিকটে

গেলেন। প্রথমে যখন শাশীতলে ভয়ের কথা উঠে, দাগোবার্ট সেই সময় একখানা মৃগ-চর্ম্ম সেই জানালার গায়ে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। এবার সেখানা সজোরে টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন। লাইবিরীর কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বাহিরে বিপর্য্যয় বাতাস! বিপর্য্যয় অন্ধকার! হস্তাবরণে বর্ত্তিকা ধরিয়া দাগোবার্ট দুই তিনবার গবাক্ষতল দর্শন করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। রোগীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "বাতাস! ভয়ে ভয়ে কিসের ছায়া তুমি দেখিয়াছ, বুঝিতে পার নাই।"

কম্পিতকণ্ঠে রোগী বলিল, "ছায়া নয়, ছায়া নয়, একটা মানুষের একখানা হাত। সেই হাতের পাঁচটা অঙ্গুলী ঐ মৃগচর্ম্ম সরাইয়া দিতেছিল, সুস্পষ্টই আমি তাহা দেখিয়াছি। নিশ্চয়ই আমাদের পশ্চাতে শত্রু লাগিয়াছে।" তথাপি বিশ্বাস না করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "নিশ্চয়ই তুমি ছায়া দেখিয়াছ। অকারণে শত্রু এখানে কেন আসিবে? মানুষের হাত ওখানে কেমন করিয়াই বা উঠিবে? জানালাটা মাটী হইতে প্রায় ছয় হাত উর্দ্ধে। প্রকাণ্ড দৈত্য ভিন্ন সাধারণ মনুষ্য কদাচ সিঁড়ি না লাগাইয়া অত দূর হাত বাড়াইতে পারে না। অত শীঘ্র সিঁড়িখানা সরাইয়া লইয়া যাওয়াও অসম্ভব। তোমার কথা শুনিবা মাত্র আমি গবাক্ষের কাছে আসিয়াছি। সিঁড়ি লাগাইবার কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। নিশ্চয়ই ছায়া।"

বিস্ময়বিলোচনে দাগোবার্টের মুখের দিকে চাহিয়া, বিস্বরকণ্ঠে রোগী বলিল, "চিহ্ন তুমি দেখিতে পাও নাই, কিন্তু হাতখানা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সাধারণ মনুষ্য যদি না হয়, অবশ্যই কোন অসাধারণ মনুষ্য হইবে। তুমি বলিতেছ, দৈত্য। আচ্ছা, দৈত্য!—দৈত্য কি পৃথিবীতে আসিতে পারে না? আমার জ্ঞান হইতেছে, কোন দৈত্যই ওখানে লুকাইয়া আছে।"

ওষ্ঠাগত হাস্যবেগ কষ্টে সম্বরণ করিয়া কৌতুককে সম্বোধনপূর্ব্বক দাগোবার্ট কহিলেন, "কৌতুক! যাও, আবার যাও। আবার ভাল করিয়া বাড়ীর চতুর্দ্দিকে পাহারা দাও। প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিয়া আইস, কেহ কোথাও আছে কি না। মনুষ্য কিম্বা দৈত্য, যাহাকেই দেখিতে পাইবে, দাঁতে করিয়া ধরিয়া আনিও। যাও, শীঘ্র যাও।"

প্রভুর মুখপানে চাহিয়া লাঙ্গূল সঞ্চালন করিতে করিতে বিশ্বস্ত লাইবিরীর কুকুর অল্পক্ষণ বিলম্ব করিল। দ্বিতীয়বার অনুমতি পাইয়া ঘন-ঘোর গর্জ্জন করিতে করিতে লম্ফে লম্ফে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মৃগচর্ম্মখানা দাগোবার্ট ইতিপূর্ব্বে গবাক্ষ-গাত্র হইতে খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, পুনরায় সেইখানা সেই স্থানে লটকাইয়া দিলেন। ভয়ের কোন কারণ নাই বুঝিয়া মেয়েরা আবার একটু শান্ত হইয়া বসিল। প্রায় অর্দ্ধ দণ্ডকাল তিনজনেই নিস্তব্ধ। দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "কৌতুক এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না। কৌতুক আসিলে গবাক্ষতলে চৌকী দিত, আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম। কেন আসিতেছে না? এতক্ষণ ত বিলম্ব হয় না! বোধ হয়, পথে আটক পড়িয়াছে। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিবার সময় হয় ত অশ্বগাত্রের আঘ্রাণ পাইয়া থাকিবে। আস্তাবলের দিকেই গিয়াছে। রসিকের সঙ্গে সেখানে হয় ত খেলা করিতেছে। আমি যাইব কি? কুকুরটা লইয়া আসিব কি?"

বালিকারা উভয়েই সকাতরে সভয়স্বরে বলিয়া উঠিল, "না দাগোবার্ট! যেয়ো না! আমরা বড় ভয় পাইয়াছি। তুমি এখানে না থাকিলে আরও ভয় বাড়িবে!"

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক দাগোবার্ট আপনার চেয়ারখানি বিছানার মাথার দিকে আরও একটু সরাইয়া লইলেন; জানালার দিকে মুখ করিয়া বিছানা ঘেঁসিয়াই বসিলেন। মেয়েরা বলিল, "এইবার ঠিক হইয়াছে। কৌতুকের একটু দেরী হইলেও আমরা আর ভয় পাইব না। কৌতুক এখনই ফিরিয়া আসিবে। তুমি বল, যে সব কথা বলিতেছিলে, তাহা বলিয়া যাও।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "হাঁ, সেনাপতি বন্দী হইলেন। ওয়ারসা নগরেই রহিলেন। সুন্দরী ইভার সহিত দেখাসাক্ষাৎ হয়, দিন দিন উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগও বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বিবাহের কোনরূপ ব্যবস্থা হয় না। ইভার পিতা-মাতা অন্যপাত্রে অর্পণ করিতে বিশেষ অনুরাগী। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আমরা শুনিলাম, সংগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছে; সম্রাট নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন; বোরবনেরা ফিরিয়া আসিয়াছে। রুসের সহিত প্রুসীয়েরা মিলিয়া বোরবনদিগকে ফ্রান্সরাজ্যে আনয়ন করিয়াছে। তাহারাই আমাদের সম্রাট্‌কে দ্বীপান্তরে পাঠাইয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সুন্দরী ইভা আমাদের সেনাপতিকে বলিলেন, "যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে, আর তুমি বন্দী নও, এখন তুমি মুক্ত হইয়াছ, কিন্তু তোমাদের সম্রাট্‌ বড় কষ্টে পড়িয়াছেন। তোমার প্রতি তাঁহার বড় অনুগ্রহ। তাঁহার দ্বারা তুমি বিস্তর উপকার পাইয়াছ; যাও, এলবাদ্বীপে যাও। তাঁহার এই দুঃসময়ে তুমি গিয়া তাঁহার সহায় হও। জানি না, কতদিনে আবার তোমার সঙ্গে আমাকে দেখা হইবে, কিন্তু তুমি নিশ্চয় মনে রাখিও, তোমারে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি বিবাহ করিব না। মরণ-কাল পর্য্যন্ত আমি তোমারই থাকিব।"

সেনাপতি সাইমন এলবাদ্বীপে যাত্রা করিবার অগ্রে আমাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, দাগোবার্ট! তুমি এইখানে থাক। প্যারিসে আমি তোমার স্ত্রীপুত্রের সহিত দেখা করিব, শুভসংবাদ দিব, তুমি আমাদের পরমবন্ধু, সে কথাও বলিব। নিরুদ্বেগে তুমি এইখানেই থাক। কুমারী ইভা তোমাকে বন্ধু বলিয়া জানিবেন। তাঁহার নামে আমি যে সকল পত্র পাঠাইব, অগ্রে তাহা তোমার হাতেই আসিবে, তুমি তাঁহাকে দিও। তাঁহার পিতা যদি তাঁহাকে অন্যপাত্রে দান করিবার জন্য বেশী পীড়াপিড়ি করেন, সেই ভয়ে কুমারী যদি পিতৃগৃহ হইতে পলাইতে চাহেন, সেই পলায়নে তুমি তাঁহার সঙ্গী হইও।"

আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তোমাদের পিতা এলবাদ্বীপে যাত্রা করিলেন। কুমারী ইভার পিত্রালয়ের অদূরে এক প্রচ্ছন্ন পল্লীতে প্রচ্ছন্নভাবে আমি অবস্থান করিতে লাগিলাম। এলবা হইতে আমার নামে পত্রাদি আসিত, গোপনে আমি সেই সকল পত্র কুমারীকে প্রদান করিতাম। একখানি পত্রে তোমাদের পিতা আমাকে লিখিয়াছিলেন, সম্রাট্‌ আমাকে বিস্মৃত হন নাই। অনেক যুদ্ধে অনেক অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া আমি প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছি, তিনি স্বহস্তে আমাকে সম্মানপদক পরাইয়া দিয়াছেন, সেই সকল কথা তোমাদের পিতার নিকটে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।"

বালিকারা এই গৌরবের কথা শুনিয়া সানন্দে বলিল, "দাগোবার্ট! তবে তুমি সামান্য ব্যক্তি নও। সম্রাট্‌ স্বয়ং তোমাকে স্মরণ করেন; বীরপুরুষ বলিয়া গৌরব করেন।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "আমাদের সম্রাটের অতি উচ্চ মহত্ব! সকলের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ। বিশ্বাস বজায় রাখিয়া যাহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করে, তাহাদের সকলকেই তিনি ভালবাসেন। হাঁ, যাহা বলিতেছিলাম, তাহা শ্রবণ কর। তোমাদের পিতা এল্‌বা দ্বীপ হইতে কুমারী ইভাকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহা আমার কাছে আসিত, আমি সেইগুলি তাঁহাকে দিতাম, সেনাপতির গুণের কথা—বীরত্বের কথা তাঁহাকে বলিতাম, তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া তুষ্টও হইতেন, সান্ত্বনাও পাইতেন। কুমারীকালে তোমাদের জননীর তেজস্বিতা অসীম ছিল। তাঁহার মাতা-পিতা সর্ব্বদাই তাঁহাকে অপর পাত্রে অর্পণ করিবার কথা বলিতেন। শুনিয়া শুনিয়া একদিন তিনি সগর্ব্বে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'কেন তোমরা আমাকে বিরক্ত কর? সেনাপতি সাইমন ব্যতীত আর কাহাকেও আমি বিবাহ করিব না।'

কিছুদিন এই রকমে যায়, একদিন একখানি পত্র আসিল, আবার নূতন যুদ্ধ বাধিয়াছে, সম্রাট্ নেপোলিয়ান এল্‌বাদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেনাপতি সাইমনও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। ফরাসীরাজ্যের প্রভুভক্ত সৈনিক পুরুষগণের দ্বারাই এই নবীন সংগ্রামের উৎপত্তি। জনহিতৈষী-বীর সম্রাট্ যাহাতে ফরাসীরাজ্যের চিরসম্রাট্ থাকেন, সৈনিক বীরগণের ইহাই একান্ত অভিলাষ।

ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে তোমাদের পিতা কেশরীপরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ বীরগণ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণে পরাঙ্মুখ হন নাই। মণ্টমিরেল রণক্ষেত্র ভীষণানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল। সেই রণক্ষেত্রে সহস্র সহস্র বৈরিসৈন্য নিহত হয়। শাম্পেনপ্রদেশে সাধারণ প্রজারা এতাধিক প্রুশীয় সৈন্য সংহার করিয়াছিল যে, তাহাদের রক্ত-মাংসে বহুবর্ষকাল বহুপরিমিত শস্যক্ষেত্রে সার দেওয়া হইয়াছিল। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, সকলেই অরিকুলের উপর প্রধাবিত। কোদালি, কুঠার, বড় বড় কাঁটা এবং বড় বড় প্রস্তরখণ্ড তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র। ব্যাঘ্র বধ করিবার নিমিত্ত শিকারীরা যে প্রকার বিক্রম প্রকাশ করে, শাম্পেনবাসীরা সে দিনের বৈরিদলনে সেইরূপ বিক্রম দেখাইয়াছিল। সাধারণতন্ত্রের মহাসমর ফরাসী ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। সে যুদ্ধে রাজপক্ষেই জয়লাভ হয়। মণ্টমিরেলের সমরাবসানে সম্রাট্ পুলকিতচিত্তে তোমাদের পিতাকে "ডিউক অব লিগ্‌নী এবং মার্শেল অব ফ্রান্স, উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। সেনাপতি সাইমনের এই মহাসম্মানে ফরাসী সেনাদলের সমগ্র রাজভক্ত সৈন্য মহানন্দে জয়ধ্বনি করিয়াছিল।"

অর্থ বুঝিতে না পারিয়া রোজী-বিলাসী উভয়েই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "ডিউক অব্ লিগ্‌নী!" "মার্শেল অব ফ্রান্স! একথার মানে কি দাগোবার্ট?"

উৎসাহে আরক্তবদনে বীরবর দাগোবার্ট কহিলেন, "মানে মহাগৌরব। একজন শ্রমজীবী কারিকরের পুত্র পিটার সাইমন ডিউক হইলেন, মার্শেল হইলেন, সেনাদলে ইহা সাধারণ গৌরব নহে। ঐ পদের তুল্য উচ্চপদ আর কিছুই নাই। কেবল রাজারাই উহা অপেক্ষা উচ্চ সম্মানের অধিকারী। প্রজারা আমাদের সম্রাট্‌কে অত ভালবাসিত কেন?—ঐ গুণে। প্রজাপুঞ্জের পুত্রগণকে সম্রাট্ ঐপ্রকারে সম্মানিত করিতেন। যদি কেহ তাহাদিগকে বলিত, তোমাদের সম্রাট্ তোমাদিগকে কেবল

কামানের মুখে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত। প্রজারা তাহাকে এই উত্তর দিত, বহুৎ আচ্ছা! আমরা পাগল নহি, আমরা যদি আর একজনের সেবা করিতাম, সে তাহা হইলে আমাদিগকে কেবল চির-যন্ত্রণার মুখে নিক্ষেপ করিত। কামানের মুখ আমরা ভালবাসি। সে মুখে প্রবেশ করিলে ভাগ্যক্রমে সময়ে আমরা কাপ্তেন হইব, কর্ণেল হইব, মার্শেল হইব, এমন কি, রাজাও হইতে পারিব। চল্লিশ বৎসরকাল অপরের জন্য দেহমন সমর্পণ করিয়া ক্ষুধার জ্বালায়, শীতের তাড়নে, বার্দ্ধক্যপীড়নে, তৃণ শয্যা আশ্রয় করিয়া অনাথের ন্যায় ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা কামানের মুখ আমরা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ মনে করি।

বালিকাদের বদন সহসা গোলাপী রেখায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে বক্তার আরক্তবদন নিরীক্ষণ করিয়া, সবিস্ময়ে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "বল কি দাগোবার্ট? ফ্রান্সরাজ্যে—এমন সুখময়ী সুন্দরী পারিস রাজধানীমধ্যে ক্ষুধার জ্বালায়, দুঃখের জ্বালায়, মরিতে হয়, এমন গরীব পরিবার কি সত্য সত্য সেখানে বর্ত্তমান আছে?"

"সেই জন্যই ত এ কথা আমি বলিতেছি।" গম্ভীরে বালিকাদের মুখপানে চাহিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "সেই জন্যই ত এ কথা আমি তুলিয়াছি। পারিস নগরে দরিদ্রলোক বাস করে, বহু বহু দরিদ্রলোক অনাহারে মরে, সেই জন্যই ত সেখানে কামানের মুখ ভাল। তোমাদের পিতা যেমন কামানের মুখ বরণ করিয়া ডিউক হইলেন, মার্শেল হইলেন, অনেকেই সেইরূপ হইতে পারে।—পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও চিরসুখ নাই। পদমর্য্যাদা প্রশংসনীয়, আমি তাহার প্রশংসা করি, নিন্দাও করি। কেন না, বড় বড় উপাধি এবং বড় পদমর্য্যাদা চিরদিন থাকে না। উদাহরণ শ্রবণ কর। ঐ মন্টমিরালের রণবিজয়ের প্রভাময় দিবাবসানে ঘোর-তমসাবৃত রজনী আসিয়াছিল। মহা ঘোর!—মহা ঘোর! নিবিড় ঘোরাচ্ছন্ন ভীষণ অন্ধকার! মহা শোকাবহ দুর্দ্দিন! সেনাপতি আমাকে বলিয়াছিলেন, সেই দুর্দ্দিনে আমার ন্যায় বৃদ্ধ বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষেরা বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। সেই দিনে—সেই দুর্দ্দিনে একটী ভীষণ যুদ্ধের অবসান। কোন্ দিন? মনে কর বৎসে! সেই দুর্দ্দিন! ওয়াটারলু!"

"ওয়াটারলুর যুদ্ধ! ওয়াটারলুর যুদ্ধের দিন! ওঃ!"—বিশাল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দাগোবার্ট কহিলেন, "ওয়াটারলুর যুদ্ধে তোমাদের পিতা সেনাপতি সাইমন বহু অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। শয্যাগত! বহুদিন কিন্তু শয্যাগত ছিলেন না;—অল্পদিনের মধ্যেই অল্প অল্প বলাধান হয়। ইংরাজেরা তখন কি করিয়াছিল?—উঃ!—তাহারা আমাদের সম্রাটকে ইচ্ছামত যন্ত্রণা দিবার সংকল্পে সেন্ট হেলেনাদ্বীপে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন! সেন্ট হেলেনা জগতের এক শেষপ্রান্তে বিজন দ্বীপ! সেই দ্বীপে বন্দী আমাদের সম্রাট নেপোলিয়ন! ইংরাজ আপনাদিগকে দয়ার সাগর বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু আমাদের সম্রাটের প্রতি তাহাদের দয়ার পরিচয় ইতিহাসে বিখ্যাত। তোমাদের পিতা অল্প অল্প সুস্থ হইয়া সেই সেন্ট হেলেনা দ্বীপে সম্রাটের নিকটে যাইবার নিমিত্ত ইংরাজের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিপদ সময়ে তিনি নিকটে থাকিলে সম্রাটের মনে কতকটা সান্ত্বনা থাকিত; কিন্তু ইংরাজের শরীরে এত দয়া, সেনাপতি সাইমনকে হেলেনাদ্বীপে যাইতে তাঁহারা অনুমতি দিলেন না!

শুভসংকল্পে হতাশ হইয়া সেনাপতি সাইমন মনে মনে আর এক সঙ্কল্প করিলেন। বোরবনগণকে ফ্রান্স হইতে তাড়াইবার উপায় করাই সেই সঙ্কল্প। তাঁহার ন্যায় আরও অনেক অনেক প্রভুভক্ত সৈনিক সেই দুরন্ত বোরবনদিগকে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা করিতেন। বোরবন তাড়াইবার জন্ত একটা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। সেনাপতি সাইমন সেই ষড় যন্ত্রিদলের নেতা। বোরবন তাড়াইয়া সম্রাট নেপোলিয়নের পুত্রকে ফ্রান্সের সিংহাসন অর্পণ করা তাঁহাদের বাসনা। দলের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী। এক পল্টনের উপরেই সেনাপতির সম্পূর্ণ বিশ্বাস। সেটী পুরাতন পল্টন। পিকার্ডী প্রদেশের এক স্থানের কেল্লায় তখন তাঁহারা অবস্থান করিতেছিলেন, সেনাপতি সেইখানেই গমন করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শীঘ্রই সেই ষড় যন্ত্রটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। কেল্লায় পৌঁছিবামাত্র সেনাপতি সেইখানে শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। যাহারা বন্দী করিল, তাহারা তাঁহাকে ঐ পল্টনের কর্ণেলের নিকটে লইয়া গেল। কর্ণেলটা কে, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ? না—না, বুঝিয়া কাজ নাই। সেটা বুঝিলে এখনই তোমরা কাঁদিয়া ফেলিবে। বুঝিয়া কাজ নাই। কেবল এইটুকু স্মরণ রাখ, নানা কারণে সেই কর্ণেলের উপর তোমাদের পিতার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। সেনাপতি যখন সেই কর্ণেলের সম্মুখে মুখামুখি দাঁড়াইলেন, তখন তিনি তাহাকে গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "যদি তুমি কাপুরুষ না হও, আমাকে এক ঘণ্টার স্বাধীনতা দাও, উভয়ে আমরা অস্ত্রাঘাত যুদ্ধ করিব। তোমাকে আমি ঘৃণা করি, এই এই কুৎসিত কার্য্য তুমি করিয়াছ, সেই নিমিত্তই তোমার উপর আমার আন্তরিক ঘৃণা। সেই জন্ত আজ এই ক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে আমি লড়াই করিব।"

কর্ণেল সম্মত হইল। পরদিন যুদ্ধ হইবে, সেনাপতি স্বাধীনতা পাইবেন, এইরূপ অবধারণ, পরদিন আসিল, দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল, কর্ণেলটা হারিয়া গেল।"

অঞ্জলিবদ্ধ চারিখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া, আকাশপানে চাহিয়া, বালিকারা উভয়েই তারস্বরে বলিল, "ধন্ত পরমেশ্বর"

নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "হাঁ; পরমেশ্বর ধন্ত। সেই সময় তিনি তোমাদের পিতার প্রাণরক্ষার একটী উপায় করিয়া দিলেন। তলোয়ারে তলোয়ারে যুদ্ধ হইয়াছিল। কর্ণেলকে জয় করিয়া বিজয়ী সেনাপতি তখন আপন তলোয়ারের রক্ত মুছিতেছিলেন। সেই অবসরে একটী বন্ধু নিকটে আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, রাজদ্রোহী হইয়া কুচক্র করা অপরাধে আপনার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এক পক্ষ পরে ইহারা আপনার প্রাণদণ্ড করিবে; আপনি এ রাজ্য হইতে প্রস্থান করুন। প্রস্থান করাই স্থির হইল। ফ্রান্সরাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, স্বদেশ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের কথা। তথাপি কিন্তু সে দুঃসময়ে একটী শুভ ঘটনার সংঘটন। কুমারী ইভা এতদিন পর্য্যন্ত কুমারী অবস্থায় সেনাপতি সাইমনের মুখাপেক্ষা করিতেছিলেন। [illegible] পত্রে সেনাপতিকে তিনি লিখিয়াছিলেন, [illegible] সম্রাট, তাহার পর আমি। দুর্ভাগ্যক্রমে [illegible]টের অনুকূলে তোমাদের পিতা কিছুই সম্পাদন করিতে পারিলেন না, সম্রাটের পুত্রকেও সিংহাসন প্রদান করিতে অক্ষম হইলেন, নিজের ভাগ্যেও জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসন। সেই সময় তিনি ফ্রান্স হইতে ওয়ারসা যাত্রা করিলেন।

কুমারী ইভার মাতা-পিতা সে সময়ে পরলোক-গমন করিয়াছিলেন। কুমারী স্বাধীনা। সেই অবসরে কুমারী ইভার সহিত তোমাদের পিতার শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইল। সেই বিবাহে আমি একজন সাক্ষী।

বিবাহে উভয়েই তাঁহারা পরম সুখী হইলেন। যাঁহাদের অন্তঃকরণ সরল, তাঁহারা নিজের সুখে যত সুখী, পরের কষ্টে তাঁহারা তদপেক্ষা অধিক অসুখী হন। ওয়ারসা নগরে তাহাই ঘটিল। রুসীয়েরা সেই সময় পুনর্ব্বার পোলাণ্ডবাসিগণকে সমধিক পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের প্রতি ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিতেছিল। সরলা ইভা ফরাসী-কন্যা হইলেও, পোলাণ্ডের প্রতি পোলাণ্ডীয়দের মঙ্গলের প্রতি, তাঁহার দেহ মন সমর্পিত ছিল। পোলাণ্ডের উপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। যে সকল কথা কাণাকাণি করিতেও লোকে ভয় পাইত, সেই সকল কথা তিনি পূর্ণসাহসে, মুক্তকণ্ঠে, সদর্পে সকলসমক্ষে প্রচার করিতেন। লোকেরা তাঁহাকে উজ্জ্বল দেবকন্যা বলিয়া সমাদর করিত। সেই বীরাঙ্গনার অসম সাহসের কথা রুসীয় গবর্ণরের কর্ণগোচর হইল। ওয়ারসা হইতে সেই বীরাঙ্গনাকে তফাৎ করা তাঁহার একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। কি প্রকারে তফাৎ করা হয়, মন্ত্রণা করিয়া গবর্ণর তাহার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাহারা ছিদ্র অন্বেষণ করে, অশুভকার্য্য-সাধনের ছিদ্র তাহারা শীঘ্র পায়। সেনাপতি সাইমনের একজন বন্ধু পূর্ব্বে এক সেনাদলের কর্ণেল ছিলেন। রাজার বিরুদ্ধে তিনি এক সামরিক ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, এই সূত্র ধরিয়া সেই কর্ণেলকে সাইবিরীয়ার জঙ্গলে নির্ব্বাসিত করিবার আজ্ঞা হয়। হতভাগ্য কর্ণেল সেই ভয়ে তোমাদের পিতার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বেশী দিন লুকাইয়া থাকিতে পারেন নাই। একদিন ঐ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। পরদিন রাত্রে একদল রুসীয় সেনা তাহাদের এক নায়কের সহিত আমাদের বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে একখানা গাড়ী। সেনাপতি তখন ঘুমাইতেছিলেন। রুসীয় অধিনায়ক তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে জাগাইল। সেই অবস্থায় উপর হইতে নামাইয়া আনিয়া, সেই গাড়ীতে তুলিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া চলিল। রুসীয় রাজ্যের সীমার বাহিরে নির্ব্বাসিত করাই তাহাদের মৎলব; কিন্তু কোথায়, তাহা আমি জানিলাম না। কেবল এইটুকু শুনিলাম, সেনাপতি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, তত দিনের মধ্যে আর রুসীয় রাজ্যসীমায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। যদি করেন, চির-জীবন কারাগারে কয়েদ থাকিতে হইবে।

সেনাপতিকে যখন তাহারা গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যায়, সেই সময় তিনি আমাকে বলিয়া গেলেন, "দাগোবার্ট! আমার স্ত্রী রহিলেন, ইঁহাকে তুমি রক্ষা করিও; ইঁহার গর্ভে সন্তান জন্মিলে, তাহারও রক্ষণাবেক্ষণ ভার তোমার উপর অর্পিত রহিল।"

সুন্দরী ইভা তখন গর্ভবতী। পতিকে নির্ব্বাসিত করিয়াও নির্দ্দয় রুস গবর্ণর নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। সেই তেজস্বিনী রমণী পোলাণ্ডবাসিগণের স্বাধীনপ্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য যেরূপ অনুরাগবতী, তাহা দর্শন করিয়া রুসীয়দিগের ভয় হইয়াছিল। অতএব তাঁহারা সেই সুযোগে সেই গর্ভবতী রমণীকে সাইবিরীয়ায় বনবাস দিলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। নির্দ্দয়তার একশেষ! কেবল এইটুকুমাত্র অনুগ্রহ রহিল যে, আমি

সঙ্গে থাকিতে পারিব। আমি তখন কি করি, মহা বিভ্রাটে পড়িলাম। সেনাপতি আমাকে ঐ অশ্বটী প্রদান করিয়াছিলেন। যে অশ্ব তোমাদিগকে বহন করিয়া আনিতেছে, ঐ রসিক তখনও আমার কাছে ছিল। না থাকিলে সেই গর্ভবতী সতীকে তত পথ পদব্রজে অতিবাহন করিতে হইত। আমি তাঁহাকে ঐ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লাগাম ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তোমাদের দুটীকে এখন যেমন করিয়া আনিতেছি, ঠিক ঐ রকমে তোমাদের জননীকে সেই সময় আমি সাইবি-রীয়ায় লইয়া গিয়াছিলাম। চতুর্দ্দিকে জঙ্গল, মধ্যস্থলে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম, কেবল নিরন্ন দরিদ্রলোকে পরিপূর্ণ, সেই গ্রামে আমরা আশ্রয় লইলাম। তিনমাস পরে সেই বনভূমে তোমাদের উভয়ের জন্ম।"

সতৃষ্ণনয়নে বীরপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া উভয় বালিকা একস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "পিতাকে তাঁহারা কোথায় লইয়া গেল?"

ম্যাগোশার্ট কহিলেন, "রুসীয় রাজ্যের বাহিরে। রুসীয়ায় প্রত্যাগমন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তোমাদের দুটীকে লইয়া বনবাস হইতে পলায়ন করা তোমাদের জননীর পক্ষেও অসম্ভব। তোমাদের জননী কোথায় আছেন, ঠিকানা জানা না থাকাতে, তাঁহার নামে পত্রাদি লেখাও সেনাপতির পক্ষে অসম্ভব। তিন পথ বন্ধ।"

বালিকারা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি, সেই অবধি আমাদের পিতার কোন সংবাদ তুমি প্রাপ্ত হও নাই?"

বৃদ্ধ বীরপুরুষের বদনে একপ্রকার অপূর্ব্ব-রাগ বিকশিত হইল। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া তিনি বলিলেন, "একবার পাইয়াছিলাম। সিনি সেই সংবাদ আনিয়াছিলেন, সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় তাঁহার আকৃতি নহে। কে সেই বার্ত্তাবহ, ভাল করিয়া যাহাতে তোমরা তাহা বুঝিতে পার, সেইরূপে আমি পরিচয় দিব। ফ্রান্সের শেষ যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যগণ পুনঃপুন যখন পরাজিত হইতে লাগিল, সম্রাট্ সেই সময় তোমাদের পিতাকে এক পল্টনের সেনাপতিত্ব প্রদান করেন। বিপক্ষের গোল-ন্দাজেরা মুহুর্মুহু কামান দাগিতেছিল। সমস্ত গোলন্দাজকে তোপের মুখেই কাটিয়া ফেলা, তোমাদের পিতার চির-অভ্যাস। ঐ যুদ্ধেও তিনি সেই চেষ্টা করিতেছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া ঘন ঘন তরবারিসঞ্চালনে তিনি প্রায় সমস্ত গোলন্দাজকে হতাহত করিয়া ফেলেন। একটা গোলন্দাজ ক্ষতবিক্ষত-অঙ্গে একপায়ের জানুর উপর ভর দিয়া বাঁকা হইয়া বসিল; একটা দীয়াশলাই জ্বালিল। সম্মুখেই কামান, কামানের পাঁচ হাত তফাতে তোমাদের পিতা। সেই আহত সৈনিকটা সেই কামানের রন্ধ্রক-ঘরে জ্বলন্ত দীয়াশলাই স্পর্শ করিল। তোপের মুখের পাঁচ হাত অগ্রে তোমাদের পিতা। কত বড়, সঙ্কট, বিবেচনা কর। সেনাপতি স্বয়ং বলিয়াছিলেন, তেমন বিপদের মুখে আর কখনও তাঁহাকে পতিত হইতে হয় নাই। তিনি দেখিলেন, সেই অঙ্গহীন গোলন্দাজ এক পায়ে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কামানের রন্ধ্রকঘরে আগুন দিল। জ্বলন্তগর্জ্জনে আওয়াজ হইয়া গেল। আশ্চর্য্য, নেত্রের পলক পড়িতে না পড়িতে সেনাপতি দেখিলেন, একটী দীর্ঘাকার লোক ঠিক সেই সময়ে তোপের মুখে আসিয়া পড়িল। সেনাপতি শিহরিয়া উঠিয়া চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য একজন অপরিচিত লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক তোপা-গ্নিতে ভস্মীভূত হইবে, ইহা তিনি দেখিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়াই চক্ষু বুজিলেন।

পরক্ষণে নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তোপাগ্নির ধূমরাশির মধ্যস্থলে সেই লোক ঠিক সেই জায়গায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বদন গম্ভীর, দেহ স্থির, একটুও চাঞ্চল্য নাই। সেই গোলন্দাজ সেইরূপ এক জানুর উপর ভর রাখিয়া একদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। ঐ অপরিচিত লোক বিষণ্ণনয়নে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তৎপরে গোলন্দাজ বিকৃতনয়নে, বিকৃতবদনে, তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টি। তাহার চেহারাও তখন ভীষণ বিকটাকার। সংগ্রাম চলিতেছিল। চতুর্দ্দিকে ধূমরাশি। সেই অন্ধকারে সেই গোলমালের মধ্যে সেই নবাগত অদ্ভুত লোক কোথায় মিলাইয়া গেল, সেনাপতি আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।"

বালিকারা বিস্ময়াকুল লোচনে বক্তার বদনে দৃষ্টিপূর্ব্বক সমস্বরে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! পৃথিবীতে কি এমন অদ্ভুত ঘটনা হইতে পারে? তোপের মুখে মানুষ পড়িয়া অক্ষত অঙ্গে দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল, ইহাও কি কখনো সম্ভব হয়?"

দারোগা কহিলেন, "আমিও ঐ কথা সেনাপতিকে বলিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, সকল তিনি বলিতে পারেন না। ঘটনাটা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনই সত্য। আরও তিনি বলিয়াছিলেন, লোকটার মুখাকৃতি অধিক বিস্ময়কর। দুইটি কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল, একসঙ্গে জোড়া। এক একজন মনুষ্যের যেমন জোড়া ভ্রূ থাকে, উহা সে রকম নয়, কর্ণাগ্র হইতে অপর কর্ণাগ্র পর্য্যন্ত সটান কৃষ্ণবর্ণ রেখা। মানুষের ভ্রূ ধনুকাকারে বক্র হয়, উহা সে রকম নহে। কপালের মধ্যখানে বিলক্ষণ ঋজু রেখা। বোধ হয় যেন, তাহার ললাটদেশে কোন চিত্রকর স্বহস্তে তুলী দিয়া সেই কৃষ্ণরেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, সেই আশ্চর্য্য-চিহ্নের বিষয় তোমরা মনে রাখিও; কদাচ ভুলিও না। কেন আমি এ কথা বলিতেছি, শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবে।"

বালিকারা জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটার বয়স কত, তাহা তুমি শুনিয়াছিলে?"

দারোগা কহিলেন, "সেনাপতি বলিয়াছিলেন, অনুমান ত্রিশ বৎসর। সে কথা এখন থাকুক। একটু পরেই জানিবে। এখন যাহা বলিতেছিলাম, শ্রবণ কর। অনেকেই ভাবিয়াছিল, ওয়াটারলুর যুদ্ধে মার্শেল সাইমন মারা গিয়াছেন। বাস্তবিক সেই যুদ্ধের রজনীতে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ঞান অবস্থায় তিনি পড়িয়াছিলেন। জ্বর আসিয়াছিল, প্রলাপ আসিয়াছিল। তদবস্থায় তিনি দেখিয়াছিলেন, সেই লোকটা যেন তাঁহার মুখের কাছে নিজবদন অবনত করিয়া তাঁহার সংজ্ঞাসাধনের চেষ্টা করিতেছে, ক্ষতস্থানের রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেনাপতির তখন জ্ঞান ছিল না, তিনি যেন সেই উপকারী লোকের উপকারী হাতখানি ঠেলিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া প্রলাপবশেই বলিতেছিলেন, 'যাও, যাও! যুদ্ধে এমন পরাভবের পর কে আর বাঁচিতে চায়? এখন আমার মৃত্যুই মঙ্গল!' লোক যেন বলিতেছিল, "তুমি বাঁচিবে। কুমারী ইচ্ছার নিমিত্ত অবশ্যই তোমাকে বাঁচিতে হইবে।"

অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কুমারীরা কহিল, "যাহা যাহা শুনিতেছি, সমস্তই আশ্চর্য্য। দুইবার সেই অদ্ভুত লোক রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমাদের পিতাকে দর্শন দিয়াছিল। তাহার পর পিতা কি আর কখনও তাহাকে দেখিতে পান নাই?"

দারোগা কহিলেন, "আরও অনেকবার

তিনি দেখিয়াছেন। সেই অদ্ভুত লোকটীই বিশ্বস্ত বার্ত্তাবহ হইয়া তোমাদের পিতার নিকট হইতে সংবাদ আনিয়া তোমাদের মা তাকে দিয়া যাইত। শেষবারে আমার সঙ্গেও দেখা হয়। একদিন প্রাতঃকালে গান গাইতে গাইতে বাগানে আমি কাজ করিতেছিলাম, হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে ফরাসীভাষায় কে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই কি মিলাই গ্রাম?'

পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া আমি দেখিলাম, একটী বিদেশী লোক। ক্ষণকাল অনিমেষে তাহার চেহারা দর্শন করিয়া আমার যেন ভয় হইল। উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, আমি বরং দুই পা হটিয়া দাঁড়াইলাম। মূর্ত্তি দীর্ঘাকার। অতিশয় ম্রিয়মাণ; বদন পাণ্ডুবর্ণ, কপাল খুব চওড়া। বোধ হইল, সেই প্রশস্ত ললাটে বিশাল এক কৃষ্ণবর্ণ রেখা।"

সবিস্ময়ে কুমারীরা বলিয়া উঠিল, "তবে বোধ হয় সেই লোক! যুদ্ধক্ষেত্রে ভইবার যে লোক আমাদের পিতাকে দর্শন দিয়াছিল, তুমি তবে তাহাকেই দেখিয়াছ। আচ্ছা দাগোবার্ট! তুমি যখন দেখিয়াছিলে, তখন তাহার বয়স কত?"

দাগোবার্ট কহিলেন, "ত্রিশবৎসরের অধিক বোধ হয় নাই।" একটু চিন্তা করিয়া রোজী কুমারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাগোবার্ট! সে যুদ্ধ ত অনেকদিন হইয়া গিয়াছে। বল দেখি কত দিনের কথা?" দাগোবার্ট কহিলেন, "প্রায় ষোড়শ বৎসর।" রোজী কহিল, "তবেই ত গোল। ষোল বৎসর পূর্ব্বে যে লোক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, এখন তাহার বয়স ত্রিশ বৎসর। পিতা তোমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি যখন দেখেন, তখনও প্রায় ত্রিশ বৎসর। তবে কি প্রকারে সামঞ্জস্য হয়? কি প্রকারে সেই একই লোক সম্ভব হইতে পারে?"

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া, কি একটু চিন্তা করিয়া, দাগোবার্ট কহিলেন, "কথা ঠিক। আমার বোধ হয়, রূপসাদৃশ্য হইতে পারে; কিন্তু তাহাতেও—"

শেষের কথা শুনিবার অগ্রেই বিলাসী বলিয়া উঠিল, 'সেই লোক গো, সেই লোক! পিতা তাহারে যে বয়সে দেখিয়াছেন, তুমিও তাহারে সেই বয়সে দেখিয়াছ। সে লোক সমান বয়সেই রহিয়াছে! তাহার বয়স আর বাড়িতেছে না! আচ্ছা দাগোবার্ট! সেই লোক আমাদের পিতাকে রণক্ষেত্রে রক্ষা করিয়াছিল কি না, সে কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

দাগোবার্ট কহিলেন, "প্রথমে তাহারে দেখিয়া এতদূর বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম যে, সে কথাটা আমার মনেই ছিল না। তা ছাড়া এত অল্পক্ষণ সাক্ষাৎ, কোন বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর হয় নাই। হাঁ, যাহা বলিতেছিলাম। সেই লোক মিলাই গ্রামের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। বিস্ময় ঘুচিলে আমি উত্তর করিলাম, হাঁ, সেই গ্রামেই তুমি আসিয়াছ। কিন্তু আমি যে ফরাসী, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে? লোক বলিল, 'তুমি ফরাসী ভাষায় গীত গাহিতেছিলে, তাহাতেই আমি চিনিয়াছি। সেনাপতি সাইমনের স্ত্রী এ গ্রামে কোন্ বাড়ীতে থাকেন, তাহা তুমি বলিয়া দিতে পার? আমি শুনিয়াছি, এই গ্রামেই তিনি আছেন।'

কথাগুলি বলিতে বলিতে হঠাৎ আবার সেই লোক ক্ষণকাল বিশেষরূপে আমার মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক নিকটে সরিয়া আসিল। সসম্ভ্রমে আমার একখানি হাত ধরিয়া মিষ্টস্বরে বলিল, 'আপনি তবে সেনাপতি সাইমনের বন্ধু?' চমৎকৃত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি

'ইহা কিরূপে জানিলে ? লোক বলিল, 'সেনাপতি সর্ব্বদাই আপনার নাম করেন। আপনার চেহারা, আপনার গুণ, আপনার বীরত্ব, সর্ব্বদা সকলের কাছেই বলেন। আপনার দ্বারা তিনি নানাপ্রকারে উপকৃত, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদাই তাহা তিনি ব্যক্ত করেন।' লোকের এই সকল কথা শুনিয়া তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেনাপতির সহিত কবে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে ? লোক বলিল, 'কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি। আমিও তাঁহার একজন বন্ধু। তাঁহার স্ত্রী সাইবিরীয়াতে বনবাসিনী, ইহা আমি জানিতাম; তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ আনিয়া তাঁহার স্ত্রীকে দিতাম। এখন শুনিলাম, এই রোমেই তিনি আছেন। আপনি আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া চলুন।'

বালিকারা সমুৎসুকনয়নে দাগোবার্টের বদন নিরীক্ষণ করিয়া সুস্নিগ্ধস্বরে বলিল, "বিদেশী পথিক। আমাদের পিতার বন্ধু! স্বভাবেও অতি দয়ালু। আমরা তাঁহাকে দেখি নাই, তথাপি উদ্দেশে উদ্দেশে ভালবাসিলাম।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "যথার্থই ভালবাসিবার পাত্র। তাঁহাকে আমি তোমাদের জননীর নিকটে লইয়া গেলাম। উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্জ্জনে অনেক কথোপকথন হইল। তাহার পর তোমাদের জননী আমাকে ডাকিলেন। আমি উপস্থিত হইলে, তোমাদের জননী কহিলেন, সেনাপতির সুসংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। তিনি কতকগুলি পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছেন। দিন দিন যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই উহাতে লেখা আছে।' আমি সেই পত্রিকাগুলি সেইখানেই দর্শন করিলাম। নিকটে থাকিয়া মুখে মুখে যাহা বলিবার থাকিত, এখন সে উপায় নাই; দিন দিন পত্র লিখিয়া সেই সকল জ্ঞাতব্য কথা তিনি জ্ঞাপন করিতেছেন।"

সাগ্রহে বালিকারা জিজ্ঞাসা করিল, "সে পত্রিকাগুলি কোথায় দাগোবার্ট ?"

টেবিলের উপরিস্থ ঝুলীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "ঐ ঝুলীর মধ্যেই সমস্ত আছে। সেগুলি আছে, অন্যান্য দলীলও আছে, আমাদের রাহাখরচের টাকাও আছে, আমার ক্রুশ-যন্ত্রটীও সেই সঙ্গে আছে। সেই পত্রাবলীর ভিতর হইতে কয়েকটী পাতা আমি ছিঁড়িয়া লইয়াছি। সেগুলি তোমাদের পক্ষে বিশেষ দরকারী। অদ্যই আমি সেই পাতাগুলি তোমাদিগকে পড়িতে দিব।"

বালিকারা জিজ্ঞাসা করিল, "পিতা কি বহুদিন ভারতবর্ষে ছিলেন ?" দাগোবার্ট কহিলেন, "তোমাদের পিতা চিরদিন দুর্ব্বলের বন্ধু। প্রবলের কবল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই তিনি অগ্রসর। তুর্কজাতির সহিত গ্রীকদিগের যখন যুদ্ধ হয়, মার্শেল সাইমন সেই সময় গ্রীকপক্ষে সহায় হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধের অবসানে মার্শেল সাইমন ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। ইংরাজের সহিত সেখানে তাঁহার ভয়ানক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। ইংরাজেরা আমাদের বন্দীগণকে কাটিয়া ফেলিয়াছে, হেলেনা দ্বীপে আমাদের সম্রাট্‌কে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়াছে, ভারতবর্ষে যুদ্ধ করিয়া সেই ইংরাজগণকে পরাস্ত করিয়া তিনি দুর্ব্বলের উপকার করিয়াছেন। কতিপয় ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাম লইয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল, সেই সূত্রে অনেক রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছে। ভারতের যে সকল স্বাধীন রাজা আপনাদিগকে দুর্ব্বল বিবেচনা করিয়া ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইংরাজেরা তাঁহাদের রাজ্য অধিকার

করিতে ব্যগ্র হয়। যত দিন পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে না পারে, তত দিন যার পর নাই উপদ্রব করিয়া থাকে। দেশের রাজারা হতবল হইয়া পড়েন। সেই প্রকারের একটী রাজাকে ইংরাজের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমাদের পিতা অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। সেই রাজার পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যকে ছয় মাসের মধ্যে সুশিক্ষিত করিয়া উপর্য্যুপরি দুই যুদ্ধে ইংরাজ-সৈন্যগণকে তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটেন। মুখে আর আমি কত বলিব, যে কয়েকখানি পত্রিকা তোমাদিগকে আমি এখন দিতেছি, তাহা পাঠ করিলেই সমস্ত বিবরণ তোমরা অবগত হইতে পারিবে।" পকেট হইতে বাহির করিয়া কয়েকখানি পত্র তিনি রোজী-কুমারীর হস্তে দিলেন। সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া রোজী তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। ভগিনীর স্কন্ধের উপর মস্তক রাখিয়া বিলাসীও উৎফুল্ল নয়নে দেখিয়া দেখিয়া নিঃশব্দে সেই অক্ষরগুলি পড়িতে আরম্ভ করিল। দাগোবার্ট দেখিলেন, বিলাসীর বিশাল চক্ষু দুটী সুস্থির;—বদন আরক্ত;—ঠোঁট দুখানি ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া নড়িতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দিনপত্রিকা।

সহধর্ম্মিণীর নামে মার্শেল সাইমনের পত্রাবলী।

আভা-শৈলশৃঙ্গনিবাস।

২০এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ।

"প্রিয়তমা ইভা!

ঘটনাসূত্রে বিধাতার চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছি। প্রতিদিন তোমার নামে আমি একখানি করিয়া পত্র লিখি। সে সকল পত্র কোন দিন তোমার নেত্রসমীপে উপস্থিত হইতে পারিবে কি না, কখনও কোন দিন তাহা তুমি পাঠ করিতে পাইবে কি না, তাহা আমি জানি না; তথাপি লিখি। তোমার সঙ্গে মুখামুখি করিয়া বসিয়া কথা কহিতে পাই না; অথচ যেন কথা কহিতেছি, পত্র লিখিবার সময় মনে এই একটু সুখের প্রবোধ আইসে। তোমাকে আমি দেখিতে পাই না, সাক্ষাতে যাহা বলিবার আছে, তাহাও বলিতে পাই না, পত্র লিখিবার সময় সেই মর্ম্মান্তিক যাতনাও আমার মনোমধ্যে উদয় হয়।

প্রাণাধিকে! কখনও যদি আমার এই সকল হস্তলিপি তোমার হস্তে—তোমার চক্ষে পতিত হয়, একটী নির্ভীক যুবাপুরুষের নাম তুমি ইহার মধ্যে দেখিতে পাইবে। আমি বাঁচিতাম না, সেই যুবাপুরুষ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। ইহজীবনে পুনর্ব্বার তোমাকে আমি দেখিতে পাইব, সেই যুবা পুরুষের কল্যাণে আমার এরূপ আশা জন্মিতেছে। তোমাকে দেখিব, তোমার ক্রোড়ে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাকে দেখিব, ইহাই আমার মনের আশা। সন্তানটী অবশ্যই বাঁচিয়া আছে। হাঁ, নিশ্চয়ই বাঁচিয়া আছে। তাহা না থাকিলে, প্রাণাধিকে! সেই নিদারুণ বনবাসকষ্টে তোমার

যে কি সান্ত্বনা থাকিবে, তাহাই ভাবিয়া আমি আকুল হই। সন্তানটী এতদিনে চতুর্দ্দশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আহা! কি সুখের কল্পনা! প্রিয়তমে! ছেলেটী কাহার মতন হইয়াছে? ঠিক তোমার মতন? তাহার কি তোমার মতন বড় বড় নীলনেত্র হইয়াছে? দেখিতে কি পরমসুন্দর হইয়াছে? হায় হায়! আমি পাগল! কতবার যে পত্রে পত্রে আমি এই প্রশ্ন করিয়াছি, কতবার যে এই কথা লিখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিতে পারা যায় না। তুমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না, ইহা জানি। তথাপি জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আরও কতবার জিজ্ঞাসা করিব তাহাও ভাবি। শুভদিন হইবে, কেবল তাহাই চিন্তা করি। এখন কেবল একটী কথা। যে যুবাপুরুষ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার নামটী তোমার সন্তানকে মুখস্থ করিতে শিখাইও,——সেই নামটী ভালবাসিতে শিখাইও। নামটী—জাল্‌মা।

জীবিতেশি! এই মাসের মধ্যে দুটী গৌরবের দিন আমি উপভোগ করিয়াছি। ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ! ভারতবর্ষের একটী বৃদ্ধরাজা আমার বন্ধু হইয়াছেন। ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্যটী বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ন্যায়ে যাহা পাওয়া যায় না, বিচারে যাহা পাওয়া যায় না, ধর্ম্মে যাহা সর্ব্বতোভাবে অকরণীয়, ইংরাজেরা সেই কার্য্য করিতেছিল। ইউরোপীয় প্রণালীতে সেই রাজার সৈন্যগণকে আমি সুশিক্ষিত করিয়াছি। যুদ্ধে এখন তাহারা অদ্ভুত ক্রিয়া দেখাইতেছে। ইংরাজগণকে আমরা পরাস্ত করিয়াছি। ধর্ম্মে অবহেলা করিয়া ইংরাজেরা এদেশের যত রাজ্য দখল করিয়াছিল, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এখন তাহার অধিকাংশ ছাড়িয়া দিয়াছে। ইংরাজেরা ছলনাক্রমে যুদ্ধ বাধাইয়া পররাজ্য অধিকার করিতেছিল, দয়া-মায়া-পরিশূন্য হইয়া পররাজ্য লুণ্ঠন করিতেছিল। এদেশের এ অংশে ইংরাজীযুদ্ধের অপর নাম বিশ্বাসঘাতকতা, লুটতরাজ এবং অনিবার নরহত্যা! অদ্য প্রাতঃকালে চরমুখে আমরা বার্ত্তা পাইলাম, পরাজিত হইয়া ইংরাজ-সৈনিকেরা নিরস্ত হয় নাই, পুনরায় বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নূতন যুদ্ধ বাধাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের সেনানিবেশ হইতে তাহাদের ছাউনী বড় অধিক দূরে ছিল না। সংবাদ পাইবামাত্র আমরাও রণসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলাম। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। বৃদ্ধরাজা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত মহাব্যগ্র হইলেন। অপরাহ্ণ তৃতীয় ঘটিকার সময় সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বহুতর যোদ্ধা সেই বিপুল সংগ্রামে নিহত হইয়া গেল। আমাদের সৈন্যগণ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। গণনায় ইংরাজসৈন্য অধিক, আমাদের সেনাবল অল্প; কাজেই বীরগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া রণে ভঙ্গ দিবার উপক্রম করিল। আমি তখন আমাদের অশ্বারোহীদলের সেনাপতি হইলাম। বৃদ্ধরাজা কদাচ কোন যুদ্ধে ভীত হন না, সেনাদলের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র জাল্‌মা, পিতৃতুল্য সাহসী। বয়স অষ্টাদশবর্ষ মাত্র; কিন্তু সিংহের ন্যায় পরাক্রম। সেই পরাক্রান্ত রাজকুমার একবারও আমার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিলেন না।

সংগ্রাম ক্রমশঃ ভীষণতর হইয়া উঠিল। রণক্ষেত্রের অদূরে ক্ষুদ্র একটা নদী। সেই নদীতীর দিয়া আমি তখন অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। বিপক্ষেরা সেই অবসরে অশ্বটীকে বিনাশ করিল। আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া অশ্ব সেই নদীর জলে ঘুরিয়া পড়িল।

আমার তখন যে প্রকার অবস্থা, নীচে আমি, উপরে অশ্ব, গুরুতর চাপনে বোধ হইল, আমার উরুদেশের অস্থি যেন ভাঙ্গিয়া গেল!

সৌভাগ্যক্রমে জালমার প্রসাদে সে যাত্রা আমি রক্ষা পাইলাম। ইংরাজেরা ভাবিয়াছিল, আমাকে যদি তাহারা মারিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজার সৈন্যগণকে হারাইয়া দিবে। শীঘ্র শীঘ্র আমাকে যাহাতে নিকাশ করিতে পারে, সেই ইচ্ছাই তাহাদের তখন অত্যন্ত বলবতী হইল। আমি নদীর জলে পড়িলাম, অশ্ব আমার উপর চাপিয়া পড়িল, আমার আর নড়িবার শক্তি রহিল না। শুভ অবসর বুঝিয়া সেই অবস্থায় আমাকে নিপাত করিবার মৎলবে ইংরাজপক্ষের একজন সিপাহী হাবিলদার পাঁচ ছয়জন সশস্ত্র অনুচর লইয়া সেই নদীর জলে ঝাঁপ দিল। রণক্ষেত্র তখন কামানের ধূমরাশিতে ঘোর অন্ধকার। আমি জলে পড়িলাম, আমাদের সৈন্যগণ তাহা দেখিতে পাইল না; কিন্তু জাল্‌মা আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন, আমি পড়িবামাত্র তিনিও নদীর জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাঁহার হস্তে বৃহৎ একটা চুনলী বন্দুক ছিল। এক আওয়াজে তিনি সেই হাবিলদারকে নিপাত করিলেন। একজন সিপাহী তাহার বন্দুকের সাঙ্গীন দ্বারা আমার বামহস্ত বিদারণ করিতেছিল, দ্বিতীয় আওয়াজে জাল্‌মা তাহার হাতখানা ভাঙ্গিয়া দিলেন। প্রিয়তমা ইতা! ভয় পাইও না, সিপাহীর সাঙ্গীনে আমার হস্তে অধিক আঘাত লাগে নাই; সামান্য আঁচড় গিয়াছিল মাত্র।

আমাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া জাল্‌মা আপন বন্দুকের বাঁট ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বাকী সিপাহীদিগকে তাড়াইয়া দিলেন।

এই সময়ে অকস্মাৎ এক নূতন বিপদ। নদীতীরে একটা বাঁশঝাড়। তথা হইতে ঐ নদীর জল দেখিতে পাওয়া যায়। জল হইতে আমি দেখিলাম, একটা লোক একটা বাঁশের দুইগাছা কঞ্চীর উপর আপনার সুদীর্ঘ বন্দুক রাখিয়া হেঁটমুখে জাল্‌মার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। জাল্‌মাকে আমি সতর্ক করিবার অগ্রেই সেই লোকটার বন্দুকের গুলী তাঁহার বক্ষে বাজিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার দিকে ঝুঁকিয়া আপন দেহদ্বারা আমার দেহ আবৃত রাখিবার জন্য এক জানুর উপর ভর দিয়া বক্রভাবে বসিলেন। বক্ষঃস্থলে দরদরধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। আমার তখন যুগপৎ ক্রোধ ও নৈরাশ্যের উদয়। অশ্বচাপনে উরুদেশে দারুণ বেদনা, তাহাতে নিরস্ত্র; কি করি, কিয়ৎক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া ইংরাজসেনার সেই অধর্ম্ম দর্শন করিলাম।

জাল্‌মার বক্ষঃস্থলে রুধিরপ্লাবন! ক্রমে ক্রমে তাঁহার হস্তদ্বয় অবশ হইয়া পড়িল। বিপক্ষপক্ষের ইহাও এক শুভ অবসর। একজন সিপাহী তাহার সঙ্গীগণকে উৎসাহিত করিয়া আপন কটিবন্ধ হইতে বৃহৎ একখানা কিরীচ টানিয়া বাহির করিল। ঠিক সেই সময়ে আমাদের পার্ব্বতীয় সেনাদলের দ্বাদশজন অশ্বারোহী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংরাজের লোকেরা পলাইল, জাল্‌মা রক্ষা পাইলেন, আমিও নিদারুণ অশ্বসংঘাত হইতে উদ্ধার পাইলাম।

ক্ষণকাল পরে আমার একটু সামর্থ্য জন্মিল, আর একটী অশ্বের উপর আমি আরোহণ করিলাম। লোকেরা জাল্‌মাকে ধরাধরি করিয়া তুলিল। প্রিয়তমে! আমার উরুদেশে অল্প আঘাত লাগিয়াছিল, জাল্‌মার বক্ষেও অল্পমাত্র আঘাত; শীঘ্র আরাম হইবার আশা। ধন্য ঈশ্বর! যুদ্ধে কিন্তু সে দিনও ইংরাজের পরাজয়!

আমাদের পক্ষেও অনেকগুলি লোক মারা পড়িয়াছিল। ইংরাজেরা পরদিন পুনরায় যুদ্ধ করিবে, এইরূপ তাহাদের সঙ্কল্প। জাল্মা আমার প্রাণরক্ষা করিলেন; জাল্মা মহাবীর; জাল্মার বয়স কিন্তু অষ্টাদশ বর্ষ। পিতা-পুত্রের সমান সাহস, সমান বীরত্ব, সমান সাধুতা। [illegible]ের পদ্ধতি অনুসারে জাল্মার ডাকনাম—[illegible]র পিতা।* এই সাধুর পিতা বীরত্ব-গৌরবে[illegible] এবং সদর্প স্বাধীনতা-গৌরবের চমৎকার দৃ[illegible]। ভারতের আরও অনেকগুলি রাজা ইংরা[illegible]র স্বেচ্ছাচারিতার—ইংরাজের পাশবশক্তির বশীভূত হইয়া আপনাদের রাজক্ষমতা [illegible]রিহার করিয়াছেন, ইংরাজের পদতলে আ[illegible]গৌরব উৎসর্গ করিয়াছেন; কিন্তু বীরবর [illegible]াল্মার বীর পিতা সেরূপ হীনপ্রকৃতির [illegible]াক নহেন। তিনি বলেন, 'হয় আমার [illegible] স্বত্ব বজায় রাখ, না হয়, আমার জন্ম[illegible] এই পাষাণতলে আমায় সমাধি দাও।' [illegible] ইহা কেবল তাঁহার মৌখিক গর্ব্ব নহে, [illegible]ের প্রস্রবণ হইতে এই মহা-গর্ব্ব সমুত্থিত [illegible] আমি একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, [illegible] উহারা আপনাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, 'মিত্রবর! তোমাকে যদি কেহ কোন প্রকার অপমানের বাধ্য করিতে বলে, তুমি তাহা হইলে কি কর? অপমানেই সম্মত হও, কিংবা মৃত্যুকে আশ্রয় করিতে ইচ্ছা হয়?' তদবধি আমি আর তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। নিঃসংশয়ে বুঝিয়া লইয়াছি, তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে প্রকৃত তেজস্বিতা ও প্রকৃত স্বাধীনস্পৃহা বাস করে। সেই দিন হইতে তাঁহার উপকারে আমি দেহ-মন সমর্পণ করিয়াছি। প্রবলের কবল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করা আমার ব্রত। জাল্মার পিতাকে ইংরাজকবল হইতে প্রাণপণে আমি রক্ষা করিব, সেই দিন হইতে আমার এই সঙ্কল্প হইল। রাজকুমার জাল্মা সেই মহাপুরুষ পিতার উপযুক্ত পুত্র রাজকুমার জাল্মা এতদূর নির্ভীক, এতদূর বীরবিক্রান্ত যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অনাবৃতবক্ষে প্রবিষ্ট হন। ভারতের অপরাপর যোদ্ধগণ যদিও সচরাচর বাহু, বক্ষ ও স্কন্ধদেশ অনাবৃত রাখিয়া পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধকাল সমুপস্থিত হইলে একপ্রকার দুর্ভেদ্য বর্ম্ম পরিধান করিয়া থাকেন। এই যুবা রাজকুমারের কথা বলিতে বলিতে ইটালীর রাজা মুরাতের কথা আমার স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল। শত শতবার আমি দেখিয়াছি, সেই উষ্ণমস্তিষ্ক রাজা বড় বড় যুদ্ধে কেবল ঘোড়ার চাবুক লইয়া বৈরিমুখে অগ্রসর হইতেন। একবার আমি দেখিয়াছিলাম, সেই উদ্ভ্রান্ত রাজার অশ্বকশাঘাতে একজন প্রুসীয় বন্দী সৈনিকপুরুষের মুখখানা ফাটিয়া গিয়াছিল। মুখের উপর সুদীর্ঘ নীলকৃষ্ণরেখা জাজ্বল্যমান ছিল। সেই বন্দী বলিয়াছিলেন, তাঁহার মুখ যদি চাবুকে না ফাটিয়া তলোয়ারে ফাটিত, তাহা হইলে তিনি গৌরব জ্ঞান করিতেন।

কুমার জাল্মার সব ভাল, কেবল একটী বিষয়ে আমার বড় দুঃখ হয়। সর্ব্বদাই দেখি, তাঁহার মুখখানি ম্রিয়মাণ, কি যেন তিনি ভাবেন, কি যেন মহাদুঃখের কথা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হয়, হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ যেন কি এক বিষাদসিন্ধু খেলা করে, মুখ দেখিয়া ইহাই আমার অনুমান হয়। তাঁহার পিতাও সর্ব্বদা বিষণ্ণ। সেই বিষণ্ণতার কারণ আমাকে তাঁহারা কিছুই বুঝিতে দেন না। পিতাপুত্রে যখন একস্থানে থাকেন, আমাকে একটু অন্যমনস্ক দেখিলেই তাঁহাদের উভয়ের বিষণ্ণ-নেত্র উভয়ের মুখের দিকে

কেমন এক অপূর্ব্বভাবে সংলগ্ন থাকে। চক্ষে চক্ষে কি একপ্রকার কথা হয়, আমার কাছে তাহা গোপন রাখাই যেন তাঁহাদের নিরন্তর ইচ্ছা, ইহাই আমি বুঝিতে পারি। আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখি, প্রত্যেক লক্ষণে তাহাই বুঝি; কিন্তু কি যে সেই গুপ্তভাব, কি যে সেই গুপ্ত বিষাদ, তাহার কিছুই আমি বুঝিতে পারি না।

চারুশীলে! এই রাজা ও রাজকুমারের বিষণ্নতার কারণ কিছুই প্রকাশ পায় না বটে, কিন্তু যখন প্রকাশ পাইবে, তখন তাহার লঘুত্ব গুরুত্ব অনায়াসেই আমরা বুঝিতে পারিব। এই পৃথিবীতে এমন ঘটনা এবং এমন দৃশ্য অনেক উপস্থিত হয়, যাহা আপাততঃ অলৌকিক অথবা অনৈসর্গিক বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে; বহুদিনেও তাহার মর্ম্মভেদ করিতে পারা যায় না। কালের গতিকে যখন সূত্রভেদ হয়, তখন আমরা বুঝি, সে সূত্র অতি সরল, অতি সহজ। ফরাসী যুদ্ধক্ষেত্রে দুইবার আমি যে অমানুষী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি, সেই অদ্ভুত মূর্ত্তির প্রাকৃতিক বিবরণ এপর্য্যন্ত কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। সে সময়ে যেরূপ আশ্চর্য্য জ্ঞান হইয়াছিল, আজিও সেই আশ্চর্য্যভাব সমভাবে আমার অন্তরে জাগিয়া রহিয়াছে। আর, তুমিও—তুমিও প্রিয়তমে! যে এক অপরূপ সুন্দরী যুবতীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছ, সে মূর্ত্তি কোথাকার? কোথা হইতে আসিয়াছিল, তুমিও এ পর্য্যন্ত তাহা নিরূপণ করিতে পারিলে না। তোমার মাতা বলিয়াছিলেন, তিনিও চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জননীর নিকেতনে সেই অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন।"

মহাশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া সমান বিস্ময়ে যুগল বালিকা সচকিতনয়নে দাগোবার্টের বদন নিরীক্ষণ করিল। তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "আমি উহার কিছুই জানি না। তোমাদের জননী কোথায় কবে কিরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি তাহা একদিনও আমার কাছে গল্প করেন নাই। সেনাপতিও কোন সময়ে সেই অদ্ভুত কথার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। যা করুন, ঘটনাচক্রে কোন দিন না কোন দিন অবশ্যই আমরা তাহার মূলসূত্র অবগত হইতে পারিব। তোমাদের পিতা যথার্থই বলিয়াছেন, পৃথিবীতে এমন ঘটনা অনেক হয়, লোকে প্রথমে তাহা অনৈসর্গিক মনে করে, কিন্তু সিদ্ধান্ত হইলে অতি সহজ সূত্রেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এক একটা কথা শুনিয়া, অসম্ভব ভাবিয়া, অপ্রাকৃতিক ভাবিয়া, সাধারণ লোকে হাস্য করে, আশুপ্রত্যয়ী লোকেরা বিনাপ্রমাণে অনেক অদ্ভুত ঘটনায় বিশ্বাস রাখে, তাহাতেও অনেক লোক হাস্য করে; কিন্তু বৎসে! হাস্য করা আমাদের উচিত হয় না। এখন পড়; যাহা পড়িতেছিলে, পড়িয়া যাও।"

রোজী পড়িতে লাগিল।—প্রিয়তমা ইভা! আমাদের আর একটী গৌরবের কথা শ্রবণ কর। রাজকুমার জাল্মার শরীরে ফরাসীশোণিত বিদ্যমান। কয়েক বৎসর হইল, তাঁহার পিতা যবদ্বীপের বাতাবিয়া প্রদেশে একটী যুবতীকন্যাকে বিবাহ করেন। বিশুদ্ধ ফরাসীকুলে সেই কন্যার জন্ম। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বহুদিন পূর্ব্বে যবদ্বীপে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। কুমার জাল্মার জননী ফরাসীবংশের কন্যা; তুমিও ইভা ফরাসীকুলের কন্যা। তোমার পূর্ব্বপুরুষেরাও বহুদিন পূর্ব্বে বিদেশে উপনিবেশী হইয়াছিলেন। জাল্মার পিতা উপনিবেশী ফরাসীকন্যাকে

বিবাহ করেন, আমিও উপনিবেশী ফরাসী-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি, এই কারণেই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। একটী দুঃখের বিষয়, রাজকুমার আল্মার গর্ভধারিণী জীবিত নাই। বৃদ্ধারাজা সেই প্রিয়তমা-বনিতাশোকে অতিশয় কাতর।

অদরিণী ইভা! এই কথাগুলি লিখিবার সময় আমার হাত কাঁপিতে লাগিল। আমি অবোধ, আমি অস্থির, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। আমার যদি সেইরূপ দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, হা পরমেশ্বর! তাহা হইলে আমাদের সন্তানটীর কি দশা হইবে? পিতাও থাকিবে না, মাতাও থাকিবে না, সেই বিজন বনবাসে বিদেশে কি আশ্রয়ে, সেই শিশু প্রাণ ধারণ করিবে? না না, মিথ্যা আশঙ্কা! উন্মত্তের প্রলাপ! অসারের ভাবনা! জানি, বুঝি, কিন্তু তথাপি সংসারে যাহা অনিশ্চিত, তাহা কি ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক! প্রিয়তমে! এখন তুমি কোথায় আছ? তুমি এখন কি করিতেছ? তোমার এখন কি দশা হইয়াছে? উঃ! অনেকবার আমি এই দুর্ভাবনা ভাবিয়াছি ঐ সকল কথা যখন আমার মনে হয়, তখন আমি কিছুমাত্র শান্তি পাই না। সেই দুশ্চিন্তা যখন না আইসে, তখন আমি কিছু কিছু শান্তি অনুভব করিয়া মনে মনে বলি, আমি অভাগা! সর্ব্বপ্রকারেই আমি হতভাগ্য! আমি নির্ব্বাসিত। কিন্তু এখনও জগতের অপরপ্রান্তে স্নেহময় দুখানি হৃদয় স্নেহে গলিয়া বন্যা করে। ইভা! সে দুখানি হৃদয় কাহার? একখানি তোমার, একখানি আমাদের সন্তানের।"

এই কথাগুলি পাঠ করিতে করিতে রোজীর স্বরভঙ্গ হইয়া আসিল। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে কথাগুলি আটকাইয়া আটকাইয়া গেল। ছত্রটী স্পষ্ট করিয়া সমাপ্ত করিতে পারিল না। যথার্থই মহাশোকাবহ সাদৃশ্য! সেনাপতি শাইমন সুদূর প্রবাসে লোমহর্ষণ সমরাবসানে নিশাকালে যে সকল অন্তরের বেদনা লিখিতেছেন, যে প্রকার ভবিষ্যৎ ভয় কল্পনা করিতেছেন, বিরহযন্ত্রণার কথঞ্চিৎ শান্তিলালসায় প্রাণাধিকা পত্নীকে যে সকল স্নেহের কথা—দুঃখের কথা জানাইতেছেন, সেই বিরহ যে, ইহজীবনে চিরবিরহ হইবে, পত্র লিখিবার সময় তাহা তিনি জানিতেন না।

অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দাগোবার্ট কহিলেন, "হায় হায়! এদিকে আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সেনাপতি তাহা জানেন না। না জানাই ভাল। তিনি জানিতেছেন, তাঁহার একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তোমরা যে দুটী হইয়াছ, ইহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। তোমাদিগকে দেখিলে, তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অনেকটা সান্ত্বনা আসিবে।"

বালিকারা করযোড়ে, আহ্লাদে, উৎসাহে, গদ্গদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তবে আমাদের পিতা বাঁচিয়া আছেন? বাঁচিয়া আছেন? কোথায় দাগোবার্ট? ভারতবর্ষ কোথায়? আমরা কি সেখানে যাইতে পারিব? তিনি কি এখানে আসিতে পারিবেন? আমরা কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব? হর্ষবিষাদের এই যুক্ত উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিবার সময় রোজীর কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল, পরিষ্কার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

সান্ত্বনাবচনে প্রবোধ প্রদান করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "বাঁচিয়া আছেন। তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। ফরাসী রাজধানীতে অচিরেই তিনি উপস্থিত হইবেন। ক্রমে ক্রমে সকল কথা তোমরা জানিবে। বিলাসি! এইবার

তুমি পড়। রোজী অতিশয় কাতরা হইয়াছে। কণ্ঠস্বরের ন্যায় উঁহার হস্তদ্বয়ও কম্পিত হইতেছে। তুমি পড়। সংসারে তোমরা সমপ্রকৃতির সমশরীরী। সংসারের সুখ-দুঃখে তোমাদের উভয়ের সমান অংশ লওয়াই উচিত। তুমি পড়।”

ভগিনীর হস্ত হইতে পত্রিকাগুলি গ্রহণ করিয়া, স্নেহাশ্রু পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক বিলাসী অল্প অল্প উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। ভগিনীর স্কন্ধের উপর মস্তক রাখিয়া পত্রাবলীর বর্ণাবলীর উপর নেত্র স্থাপনপূর্ব্বক রোজীও একে একে সমস্ত পংক্তির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিলাসী আরম্ভ করিল,—“প্রাণাধিকা ইভা! আমি এখন অনেকদূর শান্ত হইয়াছি। ক্ষণকাল লিপিলিখন বন্ধ করিয়াছি। যে সকল দুর্ভাবনা আমার অন্তরে উদয় হইতেছিল, তাহা তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি। আবার আমি লিখিতেছি। ইহা আমার পত্রলেখা নহে। প্রিয়তমে! ঠিক যেন তোমার সম্মুখে বসিয়া কথোপকথন করা। ভারতবর্ষের অনেক কথা বলিয়াছি, এখন আমাদের ইউরোপের গুটীকতক কথা বলিব। কল্য সন্ধ্যার সময় একটী বিশ্বাসী লোক আমাদের শিবিরে আসিয়াছিল। সে লোকটী একখানি পত্র আনিয়াছে। পত্রখানি ফ্রান্স হইতে কলিকাতায় পৌছিয়াছিল। সেই পত্রে আমি পিতৃসমাচার পরিজ্ঞাত হইলাম। পত্রখানি গত বৎসরের আগষ্টমাসে লেখা। পত্রে যাহা যাহা লেখা ছিল, তাহার মধ্যে আমি দেখিলাম, পূর্ব্বে তিনি আমাকে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন, আমি কিন্তু তাহার একখানিও প্রাপ্ত হই নাই। গত দুই বৎসর কিছুমাত্র সংবাদ না পাইয়া আমার উদ্বেগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এখন জানিলাম, পিতা শারীরিক ভাল আছেন। বয়স বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি দুর্ব্বল হন নাই, এখনও পর্য্যন্ত তিনি পূর্ব্ববৎ মিস্ত্রীগিরী কার্য্য করিতেছেন। সাধারণতন্ত্রের বন্ধুস্বরূপ এখনও তিনি শুভকল্পনাকে অন্তরমধ্যে স্থান দেন। এখনও তাঁহার অন্তরে অনেক প্রকার উচ্চ আশা জাগরিত আছে। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার অধীনবর্গ ও প্রিয়জনবর্গ তাঁহার আজ্ঞাপালনে অবহেলা করে না। সকলের প্রতি তিনি সমান প্রসন্ন। এই সকল পাঠ করিয়া আমি পরম সুখী হইয়াছি। পূর্ব্বপ্রেরিত পত্রগুলি হয় ত খোয়া গিয়াছে, কিম্বা এখানে পৌছিতে অসঙ্গত বিলম্ব হইতেছে, ইহাই আমি স্থির করিলাম।

এই পত্রে পিতা আমাকে লিখিয়াছেন, সময় নিকটবর্ত্তী। সেটী অবশ্য শুভসময়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেননা, কথাগুলি তিনি বড় বড় অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই শুভসময় আমরা অবশ্যই দেখিতে পাইব!

প্রিয়তমে! আমাদের প্রিয়বন্ধু দাগোবার্টের পরিবারবর্গের শুভসমাচার পিতা আমাকে জানাইয়াছেন। বৃদ্ধ দাগোবার্ট পরম বন্ধু। দাগোবার্ট অতি সদাশয়। বীরপুরুষের কঠোরতা তাঁহাতে বিদ্যমান আছে; কিন্তু সেই কঠোরতার নীচে কোমলতা বিরাজ করে। দুঃসময়ে তিনি তোমার সঙ্গে রহিয়াছেন, তিনি তোমার সহায় হইয়াছেন, আমার অন্তরে ইহা অতি সুখাবহ সান্ত্বনা। আমাদের সন্তানটীকে দাগোবার্ট অবশ্যই ভালবাসেন।”

এইখানে দাগোবার্ট দুই তিনবার কাসিয়া কাসিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন; ধরাতলে কি যেন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জানুদেশে একখানি নীললোহিতবর্ণের রুমাল রক্ষিত ছিল, দুই তিনবার সেই রুমালে নয়ন মার্জ্জন করিলেন। অনেকক্ষণ হেঁট হইয়া

রহিলেন। যখন মুখ তুলিলেন, তখন অঙ্গুলী দ্বারা দীর্ঘ দীর্ঘ গোঁফের চুলগুলিতে একবার ঢেউ খেলাইয়া লইলেন; ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "পড় পড়। ও সব কথা থাকুক্। যেখানে তিনি আমার এগ্রিকোলার কথা লিখিয়াছেন, যেখানে তিনি আমার পত্নীর পালিত পুত্র প্রিয়তম গেব্রিলের কথা লিখিয়াছেন, সেই অংশটী মন দিয়াপাঠ কর।"

বিলাসী পড়িতে লাগিল ঃ—"আশা নাই, তথাপি আমি এখনও আশা করিতেছি, প্রিয়তমে ইভা! এই পত্রখানি একদিন তোমার হস্তে অর্পিত হইতে পারিবে। সেই আশাতেই আমি দাগোবার্টের সমাচারগুলি একটু বিশেষ করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করিতেছি। দাগোবার্টের যাহাতে মনোরঞ্জন হইবে, তাঁহার পরিবারের শুভসমাচার প্রাপ্ত হইয়া বিদেশে যাহাতে তিনি একটু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবেন, তাহাই আমি বলিব। আমার পিতা আজিও সেই হার্ডি সাহেবের কারখানায় সর্দারের কাজ করিতেছেন। দাগোবার্টের পুত্র এগ্রিকোলাকে তিনি সেই কারখানায় আপন সহকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পিতা লিখিয়াছেন, এগ্রিকোলা এখন তাঁহার অধীনে অতি প্রধান নায়করূপে কার্য্য করিতেছে। এগ্রিকোলা দেখিতে যেমন সুন্দর, শরীরে সামর্থ্যও তদ্রূপ। কার্য্য করিবার সময় তাহার বদনের প্রফুল্লতা অতি সুন্দর দেখায়। বড় বড় হাতুড়ীগুলা এগ্রিকোলা যেন অবহেলে পাখীর পালকের মত তুলিয়া লয়। এখন যত লোক সেই কারখানায় কাজ করে, তাহাদের সকলের অপেক্ষা এগ্রিকোলাই এখন ভাল কাজ করিতেছে। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া রাত্রিকালে এগ্রিকোলা যখন ঘরে যায়, তখন তাহার জননীকে আমোদিনী করিবার জন্য ভাল ভাল গীত রচনা করে। করুণরসাশ্রিত কবিতাও যেমন প্রাঞ্জল, সেইরূপ তেজস্বিতা-পূর্ণ। কারখানার সমস্ত কারিকর, সমস্ত মিস্ত্রী, সমস্ত উমেদার, সমস্ত শিক্ষানবাস এখন এগ্রিকোলার বিরচিত গীত ভিন্ন অন্য গীত গায় না। এগ্রিকোলার মাতৃভক্তিও শ্লাঘনীয়। জননীর প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্তই এগ্রিকোলা নানা প্রকার করুণাগীত গায়; এগ্রিকোলার সঙ্গীতে নিতান্ত ম্রিয়মাণ বিষণ্ণহৃদয়ও নবীন উৎসাহে সতেজে প্রদীপ্ত হইয়া পরিস্ফীত হয়!"

শ্রবণ করিতে করিতে রোজী কহিল, "বা দাগোবার্ট! তুমি পরম ভাগ্যবান্। তোমার ছেলে গান রচনা করে!"

দাগোবার্ট কহিলেন, "ঠিক কথা। সকলই তাহার ভাগ; কিন্তু আমি তাহার দুটী গুণে বেশী প্রীত। জননীর প্রতি তাহার অচলা ভক্তি, আর হাতুড়ী ঠুকিয়া কার্য্য করিতে তাহার সানন্দ প্রবৃত্তি। ভাল, তুই এগ্রিকোলা গানরচনা করা বিদ্যাটা কোথায় শিখিল? বিদ্যালয়েই শিক্ষা করিয়াছে। গেব্রিলের সঙ্গে সে যখন পাঠশালায় যাইত, তখন সেইখানেই গান রচনা করিত। সেইখানেই রচনার বিশুদ্ধ প্রণালী অভ্যাস হইয়াছে।

বালিকারা একটী দেবকুমার স্বপ্ন দেখে। গেব্রিলের নাম শুনিয়া সেই স্বপ্নদৃষ্ট গেব্রিলকেই তাহারা মনে করিল। উভয় ভগিনীরই উৎসাহ বাড়িল। বেশী মনোযোগ দিয়া বিলাসী সেই অংশটী পাঠ করিতে লাগিল ঃ—

"দয়ালু দাগোবার্টের দয়াময়ী পত্নী যে অনাথ শিশুকে কুড়াইয়া পাইয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, যে বালক সমযত্নে এগ্রিকোলার সহিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই বালকের নাম গেব্রিল। এগ্রিকোলার প্রকৃতির সহিত কিন্তু গেব্রিলের প্রকৃতির মিল

নাই। দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে উভয়েই সমান, কেবল বাহ্য প্রকৃতিতে পরস্পর বিপরীত। এগ্রিকোলা সর্ব্বদা সতেজ, প্রফুল্ল, কার্য্যপটু; গেব্রিল সর্ব্বক্ষণ বিষাদিত, বিমর্ষ, চিন্তাশীল; তাহার আকৃতিও কিছু কাহিল। দেখিতে সুন্দর, কিন্তু মুখখানি যেন মেয়েদের মতন লজ্জা-ভীরুতা-মাখা। সেই সুন্দর বদনে দেবতা-সুলভ কোমলতা প্রকাশ পায়।"

বিস্ময়কৌতুকে যুগলভগিনী হঠাৎ পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিল; তাহার পর দাগোবার্টের মুখের দিকে চাহিল। রোজী বলিল, "দেখ দাগোবার্ট! পিতাও সেই কথা লিখিয়াছেন। তোমার গেব্রিল পরম সুন্দর, দেবতার মত মুখ। আমাদের গেব্রিলও ঠিক ঐ রকম।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "হাঁ, হাঁ, শুনিয়াছি, শুনিয়াছি। ঐ জন্যই তোমাদের স্বপ্নের কথা শুনিয়া আমি তখন চমকিয়া উঠিয়াছিলাম।"

রোজী বলিল, "আমাদের গেব্রিলের মতন তোমাদের গেব্রিলেরও সুন্দর নীলবর্ণ নেত্র আছে কি না, তাহাই আমি জানিব।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "জানিতে চাও, জানিবে। তোমাদের দেশের সকল বালকেরই নীলবর্ণ নেত্র হয়। গেব্রিলের নয়নও সুন্দর নীলবর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সে নয়ন সুন্দরী যুবতীদিগের দিকে কটাক্ষপাত করে না।"

বিলাসী পড়িতে লাগিল ঃ—"গেব্রিলের মুখখানি দেবতার ন্যায় কোমল। গেব্রিল যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাহার বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া তাহাকে ধর্ম্মযাজকার চতুষ্পাঠীতে ভর্ত্তি করেন। গেব্রিল সেখানে ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া ধর্ম্মালোচনায় অনুরাগী হয়। দুই বৎসর হইল, গেব্রিল একজন পাদ্রী হইয়াছে। বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে তাহার বড়ই সাধ। শুনা যাইতেছে, গেব্রিল অচিরেই মার্কিণদেশে যাত্রা করিবে।"

বীরেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া কোমলবদনা রোজী কোমলকণ্ঠে বলিল, "তোমার গেব্রিল পুরোহিত, আমাদের গেব্রিল দেবতা!"

দাগোবার্ট কহিলেন, "হাঁ বৎসে! আমাদের গেব্রিল অপেক্ষা তোমাদের গেব্রিল একশত সোপান উচ্চ;—পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ। যাহার যাহাতে রুচি, তাহার তাহাই ভাল। সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়েই ভাল ভাল লোক দেখিতে পাওয়া যায়। আপন রুচি অনুসারেই আমাদের গেব্রিল কৃষ্ণ গাউণ মনোনীত করিয়াছে। তাহাই তাহাকে ভাল লাগিয়াছে। আমাকে ভাল লাগে কি? অনাবৃত-হস্তে হাতুড়ী ধারণ করিয়া গেব্রিল যদি কারখানাঘরে সারাদিন কর্ম্ম করিত, সেই সংবাদে আমি অধিক সুখী হইতাম। তোমাদের পিতামহ এই বৃদ্ধবয়সেও যে কার্য্য করিতেছেন, আমাদের গেব্রিল চিরদিন যদি তাহারই অনুসরণ করিত, তাহা শুনিলে আমি অধিক সুখী হইতাম। তোমাদের পিতামহের পরিচয় কি? মার্শেল সাইমনের পিতা। লিগ্‌নীর ডিউকের পিতা। ফরাসী সম্রাটের অনুগ্রহে তোমাদের পিতা একজন ফরাসী মার্শেল, ফরাসী ডিউক।"

গম্ভীরবদনে এই সকল কথা কহিয়া বিলাসীকে সম্বোধনপূর্ব্বক দাগোবার্ট কহিলেন, "পড় বৎসে! পড়, আর বড় বেশী নাই, সমাপ্ত কর।"

বিলাসী পড়িতে লাগিল ঃ—"মধুমতী ইতা! পত্র ত লিখিব; কিন্তু তুমি ইহা পাইবে কিরূপে? কোথায় পাঠাইব? কাহার হস্তে অর্পণ করিব? কে লইয়া যাইবে? তুমি কোথায় আছ? কিছুই আমি জানি না তথাপি আশা, যদি কখনও এই সকল পত্র

তোমার হস্তে পৌঁছে, দাগোবার্টকে এই সকল কথা শুনাইও। আহা! দাগোবার্ট আমাদের উপকারের জন্যই বনবাসী,—দেশত্যাগী! সেই সদাশয় বৃদ্ধ সৈনিকের ঋণ আমরা চিরদিনেও শুধিতে পারিব না। আমার এই পত্রগুলি যদি তুমি পাও, পাঠ করিয়া দাগোবার্টকে শুনাইও, তাঁহার ধর্ম্মশীলা পত্নী ভাল আছেন, সুশীল পুত্র অগ্রিকোলা ভাল আছেন, ধর্ম্মানুরাগী পোষ্যপুত্র গেব্রিল ভাল আছেন। তাঁহার বিরহ ভিন্ন তাঁহাদের মনে এখন আর অন্য কোন অসুখ নাই।

প্রিয়তম! আজিকার মত বিদায়। আবার বলিতেছি, আজিকার মত বিদায়। এখন আমি ক্ষণেকের জন্য পত্র লেখা বন্ধ রাখিলাম; জাল্‌মার শিবিরে চলিলাম। উপস্থিত হইলাম; জাল্‌মা ভাল আছেন। তাঁহার সচ্ছল নিদ্রা হইয়াছে। তিনি অকাতরে ঘুমাইতেছেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি হাস্য করিলেন। তাঁহার হাস্য দর্শন করিয়া আমার মনের আশঙ্কা দূর হইয়া গেল। জাল্‌মার জীবনে আর কোন আশঙ্কা নাই।

প্রাণাধিক! আজিকার মত বিদায়! পত্র লিখিয়া তোমার সহিত কথা কহিতেছি। তোমাকে ছাড়িয়া, প্রিয় সন্তানকে ছাড়িয়া, এই সুদূর প্রবাসে একাকী আমি অবস্থান করিতেছি। জানি না, আমাদের ভাগ্যলিপি কি? সময়ে যদি আমি সেই পদকটী তোমার নিকট পাঠাইতে পারি, তাহা হইলেও একটী আশা পূর্ণ হয়। ওয়ার্‌সা হইতে দৈবঘটনায় আমি সেই পদকটী লইয়া আসিয়াছি, পত্রাবলীর সহিত তাহা পাঠাইব। সাইবিরীয়ার গবর্ণরের নিকট দরখাস্ত করিয়া দাগোবার্টের সহিত ফ্রান্স-রাজ্যে যাইবার অনুমতি চাহিও; তুমি যদি অনুমতি না পাও, সন্তানটীকে দাগোবার্টের সহিত ফ্রান্সে পাঠাইও। তথায় গমন করা যে কতদূর প্রয়োজন, তাহা সমস্তই তুমি জান। জন্মের মত বৎসর চলিয়া যাইতেছে, সেই শেষদিন নিকটবর্ত্তী। এখন আমাদের সেই একমাত্র শেষ আশা; সেই আশাতেই আমি এখানে বাঁচিয়া রহিয়াছি। তোমার জন্য, তোমার সন্তানের জন্য, শত শত সস্নেহ চুম্বন এই পত্রমধ্যে প্রেরণ করিলাম, বনবাসে তাহা গ্রহণ করিও।

কল্য আবার যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধের অবসানে আবার আমি তোমাকে পত্র লিখিব। অদ্য বিদায়।”

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। গৃহ নিস্তব্ধ। ক্ষণকাল কাহারও মুখে বাক্য নাই। বালিকা দুটীর পদ্মনেত্র হইতে স্নেহাশ্রু প্রবাহিত হইল। দাগোবার্ট দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। পশুক্রীড়ক মোরকের পশুশালায় ভীষণ দৃশ্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সিংহব্যাঘ্র;—প্রভুভৃত্য।

মোরক সজ্জিয়াছে। মৃগচর্ম্মের ইজারের উপর লোহার ইজার, লোহার জামা, লোহার পা, লোহার হাত, লোহার টুপী, লোহার জুতা। যুদ্ধক্ষেত্রের বীরপুরুষেরা যে প্রকার বর্ম্ম পরিধান করেন, মোরকের সাজপাট ঠিক যেন সেই প্রকার। সেই লৌহ-সজ্জাগুলি ঢাকা দিবার

মৎলবে সাদা কাপড়ের একটা ইজার, গায়ে একটা কালো কাপড়ের আল্‌খেল্লা ঝুলাইয়া মোরক যেন ভদ্রলোক সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতে একগাছা লোহার শীক। জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সেই শীকটা লাল টকটক করিতেছে। একটা কাঠের বাঁট তাহার গোড়ায় সংলগ্ন। সেই বাঁট ধরিয়া মোরক সেই দগ্ধ শীক সঞ্চালন করিতেছে।

এরূপ সাজ পারিবার কারণ কি? মোরক যখন প্রথম প্রথম সিংহ ব্যাঘ্র বশীভূত করিবার প্রয়াস পায়, তখন মাঝে মাঝে বিপাকে ঠেকিত; মাঝে মাঝে বাঘেরা রাগের ঝোঁকে তাহার হাত-পা কামড়াইয়া ধরিত। সেই সকল দংশনে মোরককে দুই এক মাস শয্যাগত থাকিতে হইত। আর সে প্রকার বিপদ ঘটিতে না পারে, সেই জন্য তদবধি সাবধান হইয়া মোরক এখন ঐ প্রকারে লৌহকবচ সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করে। তাহাই আজ পরিয়াছে। বর্ম্মাবৃত মোরককে বাঘেরা যদি কামড়ায়, তাহাদের দাঁত ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়; কাজে-কাজেই মোরককে দেখিলেই তারা এখন মাথা গুঁজিয়া পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়ে। মোরক যেরূপ ইঙ্গিত করে, মোরক যাহা হুকুম করে, এখন তাহাই করিতে তাহারা বাধ্য।

উপরের যে ঘরে মোরক থাকে, তাহার নীচে দিয়া পশুশালা পর্য্যন্ত একটা চোরা সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া মোরক নীচে নামিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সিংহ-ব্যাঘ্রাদির ঘরগুলা ভিন্ন ভিন্ন কাঠগড়া দিয়া ঘেরা। এক দিকে বাঘেরা, অপর দিকে মোরকের অশ্বেরা থাকে। যে দিকে বাঘ, মোরক অগ্রে সেই দিকে গেল। তিনটা কাঠগড়া। একটাতে এক গুল-বাঘা, একটাতে এক বাঘিনী, একটাতে এক সিংহ। বাঘিনীটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। রাত্রিকালে আপনার কাঠগড়ার ভিতরে একধারে সেই বাঘিনী শুইয়া আছে। দেয়াল কৃষ্ণবর্ণ, ঝুলানো লণ্ঠনটা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কৃষ্ণবর্ণ, আলো ফুটিতেছে না। কাঠগড়ায় বাঘিনী শুইয়া আছে, অন্ধকারের সঙ্গে তাহার অন্ধকার দেহ মিশাইয়া রহিয়াছে, এ যে কি, অপর লোক তাহা বুঝিতে পারে না। মোরক দেখিল, বাঘিনার বিরাট নেত্রতারকা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। নিশাকালে অন্ধকারে মার্জ্জারজাতীয় জন্তুগণের চক্ষু জ্বলে। কৃষ্ণা বাঘিনীর চক্ষু জ্বলিতেছে। কাঠগড়ার বাহির হইতে মোরক সেই উত্তপ্ত লৌহশলাকা একবার ঐ বাঘিনীর গাত্রে স্পর্শ করিল। বাঘিনী ক্ষিপ্তপ্রায়। দেহ ঘুরাইয়া, লাঙ্গুল ঘুরাইয়া, ক্রোধে অস্ফুট রব করিতে করিতে কাঠগড়ার ধারে আসিল। দীর্ঘ দীর্ঘ দংষ্ট্রা বিকাশ করিয়া ভয়ানক হাঁ করিল। কাঠগড়ার গরাদের গায়ে থাবা তুলিয়া সৃক্কণী লেহন করিতে লাগিল। যে দেখে, তাহারই ভয় হয়। মোরক তাহার দীর্ঘ জিহ্বায় তপ্তশলাকা ছোঁয়াইল। বাঘিনী আবার আর এক বেষ্টনে অন্যদিকে ঘুরিয়া গেল। ঘুরিয়া গিয়া রাগে রাগে ফুলিতে লাগিল।

এই বাঘিনীটা দেখিতে অতি ভয়ানক। উর্দ্ধে দুই হস্তের অধিক নহে, দীর্ঘে তিন হস্তের অধিক নহে, লাঙ্গুলটা চারিহস্ত লম্বা। মিশ কালো। অঙ্গের কোন স্থানে কোন প্রকার দাগ নাই। ক্রোধে যখন গা ফুলাইয়া দাঁড়ায়, বাঘিনী তখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দেখায়। ব্যাকরণের অপমান করিয়া মোরক বাঘিনীর নাম রাখিয়াছে, যম,

বাঘিনীকে ক্ষেপাইয়া রাখিয়া, মোরক সহাস্য-আস্যে গুলবাঘার ঘরের ধারে গেল; লৌহ-শলাকাস্পর্শে তাহাকেও ক্ষেপাইল। তাহার পর নিজ কাষ্ঠগৃহে পশুরাজ সিংহ।

কাঠগড়ার ধারে যাইয়া মোরক দেখিল, সিংহ শুইয়া আছে। দীর্ঘ দীর্ঘ জটায় তাহার অর্দ্ধশরীর সমাবৃত। সম্মুখের পায়ে মাথা রাখিয়া কি যেন চর্ব্বণ করিতেছে, কড়মড় করিয়া শব্দ হইতেছে, মোরক এইরূপ শুনিতে পাইল; নাম ধরিয়া ডাকিল। সিংহ তাহা গ্রাহ্য করিল না। মোরক ভাবিল, গলিয়াথ হয় ত আমার হুকুম অমান্য করিয়া ইহাকে মাংস দিয়া থাকিবে, তাহারই অস্থি চর্ব্বণ করিতেছে। আবার নাম ধরিয়া ডাকিল। সিংহ নড়িল না। ক্রমাগতই সেইপ্রকার কড়মড় শব্দ। মোরকের সন্দেহ হইল; সুদীর্ঘ লৌহ-শলাকা তাহার জটার উপর ছোঁয়াইয়া দিল। সিংহ সক্রোধে কাঠগড়ার ধারে আসিয়া নখর তুলিয়া দাঁড়াইল; গর্জ্জন আরম্ভ করিল। মোরক তাহাকে বারম্বার নখর নামাইতে বলিল, সিংহ তাহা শুনিল না। নখরে শলাকাস্পর্শ। তখন ধীরে ধীরে থাবা নামাইয়া, সিংহ আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া চলিল। মোরক তখন দেখিল, মাংস নহে, অস্থি নহে, কাঠগড়ার ভূমির উপর শয়নের জন্য সরু সরু তক্তা পাতা আছে, তাহারই একখানা তক্তা তুলিয়া লইয়া ক্ষুধার চোটে সিংহ তাহাই চর্ব্বণ করিতেছিল, তাহাতেই পুনঃপুন কড়মড় শব্দ হইতেছিল।

মোরকের মহানন্দ। বাঘ, বাঘিনী, সিংহ, কেহই সে রাত্রে আহার পায় নাই, ক্ষুধায় জ্বলিয়া রহিয়াছে। একটু গন্ধ পাইলেই তৎক্ষণাৎ ইহারা ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারিবে। উৎসাহে উৎসাহে এইরূপ ভাবিয়া, আরও দুই তিনবার পশুদের গাত্রে শলাকাস্পর্শ করিয়া, পাশব সঙ্কেতে কি এক প্রকার উপদেশ দিয়া, ব্যাঘ্র-ক্রীড়ক বারাণ্ডার উপরে উঠিয়া গেল।

সম্মুখেই গলিয়াথ। তাহাকে দেখিয়াই মোরক ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন? কি খবর? পারিয়াছিস্?"

গলি।—হায় হায়! বাঘটা শেয়াল হইয়া গিয়াছে! পারিতে পারিতে পারি নাই!

মোরক।—কেন? কিসে বাধা পড়িয়া গেল? তাহারা বুঝি দেখিতে পাইল?

গলি।—দেখিতে পাইল না, বাধা পড়িয়া গেল। যে ঘরে তাহাদের বাসা, তাহারই নীচের সেই ছোট সুড়ঙ্গঘরে আমি লুকাইয়া ছিলাম, ছুঁড়ীরা উপরের ঘরে ছিল। বুড়োটা তখন ঘরে ছিল না। আমি একখানা টুল বাহির করিয়া বাহিরের জানালার নীচে রাখিলাম; তাহার উপর আমি দাঁড়াইলাম। মাপে আমি আছি চারি হাত, টুলখানা তিন হাত উঁচু। টুলের উপর উঠিয়া আমি সাত হাত হইলাম। ধাক্কা মারিয়া জানালার শাশী দুখানা ভাঙ্গিয়া দিলাম; ছুঁড়ীরা ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই হতভাগা কুকুরটা গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল; অনবরত ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম; আবার পূর্ব্বের ন্যায় সুড়ঙ্গঘরে লুকাইলাম। নীচে হইতে শুনিলাম, বুড়োটা উপরে উঠিল। ছুঁড়ীরা তাহাকে ভয়ের কথা বলিল। বুড়ো তখন আলো ধরিয়া জানালার নীচে উঁকি মারিয়া দেখিল; কিছুই দেখিতে পাইল না।

মোরক।—ভাবিল বুঝি বাতাস?

গলি।—ঠিক তাই। ছুঁড়ীদের বুঝাইয়া বলিল, সিঁড়ি না লাগাইলে অত উঁচুতে মানুষ উঠিতে পারে না। এত শীঘ্র সিঁড়ি সরাইয়া লওয়া অসম্ভব। বাতাসেই শাশী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছুঁড়ীরা তাহাই বুঝিল। কুকুরটা বাহিরে চৌকী দিতে গেল; তামাসা দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিলাম।

মোরক।—হাসিলি?—কেবল হাসিয়াই ফিরিলি? আর কিছুই করিলি না?

গলি।—করিলাম না ত কি? বুড়োটা আবার বাহির হইয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিল। আবার আমি সেই টুল লইয়া জানালার গায়ে উঠিলাম। টেবিলের উপর আলো জলিতেছিল, তাহার পাশেই মস্ত একটা ঝুলী। জানালা দিয়া হাত বাড়াইলেই সেটা ধরা যায়।

মোরক।—যায় যদি, এমন যদি বুঝিলি, তবে কেন ধরিলি না?

গলি।—শোন না বলি। শার্সী ভাঙ্গিয়াছিলাম, জানালাটা ফাঁক হইয়াছিল। বুড়ো সেই জানালায় একখানা চামড়া ঝুলাইয়া দিয়াছিল। আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া আমি সেই চামড়াখানা খুলিয়া ফেলিলাম। একটা ছুঁড়ী আমার হাতখানা দেখিতে পাইয়াছিল। আতঙ্কে চীৎকার করিয়া গোল পাকাইল। আমি তখন আর কি করি? নামিয়া পড়িলাম, বাঘটা শেয়াল হইয়া গেল!

মোরক।—তুই যা! আবার যা! সে সকল জিনিস আমার চাইই চাই। তুই আবার যা! এবার বুড়োটা যখন বাহির হইয়া আসিবে, সেই সময় জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিস্, আলো-শুদ্ধ টেবিলটা উল্‌টাইয়া ফেলিস্, ঝুলীর ভিতর যাহা কিছু আছে, সমস্তই বাহির করিয়া আনিস্।

গলি।—বুড়ো যদি বাহির না হয়?

মোরক।—সে কথায় তোর কি দরকার? আমি বলিতেছি, বাহির হইয়া আসিবে। বাহির হইলেই তুই উপরে গিয়া উঠিস্। যাহা বলিলাম, শীঘ্র শীঘ্র তাহা নির্ব্বাহ করিস্।

গলি।—বাঘটা দুইবার শেয়াল হইয়াছে! বাঘ যদি শেয়াল হইতে পারে, তবে কি সাপ হইতে পারে না? এইবার বাঘটা সাপ হইবে। আমি চলিলাম।

মোরক তখন আর কোন কথা কহিল না, আপন মনে অন্য প্রকার ফন্দী আঁটিতে লাগিল। চুরী করিতে গলিয়াথ বাহির হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভয়ঙ্কর চক্র।

পিতার পত্রাবলী পাঠ করিয়া বালিকারা কিয়ৎক্ষণ চিন্তাকুলবদনে নীরবে বসিয়া রহিল। পুরাতন পত্রগুলি দিনে দিনে পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বিষণ্ণনয়নে তাহাই দেখিতে লাগিল। রবার্ট চিন্তামগ্ন। স্ত্রী-পুত্রের সমাচার পাইয়াছেন, তাঁহারা ভাল আছেন, শীঘ্র আবার সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, সাক্ষাতে সুখী হইবেন, এরূপ একটু আশাও জন্মিল।

পত্রিকাগুলি বিলাসীর হস্তে ছিল। দাগোবার্ট তাহা গ্রহণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আপন পকেটে রাখিলেন। মেয়ে-দুটীকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎসে! তোমরা কতবড় বীরপিতার কন্যা। তোমাদের ভয় কি? সাহস অবলম্বন কর। কোন প্রকার দুশ্চিন্তা মনে আনিও না। কবে তাঁহাকে দর্শন করিয়া মনের সাধে আমোদ-আহ্লাদ করিবে, কেবল ইহাই চিন্তা কর। আর সেই নির্ভীক যুবা-পুরুষ, যাঁহার বীরত্বের সহায়তা না পাইলে তোমাদের পিতা ভারতবর্ষেই প্রাণ হারাইতেন, সেই রাজপুত্রের নামটী সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখ।"

প্রফুল্লনয়নে চাহিয়া রোজী বলিল, "জাল্‌মা। আহা! সে নাম আমি কখনও ভুলিব না।" সমান ব্যগ্রভাবে বিলাসী বলিল, "রাজকুমার জাল্‌মা। আহা! তিনি সুখে থাকুন্। আমাদের গেব্রিয়েল যদি আবার দেখা দেন, মিনতি করিয়া তাঁহাকে আমি বলিব, তিনি যেমন দয়া করিয়া আমাদের রক্ষা করিতেছেন, সেই রকমে জাল্‌মাকেও যেন রক্ষা করেন।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "হাঁ বৎসে! তোমাদের প্রকৃতি ঐরূপ মধুর বটে; পরের মঙ্গলে তোমাদের বড় আনন্দ। হাঁ, তখন আমি কি কথা বলিতেছিলাম? একটী লোক আসিয়াছিল। কপালে কৃষ্ণরেখা। তোমাদের জননীকে দেখিবার জন্য সাইবিরিয়ায় আসিয়াছিল। যে পত্র তোমরা পাঠ করিলে, সেই পত্র লিখিবার মাস পরে সেনাপতির সহিত সেই লোকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখনও ইংরাজের সঙ্গে রুসের যুদ্ধের আয়োজন। সেই সাক্ষাতের সময় সেনাপতি ঐ সকল পত্রিকা আর পদক সেই লোকের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।"

বিলাসী।—আচ্ছা দাগোবার্ট! ঐ পদকে আমাদের কি উপকার হইবে?

রোজী।—ঐ পদকে যে সকল কথা লেখা আছে, সে সকল কথার মানে কি?

দাগো।—মানে এই যে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমরা পারিস রাজধানীর সেণ্ট ফ্রাঙ্কইন্ ষ্ট্রীটের ৩নং বাটীতে অবশ্যই উপস্থিত হইতে চাই।

রোজী।—সেখানে উপস্থিত হইয়া আমরা কি করিব?

দাগো।—হায় মা! তোমাদের জননী এত শীঘ্র সেই কালরোগে আক্রান্ত হইয়া জীবনলীলা পরিহার করিলেন যে, সে কথা তিনি আমাকে বলিতে পারেন নাই। কেবল আমি এইটুকুমাত্র জানি, তাঁহার মাতা-পিতা তাঁহাকে ঐ পদক দিয়াছিলেন। ঐ পদক শতবর্ষেরও অধিক কাল তাঁহাদের বংশে সুরক্ষিত।

রোজী।—মাতা পাইয়াছিলেন। পিতার হস্তে তবে কি প্রকারে গেল?

দাগো।—ওয়ারসা হইতে বিপক্ষেরা যখন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গাড়ীতে তুলিয়া স্থানান্তর করে, অপরাপর জিনিসের সঙ্গে তোমাদের মাতার একটা বাক্স সেই গাড়ীতে তুলিয়া লইয়াছিল। সেই বাক্সের মধ্যেই ঐ পদক ছিল। তদবধি সেনাপতি আর উহা ফেরত পাঠাইতে পারেন নাই। আমরা কোথায় আছি, তাহা তিনি জানিতেন না, সেই জন্য উহা তাঁহারই নিকটে ছিল।

বিলাসী।—পদকটী তবে বুঝি আমাদের বিশেষ উপকারী?

দাগো।—নিঃসন্দেহ। কেন না, যেদিন সেই বিদেশী পথিক ঐ পদকটী তোমাদের জননীর হস্তে আনিয়া দিলেন, সেই দিন সেই সতীলক্ষ্মীর বদন আমি যেরূপ প্রফুল্ল দেখিলাম, পঞ্চদশ বর্ষের মধ্যে তেমন সুখের প্রফুল্লতা সে মুখে আমি একদিনও দর্শন করি নাই। সেই পথিকের সমক্ষেই তিনি আমাকে কহিলেন, "আমার মেয়ে-দুটী জন্মাবধি যত কষ্ট পাইতেছে, এই পদক সমস্তই ভুলাইবে, এই পদকের প্রসাদে তাহারা ভবিষ্যতে মহা সুখী হইবে। আমি মিনতি করিয়া সাইবিরিয়ার গবর্ণরের নিকট অনুমতি চাহিব, মেয়ে-দুটী লইয়া আমি ফ্রান্সে যাইব। পঞ্চদশবর্ষ বনবাস, সম্পত্তিগুলির বাজেয়াপ্ত, এতেও কি আমাদের তুচ্ছ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? গবর্ণর হয় ত ভাবিতেও পারেন, আমাদের যথেষ্ট দণ্ডভোগ হইয়াছে, এই ভাবিয়া

অনুমতি দিলেও দিতে পারেন। একান্তই যদি না দেন, আমি এইখানেই থাকিব, তুমি মেয়ে-ছুটীকে লইয়া ফ্রান্সরাজ্যে যাত্রা করিও। শীঘ্রই তোমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে। অনেকদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ত্রয়োদশ দিবসের পূর্ব্বে যদি তোমরা পারিসে পৌছিতে না পার, এতদিনের এত কষ্ট, এত শ্রম, আমার নিকট হইতে বিচ্যুত হইয়া ততদূর পথভ্রমণ, সমস্তই বৃথা হইবে।"

রোজী।—আচ্ছা, বোধ কর, যদি আমাদের একদিন দেরী হয়?

দাগো।—তোমাদের জননী আমাকে বলিয়াছিলেন, ত্রয়োদশ দিবসের পরিবর্ত্তে যদি আমরা চতুর্দ্দশ দিবসে উপস্থিত হই, তাহা হইলেও বিফল হইবে। সেই দিন তোমাদের জননী আমার হস্তে একখানা বৃহৎ চিঠির পুলিন্দা দিয়াছিলেন;—বলিয়াছিলেন, যে কোন নগরে আমরা প্রথম উপস্থিত হইব, সেই নগরের ডাকঘরে সেই চিঠিখানি অর্পণ করিতে হইবে। চিঠি ফ্রান্সে যাইবে। সে পুলিন্দা আমি ডাকঘরে প্রদান করিয়াছি।

বিলাসী।—ঠিক সময়ে আমরা পারিসে পৌছিতে পারিব, তোমার কি এমন প্রত্যয় হয়?

দাগো।—প্রত্যয়টা তোমাদের শক্তির উপর নির্ভর করে। যদি আমরা প্রতিদিন ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারি, পথে যদি কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই পারিস রাজধানীতে পৌছিতে পারিব।

রোজী।—কিন্তু আমাদের পিতা ভারতবর্ষে রহিয়াছেন। ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে, তবে আমরা কিরূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইব?

বিলাসী।—তবে আমরা কোথায় তাঁহাকে দেখিতে পাইব?

দাগো।—আহা! এখনও তোমাদের অনেক কথা জানিতে বাকী আছে। সেই বার্ত্তাবাহ যখন তাঁহার নিকট হইতে আইসে, সেনাপতি তখন ফ্রান্সে আসিতে পারিতেন না; কিন্তু এখন পারেন।

রোজী।—কিরূপে?

দাগো।—বোরবনেরা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। সেই বোরবনেরাই গত বৎসর ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। এ সংবাদ অবশ্যই ভারতবর্ষে পৌছিবে। তোমাদের পিতা অবশ্যই পারিসে আসিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ত্রয়োদশদিবসে তোমরা তোমাদের জননীর সহিত পারিসে উপস্থিত থাকিবে, মনে মনে গণনা করিয়া সেনাপতি ইহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

রোজী।—সেই পথিক তখন কোথায় গেলেন?

দাগো।—অনেক দূর! উত্তরদেশে অনেক দূর! তিনি তোমাদের মাতাকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তোমাদের জননীর যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তোমাদের মাতা যখন সেই সব কথা আমাকে বলেন, তখন আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই; কিন্তু তোমাদের জননী তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, বড়ই অপরূপ! লোকটী কখনও হাসেও নাই, কাঁদেও নাই। তিনি যখন চলিয়া যান, দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আমরা উভয়ে একদৃষ্টে তাঁহার গতিপথ নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। মাথা হেঁট করিয়া অতি ধীরে ধীরে তিনি চলিলেন। অন্যলোকে দেখিলে ভাবিতে পারিত, লোকটী হয় ত পদাঙ্ক গণিয়া

গণিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাঁহার গতিতে আমিও একটা বিচিত্র লক্ষণ দেখিলাম।

বিলাসী।—কি সেই বিচিত্র লক্ষণ?

দাগো।—তোমরা জান, আমাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইবার রাস্তাটা সর্ব্বদা সেঁতা থাকে। নিকটে একটা ছোট ফোয়ারা আছে, তাহারই জলে স্থানটা সর্ব্বক্ষণ সিক্ত হয়। সে রাস্তায় চলিবার সময় কাদার উপর সকলেরই পায়ের দাগ পড়ে। পথিক লোকটীর পায়ের জুতার তলায় ক্রুশের ন্যায় প্রেক্ মারা ছিল। সেঁতার উপর সেইরূপ দাগ পড়িল।

ক্রুশের আকার কি রকম, বালিকারা এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। দাগোবার্ট তখন অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা ভূমিতলে এইরূপ আঁকিয়া দেখাইলেন :—

*

*

* * *

*

*

বালিকারা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ঐরূপ দাগ পড়িলে কি হয়?" দাগোবার্ট কহিলেন, "কি হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না; কিন্তু আমি যেন ভাবিয়াছিলাম, কোন প্রকার অলক্ষণ। কেন না, সেই পথিক চলিয়া যাইবার পর অবধি আমাদের বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত হইতেছে!"

রোজী-বিলাসী।—সত্যকথা। আমাদের স্নেহময়ী জননী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন!

দাগো।—হাঁ! তাহারও পূর্ব্বে আরও একটা দুর্লক্ষণ। তোমাদের জননী ফ্রান্সে যাইবার অনুমতিপ্রার্থনায় গবর্ণরের নামে দরখাস্ত লিখিতেছেন, সেই সময় আমি হঠাৎ শুনিলাম, গৃহদ্বারের সম্মুখে অশ্বের পদধ্বনি। একটা অশ্ব যেন দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া আসিতেছে। আমি বাহির হইয়া দেখিলাম, সওয়ার একজন বার্ত্তাবহ। সাইবিরিয়ার গবর্ণর জেনারেলের দূত। সে ব্যক্তি আমাকে একখানা পরোয়ানা দেখাইল; তাহাতে হুকুম, আমরা আর সেখানে থাকিতে পাইব না। তথা হইতে অপরাপর দায়মালী আসামীদের সহিত আমাদিগকে আরও ১২০০ মাইল উত্তরে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। তিন দিনের মধ্যেই স্থানত্যাগের হুকুম। পঞ্চদশবর্ষ বনবাসে রাখিয়াও দুরাচারগণের নৃশংসাচার পরিসমাপ্ত হইল না। সেই নৃশংসতা আরও বরং বহুগুণে বাড়াইয়া দিল। তোমাদের জননীর ভাগ্যে গ্রহদেবতারা বড়ই অপ্রসন্ন। ভারতবর্ষের সেই পথিক যদি আর দুই তিন দিন পরে এখানে আসিতেন, তাহা হইলে এ গ্রামে তোমাদিগের জননীকে দেখিতে পাইতেন না। ঐ সকল পত্রাবলী আর পদক কিছুই এখানে পৌছিত না। * * * ঐ নিদারুণ হুকুম আসিবার পরেই নিদারুণ বিসূচিকা-রোগে তোমাদের জননীর মৃত্যু! যাঁহার জন্য হুকুম, তিনি যখন চলিয়া গেলেন, তখন আর তোমাদের জন্য নূতন বনবাসের হুকুমজারী হইতে পারে না। সেই অবসরে, আমি তোমাদিগকে ফ্রান্সে লইয়া যাইবার জন্য গবর্ণরের নিকট অনুমতি প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলাম। অনুমতি পাইলাম।"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে দাগোবার্ট হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলেন। হঠাৎ সমুচ্চ হ্রেষারবের সহিত শ্বাপদজন্তুর ভীষণ গর্জ্জনধ্বনি তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় দ্রুতপদে তিনি সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বালিকারা মহা

ভয় পাইয়া শয্যার উপর জড়সড় হইয়া রহিল। ঠিক সেই সময়ে একটা দুর্জ্জয় হস্ত গবাক্ষপথে দেখা গেল। গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া একটা লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আলোটা নির্ব্বাণ করিয়া, টেবিলটা উল্‌টাইয়া ফেলিয়া, গুপ্তকার্য্য সংসাধন করিল। ঘরখানি ঘোর অন্ধকার! বালিকাদুটী অজ্ঞান।

এদিকে গলিয়াথকে বিদায় করিয়া বর্ম্মাবৃত পশুপালক মোরক মনোমধ্যে অভিনব ফন্দী অবধারণ করিল। বৃহৎ একখানা রক্তবর্ণ কম্বল আর বৃহৎ একটা বল্লম হস্তে লইয়া উপর হইতে সেই চোরা-সিঁড়ি দিয়া আবার পশুশালায় নামিল; দ্বার খুলিয়া প্রাঙ্গণে বাহির হইল। দাগোবার্ট যে ঘরে আপনার ঘোড়াটী বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দাগোবার্টের কুকুর তখন সেই আস্তাবলমধ্যে অশ্বটীকে চৌকী দিতেছিল। একটা কিম্ভূত কিমাকার নূতন লোক প্রবেশ করিল দেখিয়া কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহার গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; যেখানে পাইল, সেইখানেই দংশন করিল। লোহার হাত, লোহার পা, লোহার বুক, মোরকের কিছুই হইল না। মোরক তখন হাসিতে হাসিতে অশ্বের নিকটে গেল। সেই লাল কম্বলখানা অশ্বের মুখ হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে ঢাকা দিল। কিছুই দেখিতে না পায়, কিছুই আঘ্রাণ না পায়, ইহাই মৎলব। খোঁটা হইতে বন্ধনরজ্জু খুলিয়া ঘোড়াটাকে বাহির করিয়া আনিল। পশুশালায় লইয়া গেল। মধ্যস্থলে ছাড়িয়া দিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। হাস্য করিতে করিতে চোরা সিঁড়ির দুই তিন ধাপ উঠিয়া গেল।

মনে মনে মোরকের তখন একটা অনিশ্চিত আন্দোলন। দুইত সকল কার্য্য রক্ষা করিলাম; কিন্তু কেন? এ সকল কার্য্যের প্রকৃত হেতু কি, আমি তাহা কিছুই জানি না। যেমন হুকুম পাইয়াছি, সেইরূপ কার্য্য করিলাম। যিনি হুকুম পাঠাইয়াছেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। হুকুমের সঙ্গে যে সকল সুপারিস আসিয়াছে, তাহাও সামান্য নহে। বোধ হয়, এই ব্যাপারে কোন প্রকার মঙ্গলসম্বন্ধ আছে। জগৎসংসারের সর্ব্বোপরি মহৎ মঙ্গল। কিন্তু কিরূপে? দুইটা ছোট ছোট মেয়ে। তাহারা ত এক রকম পথের ভিখারিণী। একটা বৃদ্ধ সৈনিক। সেটাও ত একপ্রকার ভিখারী। তাহাদের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া কি এমন মঙ্গল হইতে পারিবে? প্রাণে মারিবার হুকুম নাই; প্রাণে মারিলাম না, সম্বল নষ্ট করিলাম। ইহাতেই বা কি মঙ্গল? প্রভুর ইচ্ছা!-প্রভুই জানেন! আমি কেবল উপলক্ষমাত্র। হস্ত হইল আমার, মস্তক হইল তাঁহার। মস্তকে মস্তকে যাহা উদয় হইয়াছে, হস্ত তাহাই সিদ্ধ করিল। ভবিষ্যতে যাহা হয়, প্রভুই তাহা দেখিবেন।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মোরক প্রচ্ছন্ন-ভাবে সেই সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে ভীষণ ব্যাপার! সিংহব্যাঘ্রেরা সে রাত্রে কিছুই খায় নাই। সম্মুখে শিকার দেখিয়া ভীমরবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; কাঠগড়ার গায়ে থাবা মারিতে লাগিল। বাঘিনীটা গর্জ্জন করিল না, সেটা কেবল কাঠগড়ার ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাগে রাগে ফুলিতে লাগিল। পেটের জ্বালায় জ্বলিয়া রহিয়াছে, কাঠগড়া ভাঙ্গিবার জন্য দুই তিনবার লাফ মারিল। কাঠগড়ার গায়ে গা ঘষিতে লাগিল; লাঙ্গুল ফুলাইয়া আরও দুই তিনবার সম্মুখদিকে উল্লম্ফন দিল। সৈনিকের অশ্ব সেই সকল বিভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া গৃহমধ্যে নিশ্চল।

আতঙ্কে তাহার শরীরের সমস্ত লোম সোজা হইয়া উঠিয়াছে। সেইখানে আনিয়াই মোরক তাহার গাত্রাবরণ খুলিয়া দিয়া গিয়াছে। অশ্ব এখন সিংহ-ব্যাঘ্রের গন্ধ পাইতেছে, সিংহ-ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি দেখিতেছে, তাহার প্রাণের ভিতর কি হইতেছে, কিছুই জানিতেছে না। বাঘিনী আর এক বেষ্টন ঘুরিয়া আসিয়া কাঠগড়ার উপর সজোরে ধাক্কা দিল। গরাদে-গুলা কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু ভাঙ্গিল না। মোরক সেই সময় সিঁড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া সেই দীর্ঘ বল্লমের অগ্রভাগ দ্বারা কাঠগড়ার দ্বারের অর্গলটা সরাইয়া দিল; দিয়াই অমনি ত্রস্তপদে মর্কটের ন্যায় লাফাইয়া লাফাইয়া উপরে উঠিয়া গেল।

বাঘিনীটা বাহির হইয়া পড়িল। অশ্ব আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার অত্যন্ত আতঙ্কবৃদ্ধি হইল; আতঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্য। খট্‌খট্ শব্দে দরজার নিকটে অগ্রসর হইয়া সম্মুখের পদদ্বারা কপাটে আঘাত করিল। দ্বার অবরুদ্ধ। সে আঘাতে কিছুই ফল হইল না। চৌকাঠের নীচে দিয়া একটু একটু আলো আইসে, হাওয়া আইসে, এইরূপ ছিদ্র ছিল। অশ্ব অল্প জানু নত করিয়া অশ্ব সেই ছিদ্রপথে নাসাপুট ঘর্ষণ করিতে লাগিল। শরীরে থরহরি কম্প; মস্তকে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম; উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার চিঁহি চিঁহি শব্দ। ঘন ঘন সম্মুখের পদদ্বয় দ্বারা ধরাতল-বিঘট্টন। তাহার আতঙ্কের চিত্র পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত করা দুঃসাধ্য।

সিংহ-ব্যাঘ্রের দুর্জ্জয় গর্জ্জনধ্বনি। লম্ফে লম্ফে কাঠগড়ায় আঘাত। কাঠগড়ার বাহিরে বাঘিনী তখন স্থির। ছলী পাতিয়া বসিল। সর্ব্বশরীর ভূমিস্পর্শী, মস্তকও ভূমিস্পর্শী, ঘন ঘন লাঙ্গুল-সঞ্চালন। বড় বড় লাফ দিলে ঘোড়ার ঘাড়ে পড়া যায়, ভীষণ বাঘিনী যেন তাহাই তাক করিতে লাগিল। এক লম্ফে অশ্বের উপরে গিয়া পড়িল। ঘোড়া তখন ঠিক যেন সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বাঘিনী এক লম্ফে তাহার টুঁটী ধরিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িল। সুতীক্ষ্ণ নখরের দ্বারা অশ্বের হৃৎপিণ্ড বিদারণ করিতে আরম্ভ করিল। বক্ষঃশিরা বিদীর্ণ হইয়া অনর্গল রক্তপাত! বাঘিনীর দশনরন্ধ্র দিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত। বাঘিনী তখন পশ্চাতের দুইখানা পা মাটীতে নামাইয়া অশ্বটীকে কপাটের গায়ে চাপিয়া পূর্ণ পরাক্রমে পেষণ করিতে লাগিল। সেই সময়ের অর্দ্ধ-পরিস্ফুট বিকট হ্রেষারব অতীব ভীষণ, অতীব শোকাবহ!

সেই সময় বাহির হইতে বাক্য আসিল,"ভয় কি? ভয় কি? আমি আসিয়াছি, কোন ভয় নাই!"

এইগুলি দাগোবার্টের বাক্য। প্রভুর পরি-চিত স্বর শ্রবণ করিয়া মৃতপ্রায় অশ্বটী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আর্ত্তহ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল, সেইদিকে মুখ ফিরাইবার চেষ্টা করিল, বাঘিনী তাহাকে সেই সময় চাপিয়া চাপিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল। পতিত অশ্বের পৃষ্ঠদেশ সজোরে কপাটের গায়ে ঠুকিয়া গেল; দ্বার তথাপি ভাঙ্গিল না। অশ্ব ধরাশায়ী। বাঘিনী থাবা দিয়া তাহার গায়ের উপর বসিয়া, নখরদ্বারা মাংস ভেদ করিতে লাগিল। আসন্নকালে অশ্ব কয়েকবার লাথি ছুড়িল। বৃথা আকিঞ্চন! অচিরেই তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল! বাঘিনী তাহার বক্ষবিবরে নাসা প্রবেশিত করিয়া রক্তপান করিতে লাগিল।

দাগোবার্ট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাহির হইতে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার অশ্বকে ইহারা কি

করিতেছে? কি করিব? কি করিব? এমন সময় আমার হস্তে অস্ত্র নাই! হায় হায়! অস্ত্র নাই! অস্ত্র নাই!"

উপরের গবাক্ষ হইতে মুখ বাড়াইয়া দুরন্ত মোরক সেই সময় চীৎকারস্বরে বলিল, "খবরদার! খবরদার! প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিও না; প্রাণ হারাইবে! আমার বাঘিনী মহা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে!"

মর্ম্মভেদী কাতরস্বরে দাগোবার্ট কহিলেন, "আমার অশ্ব! আমার অশ্ব! হায় হায়! আমার অশ্বের কি হইল!"

উপর হইতে মোরক বলিল, "কি আর হইবে? আস্তাবল হইতে বাহির হইয়া বাঘের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, শিকার দেখিয়া বাঘিনী হয় ত কাঠগড়া ভাঙ্গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। সাবধান! তোমাকে এই বিপদের জবাবদিহী করিতে হইবে। বাঘিনীকে কাঠগড়ায় প্রবেশ করাইতে হয় ত আমার জীবনও সঙ্কটাপন্ন হইতে পারে।"

মিনতিপূর্ণ কাতরস্বরে দাগোবার্ট কহিলেন, "দয়া করিয়া তোমরা আমার পরোপকারী অশ্বটীকে রক্ষা কর!"

গবাক্ষপথ হইতে মোরক অদৃশ্য হইয়া গেল। ভীষণ পশুগণের ভীষণ-গর্জ্জনে আর দাগোবার্টের সকরুণ চীৎকারে সরাইখানার সমস্ত লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সকল ঘরের জানালা চারিদিক্ হইতে খুলিয়া গেল। সমস্ত জানালা হইতেই আলোক রশ্মি দেখা যাইতে লাগিল। সরাইখানার চাকরেরা এক এক হাত-লণ্ঠন হাতে করিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাগোবার্টকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারখানা কি, কর্কশস্বরে দাগোবার্টকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

দ্বারে আঘাত করিতে করিতে দাগোবার্ট কহিলেন, "এই ঘরে আমার অশ্ব প্রবেশ করিয়াছে। পাপিষ্ঠ পশুপালকের একটা বাঘ কাঠগড়া ভাঙ্গিয়া তাহাকে ধরিয়াছে!"

এই সকল কথা শুনিয়া সরাইখানার লোকেরা অত্যন্ত ভয় পাইল। সিংহ-ব্যাঘ্রের ভীষণ-গর্জ্জনে পূর্ব্ব হইতেই ভয় পাইয়াছিল, এই কথায় আরও ভয় পাইয়া চাকরেরা তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলাইয়া সরাই-ওয়ালাকে সংবাদ দিতে গেল। দাগোবার্টের কাতরতার কথা অনুভবেই সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। বদন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, নিশ্বাস প্রায় অবরুদ্ধ। দরজার ছিদ্রপথে কর্ণ স্থাপন করিয়া তিনি সেই ভীমগর্জ্জন শ্রবণ করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে সে গর্জ্জন থামিল। আর কিছুই প্রায় শুনা যায় না, কেবল মৃদু মৃদু গোঁ গোঁ রব, আর সেই সঙ্গে মোরকের এক একটা কথা। মোরক বলিতেছে, "জম! জম! আও! ইধার আও! ইধার আও!"

রাত্রি ঘোর অন্ধকার। উপরের ছাদ দিয়া একটা লোক গুঁড়ি মারিয়া মোরকের ঘরের গবাক্ষপথে প্রবেশ করিল, দাগোবার্ট তাহা দেখিতে পাইলেন না। লোকটা গলিয়াথ।

প্রাঙ্গণের ফটকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সরাইওয়ালা প্রবেশ করিল। সঙ্গে অনেক লোক। সরাইওয়ালার হাতে একখানা তলোয়ার। লোকেদের হাতেও কুঠার, বল্লম, লাঠী। দাগোবার্টের সমীপবর্ত্তী হইয়া সরাইওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কিসের গোলমাল? রাত্রিকালে আমার বাড়ীতে এ সব কি কাণ্ড? যাহারা বন্যজন্তুর খেলা দেখায়, তাহারা অধঃপাতে যাউক্! যে সকল অসাবধান লোক আপনাদের অশ্বকে নিরাপদে বাঁধিয়া রাখিতে জানে না, তাহারা অধঃপাতে যাউক! আমার বাড়ীতে এ সকল উপদ্রব কেন? এত রাত্রে এত হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি কেন?

তোমার ঘোড়া যদি বাঘের মুখে পড়িয়া থাকে, সেটা তোমারই দোষ। সাবধানে ঘোড়া বাঁধা তোমার উচিত ছিল।"

দাগোবাট এ সকল কথায় কিছুই উত্তর দিলেন না। পশুশালার ভিতর কি হইতেছে, কাণ পাতিয়া তখনও তিনি তাহাই শুনিতে-ছিলেন। লোকদিগকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। পশুশালার মধ্যে অকস্মাৎ আবার ভয়ানক গর্জ্জনধ্বনি শ্রুত হইল। মোরক যেন কাঁদিয়া উঠিল। তখনি আবার সেই বাঘিনীর ভীম গর্জ্জন! ভয়াকুল সরাইওয়ালা কাতরস্বরে দাগোবাটকে কহিল, "কি একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে! নিঃসন্দেহ তুমিই এই মহাবিপদের কারণ! শুনিতেছ, মোরকের ক্রন্দন! নিশ্চয়ই বাঘে ধরিয়াছে!"

দাগোবাট এ কথায় কিছু উত্তর দিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময় চৌকাঠের উপর গলিয়াথ ভ্রূকুটি করিয়া গলিয়াথ বলিল, "আইস, আইস, ভিতরে আইস। আপদ চুকিয়া গিয়াছে।"

সকলেই তখন পশুশালার মধ্যে প্রবেশ করিল। সকলে দেখিল, মোরক যেন কতই ভালমানুষ, কতই যেন আঘাত পাইয়াছে, এই-ভাবে কাঠগড়ার ধারে বসিয়া রহিয়াছে। সরাইওয়ালাকে দেখিয়া সে ব্যক্তি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আপনাকে নমস্কার! আপনাকে নমস্কার! বাঘিনীর দন্তাঘাতে আমার হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আপনার কৃপায় আমি প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছি। আপনিই আমার রক্ষাকর্ত্তা। আপনাকে শত শত ধন্যবাদ!"

লোকেরা দেখিল, দুর্জ্জয় বাঘিনী কাঠগড়ার ভিতর ফুলিয়া-ফুলিয়া পর্য্যায় গর্জ্জন করিতেছে, দরজার ধারে রুধিরাপ্লুত অশ্বের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে। বাঘিনী এই অশ্বটাকেই বধ করিয়াছে। অতিশয় ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই ক্ষিপ্ত বাঘিনীকে ধরিয়া পুনরায় কাঠগড়াতে রাখা সাধারণ মনুষ্যের কর্ম্ম নয়; মোরক প্রকৃতই দৈব-ক্ষমতাসম্পন্ন। সেই অলৌকিক ক্ষমতার নিমিত্ত সকল লোকে গৌরব করিয়া মোরকের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। ধূর্ত্ত জ্যোতিষী, পশুক্রীড়ক লৌহবর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া রাখে, উপরে ফাঁকা সাজ। সেটা আর কেহই বুঝিতে পারিল না।

সম্মুখে রুধিরাপ্লুত অশ্বের মৃতদেহ। তদ্দর্শনে দাগোবাট আর অন্যদিকে চক্ষু দিলেন না, অন্য কথায় কর্ণ রাখিলেন না, সাশ্রু-নয়নে জানু পাতিয়া অশ্বের কাছে বসিয়া কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। অশ্রুপ্রবাহের সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসপ্রবাহ অশ্বগাত্রে বহিতে লাগিল। দাগোবাট কহিলেন, "রসিক! আহা, রসিক! আমি আসিয়াছি। তুমি চলিয়া গিয়াছ! আমাকে দেখিলে তোমার কতই আনন্দ হইত, তোমাকে দেখিলে আমার কতই আনন্দ হইত, হায় হায়! সে দিন ফুরাইল! দুরাত্মার দুর্জ্জয় ব্যাঘ্র তোমারে প্রাণে মারিয়াছে! রসিক! বীর্য্যবান্ রসিক! যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি আমার সহায় ছিলে। বড় বড় রণস্থলে তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আমি কত শত শত্রু নিপাত করিয়াছি। দুই তিনবার শত্রুর আঘাতে তোমার পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া আবার তোমার প্রসাদে জীবন লাভ করিয়াছি। তুমিও আমার ন্যায় দুই তিনবার যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া কতই যন্ত্রণা পাইয়াছিলে, আমি তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম। হায়! আজিও তোমার গাত্রে দারুণ অস্ত্রাঘাতের ক্ষত-চিহ্ন বিদ্যমান ছিল; তথাপি সঙ্কটসময়ে আমি তোমাকে বাঁচাইয়াছিলাম। হায় হায়! এবার আর পারিলাম না! রসিক! প্রিয়বন্ধু!

অসময়ে সেনাপতি সাইমানর স্ত্রীকে তোমার পৃষ্ঠে বসাইয়া আমি পদব্রজে কতদূর তোমারে লইয়া আসিয়াছি। এখন আবার সেনাপতি সাইমনের কন্যাদুটীকে তোমার পৃষ্ঠে বসাইয়া কতদূর আনিয়াছি। হায় হায়! আর তুমি তাহাদিগকে বহন করিবে না! দুরাচারেরা তোমাকে বিপাকে প্রাণে মারিয়াছে!"

পূর্ব্বের কাহিনী স্মরণ করিতে করিতে, শোকের কাহিনী ব্যক্ত করিতে করিতে, দাগোবার্টের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। তথা হইতে উঠিয়া ক্রোধভরে তিনি মোরকের নিকটে গেলেন; এক হস্তে তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন, অপর হস্তে তাহার গাত্রে পাঁচ ছয় ঘুষী বসাইয়া দিলেন। বর্ম্মাবৃত মোরক, বীরপুরুষের বিরাট মুষ্ট্যাঘাতেও তাহার অঙ্গে কিছুমাত্র বেদনা বোধ হইল না; সে বরং তাহার নিজের হস্তস্থিত বল্লম তুলিয়া দাগোবার্টকে মারিতে উদ্যত হইল। সরাইখানার লোকেরা মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের আক্রমণ হইতে উভয়কে ছাড়াইয়া দিল।

দাগোবার্ট শত্রুবধ করিতে অসমর্থ হইয়া আপনার কেশশূন্য ললাটে পুনঃপুন হতাশ মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। সরাইওয়ালা গম্ভীরস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "বৃদ্ধ সৈনিক! এ সব তোমার কি কাজ? ঐ ভালমানুষকে এখনই বাঘে খাইয়া ফেলিত, হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, রক্ত পড়িতেছে, তাহার উপর তুমি আবার উহাকে মারিতে চাও? বৃদ্ধ হইয়াছ, চুল পাকিয়াছে, দাড়ী পাকিয়াছে, তোমার এই কাজ? সন্ধ্যাকালে তুমি ত বেশ ভদ্রতা দেখাইয়াছিলে? এখন এ কি বিপরীত? তোমার জন্য আমাকে কি পুলিস ডাকিতে হইবে?"

দাগোবার্ট তখন আপনার অবস্থা বুঝিলেন। এ সময়ে ঠাণ্ডা হওয়া দরকার। আপোষে মিটমাট করিতে পারিলেই ভাল হয়। অশ্ব কিনিতে হইবে, তাহা না হইলে মেয়েদুটীকে লক্ষ্যস্থলে লইয়া যাইতে পারিব না। ইহাদিগের নিকট নরম হইলে অশ্বের মূল্য আদায় করিতে পারিব। এই ভাবিয়া কষ্টে ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক ক্ষুণ্ণবচনে তিনি কহিলেন, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন। অশ্বের শোকে আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি নাই। এখন আপনি বিচারকর্ত্তা। এই লোকটা আমার অশ্বটী সংহার করিয়াছে। তাহার জন্য এ ব্যক্তি কি দায়ী হইবে না?"

সরাইওয়ালা কহিল, "ভাল, আমি যেন বিচারকর্ত্তা হইলাম; কিন্তু তোমার মতে আমি সায় দিতে পারি না আমি দেখিতেছি, তোমারই সম্পূর্ণ দোষ। অশ্বকে তুমি ভাল করিয়া বাঁধিতে পার নাই, রাত্রিকালে বাঁধন খুলিয়া পশুশালায় প্রবেশ করিয়াছিল, পশুশালার দরজা বোধ হয় অর্দ্ধাবৃত ছিল, তাহাতেই এই বিপদ ঘটিয়াছে।"

এই সময় গলিয়াথ কথা কহিল। মাঝখানে আসিয়া গলিয়াথ কহিল, "এই কথাই ঠিক। দরজাটা আমি ভেজাইয়া রাখিয়াছিলাম, সেটা আমার বেশ মনে আছে। রাত্রিকালে বাঘেরা বাতাস খাইবে, এই আমার মৎলব ছিল। কাঠগড়া নিরাপদে অবরুদ্ধ, কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না।"

যে সকল লোক সেখানে জমা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "ঐ কথাই সত্য।" আর একজন বলিল, "ঘোড়া দেখিয়াই বাঘিনীটা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; তাহাতেই কাঠগড়া ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছিল।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "মোরকের দোষ নাই, মোরক সত্য সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত। যাহার ঘোড়া, মোরকের ক্ষতিপূরণ করা তাহার উচিত।"

তিন জনের তিন রকম কথা শুনিয়া দাগোবার্ট পুনর্ব্বার ধৈর্য্যহারা হইলেন। কিঞ্চিৎ উত্তেজিতকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "পাঁচ জনের পাঁচ প্রকার মধ্যস্থতা আমি চাহি না। এই রাত্রেই আমি ঘোড়া চাই, না হয় ত ঘোড়ার দাম চাই। এই রাত্রেই আমি এই অলক্ষণা সরাইবাড়ী পরিত্যাগ করিব।"

রক্তাক্ত হাতখানা বাহির করিয়া মোরক বলিল, "দেখ দেখ, আমার হাত দেখ। বাঘিনী আমার এই দশা করিয়াছে, জন্মের মত আমার হাতখানি অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল!"

নাটকের রঙ্গভূমে অথবা বাজীকরের রঙ্গশালায় যে প্রকার মানুষের মাথাকাটা, ছাগলের মানুষ হওয়া, স্ত্রীলোকের পুরুষ হওয়া ইত্যাদি রঙ্গ দৃষ্ট হয়, মোরক ঠিক সেই ভাবে আস্তীনের ভিতর হইতে রক্তমাখা হাতখানা বাহির করিয়া সর্ব্বলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ভিতরের আসলকথা কেহই বুঝিল না। মোরককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করাই সকলের মতে উচিত সাব্যস্ত হইল।

সরাইওয়ালা তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আপন সমভিব্যাহারী পরিচারককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "তুমি যাও। আমি দেখিতেছি, এখন কেবল ইহা একটীমাত্র উপায়। তুমি যাও। বর্গোমাষ্টারকে সংবাদ দাও। তিনি এখানে আসুন, আমরা ইহার নিষ্পত্তি করিতে পারিব না। তিনি আসিয়া যাহা হয়, একটা মীমাংসা করিয়া দিবেন। কোন্ পক্ষ দোষী, কোন্ পক্ষ নির্দ্দোষী আইনমতে তিনিই তাহার বিচার করুন্।"

পুরোবর্ত্তী হইয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "আমিও ঐ প্রস্তাব করিতেছিলাম, আপন হস্তে আইন লইতে আমি ইচ্ছা করি না।"

বর্গোমাষ্টারকে ডাকিতে সরাইখানার পরিচারক চলিয়া গেল। এদিকে সরাইওয়ালার মনে একটা নূতন ভাবনা আসিল। পাঠকগণের স্মরণ আছে, এই সরাইখানার নাম হোয়াইট ফ্যাল্‌কন্। এই ইংরাজীকথার অর্থ শ্বেত শিকারী পক্ষী। অনেকের মধ্যে কার্য্যেও তাহার কতক কতক পরিচয় হইতেছে। এই শিকারী পক্ষী উত্তম ধূর্ত্ততা ও নিপুণতার সহিত শিকার করিতে জানে। সরাইওয়ালা ভাবিল, মাজিষ্ট্রেট আসিলে অগ্রে তাহার নিজের একটী জবাবদিহী আছে। নূতন অতিথিকে আশ্রয় দিবার অগ্রে পাশপত্র দেখে নাই। সেই কথা স্মরণ করিয়া সে তখন দাগোবার্টকে কহিল, "সন্ধ্যাকালে যখন তুমি আসিলে, তখন তোমার পাশপত্র দর্শন করা আমার উচিত ছিল, সেটা তখন আমি ভুলিয়াছিলাম। এখন যাও, আইনানুসারে কি কি তোমার পাশপত্র আছে, শীঘ্র আনিয়া আমাকে দেখাও।"

পাছে পুনর্ব্বার প্রিয় অশ্বের মৃতদেহ দর্শন করিতে হয়, সেই আশঙ্কায় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হস্তদ্বারা নয়ন আবরণপূর্ব্বক দাগোবার্ট উপরঘরে চলিলেন। মোরক সেই সময় আহ্লাদে মুখভারী করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্দিকে চাহিল। মনে মনে বলিল, "যাও বাবা! যাও! ঘোড়া নাই, কাগজ নাই, পথখরচের টাকাও নাই! কোথায় যাবে যাও! আর কিছু আমি করিব না। আর কিছু করিতে নিষেধ আছে। পাকা ধূর্ত্ততা খেলাইয়া সব কাজ আমি করিয়াছি। আমার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া কেহই কিছু বুঝিতে পারিতেছে না। সকলেই ভাবিতেছে, ঐ বৃদ্ধ সৈনিকটাই অপরাধী। যতদূর আমি করিলাম, তাহাতে কিছুদিন উহাদের পথভ্রমণ বন্ধ থাকিবে। উহাদিগকে আটক রাখিতে পারিলে আমার

আদেশকর্ত্তার মহা উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।”

মোরকের আর একজন চাকর আছে, তাহার নাম করাল। সে ব্যক্তি সন্ধ্যা হইতে এতক্ষণ [illegible] ছিল ; এই সময় দেখা দিল। মোরক তাহার হস্তে একখানা পত্র দিল। সেই পত্র লইয়া করাল তৎক্ষণাৎ লিপজিগ্ নগরে ডাকে দিতে চলিল। পত্রে শিরোনাম এইরূপ, “এ, মস্যুর রডিন, মিলু-ডেস-আরসিন-রোড, নং ১১, এ, পারিস, ফ্রান্স।”

নবম পরিচ্ছেদ।

দাগোবাটের।

হৃদয়সাগরে মহাচিন্তার মহা তরঙ্গ। হতাশ-অন্তরে বিষণ্ণ-বদনে অন্যমনস্ক দাগোবাট উপরে গিয়া উঠিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্রেই চৌকাঠের উপর কুকুরের গায়ে হোঁচট খাইয়া বাধা প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু-গাত্রের আঘ্রাণ পাইয়া কৌতুক নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল ; লাঙ্গূল সঞ্চালন করিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে আস্তাবলে ছিল, কাজ কিছুই করিতে পারে নাই, মোরক সচ্ছন্দে রক্তকম্বল ঢাকা দিয়া অশ্বটীকে বাবের ঘরে লইয়া গেল, কৌতুক তাহা নিবারণ করিতে পারিল না, রক্ষা করিতেও পারিল না, কাজে কাজেই ফিরিয়া আসিয়া মেয়ে-দুটীকে চৌকী দিতেছিল।

গৃহ অন্ধকার। দাগোবাট সেই অন্ধকার-গৃহে প্রবেশ করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। চিন্তার উপর আরও চিন্তাবৃদ্ধি হইয়া সংশয়ের সঙ্গে বিমিলিত হইল। রোজী-বিলাসীর নাম ধরিয়া দুই, তিনবার ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না। অন্ধকারেই ত্রস্তভাবে দ্রুতপদে শয্যার নিকটে গেলেন। শয্যায় হাত বুলাইয়া বালিকা-দুটীর গাত্রস্পর্শ করিলেন। একটা আকস্মিক নূতন ভয় অন্তরের জন্য তাঁহার অন্তর হইতে বিদূরিত হইল। রোজী! বিলাসী! কম্পিতকণ্ঠে আবার বার বার ঐরূপে মেয়ে-দুটীকে ডাকিলেন। উত্তর নাই। কেন নাই? মেয়েদুটী মূর্চ্ছিতা।

শঙ্কিত অন্তরে আবার শঙ্কার সঞ্চার। দাগোবাটের মনে আবার নূতন ভয় আসিল। অন্ধকারে গৃহমধ্যে চকমকি অন্বেষণ করিলেন, পাইলেন না। কোথায় রাখিয়াছেন, তাহাও স্মরণ হইল না। চিত্তের স্থিরতা নাই, অন্বেষণ করিতে করিতে পকেটে হস্তার্পণ করিয়া চকমকি প্রাপ্ত হইলেন ; ইস্পাতও পাইলেন। অন্য সময় হইলে অন্তরে হাস্যের উদ্রেক হইত, সে সময় সে প্রকার অবস্থা নহে। চকমকি ঠুকিলেন ; পকেট হইতে একটী বর্ত্তিকা বাহির করিয়া অগ্নিতে ফুৎকার দিয়া জ্বালিলেন ; উদাসনয়নে চারিদিক্ অবলোকন করিলেন। সমস্তই বিপর্য্যয়! টেবিলটা উল্টাইয়া পড়িয়াছে, আলোকাধার ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, ঝুলীটী বিপর্য্যস্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। গবাক্ষদ্বার ভগ্ন,—উন্মুক্ত ; হু হু করিয়া হাওয়া আসিতেছে। ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সন্দেহ আসিল, চিন্তা আসিল, ভয়ও

আসিল। মূর্চ্ছিতা বালিকাদের দিকে চাহিতে চাহিতে টেবিলটা তিনি সমান করিয়া বসাইলেন; ভগ্ন দীপদান তাহার উপর তুলিলেন, ঝুলীটীও হাতে করিয়া তুলিয়া লইলেন। হাল্‌কী বোধ হইল। অন্তঃকরণে নূতন সংশয় উপস্থিত। ঝুলীর ভিতর হস্ত প্রবেশিত করিয়া স্তরে স্তরে অন্বেষণ করিলেন, কিছুই নাই! যাহা যাহা রাখিয়াছিলেন, কিছুই প্রাপ্ত হইলেন না! বিবর্ণবদন আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। হাত-দুখানি কাঁপিতে লাগিল। টেবিলের উপর ভর দিয়া বিষণ্ণমনে, বিষণ্ণবদনে, বক্রভাবে দাঁড়াইলেন। জানুদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, বক্ষঃস্থল কাঁপিল, কপালে ঘর্ম্মবিন্দুও দেখা দিল; পিপাসা আসিল। যুগল হস্তে ঝুলীটীর দুইদিক্ ধারণ করিয়া দুই তিনবার সঞ্চালন করিলেন, কিছুই শব্দ হইল না। তাহার মধ্যে কোথাও কিছু আছে, এমন লক্ষণ কিছুই বুঝিলেন না। সংসার যেন শূন্যময় বোধ হইল। মাথা ঘুরিতে লাগিল।

ঝুলীতে ছিল, বিদেশভ্রমণের পাশপত্র; বিশেষ বিশেষ সরকারী দলীলপত্র, মার্শেল সাইমনের প্রেরিত দলীলপত্র, পথভ্রমণের খরচপত্র, আর দাগোবার্টের সম্মানসূচক রাজদত্ত ক্রুশযন্ত্র।

কিছুই নাই! সমস্তই শূন্য! অস্থির-হৃদয়ে অস্থিরচরণে দাগোবার্ট তখন আবার সেই শয্যার নিকটে গমন করিলেন। মেয়ে-দুটীর গায়ে হাত বুলাইলেন। কাতর-কম্পিত-কণ্ঠে বারবার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, রোজি! আমি আসিয়াছি। বিলাসি! আমি আসিয়াছি। আমি দাগোবার্ট। তোমরা এমন করিয়া রহিয়াছ কেন? আমার দিকে চাহিয়া দেখিতেছ না কেন? অকস্মাৎ তোমরা সংজ্ঞা-হারা হইয়াছ কেন? ঘুমাইতেছ কি?"

এত কথাতেও একটীও উত্তর নাই। মেয়ে-দুটী পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া শুইয়া ছিল। উভয়েই অচেতন। গায়ে হাত বুলাইয়া দাগোবার্ট পুনঃপুন ডাকিলেন। "আমি দাগো-বার্ট, আমি দাগোবার্ট," কাতরকণ্ঠে পুনঃপুন এই কথা বলিলেন। রোজী একবার ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিল। বিলাসীও সেইরূপে ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিল। দাগোবার্টকে দেখিয়া ভয় ঘুচিল, পূর্ব্বসাহস ফিরিয়া আসিল, ধীরে ধীরে উভয়েই শয্যার উপর বসিল।

দাগোবার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা অমন হইয়াছিলে কেন? ঘর অন্ধকার হইয়া-ছিল কেন? জিনিসপত্র ওলটপালট ছিল কেন? গৃহে কি কেহ প্রবেশ করিয়াছিল?"

বালিকারা চকিতনয়নে চাহিয়া কম্পিতস্বরে উত্তর করিল, "একটা রাক্ষস আসিয়াছিল! প্রকাণ্ড রাক্ষস! তৎক্ষণাৎ ঘরটা অন্ধকার হইয়া গেল! আমরা অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। তাহার পর কি হইল, কিছুই জানি না।"

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া দাগোবার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন,"তোমাদের হাতে আমি কিছু রাখিতে দিয়াছিলাম? কোন কাগজপত্র? কোন জিনিসপত্র? কোন দলীলপত্র?"

কিছুই ভাব বুঝিতে না পারিয়া বালিকারা ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিল; পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। দাগোবার্টের শুষ্কবদনের দিকেও একবার চাহিয়া দেখিল। দাগোবার্টের ওষ্ঠদ্বয় তখন কম্পিত হইতেছিল। বালিকারা বুঝিল, নিশ্চয়ই কোন প্রকার বিপদ ঘটিয়াছে। চকিত চঞ্চল সন্দিগ্ধস্বরে রোজী বলিল,"কি সব কথা তুমি বলিতেছ? কাগজপত্র আমাদের হাতে কেন দিবে? জিনিসপত্রই বা আমরা কেন রাখিব? রাক্ষস দেখিয়া আমরা মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম, কিছুই জানি না।"

নিতান্ত অন্যমনস্ক হইলেও দাগোবার্ট

বুঝিলেন, এ কথাও সত্য। ভগ্ন গবাক্ষের দিকে আর একবার তিনি চাহিয়া দেখিলেন। কম্পিত-হৃদয়ে ভাবিলেন, এই পথেই চোর আসিয়াছিল। সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। যথাসর্ব্বস্ব চুরী করিয়াছে! মেয়ে-দুটীকে মারিয়া যায় নাই, ইহাই আমার পরম ভাগ্য; কিন্তু এখন উপায় কি? কিরূপে ইহাদিগকে তত দূরে লইয়া যাই? লইয়া না গেলেও ভবিষ্যতের সমস্ত আশা-ভরসাই ফুরায়। কপালে করাঘাত করিতে করিতে বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপের ন্যায় অনিচ্ছায় কত কথাই তাঁহার কম্পিত রসনা হইতে বিনির্গত হইল, তিনি নিজেই তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। অশ্বনিধনের নিদারুণ কথাটা বালিকা দুটীকে তিনি শুনাইলেন না। দারুণ হতাশে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। হায় হায় হায়! উপায় কি? ঘোড়াটী গেল, দলীলগুলি গেল, রাহাখরচের সামান্য সম্বল টাকাগুলিও গেল! সম্রাট্ আদর করিয়া যে ক্রুশ নিদর্শন দিয়াছিলেন, সেটীও গেল! এখন এই বিদেশে এই অলক্ষণা সরাইখানায় আমাদের জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন!

নির্ভীক বীরপুরুষ মহাভয়ে কম্পিত হইয়া এই প্রকার ভাবিতেছেন, বালিকারা সজলনয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে, এমন সময় ঘরের বাহিরে ঘেউ ঘেউ রবে কুকুর ডাকিয়া উঠিল। সিঁড়িতে গুম্ গুম্ শব্দে মানুষের পদধ্বনি। এক সঙ্গে বহুলোকের উত্থানশব্দ। দরজার দিকে চাহিয়া সভয়ে রোজী বলিয়া উঠিল, "ঐ চোর! ঐ চোর! ঐ তাহারা আসিতেছে!" ভগিনীর বুকের উপর মুখ রাখিয়া বিলাসী কাঁদিয়া বলিল, "ডাকাত! ডাকাত! অনেক ডাকাত! এইবার উহারা আমাদের মারিয়া ফেলিবে!"

বাহির হইতে একজন লোক গম্ভীরনাদে চীৎকার করিয়া বলিল, "থামাও, কুকুর থামাও! শীঘ্র। মেজেষ্টার আসিতেছেন।"

দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়া, একবার বালিকাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে দাগোবার্ট কহিলেন, "আর ভয় নাই, আর চিন্তা নাই। তোমাদের রক্ষাকর্ত্তা আসিতেছেন। তোমরা স্থির হইয়া বসিয়া থাক, আমি তাঁহাকে লইয়া আসি।"

গৃহ হইতে দাগোবার্ট বাহির হইলেন। কুকুরটাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কৌতুক! কৌতুক! স্থির হও। এদিকে আইস। পথ ছাড়িয়া দাও।" কৌতুক তথাপি ঘেউ ঘেউ রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

বাহিরের লোক মহা ক্রুদ্ধ হইয়া গভীর-গর্জ্জনে বলিল, "কুকুরটা তুমি ফিরাইবে কি না? রাত্রিকালে আমার বাড়ীতে দাঙ্গা বাধাইয়াছ, খুনাখুনী—রক্তারক্তি হইয়াছে, জবাবদিহী কে করে? তাহার উপর আবার কুকুর? কি উৎপাত! কুকুরটা পাগলা না কি? এমন পাগ্‌লা কুকুর তুমি বাঁধিয়া রাখ না কেন? মেজেষ্টার আসিয়াছেন। মোরকের এজাহার লওয়া হইয়াছে। এইবার তোমার জবাব লইবেন। কুকুরটা ডাকিয়া লও, পথ খোলসা কর।"

দাগোবার্ট নিকটে গিয়া কুকুরটীকে শান্ত করিলেন। দলবলসহ বর্গোমাষ্টার সিঁড়ির উপর উঠিলেন। অগ্রে অগ্রে সরাইওয়ালা, হস্তে একটা লণ্ঠন।

গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় ভয়াকুলা মেয়েদুটীকে অভয় দিয়া, বৃদ্ধ বীরপুরুষ বলিয়া আসিয়াছেন, "বিছানায় তোমরা লুকাইয়া থাক; ঘরে কেহ আসিবে না। যদি কাহারও প্রবেশ করা আবশ্যক হয়, কেবল একা বর্গোমাষ্টার আসিবেন। তোমাদের কোন ভয় নাই। তিনি তোমাদের রক্ষাকর্ত্তা।"

বাহির হইয়াই তিনি গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

বর্গোমাষ্টারের বদন আরক্ত। নেত্রদ্বয় আরক্ত। কাঁচা ঘুমে উঠিয়া আসিয়াছেন, চক্ষুদুটী ফুলিয়া রহিয়াছে। মুখে রাগ রাগ ভাব। দাগোবার্ট গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, ইহা দেখিয়াই তিনি রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপকারীর বিচার করিতে আমি আসিয়াছি। অপরাধীর গৃহে প্রবেশ করা আমার প্রয়োজন। কি জন্য তুমি বাধা দাও? কি জন্য আমার অগ্রে দরজা বন্ধ করিলে?"

বিনীতস্বরে দাগোবার্ট কহিলেন, "গৃহে দুট অনাথা বালিকা আছে। তাহারা ঘুমাইতেছে। সেখানে আপনাকে লইয়া যাইতে আমার কিছু ভয় হয়। বিশেষতঃ আমাদের কথোপকথনে তাহারা যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে আরও এক বিপদ। যে সকল কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা শুনিলে বালিকারা অত্যন্ত ভয় পাইবে। শুনিলেই কাঁদিয়া উঠিবে।"

সিঁড়ির চাতালের উপর একখানি বেঞ্চ পাতা ছিল, অঙ্গুলিদ্বারা সেইখানি দেখাইয়া দিয়া বর্গোমাষ্টারকে তিনি কহিলেন, 'আপনি এই বেঞ্চে উপবেশন করুন্। যাহা যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, এইখানেই জিজ্ঞাসা করুন্।'

বর্গোমাষ্টার রুষ্ট হইয়া উঠিলেন; গর্জ্জনস্বরে কহিলেন,"দেখিতেছি, পদে পদেই তোমার বেয়াদবী। আসামীর জবাব লইতে আমি আসিয়াছি। হাকিম আমি। তুমি আসামী। কোথায় বসিয়া জবাব লইতে হইবে, সে স্থান নির্দ্দেশ করিবার তুমি কে?"

হাকিমের মুখ দেখিয়া—হাকিমের মনের ভাব বুঝিয়া বৃদ্ধ বীরপুরুষের মনে এক প্রকার আতঙ্কের সঞ্চার হইল। মহা মহা যুদ্ধে বড় বড় কামানের গর্জ্জনশব্দে লহমার জন্যও যাঁহার হৃদয় কম্পিত হয় নাই, মহাপরাক্রান্ত সম্রাট নেপোলিয়নের সুতীক্ষ্ণ তীব্রদৃষ্টির সম্মুখে মুহূর্ত্তের জন্যও যিনি বিচলিত হন নাই, সামান্য একজন গ্রাম্য মাজিষ্ট্রেটের মুখ-চক্ষু দর্শনে তাঁহার সেই বীরহৃদয় কাঁপিল, বীরচিত্ত বিচলিত হইল। কার্য্য উদ্ধারের অভিলাষে নিতান্ত ক্ষুদ্রব্যক্তির ন্যায় করযোড়ে অবনতস্বরে, বিনম্র বচনে তিনি কহিলেন, "মহাশয় বর্গোমাষ্টার! আপনি অতি দয়ালু। আপনার বহুজ্ঞতা বহুদূর পর্য্যন্ত বিখ্যাত, আপনার আশয় অতি উচ্চ; আপনি গরীবের রক্ষাকর্ত্তা, আমি গরীব। আমার সঙ্গিনী কন্যাদুটী অনাথা। তাহাদের প্রতি দয়া করুন্। তাহাদের সম্মুখে আমার এজাহার লওয়া হইলে নিশ্চয়ই আমি মহাবিপাকে ঠেকিব।"

মুখে এইপ্রকার কথা, অন্তরে শঙ্কা আর সন্দেহ। ভাবিলেন, এই বিচারপতিকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করাই উচিত। অসময়ে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া এত রাত্রে ইহারা ইহাঁকে এখানে আনিয়াছে, অবশ্যই ইহাঁর মেজাজ খারাপ আছে। ইতাগ্রে আমার অসাক্ষাতে সেই দুরন্ত পশুক্রীড়কের বিরঞ্জিত এজাহার লইয়া আসিয়াছেন। সে লোক ইহাঁকে বিমুগ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে সন্দেহ নাই। ইনি আমার প্রতিকূলে বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, লক্ষণে যেন ইহাই বোধ হইতেছে। ইহাকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করাই উচিত। উচিত বিবেচনা করিয়া তিনি আরও কতকগুলি তোষামোদ-বাক্য সন্ধান করিলেন।

মাজিষ্ট্রেটের চিত্ত দয়াদ্র হইল কি না, বুঝা গেল না; কিন্তু তিনি একটু উদাসীনস্বরে কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, ভাল, তাহাই হউক,

এইখানেই আমি বসিতেছি। এইখানেই তোমার জবাব গ্রহণ করিব।”

মাজিষ্ট্রেট বসিলেন। হাকিমী টুপী তাঁহার পক্ককেশাবৃত মস্তক সুশোভিত করিতে লাগিল। আপনার টুপীটী হস্তে লইয়া বৃদ্ধ দাগোবার্ট তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সরাইওয়ালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বর্গোমাষ্টার কহিলেন, “তোমার লণ্ঠনটী এই বেঞ্চের উপর রাখ। লোকজন লইয়া তুমি চলিয়া যাও।”

কিরূপ সওয়াল-জবাব হয়, শ্রবণ করিবার বড় আশা ছিল, সে আশায় হতাশ হইয়া লোকেরা নিতান্ত অসন্তুষ্টচিত্তে সরাইওয়ালার সহিত ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। আলস্যে একটী হাই তুলিয়া দাগোবার্টকে সম্বোধনপূর্ব্বক বর্গোমাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার সাফাই কি আছে?”

দাগোবার্ট কহিলেন, “সাফাই দিবার নিমিত্ত আমি আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই নাই। প্রকৃতপক্ষে আমার নালিশ আছে। আমিই বরং এ ক্ষেত্রে ফরিয়াদী।”

বর্গোমাষ্টার আবার রাগিয়া উঠিলেন; বক্রবদনে—বক্রস্বরে কহিলেন, “হাকিম আমি, কি প্রকারে বাদী-প্রতিবাদীকে প্রশ্ন করিতে হয়, তাহা কি তুমি আমাকে শিখাইয়া দিতে চাও? প্রশ্ন করিবার রীতিপদ্ধতি আমি অবগত নহি, ইহাই কি তুমি বিবেচনা কর?”

দাগোবার্ট অপ্রতিভ হইলেন। আমার ভাবিলেন, প্রথম সম্ভাষণেই কথাটা বড় ভাল হয় নাই। হাকিমকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে তৎক্ষণাৎ বিনীতভাবে বলিলেন, “ক্ষমা করুন্। আমার মনের কথা আমি প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমি অপরাধী নহি, ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল।”

বর্গো।—জোতিষী ইহার বিপরীত বলেন।

দাগো।—জ্যোতিষী? সে আবার কে?

বর্গো।—কে? তাহাও তুমি জান না? জ্যাতিষী, তাঁহারই নাম মোরক। তিনি ধার্ম্মিক লোক, তিনি সাধুলোক। মিথ্যাকথা কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানেন না।

দাগো।—সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। আপনি ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক। আপনার অন্তঃকরণ মহৎ। আমার কথা না শুনিয়া আপনি আমাকে অপরাধী স্থির করিবেন, এটা আমি সম্ভব মনে করি না। বদনে কটাক্ষপাতমাত্রেই মহৎ লোকের প্রকৃতি বুঝা যায়। আপনি কখনই অবিচার করিবেন না। আপনার তুল্য মহদ্ব্যক্তির নিকটে অবিচার স্থান প্রাপ্ত হয় না। আপনি মহাসম্ভ্রান্ত বিচারপতি। অঙ্গাঙ্গী করিয়া একপক্ষে জয় দেন না; শ্রবণপথ রুদ্ধ করা আপনার ন্যায় মহৎ লোকের সাধ্যাতীত।

বর্গো।—শ্রবণের কথা হইতেছে না, এখানে এখন চক্ষু লইয়াই কথা। স্বচক্ষে যাহা আমি দেখিয়াছি, তাহার অপলাপ নাই। নেত্র আমি সুন্দররূপে মার্জ্জন করিয়াছি। সেই পশুপালক জোতিষীর হস্তে ভয়ঙ্কর ঘা।

দাগো।—হাঁ মহাশয়! সে কথা সত্য, কিন্তু সে ব্যক্তি যদি সাবধানে বাঘের কাঠগড়া বন্ধ করিয়া রাখিত, পশুশালার দরজা যদি ভাল করিয়া বন্ধ করিত, তাহা হইলে সে দুর্ঘটনা কখনই হইত না।

বর্গো।—ও কথা কথাই নয়, সমস্তই তোমার দোষ। তুমি তোমার ঘোড়াটীকে নিরাপদে বাঁধিয়া রাখিতে পার নাই।

দাগো।—হাঁ মহাশয়! আপনার কথাই ঠিক। আমার ন্যায় গরীবলোক কদাচ আপনার বাক্য খণ্ডন করিতে পারে না। কিন্তু বোধ করুন্, কেহ যদি বিনাদোষে শত্রু হইয়া থাকে?

হিংসাবশে যদি কেহ অশ্বের বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিয়া থাকে, ছাড়া পাইয়া অশ্ব যদি স্ব-ইচ্ছায় পশুশালায় প্রবেশ করিয়া থাকে, সেটাও কি আমার দোষ?

বর্গো।—তুমি নূতন লোক। তুমি এখানে নূতন আসিয়াছ। তোমার প্রতি হিংসা করিবে, এমন লোক এখানে কে আছে?

দাগো।—কে আছে, তাহা আমি জানি না, কিন্তু—

বর্গো।—কে আছে, তাহা তুমি জান না। বাঃ! আমি জানি না। ভাল উৎপাত বটে! ঘোর গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়া এই জন্যই এখানে আমাকে আনা হইয়াছে! একটা বুড়ো ঘোড়ার মৃতদেহ! সেই মৃতদেহ দেখাইয়া সেই উপলক্ষে কি এই সব বাজেকথা!

কথোপকথনের দ্বিতীয় সূত্র হইতে দাগোবার্টের মুখের ভাব যেন কিছু প্রসন্ন হইয়া আসিতেছিল, এখন আবার বর্গোমাষ্টারের ঐরূপ নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ করিয়া সেই মুখ বিলক্ষণ কঠোর ভাব ধারণ করিল। কঠোরতার সহিত কাতরতা মিশাইয়া শোকার্ত্ত সৈনিক-পুরুষ কহিলেন, "হাঁ। মহাশয়! আমার ঘোড়াটী মরিয়াছে! এখন তাহা একটা মৃতদেহ ভিন্ন আর কিছুই নয়। উহারা সেই মৃতদেহ কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করিবে, সমস্তই ফুরাইবে, এইমাত্র শেষ! কিন্তু মহাশয়! একঘণ্টা পূর্ব্বে আমার সেই বৃদ্ধ অশ্ব বিলক্ষণ সতেজ, বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ছিল। আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া আনন্দে কর্ণসঞ্চালনপূর্ব্বক আনন্দ-হ্রেষা-রব করিয়াছিল; প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সেই অশ্ব ঐ অনাথা বালিকা দুটীর হস্তলেহন করিত; সমস্ত দিন সে দুটীকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিত। পূর্ব্বে তাহাদের জননীকেও বহুদূর বহন করিয়াছিল। হায় হায়! সে অশ্ব এখন আর কাহাকেও বহন করিবে না! আপনি বিচারপতি, আপনার কাছে আমার এই মিনতি, অশ্বের কথা উল্লেখ করিয়া আর আপনি আমার মর্ম্মে আঘাত করিবেন না। অশ্বটীকে আমি প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিতাম।"

কথাগুলি এতদূর সরলভাবে সকাতরে উচ্চারিত হইল যে, বর্গোমাষ্টারের কঠিন-প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল। হঠাৎ তিনি সেইরূপ নিষ্ঠুর কথা বলিয়াছিলেন, তজ্জন্য অনুতাপ আসিল। সুধীর সকাতরস্বরে তিনি কহিলেন, "হাঁ, তাদৃশ অশ্বের নিমিত্ত তোমার অন্তরে অত্যন্ত বেদনা লাগিয়াছে,—অবশ্যই লাগিতে পারে, ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ। কিন্তু এখন আর উপায় কি? বাঘের কবলে মারা গেল, সেটা তোমার ভাগ্যই বিবেচনা কর।"

কাতর হইয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "মহা দুর্ভাগ্য, এমন দুর্ভাগ্য সচরাচর ঘটে না। যে দুটী বালিকা আমার সঙ্গে আসিতেছে, তাহারা অতি দুর্ব্বল, পদব্রজে অর্দ্ধ মাইল পথও অতিক্রম করিতে অক্ষম। আমি গরীব, গাড়ীভাড়া দিবার ক্ষমতা নাই; অথচ ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্ব্বে পারিসনগরে উপস্থিত হওয়া আমাদের নিতান্তই আবশ্যক। বালিকাদের জননী যখন প্রাণত্যাগ করেন, তৎকালে তাঁহার নিকট আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যথাসময়ে উহাদিগকে আমি ফ্রান্সে লইয়া যাইব। আমি ভিন্ন এ সংসারে তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা অভিভাবক আর কেহই নাই।"

মাজিষ্ট্রেট বলিতেছিলেন, "তবে বুঝি তুমি তাহাদের—"

অসম্পূর্ণবাক্যের মাত্রাশেষে দাগোবার্ট কহিলেন, "আমি তাহাদের চিরানুগত বিশ্বাস-ভাজন কিঙ্কর। এখন আমার ঘোড়াটীকে দুষ্টলোকে মারিয়া ফেলিল। বালিকাদুটীকে

লইয়া বিদেশে এখন আমি করি কি? বর্গো-মাষ্টার মহাশয়! আপনারও বোধ হয় পুত্র-কন্তা আছে, কখনও যদি তাহাদের মধ্যে কাহারও ঐ দুটী অনাথার ন্যায় অবস্থা ঘটে, অর্থ নাই, সংসারে আপন বলিবার কেহ নাই, কেবল একজন বৃদ্ধ সৈনিকমাত্র তাহাদের সহায়, আর একটী বৃদ্ধ অশ্ব তাহাদের বাহন, জন্মাবধি অভাগিনী,—যথার্থ অভাগিনী, সেই অনাথা বালিকা দুটী নির্ব্বাসিতা বনবাসিনী জননীর কন্তা; যেখানে যাইতেছে, সেইখানে উপস্থিত হইলে একদিন সুখের মুখ দেখিতে পাইবে, এইরূপ আশা; এমন অবস্থায় তাহাদের সেই ঘোড়াটী যদি মরে, দূরপথে অগ্রসর হওয়া যদি এককালে অসম্ভব হয়, বলুন্ বর্গোমাষ্টার! তাহা হইলে আপনার অন্তরে কিরূপ আঘাত লাগে? আমি যেমন বলিতেছি, অশ্ব বিনা গতি নাই, তদবস্থায় আপনিও কি অন্তরে নিরাশ হইয়া এইরূপ বলিবেন না?"

সৈনিকপুরুষের দুঃখের কথায় সহানুভূতি জানাইয়া বর্গোমাষ্টার কহিলেন,"নিশ্চয়, নিশ্চয়! এখন আমি বুঝিলাম, অশ্ববিনে তোমার অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। অনাথা বালিকা-দুটীর কথায় যথার্থই আমি কাতর হইতেছি। তাহাদের বয়স কত?"

দাগো।—বয়স পঞ্চদশবর্ষ দুইমাস। তাহারা যমজ।

বর্গো।—পঞ্চদশবর্ষ দুইমাস। আমার কন্যাটীরও ত ঐরূপ বয়ঃক্রম।

দাগো।—তবে আপনার ঐ বয়সের কন্তা আছে? তবে আর আমার কোন চিন্তা নাই। তবে আপনি নিশ্চয়ই ঐ মেয়ে-দুটীর পক্ষে সুবিচার করিবেন।

বর্গো।—সুবিচার করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম। এখন আমি দেখিতেছি, তোমাদের উভয়পক্ষেরই সমান দোষ। তুমি তোমার অশ্বটীকে শক্ত করিয়া বাঁধিতে পার নাই, পশুপালকও পশুশালার দ্বার রুদ্ধ করেন নাই। তিনি বলেন, ব্যাঘ্র তাঁহার হস্তবিদারণ করিয়াছে; তুমি বলিতেছ, তোমার অশ্বটী মারা গিয়াছে। আমিও দেখিতেছি, দুই পক্ষেরই সত্যকথা।

দাগো।—তবে আপনি বুঝিয়াছেন, দুই পক্ষই সমান, এটী কিন্তু ঠিক নয়। আমার অশ্বটী আমার সর্ব্বস্ব ছিল।

বর্গো।—ঠিক কথা, এ কথা! তুমি অবশ্যই বলিতে পার। জ্যোতিষী ধার্ম্মিকলোক; তিনি আমাকে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে হয়। কেন না, তিনি আমার পুরাতন বন্ধু; বিশেষতঃ সাধুলোক। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ। বিবিধ ধর্ম্ম-পুস্তক তিনি সস্তাদরে সকলকে বিক্রয় করেন; আমাকেও অল্পমূল্যে দেন। গরীবলোকে বিনামূল্যে পায়। ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার যথোচিত আসক্তি। আমরা যতগুলি লোক এখানে আছি, সকলেই কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। ঐ জ্যোতিষী আমাদের রমণীগণকে সচিত্র ধর্ম্ম-পুস্তক বিতরণ করেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরক্তিতে আমার একটুও অবিশ্বাস নাই। তুমি বলিতে পার, এ মকদ্দমার মধ্যে সে সব কথার সম্বন্ধ নাই। ইহাও সত্য, কিন্তু এই মনে করিয়া আমি এখানে আসিয়াছি যে,—

দাগো—আমার বিপক্ষে রায় দিয়া জ্যোতিষীর পক্ষ বলবৎ করা। কিন্তু বর্গোমাষ্টার মহাশয়! ঐরূপ মৎলব যখন আপনার ছিল, তখন আপনি দুইপক্ষের কথা শ্রবণ করেন নাই। দুই পক্ষ উপস্থিত থাকিতে একতরফা বিচার অতি শোচনীয়।

বর্গো।—সত্য বীরবর! এখন যাহা তুমি

বলিলে, সমস্তই সত্য। মোরকের অনুকূলে বিচার নিষ্পত্তি করিতে আমি কৃতসংকল্প,এ কথা আমি তাঁহার কাছে গোপন করি নাই। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, "আমার বিপক্ষকে যদি আপনি সাজা দেন, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। তাহার বিরুদ্ধে আরও যে সকল অভিযোগ আছে,তাহা প্রকাশ করিয়া আমি তাহার আর অধিক মানহানি করিব না।"

দাগো। কি? আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ?

বর্গো। হাঁ, তিনি এই কথা বলেন। তোমার জবাব না শুনিয়াও আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, জ্যোতিষীর হস্তের ক্ষতনিবন্ধন যে ক্ষতি হইয়াছে, তোমার তাহা পূরণ করা উচিত, এইরূপ রায় দিব।

দাগো। বটে বটে! সাধুলোকেরাও সময়ে সময়ে প্রতারিত হন। কিন্তু শেষে তাঁহারা সত্য জানিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া থাকেন। কোন জ্যোতিষী যে কোন কথাই বলুক, তাহা জানিয়া শেষে তাঁহারা আর সে সকল কুকথা তুলিতে চাহেন না।

বর্গোমাষ্টার ঈষৎ হাস্য করিলেন; সকরুণ-নয়নে প্রত্যর্থীর মুখের দিকে চাহিয়া দুইবার মাথা নাড়িয়া সকৌতুকে কহিলেন, "হাঃ হাঃ হাঃ! তোমার কথাই ঠিক। জ্যোতিষী এবার জ্যোতিষবলে ভুল করিয়াছেন। তোমার কাছে তিনি ক্ষতিপূরণ পাইবেন না। উভয়ের দোষ সমান, উভয়ের ক্ষতিও সমান। তাঁহার হাতখানি নষ্ট হইয়াছে, তোমার ঘোড়াটী মারা গিয়াছে। উভয়েই কেবল মনে মনে অনুতাপ কর।"

সরল সৈনিকপুরুষ প্রথমে এ কথার ভাবার্থ বুঝিলেন না; চঞ্চলভাবেই প্রশ্ন করিলেন, "তাহার কাছে কত টাকা আমি ক্ষতিপূরণ পাইতে পারি? সে আমাকে কত টাকা দিবে? দেখুন্ বর্গোমাষ্টার মহাশয়! বিচার এখনও শেষ হয় নাই, আপনার মুখের রায় এখনও প্রকাশ পায় নাই। বিচার নিষ্পত্তির অগ্রেই আমি বলিতেছি, মোরক আমাকে যত টাকা দিবে, তাহার মধ্যে কতক খরচ করিয়া আমি একটী ঘোড়া কিনিব। লিপ্‌জিগ্ নগরে ঘোড়া খুব সস্তা। ঘোড়া কিনিব মনে করি, কিন্তু চক্ষে জল আইসে। ভাল রকম গাধা যদি একটা কিনিতে পাই, তাহা হইলে আর ঘোড়া কিনিব না। আমার বৃদ্ধ অশ্ব - আমার প্রিয় অশ্ব এই সরাইখানায় মারা গিয়াছে! অন্য ঘোড়ার দিকে চাহিতে আমার কষ্ট হইবে। আমি একটী ছোট রকম গাধা কিনিব। ঘোড়া কিনিব না। আর—"

হঠাৎ বাধা দিয়া বর্গোমাষ্টার কহিলেন, "কি সব কথা বলিতেছ? কিসের টাকা? কিসের ঘোড়া? কিসের গাধা? স্বপ্ন দেখিতেছ না কি? এতক্ষণ আমি তোমাকে কি বলিলাম? আমি বলিতেছি, জ্যোতিষীও তোমার কাছে কিছু পাইবেন না, তুমিও জ্যোতিষীর কাছে কিছু পাইবে না।"

বিস্মিত হইয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "কিছুই পাইব না? ইহাই আপনার সুবিচার? সে লোক আমার ঘোড়া মারিয়া ফেলিল,—নিজে না মারুক, তাহার বাঘে মারিল, এ অপরাধে সে আমাকে কিছুই দিবে না? আমার আশা-ভরসা সকলই ফুরাইয়া গেল? বলেন কি আপনি? তাহার এক হাতে একটু ক্ষত হইয়াছে, তাহাতে তাহার কারবার বন্ধ হইবে না। আমার ঘোড়াটী গিয়াছে, আমি এখন আর মেয়েদুটীকে লইয়া দূরপথে যাইতে পারিব না। না গেলেও মেয়েদুটীর ভবিষ্যৎ আশায় জলাঞ্জলি হইবে। এখন বিবেচনা করুন, কোন্ পক্ষের ক্ষতি বেশী?"

এ কথাগুলি বর্গোমাষ্টার বেশী মন দিয়া শুনিলেন না। তিনি ভাবিলেন, জ্যোতিষীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না, দাগোবার্টের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট অনুগ্রহ। এ অঞ্চলে জ্যোতিষীর প্রতিপত্তি অধিক। ধর্ম্মপুস্তক-বিতরণে সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসা। অধিকন্তু বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোকের সুপারিস! মোরকরাজ জ্যোতিষী সাধারণ ব্যক্তি নহেন, তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন, অনেক স্থলে তিনি অমানুষিক কার্য্য করেন, তাঁহার সম্মানরক্ষা করাই সমস্ত বিচারপতির কর্ত্তব্য।

বিচারপতি আপন ভাবনায় অন্যমনস্ক, দাগোবার্ট মর্ম্মান্তিক যাতনায় ব্যতিব্যস্ত। বিনা প্রশ্নে তিনি আপনা হইতেই বলিলেন, "মোরক আমাকে কিছু দিবে না, কিরূপে তবে আমি মেয়েদুটীকে লইয়া পারিসে যাইব? মোরকের মত আমার কেন হাত গেল না, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে আমি গন্তব্যস্থলে যাইতে পারিতাম।"

এ কথাগুলি বর্গোমাষ্টার শুনিলেন। বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ও সকল কথা ছাড়িয়া দাও। যাহা তুমি বলিতেছ, সে সব তোমার মনের কথা,—ইচ্ছার কথা; তাহার সহিত বিচারের সম্বন্ধ নাই। বিচার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে, কিছুই আর বাকী নাই।"

দাগো।—কিন্তু—কিন্তু—

বর্গো।—বস্ বস্! ও সব কথা চূড়ান্ত। এখনকার অন্য কথা। তোমার পাশপত্র?

দাগো।—সে কথাও আমি বলিতেছি। এখন কেবল আমার এই ভিক্ষা, মেয়েদুটীর প্রতি আপনি দয়া করুন। যাহাতে আমরা পারিসনগরে পৌঁছিতে পারি, তাহার উপযুক্ত উপায় আপনি—

বর্গো।—উপায় যথেষ্ট হইয়াছে। যাহা আমার করা উচিত, তদপেক্ষা বরং আমি বেশী করিয়াছি! দয়া করিয়াছি, বিচার করিয়াছি, সব করিয়াছি। এখন তুমি তোমার পাশপত্র দেখাও! কি দলীলের জোরে তুমি বিদেশে প্রবেশ করিয়াছ, এখনই সেই সকল দলীল আমি দেখিতে চাই।

দাগো।—এখনই আমি সে বিষয়ের কৈফিয়ৎ দিতে—

বর্গো।—কিসের কৈফিয়ৎ? কৈফিয়ৎ নাই। কৈফিয়ৎ চাহি না। জল্দি পাশপত্র দেখাও! যদি না দেখাও, বেকার ভিখারী বলিয়া এখনই আমি তোমাকে পুলিসে গ্রেপ্তার করাইয়া দিব।

দাগো।—আমাকে? কি? আমাকে তুমি গ্রেপ্তার করাইবে?

বর্গো।—হাঁ, পাশপত্র দেখাইতে যদি তুমি অস্বীকার কর, নিশ্চয় জান, এই স্থানেই তুমি আমার বন্দী। যাহারা পাশপত্র না দেখায়, তাহাদিগকে আমরা তন্মুহূর্ত্তে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখি। দেখাও পাশ, জল্দী কর! আমার ঘুম হয় নাই, চক্ষু জলিতেছে। এখনই আমি ঘরে যাইব।

একটু পূর্ব্বে দাগোবার্টের মনে একটু আশা জন্মিয়াছিল। যখন তিনি শুনিলেন, রোজী বিলাসীর সমবয়স্কা বর্গোমাষ্টারের একটী কন্যা আছে, তখন তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইয়াছিল; অশ্বের মৃত্যুর বিশেষ বিবরণ শুনিয়া বর্গোমাষ্টার যখন অনুতাপ করিলেন, তখন তাঁহার মনে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল; জ্যোতিষীর বচনপ্রমাণে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়াইবার ইচ্ছাটা বর্গোমাষ্টার যখন অন্যায় ভাবিয়াছিলেন, তখনও দাগোবার্টের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল; এখন সমূলে তাহার উচ্ছেদ হইল। যদি সুবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই আশাতেই কঠোরহৃদয়

সৈনিকপুরুষ মধ্যে মধ্যে মধুরপ্রকৃতি ধারণ করিতেছিলেন। এখন ক্রোধ আসিতে লাগিল। অতি কষ্টে তিনি তাহা চাপিয়া রাখিতে লাগিলেন। পাশপত্র দেখাইতে পারিবেন না, ইহা ভাবিয়া তাঁহার উজ্জ্বল বদনমণ্ডল একবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, ম্লান বদনে তিনি কহিলেন, "এমন অবস্থা সকলেরই ঘটে। আমাকে কি আপনি বেকার ভিখারীর ন্যায় [illegible]তেছেন? চিরনিরীহ একজন বৃদ্ধলোক দুটী [illegible]লিকা লইয়া—"

ক্রুদ্ধ হইয়া বর্গোমাষ্টার কহিলেন, "কথা রাখ, কথা রা[illegible]! কোন কথা শুনিতে চাহি না। মঙ্গল চাও, পাশপত্র দেখাও!"

নিতান্ত [illegible]সময় একটু একটু শুভগ্রহের উদয় হয়। বর্গোমাষ্টারের সহিত দাগোবার্টের জোর জোর কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। ঠিক সেই অবসরে [illegible] আকাশ হইতে দুটী নক্ষত্র আসিয়া সেই [illegible] উপস্থিত হইল। বালিকারা শুনিতেছিল, [illegible]ক্ষণ পর্য্যন্ত সিঁড়ির চাতালে কাহার সহিত [illegible]গোবার্টের কথা চলিতেছে। শুনিতে শুনি[illegible] তাহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; শয্যা [illegible]ত গাত্রোত্থান করিয়া কাপড় ছাড়িল। জননী[illegible] মৃত্যুকাল অবধি যমজা যুগল সহোদরা শোক[illegible] পরিধান করে। সেই রাত্রে কৃষ্ণবসনে দেহাবৃত করিল। পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া সুন্দরী রোজা-বিলাসী গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক [illegible]কাঠের উপর দণ্ডায়মানা।

কৃষ্ণবসনে সুন্দরী বালিকাদের রূপ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়াছিল। সিঁতিকাটা অলকশোভিত কৃষ্ণকুন্তলাবৃত দুখানি চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া বর্গোমাষ্টার সসম্ভ্রমে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চমকিত হইয়া মনে মনে বালিকাদের রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বালিকারাও ক্রমে অগ্রবর্ত্তিনী। দুটীতে দুদিকে গিয়া এক এক হস্তে দাগোবার্টের এক একখানি হস্ত ধারণ করিল। মধ্যস্থলে দাগোবার্ট। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ অভিভাবকের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বালিকাদুটী স[illegible]নয়নে বর্গোমাষ্টারের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

স্বর্গীয় রঙ্গভূমির ন্যায় দৃশ্য অতি চমৎকার। মেয়েদুটী যেন বিদ্যুল্লতা। দাগোবার্ট যেন বিশাল পর্ব্বত। বর্গোমাষ্টার যেন পত্রশূন্য শুষ্কতরু। বালিকাদের সুস্নিগ্ধ সুকোমল প্রশান্ত বদনমণ্ডল দর্শনে বর্গোমাষ্টারের উগ্রভাব তিরোহিত হইয়া গেল। আবার দাগোবার্টের অনুকূলে ক্ষণকাল স্নেহ দয়া ফিরিয়া আসিল। দাগোবার্ট তাহা বুঝিলেন। বালিকাদের হস্তধারণপূর্ব্বক বর্গোমাষ্টারের নিকটবর্ত্তী হইলেন;—বিমুগ্ধস্বরে কহিলেন, "দেখুন ধর্ম্মাবতার, দেখুন, এই দুটী অনাথা বালিকা। ইহারাই আমার পাশপত্র। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাশপত্র আপনি কি দেখিতে চান? পাশপত্র আমার ছিল, এই ঘরেই ছিল, খোয়া গিয়াছে; চোর আসিয়া চুরি করিয়াছে। সে সকল পত্র আমার নাই। এখন এই দুটী মাতৃহীনা বালিকাই আমার পাশপত্র।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে প্রবলবেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া স্থবির সৈনিকপুরুষের গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। বর্গোমাষ্টার চমকিত, চমৎকৃত, স্তম্ভিত। স্বভাব যদিও উগ্র, প্রবৃত্তি যদিও উদ্ধত, অসময়ে নিদ্রাভঙ্গে চিত্ত যদিও উত্তেজিত, তথাপি ঐ মোহনদৃশ্য দর্শনে ক্ষণকাল তাঁহার যেন মোহ উপস্থিত হইল। মোহবশে তিনি স্থির করিলেন, এতাদৃশী অপ্সরাতুল্য দুটী কন্যা যাহার সঙ্গিনী, সে লোকের প্রতি অবিশ্বাসস্থাপন কদাপি ন্যায়ানুগত নহে। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া পরিশেষে তিনি কহিলেন, "অনাথিনী বালিকা। আহা! এই বয়সে

মাতৃহীনা। ইহাদিগকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে বাৎসল্য আসিল। ইহারা কি বহুদূর হইতে—”

কম্পিতকণ্ঠে দাগোবার্ট কহিলেন, “বহুদূর হইতে!—সাইবিরীয়ার বনস্থলী হইতে! ইহারা যখন জরায়ু হইতে ভূমিষ্ঠ হয় নাই, তৎকালে ইহাদের জননী রুসীয় বিপক্ষের দ্বারা সাইবিরীয়ার জঙ্গলে নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন। পঞ্চদশ বর্ষের কথা। পাঁচমাস আমরা সাইবিরীয়া ছাড়িয়াছি, পাঁচমাস আমরা পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি। কৃশাঙ্গী মাতৃহীনা বালিকা। একদিনে বহুদূরে লইয়া আসিতে পারি না, অর্থের অনাটন, সময়মত—সম্ভবমত সুখাদ্য প্রদান করিতে পারি না, থামিয়া থামিয়া এই দুই ক্ষুদ্র চন্দ্রমুখে যৎকিঞ্চিৎ ভোজ্যসামগ্রী প্রদান করিয়া অতি কষ্টেই পর্য্যটন করিতেছি। ইহাদের জন্যই আমি পুনঃপুন আপনার নিকট দয়া ভিক্ষা করিতেছি। ইহাদের প্রতিকূলেই আজ রাত্রে বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত হইতেছে। ঘোড়াটী গেল, সেই সময় সরাইওয়ালা আমার পাশপত্র চাহিল। এই গৃহে আমার বস্ত্রাধারে পাশপত্র ছিল, লইতে আসিলাম; দেখিলাম, আধার শূন্য, পাশপত্র নাই; যৎসামান্য পাথেয় মুদ্রা ছিল, তাহাও নাই। বালিকা দুটীর পিতা মার্শেল সাইমন ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, সেই আধারে তাহাও ছিল, সেগুলিও নাই। আরও আমার নিজের একটী গৌরবের কথা;—গর্ব্ব মনে করিবেন না, মহাগৌরবের কথা। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার বীরত্বে পরিতুষ্ট হইয়া মহামহিম সম্রাট্ নেপোলিয়ন স্বহস্তে আমার বক্ষঃস্থলে একটী ক্রুশ পদক পরাইয়া দিয়াছিলেন, সেটীও সেই আধারে ছিল। বড় আদরের বস্তু সম্রাটদত্ত উপহার, সেই দুর্ল্লভ বস্তুটীও নাই! সমস্তই চুরী গিয়াছে!”

বর্গোমাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন,” কোথায় রাখিয়াছিলে? কোথা হইতে চুরী গেল?” দাগোবার্ট উত্তর করিলেন, “এই গৃহ হইতেই চুরী গিয়াছে। এই রাত্রেই চুরী হইয়াছে। আমি যখন——”

অকস্মাৎ কথায় বাধা পড়িয়া গেল। সিঁড়িতে মনুষ্যের পদশব্দ। একটা লোক সিঁড়ির চাতালের উপর আসিয়া দাঁড়াইল; জ্যোতিষী মোরক। সিঁড়ির রেলের অন্ধকারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া মোরক এতক্ষণ সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল। মেয়ে-দুটী বাহির হওয়াতে বর্গোমাষ্টারের হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়াছে, কথাবার্ত্তার লক্ষণে এইরূপ বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। পাছে তাহার বড়যন্ত্র বিফল হইয়া যায়, কুচক্রটা পাছে প্রকাশ পায়, সেই ভয়ে বর্গোমাষ্টারকে সতর্ক করিবার অভিপ্রায়েই বিষাক্ত মোরক সেইখানে আসিয়া উপস্থিত।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিচারের ফল।

মোরক ধীরে ধীরে আসিয়া বর্গোমাষ্টারকে সেলাম করিল। একখানা হাতে বাড় বাঁধা, কতই যেন বেশী বেদনা, এইরূপ ভঙ্গী দেখাইয়া বর্গোমাষ্টারের এক পাশে গিয়া দাঁড়াইল। অর্দ্ধ রুষ্ট, অর্দ্ধ [illegible]নষ্টভাবে বর্গোমাষ্টার তাহাকে কহিলেন," তুমি কেন এখানে আসিলে? কে তোমাকে এখানে আসিতে বলিল? আমি স্বয়ং নিষেধ করিয়া আসিয়াছি, বিচারস্থলে তুমি উপস্থিত হইও না। কেন তুমি আপন জোরে সে হুকুম অমান্য করিলে?"

কতই যে [illegible] ভালমানুষ, এইরূপ ভাব দেখাইয়া একটু [illegible]নতকলেবরে, একটু অবনত স্বরে মোরক [illegible]ল, "একটী কথা আমি বলিতে ভুলিয়া[illegible]াম। সে কথাটী শুনিলে আপনার এই বি[illegible]রের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইবে, সেই জন্য [illegible]"

"তবে তুমি আমার উপকার করিতে আসিয়াছ!"—গ[illegible]রবদনে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখাইয়া বর্গোমাষ্টার কহিলেন, "তবে তুমি আমার উপকার করিতে আসিয়াছ? আচ্ছা, আচ্ছা, কি কথাটী ভুলিয়াছিলে? কি কথাটী এখন মনে পড়িয়াছে? কি বলিতে আসিয়াছ? অসঙ্কোচে বলিতে পার।"

মোরকের ক[illegible]কার চেহারা দেখিয়া বালিকারা ভয় পাইল; দাগোবার্টকে জড়াইয়া ধরিয়া দুই তিন পা [illegible]য়া গেল; দাগোবার্টও মোরকের হঠাৎ উপস্থিতিতে সন্দিহান হইয়া পশ্চাতে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

বিচারকের কাণে কাণে ধূর্ত্ত পশুপালক মোরক কি কতক গুলি কথা বলিল। বিচারকের গম্ভীরবদন আরক্ত হইয়া উঠিল। মোরক বলিল, "ঠিক নয়, ঠিক নয়, আমি এককালে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি না, গতিক দেখিয়া এইরূপ অনুমানে আইসে। আপনি কিন্তু——"

দাগোবার্টের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মোরককে সম্বোধনপূর্ব্বক বর্গোমাষ্টার কহিলেন, "ঠিক ঠিক ঠিক! যাহা তুমি বলিলে, সমস্তই ঠিক! লোকটা আমাকে প্রতারণা করিতেছিল; মেয়ে-দুটা দেখাইয়া দয়া আকর্ষণ করিতেছিল। আমিও নির্ব্বোধ, উহার মায়ামন্ত্রে বিমুগ্ধ হইতেছিলাম। উপযুক্ত সময়েই তুমি আসিয়াছ। অবশ্যই আমি এখন সতর্ক হইব। সাবধান হইয়া বিচার করিব।"

বক্রনয়নে মেয়ে-দুটীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া মোরক আবার বিচারপতির কর্ণে গুপ্তমন্ত্র সন্ধান করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বলিল, "ঠিক নয়, ঠিক নয়, আসল কথাটা আমি ঠিক ঠিক জানি না, লক্ষণেই সেইরূপ অনুমান হয়। আরও, আপনি দেখিতেছেন, লোকটার মুখখানা কি ভয়ানক!"

মোরকের সকল কথাগুলিই অস্পষ্ট। দাগোবার্ট কটমটচক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, লোকটা ফুস্ ফুস্ করিয়া কি কি কথা বলিতেছে, সকলগুলি তিনি শুনিতে পাইতেছেন না, মনে কিন্তু সন্দেহ ক্রমশই প্রবল হইতেছে। বালিকারা অত্যন্ত ভয় পাইয়া একবার দাগোবার্টের মুখে, একবার সচঞ্চলে বর্গোমাষ্টারের মুখে দৃষ্টিপাত করিতেছে। উভয়ের নয়নেই অশ্রুধারা।

পুনঃপুন বিচারকের মুখের আরক্ত বর্ণ

পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সহসা তিনি আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; চকিতস্বরে কহিলেন "এসকল কথা আমি কিছুই জানিতাম না। কি আমি ভাবিতেছিলাম? দেখ মোরক! মধ্যরাত্রে কাঁচাঘুমে উঠিলে মানুষের স্মৃতিশক্তি হ্রাস হয়, উপস্থিতবুদ্ধিও যোগায় না। তুমি আসিয়া আমার উপকার করিলে।"

মোরক বলিল, "উপকার এমন কিছুই না, কেবল একটা সন্দেহ। পরপর অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহা দেখিয়াই নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হয়। চতুরলোকের মিষ্ট মিষ্ট কথা শুনিয়া সাধুলোকেরা আশু বিভ্রান্ত হন, ইহা সত্য। বাহ্য লক্ষণে মানুষের প্রকৃতি নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।"

হস্তবিস্তারপূর্ব্বক বর্গোমাষ্টার কহিলেন, "আর বলিতে হইবে না, আর বলিতে হইবে না, সত্যই আমি ফাঁদে পড়িতেছিলাম। ইহারা আমাকে ঠিক যেন কাঠের পুতুল বানাইতেছিল। ইহারা দয়ার পাত্র, ইহাই আমি ভাবিতেছিলাম। কি ভ্রম! কি মোহ! কি দুর্লক্ষণ, কি দুর্লক্ষণ!"

মোরকের চাকর গলিয়াথ। সেই দানবাকার লোকটা দাগোবার্টের সর্ব্বস্ব চুরী করিয়াছে, দাগোবার্ট তাহা জানিতেন না। কিন্তু কাণে কাণে মোরকের পরামর্শ, বর্গোমাষ্টারের চিত্তবিকার, ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার অস্থিরতা, এই সকল লক্ষণে তিনি বুঝিলেন, শীঘ্রই যেন একটা মহাঝটিকা উদিত হইবে। এই কার্য্যের সময় কতক্ষণ তিনি ক্রোধসম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিবেন, সেটী ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিলেন না। মোরক পুনর্ব্বার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাণের কাছে মুখ লইয়া গেল; কুটিলদর্শনে আবার একবার বালিকাদের দিকে কটাক্ষপাত করিল; আবার কাণে কাণে কি কি কথা বলিল। মহাবিস্ময়ে বর্গোমাষ্টার বলিয়া উঠিলেন," উঃ! এতদূর? এতদূর? ভয়ানক ব্যাপার!"

ছল করিয়া মোরক পুনর্ব্বার বলিল,"নিশ্চয় করিয়া আমি কিছুই বলিতেছি না, বারম্বার বলিতেছি, অবস্থাগতিকে সন্দেহসূত্রে অনুমান। আমার কথার উপরেই আপনি নির্ভর করেন, এমন অনুরোধ করিতে আমি আসি নাই।"

ক্রোধারক্তবদনে বর্গোমাষ্টার কহিলেন, "ওঃ! বুঝিতেছি, বুঝিতেছি! এ প্রকার লোকেরা সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্মই করিতে পারে। এই লোক বলিতেছে, মেয়ে-দুটাকে সাইবিরিয়ার অরণ্য হইতে আনিতেছে। কাণ্ডই মিথ্যা! একবার আমি ঠকিয়াছি, উহার মিথ্যাকথায় কতক কতক বিশ্বাসও করিয়াছি, আর ঠকিব না; আর ভুলিব না।"

মনের আনন্দ মনোমধ্যে গোপন রাখিয়া মোরক আবার বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনি ব্যস্ত হইয়া রায় দিবেন না। ঘটনা যেরূপ, তাহাই আপনি বিবেচনা করুন্। আমার কথায় বেশী জোর পড়ুক, এমন ইচ্ছা আমায় নয়।" দাগোবার্টের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া মোরক পুনর্ব্বার বলিল, "ঐ লোকের দ্বারাই আমার এই দশা হইয়াছে। আমার ভাগ্যে ছিল হাতখানি গিয়াছে। তজ্জন্য উহার সাজা হউক্, তাহা আমি বলি না। সুবিচার আমি ভালবাসি, অসত্যকে আমি ভয় করি, আমাদের পবিত্র ধর্ম্মকে আমি সমাদর করি; সেইগুলি মনে করিয়াই কথা কহিতেছি। যাঁহারা দীর্ঘজীবী হন, তাঁহারা অনেক জানিতে শুনিতে পারেন। আপনি বহুদর্শী, আইন যাহা যাহা বলে, আপনি তদনুসারে কার্য্য করুন্। আপাততঃ উহাদিগকে পুলিস কারাগারে হাজতে রাখুন্!

উঁহারা নির্দ্দোষ, ইহা যদি সপ্রমাণ হয়, তুই একমাস পরে খালাস পাইতে পারিবে।"

বর্গোমাষ্টার কহিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিতেছি; সেই জন্যই ইতস্তত করিতেছিলাম। দৌরাত্মার সম্মুখে পূর্ব্বসাবধানতা অতি আবশ্যক। কিছুদিন হাজতে রাখিলে উহারা মরিবে না। তদ্বিষয়ে যতই আমি চিন্তা করিতেছি, ততই উহাদের অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। লোকটা নিশ্চয়ই ফরাসীদের গুণ্ডা।"

তৃতীয়বার বালিকাদের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া, গলা কাঁপাইয়া মোরক বলিল, "সয়তানে ধরিয়াছে! সয়তানে ধরিয়াছে, উহাদিগকে ঘাই করিয়াই ঐ লোকটা আপনার দুষ্প্রবৃত্তি সাধন করিতেছে!"

লক্ষণে লক্ষণে দাগোবাট প্রায় সকল কথারই মর্ম্ম বুঝিলেন। মাজিষ্ট্রেট ইতিপূর্ব্বে যে দুই একটী ভালকথা বলিতেছিলেন; তাহা সমস্তই বৃথা হইয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে দাগোবার্ট ধৈর্য্যহারা হইলেন। বদ্ধপরিকর হইয়া গজেন্দ্রগমনে মোরকের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বিচারকের কাণে কাণে তোমার কথা? কি কি তুমি আমার কথাই বলিতেছ?"

অনিমেষে সৈনিকপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া মোরক উত্তর করিল, "হাঁ, তোমারই কথা। তদ্ভিন্ন এখানে আর কি?"

দাগোবার্ট কহিলেন, "ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া বলিতেছ কেন? মুক্তকণ্ঠে পরিষ্কার কথা কহিবার বাধা কি?"

মোরক উত্তর করিল না। প্রশ্নটা যেন তাচ্ছল্য করিয়াই উড়াইয়া দিল। দাগোবার্টের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তরঙ্গিত গুম্ফকেশমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশিত করিয়া আরক্তবদনে তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন; বিস্ফারিত আরক্তনয়নে ব্যাঘ্রক্রীড়কের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। সদন্তে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আমার সম্বন্ধেই যদি কথা, তবে মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ কর না কেন?"

ঘৃণার ভঙ্গীতে মুখ বাঁকাইয়া মোরক উত্তর করিল, "ডাকিয়া বলিতে লজ্জা হয়। সে সকল কথা লোকে শুনিলে লজ্জা পায়!"

এতক্ষণ দাগোবার্টের করদ্বয় তাঁহার বক্ষোপরি আবদ্ধ ছিল, এক্ষণে যুগলহস্ত বিস্তৃত করিয়া সবলে মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। ভয়ে বালিকারা কাঁদিয়া উঠিল। কি অনর্থ ঘটে, ইহাই যেন বুঝিতে পারিয়া উভয়েই দাগোবার্টকে জড়াইয়া ধরিল।

মহাক্রোধে দন্তে দন্ত পেষণপূর্ব্বক বর্গোমাষ্টারকে সম্বোধন করিয়া ক্রুদ্ধ সৈনিকপুরুষ কহিলেন, "বর্গোমাষ্টার মহাশয়! এই ঘৃণিত লোকটার ঘৃণাকর কথাগুলা আপনি শুনিতেছেন? ইহাকে আপনি এখান হইতে নামিয়া যাইতে বলুন্। যদি না বলেন, আমি ইহাকে ধরিয়া যাহা করিব, দেখিবেন; তজ্জন্য আমি দায়ী হইব না।"

ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বর্গোমাষ্টার কহিলেন, "কি! এতদূর স্পর্দ্ধা! এতদূর দুঃসাহস! আমাকে তুমি হুকুম কর?"

যেন আত্মবিস্মৃত হইয়াই দাগোবার্ট কহিলেন, "হুকুম আমি করিতেছি না। আপনি ইহাকে নামিয়া যাইতে বলুন্। তাহা না হইলে মহা অনর্থপাত হইবে।"

আতঙ্কে বীরপুরুষের যুগল হস্ত চাপিয়া ধরিয়া, বালিকারা চীৎকারস্বরে কহিল, "দাগোবার্ট! দোহাই ধর্ম্ম, দোহাই ঈশ্বর! ঠাণ্ডা হও, শান্ত হও, ক্ষান্ত হও!"

ক্রমশই বর্গোমাষ্টারের ক্রোধের বৃদ্ধি। গর্জ্জন করিয়া তিনি কহিলেন, "যাহা বলিয়াছি, তাহাই সত্য। বেকার ভিকারী; ভ্রমণকারী জুয়াচোর। আমাকে তুমি হুকুম কর? পাশপত্র হারাইয়াছ বলিয়া আমাকে তুমি ভুলাইতে চাও? দুটী মেয়ে সঙ্গে করিয়া দেশে দেশে ঘুরিতেছ, ইহাতেই তোমার নিস্তার হইবে ভাবিতেছ? কখনই তাহা হইবে না; কিছুতেই তোমার নিস্তার নাই! মেয়ে-দুটার মুখ দেখিলে মায়া হয় বটে, কিন্তু উহারা—"

"পাষণ্ড! এতদূর সাহস! লিগ্‌নীর ডিউকের কন্যাদের নামে এতদূর অপবিত্র আভাষ!" এইরূপ বিরাট্ ভঙ্গীতে ভয়ঙ্করগর্জ্জনে দাগোবার্ট এই কটী কথা কহিলেন যে, হাকিমের মুখের আরব্ধ কথা মুখেই রহিয়া গেল, সমাপ্ত করিতে পারিলেন না। বালিকা-দুটীকে আকর্ষণপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া, দাগোবার্ট সেই গৃহ-দ্বারে চাবী বন্ধ করিলেন, চাবীটী আপনার পকেটে রাখিয়া দিলেন। বালিকারা আর একটীও কথা কহিবার অবসর পাইল না। তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিয়া মুষ্টিবদ্ধ-হস্তে সৈনিকপুরুষ তখন বর্গোমাষ্টারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার তখনকার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বর্গোমাষ্টারের এতদূর ভয় হইল যে, কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি দুই পা হটিয়া পড়িলেন। পাছে ধরাশায়ী হন, সেই শঙ্কায় দুই হস্তে সিঁড়ির রেল ধরিয়া সাবধানে ধাক্কা সামলাইলেন। আরও অগ্রসর হইয়া দাগোবার্ট সজোরে তাঁহার হস্তধারণ করিলেন; উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তুমি দেখিলে, তুমি শুনিলে, 'ঐ নরাধম পামর তোমার সম্মুখে আমার অপমান করিল। আমি তাহা সহ্য করিলাম। কেবল আমাকেই কটুকথা বলিয়াছে, ইহা ভাবিয়াই আমি সহ্য করিয়াছি। অনাথা কন্যাদুটীকে দেখিয়া ইতিপূর্ব্বে তোমার একটু মায়া হইয়াছিল, তুমি হয় ত তাহাদের কিছু ভাল করিবে, আমার মনে এইরূপ একটু আশাও হইয়াছিল; এখন বুঝিলাম, সে সকল তোমার মায়া। তোমার সকল কার্য্যেই—সকল বাক্যেই ধৈর্য্যধারণ করিয়াছি। এখন বুঝিলাম, তোমার দয়াও নাই, মায়াও নাই, বিচারও নাই, হৃদয়ও নাই! যদিও তুমি বর্গোমাষ্টার, তথাপি ঐ জাতিবী কুকুরকে যেরূপে আমি পদাঘাত করিব, তোমাকেও সেইরূপে পদাঘাত করিতে ছাড়িব না। তোমার নিজের কন্যার সম্বন্ধে যে ভাবে তুমি কথা কও, ঐ দুটী কন্যার সম্বন্ধে যদি তাহার অন্যথা কর, কদাচ আমার হস্তে তোমার নিস্তার থাকিবে না। বুঝিলে এখন আমার কথা?"

ক্রোধে থতমত খাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বর্গোমাষ্টার বলিতেছিলেন, "যদি আমি ঐ দুটা স্বৈরিণীর—"

"খোল্ টুপী!—খোল্ টুপী! লিগ্‌নীর ডিউকের কন্যাদের প্রতি ঐরূপ সম্ভাষণ!" ব্যাঘ্রগর্জ্জনে এইরূপ উক্তি করিয়া বিক্রান্ত সৈনিকপুরুষ সবলে একটানে বর্গোমাষ্টারের মাথার টুপী খুলিয়া পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। এই দৌরাত্ম্য দর্শন করিয়া মোরকের আনন্দ বাড়িল। বর্গোমাষ্টার দেখিলেন, মাথার টুপী পদতলে! সত্য কি স্বপ্ন, ইহা বুঝিবার জন্য কম্পিতনয়নে তিনি একবার মোরকের মুখের দিকে চাহিলেন। কার্য্যটা বড় ভাল হইল না, মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া দাগোবার্ট কিছু অনুতপ্ত হইলেন। অস্থিরভাবে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণপূর্ব্বক সিঁড়ির মাথার উপর গিয়া দাঁড়াইলেন। বেঞ্চসমীপে বর্গোমাষ্টার দণ্ডায়মান। বারাণ্ডার এককোণে কম্পিতকলেবর মোরক। সে যেন তখন হস্তের যন্ত্রণাটা

অধিক জানাইয়া বর্গোমাষ্টারের গা ঘেঁসিয়া সরিয়া আসিতেছিল। দাগোবার্ট সরিয়া গিয়াছেন, ইহা দর্শন করিয়া বর্গোমাষ্টার কহিলেন, "ঠিক ঠিক, এই ঠিক! পলাইবার চেষ্টা? আমার গায়ে হাত তুলিয়া পলায়ন করিবে?—কোথায় পলাইবি? দুরন্ত জুয়া-চোর! বুড়ো বদমাস!"

যেন কতই ভয়, এইভাবে মিনতি করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "ক্ষমা করুন্ বর্গোমাষ্টার মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন্! নানা প্রকার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া হঠাৎ আমি ঐ অকার্য্য করিয়াছি। আত্মদমনে সমর্থ হই নাই। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন্!—"মোরকের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাকেও মিনতি করিয়া বৃদ্ধবীর কহিলেন, "তুমি—যদিও তুমি এই অনর্থের কারণ, তথাপি তুমি আমার প্রতি দয়া কর; হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর। তুমি ধার্ম্মিকলোক। আমার অনুকূলে হাকিমকে তুই একটী কথা বল।"

ব্যঙ্গস্বরে মোরক বলিল, "তোমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা আমার কর্ত্তব্য, বর্গোমাষ্টার মহাশয়কে তাহা সমস্তই আমি বলিয়াছি।"

মোরকের মুখে বিদ্রূপাত্মক উত্তর প্রাপ্ত হইয়া দাগোবার্ট পুনর্ব্বার বর্গোমাষ্টারকে কহিলেন, "মহাশয় আমার প্রতি দয়া করুন্।"

"তোর প্রতি দয়া?"—গর্জ্জিয়া বর্গোমাষ্টার কহিলেন, "রাস্কেল! তোর প্রতি দয়া? আবার তুই আমাকে জাদুবাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিস্? আমার দয়া লইয়া তুই গুপ্ত মৎলব হাঁসিল করিবি? চেহারা দেখিয়া যাহা বোধ হয়, তাহা তুই নহিস্। তলে তলে রাজবিদ্রোহ জ্বলিতেছে! যাহারা সমস্ত ইউরোপখণ্ডে আগুন দিতে উদ্যত, তোর মনোগত চেষ্টাও তদ্রূপ! তুই ঠক! তুই পামর! তুই বদ্‌মাস্! ঐ মেয়েদুটো তোর গুপ্তচক্রের নিশান! আমি তোকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

বিনম্রস্বরে দাগোবার্ট কহিলেন, "আমি সামান্ত গরিবলোক, আপনি সদাশয় মহাত্মা। মিনতি করি, আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন্।"

রুষ্ট হইয়া বর্গোমাষ্টার কহিলেন, "আমার মাথার টুপী খুলিয়া ফেলিস্, তুই আবার সামান্তলোক? তোর প্রতি আবার কৃপা? বুড়ো বদ্‌মাস! আর আমি তোর কথায় ভুলি না। তুই দেখিতে পাইবি, লিপ্‌জিগ্-নগরে আমাদের ভাল ভাল কারাগার আছে। ফরাসী-বিদ্রোহী, নারীবিদ্রোহী, বালিকা-স্বৈরিণী, সকলেই সেখানে স্থান পায়। তুই জুয়াচোর! তোর সঙ্গিনী ঐ মেয়ে-দুটাও তোর দলস্থ! যা!—আমার অগ্রে অগ্রে নামিয়া চল্! আর, দেখ মোরক! তুমি—"

বর্গোমাষ্টারকে আর মোরকের সঙ্গে কথা কহিতে হইল না। দাগোবার্ট এতক্ষণ কেবল তাঁহাদের প্রকৃতি পরীক্ষা করিতেছিলেন। সে ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ করিয়া তাহারও অবসর অন্বেষণ করিতেছিলেন। সিঁড়ির উপর যে ঘরখানি তিনি ভাড়া লইয়াছিলেন, সেই ঘরের পাশে আর একটা ঘর। সে ঘরটা খালি; দ্বার অর্দ্ধাবৃত। সেই দ্বারের নিকটেই বর্গোমাষ্টার দাঁড়াইয়া ছিলেন। চাহিয়া চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া দাগোবার্ট একলম্ফে বর্গোমাষ্টারের ঘাড়ের উপর পড়িলেন; এক হস্তে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিলেন; জোরে জোরে ধাক্কা মারিতে মারিতে তাঁহাকে সেই খালিঘরের অপর প্রান্তে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। বর্গোমাষ্টার আর একটীও কথা কহিতে পারিলেন না, বলপ্রকাশ করিতেও পারিলেন না, ঘরের কোণে ঘুরিয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইলেন। ঘরটা

ঘোর অন্ধকার। বর্গোমাষ্টারকে টানিয়া ফেলিয়া দাগোবার্ট তখন মোরককে চাপিয়া ধরিলেন। মোরকের মাথায় লম্বা লম্বা চুল; সেই চুলের গোছা ধরিয়া টান দিতে দিতে হস্তদ্বারা তাহার হস্ত পেষণ করিতে লাগিলেন। চীৎকার করিতে না পারে, সেই জন্য তাহার মুখের ভিতর একখানা হাত পুরিয়া দিলেন। তাহার পর টানিয়া টানিয়া সেই ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন। যে ঘরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ বর্গোমাষ্টার অচেতন, মোরককেও টানিয়া হিঁচ্ড়িয়া দাগোবার্ট সেই ঘরে লইয়া ফেলিলেন। স্বয়ং বাহির হইয়া আসিয়া বহির্দ্বারে চাবী দিলেন। দোহার চাবী। দুটী চাবীই আপনার পকেটে রাখিলেন। এই কার্য্য সমাধা করিয়া তাড়াতাড়ি তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। প্রাঙ্গণে উপস্থিত। তখনও মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল; প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছিল। অপরদিকের ঘরে সরাইওয়ালা এবং আরও অনেক লোকজন উচ্চকণ্ঠে গল্প করিতেছিল। তাহারা নামিয়া আসিলে যে পথে দাগোবার্টের ঘরে প্রবেশ করিতে পারে, দাগোবার্ট সেই পথের দ্বারও ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন। এখন একপ্রকার নিরাপদ। ত্রস্তপদে তিনি আপন বাসাঘরে প্রবেশ করিলেন। ত্রস্তস্বরে বালিকাদিগকে কহিলেন, "এইবার—এইবার পরীক্ষা! তোমরা বীরকন্যা, বীর্য্যশোণিত তোমাদের দেহে প্রবাহিত, আজ আমাকে তোমরা দেখাও, প্রকৃত বীরকন্যা আমি পালন করিতেছি। আর সময় নাই, মহাবিপদ! আমার ঘোড়টাকে উহারা মারিয়া ফেলিয়াছে! পদব্রজেই যাত্রা করিতে হইবে। অন্যদিকে পলায়নের পথ নাই। এই ঘরের গবাক্ষ দিয়া তোমরা নীচে নামিয়া পড়; সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়িব। রাত্রি বড় বেশী নাই। প্রস্তুত হও;—শীঘ্র, শীঘ্র, শীঘ্র!"

বালিকাদুটীকে এই কথা বলিয়া বীরবর সেই বিছানার চাদরখানা দুই খণ্ড করিয়া ছিঁড়িলেন, [illegible] গ্রন্থি বাঁধিলেন। একমুখ জানালার গরাদেতে বাঁধিয়া অপরদিক্ বাহিরে নামাইয়া দিলেন। আপনাদের বস্ত্রাধারগুলি ঝুপ ঝুপ করিয়া বাহিরে ফেলিলেন। কুকুরটী ব্যস্ত হইয়া প্রভুর পায়ের কাছে লুণ্ঠিত হইতেছিল, দাগোবার্ট তাহাকে কহিলেন, "কৌতুক! কৌতুক! কি দেখ? লম্ফ দাও—লম্ফ দাও! বাহিরে পড়। জিনিসপত্র চৌকী দাও। আমরাও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি।"

একলম্ফে গবাক্ষপথ দিয়া প্রকাণ্ড সাইবিরীয় কুকুর বাহিরে গিয়া পড়িল। দাগোবার্ট আবার বালিকাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "বিলম্ব নাই, রাত্রি বেশী নাই, প্রস্তুত হও। প্রভাত হইলেই আমরা ধরা পড়িব। তোমাদের দুটীকে গ্রেপ্তার করিয়া একটা অন্ধকূপে কয়েদ রাখিবে; আমাকে স্বতন্ত্র কারাগারে কয়েদ করিবে! আমাদের সকল আশা ফুরাইবে, শীঘ্র প্রস্তুত হও।"

বালিকারা উভয়েই আতঙ্কে জড়সড় হইয়া কহিল, "গ্রেপ্তার করিবে? কয়েদ করিবে? আমাদের নিকট হইতে তোমাকে স্বতন্ত্র রাখিবে?—কেন? আমরা উহাদের কি করিয়াছি?"

দাগোবার্ট কহিলেন, "কিছুই কর নাই, মন্দ কাজ কিছুই করিতে তোমরা জান না। উহারা রাক্ষস! আমিও কিছু করি নাই, তথাপি কয়েদ করিবে। শীঘ্র প্রস্তুত হও।"

বালিকারা বলিল, "কি করিতে হইবে বল। তোমার কথার অবাধ্য আমরা নই।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "গবাক্ষে চাদর বাঁধিয়া দিয়াছি, ঐ চাদর ধরিয়া একে একে

নীচে নামিয়া পড়। পাখীর মত হাল্‌কী তোমরা, চাদরখানাও খুব শক্ত আছে, কিছুই ভয় নাই। পাঁচ হাতের বেশী উঁচু নয়।"

প্রথমতঃ রোজী নামিলেন না, রোজী সেদিনের জ্যেষ্ঠ সহোদরা। কনিষ্ঠাকে আলিঙ্গন করিয়া রোজী সেই বস্ত্ররজ্জু অবলম্বনপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে নীচে নামিয়া গেল। বিলাসীও সমসাহসে সহোদরার পথানুসরণ করিল। তাহার পর রোবার্ট স্বয়ং। তিনি আর রজ্জু অবলম্বন করিলেন না, গবাক্ষ হইতে লম্ফ দিয়াই নীচে পড়িলেন। মুষলধারে বৃষ্টি, প্রবল বেগে ঝড়। সেই নিদারুণ ঝড়-বৃষ্টিতে রজনীর ঘোর অন্ধকারে সেই সকল সামান্য জিনিসপত্র লইয়া তাঁহারা তিনজনে দ্রুতপদে গ্রাম্যপথে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মোরকের চৈতন্য হইয়াছে; অন্ধকারে ভৈরবে চীৎকার করিতেছে। সরাইখানা হইতে কতদূরে লোকজন, ঝড়বৃষ্টির নির্ঘাতশব্দে তাহার চীৎকার কাহারো কর্ণগোচর হইতেছে না। ক্ষণকাল পরে মূর্চ্ছিত বর্গোমাষ্টারেরও চৈতন্যলাভ হইল। গাত্রবেদনায় অধীর হইয়া অন্ধকারে তিনি স্বর লক্ষ্য করিয়া মোরকের নিকটে আসিলেন; জোরে জোরে কবাটে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। দৃঢ় কবাট, পদাঘাতে ভগ্ন হইল না। ঘরের মাঝখানে বড় একটা টেবিল ছিল, অন্ধকারে তাহার পায়া ভাঙ্গিয়া লইয়া বর্গোমাষ্টার যথাশক্তি সেই পায়াদ্বারা দ্বারে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। মোরকের বামহস্তে পটী বাঁধা, সে ব্যক্তিও দক্ষিণ হস্তে একটা পায়া ধরিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। উভয়ের আঘাতে অনেকক্ষণের পর দরজাটা ভাঙ্গিয়া গেল।

বাহির হইয়াই বর্গোমাষ্টার সর্ব্বাগ্রে রোবার্টের ঘরে প্রবেশ করিলেন। সরাইস্বামীর লণ্ঠনটা তখনও বেঞ্চের উপর জ্বলিতেছিল। লণ্ঠন ধরিয়া বর্গোমাষ্টার দেখিলেন, ঘরে কেহই নাই। গবাক্ষগাত্রে চাদর বাঁধা। এই পথেই তাহারা পলায়ন করিয়াছে, ইহা তিনি নিশ্চয় অবধারণ করিলেন; চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পলাইয়াছে, পলাইয়াছে! চল, চল, শীঘ্র চল, ধরিতেই হইবে।"

মোরককে সঙ্গে করিয়া বর্গোমাষ্টার ব্যস্তপদে নীচে নামিলেন। নীচের দরজাটাও ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, ব্যগ্রহস্তে খুলিয়া ফেলিলেন। যে ঘরে সরাইওয়ালা, উভয়ে সেই ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন; ব্যস্তস্বরে বলিতে লাগিলেন, "পলাইয়াছে, পলাইয়াছে! শীঘ্র লণ্ঠন জ্বাল, শীঘ্র মশাল জ্বাল! জমীদার! জমীদার! তোমার সমস্ত লোকজনকে সাজাও; সকলের হাতে অস্ত্র দাও। চল, শীঘ্র চল, ঘোর অন্ধকার রাত্রি। ভয়ানক দুর্যোগ, অবিশ্রান্ত ঝড়বৃষ্টি, তাহাদের ঘোড়া নাই, পদব্রজেই পলাইতেছে, অধিকদূর যাইতে পারে নাই; শীঘ্রই ধরা পড়িবে। ধরিবই ধরিব। মরাই হউক্ অথবা জীবন্তই হউক্, অবশ্যই গ্রেপ্তার করিব।"

জমীদারের সমস্ত লোকজন অস্ত্রশস্ত্র ধরিয়া সাজিল, অনেকগুলা লণ্ঠন ও অনেকগুলা মশাল জ্বলিল, লোকেরা হল্লা করিয়া পলাতক ধরিতে বাহির হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রডিন।

পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, রাত্রিকালে ব্যাঘ্রীকবলে দাগোবার্টের বৃদ্ধ অশ্ব নিহত হইলে, গলিয়াথের দ্বারা দাগোবার্টের দলীল-পত্রাদি অপহৃত হইলে, পশুপালক জ্যোতিষী মোরক আপনার দ্বিতীয় ভৃত্য করালের দ্বারা একখানি পত্র লিপ্‌জিগের ডাকে পাঠায়। সে পত্রের শিরোনামা ছিল, মস্যুর রডিন, মিলু-ডেস্-অর্সিন রোড, পারিস। কোথায় গিয়া সেই পত্র পৌঁছিয়াছে, তাহা এখন অবগত হওয়া আবশ্যক।

পারিস নগরের এক অপ্রশস্ত গলীপথের একধারে একখানা বাড়ী। সেই বাড়ীতে নানাবর্ণের রং দেওয়া, ফটকে খিলানকরা, উপরের দুটী গবাক্ষে লৌহগরাদে আঁটা। বাড়ীর মধ্যে লোকজন বেশী নাই; ঘরে ঘরে আসবাবপত্রও বেশী নাই। একটা ঘরে একটী গোলাকার বেদী আছে, তাহার উপর কতকগুলি ক্রুশ বিশৃঙ্খলে বিকীর্ণ। গৃহমধ্যে নানাপ্রকার কাগজপত্র, দলীলপত্র, বড় বড় পুস্তক এবং লিখিবার ডেস্ক বাক্‌স ইত্যাদি সংরক্ষিত। একটী গৃহে কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠের এক টেবিল, তাহার উপর রাশীকৃত কাগজ। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষভাগে একদিন পূর্ব্বাহ্ণ অষ্টমঘটিকার সময় একটী লোক সেই টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া পত্র লিখিতেছে। সেই লোকটীর নাম রডিন। এই রডিন, জ্যোতিষী মোরকের পরামর্শদাতা।

রডিনের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। তাহার পরিচ্ছদ যৎসামান্য। পিঙ্গলবর্ণ কেশ-রাশি কর্ণের দুই পার্শ্বে বিলম্বিত, কপালে টাক, চক্ষুদ্বয় সর্পচক্ষুর ন্যায় গোল গোল, নেত্রপল্লবে অর্দ্ধলুক্কায়িত! অধরোষ্ঠ অতি পাতলা,—পাণ্ডু-বর্ণ। বদনও পাণ্ডুবর্ণ। অঙ্গসঞ্চালন না থাকিলে মৃতদেহ বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইত না। পত্র লিখিতেছে, হস্তের অঙ্গুলী নড়িতেছে, ইহাতেই তাহাকে সজীব বলিয়া বোধ হয়। রডিন সেখানে বসিয়া তখন কি পত্র লিখিতেছে? কে বলিবে?

গুপ্তসভার গুপ্তচক্রে এক প্রকার সাঙ্কেতিক পত্র লিখিবার রীতি আছে। কয়েকটী বর্ণ, কয়েকটী চিহ্ন, এক এক পত্রে অঙ্কিত থাকে। কি তাহার অর্থ, যাহারা তাহা জানে, তাহারা ভিন্ন আর কেহই সে সকল সঙ্কেত বুঝিতে পারে না। রডিন সেই প্রকারের একখানি সাঙ্কেতিক পত্র নকল করিতেছে। বৃহৎ একখানা কাগজে আগাগোড়া সাঙ্কেতিক বর্ণপাত। বেলা আটটা। বাহিরের দ্বারে অকস্মাৎ আঘাত; সঙ্গে সঙ্গে দুইবার ঘণ্টাধ্বনি। একসঙ্গে অনেকগুলি ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত ও অবরুদ্ধ। যে-ঘরে বসিয়া রডিন পত্র লিখিতেছেন, সেই ঘরে একটী নূতনলোক প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই রডিন উঠিয়া দাঁড়াইলেন;—দন্তে লেখনী, হস্ত শূন্য। নম্রভাবে সেই লোকটীকে অভিবাদন করিয়া রডিন ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন; মুখে একটীও কথা কহিলেন না। রডিন এতক্ষণ বসিয়া ছিলেন, তাহার অবয়বের পরিমাণ জানা যাইতেছিল না, যখন দাঁড়াইলেন, তখন বুঝা গেল, অতি খর্ব্ব, অতি কৃশ। নীরবে আগন্তুককে

অভিবাদন করিয়াই রডিন নীরবে স্বকীয় আসন গ্রহণ করিলেন ; যে কার্য্য করিতেছিলেন, তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আগন্তুকের আকার দীর্ঘ, বয়স অনুমান ৩৬।৩৭ বৎসর। চক্ষের দীপ্তি অতি চমৎকার। মিলিটারী ধরণের পোষাক পরা। তাঁহার প্রশস্ত ললাট এবং তীক্ষ্ণকটাক্ষ দেখিয়া বোধ হয়, লোকটী বেশ বুদ্ধিমান্। সংসারের সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞলোক বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। লোকটীর পরিচয় প্রকাশ হইবার অগ্রে আগন্তুক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল বাস্তবিক তাহা নহে। ইনিই ঐ রডিনের প্রভু। রডিন ইঁহার সেক্রেটারী। রডিনকে সম্বোধন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডঙ্কার্ক হইতে কোন পত্র আসিয়াছে ?" রডিন উত্তর করিলেন, "ডাক এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই।"

প্রভু কহিলেন, "আমার মাতা কেমন আছেন, নিশ্চিত সমাচার না পাইয়া আমি বড়ই উদ্বিগ্ন রহিয়াছি। শুনিয়াছিলাম, ব্যাধির শান্তি হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে বলাধান হইতেছে, এখনকার অবস্থা কি, সেণ্ট দিজিয়ারের রাজরাণীর পত্র পাইলে বিশেষ বৃত্তান্ত আমি জানিতে পারিব, এইরূপ আশা করিয়া রহিয়াছি। অদ্য প্রাতঃকালেই তাঁহার পত্র পৌঁছিবার কথা।"

অতি সংক্ষেপে রডিন উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়ই শুভ সমাচার সমাগত হইবে।"

প্রভু কহিলেন, "নিশ্চয়ই সুসমাচার আসিবে। রাজরাণী আমাকে লিখিয়াছিলেন, আমার জননী পীড়িতা হইলে তিনি স্বয়ং সুন্দররূপ সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা যদি তিনি না করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে সেখানে যাইতে হইত। অথচ আমি এখানে একদণ্ড না থাকিলে চলে না।"—কথাগুলি বলিতে বলিতে ডেস্কের নিকটে উপস্থিত হইয়া সেক্রেটারীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদেশের চিঠিপত্রের সমস্ত সার সংগ্রহ করা হইয়াছে ?"—রডিন উত্তর করিলেন, "এই সকল বিবরণ রহিয়াছে।" প্রভু কহিলেন, "আমি যেরূপ বলিয়াছিলাম, সেই প্রকার চিঠিগুলি খামের ভিতর করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থলে প্রেরিত হইতেছে ত ? ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে সেইরূপ মোড়ক হইয়া আসিতেছে ত ?"—রডিন কহিলেন, "সর্ব্বদাই।"

প্রভু কহিলেন, "ঐ সকল চিঠির মর্ম্মগুলি পাঠ করিয়া আমাকে শুনাও। কোন চিঠির জবাব দেওয়া আবশ্যক কি না, আমি দেখিব।" এই কথা বলিয়া হাত দুখানি পশ্চাতে রাখিয়া তিনি গৃহের এধার ওধার পাইচারী করিতে লাগিলেন। রডিন একতাড়া কাগজ হাতে করিয়া একখানি কাগজ হইতে এইরূপ পড়িতে লাগিলেন :—

"ডন রেমণ্ড অলিভারেজ ক্যাডিজ হইতে ১৯ নং চিঠি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবেন। সে পলায়নে তাঁহার কোন সংস্রব নাই, ইহাই তিনি বলেন।"

প্রভু।—আচ্ছা, নথীর সামিল কর।

রডিন।—রিগা রাজ্যের কাউণ্ট রমানফ অর্থের অনাটনে কিছু দায়গ্রস্ত হইয়াছেন।

প্রভু।—ডুপ্রেসিস্‌কে বলিও, তাঁহাকে ৫০টী টাকা পাঠাইয়া দেন। আমি পূর্ব্বে তাঁহার সেনাদলে কাপ্তেনের কার্য্য করিতাম। তিনি আমাদিগকে উত্তম উত্তম সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকেন।

রডিন।—ফিলাডেলফিয়াতে এক জাহাজ ফরাসী ইতিহাস পৌঁছিয়াছে। আমাদের মতাবলম্বী শিষ্যগণ তাহা প্রাপ্ত হইয়া পুলকিত

হইয়াছেন। সেই রকমের আরও কতকগুলি পুস্তক তাঁহারা চাহেন।

প্রভু।—আচ্ছা, লিখিয়া দাও; ডুপ্রেসিস্‌কে ঐ কথা লিখিয়া পাঠাও। তার পর?

রডিন।—নামুর হইতে মস্থর এস্‌পিওলার আর্ডুইনের সম্বন্ধে নূতন গুপ্ত রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রভু।—আচ্ছা দেখিতে হইবে।

রডিন।—আর্ডুইনও এস্‌পিওলারের সম্বন্ধে তথা হইতে গুপ্ত রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রভু।—আচ্ছা, তাহাও দেখিতে হইবে।

রডিন।—ইটালী রাজ্যের কোন কোন অংশে সাধারণ লোক উত্তেজিত হইয়াছে। জনকতক আন্দোলনকারী ফ্রান্সের দিকে নেত্র-সঞ্চালন করিতেছে। মিলান হইতে আসেনী লিখিয়াছেন, কতকগুলি ছোট ছোট পুস্তক তথায় বিতরণ করা অতি আবশ্যক। ফরাসীরা অধার্ম্মিক, লম্পট, লোভী এবং নরান্তক, ইহাই লিখিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে।

প্রভু।—বেশ কথা। সাধারণতন্ত্রের যুদ্ধের সময়ে আমাদের সৈন্যগণ ইটালীতে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। জ্যাকুইস ডুমোলিন ঐ প্রকার পুস্তক লিখিতে বিলক্ষণ দক্ষ, তাঁহাকেই তুমি তদ্বিষয়ে নিযুক্ত করিও।

রডিন এই প্রকারে অনেকগুলি পত্রের নির্ঘণ্ট শুনাইলেন, প্রভুর মুখ হইতে উপযুক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। আরও কতকগুলি পাঠ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, ইত্যবসরে বহির্দ্বারে পুনরায় দুইবার ঘণ্টাধ্বনি। রডিনের প্রভু আজ্ঞা দিলেন, "যাও, দেখ, কে আসিল?" রডিন উঠিয়া দেখিতে গেলেন, তাঁহার প্রভু গৃহমধ্যে পাইচারী করিতে লাগিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে অন্যমনস্কভাবে সেই প্রকাণ্ড গোলাকার বেদীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ক্রুস সেই বেদীর উপর বিকীর্ণ রহিয়াছে, নীরবে সেইগুলি দেখিতে লাগিলেন। রডিন ফিরিয়া আসিলেন;—সংবাদ দিলেন, "ডাকহরকরা আসিয়াছে; এই সকল চিঠি আনিয়াছে। ইহার মধ্যে ডক্কার্কের কোন চিঠি নাই।"

বিস্মিত হইয়া প্রভু কহিলেন, "একখানিও নাই? জননী কেমন আছেন, কিছুই আমি জানিতে পারিব না? আরও ৩৬ ঘণ্টা বিলম্ব; আমাকে এই দেড়দিন আমাকে উদ্বিগ্ন থাকিতে হইবে?"—রডিন কহিলেন, "উদ্বেগের কারণ কি? বিশেষ কোন সংবাদ থাকিলে রাজরাণী অবশ্যই লিখিতেন। বোধ হয়, সমস্তই শুভ, আপনার জননী ক্রমশই আরোগ্যলাভ করিতেছেন।"

প্রভু।—হাঁ, তুমি যথার্থই অনুমান করিতেছ, কিন্তু আমার চিন্তা কমিতেছে না। কল্য যদি সন্তোষকর সমাচার না আইসে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই রাজরাণীর রাজ্যে যাত্রা করিব। জননী এই শরৎকালে কেন সেখানে থাকিবেন? সেখানে থাকিলে তাঁহার শরীর ভাল থাকিবে না, ইহাই আমার আশঙ্কা।"—বলিতে বলিতেই তিনি একবার থামিলেন; আবার পরিক্রমণ আরম্ভ করিলেন। অন্যদিকে মুখ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ঐ সকল চিঠি যাহা তুমি এখন পাইয়াছ, ওগুলি কোথা হইতে আসিয়াছে?"

ডাকের মোহরাঙ্কন দর্শন করিয়া রডিন উত্তর করিলেন, "এই চারিখানার মধ্যে তিনখানাতে সেই পদকের সংবাদ।

প্রভু।—ধন্য পরমেশ্বর! সে সংবাদ অবশ্যই শুভ হইবে।

রডিন।—আর একখানা চার্লস টাউন হইতে আসিয়াছে। এখানা কিছু বড়।

আমি বোধ করি, ইহাতে মিশনরী গৌত্রিলের সংবাদ আছে। আর একখানা বাতাবিয়ার; এ চিঠিতে কি থাকা সম্ভব? নিঃসন্দেহ ভারতবর্ষীয় জাল্‌মার কথা। আর একখানা লিপ্‌জিকের; এখানাতে বিশেষ দরকারী কথা আছে। ব্যাঘ্রক্রীড়ক মোরক আমাদের উপদেশমতে যে কার্য্য করিয়াছে, কল্যকার চিঠিতে তাহার অনিশ্চিত সংবাদ ছিল। এ চিঠিতে নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া যাইবে। সেনাপতি সাইমনের কন্যারা পারিসে আসিতে পারিবে না, মোরক তাহার উপায় করিয়াছে।

সেনাপতি সাইমনের নাম শুনিয়া রডিনের প্রভুর বদনমণ্ডল যেন মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমার ন্যায় মলিন হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অভিনব অনুজ্ঞা।

মার্শেল সাইমনের নামশ্রবণে—মার্শেল সাইমনের প্রকৃতিস্মরণে রডিনের প্রভুর এক প্রকার যেন মানসিক মূর্চ্ছা আসিয়াছিল। সে ভাব অপগত হইলে রডিনকে তিনি কহিলেন, "লিপ্‌জিক, [illegible]র, চার্লসটাউন আর বাতাবিয়া হইতে যে সকল পত্র আসিয়াছে, তাহা এখন খুলিও না; একটু পরেই ঐ সকল পত্রের নির্ঘণ্টের মীমাংসা করা হইবে। এখন একবার পাঠ করিয়া মীমাংসার সময় পুনর্ব্বার পাঠ করা কেবল পণ্ডশ্রম। সেরূপ বৃথা পরিশ্রমের আবশ্যকতা নাই।"

ভাবার্থ পরিগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া রডিন বিস্মিতনয়নে প্রভুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "পদকের কথা যাহাতে আছে, তাহার সারাংশ লিখিয়া লইয়াছ?"—রডিন উত্তর করিলেন, "তাহাই আমি লিখিতেছিলাম; আমার হস্তেই তাহা রহিয়াছে।"

প্রভু কহিলেন, "ঐর সার কথাগুলি আমার কাছে পাঠ কর। আর ঐ তিনখানি জালরঙ্গের চিঠির মর্ম্ম লিখিয়া লও।"—রডিন কহিলেন, "সত্যকথা, একসঙ্গে লেখা থাকিলেই বুঝিবার সুবিধা হইবে।" প্রভু কহিলেন, "তাহা ত হইবেই। যত পরিষ্কার হয়, ততই ভাল। একবার দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, ইহাই আমার ইচ্ছা। আর দেখ, যে লোকের সম্বন্ধে এই সকল কার্য্য করা হইতেছে, সে ইহার কিছুই জানিতে না পারে, এমন কৌশল আবশ্যক। সেটা ত তুমি ভুলিয়া যাও নাই?"—রডিন কহিলেন, "সে উপদেশ সর্ব্বক্ষণ আমার অন্তরে জাগিতেছে। পত্রাবলীও সেই ভাবে লিখিত হইতেছে।"—প্রভু কহিলেন, "আচ্ছা, পড়।"

রডিন পড়িতে লাগিলেন :—

"একশত পঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হইল, ফরাসী প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের এক পরিবার ইচ্ছা করিয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। তাহাদিগের দেশত্যাগের হেতু এই যে, পবিত্র ধর্ম্মশালার বিপক্ষে যে দৃঢ়তর নিয়ম জারী হইয়াছিল, তাহার বিদলন পরিহার করা! বিপক্ষ সম্প্রদায়ের সন্তাগণ আমাদের পবিত্রধর্ম্মের জাতবৈরী।

"সেই পরিবারের কতকগুলি লোক হলণ্ডে গিয়া আশ্রয় লন। তাহার পর ওলন্দাজ উপনিবেশসমূহে গমন করেন। কেহ কেহ পোলাণ্ডে, কেহ কেহ জর্ম্মনীতে, কেহ কেহ ইংলণ্ডে এবং কেহ কেহ আমেরিকারাজ্যে উপনিবেশ করেন।

"অনুমান করা হইয়াছিল, সেই পরিবারের কেবল সাতটীমাত্র বংশধর বিদ্যমান আছে। তাহাদের প্রতিনিধিগণ সমাজের সকল শ্রেণী-তেই মিশ্রিত হইতেছেন। রাজদরবারেও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ম্মশালার কারিকরগণের দোকানেও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের গতিবিধি দৃষ্ট হয়।

"সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অথবা পরম্পরা-সম্বন্ধে সেই সাতজন এই :—

"অপ্রাপ্তবয়স্কা রোজী ও বিলাসী সাইমন।"

"সেনাপতি সাইমন ওয়ার্সা নগরে বিবাহ করেন। তিনিও ঐ বংশের একজন উত্তরজন্মা।

"ফ্রাঙ্কইস্ হার্ডি, পারিসের নিকটবর্ত্তী প্লেসিস্ প্রদেশের কারখানাওয়ালা।"

"ভারতবর্ষের মণ্ডীর রাজা রাজাসিংহের পুত্র রাজকুমার জালমা।

"১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজাসিংহ পূর্ব্বোক্ত-বংশের একটী কন্যাকে বাতাবিয়া নগরে বিবাহ করেন। যাঁহার সঙ্গে বিবাহ হয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ওলন্দাজ-উপনিবেশ, যবদ্বীপের অন্ত-র্গত বাতাবিয়া নগরে বাস করিতেছিলেন।"

এগুলি গেল মাতৃপক্ষের, পিতৃপক্ষে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের নাম এই :—

"জাকুইস্ রেণিপণ্ট, ডাকনাম স্লিপিং বক্স্ কারিকর।

"কুমারী অদ্রিয়াণী কার্দ্দবিলী, ইনি কার্দ্দ-বিলীর ডিউক্ কাউণ্ট রেণিপণ্টের কন্যা।

"গেব্রিল রেণিপণ্ট। ইনি এখন বিদেশী মিশনের পুরোহিত। ঐ পরিবারের সকলেই এক একখানি পদক ধারণ করেন। যাঁহা-দের অধিকারে সে পদক নাই, তাঁহাদেরও তাহা ধারণ করা উচিত। পদকের উপরে যাহা খোদিত আছে, তাহা এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। পদকাঙ্কনের কথাগুলি, বর্ষগুলি, দিনগুলি, সমভাবে ইহাই বুঝাইতেছে যে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রু-য়ারী তারিখে তাঁহারা সকলেই পারিসনগরে উপস্থিত হইবেন। উকীল পাঠাইতে হইবে না। বিবাহিতই হউক, অবিবাহিতই হউক্, বয়ঃপ্রাপ্তই হউক অথবা অপ্রাপ্তব্যবহারই হউক, ঠিক ঐ তারিখে রাজধানীতে উপস্থিত হওয়া চাই-ই চাই। তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সকলেরই ভাগ্য প্রসন্ন হইবে।

"কতকগুলি লোকের এমন বাসনা যে, কেবল ঐ বিদেশী মিশনের পুরোহিত গেব্রিল রেণিপণ্ট ব্যতীত উক্ত পরিবারের আর কেহ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পারিস নগরে উপস্থিত হইতে না পারে।

"এখন আমাদের দেখা উচিত, সার্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্বে উপরি উক্ত পরিবারের উত্তরাধি-কারিগণের সম্বন্ধে যে নিয়ম অবধারিত হই-য়াছে, সে নিয়মানুসারে যে কোন উপায়েই হউক্, কেবল এক গেব্রিল রেণিপণ্টকে ঐ নির্দ্ধারিত দিবসে পারিসনগরে উপস্থিত করা; উপস্থিত করিবার চেষ্টা করা। তাহাতে যতই বিঘ্ন-বাধা অথবা বিপদসম্ভাবনা থাকুক্, সম-স্তই অতিক্রম করিতে হইবে।

"অবশিষ্ট ছয়জন উত্তরাধিকারীকে নির্দ্দিষ্ট দিবসে পারিসে আসিতে না দেওয়া অথবা আসিয়া উপস্থিত হইলেও মনোরথ বিফল করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তৎসংকল্প-সাধনে ইতিমধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া

হইয়াছে। সিদ্ধিসাধন এখন ভবিষ্যতের গর্ভে। সে সাধনকল্পেও আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। সে সিদ্ধির যে ফল, বর্ত্তমান যুগে তাহা অতি দুর্ল্লভ। আমাদের সমাজের পক্ষে তাহা অতুল্য উপকারপ্রদ।"

এই পর্য্যন্ত পাঠ করা হইলে সহসা বাধা দিয়া রডিনের প্রভু একটু ক্ষুণ্ণভাবে মস্তক-সঞ্চালনপূর্ব্বক কহিলেন, "কথাগুলি সমস্তই সত্য, উহার সমস্ত লিখিয়া লও। অধিকন্তু তৎ-সিদ্ধির ফল গণনা করিয়া স্থির করা যায় না। বিফলমনোরথ হইলে আমাদের যে কি অপকার ঘটিবে, তাহাও গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। কত শত বৎসর সেই আঘাতে সমাজ মুমূর্ষু অবস্থায় থাকিবে, অথবা থাকা না থাকা সমান হইবে, ইহাই আমাদের মনে উদয় হইতেছে। অতএব সিদ্ধির নিমিত্ত যথাশক্তি যথাসাধ্য [illegible] করা কর্ত্তব্য। কোন প্রকার চেষ্টাই পরিত্যাগ করা হইবে না। পরিত্যজ্য তবে কি? কেবল প্রকাশ হওয়া। আমরাই যে ঐ সকল চেষ্টা করিতেছি, এটা যেন কেহই কিছু জানিতে অথবা জানিতে না পারে। সকলেই যেন চক্ষুনেত্রে দেখিতে পায়, তৎসম্বন্ধে আমরা সকলেই নির্লিপ্ত।"

উপদেশমত রডিন সেই কথাগুলি তৎক্ষণাৎ লিখিয়া লইলেন। লেখা সমপ্ত হইলে পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

"প্রস্তাবিত গুরুকার্য্য সাধন করিবার উদ্দেশে উল্লিখিত পরিবারের বর্ত্তমান সপ্ত পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুপ্ত-বিবরণ জানাইয়া রাখা আবশ্যক।

"সেই সকল বিশেষ বিবরণ বিশ্বস্তসূত্র হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। সময় উপস্থিত হইলে তাহা আমাদের বিশেষ উপকারে আসিবে। বিবরণগুলি এই প্রকার ঃ—

প্রথম।

"রোজী এবং বিলাসী সাইমন, যমজ সহোদরা। বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চদশবর্ষ; পরমাসুন্দরী; অভেদ রূপ; এত অভেদ যে, একটীকে বদল দিয়া অপরটীকে আনিতে পারা যায়। কেহই কিছু চিনিতে পারে না। অতি বিনম্র সুশীল প্রকৃতি; কিন্তু অবশ্যকর্ত্তব্য কঠিনকার্য্যে অগ্রবর্ত্তিনী। সাইবিরীয়ার বনমধ্যে তাহাদের জননীর দ্বারা প্রতিপালিতা;—জননীর দ্বারা শিক্ষিতা। তাহাদের জননী মহাবুদ্ধিমতী এবং অদ্বৈতবাদিনী স্ত্রীলোক ছিলেন, সুতরাং বালিকারা আমাদের এই পবিত্র কাথলিক খৃষ্টধর্ম্মের কিছুমাত্র সূত্র জ্ঞাত নহে।

"মার্শেল সাইমন যখন রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন, তাঁহার স্ত্রী তখন গর্ভবতী। ঐ কন্যারা তখন জননীজঠরেই অবস্থান করিতেছিল। দুটী কন্যা জন্মিয়াছে, মার্শেল সাইমন আজ পর্য্যন্ত তাহা অবগত হন নাই।

"পঞ্চদশবর্ষ কন্যাদুটী আপনাদের মাতার সহিত সাইবিরীয়াতেই বনবাসিনী ছিল। নির্দ্দিষ্ট ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্যারিসে তাহারা না পৌছিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের মাতাকে তথা হইতে আরও বহুদূরে নির্ব্বাসিত করিবার আদেশ হয়; কিন্তু সেই আদেশপ্রাপ্তির তিনদিনের মধ্যেই তাহাদের মাতা বিসূচিকা-রোগে প্রাণত্যাগ করেন। সাইবিরীয়ার গবর্ণর সম্পূর্ণরূপেই আমাদের মতস্থ, আমাদের সম্প্রদায়স্থ প্রধানলোক। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় তাঁহার মতিভ্রম ঘটিয়াছিল। বালিকাদের সম্বন্ধে তিনি একটা বিষম ভ্রমে পড়িয়াছিলেন, মার্শেল সাইমনের বনিতাই কেবল অপরাধিনী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার কন্যাটীকে আর দূরদেশে বনবাসিনী করা নিষ্প্রয়োজন। সেই সময় ঐ

কন্যাদের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট এক আবেদন উপস্থিত হয়। সেই আবেদনে কন্যা-দুটীর পারিসে আসিবার প্রার্থনা। কিন্তু গবর্ণর সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন, মেয়েরা এখন একজন বিশ্বস্ত বৃদ্ধ সৈনিকের সহিত পারিসে আসিতেছে।

"এই বৃদ্ধ সৈনিক বিশেষ অধ্যবসায়শীল, স্বকার্য্যনিপুণ, প্রভুভক্ত এবং কৃতসঙ্কল্প। আমাদের পক্ষীয় লোকেরা সেই ব্যক্তিকে 'ভয়ঙ্কর' বিশেষণে বিশেষিত করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় এই লোক আমাদিগকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিতে পারে।

"মার্শেল সাইমনের কন্যাদুটী কোনপ্রকার যোবের লেশও জানে না। এক্ষণে জানা হইয়াছে, লিপজিক্ সহরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে তাহাদিগাক আটক রাখা হইয়াছে।"

পুনরায় এইখানে বাধা দিয়া রডিনের প্রভু কহিলেন, "থাক্, এইবার লিপ্‌জিকের পত্রখানা পড়। মেয়েরা আটক পড়িয়াছে, কথাটা সত্য কি না, ঐ পত্রেই জানা যাইবে।"

রডিন পড়িতে লাগিলেন।—পড়িতে পড়িতে আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "চমৎকার সংবাদ! কুমারীরা তাহাদের অভিভাবক সৈনিকের সহিত হোয়াইট ফ্যাল্কন সরাই হইতে রাত্রিকালে পলায়ন করিয়াছিল, মকারেণ গ্রামের তিন ক্রোশ দূরে ধরা পড়িয়াছে। তাহাদিগকে লিপ্‌জিক সহরে প্রেরণ করা হইয়াছে। অপরিচিত নিরাশ্রয় ভিখারী বলিয়া লিপ্‌জিকের কারাগারে সেই মেয়েদুটীকে কয়েদ রাখা হইয়াছে। রাজবিদ্রোহী বৃদ্ধ সৈনিক একজন মাজিষ্ট্রেটকে প্রহার করিয়াছিল, সেই অপরাধে তাহাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।"

আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া রডিনের প্রভু কহিলেন, "তবেই বেশ বুঝা গেল, সেই কুমারীরা নির্দ্দিষ্ট ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কোন ক্রমেই পারিসে পৌছিতে পারিবে না। জর্ম্মণীর কার্য্যপ্রণালীর এই প্রকরণগুলি ঐ পত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া লও।"

সেক্রেটারী রডিন প্রভুর এই আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। প্রভু কহিলেন, "পড়িয়া যাও।"—রডিন আবার পড়িতে লাগিলেন:—

দ্বিতীয়।

"ফ্রান্সইস্ হার্ডি, পারিসের নিকটবর্ত্তী প্লেসিসর কুটীয়াল। বয়স ৪০ বৎসর। কার্য্যদক্ষ, বুদ্ধিমান্, বহুজ্ঞ, সাধুলোক। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় আদর করে। সকলের মঙ্গলে তিনি অভিলাষী। এই সকল গুণ তাঁহার আছে; কিন্তু আমাদের পবিত্রধর্ম্মের কর্ত্তব্যপালনে তিনি অবহেলা করেন। এই কারণে তাঁহাকে ভয়ঙ্করলোক বলিয়া গণ্য করিতে হয়। অপরাপর কারখানাওয়ালারা তাঁহাকে ঘৃণা করেন। বিশেষতঃ ব্যারণ ত্রিপদ নামে কারখানাওয়ালা তাঁহার দারুণ প্রতিযোগী। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে সহজেই উত্থান করিতে পারেন। আর কিছু করা যদি আবশ্যক বোধ হয়, তাহাও স্থির করা যাইবে। অনেক দিবসাবধি এই হার্ডির প্রতি নজর রাখা হইয়াছে।

"পারিবারিক পদকের কি গুণ, ফ্রান্সইস্ হার্ডি তাহা কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। আমাদের পক্ষীয় লোকেরা তাঁহাকে অন্যপ্রকার অর্থে সেই পদকের নিরর্থকতা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিজেরই একজন প্রিয়বন্ধু তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছেন। তাঁহারই দ্বারা আমরা তাঁহার গুহ্যবিবরণ জানিতে পারিতেছি।"

তৃতীয়।

"রাজকুমার জাল্‌মা, বয়স অষ্টাদশ বর্ষ; বুদ্ধিমান্‌, বীর, সাধু, কার্য্যতৎপর, স্বাধীন, উদ্ধত, মার্শেল সাইমনের প্রিয়বন্ধু। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে এই রাজপুত্র তাঁহার পিতা রাজাসিংহের সেনাদলে নাম [illegible] করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরাজের সহিত তাঁহাদের যে যুদ্ধ হয়, কুমার জাল্‌মা সেই যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন। জাল্‌মার জননী [illegible] তাপিতা বর্ত্তমানে অল্পবয়সে লোকলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কুমার জাল্‌মা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ বিমর্ষ থাকেন। তাঁহার মাতামহপরিবার বাতাবিয়াদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর কুমার জাল্‌মা তাঁহার মাতামহের বিষয়ের অধিকারী হন নাই। তাঁহার পিতাও সে বিষয়ের প্রতি [illegible] রাখেন নাই। প্রস্তাবিত পদকের কি [illegible] জাল্‌মা তাহার কিছুই জানেন না, [illegible] নিশ্চয়। যদি কিছু জানিতেন, তাঁহা হইলে জননীর মৃত্যুর পর মাতৃসম্পত্তিতে দাবী করিতে কখনই তিনি নিরস্ত থাকিতেন না। কেন না, সেই পদকটী তাঁহার মাতৃসম্পত্তির অন্তর্গত।"

রডিনের প্রভু এইখানে আবার বাধা দিলেন;—কহিলেন, "বাতাবিয়ার পত্রখানি পড়। উহাতে আমরা রাজকুমার জাল্‌মার আরও অনেক বৃত্তান্ত জানিতে পারিব।"

বাতাবিয়ার পত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া সানন্দস্বরে রডিন বলিয়া উঠিলেন, "ইহাতেও সুসমাচার! যশুয়া—ভান-ডায়েল, বাতাবিয়ার সওদাগর; তিনি আমাদের পণ্ডিচারীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে তিনি সংবাদ পান, ইংরাজের সহিত শেষযুদ্ধে ভারতবর্ষের সেই বৃদ্ধ রাজা রাজাসিংহ মারা পড়িয়াছেন। তাঁহার পুত্র জাল্‌মা পিতৃসিংহাসনে বঞ্চিত হইয়াছেন; রাজবন্দীর ন্যায় এক্ষণে তিনি ভারতের এক দুর্গে অবস্থিতি করিতেছেন।"

পুনরায় এইস্থানে বাধা দিয়া রডিনের প্রভু কহিলেন, "অক্টোবরমাস প্রায় শেষ। রাজকুমার জাল্‌মা এখন যদি মুক্তিলাভ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করেন, তাহা হইলেও কদাচ ফেব্রুয়ারী মাসে পারিসে পৌঁছিতে পারিবেন না।"

রডিন পড়িতে লাগিলেন ঃ—

"জাল্‌মাকে পারিসে পাঠাইতে কৃতকার্য্য হইলেন না বলিয়া তাঁহার মাতামহ ভান-ডায়েল বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। বোধ করুন, কুমার জাল্‌মা যদি বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অথবা দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া সঙ্কল্পসাধনে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বাতাবিয়ায় আসিবেন; মাতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকার দাবী করিবেন; কারণ, সেই সম্পত্তি ভিন্ন সংসারে এখন তাঁহার অন্য সম্পত্তি কিছুই নাই। তাহা যদি ঘটে, ভান ডায়েলের স্নেহ বাৎসল্যের উপরেই আমাদের সিদ্ধি · অসিদ্ধি নির্ভর করিবে।"

এই স্থলে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া রডিনের প্রভু কহিলেন, "জাল্‌মার কারাবাসের সহিত তাঁহার পিতৃনিধন ও সেনাপতি সাইমনের প্রসঙ্গ ভান-ডায়েল কিছুই লিখেন নাই?"

রডিন কহিলেন, "সে কথা কিছুই নাই।"

প্রভু কহিলেন, "তাহার পর?"

রডিন পড়িতে লাগিলেন ঃ——

চতুর্থ।

"জাকুইস্ রেণিপণ্ট, ডাকনাম স্লিপিং বক; ব্যারণ ত্রিপন্দের কুঠীর কারিকর। এই কারিকর মাতাল, অলস, অপব্যয়ী, গণ্ডগোলপ্রিয়। জ্ঞানবুদ্ধি আছে, কিন্তু আলস্যে ও

মত্ততায় তাহার দক্ষ নিকাশ করিয়াছে। তাহার এক উপপত্নী আছে, তাহার নাম সিফাইস্ সলিভা; ডাকনাম ব্যাকানেল কুইন। আমাদের একজন বন্ধু সেই গণিকার সহিত আলাপ করিয়াছেন। জ্যাকুইস্ রেনিপণ্ট যাহাতে নির্দ্দিষ্ট ১৩ই ফেব্রুয়ারী দিবসে পারিসে পৌঁছিতে না পারেন, তাঁহার উপপত্নীর দ্বারাই তাহার উপায় হইবে। আমাদের সেই বন্ধুটী সেই কার্য্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন।"

পঞ্চম।

"গেব্রিল রেনিপণ্ট, বিদেশী মিশনের পুরোহিত; পূর্ব্বোক্ত চারিজনের জ্ঞাতি; কিন্তু সেই জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধ গেব্রিল নিজে কিছুমাত্র জানেন না। তাঁহার মাতাপিতা নাই। নিরাশ্রয়ে পড়িয়াছিলেন, একজন সৈনিকের স্ত্রী ফ্রানসিস্ বাদোইন তাঁহাকে কুড়াইয়া পাইয়া পালন করিয়াছেন। গেব্রিল সেই ফ্রান্সিস্ বাদোইনের পালিতপুত্র। ফ্রান্সিস্ বাদোইনের সৈনিক স্বামীর নাম দাগোবার্ট।

"আসিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি সেই সৈনিক যদি পারিসে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে অবশ্যই উপযুক্ত মন্ত্রণা দিবেন। তাঁহার স্ত্রী অতি সরলা। লেখাপড়া জানেন না, সুতরাং আশুপ্রত্যয়ী। তাঁহার অন্তরে অসীম দয়া। নানাপ্রকার কৌশলে আমরা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া লইয়াছি। তাঁহারই উত্তেজনায় গেব্রিল ধর্ম্মযাজকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। সে পদ গ্রহণে গেব্রিলের নিজের প্রবৃত্তি ছিল না।

"গেব্রিলের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর। তাঁহার বদনে যেমন দেবভাব প্রকাশ পায়, চরিত্রও সেইরূপ দেবোপম। তাঁহার ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অপরলোকের আদর্শ। একটী দুঃখের বিষয়, শৈশবাবধি স জ্ঞান ছিল না। দাগোবার্টের পুত্র এগ্রিকোলা। সেই যুবক অত্যন্ত গোঁয়ার। শৈশবাবধি গেব্রিল সেই এগ্রিকোলার সঙ্গে একত্র লালিতপালিত। এগ্রিকোলা একজন কারিকর মিস্ত্রী। সঙ্গীতরচনায় তাহার পাণ্ডিত্য আছে, কারিকরও ভাল। মস্যুর হার্ডির কারখানায় সেই এগ্রিকোলা কর্ম্ম করে। তাহার মাতৃভক্তি যথেষ্ট; সততাও বেশ, পরিশ্রমীও ভাল; কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান কিছুই নাই। এই জন্য তাহাকে ভয়াবহ বলিয়া বিশ্বাস। গেব্রিলের সঙ্গে তাহার ভ্রাতৃভাব, সেই কথা স্মরণ করিলে আমাদের বড় ভয় হয়।

"গেব্রিলের শরীরে অনেক গুণ থাকিলেও এক এক সময় তাঁহার চাঞ্চল্য দেখা যায়। সেই জন্য তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমাদের অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। স্বপদে কিঞ্চিৎ ভ্রম ঘটিলে অথবা প্রকৃতিচ্যুতি উপস্থিত হইলে গেব্রিল যথার্থই আমাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারেন। কাজে কাজেই সাবধানতা আবশ্যক। চিরদিন সাবধান থাকিত হইবে না, ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সাবধানতাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সেই দিন যদি গেব্রিলকে পারিসে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই আমাদের জয় জয়কার! আমাদের সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না।

"আমরা বিলক্ষণ সাবধান আছি; সাবধান হইয়াই গেব্রিলকে মার্কিণ মিশনে প্রেরণ করিয়াছি। তাঁহার ধর্ম্মভাবের সহিত সুমধুর কণ্ঠ তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার উচ্চপদস্থ পাদরী সাহেবেরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, আপন জীবনকে গেব্রিল যেন কোন সূত্রে বিপদ্গ্রস্ত না করেন, সর্ব্বদাই তাঁহারা তাঁহাকে এই

উপদেশ দেন, তাঁহারাই যত্ন করিয়া তাঁহাকে পারিসে পাঠাইয়া দিবেন। আমরাও তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছি। ফেব্রুয়ারীর দুই একমাস পূর্ব্বে গেব্রিল যদি রাজধানীতে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলে আরও ভাল। পাদরী মহাশয়েরা যেন সেই চেষ্টাই করেন।

"নবেম্বর মাসের প্রথমেই গেব্রিল আমেরিকা হইতে জাহাজ আরোহণ করিয়া ফ্রান্সাভিমুখে যাত্রা করিবেন। তিনি ফ্রান্সে উপস্থিত হইলে আর আমাদিগের কোন ভয় থাকিবে না।"

রডিনের প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া আদেশ করিলেন,"এ কথাগুলি তোমার স্মারকলিপিতে লিখিয়া লও। তাহার পর কি আছে, পাঠ কর।"—রডিন পুনরায় পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

"অদ্রিয়াণী রেণিপন্ট, জাকুইস্ রেণিপন্টের দূরকুটুম্ব; গেব্রিলও রেণিপন্টেরও দূরকুটুম্ব। বয়ঃক্রম প্রায় একবিংশতিবর্ষ, অসাধারণ সুন্দরী। সংসারে তাদৃশী সুন্দরী অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়। বুদ্ধিও অতি প্রখরা; অতুল ধনের ঈশ্বরী। কাহারও অধীনতাস্বীকারে এই তেজস্বিনী সুন্দরী কদাচ সম্মত নহেন। ইহাঁর ভবিষ্যৎ ভাগ্য কিরূপ হইবে, ইহা ভাবিয়াই অনেকে কম্পিত হন। ব্যারণ ত্রিপদ তাঁহার অভিভাবক। যাহাতে তাঁহার উপকার হয়, ব্যারণ ত্রিপদ সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার চেষ্টা করেন। অদ্রিয়াণীর মেজাজ এক এক সময়ে এরূপ উগ্র হইয়া উঠে যে তিনি তখন কাহারও কোন কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাকে ভুলাইয়া কোন এক সংকল্প হইতে আশু বিরত করা কাহারও পক্ষেই সহজ হয় না। আমাদের দশা এই মহোপকারজনক সাধুবাক্য—"

এইখানে রডিনের পাঠ করা বন্ধ হইল। গৃহদ্বারে দুইবার করাঘাত। রডিন উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কে আসিয়াছে, দেখিবার জন্য বাহিরে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুকে কহিলেন, 'রাজরাণী একজন বার্ত্তাবহ প্রেরণ করিয়াছেন। দুইখানি চিঠি আসিয়াছে। এ চিঠিতে—"

কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়াই প্রভু ব্যগ্রস্বরে কহিলেন, "দাও দাও, চিঠি আমার হাতে দাও। এই চিঠিতেই আমার জননীর সমাচার পাইব।"—সেক্রেটারীর হস্ত হইতে চিঠি গ্রহণ করিয়া একখানির খাম খুলিয়া তিনি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই তিন পংক্তি পাঠ করিয়াই তাঁহার হস্ত কম্পিত হইল, বদন বিবর্ণ হইয়া গেল, মুখে কেমন একপ্রকার বিষাদচিহ্ন অঙ্কিত হইল। আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমার মা! হায় হায়! আমার মা!"

ভয়ে—বিস্ময়ে জড়ীভূত হইয়া রডিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘটিয়াছে?"

নেত্রমার্জ্জন করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে প্রভু উত্তর করিলেন, "আরাম হইবার লক্ষণগুলি উল্টাইয়া গিয়াছে! জ্বর আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে! পত্র বলিতেছে, বাঁচিবার আশা নাই! ডাক্তার বলিতেছেন, আমি সেখানে উপস্থিত হইলে প্রাণরক্ষা হইতে পারে। মা আমার সর্ব্বদাই অবিরাম আমাকে ডাকিতেছেন। মা বলিতেছেন, মৃত্যুকালে তাহাকে দেখিয়া যাইব। পুত্রের সাক্ষাতে সুখে মরিব। আহা! কি পবিত্র বাসনা! এ বাসনা যদি আমি পূর্ণ না করি, আমি মাতৃহত্যার পাতকী হইব। সময়ে যদি আমি তথায় উপস্থিত হইতে না পারি, নিশ্চয় নিশ্চয়ই আমি মাতৃঘাতী হইব। এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করিয়া, যানবাহনে দিবারাত্রি ক্রমাগত অগ্রসর

হই, সুখতৃষ্ণা ভুলিয়া ক্রমাগত-যদি অতিক্রত উড়িয়া যাই, তাহা হইলেও দুইদিন লাগিবে।”

পত্র আর পাঠ করা হইল না। সেক্রেটারীর প্রশ্নে ঐরূপ উত্তর দিয়াই তিনি জোরে জোরে তিনবার ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। একজন বৃদ্ধ ভৃত্য প্রবেশ করিল। ভৃত্যকে তিনি আজ্ঞা দিলেন, “গাড়ী প্রস্তুত করিতে বল, যে যে জিনিসপত্র আমার সঙ্গে যাইবে, শীঘ্র সমস্ত গুছাইয়া লও। ডাকের ঘোড়া প্রস্তুত রাখিবার জন্য দরোয়ান পাঠাও। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি যাত্রা করিব।”

দ্রুতপদে ভৃত্য বাহির হইয়া গেল। মা মা বলিয়া মাতৃবৎসল পুত্র বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। কম্পিতকণ্ঠে ঘন ঘন বলিতে লাগিলেন, “মা! আর কি আমি তোমাকে দেখিতে পাইব না? আর কি আমি তোমার কাছে বসিয়া মা বলিয়া ডাকিব না? উঃ! কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর!”—পুনঃপুন এই কথা বলিতে বলিতে মাতৃবৎসল বিদেশস্থ পুত্র একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন; যুগলহস্তে নয়ন-বদন আবরণ করিলেন। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল।

শোক অকপট। তাঁহার মাতৃভক্তি অকপট। স্বর্গীয় শ্রদ্ধা, স্বর্গীয় ভক্তি। সংসারে প্রবেশ করিয়া প্রায় নিয়তই তাঁহার পাপকর্ম্মে মতি, তথাপি জননীর পীড়া সঙ্কটাপন্ন, জননী এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না, এ অশুভ সংবাদে তাঁহার হৃদয়সাগর বিকম্পিত হইতে লাগিল।

তিনি ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে আর একখানি পত্র দেখাইয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, “মস্যুর ডুপ্‌লেসিস্ এই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। বিশেষ দরকারী পত্র; জরুরী খবর—”

“তুমিই দেখ, তুমিই পড়, জবাব লিখিয়া পাঠাও। আমার মাথার স্থিরতা নাই, বিষয়-কর্ম্ম ভাল লাগে না।”

শিরোনামের উপরিভাগ দেখাইয়া রডিন কহিলেন, “গোপনীয় সংবাদ, বিশেষ দরকারী; অপরের খুলিতে নিষেধ।”

একবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই প্রভুর গাত্রকম্প উপস্থিত। অন্তরে ভয়-ভক্তি একত্র। কম্পিতহস্তে পত্রখানি গ্রহণ করিয়া কম্পিতহস্তে খামখানি খুলিলেন। পত্রে কেবল গুটীকতক কথা লেখা।—“সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র আইস, এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না। মস্যুর ডুপ্‌লেসিস্ তোমার প্রতি কিরূপ আদেশ করিবেন, শীঘ্র আসিয়া শ্রবণ কর।”

নৈরাশ্যে অধীর হইয়া লোকটী বলিয়া উঠিলেন, “হা পরমেশ্বর! জননীকে না দেখিয়া অগ্রেই যাইতে হইবে? ভয়ানক! অসাধ্য! অসম্ভব! মা আমার হতাশে মরিয়া যাইবেন! আমি মাতৃঘাতী হইব!”

এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিতে করিতে উদাসনয়নে তিনি চারিদিকে চাহিতেছিলেন, লোহিতবর্ণ বহুক্রুসচিহ্নিত প্রকাণ্ড গোলকের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। হৃদয়-সমুদ্র যেন তোলপাড় করিয়া উঠিল। ইত্যগ্রে যে সকল কথা তাঁহার রসনা হইতে বিনির্গত হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। বদন যদিও বিষণ্ণ, কিন্তু সেই বিষণ্ণবদন ক্রমে ক্রমে গম্ভীর প্রশান্তভাব ধারণ করিল। চিঠিখানি তিনি সেক্রেটারীর হস্তে অর্পণ করিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “ঠিক ঠিক নম্বর দিয়া রাখ!”

চিঠিখানি গ্রহণ করিয়া দস্তুরমত নম্বর দিয়া রডিন সেখানি একটী নির্দ্দিষ্ট বাক্সমধ্যে রাখিয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া প্রভু পুনরায় কহিলেন, “সাবধানে কাজ কর।

মশ্যুর ডুপ্লেসিসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিও। পদকের বিবরণগুলি তাঁহাকে দেখাইও। কাহাকে কি লিখিতে হইবে, তাহা তিনি জানেন। বাতাবিয়া, লিপজিক, আর চার্লসটাউনে নির্দ্ধারণমত উত্তর লিখিও। সেনাপতি সাইমনের কন্যারা যাহাতে লিপজিক সহর পরিত্যাগ করিতে না পারে, যে কোন সূত্রেই হউক, তাহার উপায় করিও। গেব্রিল যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র পারিসে উপস্থিত হন, তাহার চেষ্টা করিও। কুমার জাল্মা যদি বাতাবিয়াতে উপস্থিত হন, মশ্যুর যশুয়া ভানক্লায়েমকে লিখিও, আমরা তাঁহার অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ আশা রাখি, কুমারকে যেন তিনি বাতাবিয়াতেই রাখিয়া দেন।"

সেক্রেটারীকে এই সকল আদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার প্রভু উদ্বিগ্নচিত্তে আপন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রডিন এদিকে প্রভুর আদেশমত সমাগত পত্রাবলীর প্রত্যুত্তর লিখিতে বসিলেন।

একঘণ্টা পরেই ডাকের ঘোড়াদের গলঘণ্টাধ্বনি বহির্ভাগে শ্রুতিগোচর হইল। বৃদ্ধভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া প্রভুকে সংবাদ দিল, গাড়ী প্রস্তুত।

রডিন শিরশ্চালন করিলেন। ভৃত্য বাহির হইয়া গেল। রডিন প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রভু তখন ম্লানবদনে একখানি পত্রহস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন; পত্রখানি তাঁহার হাতে দিয়া কহিলেন, "জননীর নামের পত্র, শীঘ্র তুমি এই পত্র দিয়া তথায় একজন দূত পাঠাও।"

এইগুলি তাঁহার শেষ কথা। মুমূর্ষু জননীকে দর্শন করিবার আশা হৃদয়মধ্যেই বিলুপ্ত হইল, বাৎসল্যের পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরতা আসিল, তিনি দ্রুতগতি নীচে নামিয়া গিয়া শকটারোহণ করিলেন। আশু স্তম্ভিতনিশ্বাসে শকটবান্‌কে কহিলেন, "ইটালী—ইটালী।"

অশ্বেরা শকটারোহীকে লইয়া দ্রুতবেগে ছুটিল। গাড়ী ছাড়িবার সময় প্রভুকে সেলাম দিয়া রডিন উপরে উঠিলেন। ঘরে আসিয়া রডিন আর সে রডিন নাই; পাণ্ডু ওষ্ঠ আলোহিত, ক্ষুদ্র চক্ষু সতেজ প্রদীপ্ত, অঙ্গযষ্টি ঋজু, বদন প্রসন্ন মুখে একপ্রকার মদগর্ব্বের হাস্যরশ্মি বিকসিত হইল। পৈশাচিক বদন স্বভাবসিদ্ধ বিকৃতভাব পরিত্যাগ করিয়া যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কেন তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন, তিনিই তাহা বুঝিলেন, যাঁহারা তাঁহার প্রকৃতি উত্তমরূপে অবগত আছেন, তাঁহারাও অল্প অল্প বুঝিতে পারিবেন।

সেইরূপ সহাস্য প্রফুল্লবদনে রডিন সেই প্রকাণ্ড গোলকের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিছু পূর্ব্বে তাঁহার প্রভু যেরূপে সেই গোলক দর্শন করিয়াছিলেন, নীরবে কিয়ৎক্ষণ তিনিও সেইরূপে সেই সচিত্র গোলক দর্শন করিলেন তদনন্তর সেই গোলকের উপর হেঁট হইয়া পড়িয়া তিনটী অঙ্গুলীদ্বারা লোহবর্ণক্রুশরেখা স্পর্শ করিলেন। সে তিনটীতে তিনটী নগরের নাম। জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে সেই তিনটী নগর। নাসাবক্র করিয়া রডিন সেই নাম তিনটী পড়িলেন;—লিপজিক, চার্লসটাউন—বাতাবিয়া।

নাম উচ্চারণ করিয়া তিনি আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "এই তিনটী স্থান পরস্পর বহুদূরে অবস্থিত। সেই সকল স্থানে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা আমাদের এ সকল কথা কিছুই জানিতেছেন না। এই অন্ধকার গলীর এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমরা সর্ব্বক্ষণ সজাগ। যতদূরেই তাঁহারা থাকুক, আমাদের

সভাগণেত্র সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের উপর সমতেজে বিনিক্ষিপ্ত। যেখানে যখন তাঁহারা যাহা যাহা করিতেছেন, সমস্তই আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি, সমস্তই জানিতেছি; এই স্থান হইতেই তাঁহাদের নামে নূতন নূতন উপদেশ যাইতেছে। যাহা আমরা করিতেছি, তাহা সমস্ত ইউরোপে,—সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। আমাদের উপকার, আমাদের পবিত্র ধর্ম্মাবলম্বীগণের উপকার, সেই উপকারেই সমগ্র জগতের উপকার। সৌভাগ্যক্রমে লিপজিকে, চার্লসটাউনে এবং বাভারিয়াতে আমাদের বন্ধুগণ বিরাজ করিতেছেন।"

কুৎসিত বেশভূষায় সজ্জিত এই কুৎসিত লোক সেই গোলকের সমীপে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাজপক্ষী যেরূপে শীকার ধরে, রডিনও সেইরূপে গোলকস্থ ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের উপর নখার্পণ করিতে লাগিলেন। সে কার্য্য সমাধা হইল। রডিন আবার আপনার ডেস্কের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন; চঞ্চলভাবে হস্তদ্বারা হস্ত ঘর্ষণ করিলেন। একখানি পত্র লিখিলেন। সঙ্কেতাক্ষরে লেখা। এত গূঢ়সঙ্কেত যে, তাঁহার প্রভুও তাহার অর্থ বুঝিতে অক্ষম। মর্ম্ম এইরূপ—

"পারিস্, প্রভাত, ৯ম ঘটিকা ৩।৫ মিনিট, তিনি চলিয়া গিয়াছেন; ভাবিতে ভাবিতে গিয়াছেন। আদেশপত্র যখন তিনি প্রাপ্ত হন, ঠিক সেই সময় তিনি তাঁহার মুমূর্ষু জননীর আহ্বানপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জননী যেখানে আছেন, তিনি সেখানে উপস্থিত হইলে সেই মুমূর্ষু জননীর জীবনরক্ষা হইতে পারে, সেখানকার ডাক্তারেরা এই কথা বলিয়াছেন। সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি বলিয়া গিয়াছেন, মায়ের কাছে যদি আমি না যাই, আমি মাতৃঘাতী হইব।

"তবুও তিনি গিয়াছেন; কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে গিয়াছেন। আমি ক্রমাগতই তাঁহার উপর চক্ষু রাখি। তিনি যখন রোমনগরে গিয়া উপস্থিত হইবেন, এই পত্রখানিও ঠিক সেই সময়ে রোমনগরে পৌঁছিবে।

"পুনশ্চ, কুমার কার্ডিনালকে বলিবেন, তিনি যেন আমার উপর বিশ্বাস রাখেন। তিনিও যেন আমার সহায়তা করেন।"

পত্রখানি মোড়ক করিয়া, মোহর করিয়া রডিন আপনার পকেটের মধ্যে রাখিলেন। বেলা দশটা বাজিল। রডিনের আহারের সময়। রডিন আপন কাগজপত্রগুলি একটা দেরাজের মধ্যে রাখিয়া চাবী দিলেন। ছাতাপড়া ধূলামাখা ময়লা টুপীটা ময়লা জামার আস্তীনের দ্বারা মাজিয়া লইলেন। একটা ময়লা ছাতা বগলে লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

* * * *

এই দুটী চক্রকারী লোকে আপনাদের এই নির্জ্জন গৃহমধ্যে যে সকল চক্রসৃজন করিলেন, একটী পরিবারের সাতটী উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিবার মৎলবে তাঁহারা যে সকল ষড়যন্ত্র আঁটিলেন, ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে সাতটী পুত্রকন্যাকে নিরাশ করিয়া যাহা ইহাঁরা আত্মসাৎ করিতে অভিলাষী, সেই সম্পত্তি যাহাতে সত্য স্বত্বাধিকারিগণের হস্তাশ্রয় করে, আর একটী মহামহিম সাধুলোক গুপ্তস্থান হইতে সকলের অজ্ঞাতে তাহারই উপায়বিধান করিতেছেন। ক্রমে তাহা প্রকাশ পাইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অভিশপ্ত য়িহুদীর দণ্ডাজ্ঞা।

স্থান বিজন,—অরণ্যময়,—অতি বন্ধুর। উচ্চ উচ্চ বালুকাশৈল; তাহার উপর বহু প্রাচীন ভূর্জ্জপত্রবৃক্ষ। শীতকালে সেই সকল বৃক্ষের পত্রগুলি পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন। পশ্চিমাকাশের লোহিতকিরণে সেই সকল পীতপল্লবের অতি মনোহারিণী শোভা হইয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, শৈলপার্শ্বে বড় বড় অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে।

এই শৈলমালার নিম্নতলে সুবিস্তৃত উপত্যকাভূমি। সেই সকল ভূমি অতি উর্ব্বরা। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নব নব শস্য সুশোভিত, কোন কোন ক্ষেত্রে পরিপক্ক শস্যবৃক্ষ ছেদিত হইয়াছে, তৃণশূন্য ভূমি ধূ ধূ করিতেছে। গোধূলি-সময়ের অল্প অল্প অন্ধকারে সেই সকল শূন্য-ক্ষেত্র যেন কুয়াসাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে। শস্য-ক্ষেত্রের ধারে ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণগুল্ম বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপত্যকার মধ্যস্থল হইতে উত্তর-দক্ষিণে অনেকদূর পর্য্যন্ত কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। সেই সকল গ্রামে বহুলোকের বসতি। সকলেই কৃষক, সকলেই ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের দ্বারা দিনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। পল্লীশ্রেণীর উত্তর দিকে একটা বড় রাস্তা; সেই রাস্তা পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

সময় গোধূলি। কৃষকলোকের আরামের সময়। সেই সময়ে প্রত্যেক কুটীরের রন্ধনগৃহে অগ্নিশিখা পরিদৃষ্ট হইত; শূন্যমার্গে ধূমরাশি উত্থিত হইয়া বৃক্ষপত্রের অভ্যন্তর দিয়া আকাশপট স্পর্শ করিত; কিন্তু এখন এক বিশৃঙ্খল দৃশ্য। সমস্ত রন্ধনশালার অগ্নি নির্ব্বাপিত, গ্রামের জনকলরব তিরোহিত, আকাশ ধূমশূন্য, গৃহগুলিও প্রায় জনশূন্য। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক শৈলের চূড়ায় চূড়ায় লোমহর্ষণ সমাধিঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে। যেখানে আনন্দকোলাহল, আনন্দগল্প, আনন্দক্রীড়ার সজীবতা লক্ষিত হইত, সেখানে এখন কেবল সেই বিভীষণ হৃদয়কম্পন ঘণ্টানিনাদ!

গ্রামের গৃহে গৃহে এক একটী দীপ প্রজ্বালিত হইল। সকল গৃহেই আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু তাহা আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লদীপ্তি বিকাশ করিল না; রন্ধনগৃহেও আলো জ্বলিল না। কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন বনমধ্যে পশুপালক রাখালেরা অগ্নি জ্বালিলে সেই সকল আলো যেমন রক্তবর্ণ দেখায়, উপত্যকাস্থিত পল্লীসমূহের সায়াহ্নিক আলোকরশ্মিও অবিকল তদ্রূপ। রশ্মিমালাও সুস্থির নহে, বাতাসে কম্পিত হইতেছে, ইহাও বলা যাইতে পারে; আলোরা সমাধি-ক্ষেত্রের দিকে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে, ইহাও বলা যাইতে পারে। উচ্চনাদে মৃত্যু-ঘণ্টা ঘন ঘন বাজিতেছে। মধ্যে মধ্যে শোকাবহ সমাধিসংগীত গীত হইতেছে।

একসঙ্গে কত লোকের সমাধি? এত গ্রাম কি কারণে জনশূন্য? কৃষকগণ সমস্ত দিন শস্যক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যাকালে যেখানে আনন্দগীত গাইত, সেখানে সমবেত সমাধিসংগীত কিসের জন্য? গোধূলির বিশ্রামসময়ে যেরূপ উৎসব নয়নগোচর হইত, সে বিশ্রাম এখন যেন নিরুৎসবে অনন্ত

বিশ্রামরূপে পরিণত। সকল গ্রামের লোকেরাই স্বজনশোকে রোদন করিতেছে। এ দুর্দ্দৈব কেন? এক রাত্রে বহুসংখ্য শবের সমাধি, এই অদ্ভুত ঘটনারই বা হেতু কি?

ঘটনা অপেক্ষা হেতু আরও ভয়ানক! অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া এত শীঘ্র শীঘ্র এত লোক মরিতেছে যে, লোকেরা শবসমাধির অবসর পাইতেছে না! যাহারা যতক্ষণ জীবিত থাকে, তাহারা ততক্ষণ আপন আপন ক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে, সন্ধ্যাকালে অবসর পায়। শ্রান্তক্লান্ত হইয়া গৃহে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে; সে বিশ্রাম এখন তাহাদের নিকট অপরিচিত। বিরামের লেশমাত্র নাই। তাহারা এখন করিতেছে কি? শোকাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে সমাধিক্ষেত্রে বড় বড় গর্ত্ত খুঁড়িতেছে। এক একটা গর্ত্তে শস্যবীজের ন্যায় স্তূপাকারে ভ্রাতৃভগিনীদেহ নিহিত করিতেছে! এক এক গহ্বরে বহুশবের সমাধি!

কেবল এই এক উপত্যকাতেই করালকাল মূর্ত্তিমান্ হইয়া জননিবাস উৎসন্ন করিতেছে, ইহাও নহে; এক দিন এক পক্ষ, এক মাস অথবা একবর্ষকালব্যাপী এই ভীষণ দৃশ্যও উপস্থিত হইতেছে না, বহুবর্ষাবধি অসংখ্য গ্রাম, অসংখ্য নগর, অসংখ্য রাজধানী, বড় বড় দেশ, মহাদেশ, এই প্রকারে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে! আনন্দক্ষেত্রে শোকের অধিকার, মঙ্গলবাদ্যের স্থলে মৃত্যুঘণ্টারব! এক নিমিষে সহস্র সহস্র লোক সমাধিমধ্যে নিহিত হইতেছে! জীবিত স্বজনেরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বড় বড় মশাল জ্বালিয়া নিশাকালেই সমস্ত শবের সমাধি দিতেছে!

ওলাউঠা! কয়েক বৎসর ধরিয়া সেই ... -সোদর এই বিশাল পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশে বিচরণ করিতেছে! আসিয়া এবং ভারতবর্ষের গর্ভ হইতে সাইবিরীয়ার তুষারাবৃতপ্রদেশে, সাইবিরীয়ার তুষারভূমি হইতে ফরাসীরাজ্যের সমুদ্রকূলে এই কালবিসূচিকা-ব্যাধি পরিভ্রমণ করিয়া সমভাবে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে!

* * * *

সমাধিঘণ্টা এবং সমাধিসংগীতধ্বনি উপত্যকার নিম্নতল হইতে শৈলশিখর পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া উচ্চনাদে গর্জ্জন করিতেছে। সায়ংকালের কুজ্‌ঝটিকা ভেদ করিয়া মশালের আলোকাবলী গগনপথে দৃষ্ট হইতেছে। সময় গোধূলি। শৈলশিখর হইতে তলভূমির বড় বড় পদার্থও অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। সেই সময় সেই পাহাড়ের উপর মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। অন্ধকার বৃক্ষান্তরাল দিয়া একজন মনুষ্য অতি ধীর মৃদুপদে সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতেছে।

লোকটীর আকার দীর্ঘ। ধনুকাকারে গ্রীবা অবনত হইয়া মস্তকটী তাহার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়াছে; বদনমণ্ডল প্রশান্ত অথচ বিষাদিত। ভ্রূযুগল নাসিকার উপর সংযুক্ত হইয়া কর্ণমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ললাটে যেন একটা সমসূত্র কৃষ্ণরেখা সমঙ্কিত; সাংঘাতিক ভীষণরেখা!

চারিদিকে সমাধিঘণ্টা নিনাদিত হইতেছে, সে লোক যেন তাহার কিছুই শুনিতেছে না। কিছু দিন পূর্ব্বে সেই লোক ঐ স্থানে ঐ ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে তৎপ্রদেশের সমস্ত গৃহে সুখশান্তি বিরাজ করিতেছিল। সেই সকল উৎসবধ্বনির মধ্য দিয়া সেই লোক ঐরূপ মৃদুগতিতে চলিয়া আসিয়াছিল। এখন সেই সকল স্থানের মূর্ত্তি কিরূপ? ধ্বংসমুখী সংহারমূর্ত্তি! সকল লোকের মুখেই

ক্রন্দনধ্বনি। লোকটী মৃদুগতিতে অগ্রসর হইতেছে, কোন দিকে দৃষ্টি নাই; আপনার মানসিক চিন্তায় আপনি নিমগ্ন

লোকটী ভাবিতেছে, ১৩ই ফেব্রুয়ারী নিকটবর্ত্তী। ই সেই দিন সমাগত। এই দিনে আমার প্রিয়তমা ভগিনীর বংশধরেরা, আমাদের বংশের অবশিষ্ট জীবিত রত্নগুলি পারিস নগরে উপস্থিত হইবে, এইরূপ অবধারিত কথা। হায় হায়! একশত পঞ্চাশবর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে দুইবার এই বংশের পরিবারগুলি পৃথিবীর সর্ব্বত্র নানা প্রকারে প্রপীড়িত হইয়াছে। এই তৃতীয়বার। অষ্টাদশ শতাব্দীকাল আমি আমাদের বংশের লোকগুলির দেশান্তর ও দ্বীপান্তর বনবাস দর্শন করিলাম, তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ এবং নামের কতই পরিবর্ত্তন দর্শন করিলাম!

আহা! এই পরিবার একজন গরীব চর্ম্মকারের * ভগিনীর বংশোদ্ভব। কি সবল কি দুর্ব্বল, কি উজ্জ্বলতা, কি অন্ধকার, কি সধন, কি দরিদ্র! কোন বংশেই কখনও এতাদৃশ বিপর্য্যয় ঘটে না। এ বংশে কখনই কোন পাপ ছিল না; কত মহা মহা সদ্‌গুণে এই মহাবংশ বিভূষিত ছিল। এই একমাত্র পরিবারের ইতিহাস পৃথিবীর সমগ্র মানবের ইতিহাস বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে পারে।

কত পুরুষ অতীত হইয়া গেল, অনেক সাধকের, রাজার, চুম্বার, পণ্ডিতের, মূর্খের, কাপুরুষের, বীর্য্যশালী বীরের, ধার্ম্মিকের, নাস্তিকের শিরায় শিরায় আমার ভগিনীর বংশশোণিত আজ পর্য্যন্ত সমভাবে প্রবাহিত। এ বংশের এখন কজন জীবিত?—সাতজন মাত্র।

দুটী মাতৃহীনা বালিকা; দেশত্যাগী জনকজননীর সন্ততি;—আর একটী সিংহাসনচ্যুত রাজকুমার;—একটী গরীব মিশনরী পুরোহিত; একটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ;—একটী মহাগৌরবান্বিতা ধনবতী কুমারী; আর একটী কুঠিয়াল।

এই সাতটী একত্রে সকল গুণের আধার। সাহসেও অতুল্য। সাহস, অধঃপতন, কষ্ট, একাধারে বিদ্যমান। সাইবিরিয়া,—ভারতবর্ষ,—আমেরিকা, ফ্রান্স, সকলস্থলেই তাহাদের ভাগ্য তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে বিনিক্ষিপ্ত করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন যখন বিপদগ্রস্ত হয়, তৎক্ষণাৎ আমি তাহা জানিতে পারি। উত্তর হইতে দক্ষিণে, প্রাচী হইতে পশ্চিমে আমি তাহাদের অন্বেষণে যাই। আজ এখানে, কাল ওখানে, পরশ্ব সেখানে, কখনো হিম কটিবন্ধে, কখনো উষ্ণকটিবন্ধে, কখনো বহ্নি উত্তাপে আমি পর্য্যটন করি। কিন্তু হায়! যখনই আমি তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইব মনে করি, যখনই আমার সম্মুখে তাহাদের রক্ষা হইবে আশা করি, কোথা হইতে এক অদৃশ্য হস্ত আসিয়া তখনই আমাকে তাড়াইয়া দেয়; ঘূর্ণাবায়ুতে আমি উড়িয়া যাই! কর্ণে একটা স্বর প্রবেশ করে, "পর্য্যটন কর!—পর্য্যটন কর!—পর্য্যটন কর!"

হায় হায়! কতদিনে আমার এই পর্য্যটন শেষ হইবে? ক্রমাগতই পর্য্যটন করিতেছি।

---

* প্রবাদ এইরূপ যে, অভিশপ্ত পরিব্রাজক য়িহুদী জেরুজেলম নগরের একজন চর্ম্মকার। ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু একদা ক্রুশকাষ্ঠ লইয়া সেই চর্ম্মকারের গৃহের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। বহুদূর ভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত; চর্ম্মকারের গৃহের সম্মুখে একখানা পাথর পড়িয়া ছিল; তদৃষ্টে প্রভু সেই চর্ম্মকারকে কহিলেন, "তোমার এই পাথরের উপর বসিয়া ক্ষণকাল আমি বিশ্রাম করিতে পারি?" প্রভুর গাত্রে ধাক্কা দিয়া কর্কশ-স্বরে চর্ম্মকার কহিল, "পর্য্যটন কর,—পর্য্যটন কর,—পর্য্যটন কর!" বিমর্ষবদনে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধস্বরে প্রভু তাহাকে কহিলেন, "অনন্তকাল পর্য্যন্ত তুমিও অনন্তস্থানে পর্য্যটন করিবে!" চর্ম্মকারের প্রতি প্রভু যীশুখৃষ্টের এইরূপ অভিসম্পাত।

একঘণ্টাকাল,—কেবল একটীমাত্র ঘণ্টাকালও আমি বিরাম পাই না; অবিশ্রান্ত পর্য্যটন! হায় হায়! যাহাদিগকে আমি ভালবাসি, তাহাদিগকে দুঃখের অতলতলে ডুবাইয়াছি, ক্রমাগতই পর্য্যটন,—পর্য্যটন,—পর্য্যটন!

হায়! ইহাই আমার গুরুতর দণ্ড! গুরুপাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত! যদিও ইহা গুরুতর, তথাপি আমার পাপ ইহা অপেক্ষাও গুরুতর। জাতিতে চর্ম্মকার, চিরদিন দুঃখে কষ্টে যাপন করিয়াছি। আমার দুর্ভাগ্যই সেদিন আমাকে নিষ্ঠুর করিয়াছিল!

হায় হায়! অশুভক্ষণ! সেই দিন আমার ভাগ্যে কি এক মহাদুর্দ্দিন! আপনার কাজে তন্মনস্ক হইয়া আমি ব্যাপৃত ছিলাম; অনবরত পরিশ্রমে দিনগুজরাণের যৎসামান্য উপায় অর্জ্জনেও অক্ষম, সেই জন্য সর্ব্বক্ষণ বিমর্ষ; হতাশে আত্মগ্লানি; মন নিতান্তই অস্থির ছিল, সেই সময়েই প্রভু আমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতিশয় ক্লান্ত, পদভ্রমণে অতিশয় কাতর, ক্রুশের ভারবহনেও অক্ষম। সেই সময়েই তিনি আমাকে মিনতি করিয়া বলিয়াছিলেন, আমার দ্বারদেশের প্রস্তরের উপর বসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবেন। তখন তাঁহার ললাটদেশে স্বেদজল প্রবাহিত হইতেছিল, পদতল ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রুধির নির্গত হইতেছিল, অবসন্নশরীরে অতি বিনম্রস্বরে হৃদয়ভেদী করুণকণ্ঠে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি বড়ই কষ্ট পাইতেছি!" আমিও বলিয়াছিলাম, "আমারও বড় কষ্ট!" আমার ক্রোধ হইয়াছিল, তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া ধাক্কা দিয়াছিলাম! সক্রোধে কর্কশস্বরে বলিয়াছিলাম, "আমারও বড় কষ্ট! কেহই আমাকে সাহায্য করিতে আইসে না! কেহই আমাকে দয়া করে না! আমিও কাহারও প্রতি দয়া দেখাইব না! পর্য্যটন কর, পর্য্যটন কর, পর্য্যটন কর!"—মনস্তাপে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রভু তখন এই বলিয়া আমাকে শাপ দিয়াছিলেন, "বিচারের দিন পর্য্যন্ত তুমিও পর্য্যটন করিবে! শান্তি পাইবে না! স্বর্গীয় পিতার এইরূপ ইচ্ছা।"

সেই শাপেই আমার এই নিদারুণ কষ্টের আরম্ভ। অনেকদিনের পর আমার চক্ষু ফুটিয়াছিল, অনেকদিনের পর আমি অনুতাপ শিক্ষা করিয়াছিলাম; অনেকদিনের পর আমি বুঝিয়াছিলাম, যাঁহাকে আমি অপমান করিয়াছি, যাঁহাকে আমি তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছি, যাঁহার অঙ্গে আমি মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছি, তাঁহারই ঐ ঐশ্বরিক বাক্য! সেই বাক্য পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির ভাগ্যলিপি, ভাগ্যবিধি। সকলের প্রতি স্বর্গীয় উপদেশ, পরস্পর প্রেম কর।

যুগযুগান্তর ধরিয়া ঐ স্বর্গীয়-বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলাম, সমস্তই বৃথা হইল! জীবের প্রতি দয়া করিতে শিখিলাম, ক্ষমার্হকে ক্ষমা করিতে শিখিলাম, করুণরসে হৃদয়কে প্লাবিত করিতে শিখিলাম, কিন্তু নিশাশেষ হইল না! যে দিন দয়া প্রাপ্ত হইব, আমার ভাগ্যে সে দিনের উষা আগমন করিল না!

হায় হায়! আমার পাপেই আমার বংশের এই অধঃপতন! আমি একজন সামান্য চর্ম্মকার। আমি আমার কুলের সমস্ত পুত্রকন্যাগুলিকে অনন্ত বিষাদের মুখে অর্পণ করিয়াছি! তাহারা আমার পাপেই কষ্ট পাইতেছে; আমার পাপে এই অষ্টাদশ শতাব্দকাল তাহারা কেহই সুখের মুখ দেখিতে পাইতেছে না। এই অষ্টাদশ শতাব্দীকাল পৃথিবীর সমস্ত প্রবলপ্রতাপ ক্ষমতাবান্ সুখীলোকেরা সমস্ত

দরিদ্র শ্রমজীবী লোককে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সেইরূপ নিষ্ঠুরবাক্য বলিতেছে। আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু আপনার কষ্ট জানাইয়া, মিনতি করিয়া আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন পৃথিবীর দুর্ব্বলেরা প্রবলকে তাহা বলিলেও দয়া প্রাপ্ত হইতেছে না। দুর্ব্বলেরা যদি বলে, দয়া করিয়া আশ্রয় দাও, প্রবলেরা উত্তর দেয়, কাজ কর, কাজ কর! গরীব যদি বলে, চিরকষ্টে আমরা যদি মারা যাই, আমাদের পুত্রকন্যার কি দশা হইবে? বৃদ্ধ জনকজননীর কি দশা হইবে? প্রবলের মুখে উত্তর পায়, কাজ কর, কাজ কর! অষ্টাদশ শতাব্দকাল তাহাদের ন্যায় আমিও মহামহা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। যথেষ্ট হইয়াছে, একটীও করুণস্বর এই কথা বলিয়া সান্ত্বনাদান করিতেছে না!

হায় হায়! ইহাই আমার দণ্ড, ইহাই আমার প্রায়শ্চিত্ত গুরুতর অপেক্ষাও গুরুতর! আমার প্রিয়তমা ভগিনীর বংশধরগণের সাহায্যের নিমিত্ত কোন উপায়ই আমি করিতে পারিতেছি না। তাহারা ক্রমাগতই সম্বলশূন্য হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। সম্মুখে বিপদ্ আছে, ইহা আমি জানিতে পারিতেছি, চিন্তার নয়নে আমি সমস্ত পৃথিবী পরিবীক্ষণ করিতেছি। সেই অভাগিনী রমণী,—সেই অভিশপ্তা রাজরাণীর কন্যা * সেই কন্যাটীও আমার ন্যায় মহাকষ্টে পর্য্যটন করিতেছে! আমি তাহার অনুসন্ধান করি, কোথাও দেখিতে পাই না। বিচারের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই অভাগিনীও আমার ন্যায় পর্য্যটন করিবে!

শত বৎসরে একবার যেমন আকাশের দুটী গ্রহ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হয়, আমিও সেইরূপে একদিন সেই রমণীকে দেখিতে পাই! সাক্ষাৎ হইবার পরেই সমস্ত পূর্ব্বকথা মনে পড়ে, অনন্ত পরিভ্রামক নক্ষত্রের ন্যায় আমরাও তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি!

সেই স্ত্রীলোকটী আমার ন্যায় প্রত্যেক শতবর্ষের শেষভাগে চীৎকার করিয়া বলেন, "আরও কি শতবর্ষ আছে?" পৃথিবীর প্রান্তসীমায় থাকিয়াও সেই রমণী আমার মানসিক চিন্তার উত্তর দেন। আমার দুর্ভাগ্য এবং তাঁহার দুর্ভাগ্য এক সমান। আমার ভগিনীর বংশধরগণের মঙ্গলকামনা আমিও করি, তিনিও করেন। তিনিও তাহাদিগকে ভালবাসেন, তিনিও তাহাদিগকে রক্ষা করেন। তাহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনিও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে পর্য্যটন করিতেছেন।

হায় হায়! সেই অদৃশ্য হস্ত তাঁহাকেও তাড়াইয়া দেয়! সেই ঘূর্ণাবায়ু তাঁহাকেও উড়াইয়া দূরে লইয়া ফেলে! সেই অদৃশ্য স্বর তাঁহার কর্ণেও বলে, "পর্য্যটন কর, পর্য্যটন কর!" তিনিও কাতর হইয়া বলেন, "কতকালে আমার শাপবিমোচন হইবে?"

শৈলশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া সেই লোকটী রোদন করিতে করিতে এইরূপ কাতরোক্তি করিতেছিলেন, মৃদু মৃদু সান্ধ্যসমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল, গগনপটে ক্ষণপ্রভা চমকিয়া গেল, বায়ু যেন অন্ধকারে গভীর গর্জ্জন করিয়া কহিল, "ঝড় উঠিতেছে!"

অকস্মাৎ সেই লোক চমকিয়া উঠিল। কাঁদিতেও পারিল না, হাসিতেও পারিল না। শরীর কম্পিত হইল। শারীরিক যাতনা অনুভব করিতে হয় না, তথাপি সেই লোক ব্যস্তভাবে শীঘ্র শীঘ্র হৃদয়ে হস্তপেষণ করিল;—ভাবিল যেন, হৃদয়ে দারুণ বেদনা হইতেছে। উচ্চকণ্ঠে

* কিম্বদন্তী এইরূপ যে, সেণ্ট জন বাপ্‌টিষ্টের মৃত্যুকামনা করিয়া রাজকন্যা হেরোডিয়াস এরূপ অভিশপ্ত হইয়া আছেন।

কহিল, "ওঃ! নিদারুণ বেদনা! এই মুহূর্ত্তে তাহারাও এইরূপ যাতনায় কাতর হইতেছে! যাহাদিগকে আমি ভালবাসি, তাহাদের হৃদয়েও দারুণ যাতনা! আমার প্রিয়তমা ভগিনীর বংশধরেরা এই মুহূর্ত্তে মহাবিপদে পড়িয়াছে। কেহ কেহ ভারতবর্ষে, কেহ আমেরিকায়, কেহ বা এথা—এই জর্ম্মণীতে। আবার মানসিক বিপ্লব! রিপু সজাগ! তুমি কি আমার কথা শুনিতেছ? হেরোডিয়ান! তুমিও আমার ন্যায় অভিশপ্ত; তুমিও আমার ন্যায় পর্য্যটন করিতেছ! যাহাদিগকে আমি ভালবাসি, যাহাদিগকে তুমি ভালবাস, তাহাদিগকে রক্ষা কর; আমিও রক্ষা করিব। আমার পক্ষে সহায় হও। আমার এই প্রার্থনা তোমার কর্ণে প্রবেশ করুক্। তুমি এখন আমেরিকা-রাজ্যের বিজনপ্রদেশে পরিভ্রমণ করিতেছ। কামনা কর, সময়ে যেন আমরা নির্দ্দিষ্টস্থলে উপস্থিত হইতে পারি।"

এই সময়ে আর এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। রাত্রি হইয়াছে। লোকটী তথা হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, কোথা হইতে এক অদৃশ্য শক্তি আসিয়া তাহার সেই গতিক্রিয়ার বাধা দিল। যেদিকে যাইবার ইচ্ছা, সেই অদৃশ্যশক্তি তাহাকে তাহার বিপরীত দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

প্রবলবেগে ঝড় উঠিল। আমূল উৎপাটিত হইয়া বড় বড় বৃক্ষ ভূপতিত হইতে লাগিল। পাহাড়ের মূল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। পাহাড়ের উপর ভীষণ বজ্রের ন্যায় শব্দ!

ভীমরবে বায়ুগর্জ্জন হইতেছে, জলদক্রোড়ে বিদ্যুদগ্নি বিকীর্ণ হইতেছে, সেই লোকটী মৃদু গতিতে পাহাড় হইতে নামিতে লাগিল। মৃদু গতি ক্রমশই দ্রুত, কিন্তু মাতালের ন্যায় অস্থির। বোধ হইল, স্ব-ইচ্ছায় নামিতেছে। আকাশপানে চাহিয়া লোকটী করপুটে কি একপ্রকার প্রার্থনা করিল, কেহই তাহা শুনিল না। বায়ু-গর্জ্জনের মধ্যে তামসীর ঘোরতামসে সে লোক তৎক্ষাৎ লুকাইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আজোপা।

আপনাদের গুপ্তনিবাস হইতে রডিন যখন স্বলিখিত পত্রগুলি বিলি করিয়া দিলেন, মার্শেল সাইমনের কন্যারা যখন হোয়াইট ফ্যাল্কন সরাই হইতে পলায়ন করিয়া দাগোবার্টের সহিত লিপজিক নগরে বন্দিনী হইলেন, সেই সময় আসিয়াখণ্ডের এক প্রান্তে আর এক প্রকার অশুভঘটনার সূত্রপাত হইতেছিল। যবদ্বীপের অন্তর্গত বাতাবিয়া নগরের অদূরস্থ যশুয়াভান জয়েলের গৃহে সেই ঘটনার অভ্যুদয়।

যবদ্বীপ। এই দ্বীপ দেখিতে যেমন সুন্দর, প্রাকৃতিক গতিতে সেইরূপ সঙ্কটপ্রসূ। তথাকার সুন্দর সুন্দর প্রস্ফুটিত কুসুমে কালান্তক বিষধর বাস করে; সুন্দর ফলের মধ্যে প্রাণঘাতক হলাহল থাকে; সুন্দর সুন্দর বৃক্ষের ছায়াতে কৃতান্ত মূর্ত্তিমান্! সে স্থানে মনুষ্য নিদ্রাভিভূত হইলে রক্তপায়ী বাদুড়েরা তাহাদের বক্ষশোণিত পান করে! তাহাদের পাখার বাতাসে বিষাগ্নি প্রবাহিত হয়!

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরমাস প্রায় অবসান। বেলা দুই প্রহর। আর একঘণ্টা পরে দারুণ সূর্য্যোত্তাপ অসহ্য।

একটা বৃক্ষবাটিকার মধ্যে একখানি কুটীর। সে দেশের ভাষায় কুটীরের নাম আজোপা। বড় বড় বাঁশের খুঁটী দেওয়া ঘর, বেতের চেটাই দিয়া ঘেরা। পার্শ্বে বৃক্ষরাজি যেন থিলানের ন্যায় ঝুলিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষশাখাগুলি এতদূর নিবিড় পল্লবে ঢাকা যে, তন্মধ্যে বৃষ্টিধারা প্রবেশ করিতে পায় না। মধ্যে মধ্যে লতাকুঞ্জ। ভূমি সেঁতা। অপর সুন্দর লতাবলী সেই আজোপা-কুটীরের শিরোভাগ বেষ্টন করিয়া আছে। লতাবিতানে কুটীরখানি যেন পক্ষীর বাসায় ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

অপরূপ দৃশ্য। ধারে ধারে দারুচিনির বৃক্ষ, আর্দ্রকবৃক্ষ এবং অপরাপর সুগন্ধা বৃক্ষলতায় পরিমল প্রবাহিত। কুটীরের ছাউনীর উপর ডুম্বুরপত্র বিস্তৃত; একধারে ক্ষুদ্র একটা গবাক্ষ। বৃক্ষবল্কল তাহার আবরণ; সেইরূপ আবরণ থাকাতে তন্মধ্যে সর্পাদি হিংস্র সরীসৃপ প্রবেশ করিতে পারে না। একটা শুষ্কবৃক্ষের গুঁড়ি সেই কুটীরগাত্রে সংলগ্ন। এক প্রকার লতা সেই গুঁড়িটাকে বেষ্টন করিয়া আছে; সেই লতার এক প্রকার শ্বেতবর্ণ ফুল হয়; ফুলের গন্ধ অতি তীব্র। একটা পাংশু বর্ণ সর্প সেই কুসুমলতার মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া দিবারাত্রি অবস্থান করিতেছে।

সেই কুটীরের মধ্যে একটী যুবাপুরুষ একটী মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছেন; গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত। তাঁহার বর্ণ অথাদ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। নিদ্রিতাবস্থায় তাঁকে যেন ধাতুবিগ্রহ বলিয়া ভ্রম হইতেছে। তাহার উপর সূর্য্যরশ্মি পড়িয়াছে। দক্ষিণ বাহুর উপরে মস্তকটী সংস্থাপিত। পরিধান শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদ;—ঢিলা আস্তীন। বক্ষবস্ত্র শিথিল; বক্ষের মধ্যস্থলে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান। মার্শেল সাইমনকে যুদ্ধে বাঁচাইবার সময় সেই স্থানে বিপক্ষেরা বন্দুকের গুলী মারিয়াছিল। যুবার গলদেশে একটী পদক। মার্শেল সাইমনের কন্যা রোজী-বিলাসীর গলায় যে প্রকার পদক আছে, এ পদকখানিও সেইরূপ। যুবাটী কে?—ইনিই ভারতবর্ষীয় রাজকুমার জালমা।

সমস্ত অবয়বে স্বাস্থ্য জাজ্জ্বল্যমান। আকৃতি পরমসুন্দর। তাঁহার নীলকৃষ্ণ কেশকলাপ ললাটের উপর সিঁথিকাটা, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত, কিন্তু কুঞ্চিত নহে। সেই কেশরাশি বিলম্বিত হইয়া স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়াছে। ভ্রূযুগল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ; নেত্রপল্লবও দীর্ঘ দীর্ঘ। সুন্দর কপোলদেশে সেই নেত্রপল্লবগুলি বিন্যস্ত রহিয়াছে। লোহিতবর্ণ অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিযুক্ত। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। বোধ হয়, নিদ্রাতেও যেন কোন প্রকার অসুখ আছে; কেননা, তথাকার গ্রীষ্মোত্তাপ অসহ্য। সে উত্তাপে সাধারণ লোকের সহসা দম বন্ধ হওয়া সম্ভব।

কুটীর নিস্তব্ধ; বাহিরেও নিস্তব্ধ; বায়ুসঞ্চালনের শব্দমাত্র নাই। ভূতলে যে সকল তৃণলতা জন্মিয়াছে, হঠাৎ সেইগুলি একটু একটু কাঁপিতে লাগিল। বোধ হইল যেন, কেহ গুঁড়ি মারিয়া তাহার মধ্য দিয়া চলাচল করিতেছে। এক একবার সেগুলি স্থির হয়, আবার কাঁপে। খানিকক্ষণ এইরূপ। তাহার পর বোধ হইল যেন, খস্‌খস্‌ করিয়া কি শব্দ হইল। তৃণলতার ভিতর হইতে একটা মনুষ্য-মস্তক উত্থিত হইল। যেথানে সেই মরাগাছের গুঁড়ি, তাহার কিঞ্চিৎ দূরেই ঐ অদৃষ্ট দেহের মস্তকের অভাবনীয় দৃশ্য।

মস্তক উত্থিত হইল; মুখখানাও দেখা গেল। মুখাকৃতি ভয়ানক। বর্ণ তাম্রলিপ্ত

সবুজ। দীর্ঘ দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলে কপাল পর্য্যন্ত ঢাকা। চক্ষের দীপ্তিও অতি ভীষণ। নিশ্বাস রোধ করিয়া সেই মস্তক ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিল। তাহার পর তাহার শরীরের খানিকটা দেখা গেল। লোকটা হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিল। নিঃশব্দে লতাপাতা সরাইয়া সে ক্রমে ক্রমে সেই বৃক্ষের গুঁড়ির নিকটে আসিল; কাণ পাতিয়া কি শুনিল; সোজা হইয়া দাঁড়াইল। প্রায় উলঙ্গ। আচ্ছাদন কেবল এক কৌপীনমাত্র। হস্তপদের সাহায্যে নিঃশব্দে অতি সাবধানে সেই গুঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। বাঘ যেমন শীকার করিবার সময় ছলী পাতিয়া লক্ষ্য ঠিক করে, এ লোকটারও সেইরূপ গতিক্রিয়া। কি একটা ভয়ানক মন্দ মৎলব তাহার অন্তরে গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছে, সে ভিন্ন অপর কেহ তাহা বুঝিতে পারে না।

লোকটা নিঃসন্দেহই গুঁড়ির উপর উঠিল। গুঁড়িটা কুটীরশিরে সংলগ্ন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহার নিকটেই সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষ। লোকটা মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিল, কোন্ পথে কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা হয়।

কুমার জাল্‌মা গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত। লোকটার তীক্ষ্ণদৃষ্টি হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে এক প্রকার বিকৃত হাস্যরেখা অঙ্কিত হইল। করাতের দাঁতের মত এক পাটি দাঁত বাহির হইল; সেই ভয়ঙ্কর দন্তপংক্তিতে অল্প অল্প মিশির রেখা।

আকারপ্রকারে বুঝিতে পারা যায়, লোকটা ফাঁস্থড়ে। মানুষকে ফাঁসী দিয়া মারা তাহাদের ব্যবসা। কুমার জাল্‌মা কুটীরের দ্বারসমীপেই শয়ন করিয়া আছেন, দ্বারের নিকটে একটু কিছু শব্দ হইলেই তিনি জাগিয়া উঠিবেন, এইরূপ সম্ভাবনা। ফাঁস্থড়েটা সেই বৃক্ষকাণ্ডের আবরণে আরও খানিকক্ষণ গোপন থাকিয়া কুটীরের অভ্যন্তরভাগ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। ধীরে ধীরে একখানা হাত বাড়াইয়া কুটীরের সেই ক্ষুদ্রগবাক্ষটী স্পর্শ করিল। গবাক্ষগাত্রে পুষ্পলতা বেষ্টিত ছিল, ফুলগুলি কাঁপিয়া উঠিল। সেই ফুলের ভিতরেই ক্ষুদ্র কালসর্প কুণ্ডলী পাকাইয়া লুকাইয়া ছিল; স্পর্শমাত্রই ফাঁস্থড়ের হাতখানা জড়াইয়া ধরিল। যাতনাতেই হউক্, অথবা বিস্ময়জ্ঞানেই হউক্, লোকটা একটু অস্পষ্ট চীৎকার করিয়া উঠিল। পাছু হটিয়া যাইবার সময় সে যেন বুঝিল, কুমার জাল্‌মা অল্প অল্প অঙ্গ সঞ্চালন করিলেন।

বাস্তবিক কুমার তখন অর্দ্ধ উন্মীলিত-নয়নে মস্তক উত্তোলন করিয়া সেই গবাক্ষের দিকে মুখ ফিরাইলেন। নাসারন্ধ্রপথে এক বিশাল নিঃশ্বাস বিনিঃসৃত হইল। সে নিঃশ্বাসের কারণ প্রখর গ্রীষ্মোত্তাপ। কুমার সবেমাত্র পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে বৃক্ষকাণ্ডের পশ্চাৎ হইতে পক্ষীরবের ন্যায় এক প্রকার রব তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল। পক্ষীরা যখন উড়িবার উপক্রম করে, তখন তাহাদের চঞ্চুমুখে এক প্রকার শব্দ হয়, সেইরূপে মৃদু বংশীরবের ন্যায় মিহি আওয়াজ। পরক্ষণে পুনরায় সেইরূপ আওয়াজ, কিন্তু অস্পষ্ট। বোধ হইল যেন, পক্ষী কিছু দূরে! জাল্‌মা বুঝিলেন, সত্য সত্যই পাখী ডাকিয়াছে। যে হস্তের উপর মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, সেই হস্তখানি বিস্তৃত করিয়া পুনরায় নিদ্রাভিভূত হইলেন।

মুহূর্ত্তকাল সমস্তই নিস্তব্ধ; সমস্তই স্থির; আর কোন দিকেই কোনপ্রকার শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না।

ফাঁসুড়েটা ভয়ানক ধূর্ত্ত, পক্ষীরবের অনুকরণ করিয়া সেইরূপে ধ্বনি করিয়াছিল। ক্ষুদ্র কালসর্প তাহার হস্তবেষ্টন করিয়া অগ্রে পরিত্যাগ করে নাই, দংশন করিয়াছিল। সে দংশনে তাহার কোন অনিষ্ট হয় নাই। কিয়ৎ-ক্ষণ একটু পশ্চাতে থাকিয়া আবার সেই গবাক্ষপথে মুখ বাড়াইল;—দেখিল, রাজকুমার পুনর্ব্বার নিদ্রাভিভূত। সে পূর্ব্ববৎ সাবধানে ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিল। আর কোন চেষ্টা করিল না, বনমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। একটু দূরে গিয়া দেখিল, সর্পদংশনে তাহার বাম হস্ত কিঞ্চিৎ ফুলিয়া উঠিয়াছে।

দূরে একপ্রকার আক্ষেপের স্বরে এক-ঘেয়ে গীতধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। মাথা উঁচু করিয়া—কাণ পাতিয়া ফাঁসুড়ে তাহা শুনিল। মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে রাগও হইল। যেখানে সেই কুটীর, ঐ সংগীতধ্বনি ক্রমে ক্রমে তাহারই নিকটে আসিয়া একবার থামিল। অল্পক্ষণ পরে একটী লোক সেই বনমধ্যে এক প্রশস্তস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। ফাঁসুড়েটা যেখানে লুক্কায়িত, তাহারই নিকটে সেই লোক।

বনমধ্যে অন্যলোক দেখিয়া ফাঁসুড়ের রাগ হইয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ আপন কটিদেশ হইতে লম্বা একগাছা দড়ী বাহির করিল। তাহার একমুখে একটা সীসার গোলা বাঁধা। হংসডিম্বের ন্যায় সেই গোলা। দক্ষিণ হস্তের কব্জীতে সেই দড়ীর অগ্রভাগ বন্ধন করিয়া ফাঁসুড়ে পুনর্ব্বার কাণ পাতিয়া কি শুনিতে লাগিল। শুনিয়া শুনিয়া সেখান হইতে অদৃশ্য হইল; হামাগুড়ি দিতে লাগিল। যে লোকটী নূতন আসিল, সে যেখানে দাঁড়াইয়া গান করিতেছে, চুপি চুপি সেই দিকেই অগ্র-সর হইতে লাগিল।

নূতনলোকটী তাম্রবর্ণ; বয়স অনুমান বিংশতিবৎসর; পরিধান নীলবসন। মাথায় একটী লাল পাগ্ড়ী, কাণে রূপার মাকড়ী, হাতে রূপার বালা। এ লোকটী কুমার জাল্মার বিশ্বাসী ভৃত্য; প্রভুর নিকটে একটী সংবাদ দিতে আসিতেছে। কুমার সেই কুটীরমধ্যে নিদ্রিত আছেন, সে তাহা জানিত। নিকটেই তাহার নিজের ঘর।

ভৃত্য যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে দুটী পন্থা; যে পথে গেলে কুটীরে পৌঁছিবে, সে তখন সেই পথ ধরিল।

যবদ্বীপের অরণ্যে বড় বড় প্রজাপতি থাকে; কুসুমলতার পত্রে পত্রে উড়িয়া বেড়ায়। সে সকল প্রজাপতির পক্ষপুটে স্বর্ণবর্ণ চিত্র আছে। রাজকুমারের ভৃত্য গান গাওয়া বন্ধ করিল। সেই রকমের একটী প্রজাপতি দেখিল; দুই এক পা চলিল; আবার থামিল; আবার একটু অগ্রসর হইয়া সেই চিত্রবিচিত্র প্রজাপতিকে ধরিল।

ভৃত্য হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া সম্মুখদিকে চাহিল;—দেখিল, একটা কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। ভোঁ ভোঁ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। পরক্ষণেই তাহার গলায় একগাছা দড়ী জড়াইয়া গেল;—তিন ফের জড়াইল। তন্মুহূর্ত্তেই তাহার মস্তকের পশ্চা-দ্দিকে সজোরে একটা বাঁটুল বাজিল। এত শীঘ্র শীঘ্র এই কাজটা হইয়া গেল যে, ভৃত্য একবার একটু চীৎকার করিতেও পারিল না। নির্ঘাত বেদনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঘুরিতে লাগিল। ফাঁসুড়ে সেই সময় বাঁটুলের দড়ী ধরিয়া সজোরে টান দিল। ভৃত্যের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। হস্তদ্বয় ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়া হাঁটু গাড়িয়া পড়িয়া গেল। ফাঁসুড়ে ছুটিয়া

আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল, জোর করিয়া ভূমিশায়ী করিল। এত জোরে জোরে দড়ী টানিতে লাগিল যে, অভাগার গাত্রের চর্ম্ম কাটিয়া রক্ত বহিল; খানিকক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া ভৃত্যটী মরিয়া গেল! ফাঁস্থড়ে তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া কটমটচক্ষে তাহার আকারপ্রকার পরীক্ষা করিল। আনন্দে তাহার বুক নাচিল, মুখে হাসি আসিল। নাসারন্ধ্র ফাটিয়াছে, ঘাড়ের শিরা ফুলিয়াছে, কপোল ও কর্ণমূল শাদা হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া দেখিয়া ফাঁস্থড়েটা আরও আহ্লাদে হাসিল। আবার সেই মিশিরঞ্জিত দন্তপংক্তি বাহির করিল। তাহার পর কম্পিতবক্ষস্থলে হস্তবদ্ধ করিয়া কি যেন মন্ত্র পড়িল। কোন দেবতার কাছে যেন প্রার্থনা জানাইল।

লোকটী সম্মুখে মরিয়া রহিয়াছে। বিশ্রান্ত-চক্ষে ফাঁস্থড়ে তাহাকে দেখিল। বাঘেরা, বিড়ালেরা শিকার করিয়া যেমন শিকারের সম্মুখে ছুলী পাতিয়া বসে, একবার সরিয়া যায়, আবার নিকটে আসিয়া থাবা মারে, এই ফাঁস্থড়েটাও সেইরূপ শিকারী। শিকারী ব্যাঘ্রের ন্যায় নিহত শিকারের অঙ্গলক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিল। মনে মনে ভাবিল, কার্য্য এখনও সমাধা হয় নাই, আসল কার্য্য বাকী। শিকারের গলা হইতে রজ্জুটা খুলিয়া লইল, আপন কটিদেশে জড়াইল। মৃতদেহ টানিয়া তফাতে লইয়া ফেলিল; দুরস্থ জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিল। রূপার গহনাগুলি খুলিয়া লইল না।

প্রথম শিকার সমাধা করিয়া ফাঁস্থড়ে আবার গুঁড়ি মারিয়া জাল্‌মার কুটীরের নিকটে গেল; কটিদেশ হইতে একখানা ছুরী বাহির করিল। বেতের চেটাই কুটীরের আবরণ, ফাঁস্থড়ে সেই ছুরী দিয়া চেটাই কাটিয়া দুই হস্তপরিমাণ পথ করিল। সে কার্য্যসাধনে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। হীরার কলম দিয়া কাচ কাটিতেও বরং তদপেক্ষা অনেক বিলম্ব হয়।

প্রবেশের পথ প্রস্তুত হইল। সহজেই প্রবেশ করিতে পারা যায়। ফাঁস্থড়ে স্থির হইয়া স্থিরনেত্রে দেখিল, জাল্‌মা তখনও ঘুমাইতেছেন। সাহসে ভর করিয়া সেই ছিদ্রপথে কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

উল্‌কীর দাগ।

আকাশ এতক্ষণ পরিষ্কার নীলবর্ণ ছিল, ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প হরিদ্বর্ণ হইয়া আসিল। সূর্য্যমণ্ডল এক প্রকার তরল লোহিতবাষ্পে ঢাকা পড়িয়া গেল। সংসারের সমস্ত পদার্থেই সেই আরক্তপ্রভার প্রতিবিম্ব পড়িল। তৎ-প্রদেশে যখন এই প্রকার প্রকৃতিপরিবর্ত্তন নয়নগোচর হয়, তখনই সকলে বুঝিতে পারে, দারুণ গ্রীষ্ম পড়িবে, ঝটিকাও উত্থিত হইবে। সময় সময় সেই সকল স্থানে একপ্রকার গন্ধকের গন্ধ অনুভূত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহে বৃক্ষের লতাপাতা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে; ক্ষণপরেই আবার স্থির হয়। রবিতাপ অসহ্য হইয়া উঠে। কুমার জাল্‌মা সেই কুটীর-মধ্যে নিদ্রিত আছেন। তাঁহার কপালে বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিতেছে। বোধ হইতেছে, কেহ যেন তাঁহার ললাটদেশে মুক্তা গাঁথিয়া

দিয়াছে। নিদ্রা ইত্যগ্রে গাঢ় ছিল, দারুণ উত্তাপে এখন ক্ষণিক তন্দ্রামাত্র।

সিঁদ কাটিয়া ঘরের ভিতর চোর প্রবেশ করিল, সাপের মত বুকে হাঁটিয়া কুমারের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইল, সেইখানে হাঁটু-গাড়িয়া বসিল। কি করিতে আরম্ভ করিল, শীঘ্র তাহা বুঝা গেল না। মুখে কথা নাই, করাঙ্গুলী চঞ্চল।

এই দুরন্ত ফাঁস্থড়ের অনুগ্রহের উপরেই এখন রাজকুমার জাল্‌মার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। ফাঁস্থড়েটা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গলাটা লম্বা করিয়া দিল; হাতদুখানাও মাটীতে রাখিল। খানিকক্ষণ নড়িল না। শ্বাপদজন্তু যখন শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার উদ্যম করে, তখন তাহার যেরূপ ভীষণ ভাব হয়, এই ফাঁস্থড়ের তখন সেই প্রকার ভাব। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুই সঞ্চালিত হইতেছে না, কেবল পত্রকম্পনের ন্যায় ওষ্ঠপুট একটু একটু কাঁপিতেছে।

নরহন্তার বিকটমূর্ত্তি ক্রমেই যেন ফুলিয়া ফুলিয়া সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। একটা খুন করিলেই হত্যার ঘাড়ে খুন চাপে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ। ফাঁস্থড়ের ঘাড়ে খুন চাপিয়াছে। কুমারের সেই নির্দ্দোষ যুবা ভৃত্যকে সংহার করিয়া তাহার যেন রক্তপিপাসা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজকুমারকেও কি খুন করিবে? না, তাহা করিবে না। যাহাদের কাছে হুকুম লইয়া সেই নৃশংস পিশাচ ঐ কুটীর অন্বেষণে আসিয়াছে, তাহারা রাজপুত্রকে খুন করিতে বলে নাই; তথাপি লোকটার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, ঠিক যেন মূর্ত্তিমান্ কৃতান্ত! তাহার চক্ষে যেন অগ্নি জ্বলিতেছে। বামহস্তখানা মাটীতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সেই ফাঁসরজ্জুর অগ্রভাগ ধারণ করিল। দুইবার ধরিল, দুইবারই হাত কাঁপিয়া লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। খুন করিবার ইচ্ছা, কিন্তু দুইবারই তাহাতে বাধা।

নরজীবনহননে এই পাপাত্মার যেন উন্মাদরোগ জন্মিল। যত অল্পসময়ে সে কার্য্য সে সমাধা করিতে পারে, রাজপুত্রের শয্যা-পার্শ্বে তদপেক্ষা তাহার অধিক সময় অতি-বাহিত হইল। পাপকার্য্যসাধনের অগ্রবর্ত্তী সময়টা রাক্ষসাদি নৃশংসের পক্ষে মহামূল্য-বান্। ফাঁস্থড়ের মূল্যবান্ সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে। রাজকুমার জাল্‌মার পরাক্রম, নৈপুণ্য, সাহস সে লোকটার বিলক্ষণ জানা ছিল। পাছে তিনি সহসা জাগিয়া উঠেন, দুরাত্মার মনে মনে কেবল সেই ভয়। কুমা-রের হস্তে যদিও অস্ত্র নাই, তথাপি জাগরিত হইলে তাঁহাকে পরাস্ত করা তাদৃশ ভয়ঙ্কর পিশাচের পক্ষে নিতান্তই অসাধ্য। লোকটা মনে মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করিল। সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই পরিতাপের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। যাহা তাহার সঙ্কল্প, বিনা আড়ম্বরে তাহাতেই এখন প্রস্তুত।

যে কার্য্যে সে প্রস্তুত, অপরের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে। পর পর প্রণালীদর্শনে পাঠকমহাশয় তাহা বুঝিবেন।

হস্তের উপর মস্তক রাখিয়া রাজকুমার জাল্‌মা বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন। নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করান আবশ্যক বিবেচনা হইল। সম্মুখদিকেই তস্করের প্রবেশদ্বার। দ্বারের দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিলে তস্করটা পশ্চাতে থাকিবে, কুমার যদি সহসা নয়ন উন্মীলন করেন, প্রথমেই তাহাকে দেখিতে পাইবেন না, কূটবুদ্ধি তস্কর অনেকক্ষণ নির্ব্বিঘ্নে কুটীরমধ্যে অব-স্থান করিতে পারিবে।

চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া আসিল। ক্রমশই ঘোর অন্ধকার। উত্তাপও ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। রাজকুমারের নিদ্রা ক্রমশই গাঢ়তর। এ অবস্থা ফাঁসুড়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল। কুমারের নিকটে জানু পাতিয়া বসিয়া তৈলাক্ত অঙ্গুলীগুলি তাঁহার ভ্রূযুগলে, কপোলে, কর্ণপার্শ্বে, নেত্রপল্লবে ধীরে ধীরে স্পর্শ করিতে লাগিল। এত সুধীরস্পর্শ যে, কুমার তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। খানিকক্ষণ ঐরূপ চলিল। কুমারের ললাটে যে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিতেছিল, তাহা ক্রমশ বাড়িল; কপাল বাহিয়া প্রবাহিত হইল। নিদ্রাঘোরেই তিনি এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মুখের মাংস একটু একটু কুঞ্চিত হইয়া আসিল। দুষ্টলোকের করস্পর্শে যদিও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না, কিন্তু নিদ্রিত অবস্থাতেই সেই স্পর্শনে তিনি যেন একপ্রকার অসুখ অনুভব করিলেন।

পলকশূন্যনয়নে রাজপুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ফাঁসুড়ে তাহার যাদুবিদ্যার পরীক্ষা করিতেছে, রাজকুমার ঘুমাইতেছেন। হঠাৎ একপ্রকার চাঞ্চল্য আসিল। দক্ষিণ হস্তখানি একবার ধীরে ধীরে তুলিয়া মুখের কাছে আনয়ন করিলেন। মুখে যেন মশা বসিতেছে, ঘুমের ঘোরে তাড়াইবেন, এইরূপ ইচ্ছা। নিদ্রিত অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ই শিথিল, তাড়াইবার ইচ্ছা বিফল হইল, চেষ্টাও ব্যর্থ হইল, তাড়াইতে পারিলেন না। হাতখানি বুকের উপর সরিয়া পড়িল। ফাঁসুড়ে বুঝিল, তাহার অভিসন্ধি সিদ্ধ হইতেছে, পূর্ব্ববৎ সে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। ওষ্ঠকম্পনে বোধ হইল, কোন প্রকার মন্ত্র পড়িতেছে।

রাজপুত্র নিদ্রাচ্ছন্ন। মুখের কাছে হাত লইয়া যাইতে পারিলেন না, কলের পুতুল যেমন কলে নড়ে, সেই ভাবে একটু নড়িয়া একবার মুখ ফিরাইলেন। মস্তকটা দক্ষিণবাহুর উপরে হেলিয়া পড়িল। ভালই হইল, ফাঁসুড়ে ইহাই বুঝিয়া স্বচ্ছন্দে কার্য্যসম্পাদন করিতে পারিবে, এই আকাঙ্ক্ষায় আহ্লাদিত হইল। পাখীর পালকে যেরূপ বাতাস হয়, আপনার হাত দুখানা সেই ভাবে নাড়িয়া নাড়িয়া ধূর্ত্ত পিশাচ আস্তে আস্তে রাজপুত্রের মুখে বাতাস দিতে লাগিল। সেই বাতাসে রাজপুত্রের মুখ একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তত উত্তাপে কাতর হইলেও তিনি যেন একটু একটু শীতলতা অনুভব করিলেন। বক্ষঃস্থল কাঁপিল, অর্দ্ধবিমুক্ত ওষ্ঠপুট সেই বায়ুগ্রহণের নিমিত্তই যেন একটু চঞ্চল হইল। একটু পূর্ব্বে নিদ্রায় কিছু বাধা হইতেছিল, সেই নিদ্রা পুনরায় গাঢ় হইয়া আসিল।

এই সময় ঘন ঘন চপলা চমকিল। কুটীরমধ্যে একবার বিদ্যুতের আলো আসিল। পাছে বজ্রপাত হয়, পাছে বজ্রধ্বনিতে রাজকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেই আশঙ্কায় ফাঁসুড়ের চাঞ্চল্য বাড়িল। শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অভিলাষ।

রাজপুত্র চীৎ হইয়া শুইলেন। দক্ষিণ হস্তের উপর মস্তক, বামহস্ত শয্যার উপর বিস্তৃত। ফাঁসুড়েটা বামদিকে বসিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল; বাতাস করা বন্ধ করিল। অতি ধীরে ধীরে কুমারের বাম হস্তখানির আস্তীন গুটাইয়া দিল; বাহুসন্ধি প্রকাশ পাইল। ফাঁসুড়ে আপন অঙ্গবস্ত্র হইতে ক্ষুদ্র একটা তাম্রনির্ম্মিত বাক্স বাহির করিল। সেই বাক্স হইতে দিব্য একটী সরু ছুঁচ আর একটা কৃষ্ণবর্ণ শিকড় বাহির করিয়া লইল; সূচি দ্বারা বারবার সেই শিকড়টা বিদ্ধ করিল।

শিকড় হইতে একপ্রকার শ্বেতবর্ণ রস বাহির হইল। সেই রসটা সূচিগাত্রে উত্তমরূপে সিক্ত হইল। ফাঁসুড়ে তখন হেঁট হইয়া কুমারের বাহুমূলে সেই রস প্রবেশিত করিতে আরম্ভ করিল। সুতীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র দ্বারা বাহুর ত্বকের উপর নানা আকার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল। সূচি এত সূক্ষ্ম, ফাঁসুড়ের হস্ত এত ধীর, অঙ্গে সূচি বিদ্ধ হইল, লোমকূপে রস প্রবেশ করিল, নিদ্রিত রাজপুত্র তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অতি শীঘ্রই সেই প্রক্রিয়ার ফল প্রকাশ হইল। প্রথমে একটু ঈষৎ গোলাপী রং, চর্ম্মরক্তে স্পৃষ্ট হইয়া সেই শিকড়ের শ্বেতবর্ণ রস গোলাপী আভা ধারণ করিল। কিছুক্ষণ পরে গাঢ় লোহিতবর্ণ পাইল। পরক্ষণেই বোধ হইল যেন, সমস্তই মিলাইয়া গেল। উপরে আর কিছুই দেখা গেল না। চর্ম্মের অভ্যন্তরে কি কি চিহ্ন রহিল, অভ্যাসবশে ফাঁসুড়েই তাহা বুঝিল।

যাহারা দুষ্কর্ম্মসাধন করে, নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিতেই তাহাদের মহানন্দ। রাজপুত্রকে উল্কী পরাইয়া ফাঁসুড়ের মনে মহানন্দ। রাক্ষসের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাজপুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দুরাত্মা সেখান হইতে সরিল; পূর্ব্ববৎ বুকে হাঁটিয়া কৃত প্রবেশপথে নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইয়া গেল। সিঁদ কাটিতেও যেমন নিপুণ, সন্ধিচ্ছিদ্র বুজাইতেও লোকটা সেইরূপ তৎপর। ছুরী দিয়া বেত কাটিয়া যতটুকু ফাঁক করিয়াছিল, সুন্দর কৌশলে সেই ছিদ্রপথ সুন্দররূপে বন্ধ করিয়া দিল। ভিতর হইতে অথবা বাহির হইতে [illegible] কোন প্রকার সন্দেহ করিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা রাখিল না। বনমধ্যে ফাঁসুড়ের প্রবেশ, আকাশেও ভীমনাদে বজ্রপাতধ্বনি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মাশুলহারক।

ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, সূর্য্যদেব অগ্নিময় কিরণ বর্ষণ করিতেছেন, বনস্থলী পূর্ব্ববৎ মহা উত্তাপে যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে; প্রকৃতি মহা উত্তপ্ত। নিদ্রিত রাজপুত্র জাল্মার বাহুমূলে টীকা দিয়া ফাঁসুড়ে পলায়ন করিয়াছে। তাহার পর প্রায় একপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ একটা রথ্যাকুঞ্জে একজন অশ্বারোহীর প্রবেশ। অশ্ব দ্রুতপদে ধাবিত হইতেছে। বৃক্ষের নিবিড় পল্লবে অঙ্গাবৃত করিয়া সহস্র সহস্র পক্ষী সুস্বরে গান করিতেছে। রক্তবর্ণ—হরিদ্বর্ণ শুকপক্ষীরা মুকুলিত বৃক্ষশাখে উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে। নানাবর্ণের নানা পক্ষী নানা স্বরে গান করিয়া শূন্যপথে উড়িয়া যাইতেছে। কতকগুলি পক্ষী দূর হইতে উড়িয়া আপন আপন নীড়ে প্রত্যাগত হইতেছে। অশ্বারোহী রথ্যাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছেন। দুইধারে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী, মধ্যস্থলে সুবিস্তৃত বর্ত্ম। এই সকল বৃক্ষরাজির শিরে শিরে নানা বিহঙ্গের কলরব। রথ্যাকুঞ্জের অদূরে একটী মনোহর সরোবর। তাহার তীরে সারি সারি অনেকগুলি যমদূতিকা বৃক্ষ। বায়ুভরে এক একবার সেই সকল বৃক্ষের

হরিদ্বর্ণ ছায়া সরসী নীরে প্রতিফলিত হইতেছে। সেই ছায়াতলে নানাবর্ণের সুন্দর সুন্দর মৎস্য ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। কোন কোন মৎস্যের শল্ক রজতবর্ণ, কোন কোন মৎস্যের পিঙ্গলবর্ণ, কাহারও বা নীলবর্ণ, কাহারও বা লোহিতবর্ণ। সকলগুলিই ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বোধ হইতেছে যেন, কোন সুনিপুণ হস্ত সেই সরোবর-সলিলে নানা বর্ণের মণি সাজাইয়া রাখিয়াছে। নানাবর্ণের কীট-পতঙ্গও সেই স্বচ্ছসলিলের উপরিভাগে গুন্ গুন্ ধ্বনি করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। শোভা রমণীয়। সেই রমণীয়তা যথাযথ বর্ণন করিয়া প্রকৃতির মর্য্যাদারক্ষা করা সাধারণ ভাবুকের সাধ্যাতীত [illegible] তীরে [illegible] পুষ্প-কানন, [illegible] একটু একটু কুঞ্চিত হইয়া [illegible] প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত। অশ্বারোহী সেই মনোরঞ্জন রমণীয় রথ্যা-কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন। কে তিনি? পাঠকমহাশয় পরিচয় গ্রহণ করুন, ইনিই ভারত-বর্ষীয় রাজকুমার জাল্মা। দুরাচার বাতুকর ফাঁস্রুড়ে তাঁহার বামহস্তে কি এক অদ্ভুত পদা-র্থের টীকা দিয়া গিয়াছে; এখনও পর্য্যন্ত তিনি তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। তাঁহার বাহন অশ্বটী গভীর কৃষ্ণবর্ণ। যেমন তেজস্বী, তেমনি বলবান্। জাপানদেশে তাহার জন্ম। দেখিতে কৃশ, কিন্তু বেগে উল্কাসম। পৃষ্ঠে জীন নাই; একখানি অপ্রশস্ত রক্তবস্ত্র জীনের প্রতি-নিধিত্ব করিতেছে। তাহার মুখে রেশমের বল্গা।

সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইতেছেন। বিহঙ্গেরা মিলিতস্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছে। পুষ্পরাজির মনোহর [illegible] চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে; মৃদু মৃদু বায়ু বহিতেছে। প্রভাতের ঝড়ের পর এক পালা বৃষ্টি হইয়াছিল, সেই প্রভাতী বৃষ্টির জলে তথাকার বৃক্ষপল্লব তখনও অল্প অল্প সিক্ত হইয়া রহিয়াছে।

জাল্মার মস্তকে একটী লোহিতবর্ণ টুপী। পরিধান শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদ। দেখিতে পরম সুন্দর। বদন বিষণ্ণ। ইংরাজেরা তাঁহার পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়া তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছেন; কিছুদিন তাঁহাকে বন্দিদশায় থাকিতে হইয়াছিল, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মনের দুঃখে তিনি এখন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সেনাপতি সাইমন এখনও তাঁহার সঙ্গে রহিয়া-ছেন। কুমারের জননীর জন্মস্থান যবদ্বীপের অন্ত-র্গত বাতাবিয়া। সেই রাজ্যেই তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। পিতৃসম্পত্তিতে বঞ্চিত। পূর্ব্বে মাতৃধন অধিকার করেন নাই, এক্ষণে মাতৃধনের অধিকার প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মাতামহের [illegible] আবাসস্থলে [illegible]। সম্পত্তিগুলি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে তিনি কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় দলীলপত্র পাইয়াছেন; আর একটী পদক। মার্শেল সাইমনের কন্যা রোজী-বিলাসী যে প্রকার পদক ধারণ করেন, অবিকল সেই প্রকার পদক।

পদকটী দর্শন করিয়া সেনাপতি সাইমন পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ঐ নিদর্শন দ্বারা তাঁহার স্ত্রীর সহিত জাল্মার জননীর কুটুম্বিতা স্থিরীকৃত হইল, কেবল ইহাই নহে, কুমার এই পদকের প্রসাদে ভবিষ্যতে অতুল সুখসম্পদের অধিকারী হইতে পারিবেন। জাল্মাকে বাতাবিয়া নগরে রাখিয়া সেনাপতি সাইমন সুমাত্রাদ্বীপে গমন করিয়াছেন। জাল্মার কতকগুলি বিষয়-কার্য্য বাকী আছে, সেইগুলি সমাধা করিয়া তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। মার্শেল সাইমনের সুমাত্রায় যাইবার কারণ এই যে, তথায় তিনি একখানি জাহাজ ঠিক করিবেন। সেই তরণী আরোহণে অতি শীঘ্রই তিনি জাল্মাকে লইয়া ইউরোপ যাত্রা করিবেন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাজকুমার জাল্‌মার পারিসে উপস্থিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। সুমাত্রা-বন্দর হইতে শীঘ্রই জাহাজ ছাড়িবে, এমন সংবাদ যদি পান, তাহা হইলে মার্শেল সাইমন অবিলম্বেই বাতাবিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া কুমার জাল্‌মাকে লইয়া যাইবেন। জাল্‌মা নিত্য নিত্য তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রতিদিন তিনি বাতাবিয়ার বন্দরে উপস্থিত হন, আশা করেন, রোজী-বিলাসীর পিতা অদ্যই হয় ত তরণী লইয়া এখানে উপস্থিত হইবেন।

কুমার জাল্‌মার পরিচয় অসম্পূর্ণ আছে। তাঁহার বাল্যবিবরণ পাঠকমহাশয়ের অবগত থাকা উচিত। অল্পবয়সে তিনি মাতৃহীন হন। পিতার যত্নে লালিতপালিত হইয়া বীরোচিত সাহস অভ্যাস করিয়াছেন। সাহসের সঙ্গে সরলতাও মিলিত আছে। অতি শৈশবে পিতার সহিত তিনি মৃগশিকারে যাইতেন। যৌবনে ইংরাজের সহিত মহাযুদ্ধ। সে যুদ্ধেও কুমার জাল্‌মা সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন। স্বদেশানুরাগে স্বরাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত সেই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। পিতৃহারা হইয়া অবধি তিনি নিবিড় অরণ্যে, দুর্গম পর্ব্বতে, ক্রমাগত যুদ্ধে আপন তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। সততা, সরলতা, সাহসিকতা, তিন গুণেই তিনি অলঙ্কৃত। সেই গুণে তাঁহার ডাকনাম হইয়াছে সাধু। রাজার ঔরসে রাজরাণীর গর্ভে জন্ম, রাজ্যে তিনি যুবরাজ, এখন যদিও রাজ্যচ্যুত, তথাপি এখনও তিনি যুবরাজ। যতদিন তিনি ইংরাজ-দুর্গে বন্দী ছিলেন, কারাধ্যক্ষেরা তাঁহার তেজস্বিতা, মর্য্যাদা ও গৌরবদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কখনও কাহাকেও তিনি ভৎসনা করেন নাই, কখনও কাহারও নিকট দয়া প্রার্থনা করেন নাই, সগর্ব্ব ধৈর্য্যসহকারে ইংরাজের নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা অবিচারে তাঁহার পিতৃরাজ্য হরণ করিয়াছেন, মনে মনে ইহা তিনি জানেন, তথাপি প্রকাশ্যে ইংরাজের নিন্দা করিয়া কদাচ তিনি আপনার লঘুতার পরিচয় দেন নাই। বংশমর্য্যাদায় সম্ভ্রান্ত, যুদ্ধবিগ্রহে অশ্রান্ত, অরণ্যপর্ব্বতে আশ্রয়, শৈশবাবধি এইরূপে জীবন অতিবাহিত করাতে কুমার জাল্‌মা একপ্রকার আরণ্যপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সভ্যতম সমাজের কিরূপ রীতি, জন্মাবধি তিনি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই। না পারুন, তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ মহদ্‌গুণে তিনি সকলেরই প্রিয় হইয়াছেন। যাহাকে যে বাক্য দেন, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না; আত্মবিস্মৃত হইয়া পরোপকার করেন। মিথ্যাকথা, অকৃতজ্ঞতা অথবা বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার নিকট চির-অপরিজ্ঞাত। মানবপ্রকৃতির যাহা যাহা উপদেশ, কুমার জাল্‌মা তাহাতেই সুশিক্ষিত; নিজে কোন পাপকর্ম্ম করেন না, রাজবিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দেন না, অপরে যদি তাহা করে, তাহাকে তিনি ক্ষমা করিতেও সম্মত হন না। তিনি জানেন, তিনি স্বয়ং যদি রাজবিদ্রোহী হন, প্রাণসমর্পণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। যাঁহার প্রকৃতি এইরূপ,—মিথ্যা জানেন না, প্রবঞ্চনা জানেন না, চাতুরী জানেন না, বিদ্রোহ জানেন না, তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য পারিসের এক সুসজ্জিত ধর্ম্মসভা নানাপ্রকার কূটজাল বিস্তার করিতেছে। সংসারে অর্থোপার্জ্জনের,—বিষয়সংগ্রহের এক আশ্চর্য্য উদাহরণ বটে! ফ্রান্স্‌-রাজ্যে তাঁহার গমন একান্তই প্রয়োজন; গমনে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প; তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছাই পারিসে যাওয়া।

পারিস একপ্রকার জাদুকরের অবতারভূমি। সেই ভূমির সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প

দৃষ্টিগোচর হয়। পারিসের রমণীগণের চরিত্র-সম্বন্ধে জাল্মার এক নূতন কৌতূহল আছে। পারিসের সুন্দরী ;—গৌরবের, সৌন্দর্য্যের লীলা-স্থল। সমস্ত সভ্য জগতের সমস্ত সমৃদ্ধি তাঁহারা চাপা দিয়া রাখেন ;—ছাপাইয়া যান। এই মনোরম সন্ধ্যাকালে বিবিধ কুসুমসৌরভের মাদকতায় বিমোহিত হইয়াও জাল্মা এখনও সেই সকল অপরূপ বিলাসিনীগণের ক্রিয়াকলাপকে কল্পনা-পথে আনয়ন করিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, এই রথ্যাকুঞ্জের শেষভাগ হইতেই সেই সকল বিদ্যাধরীরূপিণী ফরাসীসুন্দরী কামিনীকুল যেন তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুকোমল করাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা তাঁহাদের বিধুবদনের সহস্র সহস্র চুম্বন তাঁহার গাত্রে ছুড়িয়া মারিতেছে!

ভাবিতে ভাবিতে কুমারের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সানন্দে মুক্তকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "পারিসের সুন্দরী রমণী! কবে আমি তাঁহাদের বদনচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিব?"

জাল্মা অশ্বারোহণে যাইতেছেন, আর একটী লোক সেই প্রশস্ত রাস্তার পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রপন্থার বৃক্ষের অন্তরাল দিয়া পদব্রজে চলিয়াছে। অশ্ব ছুটিতেছে, সে লোকটীও অদৃশ্য হইয়া ছুটিতেছে। এক স্থানে সেই অপ্রশস্ত পন্থা সমাপ্ত হইল। বড় রাস্তায় না আসিলে সে লোকের আর অন্যদিকে গমন করিবার সুবিধা ছিল না। একটা বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া সেই লোক জাল্মাকে ভাল করিয়া দেখিল; দেখিয়াই তাহার আশ্চর্য্যজ্ঞান হইল। জাল্মাও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার বিমর্ষবদন দর্শন করিয়া জাল্মার দয়া হইল। [illegible] আসিতেছিল, হস্তদ্বারা মার্জ্জন করিলেন; অশ্ববল্গা অশ্বপৃষ্ঠে ফেলিয়া দিলেন। অশ্বও দাঁড়াইল। প্রভুর ন্যায় অশ্বের দৃষ্টিও সেই আগন্তুকের দিকে।

লোকটীর নাম মহল। ইউরোপীয় নাবিকদিগের ন্যায় পোষাক; বর্ণ তাম্রবর্ণ; বয়স অনুমান ৪০ বৎসর। গোঁফদাড়ী কিছুই নাই।

মহল ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া জাল্মার সম্মুখে আসিল; টুপীস্পর্শে সেলাম করিয়া অশুদ্ধ ফরাসীভাষায় কহিল, "আপনিই কি রাজকুমার জাল্মা?"

জাল্মা।—তুমি কি চাও?

মহল।—চাই কিছু। আপনি কি রাজা রাজাসিংহের পুত্র?

জাল্মা।—হাঁ।

মহল।—সেনাপতি সাইমনের বন্ধু?

জাল্মা।—সেনাপতি সাইমন?

মহল।—আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আপনি তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করেন। তিনি সুমাত্রা হইতে আসিবেন। আজিও কি সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন?

জাল্মা।—হাঁ, কিন্তু তুমি ও সকল কথা কিরূপে জানিলে?

মহল।—আমি শুনিয়াছি, আজকালের মধ্যেই তিনি এখানে উপস্থিত হইবেন।

জাল্মা।—তিনিই কি তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন?

মহল।—হইতে পারে, কিন্তু আপনি কি যথার্থই রাজা রাজাসিংহের পুত্র?

জাল্মা।—হাঁ, সত্যই আমি তাহাই। কিন্তু সেনাপতি সাইমনের সহিত তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হইল?

মহল।—আপনি যদি যথার্থই রাজা রাজাসিংহের পুত্র হন, তবে বলুন দেখি, আপনার ডাকনামটী কি?

জাল্মা।—আমার পিতাকে লোকে সাধুর পিতা বলে।

মহল এতক্ষণ সন্দিগ্ধনেত্রে জাল্‌মার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। "সাধুর পিতা" শব্দটী শ্রবণ করিবামাত্র তাহার যেন কতক কতক বিশ্বাস দাঁড়াইল। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, "দুইদিন হইল, আপনি কি সুমাত্রা হইতে সেনাপতি সাইমনের একখানি পত্র পাইয়াছেন?"

জাল্‌মা।—হাঁ, পাইয়াছি, কিন্তু তুমি কেন এত কথা জিজ্ঞাসা [ক]রিতেছ?

মহল।—আপন[াক]ে [কি] জানাইবার নিমিত্ত আমি কতকগুলি [আ]দেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। যথার্থই আপনি রাজ[া র]াজাসিংহের পুত্র কি না, সেইটী নিশ্চয় জানি[য়া] আদেশগুলি আপনাকে বলিব, সেই নিমিত্ত[ই] আমার এত কথা, এতগুলি প্রশ্ন।

জাল্‌মা।—আমা[কে] জানাইবার জন্য আদেশ পাইয়াছ? [কে] তোমাকে আদেশ দিয়াছেন?

মহল।—সেনাপ[তি স]াইমন।

জাল্‌মা।—তিনি [এক্ষ]ণে কোথায়?

মহল।—আপনিই [যে] রাজকুমার জাল্‌মা, ইহার বিশেষ প্রমাণ [যখন] আমি পাইব, তখন বলিব। আমি শুনিয়াছি[,] আপনি একাকী কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে আরোহণ [কর]িয়া আসিবেন, সেই অশ্বপৃষ্ঠে রক্তবর্ণ জীন থা[ক]িবে। কিন্তু—

জাল্‌মা।—কি তুমি [ব]লিতে আসিয়াছ? কি বলিবার আদেশ পাইয়া[ছ]? যাহা বলিবার আছে, শীঘ্র আমাকে বল।

মহল।—সকল কথা[ই] আমি আপনাকে বলিব, কিন্তু এখন নয়। [সুম]াত্রা হইতে সেনাপতি সাইমন আপনাকে যে [প]ত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রের মধ্যে যে কতক[গু]লি ছাপা কাগজ আছে, সে কাগজগুলি কি, [তা]হা যদি আপনি বলিতে পারেন, তাহা হইলে [কো]ন কথাই আমি আপনার কাছে অপ্রকাশ রাখি[ব] না।

জাল্‌মা।—সেই ছাপাকাগজ একখানি ফরাসী সংবাদপত্রের কর্ত্তিত অংশ।

মহল।—সে অংশে যাহা লেখা আছে, সেনাপতির পক্ষে তাহা ভাল কি মন্দ?

জাল্‌মা।—শুভসংবাদ। সে সংবাদে লেখা আছে, সম্রাট্ নেপোলিয়ন তাঁহাকে যে সম্মানসূচক উপাধি দিয়াছিলেন, এতদিনের পর ফরাসীরা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অপরাপর যে সকল সৈনিকপুরুষ তাঁহার ন্যায় নির্ব্বাসিত হইয়া সম্ভ্রমহারা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পদোপাধিও অবশেষে স্বীকৃত হইয়াছে। সেনাপতি যখন ভারতবর্ষে ছিলেন, সেই সময়েই এই শুভঘটনা হয়।

মহল।—তবে আপনি যথার্থই রাজকুমার জাল্‌মা। এখন আপনাকে সকল কথা আমি বলি। সেনাপতি সাইমন গতরাত্রে যবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছেন;—উপকূলের এক বিজনপল্লীতে অবস্থান করিতেছেন।

জাল্‌মা।—বিজনপল্লীতে?

মহল।—হাঁ, বিজনপল্লীতে। কেননা, তিনি একটু প্রচ্ছন্ন থাকিতে ইচ্ছা করেন।

জাল্‌মা।—(সবিস্ময়ে) প্রচ্ছন্ন? সেনাপতি সাইমন লুকাইয়া থাকিবেন?—কি জন্য?

মহল।—তাহা আমি জানি না।

জাল্‌মা।—(শঙ্কিতভাবে) কোথায় সেই বিজনপল্লী?

মহল।—এখান হইতে আট মাইল দূরে। সাগরকূলের নিকটে; চণ্ডীর ভগ্নমন্দিরে। আমি নিশ্চয় জানি না, কিন্তু বোধ হয়, সুমাত্রাদ্বীপে তিনি একজনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই উপলক্ষেই কোন সন্দেহ।

জাল্‌মা।—কাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ?

মহল।—তাহাও আমি জানি না। যুদ্ধটা সত্য কি না, তাহাও আমি ঠিক অবগত নহি।

চণ্ডীর ভগ্নমন্দির কোথায়, কোন্ দিকে পথ, তাহা কি আপনি জানেন ?

জাল্মা।—জানি।

মহল।—সেনাপতি আপনাকে সেইখানে যাইতে বলিয়াছেন। সেই আহ্বানবার্ত্তাই আমি আপনার গোচর করিতে আসিয়াছি। ইহাই তাঁহার আদেশ।

জাল্মা।—তুমি কি তবে সুমাত্রা হইতে তাঁহার সঙ্গেই আসিয়াছ ?

মহল।—যে জাহাজে তিনি আসিয়াছেন, আমি সেই জাহাজের একজন নাবিক। জাহাজের কাপ্তেন সরকারী মাশুল দেয় না, লুকাইয়া গতিবিধি করে। সেনাপতি শুনিয়াছেন, নিত্য নিত্য আপনি তাঁহার প্রতীক্ষায় বন্দরকূলে উপস্থিত হন। নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সেখানে দেখিতে পাইব, তিনি এই কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি আপনাকে চিঠী লিখিয়াছেন, আপনার পরিচয়ের প্রমাণস্বরূপ সে কথাটীও তিনি আমাকে বলিয়া দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে পত্র লিখিবার সুবিধা থাকিলে পত্র লিখিতেন, কিন্তু সে সুবিধা ঘটে নাই।

জাল্মা।—কেন তিনি লুকাইয়া থাকিতে বাধ্য, সে কথা তিনি বিশেষ করিয়া তোমাকে কিছু বলেন নাই ?

মহল।—না, একটী প্রসঙ্গও না। কেবল একটা কথা শুনিয়া আমার একটু সন্দেহ হইয়াছে, তাহাতেই আমি আপনাকে বলিয়াছি, তাহার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

শুল্কহারক! জাহাজের শুল্কহারক নাবিক। এ ব্যক্তিও অপরাধী। ইহা বুঝিতে পারিয়া রাজকুমার বুঝিলেন, সেনাপতি সাইমনের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সংবাদটা নিতান্ত অমূলক না হইতে পারে। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া পুনরায় তিনি মহলকে কহিলেন, "তুমি আমার এই ঘোড়াটি গৃহে লইয়া যাইতে পার? নগরের বাহিরেই আমার বাসস্থান। সেখানে একটা নূতন মসজীদ আছে, সেই মসজীদের ধারে অনেক বড় বড় গাছ, সেই সকল গাছের মধ্যস্থলে আমার ঘর। চণ্ডীর মন্দিরে উঠিলে অশ্ব নিজেই পথ চিনিয়া যাইবে। অশ্বারোহণ অপেক্ষা পদব্রজে আমি দ্রুত যাইতে পারিব।"

মহল বলিল, "আপনি যেখানে থাকেন, তাহা আমি জানি। সেনাপতি সাইমন তাহা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন। আপনাকে এখানে না পাইলে সেইখানেই আমি যাইতাম।"

অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই কুমার জাল্মা ঐ বার্ত্তাবহের সহিত ঐ সকল কথা কহিতেছিলেন, এক লম্ফে অশ্ব হইতে ভূতলে অবরোহণ করিলেন; মহলের হস্তে জীন-লাগাম দিলেন। কটিবন্ধ হইতে একটী টাকার থলী বাহির করিয়া সেটীও মহলকে অর্পণ করিলেন;—কহিলেন, "তুমি বিশ্বাসী, ভাল লোক, এই লও, যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার। আমার হস্তে এখন বেশী কিছু নাই।"

ভক্তিভাবে অভিবাদন করিয়া শুল্কহারক কহিল, "রাজা রাজাসিংহকে লোকে যে সাধুর পিতা বলে, তাহা সার্থক।"

রাজকুমারের অশ্বের লাগাম ধরিয়া বার্ত্তাবহ মহল বাতাবিয়ার রাস্তা ধরিল। কুমার জাল্মাও অন্যদিকে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রুতপদে পর্ব্বতের দিকে চলিলেন। সেই পর্ব্বতে চণ্ডীদেবীর ভগ্নমন্দির আছে। তথায় পৌঁছিতে অধিক রাত্রি হইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

জাল্মার মাতামহ।

রাজকুমার জাল্মার মাতামহ মস্থর জশুয়া ভন-ডায়েল একজন ওলন্দাজ সওদাগর। মস্থর রডিনের বিশ্বস্ত সংবাদদাতা। বাতাবিয়া নগরে ইঁহার জন্ম। বাতাবিয়া নগর যবদ্বীপের রাজধানী। তাঁহার পিতা-মাতা তাঁহাকে শিক্ষালাভার্থ পণ্ডীচারীতে পাঠাইয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে সেই স্থানে একটী ধর্ম্মসভা ও ধর্ম্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেই বিদ্যালয়ে ভন-ডায়েল শিক্ষালাভ করেন। সেই বিদ্যালয়টী যীশুখৃষ্টের শিষ্যগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যীশুখৃষ্টের সভার আদিসভা রোমনগরে আছে, স্থানে স্থানে তাহার শাখা। পারিস নগরে রডিন যে ঘরে বসিয়া গুপ্তপত্রাদি লেখাপড়া করেন, সেখানেও একটী শাখা। কাথলিকদিগের এই সভা প্রকারান্তরে গুপ্তসভা নামে খ্যাত। সভ্যগণের অতি চমৎকার ঐক্য। সভা প্রকারান্তরে প্রতাপশালী পুলিসের কার্য্য করিয়া থাকে। বড় বড় রাজার রাজ্যের বড় বড় পুলিস সে সকল তত্ত্ব অবগত নহে, কাথলিকদিগের এই সভা তাহা নখদর্পণে দেখিতে পায়। বড় বড় রাজারা যে সকল বিদ্রোহীদল দমন করিতে অক্ষম, এই সভা তাহা করিতে তৎপর। সেই সভার অধীন এক বিদ্যালয়ে কুমার জাল্মার মাতামহ শিক্ষাপ্রাপ্ত। সেখানে তিনি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

যশুয়া অতি বুদ্ধিমান্ লোক। তাঁহার কার্য্যতৎপরতা সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়। তিনি অত্যন্ত চতুর। অর্থসংগ্রহব্যাপারে কদাচ তিনি অকৃতকার্য্য হন না। পণ্ডিচারীর ধর্ম্মশালা তাঁহার বাণিজ্যব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেন; দ্রব্যাদি রপ্তানী ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন।

অধিক কথা শুনিয়া অল্প উত্তর দেওয়া যশুয়ার চির অভ্যাস। কাহারও সহিত বিবাদ করা তাঁহার অভ্যাস নহে। মনের কথা সকলে জানিতে পারে না। জনসমাজে তিনি নম্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁহার প্রকৃতির পরিষ্কার চিত্র তাঁহার বদনেই প্রকাশ পায়।

সেনাপতি সাইমনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে রাজকুমার জাল্মা নিশাকালে পদব্রজে চণ্ডীর ভগ্নমন্দিরে যাইতেছেন, এদিকে বাতাবিয়ানগরে আর এক প্রকার নূতন কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে।

কর্ম্মস্থল হইতে যশুয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন; আপন বিরামকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। কক্ষমধ্যে অনেকগুলি আলমারী, অনেকগুলি তাক। সেই সকল তাকের উপর কাগজের বাক্স, বড় বড় খাতা, খতিয়ান, জমাখরচ। টেবিলের উপর কতকগুলি খাতা খোলা রহিয়াছে। গৃহে কেবল একটীমাত্র গবাক্ষ। তাহাতে লোহার গরাদে দেওয়া। জানালার খড়খড়ি সর্ব্বদাই খোলা থাকে, গ্রীষ্মাতিশয্যনিবন্ধন বন্ধ করা হয় না, এখনও খোলা রহিয়াছে। টেবিলের উপর বাতী জলিতেছে। যশুয়া সেই বাতীর নিকটে দাঁড়াইয়া দেয়ালের গায়ে ঘড়ী দেখিলেন। মনে মনে বলিলেন, "নটা বাজিয়া ত্রিশ মিনিট। আর দেরী নাই। মহল শীঘ্রই এখানে আসিবে।"

এই কথা বলিয়া যশুয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। একটা পার্শ্বকক্ষ পার হইয়া আর একটা বদ্ধ দরজা খুলিলেন; সাবধানে

তিনি সেই গৃহমধ্যে প্রবেশিলেন। তথা হইতে প্রাঙ্গণে নামিলেন। সম্মুখে ফটক। সেই ফটক অনর্গল করিয়া পুনরায় আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। যে ছুটী দরজা পূর্ব্বে খুলিয়াছিলেন, তাহা সাবধানে বন্ধ করিয়া দিলেন। টেবিলের কাছে বসিয়া একটা দেরাজ হইতে বৃহৎ একখানা পত্র বাহির করিলেন। পত্র অসম্পূর্ণ। পূর্ব্বে লিখিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, নিত্য নিত্য তাহাতে নূতন সমাচার লেখা হয়। শিরোনাম রজিনের নামে। জাল্মা কারামুক্ত হইয়াছেন, তিনি বাতাবিয়ায় আসিয়াছেন, এই পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে। এখন আবার নূতন-কথা লেখা হইবে। যশুয়া লিখিলেন ঃ—

"সেনাপতি সাইমন ফিরিয়া আসিবেন, এই ভয়। তাঁহার ডাকের পত্র গোপনে গ্রহণ করিয়া আমি জানিতে পারি, তিনি প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। পূর্ব্বে আমি তোমাকে লিখিয়াছি, সেনাপতি সাইমন আমাকে এখানকার এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার পত্রগুলি আমি পাঠ করি, তাহার পর জাল্মার নিকটে পাঠাইয়া দিই। আমি খুলিয়াছি, পড়িয়াছি, পত্র দেখিয়া জাল্মা তাহার কোন লক্ষণই বুঝিতে পারেন না। সম্প্রতি এক নূতন বিপদ উপস্থিত। রয়টার নামে একখানা বাষ্পীয় তরণী গত কল্য এখানে আসিয়াছে, কল্য এখান হইতে ছাড়িবে। আরব উপসাগর দিয়া সেই জাহাজ ইউরোপে যাইবে। আরোহীরা সুয়েজে আরোহণ করিবে; সেই যোজক পার হইয়া তাহার পর আলেকজন্দ্রিয়া নগরে আর একখানা জাহাজে উঠিবে। সেই জাহাজ ফ্রান্সে পৌছিবে। অতি দ্রুত দ্রুত সোজাপথে সেই জাহাজ চলিবে। ফ্রান্সে পৌছিতে সাত আট সপ্তাহের অধিক লাগিবে না। অক্টোবরমাস প্রায় শেষ। রাজকুমার জাল্মা জানুয়ারী মাসের প্রথমেই ফ্রান্সে পৌছিতে পারিবেন। তুমি আমাকে যাহা লিখিয়াছ, তাহার উদ্দেশ্য আমি বুঝিলাম না, কিন্তু উপদেশমত কার্য্য করিলাম। জাল্মা যাহাতে এস্থান হইতে যাইতে না পারেন, যে কোন উপায়ে পারি, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। কেন না, তুমি লিখিয়াছ, কুমার জাল্মা যদি ১৩ই ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে পারিসে উপস্থিত হন, তাহা হইলে আমাদিগের সমাজের মহা অপকার ঘটিবে। এক্ষণে যদি আমি তাঁহাকে এখানে আট্‌কাইতে পারি, রয়টার জাহাজে তিনি উঠিতে না পারেন, পারিবেন, এমন কোন সম্ভাবনাও নাই, অন্য জাহাজে ইহার পরে যদি তিনি যাত্রা করেন, এপ্রেল মাসের পূর্ব্বে কিছুতেই ফ্রান্সে পৌছিতে পারিবেন না। কারণ, কেবল এই রয়টার জাহাজখানা সোজাপথে শীঘ্র শীঘ্র যায়; অপরাপর জাহাজ অন্ততঃ চারি পাঁচ মাসের ন্যূনে ইউরোপে পৌছিতে পারে না।

"কুমার জাল্মাকে এখানে আটক রাখিবার যে যে উপায় আমি করিতেছি, তাহা তোমাকে জানাইবার পূর্ব্বে আর একটী বিশেষ কথা জানাইতেছি। আপাততঃ তুমি এই নিম্নলিখিত বিবরণগুলি অবগত হও।

"ব্রিটিস ভারতবর্ষে একটা সম্প্রদায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদিগকে শুভকার্য্যের ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দেয়। শুভকার্য্যের ভ্রাতা, ইহার শাদা অর্থ ফাঁসীগর। সাধারণ লোকে তাহাদিগকে ফাঁসুড়ে বলে। তাহারা নরহত্যা করে, কিন্তু রক্তপাত করে না; শিকারগুলার গলায় ফাঁসদড়ী জড়াইয়া প্রাণে মারে। তাহাদের সঙ্গে অথবা অঙ্গে যে কিছু মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি থাকে, ফাঁসুড়েরা তাহা চুরিও করে না, স্পর্শও করে না। তাহারা

কেবল একটী দেবতার তুষ্টির নিমিত্ত ঐরূপে নরবলি দেয়। সেই দেবতাকে তাহারা ভবানী-দেবী বলিয়া উল্লেখ করে।

"এই ভয়ঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা আমি তোমাকে বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারিব না। কর্ণেল স্লিমান একখানি রিপোর্টের ভূমিকায় যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলেই তুমি অনেক দূর অবগত হইতে পারিবে। প্রায় দুই মাস হইল, সেই রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কর্ণেল লিখিয়াছেন ঃ—

"১৮২২ হইতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমি নরসিংহপুর জেলার মাজিষ্ট্রেট ছিলাম। একটা খুন অথবা একটা চৌর্য্যকাণ্ড সংঘটিত হইলেও আমি সংবাদ প্রাপ্ত হইতাম। অগ্রে আমার কর্ণগোচর না হইয়া একটাও পার পাইত না। যদি কেহ আসিয়া আমাকে জানাইত যে, এক দল পুরুষানুক্রমিক গুপ্তহন্তা কুণ্ডলীগ্রামে বাস করে, আমার আদালত হইতে সেই কুণ্ডলী-গ্রাম প্রায় আশীত হস্ত দূর,—মন্দ্রেশ্বরগ্রামের সুন্দর কুঞ্জবন আমার বাসস্থান হইতে একদিনের পথ, সমস্ত ভারতবর্ষে যত গুপ্তহত্যা হয়, সমস্তই সেইখানকার লোক সম্পাদন করে,—শুভ-কার্য্যের ভ্রাতাদিগের ভিন্ন ভিন্ন দল আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া ঐ দুইস্থলে মিলিত হয়। তথায় মেলা হয়। যেমন কোন পর্ব্বাহ উপস্থিত হইলে মহোৎসবে সকললোক একত্র হইয়া থাকে, সেই রকমে তাহারা একত্র হইয়া থাকে, সেই রকমে তাহারা একত্র হইয়া পথে পথে নরহত্যা করিয়া বেড়ায়। ঐরূপ কথা শুনিলে তাদৃশ বার্ত্তাবহকে আমি পাগল মনে করিতাম। কিন্তু এখন বুঝিয়াছি, সে সকল কথা সমস্তই সত্য। মন্দ্রেশ্বর-কুঞ্জেও প্রতিবর্ষে শত শত পথিকের সমাধি হয়। আমার এলাকামধ্যে শত শত গুপ্তহন্তা বাস করে। যে সময়ে আমি তৎপ্রদেশের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ছিলাম, সেই সময় তাহারা পুনা হইতে হায়দ্রা-বাদ পর্য্যন্ত ঐ সাংঘাতিক ব্যবসায় বিস্তার করিয়াছিল। ফাঁসুড়েদের একজন সর্দ্দার স্বইচ্ছায় গোয়েন্দা হইয়া আমাকে সংবাদ দেয়; আমার তাঁবুর নীচের ভূমি খুঁড়িয়া তেরোটা মৃতদেহ বাহির করিয়া দেখায়। নিকটবর্ত্তী স্থানে আরও শত শত দেখাইতে পারে, এ কথাও আমাকে বলে।

"কর্ণেল স্লিমানের ঐ অত্যল্প কথাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে, সেই ভয়ঙ্কর সম্প্রদায়ের ভয়ঙ্কর কার্য্য কিরূপ। তাহাদের আইন আছে, কার্য্য আছে, ব্যবস্থা আছে, সমস্তই বিপরীত। মানুষের অথবা দেবতার ব্যবস্থার সহিত তাহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। দলের মধ্যে অসাধারণ ঐক্য। ভালমন্দ বিচার না করিয়া দলের সমস্তলোক তাহাদের সর্দ্দারের আজ্ঞাবহ থাকে। সর্দ্দারেরা আপনাদিগকে সেই ভয়ঙ্করী দেবীর প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করে। যাহারা তাহাদের কথা না শুনে, তাহাদের মতে না আইসে, তাহাদের আদেশে কার্য্য না করে, তাহারা তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া ঘৃণা করে। ফাঁসুড়ে-সর্দ্দারেরা দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া ঐপ্রকার নরহত্যার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করিয়া বেড়ায়। তাহা-দের দল সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ভয়ানক জাল বিস্তার করিয়াছে।

ঐ দলের তিনজন সর্দ্দার এবং একজন চেলা, ইংরাজ গবর্ণর জেনারেলের তাড়নায় তথা হইতে পলায়ন করিয়া মলক্কা-উপকূলে উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দ্বীপ হইতে তাহা অধিক দূর নহে। আর একজন গুরুহারক—সাধারণে যাহাকে বোম্বেটে বলে, সে ব্যক্তিও তাহাদের

দলে মিলিয়াছে; তাহার নাম মহল। বোম্বেটে-জাহাজে তুলিয়া সেই মহল তাহাদিগকে এখানে আনিয়াছে। এখানে তাহারা নিরাপদে থাকিবে, কিছুদিন ইহাই ভাবিয়াছিল; মহলও তাহাদিগকে সেইরূপ পরামর্শ দিয়াছিল। তাহারা এক্ষণে এখানকার এক নিবিড় অরণ্যে অবস্থান করিতেছে। সেই অরণ্যমধ্যে অনেক দেবদেবীর ভগ্নমন্দির এবং অনেকানেক গুপ্তসুড়ঙ্গ আছে।

সর্দ্দারদলের মধ্যে ঐ তিনজন অতিশয় চতুর, অতিশয় বুদ্ধিমান্। একজনের নাম ফিরিঙ্গী। অসাধারণ বুদ্ধিবলে সে এখানে সমস্তলোকের ভয়স্থান হইয়াছে। ফিরিঙ্গীরা দ্বিজাতি; আধা শাদা, আধা কালা। এই ফিরিঙ্গীর সেই বংশে জন্ম। ইউরোপীয়েরা যে সকল স্থানে কুঠী করে, এই ফিরিঙ্গী অনেক দিন সেই সকল নগরে বাস করিয়া আসিয়াছে। ইংরাজী ও ফরাসীভাষায় পরিষ্কার পরিষ্কার কথা কহিতে পারে। একজনের পরিচয় এই। আর দুইজন সর্দ্দারের মধ্যে একজন কাফ্রী, একজন হিন্দু। তাহাদের চেলাটা মালাজাতীয়।

এখানকার গবর্ণরের উপর যাঁহার প্রভূত ক্ষমতা চলে, গবর্ণর যাঁহার একান্ত অনুগত বাধ্য, তাঁহার সহিত আমার সবিশেষ আত্মীয়তা, এই তত্ত্ব অবগত হইয়া ঐ বোম্বেটিয়া গুপ্তচারক মহল ইতিমধ্যে একদিন আমার কাছে আসিয়াছিল। সে যদি ঐ কাঁশুড়ে সর্দ্দারদিগকে আর তাহাদের সেই চেলাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করে, তাহা হইলে অনেক টাকা বক্সীস পাইবে, এই বিবেচনায় তাহার ঐ মৎলব স্থির হয়; আমাকেও সেই কথা বলে। সে যাহা চায়, আমি যদি তাহা তাহাকে প্রদান করিতে সম্মত হই, তাহা হইলে সেই দুরন্ত লোকগুলাকে সে ধরাইয়া দিতে পারে। সে চাহে কি? প্রচুর অর্থ পুরস্কার। তদ্ভিন্ন ইউরোপে কিম্বা আমেরিকায় পৌছিবার জাহাজভাড়া। বিনা ভাড়ায় আমরা যদি তাহাকে পৌছাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে সে আর তজ্জন্য স্বতন্ত্র টাকা চাহিবে না। পলায়ন করিতে কেন চাহে? দস্যুদিগকে ধরাইয়া দিয়াছে, দস্যুরা যদি ইহা জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের হস্তে তাহার প্রাণ যাইবে, সেই ভয়ে দূরদেশে পলায়নের অভিলাষ।

"তাহার কথা শুনিয়া আমার আনন্দ হইল। কাঁশুড়েগুলাকে যদি ধরাইয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে জগতের মঙ্গল। মহলকে আমি বলিলাম, গবর্ণরকে ইহা বলিয়া আমি তাহার বাসনা পূর্ণ করিব। আরও বলিলাম, জালমাকে যদি কোনপ্রকারে সে প্রতারিত করিতে পারে, তাহা হইলে অতিরিক্ত পুরস্কার পাইবে। এই পর্য্যন্ত আমি করিয়া রাখিয়াছি। কল্পনা যদি সুসিদ্ধ হয়, বিশেষ বিবরণ শীঘ্র তোমাকে লিখিয়া পাঠাইব। আমার দ্বিতীয় পত্রে তুমি ইহার ফলাফল জানিতে পারিবে। মহল এখনই আমার নিকট আসিবে, এইরূপ কথাবার্ত্তা আছে।

"পত্রখানি শীলমোহর করিবার অগ্রে আমি আর একটী বিশেষকথা জানাইব, সেটী এখন লিখিলাম না। রয়টার জাহাজ এখান হইতে কল্য ছাড়িবে; সেই জাহাজে মহলকে তুলিয়া দিব, এইরূপ আমার ইচ্ছা আছে। মহল যদি তাহার অঙ্গীকারমত কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই তাহাকে আমি রয়টার জাহাজে তুলিয়া দিব, কাপ্তেনের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

"ইতিপূর্ব্বে তোমাকে আমি যে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে তুমি দেখিয়াছ, ইংরাজের সহিত যুদ্ধে জাল্মার পিতা নিহত হইয়াছেন।

আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম,পারিসের ব্যাঙ্কার এবং কারখানাওয়ালা ব্যারণ ত্রিপদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, কলিকাতায় ঐ ব্যারণের এক এজেন্সী আছে ; সেই এজেন্সী হইতেই ঐ বিষয়ের নিশ্চিতসংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। এখন আমি দেখিতেছি, সে সংবাদে আর আমাদের প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি যাহা আমি শুনিলাম, আমাদের দুরদৃষ্ট ক্রমে তাহা নির্ভুল। অবস্থা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তুমিই তাহা অবধারণ কর।

"ব্যারণ ত্রিপদের কলিকাতার কুঠী আমার নিকটে দেনদার ; পণ্ডিচারীতে আমাদের যে বন্ধু আছেন, তাঁহার নিকটেও দেনদার। দেনার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। বহুদিনের সুপ্রসিদ্ধ কারখানাওয়ালা ফ্রান্সিস হার্ডি সবিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন ; হিংসাবশে ব্যারণ ত্রিপদ তাঁহার কারখানা নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করাতে এখন মহাবিপদে পড়িয়াছেন। পরের অনিষ্টচেষ্টা করিয়া ব্যারণ ত্রিপদ অনেক টাকা লোকসান করিয়াছেন, মূলধন পর্য্যন্ত টান পড়িয়াছে। ফ্রান্সিস হার্ডিকে যদিও তিনি দেউলিয়া করিতে পারেন নাই, কিন্তু নানাপ্রকারে উত্যক্ত করিয়া তাঁহার বিস্তর ক্ষতি করিয়াছেন। ত্রিপদ যদি নিজেই দেউলিয়া হইয়া যান, তাহা হইলে আমাদের ক্ষতির সীমা থাকিবে না ; দফায় দফায় আমাদের অনেক টাকা তিনি ধারেন।

"এখন যদি আমরা নিজেই হার্ডির কুঠী ধ্বংস করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের উপকার আছে। ত্রিপদের চেষ্টায় তিনি টলটলে হইয়া আছেন, এ অবস্থায় অনায়াসেই আমরা তাঁহার কারখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিব। ত্রিপদের যাহা লোকসান হইয়াছে, তাহা যদি তিনি পুনঃপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পতনে তিনি সৌভাগ্যশালী হইতে পারিবেন ; আমাদের টাকাও নির্ব্বিঘ্নে আদায় হইবে।

"আমাদের নিজের উপকারের জন্য,খাতকের নিকট আমাদের নিজের টাকা আদায় করিবার জন্য, একজন ভদ্রলোকের কারবার নষ্ট করা অত্যন্ত কষ্টকর সন্দেহ নাই, কিন্তু যিনি ইতিপূর্ব্বে আমাদের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত বহুল চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ সময়ে তাঁহার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে অধর্ম্ম, বোধ হয়, ইহা কেহ বলিতে পারেন না। বিপক্ষের হস্তে প্রচুর সম্পত্তি থাকা অপেক্ষা আমাদের হস্তে তাহা অর্পিত হইলে জগৎপিতার মহিমাসূচক অনেক সৎকার্য্য হইবে। অনেক ভাল কার্য্য আমরা করিতে পারিব।"

"যাহা যাহা বলিলাম, তাহা এখন তোমার বিবেচনার উপর নির্ভর করুক্, সরলভাবে আমি কেবল প্রস্তাব করিলাম মাত্র। অবশ্য তুমি স্বীকার করিবে, এটী আমার নির্দ্দোষ প্রস্তাব। সে কার্য্য সাধন করিতে আমার ক্ষমতা থাকিলেও আমি নিজে তাহা করিতাম না। আমার ইচ্ছা আমার নিজের অধীন নহে। যাঁহাদের বশীভূত হইয়া চলিবার নিমিত্ত আমি অঙ্গীকারবদ্ধ আছি, বিচারানুসারে তাঁহারাই আমার প্রভু।"

কোন্ দিকে কি একটু শব্দ হইল। যশুয়া চমকিত হইয়া লেখনী পরিত্যাগ করিলেন। পত্র লেখা স্থগিত হইল। ব্যস্ত হইয়া তিনি আসন হইতে উঠিলেন ; গবাক্ষের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, বাহির হইতে তিনবার জানালার খড়খড়িতে ঠুক্ ঠুক্ করিয়া আঘাত হইল।

ছিদ্রপথে কর্ণ রাখিয়া যশুয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে? মহল?"

বাহির হইতে সেইরূপ মৃদুস্বরে উত্তর হইল,

"হাঁ মহাশয়! আমি আসিয়াছি; আপনার আজ্ঞাবহ। আমি মঙ্গল।"

যশুয়া।—আর সেই মালা?

মঙ্গল।—তাহার কাজ সে সুসিদ্ধ করিয়াছে।

যশুয়া।—সত্য? তুমি ঠিক্ জান? শুনিতে ত ভুল হয় নাই?

মঙ্গল।—কিছুমাত্র ভুল নাই, সম্পূর্ণ নিশ্চয়। তাহার তুল্য চালাক-চতুর পণ্ডিতলোক আমি অতি কম দেখি।

যশুয়া।—কুমার জালমা?

মঙ্গল।—চিঠির কথা যাহা আমি বলিয়া ছিলাম, তাহা শুনিয়া তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে যে, সেনাপতি সাইমনের নিকট হইতে আমি আসিয়াছি। তিনি এখন সাইমনের অন্বেষণে চণ্ডীর ভগ্নমন্দিরে গিয়াছেন। তিনি কাহাকে দেখিবেন?—সেই তিন জন ফাঁসুড়ে সর্দারকে। সেই কিরিঙ্গী, কাফ্রী, আর হিন্দু। মালা সেইখানেই যাইবে। তাহাদের পরস্পরের এরূপ বন্দোবস্ত আছে। সেই মালা নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রিত রাজকুমারের বাহুমূলে টীকা দিয়া আসিয়াছে।

যশুয়া।—সুড়ঙ্গপথটা তুমি ভাল করিয়া দেখিয়াছ?

মঙ্গল।—কল্য আমি সেখানে গিয়াছিলাম। সেখানে যে বিগ্রহ আছে, তাহার বেদীর এক খানা পাথর উল্টাইয়া পড়িয়াছে; সহজেই আমি সেখানে প্রবেশের প্রশস্ত পথ পাইলাম। সিঁড়ি বড় বড় সিঁড়ি।

যশুয়া।—ফাঁসুড়ে সর্দারেরা কোন প্রকার সন্দেহ করিতে পারে নাই?

মঙ্গল।—কিছুই না, কেহই না। প্রাতঃকালে তাহাদিগকে আমি দেখিয়াছি, অপরাহ্ণকালেও দেখিয়াছি। সন্ধ্যাকালে মালা আসিয়া সকল কথাই আমাকে বলিয়াছে। চণ্ডীর মন্দিরে সর্দারগণের সহিত দেখা করিতে যাইবার পূর্ব্বেই মালা আমার নিকট আসিয়াছিল। দিনের বেলা সেখানে যায় নাই, বনের ভিতর লুকাইয়া ছিল।

যশুয়া।—(সাহ্লাদে) মঙ্গল! যাহা যাহা তুমি বলিলে, তাহা যদি সত্য হয়, সঙ্কল্প যদি সিদ্ধ হয়, তুমি ক্ষমা পাইবে, যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে, ইহা নিশ্চয়। তোমার জন্য আমি রয়টার জাহাজে কামরা ভাড়া করিয়াছি। কল্যাই জাহাজে আরোহণ করিতে পারিবে। প্রতিহিংসাপরায়ণ ফাঁসুড়ে সর্দারেরা সাইমনের আর আমার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। অপরাপর ফাঁসুড়েরাও তাহাদের সর্দারত্রয়ের ধ্বংসের পরিশোধ লইতে যদিও এ পর্য্যন্ত আইসে, এখানে যদি তোমাকে অন্বেষণ করে, তোমাকে দেখিতে পাইবে না। পরমেশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন। বিশ্বপিতাই তোমাকে ঐ তিনজন নরঘাতক দস্যুর সংহারসাধনে প্রেরণ করিয়াছেন। দস্যুগণকে বিচারে সমর্পণ করা, তোমাদ্বারাই সে কার্য্য সিদ্ধ করা বিশ্বপিতার অভিপ্রেত। বিশ্বপিতাই তোমাকে রক্ষা করিবেন। যাও, গবর্ণরের বাড়ীর দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াও, শীঘ্রই আমি তথায় যাইতেছি। গবর্ণরের সহিত আমি তোমার পরিচয় করিয়া দিব। রাত্রি যদিও অধিক হইয়াছে, যদিও তিনি নিদ্রিত হইয়া থাকেন, তথাপি আমি তাঁহাকে জাগাইব। ব্যাপার যেরূপ গুরুতর, তাহাতে তাঁহাকে অসময়ে জাগাইতে আমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিব না। যাও, শীঘ্র যাও। আমি অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইব।

মঙ্গল চলিয়া গেল। সমস্তই নিস্তব্ধ। যশুয়া আপন টেবিলের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। পত্রে যাহা যাহা লিখিতে বাকী ছিল, তাড়াতাড়ি লিখিয়া সমাপ্ত করিলেন। লিখিলেন,—

"যেরূপ পরামর্শ স্থির করা গেল, সেই পরামর্শে যেরূপ ফল ফলিবে, তাহাতে কুমার জাল্মো এক্ষণে বাতাবিয়া নগর পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। তদ্বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পারিসে তাঁহার উপস্থিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব হইবে। অদ্য সমস্ত রাত্রি আমি জাগরণ করিব, এখন আমি গবর্ণরের বাড়ীতে চলিলাম। পত্রখানি এখনও মোড়ক করিলাম না, উপস্থিতমতে আর যাহা যাহা লিখিতে হয়, কল্য প্রাতঃকালে লিখিয়া শীলমোহর করিয়া রয়টার জাহাজে ছাড়িয়া দিব। জাহাজ ও যাত্রা আমেরিকায় যাইবে না, সরাসর ইউরোপে যাইবে।"

কাগজপত্রগুলি চাবীবন্ধ করিয়া যণ্ডয়া উচ্চনাদে ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। এতরাত্রে প্রভু কোথায় যাইবেন, এই ভাবিয়া চাকরেরা বিস্ময়াপন্ন হইল; তাড়াতাড়ি ছুটিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল। যণ্ডয়া তাহাদিগকে কতকগুলি উপদেশ দিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেলেন। কল্পনা সিদ্ধকরণার্থ যবদ্বীপের গবর্ণরের বাড়ীতে চলিলেন। পাঠকমহাশয় এখন চণ্ডীদেবীর ভগ্ন মন্দির দর্শন করুন্।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চণ্ডীর মন্দির।

দিনমানে ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল। সেই দুর্যোগে ধূর্ত্ত ফাঁভ স্বচ্ছন্দে নিরাপদে রাজকুমার জাল্মার হস্তে উল্কীর টীকা দিয়া আসিয়াছিল। রাত্রি দিব্য পরিষ্কার।

বাতাবিয়া নগরের আট মাইল দূরে একটা পাহাড়; চারিদিকে জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে উচ্চ উচ্চ কতকগুলি ভগ্নমন্দির। চন্দ্রোদয় হইতেছে, মন্দিরের উচ্চচূড়ার পার্শ্ব ভেদ করিয়া চন্দ্ররশ্মি সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বনমধ্যে আলো আসিতেছে।

উচ্চ উচ্চ পাষাণপ্রাচীর, উচ্চ উচ্চ ইষ্টকপ্রাচীর, কালস্রোতে ঠাঁই ঠাঁই ভগ্ন হইয়া ভূমিশায়ী হইয়াছে। দেয়ালের মাথায় মাথায় অনেকপ্রকার গাছ জন্মিয়াছে। তাহার উপর নিশানাথের রজতকর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ভগ্ন দ্বারপথে চন্দ্রকর প্রবেশ করিয়া দুটী বড় বড় বিগ্রহের গাত্র স্পর্শ করিয়াছে। সোপানাবলীর উপরেই সেই দুই বিগ্রহ। সোপানের ভগ্নপ্রস্তরে লতা, গুল্ম, তৃণ জন্মিয়া বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ঢাকা দিয়া রাখিয়াছে।

বিগ্রহদুটীও ভগ্ন। একটী বিগ্রহের মাঝমাঝি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড ধরাতলে গড়াগড়ি যাইতেছে। আর একটী বিগ্রহ ঠাঁই ঠাঁই ভগ্ন হইলেও ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিতে বড় ভয়ানক। প্রকাণ্ড এক মনুষ্যমূর্ত্তি। মস্তকটা দুই হস্ত উচ্চ। মুখাকৃতি অতিভীষণ। বিরাট ভ্রূতলে বিরাট কৃষ্ণনেত্র। মুখখানা হাঁ করিয়া রহিয়াছে! প্রস্তরওষ্ঠাবৃত্ত মুখবিবরমধ্যে সর্পবৃশ্চিকাদি বাসা করিয়াছে! কৌমুদীপ্রভায় ঝাঁক ঝাঁক সর্প দৃষ্ট হইতেছে। বিগ্রহের কটিদেশে ধাতুময়ী মেখলা নিবদ্ধ। সেই কটিবন্ধের দক্ষিণপার্শ্বে একখানা সুদীর্ঘ তরবারি ঝুলিতেছে। যাদৃশ দেহ, তাদৃশ পরিমাণে দীর্ঘ দীর্ঘ চারি খানি হস্ত। সেই চারি

হস্তে একটা হস্তীমুণ্ড, একটা কুণ্ডলাকার সর্প, একটা নরমস্তক এবং বকের ন্যায় একটা পক্ষী। এই সকল অলঙ্কারশোভিত বিগ্রহের উপর চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়াছে, মূর্ত্তি আরও ভীষণ অপেক্ষা ভীষণতর দেখাইতেছে।

চারিধারেই ভগ্ন ইষ্টক, ভগ্ন প্রস্তর। প্রস্তরে প্রস্তরে ভাস্করী কারুকার্য্য সুন্দর সুন্দর ছিল, ভগ্নশেষ দর্শন করিয়া তাহার পরিচয় হয়। প্রস্তরে গঠিত নানাপ্রকার মূর্ত্তি। এক স্থানে একটা মনুষ্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মস্তক করিমুণ্ড সদৃশ, বাহুড়ের ন্যায় পক্ষ। সেই মূর্ত্তি দুই হস্তে এক শিশু ধরিয়া গ্রাস করিতেছে! আরও নানাপ্রকার সুন্দর কুৎসিত প্রস্তরমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া বসিয়া অথব পড়িয়া রহিয়াছে। স্থানটা গভীর নিস্তব্ধ। রজনীও গভীর।

একটী মন্দিরের এক প্রাচীরে নানাপ্রকার দেবমূর্ত্তি চিত্রিত। যবদ্বীপবাসীরা সেই সকল দেবতার আরাধনা করে। কতকগুলি দেবতা মন্দিরভিত্তিতে বিচিত্র প্রস্তরে খোদিত। চন্দ্রকিরণে সেই সকল চিত্রমূর্ত্তি ও খোদিত-মূর্ত্তি লোহিতবর্ণ দেখাইতেছে। সেইরূপ বিজনস্থলে তিন জন মনুষ্য। সম্মুখে একটা মৃণ্ময় প্রদীপ। নারিকেলতৈলে নারিকেলের রজ্জু ভিজাইয়া সেই প্রদীপে তাহারা জ্বালিয়া দিয়াছে। বেশ জ্বলিতেছে।

প্রথম লোকটার বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর। গরীব ইংরাজেরা যেরূপ পোষাক পরে, সেই প্রকার পরিচ্ছদ। মুখখানা মলিন ও বিষণ্ণ। আকৃতিতে বোধ হয়, বিমিশ্র শোণিত-শুক্রে জন্ম; পিতা শ্বেতবর্ণ, মাতা কৃষ্ণা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি অত্যন্ত স্থূলাকার, ঠোঁট পুরু, স্কন্ধদেশ স্থূল, কেশ কুঞ্চিত, পা সরু; আফ্রিকাদেশীয় কাফ্রী। পরিধান ছিন্নবস্ত্র।

এই দুই ব্যক্তি পাশাপাশি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তৃতীয় ব্যক্তি একটা কোণে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে।

এই তিনজন ভারতবর্ষীয় ফাঁসুড়ে সর্দ্দার। ইংরাজ-শাসনের ভয়ে ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া যবদ্বীপে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। মাশুলহারক মহল ইহাদের পথপ্রদর্শক।

শ্বেত পিতা কৃষ্ণা মাতা যাহার, সেই লোকের নাম ফিরিঙ্গী। দুষ্ট ফাঁসুড়েসম্প্রদায়ের মধ্যে সেই লোকটাই অধিক ভয়ানক। সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া সেই ফিরিঙ্গী বলিতেছে, "মালা এখনও ফিরিয়া আসিল না। সে হয় ত আমাদের হুকুম তামিল করিতে পারে নাই; জালমা হয় ত তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে!"

কাফ্রী বলিল, "আজিকার ঝড়ে জঙ্গলের গর্ত্ত হইতে অনেক সাপ বাহির হইয়াছিল। মালাকে হয় ত সাপে কামড়াইয়া মারিয়াছে!"

মুখ ভারী করিয়া ফিরিঙ্গী বলিল, "শুভ-কার্য্য সাধন করিতে গিয়া যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে, জগৎসংসারে সে ব্যক্তি ধন্য, তাহার মৃত্যুও সুখাবহ।"

অকস্মাৎ একদিকে একটা অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। যে লোকটা ঘুমাইতেছিল, কাফ্রী ফিরিঙ্গী উভয়েই চকিত হইয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসরের অধিক নয়। রবিদগ্ধ মুখ, মুখে গোঁফদাড়ী নাই। পরিচ্ছদ দেখিয়া অনুমান হয়, হিন্দু। যেন কোন প্রকার কুস্বপ্ন দেখিয়া সেই লোক কাঁদিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট আতঙ্কে মুখখানা কোঁকড়াইয়া গিয়াছে, দরদরধারে ঘর্ম্ম ঝরিতেছে; ঘুমের ঘোরে কাঁদিতেছে, ঘুমের ঘোরে কথা কহিতেছে। একটা কথাও বুঝা যাইতেছে না। অঙ্গভঙ্গী করিয়া ঘুমের ঘোরে চমকিয়া উঠিতেছে।

কাফ্রীর দিকে চাহিয়া ফিরিঙ্গী বলিল, "আবার সেই রকম স্বপ্ন। যখন তখন ঐ রকম। লোকটা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সর্ব্বদাই সেই লোকটাকে মনে করে।"

কাফ্রী।—কোন্ লোকটা?

ফিরিঙ্গী।—তোমার মনে পড়ে না? কেন সেই যে পাঁচ বৎসর হইল, সেই কদর্য্য কর্ণেল কেনেডি ভাদ্র মাসের কষ্ঠে গঙ্গাতীরে আসিয়াছিল। বুড়টা ঘোড়া লইয়া বাঘ শিকার করিতেছিল। সঙ্গে ছিল চারিটা হাতী আর পঞ্চাশ জন চাকর।

কাফ্রী।—হাঁ হাঁ, ঠিক বটে, ঠিক বটে। সে লোক বাঘ শিকার করিত, আমরা তিন জনে মানুষ শিকার করি। তাহার অপেক্ষাও আমরা বেশী খেলোয়াড়। কেনেডি, কেনেডির ঘোড়া, কেনেডির হাতী, কেনেডির চাকর, দল খুব পুরু; কিন্তু তাহারা বাঘ মারিতে পারে নাই, আমরা স্বচ্ছন্দে মানুষ মারি। একবারও অকৃতকার্য্য হই না।

ফিরিঙ্গী।—ঠিক কথা বটে। কেনেডিটা মানুষ। তাহার মুখখানা মানুষের মত, কিন্তু কেনেডি নিজে একটা বাঘ। সেই কেনেডি আমাদের ফাঁদে পড়িয়াছিল। সৎকার্য্যের সেবকেরা তাহাকে ভবানীদেবীর উদ্দেশে বলিদান করিয়াছিল।

কাফ্রী।—যখন আমরা কেনেডির গলায় ফাঁসা লাগাই, সেই সময় আর একটা লোক হঠাৎ আমাদের নিকটে আসিয়াছিল, সে কথা তোমার মনে আছে? সেই লোক আমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল। তাহাকেও নিকাশ করা আমাদের কর্ত্তব্য ভাবিয়াছিলাম।

ফিরিঙ্গী।—হাঁ হাঁ, সেই সময় হইতেই আমাদের ঐ ভাইটা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ঐ রকম স্বপ্ন দেখে।

কাফ্রী।—কেবল তাহাই নয়, কেবল ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে না, জাগিয়াও স্বপ্ন দেখে।

ফিরিঙ্গী।—ঐ শোন, ঐ শোন, আবার স্বপ্ন দেখিয়াছে। ঐ সব কি কথা বলিতেছে। ঐ শোন, ঐ শোন! সেই পথিক লোকটা আমাদের কথায় যে সকল জবাব দিয়াছিল, স্বপ্নে স্বপ্নে ঘুমন্ত ভাইটী সেই সব কথাই বলিতেছে। আমরা তাহাকে বলিয়াছিলাম, "হয় তুমি আমাদের সঙ্গে ফাঁসুড়ে হও, না হয় ত আমাদের হস্তে মর।" সে লোক উত্তর দিয়াছিল, "আমি মরিয়াছি। আমি মরিতে আসি নাই।" আমরা বলিয়াছিলাম, "পথিক! তোমার কপালে ও কালো দাগটা কিসের? কাণে কাণে এধার ওধার টানা? ওটা কি কোন পাপের দাগ? চেহারায় বুঝিতেছি, যেন তুমি মরামানুষ। তুমি কি কোন পাপ করিয়াছ? আমাদের দলে আইস। কালী তোমাকে কৃপা করিবেন; কালী তোমার শত্রুকে নিপাত করিবেন। তুমি অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছ, তোমার সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইবে।" পথিক বলিয়াছিল, "হাঁ, আমি বহু যন্ত্রণা পাইয়াছি, অনেকদিন যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, এখনও পর্য্যন্ত ভোগ করিতেছি।" আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "যাহারা তোমাকে যন্ত্রণা দিতেছে, তুমি তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইতে পার না?" পথিক বলিয়াছিল, "যাহারা আমাকে ঘৃণা করে, আমি তাহাদিগকে ভালবাসা অর্পণ করি।" আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তবে তুমি কে? যে তোমার মন্দ করে, তুমি তাহার ভাল কর, কে তবে তুমি?" পথিক উত্তর করিয়াছিল, "আমি মনুষ্য, আমি সকলকে ভালবাসি, নিজে যন্ত্রণা ভোগ করি, সকলকেই ক্ষমা করি।"

ফিরিঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া কাফ্রী কহিল,

"দেখ ভাই দেখ, ঐ আবার কি! কি বলিতেছে শুনিতেছ? পথিকের কথাগুলা আজিও ভুলিতে পারে নাই।"

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে ঘুমন্ত লোকটা গাঝাড়া দিয়া উঠিল; হঠাৎ যেন জাগিল। ঘর্ম্মাক্ত-ললাটে হস্তার্পণ করিয়া উদাসনয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। ফিরিঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই! আবার সেই স্বপ্ন? মানুষ-শিকারী তুমি, তোমার প্রাণে এত ভয়? কঠিন হৃদয় পাইয়াছ, বলবান্ বাহু ধারণ করিয়াছ, তোমার প্রাণে এত ভয়?"

মুখে হাত চাপা দিয়া লোকটা কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। অবশেষে কহিল, "অনেক দিন পরে সেই পথিককে আজ আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি।"

ফিরিঙ্গী।—সে কি? সে কি তবে মরে নাই? তুমিই না স্বহস্তে তাহার গলায় ফাঁসী লাগাইয়াছিলে?

হিন্দু।—হাঁ, তাহা ত লাগাইয়াছিলাম বটে।

কাফ্রী। আমরা তাহাকে গোর দিয়াছিলাম। কর্ণেল কেনেডির গোরের পাশে গর্ত্ত খুঁড়িয়াছিলাম, তাহারই পার্শ্বে বালী চাপা দিয়া—জঙ্গল চাপা দিয়া, সেই পথিককে রাখিয়াছিলাম।

হিন্দু।—তাহা ত রাখিয়াছিলাম, তাহাও [illegible] এক বৎসরের কথা। একদিন সন্ধ্যাকালে আম্বাইয়ের কটকের সম্মুখে আমি বসিয়া ছিলাম, দলের একটী ভাই আসিবে, তাহার অপেক্ষা করিতেছিলাম, একটা ছোট পাহাড়ের দক্ষিণদিকে এক মন্দিরের পশ্চাতে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল, এখনও যেন তাহাই আমি স্পষ্ট দেখিতেছি। একটা ডুম্বুরবৃক্ষতলে আমি বসিয়া ছিলাম, হঠাৎ পদশব্দ শুনিলাম। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, সেই পথিক। নগর হইতে বাহির হইয়া সেই পথিক আমার দিকে আসিতেছিল।

ফিরিঙ্গী।—স্বপ্ন! সর্ব্বক্ষণ তোমার ঐ রকম স্বপ্ন!

কাফ্রী।—কুৎসিত স্বপ্ন! পূর্ব্বকথা কি একটু একটু মনে পড়ে, অমনি একটা মানুষ স্বপ্নে আসিয়া দেখা দেয়।

হিন্দু।—তা কেন, আমি ঠিক দেখি। কপালে সেই টানা টানা কালো দাগ। সে রকম দাগ আর কোন মানুষের থাকে না। আমি নিশ্চয় জানি, সেই পথিক ভিন্ন আর কেহই নহে। নগর হইতে বাহির হইয়া আসিল, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া আমি তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। সে আমার সম্মুখে দাঁড়াইল; বিষণ্ণদৃষ্টিতে আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, ঐ গো! আবার সেই! পথিকও গম্ভীরস্বরে কহিল "হাঁ, আমিই সেই। তুমি যাহাদিগকে মার, তাহারা সকলেই বাঁচে।" আকাশের দিকে হাত তুলিয়া পথিক বলিল, "কেন তুমি মানুষ মার? আমার কথা শোন। আমি এইমাত্র যবদ্বীপ হইতে আসিতেছি, জগতের প্রান্তসীমায় যাইতেছি। যেখানে যাইতেছি, সেস্থানে বরফ গলে না। এখানেই থাকি, কিম্বা সেখানেই যাই, অগ্নিক্ষেত্রে অথবা তুষারক্ষেত্রেই পরিভ্রমণ করি, তাহাতে আমার কিছুই হয় না; যেমন আমি, ঠিক তেমনিই থাকি। তোমরা যাহাদিগকে মার, তাহাদের আত্মাও এই রকমে বাঁচিয়া থাকে। পৃথিবীতেই থাকুক, অথবা স্বর্গেই থাকুক, এই পোষাকেই থাকুক, অথবা অন্য পরিচ্ছদ ধারণ করুক, আত্মা যেটী, ঠিক আত্মাই থাকে। আত্মাকে তুমি হনন করিতে পার না। কেন তবে মার?" আমার মুখে উত্তর না শুনিয়া

সেই পথিক নীচুপানে চাহিয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া গেল। আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু এক পাও নড়িতে পারিলাম না। সূর্য্য অস্ত হইল, চাহিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের মাথার উপর সেই পথিক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। দিব্যচক্ষে আমি দেখিয়াছি, সেই পথিক; সে ভিন্ন অপর কেহই নহে।

ফিরিঙ্গী।—ফাঁসটা তবে বোধ হয় কিছু আল্‌গা ছিল, তাহার গলায় ভাল করিয়া আঁটিয়া বসে নাই। ভিতরে ভিতরে তাহার বোধ হয় দম ছিল। বনজঙ্গল চাপা দিয়াছিলাম, তন্মধ্যে বাতাস গিয়াছিল, তাহাতেই বোধ হয় বাঁচিয়া উঠিয়াছে।

হিন্দু।—না না, তা নয়, তা নয়। আমরা যেমন মানুষ, সে মানুষ সে রকম নয়; অলৌকিক লোক।

ফিরিঙ্গী।—কি রকম অলৌকিক?

হিন্দু।—তখন জানিতাম না, এখন বুঝিয়াছি।

ফিরিঙ্গী।—কি বুঝিয়াছ?

হিন্দু।—যুগযুগান্তর ধরিয়া ভবানীদেবীর সন্তানেরা যে সকল নরবলি দিয়া আসিতেছে, গণনায় তাহা [illegible]। সেই পথিক যে স্থান দিয়া যায়, তাহার সম্মুখে পশ্চাতে রাশীকৃত মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। কতই মুমূর্ষু নর-নারী মৃত্যুযাতনায় ছট্‌ফট্ করে; তাহাদের আত্মা কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

ফিরিঙ্গী।—এই কথায় আমরা কি বুঝিব? আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তুমিই বা এ কথার কি অর্থ বুঝিয়াছ?

হিন্দু।—আমি যাহা যাহা বুঝিয়াছি, তাহা শুনিলেই তোমরা কাঁদিয়া উঠিবে। বোম্বাই-সহরের ফটকের ধারে যখন আমি সেই পথিককে দর্শন করি, সে তখন বলিয়াছিল যবদ্বীপ হইতে আসিতেছে, জগতের উত্তরপ্রান্তে যাইবে। জগতের উত্তরপ্রান্তে বোধ হয় বরফের রাজ্য। যেদিন সে গেল, সেই দিন বোম্বাইসহরে ওলাউঠা রোগে মহামারী আরম্ভ হইল। কিছুদিন পরে আমরা শুনিলাম, সেই ওলাউঠা প্রথমে এই যবদ্বীপেই আরম্ভ হইয়াছিল। লোকটা যেখান দিয়া যায়, সেইখানেই মহামারী আরম্ভ হয়। অথচ সে বলে, আত্মার বিনাশ নাই।

ফিরিঙ্গী।—আমরাও ঐরূপ শুনিয়াছি; এ কথা সত্য।

কাফ্রী।—লোকটা তবে বড়ই অলক্ষণ। আমরা ভবানীদেবীর কাছে নরবলি প্রদান করি, সে লোকটা কাহারও উদ্দেশে বলি না দিয়া মনুষ্যসংহারের কারণ হয়।

হিন্দু।—আরও শোন। পথিক বলিয়াছিল, বরফের রাজ্যে যাইতেছে। উত্তরসীমায় বরফের রাজ্য। ওলাউঠাও তাহার সঙ্গে গিয়াছিল। মস্কট, ইস্পাহান, টরিস, টিফ্‌লিস্ এই সকল স্থলের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে সাইবিরীয়ায় উপস্থিত হইয়াছিল।

ফিরিঙ্গী।—ওলাউঠাও কি কভু মানুষের সঙ্গে সঙ্গে যায়?

হিন্দু।—যায় বৈ কি! কিন্তু বেশী চলে না। প্রতিদিন আট নয় ক্রোশ যাইতে পারে; তাহাই যায়। মানুষেও তদ্রূপ যাইতে পারে। এক সময়ে দুই জায়গায় ওলাউঠা প্রবেশ করে না; ক্রমে যায়, ক্রমে আইসে। মানুষ যেমন এককালে দুই জায়গায় যাইতে পারে না, ওলাউঠারও সেইরূপ ক্রমগতি।

ফিরিঙ্গী ও কাফ্রী উভয়ে পরস্পর নীরবে মুখ চাহাচাহি করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আতঙ্কিত কাফ্রী বলিয়া উঠিল, "তবে কি তুমি বোধ কর, ঐ লোকটা সেই ওলা—"

হিন্দু। আমি বোধ করি, ঐ লোক, যাহাকে আমরা ফাঁসী দিয়াছিলাম, সে কোন প্রকার দৈব অনুগ্রহে বাঁচিয়া উঠিয়াছে; কোন দেবতার উপদেশেই পৃথিবীময় মারীভয় ছড়াইতেছে; তাহাকে আর কোন রোগ আক্রমণ করে না। যেখানে সে ব্যক্তি পদার্পণ করে, সেইখানেই মহামারী হয়। লোকটা যবদ্বীপে আসিয়াছিল, ওলাউঠায় যবদ্বীপ ছারখার হইয়া গিয়াছে। সে লোক বোম্বাইসহরের ভিতর দিয়া গিয়াছিল, ওলাউঠায় বোম্বাইসহর জনশূন্য হইয়াছে। যে লোক উত্তররাজ্যে গিয়াছিল, ওলাউঠায় উত্তররাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ পরিচয় দিয়া সেই হিন্দু ফাঁসুড়ে গভীরচিন্তায় নিমগ্ন হউক। কাফ্রী ও ফিরিঙ্গী চমৎকৃত হইয়া বিস্মিতনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

এই তিনটী লোকের কথোপকথনে যাহা প্রকাশ পাইল, তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মারীভয় এককালে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার হইয়া পড়ে না, এককালে দুই স্থানেও সংক্রামিত হয় না। যাহারা মানুষ মারে, তাহারা এ নীতির অন্তর্গত নহে। ভারতবর্ষে একদল নিষ্ঠুরলোক আছে, কোন উদ্দেশ্য না থাকিলেও তাহারা মানুষ মারে! মানুষ মারিতে হয় বলিয়াই মানুষ মারে! মানুষ মারিতে আনন্দ হয় বলিয়াই মানুষ মারে! জীবন্ত মনুষ্য দেখিতে পারে না বলিয়াই মৃত্যুকে প্রতিনিধি বসায়! সজীব মনুষ্যকে শবরূপে পরিণত করে! ইংরাজের ঠগীকমিশনরেরা কতক নরহত্যার জবাব লইয়াছিলেন, তাহারা নিজমুখেই ঐ সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছে।

এমন কার্য্য লোকে কেন করে, মানুষ হইয়া কেন মানুষ মারে, এ তর্কের সুমীমাংসা করা নিতান্তই দুঃসাধ্য; যুক্তিও বুদ্ধি-মনের অগোচর। যে ধর্ম্মে মানুষ মারিতে উপদেশ দেয়, সেই ধর্ম্মও অতি ভয়াবহ। যে সকল দেশে স্বাধীনতার সম্পর্ক অল্প, সার্ব্বভৌম অধীনতার আধিপত্য, যেখানে মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি অঙ্গাঙ্গী বিচার, যেখানে দয়ামায়াশূন্য হইয়া মনুষ্যেরা পক্ষপাত করে, বিচারপথেও যেখানে নিষ্ঠুরতা প্রবল, সেই সকল দেশেই নরহত্যার আধিক্য, ইতিহাস ইহা সপ্রমাণ করে। লোকে যেখানে অধিক অত্যাচার সহ্য করে, সেখানেও ঘন ঘন নরহত্যা হয়। যে রাজ্যে ক্রীতদাস-ব্যবসা চলে, যে রাজ্যে রাজার স্বেচ্ছাচার প্রবল, সেই সকল রাজ্যে নরহন্তারূপে এক জাতি সমুত্থিত হয়। কোথায় কতকাল পূর্ব্বে তাহাদের আদিপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, বহুযুগের নিশাবরণে তাহার নির্ণয়মূলক তত্ত্ব চাপা পড়িয়া গিয়াছে। লোকে যেমন হিংস্র সর্প-ব্যাঘ্র বিনাশ করে, ফাঁসীগরেরা সেইরূপে নিরীহ মনুষ্যগণকে বধ করিয়া থাকে। যে সকল লোক মনুষ্যসংহার করে, অপরাপর মনুষ্যগণ তাহাদিগের সঙ্গ পরিহার করিয়া দূরে দূরে অবস্থান করিয়া থাকে। হত্যাকারীদের বিধিব্যবস্থা—আচার-ব্যবহার সমস্তই পৃথক্। তাহারা আপনাদের দলের সহায়তা করে কোন সম্প্রদায়ের সাধুলোকের সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় না। তাহারা তাহা চাহেও না।

চণ্ডীর ভগ্নমন্দিরে তিনজন ফাঁসুড়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ। চন্দ্রদেব আকাশের মধ্যস্থলে আগমন করিয়া ধরাতলে কৌমুদী বিস্তার করিতেছেন। আকাশপটে নক্ষত্রমালা মিট্ মিট্ করিয়া দীপ্তিপ্রাপ্ত হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া নিশাবায়ু প্রাচীন প্রাচীন বটাশ্বত্থবৃক্ষের পল্লব সঞ্চালন করিতেছে। বেদীর উপর সেই প্রকাণ্ড বিগ্রহ। হঠাৎ একখানা পাথর খসিয়া পড়িল; একটু ফাঁক হইয়া গেল!

অর্দ্ধাবৃতাঙ্গ একটী লোক নিঃশব্দে সেই স্থানে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণপূর্ব্বক কাণ পাতিয়া কি শুনিতে লাগিল। গহ্বরমধ্যে মৃণ্ময় প্রদীপে আলো জ্বলিতেছিল; বাতাসে অল্প অল্প কম্পিত হইতেছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই লোক কি একটা সঙ্কেত করিল। আরও দুই জন সৈনিক তাহার সঙ্গে জুটিল। তিনজনে একত্রে অতি সাবধানে নিঃশব্দে সুড়ঙ্গমুখের সোপানের উপর উঠিল; ধ্বংসক্ষেত্রের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কৌমুদীবিভাসিত তৃণভূমির উপরে তাহাদিগের অঙ্গের ছায়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহারা তিনজনেই ভগ্নপ্রাচীরের অন্তরালে লুকাইল।

ঠিক এই সময়ে আরও অনেক অস্ত্রধারী সৈন্যের মস্তক সেই সুড়ঙ্গসমীপে পরিদৃষ্ট হইল। ফিরিঙ্গী, কাফ্রী, আর সেই হিন্দু আপনাদের গহ্বরমধ্যে বসিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চিন্তা করিতেছিল, কোথায় কি হইতেছে, তাহার কিছুই তাহারা দেখিতে পাইল না, জানিতেও পারিল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঘাঁটী।

ইত্যগ্রে যে সকল অদ্ভুত কথার আলোচনা হইতেছিল, ফাঁসীড়েরা সে প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কথা ধরিল। ফিরিঙ্গী কহিল, "আমরা নির্ভীক নরহন্তা, ভবানীদেবী আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। কোন ভয় নাই। তোমরা সাহস অবলম্বন কর। পৃথিবী অতি বিশাল, আমাদের শিকারও অসংখ্য; সর্ব্বত্রই আমাদের শিকার বিদ্যমান। ইংরাজেরা আমাদিগকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে; করিল বা, তাহাতে আমাদের ভয় কি? চিন্তাই বা কি? আমরা তিনজন জগতের সাধুকার্য্যের প্রধান অধিনেতা। আমাদের অপরাপর ভ্রাতৃবর্গ ভারতবর্ষে রহিয়াছে, তাহারাও অসংখ্য; তাহারাও নির্ভয়। সংগোপনে তাহারা অবস্থান করে। আমরা দেশত্যাগী হইয়াছি, আমাদের ভ্রাতৃগণ আরও বরং অধিক পরাক্রমে কার্য্য আরম্ভ করিবে। নির্ব্বাসিত হইয়া আমরাও ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে শিকার অন্বেষণ করিব। ভাই কাফ্রী, তুমি আফ্রিকাখণ্ডে যাইও, আমি স্বয়ং ইউরোপ অধিকার করিব। যেখানে মনুষ্য পাইব, সেইখানেই তাহাদের গলায় ফাঁসী লাগাইব। সকলকেই আমরা ঘৃণা করিব। দেশত্যাগী হইয়া প্রতিশোধলালসায় আমরা আরও ভয়ঙ্করীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিব। আমরা ভবানীদেবীর সেবক। চতুরতা আমাদের সহায়। অবলম্বিত ব্রতে নিশ্চয়ই আমরা সিদ্ধকাম হইব। যাহারা আমাদিগের সহকারী না হইবে, তাহাদের সকলকেই আমরা ধরিব; সকলের মধ্যস্থলে আমরা পূর্ণসাহসে দাঁড়াইব; সকলকেই তৃণজ্ঞান করিব, সর্ব্বপক্ষের বিপক্ষ হইব। আমাদের পুত্র-পরিবার নাই, স্বদেশ বিদেশ নাই। আমাদের ভ্রাতৃমণ্ডলী আমাদের পরিবার, পৃথিবীই আমাদের স্বদেশ।"

ফিরিঙ্গীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কাফ্রী ও হিন্দু উভয়েরই উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। ফিরিঙ্গীকে

তাহারা অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন বিবেচনা করে, সর্ব্ব বিষয়ে ফিরিঙ্গীর প্রভুত্ব স্বীকার করে, সর্ব্ববিষয়ে ফিরিঙ্গীর কৃতিত্ব স্বীকার করে, সর্ব্বথা সর্ব্বদাই তাহারা ফিরিঙ্গীর আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া চলে। উভয়েই সমস্বরে অনুমোদন করিয়া উৎসাহপূর্ণবচনে কহিল, "ঠিক তাই ঠিক, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। পৃথিবীই আমাদের স্বদেশ। আমরা এখন নবদ্বীপে আসিয়াছি, এ পথেও কিছু নিদর্শন রাখিয়া যাইব। এ স্থান পরিত্যাগ করিবার অগ্রে এই দ্বীপে আমাদের সৎকার্য্যের নমুনা দেখাইব। তৎপর হইয়া এখানকার কার্য্য শেষ করিতে হইবে, কেন না, ওলন্দাজেরাও ইংরাজের ন্যায় বোম্বেটে। ইহারাও সকলপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতে দক্ষ, ইহারাও ইংরাজের ন্যায় লোভী! এ দ্বীপে আমরা নিরাপদে থাকিতে পারিব না। ভাই! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এই দ্বীপের ধান্যক্ষেত্রে যাহারা কৃষিকার্য্য করে, তাহাদের দৈনিক আহারের সংস্থান নাই; সর্ব্বদাই তাহাদের অভাব। তাহারা মৃতদেহের ন্যায় শীর্ণ। কেহ কেহ রোগগ্রস্ত হইয়া, ক্ষুধায় কাতর হইয়া, শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ করে, আর তাহাদিগকে সে শয্যা হইতে উঠিতে হয় না। এদেশে আমাদের সাধুকার্য্যের মহিমা দেখাইলে এদেশ অবশ্য সৌভাগ্যের মুখ দেখিবে।"

ফিরিঙ্গী কহিল, "লোকের কষ্ট দেখিলে অশ্রুপাত হয়। একটা পাহাড়ের কাছে একটা হ্রদ। আমি সেদিন সন্ধ্যাকালে সেই হ্রদতীরে দাঁড়াইয়া ছিলাম; দেখিলাম, সেইখানে একটী যুবতী স্ত্রীলোক আসিল। দেহ অত্যন্ত জীর্ণ, দুর্ভিক্ষরণে সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ, পরিধান মলিন ছিন্নবস্ত্র। কোলে একটী ছেলে। স্তনে দুগ্ধ নাই। দুখানি সেই ছেলেটীকে ক্ষণে ক্ষণে বুকের উপর চাপিয়া ধরিতেছে। তিনবার সেই শিশুর মুখে চুম্বন করিয়া, সাশ্রুনয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে অভাগিনী তাহাকে বলিল, "তোমার পিতার যেমন দুর্ভাগ্য, তোমার পিতা যেমন অসুখী, তেমন দশা তোমার যেন না হয়। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে সেই দশাই তোমার হইবে। হায় হায়! বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ নাই!" কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই কথা বলিয়া সেই দুঃখিনী অবলা সেই শিশু পুত্রটীকে হ্রদসলিলে নিক্ষেপ করিল! একবার কাঁদিয়া উঠিয়া ছেলেটী ডুবিয়া গেল! শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া কুম্ভীরেরা আনন্দে জলতলে প্রবেশ করিল। এ রাজ্য এমন, এ রাজ্যে এমনি সুবিচার! জননীরা পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া, মায়াদয়া বিসর্জ্জন দিয়া, এই প্রকারে পুত্র-কন্যার প্রাণসংহার করে! আমাদের সাধুকার্য্যের দ্বারা এদেশের সৌভাগ্যবৃদ্ধি হইতে পারিবে।"

কাফ্রী।—সেদিনের কথা ও দিনের কথা কি? আজি,—এই আজি প্রাতঃকালে বাতাবিয়ার একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ সওদাগরের একজন কাফ্রী ক্রীতদাসকে এখানকার লোকেরা জোর করিয়া ধরে। জীবন্তশরীরে তাহার গায়ের ছাল ছাড়াইয়া লইয়া গাত্রমাংস খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটে। সওদাগর সেই গ্রাম্যনিবাস ছাড়িয়া সহরে পলাইয়া আইসেন। একখানি পাল্‌কীতে তিনি আর দুটী বালিকা। সে দুটী বালিকা তাঁহার নিজের কন্যা নহে। তাহাদের পিতামাতা অত্যন্ত গরীব, আহার দিতে অক্ষম, সওদাগর সেই জন্য সেই দুটী বালিকাকে আপন অন্তঃপুরে স্থান দিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন। কেবল এই একটা মাত্র দৃষ্টান্ত নহে, অত্যাচারপ্রপীড়িত লোকেরা উদরান্নের নিমিত্ত বিব্রত। স্নেহবতী জননীরা পেটের দায়ে আপন গর্ভজাতা কন্যাগুলিকেও

বাজারে বিক্রয় করিতেছে! এমন দেশে আমাদের সাধুকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা একান্তই আবশ্যক। কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

ফিরিঙ্গী।—কেবল এই দেশে নহে, যে যে দেশে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য চলে, প্রজালোকের কষ্টে দয়ালুলোকের চক্ষে জল পড়ে, ব্যভিচার এবং ক্রীতদাস-ব্যবসায়ের অবিরাম স্রোত চলে, সেই সকল দেশের সর্ব্বত্রই আমরা বেড়াইব; আমাদের সাধুকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান্ হইব।

হিন্দু।—জালমাকে আমাদের দলে লইতে পারিলে বড় ভাল হয়। মহল বলিয়া গিয়াছে, জালমা যাহাতে বশীভূত হয়, সে উপায় সে অবশ্যই করিয়া দিবে। আমরা যবদ্বীপে যাইতেছি, এই সময় সেই যুবা বীরপুরুষকে আমাদের দলভুক্ত করিতে পারিলে বিবিধ উপকার সাধিত হইবে। জালমা আসিয়া মিলিবে, তদ্বিষয়ে একটা আশাও আছে। নানাকারণে সাধারণ মানবজাতির প্রতি তাহার অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিয়াছে।

ফিরিঙ্গী।—জালমা শীঘ্রই এখানে আসিবে। মানবজাতির প্রতি তাহার ঘৃণা? কেবল ঘৃণায় কাজ হয় না। যাহাতে সকলের উপর তাহার রাগ বাড়ে, সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। ইংরাজেরা তাহার পিতাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সৈন্যদলকে যথায় তথায় বলি দিয়াছে, তাহাকেও কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সকল নিষ্ঠুরব্যবহার, সেই সকল মর্ম্মান্তিক কথা বারম্বার তাহাকে শুনাইয়া তাহার ঘৃণানলের সহিত ক্রোধানল জ্বালাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই আশু আমরা তাহাকে হাতে পাইব।

কাফ্রী।—(একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, মহল যদি মিথ্যাকথা কহিয়া থাকে? সকল কথাই যদি তাহার ছলনা হয়? সে যদি বিশ্বাসঘাতক হইয়া পড়ে?

হিন্দু।—মহল? বল কি? মহল মিথ্যাবাদী? মহল ছলনাকারী? মহল বিশ্বাসঘাতক? এ কি অসম্ভব কথা! সে আমাদিগকে তাহার নিজের জাহাজে আশ্রয় দিয়া এখানে আনিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে পলায়নে মহল আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছে। মহল আবার এখান হইতে আমাদিগকে বোম্বাই বন্দরে লইয়া যাইবে। বোম্বাই হইতে আমরা যে কোন জাহাজে আরোহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে আমেরিকায় অথবা ইউরোপে অথবা আফ্রিকায় যাত্রা করিতে পারিব। যেখানে আমাদের ইচ্ছা, যেখানে আমাদের সুবিধা, মহল আমাদিগকে সেইখানেই পাঠাইবে। সেই মহল বিশ্বাসঘাতক?

ফিরিঙ্গী।—তাহাও ত বটে! বিশ্বাসঘাতক হইলে মহলের কি উপকার? মহল জানে, বেশ জানে, বিশ্বাসঘাতক হইলে ভবানীদেবীর পুত্রগণের হস্তে কখনই তাহার নিস্তার থাকিবে না।

কাফ্রী।—মহল অঙ্গীকার করিয়াছে, আজ রাত্রেই জালমাকে এখানে আনিয়া দিবে। জালমা এখানে আসিলেই আমাদের দলে মিশিয়া যাইবে, আমি ত সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ রাখিতেছি না।

হিন্দু।—মহল বলিয়া গিয়াছে, আজ রাত্রে জালমার কুটীরে প্রবেশ করিবে, প্রাণে মারিবে না; ইচ্ছা করিলে অক্লেশেই মারিতে পারিত, কিন্তু মারিবে না। মারিবার আজ্ঞা পায় নাই। নিজে যদিও প্রবেশ না করে, মালাকে পাঠাইবে। মালাও সেই রাজপুত্রকে প্রাণে মারিবে না. নিদ্রিতাবস্থায় তাহার বাহুমূলে টীকা দিবে

ভবানীর নাম লিখিয়া দিবে। সে নাম আমাদের, যাহারা ভবানীর সেবক, ভবানীর উপাসক, তাহাদের সকলের বাহুতেই ভবানী নামের টীকা আছে। মালা যদি নির্ব্বিঘ্নে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে, তোমরা নিশ্চয় মনে করিও, জাল্মা আমাদের। আমাদের ক্ষমতা দেখিয়া জাল্মা চমৎকৃত হইবে; আমাদের পরাক্রম দেখিয়া জাল্মা ভয় পাইবে; প্রভাব দেখিয়াই হউক অথবা ভয় পাইয়াই হউক, ভয়ের এক তাহার অন্তরে সঞ্চারিত হইবেই হইবে; তাহা হইলেই জাল্মা আমাদের ক্রোড়গত হইবে।

কাফ্রী।—মানবজাতির প্রতি জাল্মার ঘৃণা আছে, এ কথা সত্য; সেই ঘৃণা থাকিলেও সে যদি আমাদের দলে মিশিতে না চায়, তাহা হইলে কি হইবে?

ফিরিঙ্গী।—যদি না চায়? ভবানীদেবী তাহার ভাগ্যবিধি স্থির করিয়া দিবেন। সে কল্পনা অনেকদিন অগ্রেই আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি।

কাফ্রী।—নিদ্রিত জালমার অঙ্গে টীকা দিতে মালা কি কৃতকার্য্য হইবে?

ফিরিঙ্গী।—কেন সন্দেহ কর? মালার অপেক্ষা সাহসীলোক—চালাকলোক—ধূর্ত্তলোক আমাদের দলে নাই। সেই কথাটা মনে কর। মালা একদিন একটী বাঘিনীর গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল। বাঘিনী তখন তাহার শাবককে স্তন্যপান করাইতেছিল। চক্ষুর নিমেষে মালা সেই বাঘিনীকে বধ করিয়া বাচ্ছাটা লইয়া এক জাহাজের কাপ্তেনের নিকট বিক্রয় করিয়াছে।

হিন্দু।—(কাণ খাড়া করিয়া) হইয়াছে, হইয়াছে! মালা নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছে! বনমধ্যে—ঐ নির্জ্জনসময়ে, ঐ নিস্তব্ধ বনমধ্যে একটা পক্ষীকণ্ঠকূজিত জয়ধ্বনি শুনিতেছি।

কাফ্রী।—(কাণ খাড়া করিয়া) আমিও শুনিতেছি। ও একটা শকুনি। শিকার ধরিয়া সাময়িক আহ্লাদে জয়ধ্বনি করিতেছে। আমাদের দলের ভ্রাতৃগণও শিকার হস্তগত করিয়া ঐ প্রকার সঙ্কেতধ্বনি করে।

ঐ তিনজন ফাঁসুড়ে সেই ভগ্নমন্দিরস্তূপের এক গহ্বরমধ্যে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল, সহসা সেই গহ্বরদ্বারে মালা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার গায়ে একখানা সূতার কাপড়, তাহার উপর নানাবর্ণের উজ্জ্বল উজ্জ্বল তারা। তাহাকে দেখিয়াই সন্দেহে সন্দেহে ব্যগ্রস্বরে কাফ্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কাজটা হাঁসিল হইয়াছে?"

মালা।—(সগর্ব্বে) জাল্মা যাবজ্জীবন নিজ-অঙ্গে ভবানীনাম ধারণ করিবে। জাল্মার কুটীরে উপস্থিত হইবার অগ্রে আমি আর একটা লোককে ভবানীর উদ্দেশে বলিদান করিয়াছি। কুটীরের নিকটে জঙ্গলের মধ্যে সেই দেহটা টানিয়া ফেলিয়াছি জাল্মার বাহুতে ভবানী-নাম অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি। সকলের অগ্রে মহল এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছে।

হিন্দু।—দিয়াছ?—দিয়াছ? ভবানী নাম লিখিয়া দিয়াছ? ভাল করিয়া দিয়াছ? জাল্মা জাগিয়া উঠে নাই?

মালা।—জাল্মা জাগিলে তাহার হস্তে আমার প্রাণ থাকিত না। কেমনা, তাহার প্রাণ লইতে আমি আদেশ পাই নাই।

ফিরিঙ্গী।—বেশ করিয়াছ। মারিলে আমাদের কিছুই উপকার হইত না। জাল্মা বাঁচিয়া থাকিলেই আমাদের বহু উপকার। ভাই! আপন প্রাণরক্ষা অকাতরে [illegible]

আজ তুমি যেরূপ একটী ভবানীর কার্য্য সাধন করিলে, গত কল্য আমরাও সেইরূপ করিয়াছি। আগামী কল্য আবার তাহাই করিব। এখন তুমি আমাদের আজ্ঞাবহ রহিয়াছ, কল্য আমরাও তোমার আজ্ঞাবহ হইব। তুমি হুকুম করিবে, আমরা তাহা পালন করিয়া [illegible] করিব।

মালা।—আমরা সকলেই ভবানীর পুত্র। এখন আমার কি কাজ বাকী আছে? আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

আরও [illegible]ন কোন কথা মালার রসনা হইতে নির্গত হইত, মালা হঠাৎ থামিয়া গেল। গহ্বরদ্বারে নয়ন ফিরাইয়া, একটু হেঁট হইয়া [illegible] চুপি চুপি বলিল, "চুপ্ কর, চুপ্ কর! ঐ জালম্মা আসিতেছে। অতি ধীরে ধীরে আসিতেছে। এই গহ্বরমধ্যেই প্রবেশ করিবে। [illegible] আমাকে যাহা বলিয়া গিয়াছে, তাহাই করিয়াছি।"

ফিরিঙ্গী তাড়াতাড়ি গহ্বরের এক অন্ধকার কোণে একটা মাচুরের আড়ালে লুকাইল; চুপি চুপি বলিল, "জালম্মা যেন এখন আমাকে দেখিতে পায় না। তোমরা উহাকে বুঝাইয়া ভাড়াইয়া ঠিক কর। যদি রাজী না হয়, তাহার [illegible] আমি আছি।"

ফিরিঙ্গী লুকাইল। ঠিক সেই সময় জালম্মাও আসিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, তিনজন লোক। তাহাদের আকৃতি দেখিয়াই প্রথমে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তাহারা ফাঁসুড়ে, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন, এ দেশে সরাই নাই, রাহাগীর লোকেরা তাঁবু ফেলিয়া থাকে, অথবা কোন কোন ভগ্নালয়ে নিশাকালে আশ্রয় লয়। ভাবিলেন, ইহারাও হয় ত সেইরূপ রাহাগীর। মনে [illegible] প্রকার ভয় আসিল না,

ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ত্রিমূর্ত্তির দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি। একজনের মুখবর্ণ ও পরিচ্ছদ দর্শন করিয়া তিনি বুঝিলেন, ভারতবর্ষে তাহার নিবাস। নিকটে গিয়া হিন্দী-ভাষায় তিনি কহিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম, এখানে কোন ইউরোপীয়—হয় ত কোন ফরাসী—"

হিন্দু উত্তর করিল, "ফরাসী একটী আছে। এখনও আইসে নাই; আসিতে অধিক বিলম্ব হইবে, এমনও আমি বোধ করি না।"

জালম্মার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাহারা বুঝিল, মহল তাঁহাকে যেরূপে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছে, তিনি সেই প্রতারণায় মুগ্ধ হইয়াই ফরাসীলোকের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই বিমুগ্ধভাব তাহাদের পক্ষেই ভাল।

জালম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সেই ফরাসীলোকটীকে জান?"

হিন্দু।—বেশ জানি। তিনি আমাদিগকে এখানে আসিতে বলিয়াছেন। আমাদের সঙ্গে এইখানে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন, আমাদিগকেও সেই কথা বলিয়া এই সঙ্কেতস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

জালম্মা।—কিসের জন্য?

হিন্দু।—তিনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেই জানিতে পারিবে।

জালম্মা।—সেনাপতি সাইমন তোমাদিগকে এইখানে আসিতে বলিয়াছেন?

হিন্দু।—হাঁ, সেনাপতি সাইমনের কথাই আমরা তোমাকে বলিতেছি।

ক্ষণকাল সকলেই নিস্তব্ধ। জালম্মা একবার ভাবিলেন, এমন অদ্ভুত ঘটনার তাৎপর্য্য কি, লোকদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবেন। আবার ভাবিলেন, ইহাদের যেরূপ আকৃতি দেখিতেছি, তাহাতে [illegible] হয়,

ইহারা সত্যকথা কহিবে না। তাঁহার মনে সন্দেহের সঞ্চার হইল। তিনজনের মধ্যে একজন কথা কহিতেছে, আর দুইজন পরস্পর মুখচাহাচাহি করিয়া চুপ করিয়া আছে। এরূপ লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ ক্রমশ প্রবল হইতে লাগিল। সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?"

হিন্দু।—যদি তুমি আমাদের হও, আমরাও তবে তোমার।

জাল্‌মা।—তোমরা আমার হইবে? আমি তোমাদিগকে চাহি না। আমিও তোমাদের হইতে অভিলাষ রাখি না।

হিন্দু।—অভিলাষ রাখ না, প্রয়োজন নাই, এ কথা কে বলিল?

জাল্‌মা।—আমি বলিলাম। আমি যাহা জানি, তাহাই আমি বলি।

হিন্দু।—তোমার ভুল হইতেছে। ইংরাজেরা তোমার পিতাকে বধ করিয়াছে। তোমার পিতা একজন রাজা ছিলেন, তাঁহাকে বধ করিয়া ইংরাজেরা তোমাকেও বন্দী করিয়াছিল। সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া এখন তোমাকে দেশত্যাগী করিয়াছে।

কথাগুলি শুনিয়া জাল্‌মার বদনমণ্ডল যেন মেঘাচ্ছন্ন হইল। সেই সঙ্গে অনেক অনেক নিষ্ঠুরকথা মনে পড়িল। জননয়নের অলক্ষিতে তিনি একবার কাঁপিয়া উঠিলেন। বিষাদ ও নৈরাশ্যে যেমন এক প্রকার হাসি আইসে, তাঁহার মুখেও সেই সময় সেই প্রকারের একটু হাসি দেখা দিল। কাঁস্রুড়ে বলিতে লাগিল, "তোমার পিতা একজন পরমধার্ম্মিক ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব দেশ-দেশান্তরে বিঘোষিত; প্রজারা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত; সাধুর পিতা বলিয়া সকলেই তাঁহাকে গৌরব করিত। যথার্থই তিনি সাধুর পিতা ছিলেন। যাহারা তোমার পিতাকে নিধন করিয়াছে, তুমি কি তাহাদিগকে কিছুই বলিবে না? প্রতিশোধ লইবে না? মানুষের প্রতি তোমার যে ঘৃণা, যে ঘৃণা সর্ব্বদা তোমার হৃদয়কে চর্ব্বণ করিতেছে, সে ঘৃণাটা কি বিফলেই যাইবে?"

জাল্‌মা কহিলেন, "আমার পিতা সশস্ত্র সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমি ইংরাজদিগকে ক্ষমা করি নাই। সম্মুখযুদ্ধে অনেক ইংরাজকে আমি নিপাত করিয়াছি। এখন যিনি এই পৃথিবীতে আমার পিতৃতুল্য পূজনীয়, আমার রাজ্যরক্ষার্থ যিনি প্রাণপণে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বলিয়াছেন, ইংরাজের গ্রাস হইতে রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করা এখন বাতুলতা মাত্র। ইংরাজেরা যখন আমাকে মুক্তিদান করে, তখন আমি শপথ করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছি, এ জন্মে আর আমি ভারতভূমিতে পদার্পণ করিব না। শপথ কিরূপে পালন করিতে হয়, তাহা আমি শিক্ষা করিয়াছি।"

হিন্দু।—যাহারা তোমার রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে, যাহারা তোমাকে বন্দী করিয়াছিল, যাহারা তোমার পিতাকে খুন করিয়াছে, তাহারা মনুষ্য। পৃথিবীতে আরও ত মনুষ্য আছে, ইংরাজের উপর যদি তোমার কৃপা হয়, অপর মনুষ্যের উপর কৃপা হইবার ত কোন কারণ নাই। তাহাদের উপর প্রতিশোধ লও। তোমার অন্তরের ঘৃণা তাহাদের উপরেই নিক্ষেপ কর।

জাল্‌মা।—মনুষ্যজাতির প্রতি এমন নিষ্ঠুর কথা যাহারা বলে, তাহারা মনুষ্য নামে বাচ্য হইতে পারে না।

হিন্দু।—আমি স্বয়ং মনুষ্যনামে বাচ্য। যাহারা যাহারা আমার তুল্য, আমার মত

যাহাদের অবয়ব, তাহারা মনুষ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। মানবজাতির প্রতি, যথার্থ যাহাদের ঘৃণা আছে, তাহারা আমাদের দলে থাকে। পশুরাজ সিংহ যেমন বনরাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিংস্র-জন্তুর উপর আপন পরাক্রম প্রদর্শন করে, আমরাও নরব্যাঘ্রের ন্যায় ঘৃণিত মনুষ্যগণকে সেইরূপে নিপীড়িত করি। তুমি কি মনুষ্য হইতে ইচ্ছা কর না? তুমি কি পশুপতি কেশরীর তুল্য পরাক্রম দেখাইতে বাসনা কর না? মনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে কি তোমার অভিলাষ নাই? যাহারা তোমার অশেষবিধ অনিষ্টসাধন করিয়াছে, তাহাদিগকে দলন করিতে কি তোমার প্রবৃত্তি হয় না?

জাল্‌মা।—তোমার কথাগুলি ক্রমশই অধিকতর দুর্বোধ হইয়া উঠিতেছে। আমার অন্তরে ঘৃণা-বিদ্বেষ নাই। কোন সমকক্ষ বৈরী যদি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, তাহার সহিত আমি যুদ্ধ করি। শত্রু যদি সমকক্ষ না হয়, তাহাকে আমি ঘৃণা করি না। ইহাতেই তুমি বিবেচনা কর, আমার অন্তরে ঘৃণা নাই। বীরপুরুষকেও আমি যেমন ঘৃণা করি না, কাপুরুষকেও তেমনি ঘৃণা করি না।

কথা কহিতে কহিতে জাল্‌মা এবং সেই হিন্দু ফাঁসুড়ে গহ্বরের অপর এক কেন্দ্রে সরিয়া গিয়াছিলেন। কাফ্রীটা অকস্মাৎ দ্বারের দিকে দ্রুত দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "বিশ্বাসঘাতকতা!"

ফিরিঙ্গী এতক্ষণ মাদুরের আড়ালে লুকাইয়া ছিল, জাল্‌মা তাহাকে দেখিতে পান নাই, কাফ্রী লোকটার ঐ সংকটধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র ফিরিঙ্গী এক লম্ফনে ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া এককালে গহ্বরের বাহিরে গিয়া পড়িল। দেখিল, একদল অস্ত্রধারী সৈন্য মণ্ডলাকারে গজপতিতে গহ্বরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ফিরিঙ্গী তাহাদের একজনকে দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিল, সে লোকটী তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। আরও দুইজনকে পদাঘাতে ভূমিশায়ী করিয়া ফিরিঙ্গী আবার লুকাইয়া গেল।

জাল্‌মা এই ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কাফ্রীই বা কেন চীৎকার করিল, অপর লোকটাই বা কি জন্য লম্ফ দিয়া পলাইল, ইহা অবধারণ করিবার নিমিত্ত তিনি গহ্বরের প্রবেশপথে মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন। কতিপয় সৈনিকের বন্দুক সেই প্রবেশপথের নিকটে একত্র হইয়া ভিতরদিকে লক্ষ্য করিতেছে। জাল্‌মার প্রতি লক্ষ্য, আর সেই তিনজন ফাঁসুড়ের প্রতি লক্ষ্য। পলাতক ফিরিঙ্গীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ জনকতক সৈনিক ধাবিত হইয়াছে। গহ্বরমধ্যস্থ ফাঁসুড়েরা আপনা-আপনি কি বলাবলি করিয়া সৈনিকদিগের নিকটে ধরা দিল। কতিপয় সৈনিকের হস্তে বন্ধনরজ্জু ছিল, সেই রজ্জুতে তাহারা বাঁধা যাইবে, অগত্যা দায়ে পড়িয়া তাহারা এইরূপ ইচ্ছা জানাইল।

সেই সৈনিকদলের সেনাপতি একজন ওলন্দাজ কাপ্তেন। তিনি সেই সময় গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জাল্‌মাকে দেখাইয়া তিনি কহিলেন, "এই একজন।" সৈনিকেরা তখন ঐ তিনজন ফাঁসুড়েকে বাঁধিতেছিল। একজন বৃদ্ধ সার্জ্জন বলিল, "কাপ্তেন সাহেব! একে একে বন্ধন হউক্, একটু পরেই উহাকে আমরা ধরিতেছি।"

নেত্রসমীপে যাহা হইতেছে, তাহা দেখিয়াও রাজকুমার জাল্‌মা আকস্মিক বিস্ময়ে অটল। সেই বৃদ্ধ সার্জ্জন আর দুইজন সৈনিক রজ্জু হস্তে লইয়া তাঁহাকে যখন বাঁধিতে আসিল, তিনি মহাক্রোধে তখন তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া প্রবেশদ্বারের দিকে কাপ্তেনের নিকটে ছুটিয়া

চলিলেন। সৈনিকেরা মনে করিল, তিনজনের যে দশা হইয়াছে, ইহারও সেই দশা হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐরূপে বাধা পাইয়া আতঙ্কে পশ্চাৎপদ হইল। রাজা রাজাসিংহের পুত্রের মর্য্যাদাব্যঞ্জক ভঙ্গী দেখিয়া তাহাদের মুখে আর কথা সরিল না।

কাপ্তেনকে সম্বোধনপূর্ব্বক হিন্দুস্থানী ভাষায় জাল্‌মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ তিনজন লোকের ন্যায় আমাকে তোমরা বিনাদোষে বাঁধিতে চাও কেন?"

ওলন্দাজ উপনিবেশে বহুদিন কর্ম্ম করিয়া সেই কাপ্তেনটী হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। জাল্‌মার উক্তির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি আরক্তবদনে জালমাকে কহিলেন, "দুরাত্মন্! কেন তোকে বাঁধিব? তুই এই গুপ্ত-হত্যা দস্যুদলের সঙ্গী। হাতে পাইয়া না বাঁধিয়া তোকে ছাড়িয়া দিব, ইহাই কি তুই মনে ভাবিয়াছিস্?" —হিন্দীভাষায় জাল্‌মাকে এই কথা বলিয়া ওলন্দাজী ভাষায় সৈনিকগণকে তিনি কহিলেন, "কি দেখিতেছ? এই লোকটাকে দেখিয়া তোমরা কি ভয় পাইতেছ? শীঘ্র উহাকে বন্ধন কর। অবিলম্বে উহার গলাতেও ফাঁসদড়ী পড়িবে।"

কাপ্তেনের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া সুস্থির-ভাবে জলদগম্ভীরস্বরে জাল্‌মা কহিলেন, "তোমার ভুল হইতেছে। এইমাত্র আমি এখানে আসিয়াছি। ঐ লোকেরা কে, তাহাও আমি জানি না। একটী ফরাসী ভদ্রলোক এইখানে আছেন, সেই সংবাদ পাইয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।"

কাপ্তেন কহিলেন, "তুই ঐ ফাঁসুড়েদের দলের লোক নহিস্? নিজেও তুই ফাঁসুড়ে নহিস্? কোন্ মূর্খ তোর এই মিথ্যাকথায় বিশ্বাস করিবে?"

জাল্‌মা।—উহাদের মত? কি! উহাদের মত ফাঁসুড়ে আমি?

সৈনিকেরা রাজাসিংহের পুত্রকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত পুনরায় অগ্রসর হইতেছিল, কুমার জাল্‌মার ঐরূপ তেজস্বিতাপূর্ণ অটল উক্তি শ্রবণ করিয়া কাপ্তেন তাহাদিগকে নয়নেঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। জাল্‌মা বলিতে লাগিলেন, "ঐ লোকেরা ভয়ঙ্কর নরহন্তা। তুমি বলিতেছ, আমি উহাদের সঙ্গী। তোমার কথা শুনিয়া আমার কেবল হাসি পায়। এই দেখ, তোমাদিগকে দেখিয়া আমি ভয় পাই নাই; যেমন প্রকৃতি, সেইভাবেই সুস্থির রহিয়াছি।"

কাপ্তেন।—স্থির হইয়া থাকিলেই যে তুমি নির্দ্দোষ, ইহা আমরা বুঝিব না। যাহাদিগকে বন্ধন করা হইয়াছে, তাহারা একরার করিয়াছে। যাহারা দস্যু, যাহারা ফাঁসুড়ে; তাহাদের অঙ্গে কি কি চিহ্ন আছে, তাহা আমাকে দেখিতে হইবে। বন্দীরা বলিতেছে, উহারা একপ্রকার গুপ্তচিহ্ন ধারণ করে।

জাল্‌মা।—যাহাই করুক, আমি পুনরায় বলিতেছি, উহাদিগকে দেখিয়া আমার ভয় হইয়াছে। একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমি—

এইখানে বাধা দিয়া গুপ্ত আনন্দে স্ফীত হইয়া বিরাট ভঙ্গীতে বিরাটস্বরে ফাঁস্রীটা বলিয়া উঠিল, "দেখ কাপ্তেন! আমাদের সাধু কার্য্যের ভ্রাতৃগণ তাহাদের গাত্রচর্ম্মে একপ্রকার টীকাচিহ্ন ধারণ করে। আমাদের সময় হইয়াছে, অবশ্যই আমরা ফাঁসীরজ্জুতে গলা দিব। অনেক লোকের গলায় অনেকবার আমরা ফাঁস-রজ্জু পরাইয়াছি। তাহারা আমাদের দলের লোক নহে, আমাদের সাধুকার্য্যের সহকারী নহে, সংসারের কীট তাহারা। সেই নিমিত্তই আমরা তাহাদিগকে অন্তর্দ্ধানে পাঠাইয়া দিয়াছি।"

এখন আইস, আমাদের বাহু দর্শন কর, ঐ লোকটারও বাহুমূল পরীক্ষা কর।"

জাল্‌মার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কাপ্তেন কহিলেন, "এই কাফ্রী বলিতেছে, উহাদের বাহুতে যেরূপ চিহ্ন আছে, তোমার বাহুতে যদি সেইরূপ চিহ্ন না থাকে, কেন তুমি এখানে আসিয়াছ, সন্তোষকররূপে তাহা যদি তুমি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পার, দুইঘণ্টার মধ্যেই তোমাকে ছাড়িয়া দিব।"

কাপ্তেনের দিকে চাহিয়া মুখ বিকট করিয়া কাফ্রী কহিল, "আপনি আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পার নাই। রাজকুমার জাল্‌মা আমাদেরই দলের লোক। উহার বামবাহুতে ভবানীদেবীর নাম লেখা আছে।"—ঐ বাক্যে সায় দিয়া মালা বলিল, "ঠিক কথা। এই জাল্‌মা আমাদের ন্যায় মাকালীর পুত্র।"—হিন্দু ফাঁসুড়েও বলিল, "এই জাল্‌মাও ফাঁসুড়ে।"

তিনজন ফাঁসুড়ে আপনাদিগকে ফাঁসুড়ে বলিয়া পরিচয় দিয়া কাপ্তেনের কাছেও একরার করিল। সেই পরিচয় শ্রবণ করিয়া কুমার জাল্‌মা একটু চমকিত হইলেন। তখন তাঁহার বিশ্বাস হইল, ফাঁসুড়েদের কথায় কাপ্তেনসাহেবের প্রত্যয় জন্মিবে না। রাজা রাজাসিংহের পুত্র গুপ্তহন্তা ফাঁসুড়েদলভুক্ত ইহা অসম্ভব অপেক্ষাও অসম্ভব।

কাপ্তেন কহিলেন, "কি তোমার জবাব আছে, এখন বল।" জাল্‌মা সগৌরবে আপন হস্তখানি উর্দ্ধে তুলিয়া আস্তীনটী শিথিল করিলেন, অনাবৃত বাহু নয়নগোচর হইল।

বক্রনয়নে সেই উন্মুক্ত বাহু দর্শন করিয়া কাপ্তেন কহিলেন, "কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! বাহুসন্ধির নিম্নভাগে নাগরী অক্ষরে লেখা ভবানী নাম সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।"

মালার নিকটে ছুটিয়া গিয়া কাপ্তেনসাহেব তাহার বাহু অনাবৃত করিয়া দেখিলেন, ঠিক সেইরূপ অক্ষর, সেইরূপ চিহ্ন। অতঃপর আর দুই ব্যক্তির বাহু পরীক্ষা করিয়াও কাপ্তেন সাহেব সেইরূপ বর্ণচিহ্ন দর্শন করিলেন। সমুজ্জল রক্তবর্ণ অক্ষর। ঘূর্ণিতনয়নে জাল্‌মার বদন নিরীক্ষণপূর্ব্বক গভীরগর্জ্জনে তিনি কহিলেন, "পামর! তোর সঙ্গীদের অপেক্ষাও তোর অধিক দুঃসাহস!" সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি আজ্ঞা দিলেন, "এই দুরাচার গুপ্তহন্তাকে বাঁধিয়া ফেল! মরণকালেও মিথ্যাকথা! ফাঁসীরজ্জুতে ইহার প্রাণ যাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই!"

জাল্‌মার নির্ভয় অন্তরে তখন ভয়ের সঞ্চার হইল। বাহুমূলে সেই সাংঘাতিক চিহ্নের দিকে অনিমেষনয়নে ক্ষণকাল তিনি চাহিয়া রহিলেন। রসনা হইতে একটী বাক্যও নির্গত হইল না; চিন্তাশক্তিও লোপ পাইতে লাগিল; উপস্থিত বুদ্ধিও যোগাইল না। কোথা হইতে ঐ মারাত্মক চিহ্ন তাঁহার বাহুদেশে আসিল, কিছুই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীরগর্জ্জনে কাপ্তেন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এখনও অস্বীকার করিতে তোর সাহস হয়?" স্তম্ভিতস্বরে জাল্‌মা কহিলেন, "যাহা দেখিতেছি, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু কি যে কি, তাহাও আমি জানি না।"

কাপ্তেন কহিলেন, "তবু ভাল, এতক্ষণের পর স্বীকার করিলি, তবুও তোর ভাগ্য ভাল। সৈন্যগণ! এই চারিজনের প্রতি বিশেষ নজর রাখ। ইহারা তোমাদের জিম্মা। যদি পলায়, তোমরাই দায়ী।"

সৈনিকেরা জাল্‌মাকে বন্ধন করিল। কাপ্তেনসাহেব আরও কতকগুলি সৈন্য লইয়া ফিরিঙ্গীকে খুঁজিতে গেলেন। ভগ্নমন্দিরের চতুর্দ্দিক্ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেন;

কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। একঘণ্টাকাল বিফলে চেষ্টা করিলেন, কোথায় ফিরিঙ্গী, কিছুই অনুসন্ধান হইল না। কাজে কাজেই তিনি বাতাবিয়া নগরে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া প্রহরী সৈনিকেরা অপেক্ষা করে নাই; বন্দীচতুষ্টয়কে লইয়া তদগ্রেই নগরাভিমুখেহ রওনা হইয়াছিল।

* * * * *

এই সকল ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে যশুয়া ডায়েল তাঁহার দীর্ঘপত্র লেখা সমাপ্ত করিলেন। পারিসনগরে মস্যুর রডিন, এইরূপ শিরোনাম লিখিলেন। শেষাংশে লেখা রহিল, "ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে আমি আর অন্য কথা লিখিতে পারি না। সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, ইষ্টসমূহের মধ্যে বিন্দুমাত্র অনিষ্ট সম্ভব। তিনজন হত্যাকারীকে বিচারে অর্পণ করা হইয়াছে। অল্পদিনের জন্য জাল্মাকেও বন্দী করা হইয়াছে। শীঘ্রই তিনি মুক্তি পাইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই দ্বিগুণতর উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার নির্দ্দোষিতা সুপ্রকাশ হইবে।

"অদ্য প্রাতঃকালে আমি গবর্ণরের নিকট গিয়াছিলাম; কুমার জাল্মা নির্দ্দোষ, ইহা তাঁহাকে বলিয়াছি। ঐ তিনজন গুপ্তহন্তা আমারই তদ্বিরে ধরা পড়িয়াছে, ইহাও তাঁহাকে বলিয়াছি। জাল্মার যে সকল মহদ্গুণ, পাকে চক্রে তিনি বিপদ্‌গ্রস্ত, ইহাও তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি। আরও বলিয়াছি, কল্য যখন আমি ঠগ্‌দেরে সন্ধান বলিয়া দিবার নিমিত্ত গবর্ণরের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, চণ্ডীর ভগ্ন-মন্দিরে তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে, এই সংবাদ যখন দিয়াছিলাম, জাল্মা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবেন, ইহা তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। জাল্মা নিষ্কলঙ্ক, তাঁহার সম্পূর্ণ সাহস রহিয়াছে, সম্পূর্ণ রাজ-মর্য্যাদা তাঁহার অবয়বে বিকাশ করিতেছে, বিচারের দিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে তিনি কারাগৃহে বাস করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমস্তই আমি সত্য বলিয়াছি; কুমার জাল্মার নির্দ্দোষিতা-বিষয়ে আমি যতদূর অভিজ্ঞ, পৃথিবীতে বোধ হয়, তত আর কেহই নহেন, ইহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

"গবর্ণর সাহেব আমার সকল কথায় বিশ্বাস করিয়াছেন। জাল্মা নির্দ্দোষ, ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াই ছাড়িয়া দিতে পারেন না। রাজকীয় বিচারের যেরূপ রীতিপদ্ধতি আছে, তদনুসারে সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করিয়া বিচার করা হইবে। বিচারে রাজকুমার মুক্তিলাভ করিবেন। আশুমুক্তি অপেক্ষা সে মুক্তি অধিক শ্লাঘনীয়। গবর্ণর আমাকে বলিলেন, কুমারের বাহুতে ভবানী-চিহ্ণ কিরূপে আসিল, কিছুতেই তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না। বিচারের সময় কোন সূত্রে তাহা যদি প্রকাশ পায়, সে চেষ্টা অবশ্যই করা হইবে। সেই গুহ্যতত্ত্বের মূল কি, গুহ্যহারক মহল কেবল তাহা জানে, বিচারের সময় তাহাকে পাওয়া যাইবে না। সে ব্যক্তি অদ্যই রয়টার জাহাজে উঠিয়া বাতাবিয়া পরিত্যাগ করিবে। রয়টার জাহাজ তাহাকে মিসরদেশে লইয়া যাইবে। তাহার হস্তে জাহাজের কাপ্তেনের নামে আমি এক পত্র দিয়াছি; সে পত্রে লেখা আছে, এই ব্যক্তির জন্যই জাহাজের একটী কামরা আমি ভাড়া লইয়াছি। আমার এই পত্রখানিও মহল লইয়া যাইবে। পুনরায় অদ্য আমি গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

"রাজকুমার জাল্মা একমাসের জন্য অবরুদ্ধ রহিলেন। রয়টার জাহাজ ইউরোপে চলিল। জাল্মা কিছুতেই আর ৩ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ফ্রান্সে পৌঁছিতে পারিবেন না। তুমি আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলে, আমি তাহাই

করিলাম। সত্য জানিও, ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করিয়াও আমি তোমার আদেশপালন করিয়াছি। তুমি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলে, জাল্মাকে আটক রাখিতে পারিলে তোমাদের সমাজের মহোপকার হইবে, অতএব সেই খাতিরে তাহাই আমি করিলাম।”

* * * * *

পূর্ব্বাহ্ণ দশম ঘটিকার সময় গুপ্তহারক মহল মোহরকরা চিঠির পুলিন্দা লইয়া রয়টার জাহাজে তুলিয়া দিতে চলিল। একঘণ্টা পরে সেই মহলের মৃতদেহ একটা জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া গেল। ফাঁসুড়েরা তাহার গলায় ফাঁস দিয়া নিকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। উপকূলের এক বনের ধারে নৌকাভাড়া করিবার জন্য মহল উপস্থিত হইয়াছিল, সেই নৌকা করিয়াই জাহাজে উঠিত, কিন্তু আর নৌকা ভাড়া করিতেও হইল না, জাহাজেও আর উঠিতে হইল না। ফাঁসুড়ের ফাঁসী এ জন্মের মত তাহার সকল কার্য্য ফুরাইয়া দিল।

জাহাজ চলিয়া যাইবার পর মহলের মৃতদেহ বাহির হইয়াছিল। কাগজপত্র কি হইল, ততবড় দরকারী পুলিন্দাটা কোথায় গেল, যশুয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কুত্রাপি প্রাপ্ত হন নাই। কাপ্তেনকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাও পাওয়া যায় নাই।

দেশময় ঘোষণা দিয়া নানাস্থানে ফিরিঙ্গীকে অন্বেষণ করা হইয়াছে, কেহ কোথাও তাহাকে দেখিতে পায় নাই। সকলের সকল প্রকার চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। শেষে সকলে জানিতে পারিলেন, ফিরিঙ্গী যবদ্বীপে নাই।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্তক্রিয়া।

রাজকুমার জাল্মা ফাঁসুড়েদের সহকারী, এই অভিযোগে বাটাবিয়া নগরের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার পর তিনমাস অতীত হইয়াছে। এই সময় ফ্রান্সে সেই আবার অনেকগুলি গুপ্তক্রিয়ার অনুষ্ঠান। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস আরম্ভ। কার্দোভিলি-রাজপ্রাসাদে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা। সেণ্ট ব্যালারী উপকূলের অদূরে এই প্রাসাদ সংস্থাপিত। এই উপকূলে প্রায় প্রতি বৎসর বহু বহু জাহাজডুবী হয়। উত্তরপশ্চিমে ঝড় উঠে, জাহাজগুলি সেই বায়ুবেগে বেলাভূমি-সংলগ্ন হইয়া খান্‌চান হয়, তন্নিমিত্ত তদঞ্চলে বাণিজ্যজাহাজের গতিবিধি অতিশয় বিপদজনক।

প্রাসাদের ভিতর হইতে বায়ুগর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইতেছে; ভয়ঙ্কর গর্জ্জন। রাত্রিকালে ঝড়। সহস্র সহস্র কামানের যেরূপ গর্জ্জনশব্দ, সহস্র সহস্র বজ্রের যেরূপ গর্জ্জনশব্দ, সেই প্রকারের মহাশব্দ! সমুদ্রে মহাতুফান। বেলাভূমিতে তরঙ্গ সংলগ্ন হইয়া সেই সকল ভীমগর্জ্জনের প্রতিধ্বনি হইতেছে। বড় বড় পাহাড়ের গায়ে তরঙ্গ ঠেকিতেছে। প্রাসাদে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের সেই মহাতুফান সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

রাত্রি প্রভাত হইল। বেলা প্রায় সপ্তম ঘটিকা। প্রাসাদের নিম্নতলে একটী বৃহৎ কক্ষ। তাহার গবাক্ষ দিয়া তখনও সূর্য্যকিরণ

নয়নগোচর হইতেছে না। গৃহে বাতী জ্বলিতেছে, একটী স্ত্রীলোক সেই গৃহমধ্যে বসিয়া সূচিকার্য্য করিতেছে; তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ষষ্টিবর্ষ। তাহার বদনে হর্ষ-বিমর্ষ কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। রজনী অবসান হইয়াছে, বর্ষীয়সী তাহাও বোধ হয় জানিতে পারে নাই। সেই স্ত্রীলোকের স্বামী তাহার অদূরে বৃহৎ একটা টেবিলের ধারে বসিয়া গম ও ছোলার নমুনা বস্তাবন্দী করিতেছে। তাহারও বয়ঃক্রম প্রায় ষষ্টিবর্ষ। মস্তকের সমস্ত কেশ শ্বেতবর্ণ। তাহার বদনে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার বিশেষ লক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে।

বাহিরে ভয়ানক ঝড়, কিন্তু গৃহমধ্যে ঐ দম্পতীর কার্য্যে ব্যাঘাত হইতেছে না।

নিশাকালে ঝটিকা যেরূপ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, উষাকালে তাহা কিছু মন্দবেগ হইয়া আইসে; প্রভাতে আবার প্রবল হইতেছে। এক একটা দমকা আসিয়া সেই প্রাসাদতলস্থ কক্ষের বাতায়নে জোরে জোরে ধাক্কা দিতেছে; সাসী খড়খড়ি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে; গোঁ গোঁ বোঁ বোঁ শব্দ গৃহমধ্যে যেন প্রতিধ্বনির ন্যায় বোধ হইতেছে। বৃদ্ধ দম্পতী তাহা শ্রবণ করিতেছে কি না, তাহারাই বলিতে পারে। তাহারা বধির নহে, অবশ্যই শুনিতেছে, কিন্তু কার্য্য হইতে হস্ত উত্তোলন করিতেছে না। বৃদ্ধের নাম মস্থর দুপণ্ট। ইনি ঐ বাড়ীর বেলিফ।

স্বামীকে সম্বোধন করিয়া সেই বৃদ্ধা বলিল, "কি ভয়ানক ঝড়! কি ভয়ানক দুর্যোগ! পবিত্রা কুমারী! উঃ! কি দিনেই মস্থর রডিন এখানে আসিবেন স্থির করিয়াছেন! এমন দুর্যোগেও লোকে গৃহের বাহির হয়? রাজরাণীর দাওয়ানজী আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, আজি প্রাতঃকালেই রডিন এখানে আসিবেন। ধন্য রডিন! বাছিয়া বাছিয়া দিব্য দিনটী তিনি স্থির করিয়াছেন!"

দুপণ্ট।—সত্যকথা, এমন ঝড় আমি আর কখনও দেখি নাই; লোকের মুখে শুনিও নাই। রডিন যদি ঝড়ের সময় সমুদ্র কখনও না দেখিয়া থাকেন, আজি দেখিবেন; আজি তাঁহার নেত্রকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে।

স্ত্রী।—আচ্ছা, রডিন কেন আজ এখানে আসিবেন? এত সকালে তাঁহার এখানে কি কাজ? জান তুমি?

দুপণ্ট।—ধর্ম্ম জানেন,—রডিন জানেন। সত্য বলিতেছি, আমি ইহার কিছুই জানি না। দাওয়ানজী আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, রডিন আসিলে তাঁহার যেন সমুচিত সমাদর করা হয়। যাহা যাহা তিনি বলিবেন,তাহা যেন পালন করা হয়। তিনি যেন আমার প্রভু, আমি যেন তাঁহার চাকর, ঠিক এই রকম ব্যবহার করিব, দাওয়ানজীর পত্র আমাকে সেইরূপ উপদেশ দিয়াছে। রাজরাণী দিজিয়ারের প্রতিনিধি হইয়া তিনি এখানে আসিতেছেন। কাজের কথা তাঁহারই জানা আছে, তিনি আমাকে হুকুম দিবেন, আমি কেবল তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিব।

স্ত্রী।—এ কি কথা? রাজরাণী দিজিয়ারের প্রতিনিধি তিনি? ন্যায়ানুসারে কুমারী অদ্রিয়াণী এই সকল সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনিই এ সম্পদের একেশ্বরী। ডিউক মৃত্যুকালে তাঁহাকেই সমস্ত অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

দুপণ্ট।—তাহা ত সত্যকথা, কিন্তু রাজরাণী দিজিয়ার কুমারী অদ্রিয়াণীর পিতৃব্যপত্নী, দিজিয়ারের দাওয়ানজী কুমারী অদ্রিয়াণীর সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। এ হিসাবে রাণী আর অদ্রিয়াণী উভয়েই যেন এক।

স্ত্রী।—বোধ হয় রডিন এই সকল সম্পত্তি ক্রয় করিবেন। কিন্তু গত সপ্তাহে পারিস হইতে যে স্থূলাঙ্গী রমণী আসিয়াছিলেন, তিনি এই সকল বিষয় দেখিয়া গিয়াছেন; তাঁহারও ইহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আছে।

গৃহিণীর এই শেষকথা শ্রবণ করিয়া মস্থর ডুপণ্ট খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ডুপণ্টের স্ত্রীর নাম ক্যাথারিণ। অকস্মাৎ স্বামীর হাস্য দর্শন করিয়া ম্লানবদনে ক্যাথারিণ কহিলেন, "হাসিয়া উঠিলে কেন? ইহার মধ্যে হাসির কথা কি আছে?"

ডুপণ্ট।—মাগীর চেহারাটা মনে পড়িলেই হাসি আইসে। কি প্রকাণ্ড শরীর! কি ভয়ঙ্কর মুখ! কি বিকট চক্ষু! সেই মুখে আবার লম্বা লম্বা পাকা পাকা গোঁফ-দাড়ী! যেন একটা পদাতিদলের বৃদ্ধ হাবিলদার। সেইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি যাহার, তাহার নাম আবার সেণ্ট কলম্বী! কি সুন্দর দেহ! কি সুন্দর চেহারা! কি পবিত্র নাম! যেন একটী ধর্ম্মক্ষেত্রের কপোতী!

ক্যাথারিণ।—তুমি কেবল লোকের নিন্দা করিতে ভালবাস। বড়লোকের মেয়ে, ধর্ম্মশীলা; চেহারাটা না হয় একটু—

ডুপণ্ট।—সত্যকথায় বুঝি নিন্দা হয়? সেণ্ট কলম্বী, তিনি আবার বড়লোকের মেয়ে! কি ভাগ্য! কি ভাগ্য! তেমন বড়লোকের মেয়ে পারিসনগরের রাস্তায় গড়াগড়ি যায়। ধর্ম্মশীলা!—কি লক্ষণে তুমি বুঝিয়াছ, সেণ্ট কলম্বী ধর্ম্মশীলা?

ক্যাথা।—কেন, যেদিন তিনি এখানে আইসেন, সেদিন সর্ব্বাগ্রেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এখানে উপাসনার গির্জ্জা কোথায়? আমি উত্তর করিয়াছিলাম, আমাদের এখানে গির্জ্জা নাই। শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, কি কথা! গির্জ্জাশূন্য স্থানে কি ভদ্রলোকে বাস করে?

ডুপণ্ট।—বটে বটে! তাহাতেই বুঝি তোমার চমক লাগিয়া গিয়াছে? দেখ ক্যাথারিণ! তোমার বয়স হইয়াছে, চুল পাকিয়াছে, তথাপি তুমি দেখি, সংসারের অনেক বিষয়ে তুমি এখনও কাঁচা আছ।

ক্যাথা।—আমি কাঁচা আছি, তুমি বেশ পাকিয়াছ! নিন্দাশাস্ত্রটা তুমি খুব ভালরকমই পড়িয়াছ। স্ত্রীলোকের মুখে গোঁফ-দাড়ী বাহির হইয়াছে, সেটাও তুমি কুৎসার মধ্যে আনিয়াছ! খুব কিন্তু! বল দেখি, সে বিষয়ে স্ত্রীলোকের কি দোষ?

ডুপণ্ট।—গোঁফদাড়ী আপনি উঠিয়াছে, সেটা তাঁহার দোষ নয়, কিন্তু আপনাকে সেণ্ট কলম্বী বলিয়া পরিচয় দেন, সেটা তাঁহার মস্ত-দোষ। সেণ্ট মানে তপস্বিনী, কি গুণে সেই লম্বোদরী বিকটমুখী তপস্বিনী হইয়াছেন, তাহা তুমি কিছু জান? এদিকে তিনি লেডী সাজিয়া জনসমাজে বাহির হন! পরচুল মাথায় দেন! ভাল দেখাইবে বলিয়া মুখে কত রকম রং মাখেন! সখও মন্দ নয়!

ক্যাথা।—লেডী সাজিয়া বাহির হন, এটী তোমার কি কথা? তেমন সম্ভ্রান্ত মহিলা তোমাদের পারিসনগরে কজন আছেন? তুমি কি দেখ নাই, তাঁহার গায়ে কত রকম অলঙ্কার? লাল রেসমের ঘাগরা; বিশপদের মত রক্তবর্ণ দস্তানা; মাথায় কতরকম হীরার ফুল, দশ অঙ্গুলীতে হীরকাঙ্গুরী, কর্ণে হীরার দুল, কত রকম বড় বড় হীরা তাঁহার অঙ্গে শোভা পায়। তোমাদের নগরবাসিনী বিলাসিনী-গণের কজন তাহা চক্ষে দেখিয়াছে?

ডুপণ্ট।—তুমিই তাঁহাকে উত্তম চিনিয়াছ!

ক্যাথা।—কেবল তাহাই নয়।

ডুপণ্ট।—আরও আছে না কি?

ক্যাথা।—অনেক আছে। বড় বড় ডিউক, বড় বড় মার্কুইস, বড় বড় লর্ড, যত বড় বড় লোক সকলেই তাঁহার বাড়ীতে যান, সকলেই তাঁহার পরমাত্মীয় বন্ধু। তাঁহার নিজের মুখেও সর্ব্বদা সমস্ত বড় লোকের কথা; সামান্যলোকের কথা তিনি গ্রাহ্যই করেন না। যখন তিনি এখানকার শ্রীশ্রীনিবাস দর্শন করিলেন, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স্থানটা ও রকম ধ্বংস হইয়াছে কেন? আমি বলিয়াছিলাম, প্রজানীয় লোকেরা উহা পুড়াইয়া দিয়াছে। শুনিয়া তিনি কতই কাতর হইয়াছিলেন।

ডুপণ্ট।—লোকের কাছে নাম লইবার জন্য যাহারা ব্যগ্র, বড় বড় উপাধি পাইবার জন্য যাহারা উন্মত্ত, তাহারা সকলেই প্রায় ঐ রকম ভঙ্গী দেখায়। তাহাদের আসল মৎলব কি, সেটা তুমি কিছুই বুঝিতে পার না; তুমি কেবল সাদাসিধা বুঝিয়া যাও।

ক্যাথা।—জানি না কি ভাবে তুমি কোন্ কোন্ কথা বলিতেছ। লোকের কুৎসা করা বড় দোষ, সেটা হয় ত তুমি একবারও ভাব না। কেন বল দেখি সেই সম্ভ্রান্ত মহিলার অপযশ গাইতেছ? মাদম সেন্টি কলম্বী যদি এই এষ্টেট খরিদ করেন, তুমি তাঁহার অধীনে চাকরী করিবে না, ইহাই কি মৎলব?

ডুপণ্ট।—না, সে মৎলব আমার নয়। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, বিংশতিবৎসর এখানে রহিয়াছি, চুরী জুয়াচুরী জানি না, সৎপথে থাকিয়া যাহা কিছু অর্জ্জন করি, তাহাতেই আমাদের দিন চলে। এ বয়সে আবার কোথায় চাকরী অন্বেষণ করিতে যাইব? এ রকম বৃদ্ধ লোককে কেই বা চাকরী দিবে? আমার কেবল এই আক্ষেপ হইতেছে যে, কুমারী অদ্রিয়াণী এ সম্পত্তি পরিত্যাগ করিবেন! ইহা বিক্রয় করিতে তিনি অভিলাষিণী হইয়াছেন! রাজরাণী দিজিয়ার তাঁহার সেই অধম ইচ্ছার বিরোধিনী।

ক্যাথা।—আক্ষেপের কথাই বটে। এত অল্পবয়সে কুমারী অদ্রিয়াণী কেন এই অতুল সম্পদ পরিত্যাগ করিতে চান?

ডুপণ্ট।—কুমারী একেশ্বরী; তাঁহার মাতা নাই, পিতা নাই, তিনিই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী। যাহা যখন ইচ্ছা হয়, তখনই তাহা তিনি করেন। কুমারীর রূপ দেখিয়া লোকে যেমন মোহিত হয়, তিনি যদি স্বেচ্ছাচারিণী না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার আরও অধিক গৌরব হইত; লোকে আরও অধিক মোহিত হইয়া যাইত। চমৎকার রূপ! দশ বৎসর হইল কাউণ্ট যখন তাঁহাকে বসন্তকালের শেষে এখানে আনয়ন করেন, তখন তিনি বালিকা; যেন একটী বিদ্যাধরী। কি চমৎকার চক্ষু! দিবাভাগে যেন নক্ষত্রের ন্যায় জলিতেছিল! সে চেহারা তোমার মনে আছে?

ক্যাথা।—একটুও আমি ভুলি নাই, তাঁহার সেই চক্ষের অপাঙ্গভঙ্গী অতি মধুর। সে বয়সে কোন সুন্দরীই তেমন অপাঙ্গভঙ্গী করিতে শিক্ষা করে না।

ডুপণ্ট।—এতদিনে তিনি আরও অধিক সুন্দরী হইয়াছেন। কুমারীর মস্তকের কেশের বর্ণ অসাধারণ। তিনি যদি বড়ঘরের মেয়ে না হইয়া সামান্য একজন দোকানদারের কন্যা হইতেন, লোকে তাঁহাকে রক্তকেশী বলিত।

ক্যাথা।—আবার ঠাট্টা!

ডুপণ্ট।—ঠাট্টা? কুমারী অদ্রিয়াণীর নামে ঠাট্টা? কখনই না। কুভাবে আমি ও কথা বলি নাই। রক্তকেশে তাঁহাকে বরং অধিক সুন্দরী দেখায়। তিনি যখন এলোকেশে চঞ্চলা হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, তখন

তাঁহার বদনের এক অপূর্ব্ব শোভা হয়। সব ভাল, কিন্তু অদ্রিয়াণী কিছু কলহপ্রিয়া।

ক্যাথা।—দুটী কথা তুমি ঠিক বলিয়াছ, চঞ্চলা আর কলহপ্রিয়া। ছেলেবেলা সকলের অবাধ্য হইয়া ময়দানের চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেন। লাফাইয়া লাফাইয়া গাছে উঠিতেন। লম্ফন-কুর্দ্দনের ক্রীড়াই তিনি ভালবাসিতেন। সকল প্রকার ক্রীড়াতেই ধূর্ত্ততা, চাতুরী; [illegible] কথাতেই হাসি। বৃদ্ধারা বলিতেন, অদ্রিয়াণী [illegible]ড়ই দুষ্টমেয়ে!

দুপণ্ট।—বৃদ্ধারা যাহাই বলুন, অদ্রিয়াণীর আ[illegible] অতি উচ্চ; হৃদয়ে অসীম দয়া। আমার ম[illegible] হয়, ছেলেবেলা এক ভিখারিণী বালিকাকে তিনি আপন অঙ্গের শাল আর নূতন মে[illegible] জামাটা খুলিয়া দিয়া শূন্যগাত্রে ঘরে আসি[illegible]ছিলেন। অন্তঃকরণ অতি সরল; দয়ামায়া [illegible]চুর; বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ; মিষ্টকথায় সকলকে [illegible] হাসাইতেও পারেন; কিন্তু কিছু একগুঁয়ে; [illegible]সেটা যখন ধরেন, কিছুতেই সেটা ছাড়েন না।

ক্যা[illegible] এ কথাটীও সত্য। বড় বেজায় একগুঁয়ে। [illegible] মেয়েমানুষের ততটা ভাল নয়। কথায় ক[illegible] অনেক কথাই মনে আইসে, অদ্রিয়াণীর [illegible]র একটা খেয়াল আছে। পারিসে তি[illegible] যে সকল কাণ্ড করিতেছেন, লোকে তাহা [illegible]ল বলে না।

দুপণ্ট। [illegible]কি সকল কাণ্ড?

ক্যাথা। [illegible]লোকে বলে, কুমারী অদ্রিয়াণী ভ্রমেও কদাচ কোন উপাসনামন্দিরে পদার্পণ করেন না। [illegible]খানে যিশুখৃষ্টের ভজনা হয়, সেদিকে তিনি [illegible]রিয়াও চাহেন না। তাঁহার সখের বাগানে [illegible]দুজাতির মন্দিরের ন্যায় একটা মন্দির আছে। সেই মন্দিরে তিনি কতকগুলি স্ত্রীলোককে সা[illegible]ইয়া রাখিয়াছেন। কুমারী সেই মন্দিরে উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাকে দেবী সাজায়। দেবী সাজিয়া তিনি একটু একটু মদ খান; মদ খাইয়া সেই সকল [illegible] গায়ে নখ দিয়া আঁচড়াইয়া দেন। প্রতিদিন রাত্রে সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তিনি একটা কাঞ্চনশৃঙ্গ [illegible]দন করেন। তাঁহার জ্যাঠাই সে কার্য্যগুলা ভালবাসেন না; তাহাতে তাঁহার দুঃখও হয়, রাগও হয়।

মস্যর দুপণ্ট করতালি দিয়া মাথা ঘুরাইয়া হাসিয়া উঠিলেন। ক্যাথারিণের কথা থামিয়া গেল। দুপণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমারী অদ্রিয়াণীর নামের এই সকল চমৎকার গল্প তুমি কাহার কাছে শিখিয়াছ?"

ক্যাথা।—রেণীর স্ত্রীর কাছে। রেণীর স্ত্রী একটী ধাত্রীর কর্ম্ম পাইবার জন্য পারিসে গিয়াছিল। প্রথমেই রাজরাণী দিজিয়ারের বাড়ীতে যায়। রাজরাণীর এক সহচরী আছেন, তিনি ঐ রেণীর স্ত্রীর ধর্ম্মমাতা; তাঁহার নাম গ্রীবয়িস্। অনেকদিন তিনি ঐ রাজবাড়ীতে বাস করিতেছেন। গুহ্য প্রকাশ্য সকল কথাই তিনি জানেন। রেণীর স্ত্রী তাঁহার মুখে অদ্রিয়াণীর ঐ সকল অদ্ভুত অদ্ভুত খেলার কথা শুনিয়া আসিয়াছে।

দুপণ্ট।—গ্রীবয়িস্ তবে অতি চমৎকার মেয়েমানুষ! পূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে বিলক্ষণ সুখবিলাসিনী বলিয়াই জানিতাম। রাজবাড়ীতে বাস করিয়া এখন সাধ্বীরূপিণী হইয়াছেন। ঠাকুরাণীটীও তেমনি মিলিয়াছেন। রাজরাণী দিজিয়ার আজকালি জগন্মান্যা পবিত্রাণী মা। যৌবনে তিনি কিন্তু বিলক্ষণ সুরঙ্গরঙ্গিণী ছিলেন। সেই কর্ণেলটার কথা তোমার মনে আছে? সেই নির্ব্বাসিত কর্ণেলটা পূর্ব্বে রুসিয়ার সেনাদলে কর্ম্ম করিত। তাহার পর তথা হইতে বিতাড়িত হয়। পরে

রূপবান্ যুবাপুরুষ। সকলেই বলে, সেই রূপবান্ কর্ণেল সর্ব্বক্ষণ রাজবাড়ীতে বাস করিত। রাজরাণীর সহিত তাহার জ্বলন্ত প্রণয় ছিল। সেই রাজরাণী এখন একটী তপস্বিনী। সে সকল আমোদের দিন হয় ত ভুলিয়া গিয়াছেন। আনন্দের যুগ অতীত হইয়াছে। প্রাসাদে তখন নিত্য রাত্রে নূতন নূতন ভোজ,—নূতন নূতন আমোদ হইত। রাজরাণী দিজিয়ার সকল আমোদেই মত্ত থাকিতেন। বিলাসনিকেতনে যত প্রকার কৌতুকের বাস, সমস্ত কৌতুক সেইখানে চলিত। কর্ণেল কিন্তু পদে পদে চাতুরী খেলিত, বিলাসভূমিকে এক একসময় সে যেন নাট্যশালার রঙ্গভূমি করিয়া তুলিত। আমার মনে হয়, একদিন—

আর বলা হইল না। একটী সুন্দরাঙ্গী পরিচারিকা শশব্যস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্যাথারিণকে কহিল, "একটী লোক আসিয়াছে, কর্ত্তার সহিত দেখা করিতে চায়; সেন্ট বেলিরীর পোষ্টমাষ্টারের গাড়ীতে আসিয়াছে। সে বলে, তাহার নাম রডিন।"

আসন হইতে উত্থিত হইয়া ডুপন্ট কহিলেন, "রডিন? যাও, শীঘ্র লইয়া আইস।"

* * * *

একটু পরে মস্যুর রডিন সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত। যেমন সর্ব্বদা অভ্যাস, সেইরূপ ময়লা পরিচ্ছদ পরিধান, মুখখানি ঠাণ্ডা ম্লান। অতি বিনীতভাবে জড়সড় হইয়া ডুপন্টদম্পতীকে তিনি অভিবাদন করিলেন। পতির মনোগত বুঝিয়া ক্যাথারিণ সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিবর্ণ পাণ্ডুবদন, প্রায় অদৃশ্য ওষ্ঠপুট, অর্দ্ধ নিমীলিত ক্ষুদ্র চক্ষু, মলিন পরিচ্ছদ, এই সকল দর্শন করিয়া লোকটার প্রতি স্বভাবতঃ সকলেরই ঘৃণা জন্মে; কিন্তু রডিন এতদূর চালাক্ যে, মিষ্ট মিষ্ট কথায় অমায়িকভাব জমাইয়া নূতন নূতন লোকগুলিকে বশীভূত করিয়া লন। মানুষ ভুলাইবার ক্ষমতা তাঁহার বিলক্ষণ আছে। মিষ্ট মিষ্ট বশীকরণমন্ত্র পাঠ করিয়া রডিন ক্রমে ক্রমে মানুষের মন হইতে পূর্ব্বজাত ঘৃণাকে সরাইয়া দেন। মধুমাখা হলাহল রডিনের কৌশলপূর্ণ বক্তৃতায় মধুমাখা হলাহল বর্ষিত হয়। এক একটা কদাকার কুজন চমৎকার মোহিনীশক্তির অধিকারী। মুখে যখন কথা বলিয়া যায়, শুনিয়া শুনিয়া লোকে তখন মনে করে, কতই যেন উপকারের কথা, কতই যেন মঙ্গলের কথা, কিন্তু যে হৃদয় হইতে সেই সকল কথা উত্থিত হয়, সেই হৃদয়ের মধ্যে কিরূপ অমঙ্গলের ফোয়ারা লুকাইয়া থাকে, শ্রোতারা শীঘ্র তাহা দেখিতে পায় না, জানিতেও পারে না। রাজরাণী দিজিয়ারের দাওয়ানজীর বিশেষ অনুরোধপত্র মস্যুর ডুপন্টের নিকট আসিয়াছিল। তিনি একটী ভদ্রলোক প্রেরণ করিতেছেন, ইহাই সেই অনুরোধপত্রের পাঠ। রডিনের চেহারা ও বেশভূষা দেখিয়া সরলচিত্ত ডুপন্টের প্রথমতঃ আশ্চর্য্য বোধ হইল। পত্র পাইয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, হয় ত কোন শ্রীমান্ সম্ভ্রান্তলোক আসিতেছেন। দেখিয়া এখন বুঝিলেন, সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই কারণেই বিস্ময়। মনোভাব গোপনে রাখিয়া বিনম্রস্বরে তিনি কহিলেন, "যাঁহার সহিত আলাপ করিতে আমি অগ্রসর হইতেছি, তিনিই কি পারিস হইতে আগত মস্যুর রডিন?"

রডিন বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ মহাশয়! আমিই রডিন। পূর্ব্বে একখানি পত্র আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর একখানি পত্র আমি আনয়ন করিয়াছি।"

পত্রখানি গ্রহণ করিয়া ডুপণ্ট কহিলেন, "আপনি এই অগ্নির উত্তাপে কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করুন, পত্রে কি আছে, আমি দেখিতেছি। আজ বড় দুর্দ্দিন; ঝড়বৃষ্টিতে হিমে শীতে আপনার বড় কষ্ট হইয়াছে, কিঞ্চিৎ উপযোগ সামগ্রী আনাইয়া দিব?"

বিনম্রভাবে রডিন কহিলেন, "সহস্র ধন্যবাদ, সহস্র ধন্যবাদ! কিছুই প্রয়োজন নাই। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি চলিয়া যাইব।"

এই দ্বিতীয় পত্রখানিও রাজরাণী দিজিয়ারের দাওয়ানজীর লেখা। ডুপণ্ট মনোযোগপূর্ব্বক সেই পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। রডিন সেই অবসরে ঘরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কোথায় কি আছে, ভাল করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। শিল্পনিপুণ বহুজ্ঞ লোকেরা যেমন কারুকা[illegible] ভাল-মন্দ পরীক্ষা করিয়া রুচি বিচার কর[illegible] এক একটী জিনিস দেখিয়া রডিন আপন মনে সেইরূপ রুচিবিচারের সিদ্ধান্ত করিতেছেন; [illegible] একটী জিনিস দেখিয়া স্কন্ধ কাঁপাইয়া মনে [illegible] বাহবা দিতেছেন; এক একটি দেখিয়া অ[illegible] অল্প ভ্রূকুঞ্চনে বক্রমুখ আরো বক্র করিতেছেন।

ডুপণ্টের পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। পত্রখানি পার্শ্বে রাখিয়া তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, পত্রে কোন নূতন কথা নাই। দাওয়ানজী লিখিয়াছেন, আপনি আমার প্রতি যে যে আদেশ করিবেন, অসঙ্কোচে পূর্ণবিশ্বাসে আমি তাহা পালন করিব।"

রডিন।—সেটা সামান্য কথা। আমি আপনাকে অধিকক্ষণ কষ্ট দিব না।

ডুপণ্ট।—এক ব[illegible] আপনার সহিত কথা কহিব, তাহাতে আর কষ্ট কি?

রডিন।—ঘরটী আপনি উত্তমরূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। যে কেহ এখানে নূতন প্রবেশ করে, তাহারই নয়ন চমকিয়া যায়। দ্রব্যগুলির অতি পরিপাটী শৃঙ্খলা।

ডুপণ্ট।—মহাশয় আমার তোষামোদ করিতেছেন।

রডিন।—আপনার তোষামোদ? সে কি? আমি একজন গরীব বৃদ্ধলোক, তোষামোদ আমি জানি না। আমি বরং আরও কিছু মনে করিতেছিলাম। যাহা হউক, এখন কাজের কথা ধরুন। এখানে কি একটী গৃহ আছে, তাহার নাম গ্রীণচেম্বার?

ডুপণ্ট।—হাঁ মহাশয়! আছে। কার্ন্ধোবিলির স্বর্গীয় কাউণ্ট ডিউক সেই গৃহ পুস্তকালয়রূপে ব্যবহার করিতেন।

রডিন।—আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই ঘরে আমাকে লইয়া চলুন।

ডুপণ্ট।—ক্ষমা করিবেন, সে গৃহে লইয়া যাওয়া আমার সাধ্য নয়। কাউণ্ট ডিউকের মৃত্যুর পর সেই গৃহে কতকগুলি দরকারী কাগজ রাখিয়া দ্বারে চাবী বন্ধ করা হইয়াছে। উকীলেরা সেই চাবিগুলি লইয়া গিয়াছিলেন, চাবীগুলি আমি আনয়ন করিয়াছি। এই দেখুন, একত্রবদ্ধ ছোট বড় অনেকগুলি চাবী তাঁহারা আমাকে দিয়াছেন। আপনি কি তবে সেই কাগজগুলি দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন?

রডিন।—আজ্ঞা হাঁ, সকলগুলি নয়, কতকগুলি কাগজ দর্শন করা আমার দরকার। আর একটী মেহগ্‌নীকাষ্ঠের বাক্স তাহার গায়ে রূপার আংটা দেওয়া। সেটী আপনি চিনেন কি?

ডুপণ্ট।—হাঁ মহাশয়! চিনি। কাউণ্টের টেবিলের উপর সর্ব্বদাই সেটী থাকিত।

রডিন।—আপনি তবে সেই গৃহে আমাকে লইয়া চলুন। ইতস্ততঃ করিবেন না, রাজরাণী দিজিয়ারের আদেশ আছে।

ডুপণ্ট।—রাজরাণী ভাল আছেন?

রডিন।—শরীর সুস্থ আছে, কিন্তু তিনি সংসারের কোন কার্য্যে লিপ্ত নহেন।

ডুপণ্ট।—কুমারী অদ্রিয়াণী?

বিশাল এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে রডিন কহিলেন, "আহা!"

ডুপণ্ট।—কুমারীর কি তবে অকস্মাৎ কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে?

রডিন।—কোন্ ভাবে আপনি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

ডুপণ্ট।—তাঁহার কি কোন পীড়া হইয়াছে?

রডিন।—না না, দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যেমন সুন্দরী, তেমনিই আছেন।

ডুপণ্ট।—(সবিস্ময়ে) দুর্ভাগ্যক্রমে?

রডিন।—হাঁ মহাশয়! দুর্ভাগ্যক্রমে! হায় হায়! সৌন্দর্য্য, যৌবন আর স্বাস্থ্য, এই তিন একত্র হইয়া যখন কোন অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি দেয়, মহাবিদ্রোহ উপস্থিত করে, তখন ঐ তিনটী তিরোহিত হওয়াই ভাল। উহা বর্ত্তমান থাকিলে মহা অনিষ্ট উৎপাদন করে। সে কথা আপনি ছাড়িয়া দিন্। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করুন। এ প্রসঙ্গটা অতিশয় কষ্টকর।

"কষ্টকর" বলিয়াই মন্থর রডিন ওষ্ঠ কাঁপাইয়া আপন দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দক্ষিণনেত্রের নিকটে তুলিলেন। চক্ষে যেন অশ্রু গড়াইয়া আসিতেছিল, তাহাই যেন নিবারণ করিলেন। ডুপণ্ট তাঁহার সেই অশ্রু দর্শন করেন নাই, কেবল ঐ ভঙ্গীটী দর্শন করিলেন। বক্তার কণ্ঠস্বর স্তম্ভিত হইল, তাহাও বুঝিলেন

ভাব সংবরণ করিয়া রডিন কহিলেন, "গ্রীণ-মেণ্ডার গৃহটী আমি দর্শন করিব, তাহা আপনাকে বলিলাম, সেখানে যাহা আমার প্রয়োজন, তাহাও আপনাকে বলিলাম; তদ্ব্যতীত আমার আর একটী কার্য্য আছে। সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে আপনাকে একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিই। বোধ হয়, আপনি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে আবিবিলী-দুর্গের সেনাদলের কর্ণেল মার্কুইস অফ আবিগ্‌রিণি কিছুদিন এই বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন।

ডুপণ্ট।—ওঃ! সেই রূপবান্ কর্ণেল। ওঃ! এইমাত্র আমি আমার স্ত্রীর নিকটে সেই কর্ণেলের কথা কহিতেছিলাম। সেই কর্ণেল এই প্রাসাদের জীবনস্বরূপ ছিলেন। তিনি নানাপ্রকার কৌতুকক্রীড়া জানিতেন। নাট্যাভিনয়ে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। এক নাটকের এক মাতাল সৈনিকের অভিনয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে তিনি হাসাইয়া মারিতেন। কি মধুর স্বর! তাঁহার মিষ্ট মিষ্ট সংগীতগুলি যাহারা শুনিয়াছে, তাহারাই বিমোহিত।

রডিন।—আপনি বোধ হয় জানেন, বোনাপার্টিদলের এক মারাত্মক সৈনিক সেনাপতি সাইমনের সহিত সেই কর্ণেলের ভয়ানক দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের পর মার্কুইস আবিগ্‌রিণি বৈষয়িক সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়াছেন। আমি এক্ষণে তাঁহারই প্রাইভেট সেক্রেটারী।

ডুপণ্ট।—না মহাশয়! ইহা কি সম্ভব? তেমন সুযোগ্য কর্ণেল, সাহসী, মহৎ, ধনবান, মহামান্য, সম্ভ্রান্তলোক, সংসারের সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এখন একজন ধর্ম্মযাজক হইয়াছেন, ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন, ইহা কি সম্ভব হয়? চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ব্বে তিনি যাহা ছিলেন, এখনও, তাহাই আছেন। বড় বড় পাদরী বিশপেরাও তাঁহার তুল্য গুণশালী নহেন।

রডিন।—অবশ্যই তিনি মহৎলোক আপনি সমস্তই জানেন। আজিও তিনি আপনাকে

ভুলিতে পারেন নাই। তিনদিন হইল, আমি তাঁহার একখানি পত্র পাইয়াছি, সেই পত্রে তিনি আপনার নামের উল্লেখ করিয়াছেন।

ডুপণ্ট।—বিশেষ অনুগ্রহ! তবে কি তিনি এক্ষণে পারিসেই আছেন?

রডিন।—এখন নাই, শীঘ্রই আসিবেন। তিনমাস হইল, তিনি ইটালীতে গিয়াছেন। যখন পারিসে ছিলেন, তখন তিনি একটী কুসংবাদ পান; জননীর পীড়া। ইটালীতে গিয়া জননীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছেন। পীড়িতাবস্থায় তিনি রাজরাণী সেণ্ট দিজিয়ারের তালুকের একখানি বাড়ীতে শরৎকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ডুপণ্ট।—আহা! আমি ইহার কিছুই সংবাদ শুনি নাই।

রডিন।—বড়ই দুঃখের বিষয়। মার্কুইস বড়ই শোক পাইয়াছেন। কি করা যায়, সকলই সেই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের ইচ্ছা।

ডুপণ্ট।—কি উপলক্ষে মার্কুইস মহাশয় আমার নামের উল্লেখ করিয়াছেন?

রডিন।—ক্রমে বলিতেছি। প্রথমে আপনি অবগত হউন, এই বাড়ীখানি বিক্রীত হইয়াছে। যেদিন আমি পারিস হইতে যাত্রা করি, তাহার পূর্ব্বদিন দস্তুর মোতাবেক বিক্রয়-কোবালা দস্তখত হইয়া গিয়াছে।

ডুপণ্ট।—হায় হায়! এ সংবাদে আমি বড়ই অসুখী হইলাম।

রডিন।—কি জন্য?

ডুপণ্ট।—আমার চাকরীটী গেল! নূতন স্বত্বাধিকারীরা আমাকে আর এ পদে বাহাল রাখিবেন না।

রডিন।—দেখুন্ কেমন চমৎকার সংঘটন। ঐ কথাই আমি আপনাকে বলিবার উপক্রম করিতেছিলাম।

ডুপণ্ট।—ঐ কথা? আমার চাকরীর কথা?—চাক্‌রি আমার বজায় থাকিবে? ইহাও কি সম্ভব?

রডিন।—নিশ্চয়ই সম্ভব। মার্কুইস আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। আমিও ইচ্ছা করি, এই খানেই আপনি থাকুন্। আমার যতদূর সাধ্য, আমি নিশ্চয় আপনার উপকারে আসিতে পারিব। যদি—

ডুপণ্ট।—(সসম্ভ্রমে) আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। জগদীশ আপনার মঙ্গল করুন্। আমার উপকারের নিমিত্তই জগদীশ আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

রডিন।—এই দেখুন, তখন আপনি বলিয়াছিলেন, আমি আপনার খোসামোদ করিতেছি, এখন আপনি নিজেই আমার খোসামোদ করিতেছেন। আপনাকে আমি একটী কথা বলিতে চাই। আমার উপকারের জন্য আপনাকে একটী অঙ্গীকার করিতে হইবে।

ডুপণ্ট।—ওঃ! অঙ্গীকার? অবশ্য, আজ্ঞা করুন্।

রডিন।—যিনি এখন এই প্রাসাদে বাস করিতে আসিতেছেন, তিনি একটী প্রাচীনা সম্ভ্রান্তমহিলা, ... সেণ্টি কলম্বী।

ডুপণ্ট।—বলেন কি? সেণ্টি কলম্বী? তিনিই এই প্রাসাদ ক্রয় করিয়াছেন?

রডিন।—আপনি তাঁহাকে জানেন?

ডুপণ্ট।—গত সপ্তাহে তিনি এখানে আসিয়াছিলেন, প্রাসাদটী দেখিয়া গিয়াছেন। আমার স্ত্রী বলিলেন, তিনি সম্ভ্রান্তমহিলা। কিন্তু তাঁহার কতকগুলি কথা শুনিয়া—

রডিন।—আপনি ঠিক ধরিয়াছেন। মানুষ চিনিতে আপনি বেশ পারেন। মাদম সেণ্টি কলম্বী বড়দরের সম্ভ্রান্ত মহিলা নহেন। তিনি একজন সামান্য বস্ত্রব্যবসায়ীর কন্যা। কাঠের

ঘরে বাস করেন। বুঝিলেন ত? আপনার সহিত কেমন আমি সরল ব্যবহার করিতেছি, জানিতে পারিলেন ত?

ডুপণ্ট।—মাদম কলম্বী কিন্তু সমস্ত বড় বড় লোকের নাম করেন; তাহাই তাঁহার গর্ব্ব। ফরাসী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সম্ভ্রান্তলোক সর্ব্বদা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আইসেন, সকলেই তাঁহাকে চিঠি লেখেন। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই এই প্রকার সাহঙ্কার কথা।

রডিন।—মিথ্যাও ত নয়, হইতে পারে। মাদম কলম্বীর কাপড়ের দোকান আছে। বড় বড় লোকেরা তাঁহাদের রমণীগণের জন্য তাঁহার দোকানে টুপী কিনিতে আইসেন। এখন ধন হইয়াছে, সৎপথে মতিও হইয়াছে, তিনি এখন সুখে থাকুন, তাহা হইলেই আমরা সুখী হইব। তিনি যাহাতে এই প্রাসাদে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারেন, আপনি যত্নপূর্ব্বক তৎপক্ষে সহায়তা করিবেন।

ডুপণ্ট।—আমি? আমি সহায়তা করিব? আমি ঐ বিষয়ে কি করিতে পারি?

রডিন।—অনেক পারেন। কি কি পারেন, আমি তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। এ গ্রামে একটীও গির্জ্জা নাই। ...... দুইজন পাদরীর মধ্যে একজনকে এখানে রাখেন। আপনাকেও তিনি জানাইবেন, আপনার পত্নীকেও অনুরোধ করিবেন। আপনারা এখানে অনেকদিন আছেন, সেই দুইজন পাদরীর কিরূপ প্রকৃতি, তাঁহাদের মধ্যে কে ভাল আপনারা বলিয়া দিবেন।

ডুপণ্ট।—ওঃ! সেই কথা? পাদরী মনোনীত করা? পাদরী ডানীকোর্ট একজন উপযুক্ত ধার্ম্মিকলোক।

রডিন।—ঠিক বটে, কিন্তু ও কথা আপনি মাদম কলম্বীকে বলিবেন না।

ডুপণ্ট।—কি তবে বলিব?

রডিন।—বিপরীত বলিবেন। আপনি বলিবেন, কার্দ্দোবিলির ধর্ম্মপ্রচারক খাসালোক। সেই লোকটীর অবিশ্রান্ত প্রশংসা করিবেন। তাহা হইলে মাদম কলম্বী সমাদরে তাঁহাকেই মনোনীত করিবেন।

ডুপণ্ট।—এমন কথা কেন বলিব?

রডিন।—কেন বলিবেন? আপনাদেরই উপকারের জন্য। আপনারা যদি কলম্বীকে ঐ নির্ব্বাচনে সম্মত করিতে পারেন, আপনাদের চাকরী যাইবে না; যাবজ্জীবন এইখানে থাকিতে পারিবেন। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমিই তাহা স্থির করিয়া দিব। আর একটী কথা। আমি আপনার সহিত সর্ব্বদাই সরল ব্যবহার করিব। কার্দ্দোবিলির ধর্ম্মপ্রচারক মার্কুইস্ আবিগ্‌রিনির প্রিয়পাত্র। যদিও গরীব, তথাপি মার্কুইস তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী বিদ্যমান, তাঁহাকেও প্রতি-পালন করিতে হয়। সেণ্টি কলম্বীর গুরুগিরী প্রাপ্ত হইলে সংসারে তাঁহার আর কোন অভাব থাকিবে না।

ডুপণ্ট।—আচ্ছা মহাশয়। তাহাই আমি ...। আপনি মহৎলোক, আপনার সরলতার অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হয়। তথাপি কিন্তু একটী কথা। কার্দ্দোবিলীর পাদরীর প্রতি এ দেশের লোকের আস্থা নাই।

রডিন।—কেন নাই?

ডুপণ্ট।—তাহারা বলে, সেই পাদরী এক-জন জেসুত সম্প্রদায়ের লোক।

এই শেষকথা শ্রবণ করিয়া মন্থর রডিন যেন উন্মত্তের ন্যায় হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার তখনকার মুখের ভাব দেখিয়া মন্থর ডুপণ্ট হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; কি বলিবেন, ভাবিতেছিলেন, তাহা আর বলিতে পারিলেন না।

ক্রমাগত হাসিয়া হাসিয়া রডিন কহিলেন, "জেসুত ?—জেসুত ? কি—কি ?—জেসুত ? কি আশ্চর্য্য ! প্রিয় ডুপণ্ট ! আপনি জ্ঞানী, বহুদর্শী, বুদ্ধিমান্, ঐ মিথ্যাকথায় কি বলিয়া বিশ্বাস রাখিয়াছেন ? জেসুত ? পৃথিবীতে কি জেসুত নামে কোন সম্প্রদায় আছে ?"

ডুপণ্ট।—আছে কি না, আপনি জানেন; কিন্তু লোকে বলে, সেই পা—

রডিন।—হা পরমেশ্বর ! লোকে কি না বলে ? আপনি লোকে কি তাহাতে বিশ্বাস করেন ? আপনি সেই চেষ্টা করিবেন। জেসুত নয়, জেসুত নাই, ইহা আপনি নিশ্চয় জানুন্। যাঁহার কথা আমি বলিলাম, তিনি খাঁটীলোক, ধার্ম্মিকলোক, তাঁহাকেই আপনি ভর্ত্তি করিয়া দিবেন। তিনি যদি না দেন, তবে এখানে আপনার চাকরী থাকিবে না !

ডুপণ্ট।—আচ্ছা, লোকমুখে দ্বিতীয় পাদরীর প্রশংসা শ্রবণ করিয়া সেণ্টি কলন্বী যদি নিজে তাঁহাকে পছন্দ করেন, তাহা হইলে আমি দোষী হব না ?

রডিন।—না; তিনি করিবেন না। লোকের কথা শুনিয়া যদি তাঁহার মন ফিরিবার উপক্রম দেখেন, আপনি বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন। আমরা যাহাকে ভাল বলিতেছি, স্বয়ং মার্কুইস যাঁহাকে ভাল বলিয়া জানেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া লেডী কলন্বী কদাচ অন্য গুরু গ্রহণ করিবেন না।—আপনি বুঝাইয়া বলিবেন। এইখানেই আপনার চাকরী থাকিবে। আমি আপনাকে কুপরামর্শ দিতেছি, ইহা আপনি ভাবিবেন না, এখনকার কালে এক এক জন পাদরী এমন দেখা যায় যে, উপাসক-সম্প্রদায়ের বয়স ও বুদ্ধির অল্পতা দেখিয়া আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে; অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করে। আমি যাঁহার নাম করিতেছি, তাদৃশ নীচকর্ম্মে তাঁহার মতি হইবে না। আমি আমার কথা রাখিব, আপনি আপনার কথা রাখিবেন। প্রতি সপ্তাহে আপনি আমাকে দুইখানি করিয়া পত্র লিখিবেন। লেডী কলন্বী এখানে কি ভাবে দিবাযামিনী যাপন করেন, কাহার কাহার সহিত তাঁহার অধিক ঘনিষ্ঠতা হয়, তাঁহার চাল চলন কি প্রকার দাঁড়ায়, সমস্ত আমাকে বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

ডুপণ্ট।—তাহা হইলে যে গুপ্তচরের কার্য্য হইবে ?

রডিন।—ভালকে আপনি মন্দ বলিয়া কেন গ্রহণ করেন ? লেডী কলন্বী এখানে কিরূপে থাকেন, তাহাই আমাকে লিখিবেন। ইহাতে গুপ্তচরের কার্য্য কিছুই হইবে না। আপনি যাহা যাহা বলিতেছেন, যাহা যাহা ভাবিতেছেন, ও সকল ছেলেমানুষের কথা, বিজ্ঞলোকের উপযুক্ত নহে। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, সপ্তাহের মধ্যেই মনের মীমাংসা আমাকে জানাইবেন।

ডুপণ্ট।—মহাশয়, মহাশয় ! মিনতি করি, আপনি আমাকে ——

হঠাৎ বহির্ভাগে একটা ভীষণ শব্দ হইল। পর্ব্বতশৃঙ্গে তাহার প্রতিধ্বনি ... হইয়া রডিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের শব্দ ?" উত্তর শুনিবার আগেই পুনরায় সেইরূপ গম্ভীরনাদে দ্বিতীয় গর্জ্জন।

সচমকে দণ্ডায়মান হইয়া ডুপণ্ট কহিলেন, "কামানের শব্দ ! কোন জাহাজ হয় ত বিপদে পড়িয়াছে, কিম্বা হয় ত নাবিকগণকে সঙ্কেত করিতেছে।"

এই সময়ে ডুপণ্টের পত্নী ক্যাথারিণ ব্যস্তপদে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া চমকিতস্বরে কহিলেন, "মহা বিপদ ! একখানা বাষ্পীয় তরণী আর একখানা বড় জাহাজ প্রায় চূর্ণ হইয়া যায়।

বেগে তীরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। বড় জাহাজ হইতে ঘন ঘন তোপধ্বনি হইতেছে! বোধ হয়, জাহাজখানা রক্ষা হইবে না!"

তাড়াতাড়ি টুপী মাথায় দিয়া বাহির হইবার জন্ম মস্যুর ডুপণ্ট প্রস্তুত হইলেন; সভয়কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর! সমুদ্রে জাহাজ ডুবিতেছে! কেবল দাঁড়াইয়া দেখিব, কিছুই উপকার করিতে পারিব না? এমন বিপদসময়ে কে সহায় হইবে?"

রডিন কহিলেন, "কোন উপায়ে কি জাহাজখানা রক্ষা করা যাইতে পারিবে না?"

ডুপণ্ট।— পাহাড়ের চড়ায় যদি ঠেকিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা রক্ষা করা মনুষ্যের সাধ্য নয়। ইতিপূর্ব্বে আরও দুখানা জাহাজ এই উপকূলে ডুবিয়া গিয়াছে!

রডিন কহিলেন, "আরোহীশুদ্ধ ডুবিয়া গিয়াছে?—নাবিকশুদ্ধ ডুবিয়াছে? কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!"

ডুপণ্ট।—এত বড় ঝড়ে জাহাজের মানুষ বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি লোকজন লইয়া উপকূলে যাই। জাহাজ রক্ষা করিতে পারিব না, জনকতক মানুষ যদি বাঁচাইতে পারি, তাহার চেষ্টা দেখিব।"

রডিনকে এই কথা বলিয়া আপনার পত্নীকে ডুপণ্ট কহিলেন, "সকল ঘরে আগুন জ্বালো, খানিকতক কাপড় যোগাড় করিয়া রাখ। জনকতককে যদি বাঁচাইতে পারি, সঙ্গে করিয়া আনিব। বাঁচাইবার আশা কম, কিন্তু যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। মস্যুর রডিন! আপনিও কি আমার সঙ্গে যাইবেন?"

রডিন।—যাওয়া আমার কর্ত্তব্য বটে, যদি কোন উপকারে আসিতে পারিতাম, অবশ্যই আমি যাইতাম; কিন্তু আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ, রোগামানুষ, কোন কাজে লাগিব না, বৃথা যাইয়া কি করিব? আপনি যান, আপনার স্ত্রী আমাকে গ্রীণচেম্বার গৃহটা দেখাইয়া দিন। যাহা আমার প্রয়োজন, সেই জিনিসগুলি যখন পাইব, সেইগুলি লইয়া তৎক্ষণাৎ পারিসনগরে যাত্রা করিব। আমার হস্তে অনেক কাজ, আর আমি এখানে কালহরণ করিতে পারিব না।

ঝড়ের সময় সমুদ্রকূলে যাইতে রডিনের ভয় হইল, ডুপণ্ট ইহা বিলক্ষণ বুঝিলেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তবে থাকুন, যাহা বলিতেছেন, তাহাই হউক; ক্যাথারিণ আপনাকে সেই গ্রীণচেম্বার গৃহ দেখাইয়া দিবেন।"

রডিনকে এই কথা বলিয়া মস্যুর ডুপণ্ট চাকরগণকে ডাকিলেন; আজ্ঞা দিলেন, "বড় ঘণ্টাটা বাজাও। ক্ষেত্রের সমস্ত লোককে বাঁশদড়ী লইয়া পাহাড়তলীতে আমার নিকটে পাঠাইয়া দাও।"

স্বামীকে সম্বোধন করিয়া ক্যাথারিণ কহিলেন, "যাও, শীঘ্র যাও, কিন্তু দেখ, সাবধান, জলে নামিও না।"

"শীঘ্র আইস! শীঘ্র আইস, জাহাজ চূর্ণ হইয়া গেল! আর সময় নাই!"—এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে মস্যুর ডুপণ্ট ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন।

এদিকে রডিন ব্যস্ত হইয়া বিবি ক্যাথারিণকে কহিলেন, "আপনি দয়া করিয়া আমাকে গ্রীণচেম্বার গৃহটী দেখাইয়া দিন।"

ক্যাথারিণ তখন কাঁদিতেছিলেন। স্বামী সেই বিপদের মুখে ছুটিয়া গেলেন, পাছে কোন অমঙ্গল ঘটে, সেই আশঙ্কা; তথাপি গুঞ্জন করিয়া তিনি বলিলেন, "চলুন, সঙ্গে আসুন।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাঝটিকা।

সমুদ্র ফুলিতেছে। সমুদ্র নৃত্য করিতেছে। পর্ব্বতাকার তরঙ্গ উঠিতেছে। তূলার বস্তার ন্যায় শুভ্রবর্ণ ফেনপুঞ্জ মুখে করিয়া গভীর হরিদ্বর্ণ জলরাশি আকাশমার্গে উত্থিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে অন্তরীক্ষপথে ধূমমিশ্রিত রক্তবর্ণ ডোরা। সমুদ্রবক্ষ হইতে বাষ্পরাশি উত্থিত হইয়া প্রচণ্ড বায়ুবেগে তরল জলদাবলীর ন্যায় শূন্যপথে বিতাড়িত হইতেছে। বরুণে পবনে ক্রীড়া, পবনে বরুণে যুদ্ধ!

দিবাভাগে ঝড়। সূর্য্য তখনও সম্পূর্ণরূপে মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যায় নাই। এক একবার ঢাকা পড়িতেছে, এক একবার অর্দ্ধ-মূর্ত্তিতে জলদজাল হইতে উঁকি মারিয়া দুরন্ত সাগরগাত্রে অল্প অল্প কিরণবর্ষণ করিতেছে। উত্তাল তরঙ্গমালা সেইরূপ সূর্য্যকিরণে এক একবার চকমক করিয়া উঠিতেছে। মানুষের চক্ষু যতদূর যায়, তাহার পর্য্যন্ত কেবল তুষারধবল ফেনরাশি, নীলবর্ণ জলরাশি। অস্থির বায়ুবেগে সেই সকল মহাতরঙ্গ দূরস্থ চড়ার দিকে ধাবিত হইতেছে; চড়ায় ঠেকিয়া ঠেকিয়া আবার ঘোরগর্জ্জনে ফিরিয়া আসিতেছে।

ঝটিকাতাড়িত জলনিধির এইরূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! সেই উত্তাল সাগরবক্ষে বৃহৎ এক-খানা তরণী;—পালিভরে আসিতেছিল, সমস্ত পালি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। মাস্তুলগুলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; জাহাজখানা ছুটিতেছে। মনুষ্যহস্তে চালিত হইতেছে না, পর্ব্বতাকার উর্ম্মিমালা পবনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে জাহাজখানাকে দূরে দূরে তাড়াইয়া দিতেছে। সমুদ্রের জল ঘুরিতেছে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক একবার অতলস্পর্শ পাতালতলে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, জাহাজখানাও সেই সঙ্গে আধ-আধি ডুবিতেছে, আবার ভুস করিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। হঠাৎ জাহাজ-মধ্যে একটা আলোকদীপ্তি নয়নগোচর হইল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্জ্জয় শব্দ। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শুভ্রাকৃতি ধূমরাশি। চতুর্দ্দিক গন্ধকের গন্ধে আকুলিত। সমুদ্রমধ্যে বড় বড় জাহাজ বিপদ-মুখে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বক্ষণে জাহাজ হইতে ঘন ঘন তোপধ্বনি হয়। যদি কেহ কোন দিক্ হইতে আসিয়া রক্ষা করিতে পারে, সেই উদ্দেশেই বিপদসূচক সঙ্কেতধ্বনি। কেহই রক্ষা করিতে আসিল না, বারুদও ফুরাইয়া আসিল। সেই সঙ্কেতধ্বনির পর জাহাজ কেবল বাতাসের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া রহিল; ঘূরিতে ঘূরিতে বায়ুবেগে ছুটতেছে। যে দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চড়া, সঙ্কটাপন্ন জাহাজখানা উল্কাবেগে ক্রমাগত সেই দিকেই প্রধাবিত, রক্ষার উপায় নাই!

ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্বদিক্ হইতে একখানা বাষ্পতরী আসিতেছিল। ধূমস্তম্ভ হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি নির্গত হইয়া আকাশে উঠিতেছে। তারের নিকটবর্ত্তী না হয়, চড়াগুলা বামভাগে পড়িয়া থাকে, যন্ত্রচালকেরা প্রাণপণে সেইরূপ চেষ্টা করিতেছে। মাস্তুলশূন্য জাহাজখানা স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। ষ্টীমারের আগে আগে তফাতে তফাতে চলিয়া যাইবে, কাণ্ডারীরা ইহাই বিবেচনা করিল।

দেবতার বিচিত্র খেলা! মনুষ্যের অনুমান সে খেলার নিকটে কোন কার্য্যেই আইসে না।

হঠাৎ একটা প্রবল তরঙ্গাঘাতে ষ্টীমারখানা কাত হইয়া পড়িল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ সেই বিপদগ্রস্ত ষ্টীমারের ডেকের ভিতর হুহু শব্দে জল ঢালিতে লাগিল। কলের চিম্‌নীটা উড়িয়া গেল। একখানা চাকা বিকল হইয়া নিষ্কর্ম্মা হইল। পুনঃপুন তরঙ্গাঘাত, ঝটিকার ঘাত-প্রতিঘাত, কাণ্ডারী আর হাল্ ধারণ করিয়া তরণীর লক্ষ্যগতি স্থির রাখিতে পারিল না। ষ্টীমারখানি প্রবল বায়ুবেগে ক্রমশই চড়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যেদিকে সেই বৃহৎ জাহাজ, সেই দিকেই ষ্টীমারের গতি। জাহাজ যদিও চড়া হইতে অনেকটা তফাতে ছিল, কিন্তু ঢেউ এবং ঝড় সেই জাহাজকে স্থির হইতে দিতেছিল না; অস্থির হইয়াই ছুটিতেছিল ষ্টীমারের গতি তখন প্রবলা। বিপদের উপর আর এক নূতন বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত। উভয় তরণীতে সংঘর্ষণ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; উভয় তরণীর সমস্ত আরোহী, মহাতঙ্কে সমাকুল

জাহাজখানি বিলাতী। তাহার নাম ব্লাক ইগেল। আলেকজেন্দ্রিয়া হইতে ইংলণ্ডে যাইতেছিল। ভারতবর্ষ হইতে,—যবদ্বীপ হইতে যে সকল আরোহী সেই জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎপূর্ব্বে রয়টার জাহাজ হইতে সুয়েজ নোজকে অবরোহণ করিয়া ঐ জাহাজে আরোহী হন। রয়টার জাহাজ লোহিতসাগর পার হইয়া আসিয়াছিল। নূতন জাহাজ জিবরাল্টর-মোহানা ছাড়িয়া পোর্ট মাহোঁ যাইবে, এইরূপ চেষ্টা; মহাসাগরে ঝড়। ষ্টীমারের নাম বিলিয়ম টেল। সেখানি জর্ম্মণী হইতে আসিতেছিল। উভয় তরণীই সমুদ্রতরঙ্গে—বায়ুভরে দ্রুত তাড়িত হইয়া চড়ার দিকে চলিয়াছে। উভয় তরণীর ডেকের উপর শোকাবহ দৃশ্য। নাবিকেরাও বাঁচিবে না, আরোহীরাও বাঁচিবে না, সকলেই এককালে সাগরগর্ভে সমাধি প্রাপ্ত হইবে; সকলেই যেন ইহ অবধারিত ভাবিল।

বিলাতী জাহাজের কাপ্তেন-সাহেব একটা তথখুঁটী ধরিয়া জাহাজের পশ্চাতে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক প্রশান্তবদনে চরম আদেশ প্রদান করিতেছেন। ছোট ছোট নৌকাগুলি তরঙ্গাঘাতে তলশায়ী হইয়াছে। লংবোট আশ্রয় করিয়া প্রাণরক্ষা করিবার কল্পনা, তাহাও তখন বিফল বোধ হইল।

আরোহীরা সকলেই কামরা পরিত্যাগ করিয়া ডেকের উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। আবালবৃদ্ধবনিতার মর্ম্মভেদীক্রন্দনে মানবকর্ণ বধিরপ্রায় হয়; কিন্তু সকলের মুখে স্পষ্ট ক্রন্দন নাই। কেহ কেহ এরূপ ভয় পাইয়াছে যে, সম্মুখে কি হইতেছে, তাহা জানিতেই পারিতেছে না। ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্ন পাইলের রসারসী ধরিয়া জলের উপর পড়িয়া আছে। কেহ কেহ নয়ন মুদ্রিত করিয়াছে। সে দৃশ্য দেখিতে পারিবে না, মৃত্যুমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবে না, এই নিমিত্তই যেন হস্তে হস্ত পেষণপূর্ব্বক হস্তদ্বারা বদন আবরণ করিতেছে। কোথাও কতকগুলি স্ত্রীলোক জানু পাতিয়া বসিয়া ঈশ্বরের নিকট জীবনভিক্ষা করিতেছে; জনকতক সবলকায় পুরুষ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক সকাতরে বিপত্তারণকে ডাকিতেছে। একটী যুবতী আপন বক্ষদেশে একটী শিশু সন্তানকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রত্যেক নাবিকের নিকটে নিকটে দয়া ভিক্ষা করিতেছে। তাহার হস্তে এক থলী মোহর। যে কেহ ঐ ছেলেটীর প্রাণরক্ষা করিবে, অভাগিনী ঐ মোহরগুলি তাহাকেই দিবে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিরন্তর ইহাই বলিতেছে।

কেহই কর্ণপাত করিতেছে না। যে রোদন-শ্রবণে হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হয়, যে অশ্রু-দর্শনে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না, যে কাতরোক্তি-শ্রবণে পাষাণপ্রাণেও দয়ার সঞ্চার হয়, নাবিকেরা উদাসীনভাবে তাহাতে উপেক্ষা করিয়া আপনাদের প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। কেহ কেহ অঙ্গবস্ত্র উন্মোচন করিয়া যথাসময়ে সাগরগর্ভে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কেহ যদি প্রাণরক্ষা করিতে পারে, তাহাতেও তাহারা দুর্ব্বল হইবে না, এইরূপ তাহাদের সঙ্কল্প।

আরোহীদের মধ্যে একটী যুবাপুরুষ ছিলেন। [illegible]পঘরের আবরণে পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া সেই যুবাপুরুষ প্রশান্তবদনে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। দেখিতে পরম সুন্দর, নয়নেও সুন্দর দীপ্তি, বয়স অনুমান অষ্টাদশ কিম্বা বিংশতি [illegible]। তাঁহার বদনে আতঙ্কলক্ষণ নাই। কতবা[illegible]ন কত বিপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, দৈবানুগ্রহে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবারেও যেন পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার প্রশান্ত মুখভাব যেন ইহাই বলিয়া দিতেছে। একটী অভাগিনী জননী ক্রোড়ে শিশু লইয়া ঐ যুবাপুরুষের সম্মুখবর্ত্তিনী হইল। ছেলেটীকে সেই যুবাপুরুষের মুখের কাছে ধরিয়া, নেত্রনীরে ভাসিয়া, সকরুণ-কাতর-বচনে কত কথাই কহিল, লেখনীমুখে তাহা ব্যক্ত করিতেও [illegible] হয়। যুবাপুরুষ সেই শিশুটীকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন; দুইবার মস্তকসঞ্চালন করিয়া অঙ্গুলীদ্বারা বারিনিধির বীচিমালা দেখাইয়া ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে অভাগিনীকে জানাইলেন, শিশুটীর প্রাণরক্ষা করিতে তিনি যথাশক্তি যত্ন করিবেন। ইঙ্গিতেই তাহার সকল কথা হইল; রসনামুখে একটী কথাও পরিব্যক্ত হইল না। দুঃখিনী জননী সেই যুবাপুরুষের করধারণ পূর্ব্বক অবিরল অশ্রুধারে সেই করযুগল অভিষিক্ত করিয়া দিল।

আর একটী আরোহী। পরিবেষ্টিত লোকগুলির আতঙ্ক দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় কাতর হইয়াছেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া লোকে হয় ত ভাবিতে পারে, কি মহাবিপদ্ উপস্থিত, তাহা তিনি জানেন না, কিম্বা জানিয়াও ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চবিংশতিবর্ষ। বদনে অপূর্ব্ব দেবজ্যোতিঃ সুপ্রকাশ। মস্তকের উপর দিয়া কর্ণের উভয় পার্শ্বে দীর্ঘ দীর্ঘ সুকুঞ্চিত পিঙ্গলকেশ বক্ষ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। প্রশান্তবদনে তিনি প্রত্যেকের নিকটে গিয়া ঈশ্বরের নামে সান্ত্বনা করিতেছেন, প্রবোধ দিতেছেন, বিপদে অবসন্ন হইতে নাই, একজন বিপদ্ভঞ্জন নিরঞ্জন উপরে আছেন, তিনি আমাদিগকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, কোমলস্থ-মধুরবচনে সকলকে এইরূপ উপদেশও দিতেছেন। তাঁহার আকর্ণ-বিস্তৃত নীলকৃষ্ণ নয়নদ্বয়ে এক অপরূপ জ্যোতিঃ বিকাস পাইতেছে। সমস্ত অবয়বে যেন পবিত্রতা মাখা। আকাশে নেত্রোত্তোলনপূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকটে তিনি প্রার্থনা করিতেছেন। ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয় যেন, ঈশ্বরকে তিনি বলিতেছেন, "এই মহাবিপদে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তুমি আমাকে এখানে পাঠাইয়াছ, পরীক্ষা আমি দিব। তোমার এই জীবগুলিকে যদি আমি রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমি আপনাকে ধন্য মানিব। কাহারও কিছু উপকারে যদি আমি আসিতে পারি, তাহা হইলেও তোমার মহিমা বিঘোষিত হইবে। কাহারও যদি কিছু উপকার করিতে না পারি, সকলের সঙ্গে

আমিও প্রাণ দিব, তাহাতেও আমার আত্মা চরিতার্থ হইবে।"

এই যুবাপুরুষের মুখের ভাব দেখিয়া, তাঁহার মুখের মধুপূর্ণ উপদেশবাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া, সকলেই তখন মনে করিল, ইনি পৃথিবীর মনুষ্য নহেন, স্বর্গের দেবতা!

উঃ! কি মহাবিপর্য্যয়! এই দেবোপম যুবাপুরুষ যেখানে দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে অভয়দান করিতেছিলেন, তাহারই অদূরে আর এক মূর্ত্তি। তাহাকে দেখিয়াই সকলের মনে হইল, দুরাচার সয়তানের অবতার। সেই সয়তান একটা ভগ্ন-মাস্তুলের মাথার উপর উঠিয়া দুই হাতে দুইগাছা রশী ধরিয়া বিকট-নয়নে নীচের লোকগুলির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার উভয়চক্ষেই হিংসাপূর্ণ সাহস-লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। লোকেরা ক্রন্দন করিতেছে, চীৎকার করিতেছে, প্রাণভয়ে কম্পিত হইতেছে, তাহা দর্শন করিয়া তাহার কেমন একপ্রকার আহ্লাদ জন্মিতেছে। লোকটার মুখাকৃতি দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিল, মিশ্রজন্মা। শ্বেতাঙ্গপুরুষের ঔরসে কৃষ্ণাঙ্গী রমণীর গর্ভে ইহার জন্ম। তাহার পরিধান একটা ঢিলা পায়জামা, কণ্ঠ হইতে জানু পর্য্যন্ত একটা লম্বা কামিজ। গলদেশে রজ্জুবদ্ধ একটা টিনের বাক্স ঝুলিতেছে। সৈনিকপুরুষেরা যে প্রকার চোঙ্গার মধ্যে তাহাদের ছুটীর পরোয়ানা রাখে, সেই বাক্সটার গঠনও সেইরূপ চোঙ্গার ন্যায়।

বিপদ যতই বাড়িতেছে, জাহাজখানা সেই চড়ার নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ষ্টীমারের সঙ্গে ধাক্কা লাগিবার যতই সম্ভাবনা হইয়া আসিতেছে, ততই সেই লোকটার আনন্দ বাড়িতেছে। শীঘ্রই সমস্ত ধ্বংস হইয়া যাউক, লোকটার মুখভঙ্গী যেন তাহাই কামনা করিতেছে, দর্শকেরা ইহাই যেন বুঝিয়া লইল। কেহ কেহ অনুমান করিল, মানুষের যন্ত্রনায় যখন ইহার এত আনন্দ, মানুষের প্রাণ যাইবার লক্ষণে যখন ইহার এত আহ্লাদ, তখন এ লোক নিশ্চয়ই কোন বর্ব্বর দেশের নরহন্তাদলের দলপতি!

বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া জাহাজখানা সেই ষ্টীমারের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। জাহাজের লোকেরা তখন ষ্টীমারের আরোহীগণকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল। সংখ্যায় অধিক নহে, কিন্তু যাহারা আছে, তাহাদিগকে দেখিলে মানবনয়নের বিস্ময়ের সহিত দয়া ও কাতরতা একত্র মিলিত হয়। ভগ্ন স্তম্ভ, ভগ্ন জলাধার, যন্ত্র বিকল। যে দিকে তোপঘর, সেদিক্টা উড়িয়া গিয়াছে। জলপ্রবেশের প্রশস্ত পথ হইয়াছে। এক এক তরঙ্গাঘাতে ডেকের ভিতর স্রোতোবেগে জল যাইতেছে, জল বাহির হইয়া আসিবার সময় নূতন নূতন মনুষ্যকেও ভাসাইয়া আনিতেছে।

বিপদের সীমা নাই। ষ্টীমারখানা চড়ায় ঠেকিবারও অধিক বিলম্ব নাই। অগ্রে যাহারা জলগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা সে বিপদ দেখিবে না, কিন্তু এখনও যাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তিনটী মূর্ত্তিতে সকলের নেত্র আকৃষ্ট হইল। একজন দীর্ঘাকার বৃদ্ধপুরুষ;—মাথায় টাক, মুখে দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বেতবর্ণ গুম্ফ। সেই লোকটী আপন অঙ্গ বেষ্টন করিয়া একগাছা রজ্জু বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ক্রোড়ে বক্ষসংলগ্ন দুটী বালিকা। তাহাদের অর্দ্ধগাত্রে মৃগচর্ম্ম আবরণ। বৃহৎ একটী সাইবিরীয় কুক্কুর সর্ব্বাঙ্গ বারিসিক্ত করিয়া তরঙ্গের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে রব করিতেছে। কিন্তু বৃদ্ধের পদতলের নিকট হইতে সরিতেছে না।

বলিকারা যদিও সেই বৃদ্ধের ক্রোড়ে বক্ষ-সংলগ্ন, তথাপি উভয়ে পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। ভাব এইরূপ, কিন্তু বালিকা-দের মুখে আতঙ্কলক্ষণ অতি কম। উভয়েই আকাশপানে চাহিয়া রহিয়াছে। কোন অল-ক্ষিত দেবতা তাহাদিগকে এ সঙ্কটে বাঁচাই-বেন, তাহাদের মনে যেন এইরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছে।

সহসা উভয় তরণীর আরোহীরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। বায়ুগর্জ্জন ভেদ করিয়া তাহাদের ক্রন্দনধ্বনি বায়ুপথে প্রবেশ করিল। দুদিক্ হইতে দুইটা ভীষণ তরঙ্গ আসিয়া ষ্টিমারখানিকে যেন জলমগ্ন করিবার উপক্রম করিল। ষ্টিমারের যে দিক্‌টী প্রশস্ত, বায়ুতরঙ্গঘূর্ণনে সেই দিকটী ঐ বড় জাহাজের ধনুকের মুখের কাছে ঘুরিয়া পড়িল। বড় জাহাজখানাও সেই সময় বায়ুবেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ষ্টিমারের উপরিভাগে শূন্যপথে ঝুলিতে লাগিল। বোধ হইল যেন, ষ্টিমারের উপরে চন্দ্রাতপের ন্যায় সেই বৃহত্তরণী ঝুলিতেছে। সে সময় জাহাজ-বাসিগণের যে মহাতঙ্ক, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তত বিপদের সময়েও উভয় তর-ণীর লোকেরা পরস্পরকে শঙ্কিতনয়নে দর্শন করিতে লাগিল। একটী অপরূপ চিত্র তাহা-দের চক্ষে যেন প্রকাশ পাইল। জাহাজখানা শূন্যে ঝুলিতেছিল, ষ্টিমারের উপরে চাপিয়া পড়ে পড়ে, এইরূপ উপক্রম, সেই সময় সেই কুঞ্চিতকেশ নীলনয়ন রূপবান্ যুবাপুরুষটী জাহাজের পশ্চাদ্দিকে হেঁট হইয়া সমুদ্রে যেন ঝাঁপ দিবেন, এইরূপ চেষ্টা দেখাইলেন। যদি কাহাকেও বাঁচাইতে পারেন, আপন জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়া তাহা তিনি করি-বেন, এইরূপ অভিপ্রায়। সহসা সেই তরু-ষ্টিমারের ডেকের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন, দুটী পরমসুন্দরী বালিকা করযোড়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া মিনতিপূর্ব্বক কৃপাভিক্ষা করিতেছে। যুবা-পুরুষ বুঝিলেন, বালিকারা যেন তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে; অনিমেষ-কাতর-নয়নে ভক্তিভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

সম্মুখে প্রাণসংহারক মহাবিপদ। পাহাড়ে ঠেকিয়া জাহাজ দুখানি চূর্ণ হয় হয়, এইরূপ লক্ষণ। তাদৃশ বিপদসময়েও মূর্ত্তিত্রয়ের ষট্‌চক্ষু একত্র মিলিত হইল। যুবাপুরুষের বদনে প্রকৃতি-সিদ্ধ দয়া যেন মূর্ত্তিমতী হইলেন। বালি-কারা করপুটে প্রার্থনা করিতেছে, তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা। তাহারা যেন তাঁহাকে রক্ষা-কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছে। এই সময়ে আর এক বিপদ। হঠাৎ জাহাজের একখানা তক্তা ভাঙ্গিয়া সেই বৃদ্ধপুরুষের মস্তকে পতিত হইল। বৃদ্ধ অজ্ঞান হইয়া ডেকের উপর পড়িয়া গেলেন। তাহার পর আর কিছুই দেখা গেল না।

ভয়ানক গর্জ্জনে বড় জাহাজখানা ষ্টিমারের উপর চাপিয়া পড়িল। চারিদিক্ হইতে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া দুইখানাকেই ঢাকিয়া দিল। দুইখানা তরণীর পরস্পর সংঘর্ষণে সহস্র সহস্র বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ হইল। সেই সঙ্গে শত শত লোকের মৃত্যুযাতনায় রোদনধ্বনি! তরঙ্গগর্জ্জনে ক্ষণকালের মধ্যেই সেই রোদনধ্বনি বিলীন হইয়া গেল।

কোন দিকে আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তাল-তরঙ্গতাড়িত সাগরবক্ষে উভয় জাহাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নখণ্ড ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তরঙ্গের ভিতরে ভিতরে কাহারও বাহু, কাহারও মস্তক, এক একবার উঁচু হইয়া উঠিল। কেহ যদি তাহাদিগকে রক্ষা

করে, ভাসিয়া ভাসিয়া যদি আপনারাই চড়া প্রাপ্ত হয়, তরঙ্গবেগে চড়ায় লাগিয়া চূর্ণ হওয়া অপেক্ষা তাহাও বরং ভাল, ইহাই যেন তাহারা আশা করিতে লাগিল।

তাহাদের মনের আশা মনেই রহিল। সাগর কাহাকে গ্রাস করিবে, কাহাকে গ্রাস করিয়া উদ্গীরণ করিয়া দিবে, সাগর ভিন্ন আর কেহই তাহা জানিল না। ওদিকে কার্দ্দোবিলী-প্রাসাদে কি কি ঘটনা হইতেছে, পাঠকগণ তাহা জানিবার জন্য উৎসুক থাকিতে পারেন। মস্যুর ডুপণ্ট জলমগ্ন আরোহীগণের মধ্যে কাহাকেও যদি বাঁচাইতে পারেন, সেই ভরসায় তাড়াতাড়ি সমুদ্রকূলে গমন করিয়াছেন। রডিন সেই অবসরে বিবি ক্যাথারিণের সঙ্গে গ্রীণ-চেম্বার-গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। যে সকল বস্তু তাঁহার প্রয়োজন, সেই গৃহমধ্যে তিনি তাহা প্রাপ্তও হইয়াছেন। মনে মনে বিশেষ আনন্দ জন্মিয়াছে। ক্যাথারিণের সঙ্গে দুই ঘণ্টাকাল সেই গৃহে অবস্থিতি করিয়া সেই মানসিক আনন্দ তিনি উপভোগ করিতেছেন। ভীষণ সমুদ্রে অভাগা আরোহীগণের ভাগ্যে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা হইল, সে কথা একবারও তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতেছে না; সেই লোম-হর্ষণ-ব্যাপারে তাঁহার ভ্রূক্ষেপমাত্রও নাই! কতলোকের প্রাণ গেল, প্রাণের আশায় কত লোক সেই বাত্যাতাড়িত সমুদ্রের জলে ভাসিতে লাগিল, রডিনের মনে ক্ষণেকের জন্যও সে ভাবের উদয় হইল না! কিছুই যেন ঘটে নাই, কাহারও যেন কোন বিপদ নাই, রডিনের মনের ঠিক সেই প্রকার ভাব! প্রাসাদের লোকেরা সমুদ্রমগ্ন লোকদিগের চিন্তাতেই ব্যাকুল। রডিন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত! ডুপণ্ট সর্ব্বদা যে গৃহে উপবেশন করেন, রডিন সেই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। যখন প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন, কেহই সেখানে নাই। তাঁহার বগলে একটা বাক্স। বহুদিনের পুরাতন, ছাতা ধরিয়া ময়লা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বুকের পকেটে একটা কাগজের পুঁটুলী। তিনি একাকী প্রশান্তবদনে সেই গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

সেই কদাকার লোকটার অবয়বে আনন্দ-লক্ষণ দর্শন করিবার যদি কোন উপায় থাকে, তাহা কেবল তাহার সেই বিকটবদনের মৃদু মৃদু হাসিতেই প্রকাশ পায়। রডিন হাস্য করিলেন। কক্ষদেশের বাক্সটা একটা টেবিলের উপর রাখিলেন। আহ্লাদে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিঙ্গলচক্ষু মিটমিট করিতে লাগিল। গৃহ-মধ্যে একাকী আসিয়াছেন, আহ্লাদের কথা ব্যক্ত করিয়া শুনাইবার অন্যলোক সেখানে কেহই নাই, আপনা আপনিই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"সমস্তই শুভ। এই কাগজগুলা আজি পর্য্যন্ত এইখানে রাখাই ভাল হইয়াছিল। দুঃশীলা, চতুরা অদ্রিয়াণী আপন বুদ্ধিবলে সকল তত্ত্বই জানিতে পারে; তাহার কাছে কিছু গোপন করা নিতান্তই অসম্ভব। তাহাকেই বড় ভয় ছিল। ভাগ্য আমাদের ফিরিয়া আসিল, এখন আমাদের সৌভাগ্যের উদয়, আর আমরা তাহাকে ভয় করি না; আর আমরা তাহাকে ভয় করিব না। তাহার সুখের পথে কাঁটা পড়িল। অবশ্যই আমরা তাহার সুখের পথে কাঁটা দিব। ধনগর্ব্বে, মানগর্ব্বে, স্বাধীনতাগর্ব্বে যাহারা যাহারা পরি-স্ফীত, সর্ব্বদাই আমরা তাহাদিগকে জাতশত্রু মনে করি; সর্ব্বদাই আমরা তাহাদিগকে সাংঘাতিক আততায়ী জ্ঞান করি। সেণ্টি কলম্বী এখন আর আমাদের শত্রু থাকিবে না। ডুপণ্টকে যাহা আমি বলিয়াছি, সে নিশ্চয়ই

তদনুসারে কার্য্য করিবে ; তাহা হইলেই কলম্বী আমাদের হাতে আসিবে। ডুপণ্ট ধর্ম্মভাব চিন্তা করে, সত্যপথে চলিতে চায় ; কিন্তু এখন ? এই বৃদ্ধবয়সে চাকুরীটী যদি হারায়, তাহা হইলে এখন তাহার কি গতি হইবে ? কেমন ভয় আমি দেখাইয়াছি। আমাদের কথা না শুনিলে চাকুরী থাকিবে না। এটা কি সাধারণ ভয় ? নিশ্চয়ই সে আমার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিবে। তাহাকেও আমি চাই। একটী নূতনলোক নিযুক্ত করিলে সে আমাদিগকে চিনিতে পারিবে না। এ লোক পুরাতন, ইহাকে হাতে রাখিলে আমরা অনেক কাজ পাইব। ডুপণ্ট এখানে বিশ বৎসর চাকুরী করিতেছে। নির্ব্বোধ কলম্বীকে বুঝাইয়া পড়াইয়া সে অবশ্যই বশীভূত রাখিতে পারিবে। নারীজাতি প্রায়ই বহুরূপা হয়। যৌবনে তাহারা পাপের অধীনী থাকে ; প্রৌঢ়াবস্থায় অপরকে পাপের সেবা করায় ; বৃদ্ধাবস্থায় পাপকে তাহারা অত্যন্ত ভয় করে। সেই যে ভয়, মরণকাল পর্য্যন্ত থাকে। সেটি কলম্বীর ভয়টা বেশীদিন থাকিবে না। এই কার্দ্দোবিলী প্রাসাদ সে যখন আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবে, তখন তাহার সমস্ত ভয় ঘুচিয়া যাইবে। স্থানটা বেশ নির্জ্জন। এইখানেই আমরা কলেজ খুলিব। এইখানে সভা করিলেই নির্ব্বিঘ্নে আমাদের সমস্ত মতলব হাঁসিল হইবে। সেই জন্যই বলিতেছি, যাত্রাটা শুভ ; সমস্তই শুভ। তবে হাঁ, সেই মঙ্গল পদকের কথা। ১২ই ফেব্রুয়ারী নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যশুয়া আর কোন সংবাদ দেয় নাই। রাজকুমার জাল্মা আজিও ভারতবর্ষে ইংরাজের দুর্গে বন্দী আছে। তাহা যদি না থাকিত, এতদিনে অবশ্যই আমি বাতাবিয়া হইতে পত্র পাইতাম। সেনাপতি সাইমনের কন্যারা লিপ্‌জিকের কারাগারে কয়েদ আছে। অতি কম আরও একমাস থাকিবে। বাহিরের কার্য্যগুলি সমস্তই এখন সুশৃঙ্খল। আমাদের ঘরের কাজে—"

রডিনের স্বগত উক্তিতে বাধা পড়িল। বিবি ক্যাথারিণ প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ তিনি স্বামীর আদেশ পালন করিতেছিলেন। সমুদ্রজল হইতে যাহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে, তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার আয়োজনেই বিবি ক্যাথারিণ এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন, এখন আসিয়া রডিনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

রডিনের সহিত সাক্ষাৎ, কিন্তু প্রসঙ্গ অন্য প্রকার। একজন দাসী তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহাকে তিনি বলিলেন, "পাশের ঘরে আগুন জ্বালো, এই মদিরাপাত্র সেইখানে রাখ। তোমাদের কর্ত্তা শীঘ্রই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"

অভাগাদের ভাগ্যে কি হইল, রডিন একবারও তাহা ভাবেন নাই। সে প্রকারের কোন ভাবনা তাঁহার কঠোর-হৃদয়ে কখনও প্রবেশও করে না। এখন একটী স্ত্রীলোকের ঐরূপ করুণার পরিচয় পাইয়া তিনি আর নির্ব্বাক থাকিতে পারিলেন না, মনের ভাব মনেই রহিল, মুখে একটু বেদনা জানাইয়া ক্যাথারিণকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেম সাহেব! কাহাকেও কি তাহারা বাঁচাইতে পারিবে ?"

ক্যাথা।—আহা! তাহা আমি জানি না। প্রায় দুই ঘণ্টা হইল, আমার স্বামী সেখানে গিয়াছেন। সেই অবধি আমি অত্যন্ত অস্থির হইয়া রহিয়াছি। তিনি সাহসী পুরুষ, তিনি বিজ্ঞপুরুষ, বাঁচাইবার উপায় থাকিলে অবশ্যই তিনি বাঁচাইতে পারিবেন।

রডিন।—তাহাই তিনি পারুন্। আমি কিছু করিতে পারিলাম না। আমি বুড়োমানুষ, আমি রোগামানুষ, তোমার স্বামীকে

আমি একটুও সাহায্য করিতে পারিলাম না। বড়ই দুঃখিত হইলাম। কি পর্য্যন্ত তিনি করিয়া আইলেন, তাহাও আমি চক্ষে দেখিব না। শীঘ্রই আমাকে যাইতে হইবে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তই আমার পক্ষে মহামূল্য। এখনই আমি যাইব। আপনি দয়া করিয়া আমাকে একখানি গাড়ী আনাইয়া দিন্।

ক্যাথা।—আচ্ছা, দেখিতেছি।

রডিন।—আর একটী কথা আপনাকে আমি বলিব। আপনি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক, আপনার বিবেচনাশক্তি বেশ আছে। আপনার স্বামীকে এই চাকরীতেই বাহাল রাখিলাম। অতঃপর তিনি যদি—

ক্যাথা।—রাখিলেন? আপনি মহাশয়-লোক। আপনার কাছে আমরা চির-ঋণী রহিলাম। আমাদের শেষদশা হইয়াছে। এ চাকরীটী না থাকিলে এ সময়ে আমাদের আর উপায় থাকিত না।

রডিন।—কেবল দুটী অঙ্গীকারে আমি তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছি। ছোট ছোট অঙ্গী-কার। তুচ্ছকথা। তাঁহার মুখেই আপনি সে কথা শুনিতে পাইবেন।

ক্যাথা।—আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যই হইবে। আপনি আমাদের প্রাণধারণের উপায় করিয়া দিলেন, কদাচ তিনি আপনার অবাধ্য হইবেন না। দুটী কথা বলিয়াছেন, যদি শতকথা বলিতেন, সহস্রকথা বলিতেন, তাহাও আমরা রক্ষা করিতাম।

রডিন।—আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আপ-নার স্বামী যদি কিছু ইতস্ততঃ করেন, আপনি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়া সম্মত করিবেন।

এই সময়ে একজন ভৃত্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, কর্ত্তা ফিরিয়া আসিয়াছেন। ব্যগ্রস্বরে ক্যাথারিণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার সঙ্গে লোকজন আছে?"—ভৃত্য বলিল, "কেহই নাই, তিনি একাকী।"—ক্ষোভে,—দুঃখে, বিস্ময়ে ক্যাথারিণ কহিলেন, "একাকী? কেবল একাকী? কেহই সঙ্গে নাই?"—ভৃত্য উত্তর করিতেছিল, এমন সময় ডুপণ্ট আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গবস্ত্র বারিসিক্ত। প্রশান্তবদনে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি কহিলেন, "এতক্ষণের মধ্যে তিনটীকে মাত্র বাঁচাইয়াছি। এখনও চেষ্টা হইতেছে।"

রডিন কহিলেন, "ধন্য পরমেশ্বর! আপনার পরিশ্রম বৃথা যায় নাই, ইহাই সুখের বিষয়। সে তিনটী কোথায়?"

ডুপণ্ট।—তাহারা আসিতেছে; আমার লোকেরা হাত ধরিয়া আনিতেছে। জলমগ্ন হইয়া তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; শীঘ্র শীঘ্র চলিতে পারিতেছে না। আমি তাড়াতাড়ি আসিলাম। শুশ্রূষার আয়োজনের জন্য।

রডিনকে এই কথা বলিয়া ক্যাথারিণের দিকে ফিরিয়া ডুপণ্ট কহিলেন, "কয়েকখানি স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া রাখ।"

ক্যাথা।—সেই তিনজনের মধ্যে স্ত্রীলোক আছে না কি?

ডুপণ্ট।—দুটী বালিকা। পরম সুন্দরী বালিকা। দেখিলেই মায়া হয়। বয়স ঊর্দ্ধ-সংখ্যা পঞ্চদশ কি ষোড়শ।

কৃত্রিম মায়া জানাইয়া ধূর্ত্ত রডিন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আহা! বেশ বেশ! তাহাদি-গকে বাঁচাইয়া তুমি ভালই করিয়াছ!"

ডুপণ্ট।—আমি বাঁচাই নাই। যিনি বাঁচা-ইয়াছেন, তিনি একজন বীরপুরুষ। যথার্থই করুণাময় বীরপুরুষ। তিনিও তাহাদের সঙ্গে আসিতেছেন।

রডিন।—(মহাবিস্ময়ে) বীরপুরুষ?

দুপণ্ট।—হাঁ, বীরপুরুষ। চমৎকার বীর-পুরুষ কিছু বিলম্ব করুন, আমি—

মুখের কাছে গিয়া বাধা দিয়া ক্যাথারিণ কহিলেন, "বলিও, বলিও, একটু পরে বলিও। ক্রমে ক্রমে সকল কথাই আমরা শুনিব। এখন তুমি কাপড় ছাড়, একটু গরম হও, সর্ব্ব-শরীর ভিজিয়া গিয়াছে. আগে একটু সুস্থ হও আমি তোমাকে—"

দুপণ্ট।—[illegible]ই আমার বড় পরিশ্রম হই-য়াছে। জলে [illegible] যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছি। বলিতেছিলাম, [illegible]নি সেই বালিকা-দুটীকে বাঁচাইয়াছেন, [illegible]ন একজন বীরপুরুষ। তাঁহার তুল্য সাহসী পু[illegible] আমি কখনও চক্ষেও দেখি নাই। সবে [illegible]মি লোকজন লইয়া চড়ার নিকটে গিয়া [illegible]স্থিত হইয়াছি, দেখি, দুটী বালিকা। সম্পূর্ণ [illegible]জ্ঞান! তাহাদের পা তখন জলে রহিয়াছে। [illegible]দেহ দুখানি কেবল চড়ার উপর তুলিয়া রা[illegible]ছে।

রডিন যেন এ[illegible] কাঁদিলেন। তাঁহার অভ্যাস আছে। লোকে [illegible]। তিনি যেন কাঁদিতেছেন, এই ভাব জানাই[illegible] জন্য একটী অঙ্গুলীর অগ্র-ভাগ দক্ষিণ চ[illegible] কোণে তুলিয়া ধরেন। এখানেও তাহাই [illegible]রিলেন। অঙ্গুলীদ্বারা যেন চক্ষের জল মুছি[illegible]। বাস্তবিক কিন্তু তাঁহার চক্ষে একবিন্দুও [illegible] ছিল না।

দুপণ্ট। আ[illegible] একটী আশ্চর্য্য দেখিলাম, দুটী বালিকাই [illegible]াকৃতি। রূপে, অবয়বে, গঠনে, চুলে, কিছুই[illegible]ভেদ নাই; সম্পূর্ণ অভেদ। কে কোন্‌টী, চিনি[illegible] পারা যায় না। সর্ব্বদা যাঁহারা তাহাদিগকে [illegible]খেন, তাঁহারাই প্রভেদ বুঝিতে পারেন।

ক্যাথা।—তবে [illegible]াধ হয় তাহারা হয় ত যমজ সহোদরা।

দুপণ্ট। একজ[illegible]র গলায় একটী পদক আছে; হারে গাঁথা পদক; নাভিদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়াছে। বালিকাটী মূর্চ্ছিতাবস্থাতেও সেই পদকটী মুষ্টিমধ্যে ধরিয়া রহিয়াছে।

রডিন স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই একটু কুব্জ হইয়া থাকেন। দুপণ্টের ঐ কথা শুনিয়া তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। মুখের বর্ণ সহসা যেন ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল। অপর লোক হইলে শীঘ্রই ধরা পড়িত, কিন্তু রডিনের ঐরূপ ছলনায় চির অভ্যাস, ঐ সকল লক্ষণে দুপণ্ট কিছু ভাবান্তর ধরিতে পারিলেন না। দুপ-ণ্টের নিকটবর্ত্তী হইয়া একটু চঞ্চলস্বরে রডিন কহিলেন, "বোধ হয় কোন দৈব পদক। সে পদকে কিছু লেখা আছে দেখিলেন?"

দুপণ্ট। না মহাশয়! সে অবসর তখন আমার হয় নাই।

রডিন। আপনি বলিতেছেন, দুটী বালি-কাই এক রকম। সত্যই কি অভেদ?

দুপণ্ট। সম্পূর্ণ অভেদ। কে ছোট, কে বড়, তাহা পর্য্যন্ত নির্ণয় করা কঠিন। বোধ হয় তাহাদের মাতাপিতা নাই; কেন না, তাহারা শোকবস্ত্র পরিয়া রহিয়াছে।

একটু চমকিয়া উঠিয়া রডিন পুনর্ব্বার কহি-লেন, "শোকবস্ত্র! হায় হায়!" নেত্রজল মার্জ্জন করিয়া ক্যাথারিণ কহিলেন, "হায় হায়! অত ছোট ছোট মেয়ে, মা-বাপ নাই!"

দুপণ্ট কহিলেন, "দুই নাই কি এক নাই, তাহা এখন কে বলিবে! তাহারা মূর্চ্ছিতা ছিল, আমরা ধরাধরি করিয়া তাহাদিগকে শুষ্ক বালীর উপর তুলিলাম। মূর্চ্ছাভঙ্গের চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একটা পাহা-ড়ের পশ্চাৎ হইতে একটা মনুষ্যমস্তক উত্থিত হইল! মনুষ্যটী সেই পাহাড়ের উপর উঠিতে-ছিল। আমরা তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাইলাম। ঠিক সময়েই আমরা উপস্থিত হইয়াছিলাম।

আমার লোকেরা তাঁহার হস্ত ধারণ করিবামাত্র তিনি তাহাদের ক্রোড়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, আর তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহারই কথা আমি বলিতেছিলাম। তিনিই মেয়েদুটীকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই সেই মহাসাহসী বীর-পুরুষ। মেয়েদুটীকে তীরে তুলিয়া তিনি আর একটি লোককে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু শক্তি কমিয়া গিয়াছিল, পারিয়া উঠেন নাই। আমার লোকেরা সেই সময় উপস্থিত না হইলে হয় ত তিনি সমুদ্রের জলে ভাসিয়া যাইতেন।"

রডিন যেন সে সকল কথায় ভাল করিয়া কাণ দিলেন না, আপন বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া যেন অন্য কোন চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দুটী বালিকা জল হইতে উঠিয়াছে, ১৫।১৬ বৎসর বয়স, শোকবস্ত্র পরিধান, পরস্পর অভেদ, একজনের গলায় পদক, কে তাহারা? বর্ণনা যে প্রকার, তাহাতে তাহারা সেনাপতি সাইমনের কন্যা। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, জলমগ্ন জাহাজের আরোহীদের সঙ্গে সেই দুই ভগ্নী কি প্রকারে আসিল? লিপজিকের কারাগার হইতেই বা তাহারা কিরূপে পলাইল? লিপজিকের পত্রে তিনি তাহাদের পলায়নের সংবাদ পান নাই, ইহাই বা কিরূপ? তাহারা কি পলাইয়া আসিয়াছে? কিম্বা সেখানকার লোকেরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে? এত বড় গুরুতর সংবাদ তাঁহার কাছে কেন পৌঁছিল না? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে রডিনের মুখ শুকাইল। তিনি তখন মনে করিলেন, সেনাপতি সাইমনের কন্যারা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এত জোর, এত যত্নের, এত শ্রমের ফাঁদ এককালে ছিন্ন হইয়া গেল, সমস্ত মৎলব বৃথা হইল, আশা এখন নিরাশাসাগরে ডুবিল! রডিন ভাবিতে লাগিলেন, পত্নীকে সম্বোধন করিয়া ডুপণ্ট আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

"যথার্থই বীরপুরুষ। দেখিতে যেন বালকের মত। পরম সুন্দর। মুখে গোঁফ উঠে নাই। দিব্য কুঞ্চিত কেশ। কিন্তু উলঙ্গ, গায়ে কেবল একটী কামিজ ছিল। আমি তাঁহার গায়ে বড় একটা কোর্ত্তা ঢাকা দিয়া রাখিয়াছি। বিলাতী জাহাজে তিনি ছিলেন; কিন্তু তাঁহার চেহারা ইংরাজের মত নহে। অজ্ঞান অবস্থাতেও বোধ হইয়াছিল ফরাসী। যখন জ্ঞান হইল, তখন তিনি বেশ ফরাসীভাষায় কথা কহিলেন। একটু পরে মেয়ে-দুটীরও জ্ঞান হইল। সচেতন অবস্থায় তাহাদিগকে দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। সেই বীরপুরুষকে যখন তাহারা দেখিল, তখন তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া ঠিক যেন প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার পর ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া আর কাহাকে যেন অন্বেষণ করিল, দেখিতে পাইল না। দুটীতে চুপি চুপি কি কথা বলিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিল।"

ক্যাথারিণ।—এ আবার কি ব্যাপার? কাহাকে তাহারা অন্বেষণ করিল? কাহাকে দেখিতে পাইল না?

ডুপণ্ট।—কেমন করিয়া বলিব? আমরা যখন চড়া হইতে চলিয়া আসি, তখন সমুদ্রের তরঙ্গবেগে সাতটা মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়া চড়ায় লাগিল। কতকগুলা জিনিসপত্রও চড়ার উপর আসিয়া পড়িল। উপকূলে যাহারা পাহারা দেয়, তাহাদিগকে আমি বলিলাম, "আজ সর্ব্বক্ষণ তোমরা এইখানে চৌকী থাক। যদি সজীবলোক ভাসিয়া আইসে, কার্দোবিলী-প্রাসাদে আমার নিকট লইয়া যাইও।"

এই সময় বাহিরে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শ্রুতি-গোচর হইল। ঊর্দ্ধকর্ণে তাহা শ্রবণ করিয়া ডুপণ্ট ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "ঐ তাহারা আসিতেছে। চল চল, আমরা তাহাদের আগু বাড়াইয়া লইয়া আসি।"

ডুপণ্ট-দম্পতী দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহের দ্বার-দেশে গমন করিলেন, রডিন এদিকে কম্পিত কলেবরে দন্ত দ্বারা বড় বড় নখ দংশন করিতে লাগিলেন; ক্রোধে অধীর হইয়া আগন্তুক-দিগের আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন।

প্রাসাদের একজন ভৃত্য একটী পুরুষ আর দুটী বালিকাকে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হই-তেছে। বালিকাদুটী সেই বীরপুরুষের উভয় পার্শ্বে তাঁহার দুইখানি হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে আসিতেছে; বীরপুরুষ কিন্তু চলিতে অশক্ত, বালিকাদের স্কন্ধের উপরেই তাঁহার ভর। কি কারণে এরূপ, একটু পরে তাহাও ব্যক্ত হইবে। পাহাড়ের উপর ধস্তাধস্তি করাতে তাঁহার ললাটে, বাহুতে ও পদতলে ক্ষতচিহ্ন হইয়াছে, তাহাতেই তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

এই বীরপুরুষটী কে?—ইনিই গেব্রিল। কাথলিক খৃষ্টানদিগের বৈদেশিক মিশনের পুরোহিত। দ্বিতীয় পরিচয়ে বীরবর দাগোবার্টের পত্নীর পালিত পুত্র।

রডিন যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা অভ্রান্ত। বালিকাদুটী যথার্থই সেনাপতি সাইমনের কন্যা, রোজী ও রিঙ্কাণী। তাঁহাদের শোকসূচক কৃষ্ণবসন আর্দ্রীভূত, বদন অত্যন্ত বিবর্ণ; কপোলদেশে অশ্রুচিহ্ন, ভূতলে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাঁহারা কাঁদিতেছিলেন; শীতে কাঁপিতেছিলেন। কাঁদিবার আরও কারণ, দাগোবার্টকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। এ জন্মে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন, সে আশাও তাঁহাদের মনে পাহাড়ের উপর টানিয়া তুলিতেছিলেন, শক্তি কমিয়া আসিল, তুলিতে পারিলেন না। পাহাড়ের গা হইতে দাগোবার্ট সরিয়া পড়িলেন, নূতন একটা ঢেউ আসিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। ইহা শুনিয়াই স্নেহময়ী বালিকাদুটী নিতান্ত অবসন্না।

গেব্রিলকে দর্শন করিয়া রডিনের মনে নূতন বিস্ময়। সে বিস্ময়টা কিন্তু অশুভসূচক হইল না। গেব্রিলকেই তাঁহারা নিরাপদ চাহেন। সমুদ্রে জাহাজডুবীতে গেব্রিল প্রাণ হারান নাই, তত বড় বিপদের মুখ হইতে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা পাইয়া-ছেন, ইহা রডিনের পক্ষে মহানন্দ। সেনাপতি সাইমনের কন্যাদুটীকে দেখিয়া রডিন যেরূপ বিষণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, গেব্রিলকে দর্শন করিয়া তাহা অনেকটা কম হইল। রডিনের কৌশলজাল, মানুষধরা ফাঁদ, গুপ্ত অভিসন্ধি যত কিছু আছে, ফেব্রুয়ারীমাসের ত্রয়োদশ দিবসে এই গেব্রিল যদি পারিসে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলে সেইগুলির সুবিধা হইবে, ইহাই রডিনের বিশ্বাস; সেই কারণেই তাঁহার মহানন্দ।

ডুপণ্ট-দম্পতী বালিকাদিগকে দেখিয়া অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া যথাবিধানে সুস্থ করিবার জন্য তাঁহারা উভয়ে তাঁহাদের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঠিক সেই সময়ে একটী কৃষক-পুত্র চীৎকার করিতে করিতে গৃহদ্বারে উপ-স্থিত হইল।—"খোস খবর! খোস খবর! আরও দুটী লোক বাঁচিয়া আসিয়াছে।"

পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া মিশনরী গেব্রিল সদাশয় ডুপণ্টের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দ্রুত দরজার নিকটে গমন করিয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় তাহারা?"

সে আমার সঙ্গে সঙ্গেই আসিতেছে। পাহাড়ে আঘাত লাগিয়া আর একজনের চলৎশক্তি রহিত হইয়াছে, লোকেরা একখানা ডুলী করিয়া তাহাকে আনিতেছে।"

পত্নীকে সম্বোধন করিয়া ডুপণ্ট কহিলেন, "তুমি এই বালিকাদের কাছে থাক, আমি নীচে গিয়া তাহাদিগকে নীচের ঘরে রাখিবার জন্ম ব্যবস্থা করিয়া দিই।"

এই সময় রোজী-বিলাসী উভয়েই তাড়াতাড়ি দরজার নিকট ছুটিয়া গেলেন। তাঁহারাও উপস্থিত হইয়াছেন, যে আহতলোকটী হাঁটিতে পারে, সেই লোকটীও সেই সময় সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। বালিকারা দেখিলেন, তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্তা দাগোবার্ট। দেখিয়াই তাঁহাদের পদ্মনেত্রে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। দাগোবার্ট কথা কহিতে পারিলেন না। চৌকাঠের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া সেনাপতি সাইমনের কন্যা-দুইটীকে কোলে লইবার জন্য বাহু বিস্তার করিলেন। কুকুরটীও সেই সময় ছুটিয়া আসিয়া বালিকা-দুটীর হাত চাটিতে আরম্ভ করিল।

বালিকাদুটীকে কোলে লইবার উপক্রম করিবামাত্র দাগোবার্টের মস্তকটী পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়িল। প্রাসাদের পরিচারকেরা না ধরিলে তিনি সজোরে ভূতলে পতিত হইয়া হয় ত প্রাণ হারাইতেন। কিঙ্করগণের ক্রোড়েই তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। লোকেরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া পার্শ্বের অন্য একটী গৃহে লইয়া গেল। রোজী-বিলাসী কাঁদিয়া আকুলিতা। "যে ঘরে দাগোবার্টকে লইয়া গেল, সেই ঘরেই আমরা যাইব," ক্যাথারিণকে তাঁহারা সাশ্রুলোচনে বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। ক্যাথারিণ কহিলেন, "তোমরাও অত্যন্ত দুর্ব্বল আছ, সেখানে তোমাদের শুশ্রূষা হইবে না, আমার কাছেই তোমরা থাক, একটু সুস্থ হইলে আমিই তোমাদিগকে সেইখানে রাখিয়া আসিব।" বালিকারা তাহা শুনিলেন না, প্রবোধ মানিলেন না, ক্ষীণশরীরে যথাসম্ভব দ্রুতপদে সেই ঘরেই প্রবেশ করিলেন।

দাগোবার্টকে দেখিয়া রডিনের মুখ আবার বিকটভাব ধারণ করিল। রডিন ভাবিয়াছিলেন, সেনাপতি সাইমনের কন্যাদ্বয়ের অভিভাবক মরিয়া গিয়াছে। সেই বিশ্বাসেই তাহার আহ্লাদ জন্মিয়াছিল। এখন আবার সেই আহ্লাদ ডুবিয়া গেল, ক্রোধ এবং বিষাদ আসিয়া সেই আহ্লাদের স্থান অধিকার করিল। মিশনরী গেব্রিল বহুশ্রমে ক্লান্ত হইয়া একখানি চেয়ার ঠেস দিয়া এক ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এতক্ষণ তিনি রডিনকে দেখিতে পান নাই।

আর একটী নূতন লোক এই সময় গৃহমধ্যে প্রবেশিল। তাহার মুখখানা ম্লান, পীতবর্ণ। প্রাসাদের একজন চাকর তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে গেব্রিলকে দেখাইয়া দিল। লোকটার অঙ্গে বস্ত্র ছিল না, সেই চাকরের নিকট হইতে একযোড়া পায়জামা আর একটা ফতুয়া চাহিয়া লইয়া পরিধান করিয়াছে। সেই বেশে গেব্রিলের নিকটবর্ত্তী হইয়া ফরাসীভাষায় তাঁহাকে কহিল, "রাজকুমার জাল্মা এইখানে আনীত হইয়াছেন; তিনি আপনাকেই খুঁজিতেছেন।" লোকটা ফরাসীতে কথা কহিল বটে, কিন্তু ফরাসীদেশে তাহার জন্ম নয়, ফ্রেঞ্চ উচ্চারণেই তাহা স্পষ্ট ধরা পড়িল।

রডিন ঐ কথা শুনিতেছিলেন। জাল্মার নাম শ্রবণমাত্র একলম্ফে তিনি গেব্রিলের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন; ব্যগ্রস্বরে কহিলেন, "লোকটা বলে কি?"

বিস্ময়ে একটু পশ্চাতে হটিয়া গেব্রিল সচকিতে কহিলেন, "কে?—মস্যুর রডিন?"

যে লোকটা গেব্রিলকে সংবাদ দিতে আসিয়াছিল, রডিনের নাম শুনিয়া সে লোকটাও সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "মস্যুর রডিন?"—কেবল নামটামাত্র উচ্চারণ করিয়াই সেই লোক তদবধি রডিনের প্রতি অনিমেষনেত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে যেন বুঝিল, এই রডিন আমাদের যশুয়ার কাজকর্ম্মের আজ্ঞাদাতা ও সংবাদদাতা।

একটু যেন আতঙ্কিতভাবে অথচ সসম্ভ্রমে রডিনের নিকটবর্ত্তী হইয়া গেব্রিল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কবে আসিয়াছেন?"

সে কথার উত্তর না দিয়া উত্তেজিতস্বরে রডিন পুনর্ব্বার কহিলেন, "ঐ লোকটা কি বলিতেছিল? রাজকুমার জাল্‌মার কথা কহিতেছিল না?"

গেব্রিল [illegible] করিলেন, "হাঁ মহাশয়! রাজকুমার জাল্‌মাও আমাদের সঙ্গে সেই বিলাতী জাহাজে ছিলেন। সে জাহাজ আলেক্‌জন্দ্রিয়া হইতে আসিতেছিল। জাহাজখানা ভগ্ন হওয়াতে আমরা সকলেই একসঙ্গে জলমগ্ন হইয়াছিলাম। আমরা পোর্টমাউথে যাইতেছিলাম, তথা হইতে ফ্রান্স যাত্রা করিব, তাহাই আমার সঙ্কল্প ছিল। জাহাজ যখন আজোর-বন্দরে উপস্থিত হয়, আমি তখন সেইখানেই ছিলাম। আমাদের জাহাজখানা অচল হওয়াতে সেইখানেই আমি ঐ বিলাতী জাহাজে আরোহণ করি, জাল্‌মার সঙ্গে জাহাজেই আমার সাক্ষাৎ হয়।"

অত কথা শুনিবার রডিনের ইচ্ছা ছিল না, কুমার জাল্‌মা এখানে আসিয়াছেন, সেই দুর্ভাবনায় তাঁহার ভরসা উড়িয়া গিয়াছিল। গেব্রিল যতক্ষণ কথা কহিলেন, ততক্ষণ তিনি সেই ভাবনায় উদ্বিগ্ন ছিলেন, গেব্রিলকে বাধা দিতে পারেন নাই। গেব্রিলের কথা সমাপ্ত হইলে রডিন যেন একটু ভরসা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ ভঙ্গী দেখাইয়া বিস্ময়ে একটা প্রশ্ন করিলেন। কিছুই যেন জানেন না, এই ভাবে গেব্রিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই রাজকুমার জাল্‌মা? কোথায় নিবাস? তুমি কি তাঁহার পরিচয় জান?"

গেব্রিল।—ভারতবর্ষের একটী রাজপুত্র, মহাসাহসী বীরপুরুষ। বয়স অল্প; পরম সুন্দর। ইংরাজেরা তাঁহার পিতৃরাজ্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছেন।

নূতনলোকের প্রতি স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রডিন চুপ করিয়া রহিলেন। গেব্রিল সেই নূতনলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার কেমন আছেন? আঘাত কি অত্যন্ত গুরুতর?"

আগন্তুক।—গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু লক্ষণে বোধ হয়, মারাত্মক নয়।

গেব্রিল।—(রডিনের প্রতি) ঈশ্বরের অনুগ্রহে আর একটী লোক সমুদ্রকবর হইতে নিস্তার পাইয়াছেন।

রডিন।—(গম্ভীরবদনে) ভালই হইয়াছে।

গেব্রিল।—আমি তাঁহাকে দেখিতে চলিলাম। আমার প্রতি আপনার এখন কোন আদেশ নাই?

রডিন।—দেখিতেছি, তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত আছ। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তুমি কি এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিবে?

গেব্রিল।—যদি একান্ত আবশ্যক হয়, অগত্যা পারিব।

রডিন।—আবশ্যক হইয়াছে; আমার সঙ্গেই তোমাকে যাইতে হইবে।

মস্তক অবনত করিয়া গেব্রিল তাঁহাকে

অভিবাদন করিলেন। মুখে একটীও কথা না বলিয়া, প্রাসাদের পরিচারকের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নূতনলোকটা কিয়ৎক্ষণ সেই ঘরের এক কোণে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রডিন তাহাকে দেখিতে পাইলেন না; অন্যমনস্কভাবে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। যে তিনজন ফাঁসুড়ে সর্দ্দার ভারতবর্ষ হইতে বাতাবিয়া জঙ্গলে আসিয়াছিল, এই নূতনলোকটা তাহাদের মধ্যেই প্রধান। ইহারই নাম ফিরিঙ্গী। যবদ্বীপের রাজসৈন্যগণ চণ্ডীর মন্দিরে উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিল, ফিরিঙ্গী পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। এই ফিরিঙ্গীই সেই শুল্কাপহারক মহলকে খুন করিয়া তাহার নিকট হইতে যশুয়ার লিখিত পত্রাদি চুরি করিয়াছে। রয়টার জাহাজের কাপ্তেনের নামে মহলকে জাহাজে লইবার যে অনুরোধপত্র যশুয়া লিখিয়াছিলেন, ফিরিঙ্গী সেই অনুরোধপত্রখানা হস্তগত করিয়া রয়টার জাহাজে আরোহণ করিয়াছিল। চণ্ডীর মন্দির হইতে ফিরিঙ্গী যখন পলায়ন করে, জালমা তখন তাহাকে দেখিতে পান নাই; জাহাজে যখন দেখেন, তখনও তাহাকে ফাঁসুড়ে বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। একজন স্বদেশবাসী সঙ্গী বলিয়াই তাহার সহিত বিশ্রস্ত আলাপ করিয়াছিলেন।

চেয়ারে বসিয়া বসিয়া রাগে রাগে রডিন ফুলিতেছিলেন; দন্তদ্বারা নখদংশন করিতেছিলেন। মুখখানা বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছিল; কোটরান্তর্গত চক্ষুদ্বয় কেবল একদিকেই নিক্ষিপ্ত ছিল। ফিরিঙ্গীকে দেখিতে পান নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিঙ্গী চুপি চুপি গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া, চিরপরিচিতের ন্যায় রডিনের স্কন্ধে হস্তার্পণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম রডিন?"

চমকিয়া উঠিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া রডিন কহিলেন, "কি তা?"

ফিরিঙ্গী।—তোমার নাম রডিন?

রডিন।—হাঁ, আমি রডিন। তুমি এখানে চাও কি?

ফিরিঙ্গী।—পারিস নগরীর মিলু অর্সিন রাস্তায় তুমি থাক?

রডিন।—হাঁ, থাকি। তুমি চাও কি?

ফিরিঙ্গী।—না ভাই, এখন কিছু চাই না। ইহার পর অনেক চাহিব।

এই পর্য্যন্ত রসাভাষ। সেলাম করাও নাই, বিদায় লওয়াও নাই, সর্পনেত্রে একবার কটমট করিয়া রডিনের মুখের দিকে চাহিয়া, ফিরিঙ্গী যেন গজেন্দ্রগমনে সে গৃহ হইতে বাহির হইল। রডিন যেন ত্রাসে ত্রাসে কাঁপিয়া উঠিলেন। কোন ঘটনাতেই রডিন কম্পিত হইতে জানেন না, কিন্তু ঐ দুরন্ত ফাঁসুড়ের বিষাক্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহাকে কাঁপাইয়া দিল। তিনি যেন অত্যন্ত ভয় পাইয়া প্রস্থানপরায়ণ ফিরিঙ্গীকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জানি না।

কার্ল্লোগলি-প্রাসাদ গভীর নিস্তব্ধ। ঝড়ের বেগ ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। দূর হইতে অ[illegible] কিছুই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। এক এক[illegible]র কেবল উপকূলগাত্রে বড় বড় তরঙ্গাঘাত[illegible] সেই আঘাতের অস্ফুট শব্দ এক একবার [illegible]াদের মনুষ্যকর্ণে প্রবেশ করিতেছে। দাগোবার্ট[illegible]ার রোজী-বিলাসী প্রাসাদের দুটী সুপরিচ্ছন্ন প্রশস্তগৃহে শয়ন করিয়া আছেন। জাল্মাও [illegible]গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন, তিনিও প্র[illegible]াদের একটী গৃহে অবস্থান করিতেছেন। [illegible] কথিত হইয়াছে, একটী অভাগিনী [illegible]নী জাহাজ মগ্ন হইবার উপক্রমে জাল্মার [illegible]োড়ে একটী শিশুপুত্র সমর্পণ করিয়াছিল[illegible] সেই শিশুটীকে তিনি মৃত্যুমুখ হইতে র[illegible] করিতে পারেন নাই। চড়ার উপর যখন [illegible]িনি পতিত হন, তখনও পর্য্যন্ত শিশুটী তাঁ[illegible] ক্রোড়ে ছিল, কিন্তু সেই সময় সেই শিশু[illegible] সর্ব্বাঙ্গ প্রায় চূর্ণ হইয়া যায়। ফিরিঙ্গী নি[illegible] ছিল, ক্ষুদ্রশিশুর প্রতি তাহার কতদূর স্নেহ, [illegible]াল্মাকে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত অনেকক্ষণ [illegible] ফিরিঙ্গী সেই শিশুদেহের নিকট বসিয়া [illegible]।

মিশনরী [illegible]ব্রিল কুমার জাল্মাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন[illegible] নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া আবার তিনি উপরে উঠিয়া [illegible]লেন। তাঁহার অবস্থানের নিমিত্ত একটী [illegible]তন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই গৃহেই তি[illegible] প্রবেশ করিলেন। রডিনকে বলিয়াছিলেন, দু[illegible] তিন ঘণ্টার মধ্যেই প্যারিসে যাইবার নিমি[illegible] তিনি প্রস্তুত হইবেন। তন্নিমিত্ত [illegible]িনি আর শয়ন করিলেন না, বস্ত্রগুলি [illegible]কাইয়া লইয়া একখানি চেয়ারের উপর বসিলেন। অতিশয় পরিশ্রান্ত ছিলেন, অগ্নির উত্তাপে বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলেন। যে ঘরে তিনি ঘুমাইলেন, তাহার অতি নিকটেই আহত দাগোবার্টের এবং রোজী-বিলাসীর শয়নঘর।

দাগোবার্টের কুকুরটী সর্ব্বদাই সতর্ক। তত বড় সুরক্ষিত প্রাসাদে চোরের ভয় নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়া রোজী-বিলাসীর শয়নকক্ষের দ্বার হইতে উঠিল। গেব্রিল যেখানে বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছেন, সেই চেয়ারের নিকটে অগ্নি জ্বলিতেছিল, বারিসিক্ত শরীরে[illegible] কুক্কুর সেই অগ্নিকুণ্ডের ধারে গিয়া শয়ন করিল। সম্মুখের পায়ের উপর নাসাপুট রাখিয়া মনের সুখে বিশ্রাম করিতে লাগিল। দাগোবার্টের বৃদ্ধ অশ্বটীকে দুরন্ত পশুক্রীড়কের বাঘে মারিয়াছে, সেই অবধি ঐ কুকুর সর্ব্বদাই তাহাকে স্মরণ করে। অশ্বের সহিত তাহার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ছিল। কতদিন তাহাকে আর দেখিতে পায় না। অশ্বটী শ্বেতবর্ণ ছিল, অনেক শ্বেতবর্ণ অশ্ব তাহার নয়নগোচর হয়, দেখিয়াই তাহার শোক উথলিয়া উঠে, শাদাঘোড়া দেখিলেই কামড়াইয়া ধরে। তাহার প্রিয় অশ্ব যখন জীবিত ছিল, তখন সে কাহাকেও কিছু বলিত না, কোন বর্ণের অশ্বকেই দংশন করিত না; এখন শ্বেতবর্ণ অশ্ব দেখিলেই তাড়া করিয়া কামড়াইতে যায়।

কুকুর ঘুমাইতেছে। হঠাৎ সেই গৃহের একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। অঙ্গুলীর উপর ভর

দিয়া রোজী-বিলাসী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশিল। অল্প অল্প তন্দ্রা হইতে তাহারা জাগিয়া উঠিয়াছিল, কাপড় ছাড়িয়াছিল, দাগোবার্টের জন্য উদ্বিগ্ন হইতেছিল। ইতিমধ্যে ক্যাথারিণ আর একবার আসিয়া তাহাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন, গ্রাম্য ডাক্তার আসিয়া দাগোবার্টকে দেখিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, কোন ভয় নাই, আঘাত গুরুতর নহে। বালিকারা সেই সংবাদে কিছু আশ্বস্ত হইয়াছেন। আর একটীকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহাদের কৌতূহল।

চেয়ারে বসিয়া গেব্রিল ঘুমাইতেছেন। চেয়ারখানা বৃহৎ। তাহার ক্রোড়ে গেব্রিল যেন ডুবিয়া রহিয়াছেন। নিকটে গিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। বালিকারা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রথমেই তাঁহারা দেখিলেন, চেয়ারের পার্শ্বে অগ্নিকুণ্ড-সমীপে তাঁহাদের কুকুরটী শুইয়া আছে তাঁহারা ভাবিলেন, তবে হয় ত দাগোবার্টই এইখানে নিদ্রা যাইতেছেন। পদাঙ্গুলীতে ভর দিয়া তাঁহারা সেই চেয়ারের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। চেয়ারের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিলেন, একটী মনুষ্য। আবার তাঁহারা ভাবিলেন, দাগোবার্ট। তাহার পর যখন ভাল করিয়া দেখিলেন, তখন তাঁহাদের আশ্চর্য্যজ্ঞান হইল। গেব্রিল নিদ্রাভিভূত। দেখিয়াই তাঁহাদের হর্ষ-বিস্ময় একত্র। অগ্রসর হইতেও পারেন না, ফিরিয়া আসিতেও পারেন না। পদশব্দে গেব্রিল পাছে জাগিয়া উঠেন, সেই ভয়।

গেব্রিলের কুঞ্চিত কেশগুলি তখন আর জলাক্ত ছিল না, দিব্য শুষ্ক হইয়া স্কন্ধে ও গ্রীবামূলে কুঞ্চিতভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে। চিরপ্রফুল্ল বদনমণ্ডল তখন পরিম্লান। তিনি যেন কি কুস্বপ্ন দেখিতেছেন, অল্প অল্প ওষ্ঠকম্পনে বালিকারা তাহাই অনুমান করিলেন। দুটী ভগ্নীতে অচঞ্চলে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সেই চিত্তপুত্তলিটীর প্রসন্ন-মূর্ত্তি নির্নিমেষলোচনে দর্শন করিতে লাগিলেন। ভগ্নীকে সম্বোধন করিয়া রোজী চুপি চুপি বলিলেন, "দেখ দেখ, কেমন ঘুমাইতেছেন!" বিলাসীও সেইরূপ চুপি চুপি বলিলেন, "বেশ ত! ইহাই ত ভাল! আমরা যখন জাগিয়া থাকি, ইনি তখন দেখা দেন না; নিদ্রাকালে স্বপ্নে দেখা দেন। এ রূপ আমরা তখন ভাল করিয়া দেখিতে পাই না, এখন বেশ ঘুমাইতেছেন, আমরা এখন ভাল করিয়াই দেখিয়া লইব।"

রোজী। কেমন করিয়া দেখিব? সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিয়াছি, আমাদের মন চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে, দেহ দুর্ব্বল হইয়াছে, নয়নেরও দীপ্তি কমিয়াছে!

বিলাসী।—কমিবে কেন? দেখ দেখ, কি সুন্দর মুখখানি!

রোজী।—ঠিক সেই রকম। স্বপ্নে আমরা যে রকম দেখি, সেই রকম সুপ্রসন্ন পদ্মমুখ।

বিলাসী।—স্বপ্নে ইনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

রোজী।—অঙ্গীকার ত মিথ্যা হয় নাই, সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন। সমুদ্রের বিপদেও ইনিই আমাদিগকে বাঁচাইয়াছেন।

বিলাসী।—এখানে আমরা জাগরিত-নয়নে ইহাঁকে দর্শন করিলাম!

রোজী।—আর সেই—সেই অন্ধকাররাত্রে লিপ্‌জিক নগরের অন্ধকার কারাগারে,—সেখানে আমরা কেমন দেখিয়াছিলাম! সেখানেও জাগ্রত-নয়নে এই মনোহারিণী মধুর মূর্ত্তি আমরা দেখিয়াছিলাম।

বিলাসী।—আবার দেখিলাম! আবার ইনি আমাদিগকে বাঁচাইলেন!

রোজী।—তাহার আর কথা আছে? ইনি

রক্ষা না করিলে সাগরের জলে আমরা মরিয়া তলাইয়া যাইতাম!

বিলাসী।—হাঁ ভাই! ভালকথা! স্বপ্নে কিন্তু ইহাঁর মুখে আলো জ্বলে।

রোজী। —তা জ্বলে। কেন জান? রাত্রে আমরা ধ্যান করিয়া ঐ মুখখানি দেখিব, তাই আলো হয়।

বিলাসী।—এখন কিন্তু এই মুখখানি কিছু ম্লান হয়!

রোজী।—তাহার কারণ আছে। স্বপ্নে ইনি স্বর্গ হইতে আসিতেন, এখন আমাদের পৃথিবীতে হইয়াছেন।

বিলাসী।—আরও দেখ, কপালে একটা রক্তবর্ণ দাগ। এ দাগটা কি তখনও ছিল?

রোজী।—না, তখন ছিল না। থাকিলে নিশ্চয়ই আমরা দেখিতে পাইতাম।

বিলাসী।—আর, হাতের ঐ দাগগুলি? ইহাও ত তখন ছিল না।

রোজী।—তখন ছিল না, এখন হইয়াছে! নূতন আঘাতের চিহ্ন!

বিলাসী।—আঘাত? দেবতার হাতে আঘাত? তাই যদি আঘাত লাগিয়া থাকে, তবে ইনি কিসের দেবকুমার?

রোজী।—কেন?—কুকার্য্যনিবারণে, আমাদের মত অনাথা মেয়েদের প্রাণরক্ষাকরণে হাতে যদি আঘাত পাইয়া থাকেন, তাহা বলিয়া কি দেবকুমারের দেবত্ব থাকিবে না?

বিলাসী।—ঠিক কথা! অসহায়কে রক্ষা করিতে রক্ষাকর্তার যদি কোন বিপদ না হয়, তাহা হইলে মহত্ত্ব কিছু কম দেখায়

রোজী।—আহা! এখনও ইনি চক্ষু মেলিয়া চাহিতেছেন না কেন?

বিলাসী।—আমাদের জননীর স্বর্গীয় কথা বলিতেছেন না কেন?

রোজী।—আমরা নির্জ্জনে ছিলাম না, সেই জন্যই বলিতে পারেন নাই।

বিলাসী।—এখন ত নির্জ্জন।

রোজী।—ইহাঁকে কথা কহাইবার জন্য যদি আমরা প্রার্থনা করি, তাহা হইলে হয়।

দুই ভগ্নী পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিলেন। তাঁহাদের বদন সহসা আলোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণবসনাবৃত বক্ষঃস্থল অল্প অল্প কাঁপিল। বিলাসী বলিলেন, "ঠিক কথা! এসো, আমরা জানু পাতিয়া বসি। এসো, আমরা প্রার্থনা করি।"

যুগল-সহোদরা সেই চেয়ারের নিম্নভাগে জানু পাতিয়া বসিলেন;—একটী দক্ষিণে, একটী বামে। করপুটে কাতরস্বরে উভয়েই এককালে কহিলেন, "গেব্রিল! গেব্রিল! কথা কও! মা কেমন আছেন, বল! মা তোমাকে কি বলিয়া দিয়াছেন, বল!"

প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মিশনরী গেব্রিল একবার অঙ্গসঞ্চালন করিলেন। নেত্রদ্বয় অর্দ্ধ-উন্মীলিত হইল। তখনও তন্দ্রাঘোর। অর্দ্ধ নিদ্রা, অর্দ্ধ জাগরণ। সেইভাবে অর্দ্ধ-নিমীলিত-নয়নে তিনি দেখিলেন, সম্মুখে দুখানি পদ্মমুখ। সেইভাবে তিনি শুনিলেন, দুটী সুন্দরী বালিকার মধুমাখা কোমল কণ্ঠস্বর। সেই স্বর তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া ধীরে পুরোহিত কহিলেন, "কে আমাকে ডাকে?"

রোজী-বিলাসী এককালে সমস্বরে উত্তর করিলেন, "দুঃখিনী রোজী আর বিলাসী।"

গেব্রিল উঠিয়া বসিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, যে দুটী অনাথা বালিকাকে তিনি সমুদ্রগর্ভ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহারাই সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছে। মধুর-স্বরে গেব্রিল কহিলেন, "উত্থান কর! ভগিনি!

উত্থান কর! আমার কাছে জানু পাতিয়া বসিয়াছ কেন? কেবল সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকটেই জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিতে হয়।”

বালিকারা তখনই হাতধরাধরি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাস্য করিয়া গেব্রিল কহিলেন, “তোমরা আমার নামটী জান?”

রোজী-বিলাসী।—ঐ মধুর নাম আমরা জন্মে ভুলিব না।

গেব্রিল।—কাহার মুখে শুনিয়াছ?

রোজী-বিলাসী। তোমার মুখে।

গেব্রিল।—আমার মুখে?

রোজী-বিলাসী।—হাঁ গো! সেই যে, স্বপ্নে! যখন তুমি আমাদের জননীর নিকট হইতে আসিতে।

গেব্রিল।—আমি?—আমি তোমাদের জননীর নিকট হইতে আসিতাম? তোমাদের ভ্রম হইতেছে। জন্মেও আমি কখনও তোমাদিগকে দেখি নাই। আজ সবে সেই জাহাজে প্রথম দেখিলাম।

রোজী। প্রথম? কেন, স্বপ্নে কতবার দেখা দিয়াছ!

বিলাসী।—তোমার মনে নাই? সেই সকল স্বপ্নে?—সে সব কি তোমার মনে পড়ে না? তিনমাস হইল, জর্ম্মণীতে দেখা দিয়াছিলে! দেখ দেখি, ভাল করিয়া আমাদের মুখ!

বালিকাদের সরলতা দেখিয়া গেব্রিল আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মৃদু হাসিয়া কহিলেন, “স্বপ্নে তোমরা আমাকে দেখিয়াছ?”

রোজী।—হাঁ গো! স্বপ্নে—স্বপ্নে! স্বপ্নে তুমি আমাদের কতই সদুপদেশ দিয়াছ।

বিলাসী।—যখন আমরা লিপ্‌জিকের কারাগারে কাঁদিতেছিলাম, তখন তুমি দর্শন দিয়া কতই সাহস দিয়াছিলে, কতই প্রবোধ দিয়াছিলে, কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। সেই অন্ধকার রাত্রে তখন আমরা তোমারে ভাল দেখিতে পাই নাই; আজ বেশ দেখিয়াছি!

রোজী।—আরও একটী কথা মনে কর! আমাদের সেই প্রাচীন অভিভাবক, রাজা নেপোলিয়নের সেই সৈনিক বীরপুরুষ, আমাদের দুটীকে যিনি প্রাণের সঙ্গে ভালবাসেন, তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য আমরা তোমারে কতই মিনতি করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাহা কি তোমার মনে পড়ে না?

বিলাসী।—পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতায় সেই বৃদ্ধ বীরপুরুষের বিশ্বাস নাই। কিন্তু আমাদের কথায় তোমার উপর তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সমুদ্রে যখন আজ ঝড় হয়, তখন আমরা কেবল তোমারেই ডাকিয়াছিলাম। তুমি আসিবে, আমাদের রক্ষা করিবে, সেই বিশ্বাসে আমরা কিছুমাত্র ভয় পাই নাই।

গেব্রিল।—সত্য ভগিনি! তোমাদের রক্ষার জন্যই পরমেশ্বর আজ আমারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি মার্কিণদেশ হইতে আসিতেছিলাম। আজ আমি তোমাদের রক্ষা করিয়াছি, এ কথা সত্য, কিন্তু লিপ্‌জিকে আমি কখনও যাই নাই; কোন কারাগার হইতে তোমাদিগকে উদ্ধারও করি নাই। কাহাকে দেখিয়া তোমরা আমাকে মনে করিয়াছিলে?

রোজী-বিলাসী।—তোমার মত একটী দেবকুমারকে দেখিয়া। স্বপ্নে তিনি দেখা দেন, স্বর্গ হইতে মা তাঁহাকে প্রেরণ করেন।

গেব্রিল।—স্বর্গ হইতে? তোমাদের মা? সে কি কথা? আমি সামান্য মনুষ্য, সামান্য একজন পুরোহিত। যে দেবকুমারের কথা তোমরা বলিতেছ, স্বপ্নে যাঁহাকে তোমরা দেখিয়াছ, আমার চেহারা হয় ত কতকটা তাঁহার মত হইতে পারে, কিন্তু সে আমি নই। মনুষ্যনেত্রে দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না।

পরস্পর মুখের দিকে চাহিয়া ভগিনীরা কহিলেন, "মনুষ্যনেত্রে দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না? তবে আমরা কি দেখিতাম? তবে হয় ত সেটী স্বর্গীয় দেবদূত!"

বালিকাদের হস্তধারণপূর্ব্বক সস্নেহবচনে গেব্রিল কহিলেন, "দেবকুমার অথবা দেবদূত, যাহাই বল, তাহা তোমাদের মনেই থাকুক; আমি তাহা নই। আমি পৃথিবীর নশ্বর মনুষ্য, আজ আমি তোমাদিগকে সমুদ্র হইতে রক্ষা করিয়াছি। স্বপ্নের কথা স্বতন্ত্র। স্বপ্ন শূন্য হইতে আইসে। ঘুমের ঘোরে জননীকে তোমাদের মনে পড়ে, সেই সময়েই স্বপ্ন হয়। তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহ; তোমাদের পরমভাগ্য।"

এই সময় গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, দাগোবার্ট প্রবেশ করিলেন। বালিকারা এতক্ষণ দেবদর্শনের অপূর্ব্ব আনন্দে একটী আসলকথা ভুলিয়াছিলেন, দাগোবার্টকে দেখিয়া এখন তাঁহাদের মনে পড়িল। দাগোবার্টের পত্নী একটী অনাথশিশুকে প্রতিপালন করিয়াছেন, পালিতপুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই পুত্রের নাম গেব্রিল। সেই পুত্র এখন মার্কিণদেশের মিশনরী পুরোহিত। এখন তাঁহারা নিশ্চয় বুঝিলেন, এই গৃহের গেব্রিল সেই মিশনরী গেব্রিল। দাগোবার্টের ধর্ম্মপত্নীর পরম প্রিয়তম ধর্ম্মশীল পালিতপুত্র।

দাগোবার্ট প্রবেশ করিলেন। কপালের বামদিকে কৃষ্ণবর্ণের একটা পটীবাঁধা। একটী চক্ষের অর্দ্ধাংশপর্য্যন্ত ঢাকিয়া পড়িয়াছে। সেই কৃষ্ণাবরণে করাল বীরবদন অধিকতর ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে। একজন অপরিচিত লোক সেই গৃহে রোজীবিলাসীর হস্তধারণ করিয়া আদর করিতেছেন, ইহা দেখিয়াই তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বিস্ময়ের সঙ্গে ক্রোধ। চাহিয়া চাহিয়া চমকিয়া ক্রোধে যেন তিনি ফুলিতে লাগিলেন। রোজী-বিলাসী এতক্ষণ গেব্রিলকে দেখিতেছিলেন, এখন দাগোবার্টকে দেখিয়া তাঁহার কাছেই ছুটিয়া আসিলেন; কোলে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দাগোবার্টের ক্রোধমূর্ত্তি একটু যেন শান্ত বোধ হইল। অন্যকথা কহিবার অগ্রে বালিকাদের হাত ধরিয়া ঘরের অন্য একধারে তিনি সরাইয়া লইয়া গেলেন।

কটাক্ষ আছে গেব্রিলের দিকে। অথচ সস্নেহনয়নে বালিকাদের বদন নিরীক্ষণ করিয়া সক্রোধভাব সম্বরণপূর্ব্বক দাগোবার্ট চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের হাত ধরিয়া রহিয়াছিল, ঐ লোকটা কে?"

রোজী।—উনি না থাকিলে তুমি আর আমাদিগকে দেখিতে পাইতে না। উনিই আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

বিলাসী।—উনি আমাদের সেই দেবকুমার। আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আরও একজনকে হাত ধরিয়া পাহাড়ে তুলিতেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তুলিতে সমর্থ হন নাই।

দাগোবার্ট আবার গেব্রিলের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বালিকাদুটীকে কহিলেন, "ঐ লোক তোমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছে, ঐ লোক তবে তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনে নাই কেন?"

রোজী।—কোথায় আমরা আসিব, কোথায় আমরা থাকিব, উনি হয় ত তাহা জানিতেন না।

বিলাসী।—আমাদের গেব্রিল পদে পদেই আমাদিগকে বাঁচাইতেছেন; নিজেও সমুদ্রে ডুবিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন।

সবিস্ময়ে দাগোবার্ট কহিলেন, "গেব্রিল! উঁহার নাম গেব্রিল?"—দুইবার কেবল ঐ নামটীমাত্র উচ্চারণ করিয়া দাগোবার্ট দ্রুতপদে

গেব্রিলের নিকট উপস্থিত হইলেন। মনে তখন তাঁহার দুইপ্রকার ভাবের উদয় হইল। তাঁহার পত্নী যে একটী অনাথ বালককে প্রতিপালন করিয়াছেন, হঠাৎ মনে পড়িল, তাহারও নাম গেব্রিল। সমুদ্রজলে দাগোবার্ট যখন হাবুডুবু খাইতেছিলেন, সেই সময় গেব্রিল তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক চড়ায় তুলিবার চেষ্টা করেন। গেব্রিলের অবয়ব কিরূপ, তখন তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই। কার্দোবিলী-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া বালিকাদুটীকে তিনি যখন কোলে লইবার জন্য হস্ত বিস্তার করেন, তখন হঠাৎ মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন, তখনও গেব্রিলেকে দেখিতে পান নাই। এখন সম্মুখে দেখিতেছেন। পটীর বসনে নয়ন আবৃত, গৃহের আলোকটীও নিভ্রান্ত, পূর্ণ অবয়ব এখনও তাঁহার নয়নগোচর হইতেছে না। তথাপি কোমলকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া গেব্রিলকে তিনি কহিলেন, "চিরজীবনের জন্য তোমার কাছে আমি ঋণী রহিলাম। তুমি আমার এই বালিকাদুটীর প্রাণরক্ষা করিয়াছ; আমারও প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে। পরমেশ্বর তোমাকে চিরজীবী করিয়া রাখুন্। তোমাকে এখানে দর্শন করিয়া আমি আপনাকে ধন্য মানিতেছি। প্রিয় বিদেশি! তুমি কে?"

গেব্রিল।— আমার নাম গেব্রিল।

দাগো।—গেব্রিল? তোমার নাম গেব্রিল? তুমি একজন পুরোহিত?

গেব্রিল।— হাঁ মহাশয়! আমি গেব্রিল। মার্কিণদেশে আমি পুরোহিত ছিলাম।

দাগো।—(সকৌতূহলে) কোথায় কাহার নিকটে তুমি প্রতিপালিত হইয়াছ?

গেব্রিল।—একটী ধর্ম্মশীলা রমণী আমারে মানুষ করিয়াছেন। আমি তাঁহারে জননীর তুল্য সম্মান করি। তাঁহার ন্যায় স্নেহময়ী জননী প্রায়ই আমার নয়নগোচর হয় না। মাতা-পিতা আমি জানি না, পরিত্যক্ত অনাথ অবস্থায় আমি পথে পড়িয়া ছিলাম, তিনিই স্নেহবশে দয়া করিয়া আমারে আপন গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় লালনপালন করিয়াছেন।

দাগো।—(কম্পিতকণ্ঠে) একটী দয়াবতী স্ত্রীলোক? সেই দয়াবতী স্ত্রীলোকের নাম কি? ফ্রান্‌সিস্ বাদোইন?

গেব্রিল।—হাঁ মহাশয়! ঐ নাম তাঁহার। কিন্তু আপনি কিরূপে জানিলেন?

দাগো।—সেই স্ত্রীলোকটী কি কোন সৈনিকপুরুষের পত্নী?

গেব্রিল।—হাঁ মহাশয়! মহাসাহসী সৈনিকপুরুষ। অতুল প্রভুভক্তির বশম্বদ হইয়া সেই সৈনিকপুরুষ আজিও বিদেশে বনবাসে দিনযাপন করিতেছেন। স্ত্রীর মুখ দেখিতে পান না, পুত্রের মুখ দেখিতে পান না, বিনা দোষে নির্ব্বাসিতের ন্যায় অতি কষ্টেই তাঁহার দিন যাইতেছে। তাঁহার পুত্রটীকে আমি প্রিয়তম সহোদরতুল্য ভালবা—

দাগো।—আমার এগ্রিকোলা! আমার প্রাণাধিকা পত্নী! কতদিন তুমি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছ?

গেব্রিল।—(সবিস্ময়ে) আপনি? আপনিই কি এগ্রিকোলার পিতা? ওঃ! কিছুই আমি জানিতাম না। আজ আমার কি শুভদিন! পরমেশ্বর আজ আমার ভাগ্যে কি শুভদিন মিলাইয়া দিলেন! অহো! আপনিই এগ্রিকোলার পিতা?

দাগো।—(কম্পিতস্বরে) আমার পত্নী! আমার পুত্র! তাহারা কেমন আছে? তুমি তাহাদের সমাচার পাইয়াছ?

গেব্রিল।—তিনমাস পূর্ব্বে পত্র পাইয়াছি। তাঁহারা ভাল আছেন।

দাগোবার্ট আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, শরীর যেন অবসন্ন হইয়া আসিল, কাঁপিয়া কাঁপিয়া তিনি একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। গেব্রিলের সহিত তাঁহার কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বালিকারা যেন হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ইতাগ্রে পিতার পত্রাংশ পাঠ করিয়া তাঁহারা জানিয়াছিলেন, দাগোবার্টের [illegible] একটা পোষ্যপুত্র লইয়াছেন, সেই পুত্রের নাম গেব্রিল। কথাটী স্মরণ হওয়াতেই [illegible]মারী রোজী আহ্লাদে করতালি দিয়া বলিলেন, "দাগোবার্ট! আমাদের গেব্রিল আর তোমাদের গেব্রিল ঠিক এক!"

দাগো।—হাঁ বৎসে! আমাদের হইলেই তোমাদের হইল। আমাদের গেব্রিল তোমাদের প্রতি স্নেহ করিবেন, ইহা ঈশ্বরের উপদেশ।

গেব্রিল। (দাগোবার্টের প্রতি) আপনি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, মাতা এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন কি?

দাগো।—পাঁচমাস হইল, তাঁহাকে আমি পত্র লিখিয়াছি। সে পত্রে আমি লিখিয়াছিলাম, একাকী আসিতেছি। বালিকারা আমার সঙ্গে আছে, তাহা আমি লিখি নাই। কেন লিখি নাই, তাহা তুমি ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে। হাঁ, ব্রিসিমির্চ পল্লীতেই কি আজিও তিনি অবস্থান করিতেছেন? আমার এগ্রিকোলা সেই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

গেব্রিল। হাঁ মহাশয়! সেই পল্লীর সেই বাড়ীতেই আজিও তিনি বাস করিতেছেন।

দাগো।—তবে আমার পত্র অবশ্যই পাইয়াছেন। লিপ্‌জিকের কারাগার হইতে তাঁহাকে আর একখানি পত্র লিখিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু পারি নাই।

গেব্রিল।—কারাগার? আপনি কি তবে কারাগার হইতে [illegible] হইয়া আসিয়াছেন?

দাগো।—হাঁ বৎস! সরাসর জর্ম্মণী হইতেই আমরা আসিতেছি। লিপ্‌জিকের কারাগারে আজিও আবদ্ধ থাকিতে হইত, একটা উপদেবতা আমাদের উদ্ধারসাধন করিয়াছে। উপদেবতারা প্রায়ই মন্দ হয়, ইহাই লোকে বলে; কিন্তু সেটা খুব ভাল।

গেব্রিল।—উপদেবতা কিরূপ? আপনার কথা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না, স্পষ্ট করিয়া বলুন।

দাগো।—আমি পারিব না। এই বালিকারাই ভাল জানে। ইহারাই মধ্যে মধ্যে তাহাকে স্বপ্নে দেখে, আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু ইহারাই বলিয়াছে, সেই উপদেবতাই আমাদিগকে উদ্ধার করিল। আমি ইহাদিগকে বলিতাম, "তোমাদের উপদেবতা অপেক্ষা আমার কুকুরটাই অতি উত্তম রক্ষাকর্ত্তা।" সত্য বলিতেছি, যে রাত্রে—

হঠাৎ একটা কর্কশস্বর শ্রবণ করিয়া গেব্রিল চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহারা চারিজনেই সচকিতে মুখ ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিলেন। সতর্ক সাইবিরীয় কুকুর ঘেউ ঘেউ রবে ডাকিয়া উঠিল। সেই কর্কশস্বর বলিল, "গেব্রিল! আমি তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছি।"

যাহার সেই কর্কশস্বর, সেই লোকটাই রডিন। গৃহের দ্বারদেশে রডিন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থির, কিন্তু নেত্র যেন বিষোজ্জ্বল—চঞ্চল। দাগোবার্টের প্রতি আর সেই ভগিনী-দুটীর প্রতি রডিন তখন তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

রডিনের মুখখানা অত্যন্ত কদাকার। সে মুখ দেখিয়া কেহই তাঁহাকে সৎলোক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন না। সবিস্ময়ে গেব্রিলকে সম্বোধন করিয়া দাগোবার্ট [illegible]

করিলেন, "ও লোকটা কে? কি অভিসন্ধিতে আসিয়াছে? এ বিপদসময়েও আবার কি অপকার করিতে চায়?"

গেব্রিল।—আমি উহার সহিত যাইব।

দাগো।—সে কি? এখনই তুমি চলিয়া যাইবে? এইমাত্র সবে দেখা হইল, কত কথা আমার বলিবার আছে, কত কথা আমার শুনিবার আছে, এখনিই তুমি চলিয়া যাইবে? যেয়ো না, উহাকে বিদায় করিয়া দাও, আমরা চারিজনে একসঙ্গে যাত্রা করিব।

গেব্রিল।—তাহা আমি পারিব না। ও ব্যক্তি আমার উপরওয়ালা, উহার আদেশ আমারে পালন করিতে হয়।

দাগো।—উপরওয়ালা? সে কি? ও লোকটাও কি পাদরী না কি? কৈ?—উহার ত পাদরীর মত পোযাক নয়?

গেব্রিল।—পাদরীর পোষাক পরিতে উহার অধিকার নাই।

দাগো।—তবে উহার কিছুতেই অধিকার নাই। আমিই উহাকে তাড়াইয়া দিই।

গেব্রিল।—ক্ষমা করুন, তাহা হইতে পারে না; থাকিবার হইলে অবশ্যই আমি থাকিতাম। আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম আমি ভাল জানি। নিজের ইচ্ছানুসারে আমি কার্য্য করিতে পারি না। এখন আমি বিদায় হই, আপনি পারিসে উপস্থিত হইবামাত্র তথায় আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব; স্নেহবতী মাতাকেও দেখিব, এঞ্জোলাকেও আলিঙ্গন করিব।

দাগো।—আচ্ছা, তবে তাহাই ভাল। একবালে আমি একজন সৈনিক ছিলাম, অধীনতার যে কি কষ্ট, তাহা আমি ভাল জানি। তুমি এখন অপরের অধীন, আমার অনুরোধে থাকিতে পার না, ইহাও বুঝিলাম। আচ্ছা, আগামী পরশ্ব ব্রিসিমিটি পল্লীতে তোমার সহিত আমরা মিলিত হইব। আগামী কল্য রজনীতেই আমরা পারিসে পৌঁছিব, এইরূপ কল্পনা আছে। একটা দিন শীঘ্রই চলিয়া যাইবে।

গেব্রিল।—(অভিবাদনপূর্ব্বক) তবে এখন আমি বিদায় হইলাম।

রোজী-বিলাসী।—(সজলনয়নে) বিদায় গেব্রিল! বিদায়! আজিকার মত বিদায়।

রডিনের সহিত মিশনরী গেব্রিল সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। ইতিপূর্ব্বে দাগোবার্টের সহিত গেব্রিলের যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহার একটী কথাও গুপ্তশ্রোতা রডিনের কর্ণে অপ্রবিষ্ট ছিল না।

* * * * *

দাগোবার্টের ললাটদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সকরুণস্বরে রোজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আঘাতটা কি বড়ই গুরুতর হইয়াছে?" বিলাসী প্রশ্ন করিলেন, "এখনও কি অত্যন্ত বেদনা?"

দাগোবার্ট উত্তর করিলেন, "ওটা কিছুই নয়, সামান্য একটা আঁচড় মাত্র। গ্রামের ডাক্তার সরফরাজী করিয়া পটী বাঁধিয়া দিয়াছে। কি আপদ! পটীটা আমি খুলিয়া ফেলি!"

পটীটা ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য দাগোবার্ট সচঞ্চলে ললাটের নিকটে হস্ত উত্তোলন করিলেন, রোজি-বিলাসী ব্যগ্রভাবে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বাধা দিয়া কহিলেন, "কি কর? সকল কার্য্যেই তুমি অধীর হও। ডাক্তারে বাঁধিয়া দিয়াছে, খুলিও না; উপকার হইবে। যেখানকার পটী, সেইখানেই থাকুক্।"

হাস্য করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "তোমাদের ইচ্ছার উপর কথা কহিতে আমার বড় কষ্ট হয়। পটীটা থাকুক্, তোমাদের যদি এইরূপ ইচ্ছা হয়, তবে থাকুক্।"

* * * * * *

দুই ঘণ্টা পরে রোজী-বিলাসীকে সঙ্গে

লইয়া বীরবর দাগোবার্ট কার্দ্দোবিলী প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন, পারিসে যাত্রা করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট জাহাজে আরোহণ করিলেন। রাজকুমার জালমা তখনও শয্যাগত। তাঁহার উঠিবার সামর্থ্য ছিল না, তিনি সেই প্রাসাদমধ্যেই রহিলেন। ধূর্ত্ত ফাঁসুড়ে ফিরিঙ্গী জাল্‌মাকে স্বদেশবাসী বলিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল, বন্ধুত্বের বন্ধনেই বাধ্য হইয়া সে লোকটাও সেইখানে রহিল। দাগোবার্ট কিছুই জানিলেন না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দাগোবার্টের পত্নী।

জলমগ্ন জাহাজের কয়েকটী জীবিত আরোহী যেদিন কার্দ্দোবিলী-প্রাসাদে আশ্রয় প্রাপ্ত হন, তাহার পরদিন পারিসের ব্রিসিমিচি পল্লীতে আর এক প্রকার ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল। ব্রিসিমিচি পল্লীর একদিকে সেণ্ট মেরী বর্ম্ম, অন্য একদিকে ধর্ম্মশালার নিকটবর্ত্তী একটী দীঘী। সেই দীঘির দিকের রাস্তায় একখানা বাড়ী। উচ্চ উচ্চ মাটীর প্রাচীর, অনেক উচ্চ, অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ করে না, আলোও যায় না।

রাত্রি আসিল। রাজপথের লণ্ঠনে অল্লোজ্জ্বল আরক্ত আলোকরশ্মি দীপ্তি পাইতেছে। দূরে দূরে মানুষ চলিলে স্পষ্ট দেখা যায় না। সেই সময় সেই প্রকাণ্ড প্রাচীরের এক কোণে দুটী লোক আসিয়া দাঁড়াইল; কথা কহিতে লাগিল। একজন বলিল, "সমস্তই এখন তুমি বুঝিতে পারিয়াছ? এই রাস্তায় তুমি চৌকী থাক। তাহারা আসিয়া ৫নং বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র সংবাদ দিও।"

দ্বিতীয়।—আচ্ছা, যতক্ষণ তাহারা না আইসে, ততক্ষণ আমি লুকাইয়া লুকাইয়া এইখানে চৌকী দিব।

প্রথম।—যখন দেখিবে, তাহারা প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ তুমি ফ্রান্সিস্ বাদোইনের গৃহমধ্যে চালয়া যাইবে। কারখানাবাড়ীর সেই কুব্জা স্ত্রীলোক কোথায় থাকে, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছল করিও। সেই কুব্জা সেই মাতালী রাণীর সহচরী ভগ্নী।

দ্বিতীয়।—হাঁ, কোথায় সে থাকে, তাহার ঠিকানা জানিয়া লইবার চেষ্টা করিও। মনে রাখিও, বিশেষ দরকার। তাদৃশী নারীজাতি আকাশের পক্ষীজাতির ন্যায় ঘন ঘন বাসা বদল করে। কেহই আর তাহাদিগকে খুঁজিয়া পায় না। আমরাও ঠকিয়া গিয়াছি!

প্রথম।—তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কুব্জার দ্বারা সমস্ত খবর আমি লইব। তাহার ভগ্নী কোথায় ঘুরিতেছে, তাহাও জানিব।

দ্বিতীয়।—আমিও তোমার কলে ধোঁয়া দিব। দীঘির ধারে যে সরাই আছে, তোমার অপেক্ষায় সেইখানে আমি বসিয়া থাকিব। তুমি ফিরিয়া আসিলে সেইখানে দুজনে আমরা একসঙ্গে মদ খাইব।

প্রথম।—আহা! বেশ বেশ বেশ! আজ রাত্রে ভারী শীত!

দ্বিতীয়।—বলিও না, বলিও না, শীতের কথা আর কিছু বলিও না! আজ সকালে আমি একখানা চেয়ারে বসিয়া শীতের চোটে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিলাম!

প্রথম।—রাত্রে আর জমাট হইতে হইবে না! সুপবিত্র উষ্ণ সরাপ আমাদিগকে গরম করিয়া তুলিবে!

এইরূপ বন্দোবস্তের পর দুইজনে দুই দিকে চলিয়া গেল। একজন গেল দীঘির দিকে, আর একজন গেল রাস্তার অপর প্রান্তে। যেখান হইতে সেণ্টমেরী ষ্ট্রীট পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় লোক সেই মোড়ে গিয়া দাঁড়াইল। যে বাড়ীখানা তাহার প্রয়োজন, নম্বর দেখিয়া সেইখানা স্থির করিল। দেখিতে খুব লম্বা, কিন্তু ওসার কম। বহুকালের পুরাতন, ঠাঁই ঠাঁই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বৃষ্টির জলধারার ভিতরে বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ দাগ ধরিয়াছে, অত্যন্ত বিশ্রী। সেই রাস্তার সমস্ত বাড়ীই প্রায় ঐ রকম জীর্ণ-শীর্ণ। গরীবলোকেরাই ঐ সকল বাড়ীতে বাস করে। প্রহরী লোকটা পাঁচ নম্বর বাড়ীর সম্মুখভাগে প্রচ্ছন্ন হইয়া পায়চারী করিতে আরম্ভ করিল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে ঘোর অন্ধকারে প্রথমতঃ কিছুই দেখা যায় না। ক্রমে ক্রমে একটু একটু আলো অনুভব হয়। দোতলার উপর সিঁড়ির চাতালে এক আটি খড় পড়িয়া আছে। গৃহমধ্যে যাহারা প্রবেশ করে, সেই খড়ের আটীতে তাহারা পা মুছিয়া যায়। খড়গুলা পচিয়া গিয়াছে। বাতাস পায় না, আলো পায় না, রৌদ্রের উত্তাপ পায় না, তাহা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। সিঁড়িতে উঠিবার দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র আছে। সেই সকল ক্ষুদ্র ছিদ্র পথে অল্প অল্প আলো যায়।

পল্লীটাতে কিন্তু অনেক লোকের বাস। অধিকাংশই শ্রমজীবী। নীচের তলায় এক-জন রঙরাজ থাকে। তাহার রঙের গামলায় নানাবর্ণের পচাজল। তাহার দুর্গন্ধে সমস্ত বাড়ীর বায়ু বিষাক্ত। চৌতালার উপর দাগোবার্টের পত্নী ফ্রান্‌সিস বাদোইন বাসা করিয়া আছেন। একটী কামরা; আর একটী ভাণ্ডার, রন্ধনগৃহ। শয়নগৃহে একটী বাতী জ্বলিতেছে।

দেয়ালের ফাটলে ফাটলে পুরাতন কাগজ ঝুলিতেছে। গবাক্ষে গবাক্ষে ছেঁড়াকাপড়ের পর্দ্দা। ঘরের মেজে পালিশ করা নয়, কিন্তু নিত্য ধৌত করা হয়, মোটা মোটা ইট বাহির হওয়া রহিয়াছে। একধারে একটা লোহার উনান। একধারে একটা কাঠের টেবিল, তাহার উপর লৌহতারনির্ম্মিত সুবিচিত্র একখানি নকলগৃহ। ছবি বলিলেই হয়। সেই ছবিখানি এগ্রিকোলা স্বয়ং চিত্র করিয়াছেন। অপরাপর গৃহে অনেক কারীকরলোক বাস করে। নানাপ্রকার কারবার চালায়।

এগ্রিকোলার মাতার গৃহের শয্যা দিব্য পরিষ্কার। দেয়ালে নানা প্রকার প্রতিমা আঁকা। ফ্রান্‌সিস্ বাদোইন ঐ সকল ছবি বড় ভাল বাসেন, তন্নিমিত্ত ভগ্ন গৃহের দেয়ালেও ছবিগুলি ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। উনানের নিকটে এগ্রিকোলার জননী উপবিষ্ট হইয়া পুত্রের জন্য রন্ধন করিতেছেন।

দাগোবার্টের পত্নীর বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত তিনি একখানি শাদা রুমাল বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। মুখখানি অত্যন্ত ম্লান। সেই ম্লানমুখে সহিষ্ণুতা ও দয়ার আভা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী দয়াবতী রমণী পারিসনগরে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্য উপায় নাই, কেবল দৈনিক পরিশ্রমে সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক তিনি সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। সামান্য উপার্জ্জনে তাঁহার নিজের ভরণপোষণ চলে, তাহা হইতেই

পুত্রটীকে এবং পোষ্যপুত্রটীকে তিনি স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করিয়াছেন। যৌবনে তিনি দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করিতেন, বৃদ্ধাবস্থায় অধিক শ্রম করিতে পারিবেন না, ইহা তিনি জানিতেন। ক্রমাগত দ্বাদশ বর্ষকাল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন; রাত্রিকালেও নিদ্রা যান নাই। তত পরিশ্রমেও প্রতিদিন তাঁহার দুই সিলিঙের অধিক আয় হইত না। ভরণপোষণ ব্যতীত সেই আয় [illegible] পুত্রের ও পালিতপুত্রের বিদ্যাশিক্ষার [illegible] তিনি স্বচ্ছন্দে নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

সেই দ্বাদশ বৎসরের পর তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। আর তিনি পরিশ্রম করিতে পারেন না! গরীবলোকের পুত্রেরা যে প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এগ্রিকোলা এবং গেব্রিল তাঁহাদের মাতার যত্নে সেইরূপ শিক্ষাই লাভ করিয়াছেন। এ [illegible] সময় প্রসিদ্ধ কারখানাওয়ালা ফ্রানসিস্ হার্ডি [illegible] রা প্রকাশ করিয়া এগ্রি-কোলাকে আপ [illegible] কারখানায় শিক্ষানবীশ গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] ল ধর্ম্মশালার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে [illegible] স্বত হইয়াছিলেন। রডিন তাঁহার প্রধান [illegible] ন্ধ। এগ্রিকোলার জননীর গুরুদেবের সহিত রডিনের বিস্তর পত্রাদি লেখা-লেখি হইয়াছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রডিন সর্ব্বদা সেই আদৃত পাদরীসাহেবকে নানাবিষয়ক পত্রাদি লিখিতেন।

সচরাচর স্ত্রীজাতির ধর্ম্মানুরাগ কিছু বেশী হয়। এগ্রিকোলার জননী তাঁহার গুরুদেবের সমস্ত উপদেশ [illegible] বিচারে পালন করিতেন। কেহই তাঁহাকে [illegible] আজ্ঞা অবহেলনে বাধ্য করিতে পারিত না। ভালমন্দ কার্য্য লইয়া যখন তর্ক উঠিত বিপক্ষপক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া—বিতণ্ডা করিয়া, তিনি আপনার মত বজায় রাখিতেন। রডিনের চক্রে তাঁহার গুরু ঘুরিতেছেন, ইহা তিনি জানিতেন না, বুঝিতেন না, মানিতেন না; কাজে কাজে গুরূপদেশে কতকগুলি কুকার্য্যেও তিনি সহায়তা করিতে ইতস্তত করেন নাই।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে এগ্রিকোলার জননীর শরীর যেমন ভগ্ন হয়, দৃষ্টিশক্তিও সেইরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। দিবসে দুই তিন ঘণ্টার অধিক-কাল তিনি পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। অবশিষ্ট সময় কেবল ভজনালয়ের কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন।

দয়াবতী জননী রন্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া পুত্রের আহারের আয়োজন করিয়া রাখিলেন। একটী পেয়ালা, একটী কাঁটা, একটী চামচ, একখানি ছুরী, আর একখানি প্লেট। এইগুলিমাত্র তাঁহার নিজের বিবাহের যৌতুক আস্‌বাব। বিবাহের সময় দাগোবার্ট এইগুলি দিয়াছিলেন। বড় দুঃখের সময়,—শারীরিক পীড়ার সময়, সেইগুলি তাবাদ পোদ্দারের দোকানে বন্ধক দিতে হইত! দুঃখিনী তখন মর্ম্মান্তিক দুঃখে ক্রন্দন করিতেন। সেই সকল আস্‌বাবে এগ্রিকোলার আহার্য্য-সামগ্রী রক্ষিত হইল।

আহারের কিছু বিলম্ব আছে, এমন সময় গৃহদ্বারে ধীরে ধীরে কে আঘাত করিল। গৃহিণী কহিলেন, "দ্বার অবরুদ্ধ নাই, প্রবেশ কর। একটী যুবতী প্রবেশ করিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাণী মাতালীর ভগিনী।

একটী যুবতী প্রবেশ করিল। খর্ব্বাকার, বিকলাঙ্গী, বয়স অনুমান অষ্টাদশবর্ষ। প্রকৃতপক্ষে তাহাকে কুব্জা বলা যায় না, কিন্তু তাহার বক্ষঃস্থল নত হইয়া পড়িয়াছে, পৃষ্ঠাস্থিও বক্র, মস্তকটী স্কন্ধের উপর সংলগ্ন। মুখ বিষণ্ণ, কৃশ, তাহার উপর বসন্তের দাগ। নয়নযুগলে দয়ামমতা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, তীক্ষবুদ্ধিরও পরিচয় হইতেছে। চুলগুলি অতি চমৎকার। বড় বড় সুন্দরীরও যেরূপ চুল নাই, এই কুব্জাসুন্দরীর সেইরূপ সুন্দর চুল। মস্তকের পশ্চাৎভাগে একখানা মোটা জাল দিয়া খোঁপা বাঁধা। হস্তে একটা পুরাতন ঝুড়ী।

এই মেয়েটীর কি নাম, তাহা সকলে ঠিক করিয়া বলিত না, বিকলাঙ্গী দেখিয়া অনেকেই তাহাকে পরিহাস করিয়া "বঙ্ক মা" বলিয়া ডাকিত। অনেকেই তাহাকে ঘৃণা করিত। এগ্রিকোলা আর এগ্রিকোলার জননী তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এগ্রিকোলার জননী যে বাড়ীতে রহিয়াছেন, সেই বাড়ীতেই উহার জন্ম হইয়াছে। এগ্রিকোলা এবং গেব্রিলের সঙ্গেই ঐ মেয়েটী প্রতিপালিত হইয়াছে। তাহার একটী ভগ্নী পরমসুন্দরী। তাহাদের জননী পেরিণী সলিভা সেই সুন্দরী কন্যাটীকেই অধিক ভালবাসিতেন এই কুব্জাকে ঘৃণা করিতেন। একজন দেউলিয়া সওদাগর তাহাদের পিতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পেরিণী সলিভা ঐ দুটী কন্যাকে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। মা ভালবাসেন না, কুব্জা এই কারণে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া এগ্রিকোলার মাতার কাছে আসিয়া রোদন করিত। এগ্রিকোলার মাতা প্রবোধবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিতেন। রাত্রিকালে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেন এবং সূচিকার্য্য অভ্যাস করাইতেন। সূচিকার্য্যে এগ্রিকোলার জননী সবিশেষ নিপুণা। বৃদ্ধাবস্থায় চক্ষের দীপ্তি অল্প হইলেও এখনও তিনি যেরূপ সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য করেন, অনেক ভাল ভাল সীবনকারিণীও সেরূপ পারেন না।

এগ্রিকোলা এবং গেব্রিল তাঁহাদের মাতৃদৃষ্টান্তে এই কুব্জাকে ভালবাসেন। অপরাপর বালকবালিকরা বিদ্রূপ করিত, উপহাস করিত, নিন্দা করিত, সময়ে সময়ে প্রহারও করিত, এগ্রিকোলা এবং গেব্রিল অত্যন্ত কাতর হইয়া তাহাদের উপদ্রব হইতে কুব্জাকে রক্ষা করিতেন।

কুব্জার বয়ঃক্রম যখন পঞ্চদশবর্ষ, তাহার ভগিনী সিফাইস্ তখন সপ্তদশবর্ষীয়া, সেই সময় তাহাদের মাতার মৃত্যু হয়। তাহারা বড়ই কষ্টে পড়ে। সিফাইস্ বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, চতুরা। ভগিনীর প্রতি তাহার স্নেহমমতা ছিল না। সিফাইস্ প্রথম প্রথম এগ্রিকোলার জননীর সদুপদেশে কষ্ট সহ্য করিত, কুব্জার ন্যায় সূচিকার্য্য শিক্ষা করিত, দুঃখের ভাবনা ভাবিত না, কিন্তু একবৎসর পরে তাহার মতি ফিরিয়া গেল। যুবতী, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, তাহাকে সৎপথে রাখা এগ্রিকোলার জননীর পক্ষে কঠিন হইল। পশ্চাতে লম্পট লাগিল। কেহ কেহ বিবাহ করিতে চাহিল, কেহ কেহ তাহাকে লইয়া দূরদেশে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল।

তাহারা বলিল, "কেন কষ্ট পাও? আহার জুটিতেছে না, বসন জুটিতেছে না, থাকিবার স্থান পাইতেছ না, আমরা তোমাকে উত্তম উত্তম বস্ত্র দিব, উত্তম উত্তম খাদ্যসামগ্রী দিব, উত্তমগৃহে আশ্রয় দিব, কেন বৃথা একখানা সামান্য কুটীরে বাস কর? প্রতিদিন ১৫। ১৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া কেন এত কষ্ট ভোগ কর?"

একজন উকীলের কেরাণী ঐ সিফাইস্‌কে বিবাহ করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল। সিফাইস্ সেই যুবকের প্ররোচনাবাক্যে ভুলিয়া গেল। কেরাণী কিন্তু অধিকদিন তাহাকে তুষিতে পারিল না, পরিত্যাগ করিয়া পলাইল। আবার একজন কেরাণী জুটিল। সিফাইস্ তাহাকে ভালবাসিতে পারিল না। ডাকঘরের একজন হরকরাকে যৌবন দান করিল। তাহাও মনে লাগিল না। অপরাপর নায়কের সন্ধান করিতে লাগিল। তাহাও জুটিল। সিফাইস্ তাহাতেও পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিল না। সে নিজে কাহাকে কাহাকে তাড়াইয়া দিল, কেহ কেহ আবার তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া গেল। সিফাইস্ কত হাত ফিরিল, কত ভেল্‌কী দেখিল, কত ভেল্‌কী দেখাইল, তাহার গণনা হয় না। দুই বৎসরের মধ্যে অনেক খেলা খেলিল। বিদ্যালয়ের বালক হইতে আফিসের কেরাণী পর্য্যন্ত সকলেই কিছুদিন তাহার প্রেমরস আস্বাদন করিল। বড় বড় নাচঘরেও সিফাইসের রূপলাবণ্যের ও গুণগরিমার বাহবা ছুটিল। নৃত্যসভায় সিফাইসের নৃত্য দর্শন করিয়া প্রেমিকেরা বিমোহিত হইয়া গেল। মদ খাইয়া আমোদ-প্রমোদ করিত, নাচিতে গাইতে সিফাইসের বিলক্ষণ পটুতা জন্মিয়াছিল। সেই প্যারিসের নাচঘরে তাহার নাম হইল, রাণী মাতালী। নৈপুণ্য-চাতুর্য্যেও সিফাইস্ সেই রাজার নামের যথার্থ উপযুক্ত পাত্রী হইয়া দাঁড়াইল।

তদবধি কুজা কেবল মধ্যে মধ্যে এক একদিন ভগিনীর নাম শুনিতে পাইত মাত্র, চক্ষে দেখিতে পাইত না। তাহাকে মনে করিয়া অশ্রুপাত করিত, কোথায় গেল, কি হইল, সর্ব্বদাই ভাবিত, এদিকে আপনার উদরের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিত। এগ্রিকোলার জননীর নিকটে সূচিকার্য্য শিক্ষা করিয়াছিল, সেনাদলে এবং কৃষকদলে মোটা মোটা জামা প্রস্তুত করিয়া দিত, তাহাতেই কিছু কিছু আয় হইত। দ্বাদশটা জামার মূল্য আড়াই শিলিং। সপ্তাহে কিন্তু যোলটার অধিক প্রস্তুত হইয়া উঠিত না।

পারিস নগরে কামিনীকার্য্যের এইরূপ হতাদর। পুরুষেরা যে প্রকার কার্য্য করিয়া যত উপার্জ্জন করে, কামিনীরা তদপেক্ষা ভালকার্য্য করিয়া তাহার অর্দ্ধেকও পায় না। ইহার কারণ এই, নারীজাতি অবলা, তাহাদের অন্য উপায় নাই, সন্তান প্রসব করিলে আবার দুইজনের ভরণ-পোষণ আবশ্যক হয়, এই কারণেই তাহাদের প্রতি অবহেলা! যাঁহারা সভ্যতার গৌরব করেন, তাঁহারা এই বর্ব্বরতায় প্রশ্রয় দেন! সমাজে যাঁহারা দয়ালু বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা এইরূপ নিষ্ঠুরতার অভিনায়ক! বড় বড় নগরে দরিদ্রের সংখ্যা অধিক। নগরে ধনীলোকের বাস, তন্নিমিত্তই দরিদ্র অধিক, ইহাই একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ধনীলোকেরা আপনাদের ভোগবিলাসেই মত্ত, দরিদ্রের প্রতি তাঁহাদের সদয়নেত্র নিপতিত হয় না। দরিদ্রেরা উপবাসে প্রাণ হারায়, ধনীলোকেরা বড় বড় মুক্তা-ভোজে রাশি রাশি

অর্থ উৎসর্গ করেন, ইহাই সভ্যতার অঙ্গ, ইহাই সভ্যতার শিক্ষা, ইহাই সভ্যতার অভিনয়! দরিদ্রেরা সভ্য হইতে পারে না, তাহারা পশুর ন্যায় পদদলিত হউক, ধনীলোকের ইহাই বোধ হয় বাসনা। সমাজে যাহাদের অর্থ নাই, তাহারা অসভ্য, মনুষ্যত্ব তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চাহে না। যাহাতে তাহারা অধঃপাতে যায়, তাহাই ধর্ম্ম! গরীবেরা আত্মবিক্রয় করে;—ব্যভিচারের জন্য নয়, উদরের জন্য, শীতনিবারণের জন্য, মাথা রাখিয়া থাকিবার জন্য। ধনীলোকেরা তাহাদিগকে খেলানা মনে করেন!

এই কুব্জা,—এই দুঃখিনী কুব্জা প্রতিদিন রন্ধন করে না। খরচ বেশী হয়, কয়লাও বেশী প্রয়োজন, এই নিমিত্ত সপ্তাহে দুইদিন কি তিনদিন রন্ধন করিয়া সপ্তাহকাল বাসী সামগ্রী ভোজন করে। সেই অল্প আয় হইতেই ঘরভাড়া দিতে হয়, তাহা হইতেই বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে হয়। এগ্রিকোলা সাহায্য করেন। এগ্রিকোলার মাতার শ্রমশক্তি হ্রাস হইয়াছে, এগ্রিকোলা এখন সপ্তাহে ৫।৭ শিলিং উপার্জ্জন করেন, তিনি এখন এই কুব্জাকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে বিমুখ হন না।

খোকামেয়ে বলিয়া কুব্জাকে সকলেই জানে; কিন্তু কুব্জার অন্তরে যে কি গুণ আছে, তাহা সাধারণের অবিদিত। এগ্রিকোলা কবি। তাঁহার কবিতাগুলি করুণরস উদ্দীপক। একদিন তিনি কতকগুলি কবিতা লিখিয়া নির্জ্জনে কুব্জাকে শুনাইতেছিলেন। কুব্জা হাসিতেছিল, মাঝে মাঝে লজ্জা পাইয়া মুখ নত করিতেছিল। এগ্রিকোলার পাঠ সমাপ্ত হইলে কুব্জা আবার স্বরচিত কয়েকটী কবিতা এগ্রিকোলাকে শুনাইল। এগ্রিকোলা চমৎকৃত হইলেন। কুব্জার কবিতায় যতিমিলের বেশী ঘটা ছিল না, কিন্তু ভাবগুলি করুণা উদ্দীপক। দুঃখের কথাই কুব্জা অনেক রচনা করিয়াছিল। দরিদ্রতা কি, অনাহার কি, পরিশ্রম কি, কুব্জা কেবল সেইগুলিই অন্তরের ভাবের সহিত গাঁথিয়া কবিতায় প্রকাশ করিয়াছিল। শুনিয়া এগ্রিকোলার অশ্রুপাত হইল। তদবধি তিনি কুব্জার সহিত পরামর্শ করিয়া কবিতা রচনা করিতেন, কুব্জার কবিতাগুলিও বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। তদবধি কুব্জার প্রতি তাঁহার অধিক স্নেহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু অপরে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। এগ্রিকোলা বুঝিলেন, তেমন সুন্দর কবিতা পূর্ব্বে তিনি কোথাও দেখেন নাই, ভবিষ্যতে হয় ত দেখিতেও পাইবেন না।

এগ্রিকোলার সঙ্গে একত্র লালিত-পালিত, এগ্রিকোলার সঙ্গে একত্র ক্রীড়া-কৌতুক, দুঃখিনী কুব্জা তদুপলক্ষে মনে মনে একপ্রকার অনুরাগ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। সে অনুরাগ এগ্রিকোলার প্রতি প্রেমানুরাগ। প্রকাশ হইলেই লোকে উপহাস করিবে, এই জন্য সে ভাব লুকাইয়া রাখিত। এগ্রিকোলাকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিত, এগ্রিকোলা তাহাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতেন, ইহাই সকলে বুঝিত, আসল ভাব কেহই বুঝিত না। সাধারণ তন্ত্রের পতাকা উত্থানসময়ে যে এক মহাযুদ্ধ ঘটে, দাগোবার্টের পুত্র বীরবর এগ্রিকোলা সেই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অবশেষে রক্তাক্তকলেবরে গৃহে প্রত্যাগত হন। সেই সময় তাঁহার প্রতি কুব্জার অনুরাগ কিছু পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই কুব্জাই এই। এগ্রিকোলার জননী যখন পুত্রের ভোজনের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় এই কুব্জা প্রবেশ করিয়াছে।

"আজ সমস্ত দিন কেন তোমারে দেখি নাই ?" এগ্রিকোলার মাতা এই প্রশ্ন করিলেন। কুঞ্জা উত্তর করিল, "একটী বিশেষ কার্য্যে আমি বড় ব্যস্ত ছিলাম, একটুও অবসর ছিল না। কার্য্যটী এইমাত্র সমাপ্ত হইল, এখন আমি কয়লা আনিতে যাইতেছি।"

বাদোইন কহিলেন, "এগ্রিকোলার জন্য আমায় বড়ই ভাবনা। আমার জন্য এগ্রিকোলা যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতেছে। অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করে। অনিয়মিত পরিশ্রমে পাছে পীড়িত হইয়া পড়ে, সর্ব্বদাই আমার এই ভয়। অত দূর যায়, অতদূর হইতে আইসে, তাহাও সামান্য পরিশ্রম নহে।"

কুঞ্জা বলিল, "আমি শুনিতেছি, হার্ডিসাহেব তাঁহার কারিকরগণের জন্য যে নূতন বাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছেন, এগ্রিকোলাকে সেই বাড়ীতে রাখিবেন। তোমাকেও সেইখানে লইয়া যাইবেন।"—তাঁহাদের এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় এগ্রিকোলা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

কারিকর কবি।

দাগোবার্টের পুত্র এগ্রিকোলার উপাধি কারিকর কবি। এগ্রিকোলার গঠন দীর্ঘ, বক্ষঃ বিশাল, বাহু আজানুলম্বিত, স্কন্ধদেশ স্থূল, মস্তকের কেশ দীর্ঘ,—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রতারকাও কৃষ্ণবর্ণ। পিতার ন্যায় দীর্ঘ দীর্ঘ গুম্ফ গুচ্ছ। চিবুকমূলে কতকগুলি সূক্ষ্মাগ্র কেশ, উভয় গণ্ড পরিষ্কাররূপে ক্ষৌরকরা। দেখিতে দিব্য সুশ্রীপুরুষ, বয়স অনুমান ২৪ বৎসর। পরিধান মলিন বসন; একযোড়া ধূসরবর্ণ পায়জামা, তাহার উপর নীলবর্ণ জাকেট। কর্ম্মশালার ধূম এবং উকার গুঁড়াতে তাহা আরও মলিন হইয়াছে। মাথায় একটী টুপী, হাতে একটী ফুল।

এই বেশে এগ্রিকোলা আপন জননীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, নিকটে কুঞ্জাসুন্দরী বসিয়া ছিল, তাহাকে দেখিলেন। এগ্রিকোলার মাতৃভক্তি প্রচুর, মাতাকে অভিবাদন করিয়া প্রসন্নবদনে মস্তকচুম্বনপূর্ব্বক কবি কারিকর স্নেহপূর্ণ মিষ্টবচনে কুঞ্জার সহিত সম্ভাষণ করিলেন।

উৎকণ্ঠিতস্বরে জননী কহিলেন, "বৎস! আজ তোমার অনেক রাত্রি হইয়াছে। আমি অতিশয় ভাবিত হইয়াছিলাম।"—এগ্রিকোলা কহিলেন, "আমার জন্য সর্ব্বদাই তোমার ভাবনা! বিশেষতঃ খাবার সামগ্রীগুলি জুড়াইয়া যাইবে, সেই ভাবনা আরও বেশী!"

জননী কহিলেন, "পুত্রের জন্য মায়ের প্রাণ কিরূপ অস্থির হয়, পুত্র তাহা বুঝিতে পারে না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অতিশয় কাতর হইয়া আসিয়াছ, ক্ষণকাল উপবেশন করিয়া বিশ্রাম কর, আহারসামগ্রী সমস্ত প্রস্তুত হইয়া আছে, বিশ্রামান্তে আহার করিও।"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "আজ শনিবার, বেতনের টাকাগুলি আজ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।"—প্রহৃষ্ট হইয়া জননী কহিলেন, "বড়ই উপকার হইয়াছে। আজ আমি অনেক

অপ্রতুল দেখিতেছিলাম। টাকাগুলি তাকের উপর রাখিয়া দাও।"

মাতৃবৎসল পুত্র জননীর আজ্ঞা পালন করিবার অগ্রে প্রফুল্লবদনে কহিলেন, "আজ কি রন্ধন করা হইয়াছে? আলুভাজা? লোণা মৎস্য আমি ভালবাসি, আঘ্রাণ পাইতেছি, তাহাই আজ প্রস্তুত হইয়াছে!"

জননী হাস্য করিয়া কহিলেন, "শনিবার রাত্রে তোমার ভালবাসা সামগ্রীগুলি আমি অতি যত্নেই প্রস্তুত করি।"

সন্তুষ্ট হইয়া এগ্রিকোলা টাকাগুলি তাকের উপর রাখিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার হস্তের দিকে চাহিয়া কুব্জা কামিনী বলিয়া উঠিল, "বা! বা! কি চমৎকার ফুলটী!"

এগ্রিকোলার জননীও সেই সময় মুখ ফিরাইয়া পুত্রের হস্তে সেই ফুলটী দর্শন করিলেন। প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "চমৎকার ফুল! এমন সুন্দর ফুল আমি কখনও দেখি নাই। এ ফুল তুমি কোথায় পাইয়াছ?"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "হাতে করিয়া লও, ভাল করিয়া দেখ, আঘ্রাণ কর, চমৎকার সুবাস! এই ফুলটীর জন্যই আজ রাত্রে আমার এত দেরী হইয়াছে।"

নবপ্রস্ফুটিত পরমসুন্দর কুসুম। নীললোহিতবিমিশ্র বেগুণে রং। পাপড়ীগুলি শুভ্র রজতবর্ণ। সেই পুষ্পের পরিমলে সেই ক্ষুদ্র গৃহটী আমোদিত হইয়াছে। পুনঃপুন আঘ্রাণ করিয়া জননী কহিলেন, "ফুলের জন্য রাত্রি হইল, কোথায় গিয়াছিলে? ফুলটী কোথায় পাইয়াছ?"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী আসিতেছিলাম, বাবিলন রাস্তার মোড়ে আসিয়াছি, এমন সময় একটী কুকুর-শাবকের মিউ মিউ রব আমার শ্রবণগোচর হইল। কুকুরছানা কোথায় ডাকিতেছে, কেন ডাকিতেছে, তাহা জানিবার জন্য আমি সেই দিকে চলিলাম। গোধূলি উপস্থিত। রাস্তার আলোতে দেখিলাম, এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কুক্কুরশাবক শুইয়া রহিয়াছে। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, অতি সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গে লম্বা লোম, লাঙ্গূলটীও দীর্ঘ লোমে আচ্ছাদিত, বড় বড় কাণ দুটী লুটাইয়া চক্ষু পর্য্যন্ত ঢাকিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র শাবক; মাপে আমার করতল অপেক্ষা বড় হইবে না। শাবকটীকে আমি হাতে করিয়া তুলিয়া লইলাম, গলায় রক্তবর্ণ সাটিনের ফিতা বাঁধা। যাহার কুকুর, সেই ফিতাতে তাহার নাম দেখিতে পাইলাম না। ফিতাটী তুলিয়া দেখিলাম, তাহার নীচে সোণার বগ্‌লোশ, সুবর্ণ-শৃঙ্খল। বগ্‌লোশে লেখা আছে, ফ্রিস্‌কী; কুমারী অদ্রিয়াণীর সম্পত্তি। ইহাতেই আমি চিনিলাম। ইহার পর যাহা বলিব, তাহাতে তোমাদের বিশ্বাস হইবে না।"

কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া জননী কহিলেন, "তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইবে না, ইহা তুমি কেন বলিতেছ? অদ্রিয়াণীর কুক্কুরশাবক হারাইয়াছিল, পথে তুমি কুড়াইয়া পাইয়াছ, এ কথায় অবিশ্বাস জন্মিবে কেন?"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "শুধু কেবল সেই কথা না, যাহা আমি বলিব, তাহা শুনিলে তুমি মনে করিবে, পরীর গল্প।"

জননীর কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাইল। পরীর গল্প শুনিবার জন্য তিনি অতিশয় উৎসুক হইলেন, উনানের উপর একখানি কড়ায় মাছ ভাজা হইতেছিল, চুড়িয়া যাইতে লাগিল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ রহিল না। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "কি রকম এগ্রিকোলা? কি রকম পরীর গল্প? আমি শুনিতে চাই।"

এগ্রিকোলা বলিলেন,—"কুক্কুরশাবকটী

আমি সকৌতুকে হাতে করিয়া তুলিলাম, বগ্‌লশে লেখা পড়িয়া পরিচয় পাইলাম। কুমারী অদ্রিরাণী কোন্ বাড়ীতে থাকেন, অন্বেষণে চলিলাম। সম্মুখে একটী উদ্যান ;—পরমসুন্দর সুপ্রশস্ত উদ্যান। কতদূর চলিলাম, উদ্যানের প্রাচীর আর শেষ হয় না। যেখানে শেষ হইবার উপক্রম, সেই স্থান হইতে দর্শন করিলাম, একটী মনোহর প্রাসাদ। দ্রুতপদে আমি সেই প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইলাম। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে সবুজ রং-দেওয়া লৌহ ফটক। ফটকের ভিতরদিকে চাবীবন্ধ। বৃহৎ একটী ঘণ্টা ঝুলিতেছিল, তিনবার আমি সেই ঘণ্টা-ধ্বনি করিলাম। প্রাসাদের একটী কক্ষের গবাক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল। সেই গবাক্ষপথে বড় বড় দুটী কৃষ্ণনয়ন আমি দর্শন করিলাম। গবাক্ষ অবরুদ্ধ হইল। পরক্ষণেই মনোহর বেশভূষা-ধারিণী একটী পরমসুন্দরী যুবতী উপর হইতে নামিয়া আসিয়া ফটক খুলিয়া দিলেন। আমার হস্তে কুক্কুরশাবক দর্শন করিয়াই আহ্লাদে তিনি কহিলেন, ফ্রিস্কী! ফ্রিস্কী! আপনি আমাদের ফ্রিস্কী আনিয়াছেন। আসুন, আসুন, শীঘ্র আমার সঙ্গে আসুন্! গৃহকর্ত্রী আপনাকে দেখিয়া কতই আহ্লাদিনী হইবেন!"

"সম্ভাষণে বুঝিলাম, সেই যুবতী সেই গৃহ-কর্ত্রীর সহচরী। বেশভূষা দেখিয়া প্রথমে আমি তাহাকে সহচরী বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। তাহার সঙ্গে উপরে গিয়া উঠিলাম। দুটী তিনটী সুসজ্জিত—সুবাসিত আলোকোজ্জ্বল গৃহ পার হইয়া সুন্দরী আমারে একটী প্রশস্তগৃহে লইয়া গেল। সে গৃহের শোভা-পারিপাট্য বর্ণনাতীত। একখানি স্বর্ণসিংহাসনে যেন একটী পরমসুন্দরী বিদ্যাধরী বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার দেবকন্যা অনুমান হইল। সমগ্র পারিস-নগরে তাঁহার তুল্য সুন্দরী আছে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। রূপে একটী বৈচিত্র্য দেখিলাম, মস্তকের কেশগুলি লোহিতবর্ণ। সুদগ্ধ পরী-ক্ষিত সুবর্ণের যেমন আভা, তাঁহার কেশরাশিতে সেইরূপ উজ্জ্বল আভা দীপ্তি পাইতেছিল। কেশগুলি স্বর্ণবর্ণ, কিন্তু ভ্রূযুগল, নেত্রপল্লব, নেত্রতারকা প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। সসম্ভ্রমে আমি তাঁহারে অভিবাদন করিলাম।

"সুন্দরী সহচরী পরিচয় দিয়া দিল, এই লোকটী আমাদের ফ্রিস্কীকে আনয়ন করিয়াছেন।"—স্বর্ণকেশী সুন্দরী যুবতী সেই সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আমার হস্ত হইতে কুক্কুরশাবকটী গ্রহণ করিলেন। পুলকপূর্ণ কৃষ্ণনয়নে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পুনঃপুন ধন্যবাদ দিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার মুখখানি একটু গম্ভীর হইল। আমার মলিন পরিচ্ছদ দর্শন করিয়া তিনি ভাবিলেন, দরিদ্র; কেবল মুখের কথায় ধন্যবাদ দিলে উপযুক্ত পুরস্কার হইবে না। অঙ্গবসন হইতে একটী মুদ্রাধার বাহির করিয়া তিনি আমারে কয়েকটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে হস্তবিস্তার করিলেন। আমি আপন হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লইলাম। আমার সেই ভাব দর্শন করিয়া তিনি যেন কিছু লজ্জা পাইলেন। পুষ্পাধার হইতে এই পুষ্পটী লইয়া সলজ্জ-মধুরবচনে আমারে কহিলেন, 'ক্ষমা করিবেন, আপনার মহত্ত্ব আমি অনুভব করিতে পারি নাই। কুক্কুর-শাবকটী আনিয়া দিয়া আপনি আমার যে উপকার করিলেন, সে উপকার-ঋণের পরিশোধ নাই। অনুগ্রহ করিয়া পুষ্পটী গ্রহণ করুন্। আমি পরম সন্তুষ্ট হইব।'—এই বলিয়া প্রসন্নবদনে প্রসন্ন-হস্তে আমার হস্তে এই পুষ্পটী উপহার অর্পণ করিলেন। নতমস্তকে ধন্যবাদ দিয়া দ্বিতীয়বার আমি তাঁহারে অভিবাদন করিলাম।

"যতক্ষণ আমি তাঁহার নিকটে ছিলাম, ততক্ষণ একবারও তাঁহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারি নাই। যদিও তিনি পরম দয়াবতী, স্বভাবতঃ যদিও মধুরভাষিণী, যদিও চিরশিষ্টাচারে তিনি অভ্যস্ত, তথাপি তাঁহার অঙ্গে কেমন একপ্রকার দেবজ্যোতি বিরাজিত, নিরীক্ষণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। পুষ্পটী হস্তে লইয়া আরও কিয়ৎক্ষণ আমি সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেই সময় সেই স্থানের পশ্চাদ্দিকের একটী দ্বার সহসা উদ্‌ঘাটিত হইল। সমুজ্জ্বল বসনভূষণবিভূষিতা দীর্ঘনয়না আর একটী দীর্ঘাকার রমণী প্রবেশ করিলেন; প্রবেশ করিয়াই সেই স্বর্ণকেশী কামিনীকে কহিলেন, 'যাঁহার আসিবার কথা ছিল, তিনি আসিয়াছেন।'

"স্বর্ণকুন্তলা মহিলা ঐ কথা শুনিয়াই আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন;—কহিলেন, 'পরম উপকৃত হইলাম। আপনার যদি কখনও কোন বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হয়, অনুগ্রহ করিয়া আমারে জানাইবেন, আমি সাধ্যমত উপকার করিতে প্রস্তুত হইব।' এই কথা বলিয়াই তিনি সচঞ্চলে আমার নেত্রপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মনে মনে সেই রূপের প্রশংসা করিতে করিতে আমিও চলিয়া আসিলাম। পূর্ব্বের সেই সহচরী সুন্দরী আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ফটকদ্বার বন্ধ করিয়া গেল।

"আর একটী আমি আশ্চর্য্য দেখিলাম। হৃতবস্তু পুনঃপ্রাপ্ত হইলে সচরাচর সকলেই সেই বস্তুর দিকে নয়ন-মন নিবেশিত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, অপর কেহ হইলে তাহাই করিতেন; কিন্তু সেই মহানুভবা স্বর্ণকেশী সুন্দরী আমার সহিত প্রিয়সম্ভাষণেই মহোল্লাসের পরিচয় দিলেন; প্রিয়কুক্কুরশাবকের প্রতি একবারও দৃষ্টি রাখিলেন না। যতক্ষণ আমি ছিলাম, ততক্ষণ তিনি কেবল আমাকে লইয়াই আমোদ করিলেন।"

এই সকল পরিচয় শুনিতে শুনিতে কুব্জাসুন্দরী ক্রমশই যেন অন্যমনস্ক হইতে লাগিল। আপনি কুব্জা, জন্মাবধি দৈন্যযন্ত্রণায় প্রপীড়িতা, এগ্রিকোলার প্রতি আন্তরিক প্রেমানুরাগ, তাদৃশী অবস্থায় অপরা সুন্দরীর প্রশংসা শুনিয়া তাহার মনে যেন একপ্রকার ক্ষোভের উদয় হইল। আপনার বিকলাঙ্গ ও দরিদ্রতার জন্য ইতিপূর্ব্বে কুব্জার মনে আর কখনও সেরূপ ক্ষোভের উদয় হয় নাই। স্পষ্ট প্রণয়-ঈর্ষ্যা লক্ষিত হইল না, কিন্তু বিবর্ণমুখখানি আরও বিবর্ণ হইল, অল্প প্রফুল্লতা সরিয়া গেল, যেন কোন প্রকার অভাবনীয় দুশ্চিন্তায় অন্যমনস্ক এগ্রিকোলা তাহার পর যে যে কথা বলিলেন; দুই একবার কেবল বটেই ত, বটেই ত, বলিয়া ম্লানমুখী কুব্জা মাথা হেঁট করিয়া রহিল। এগ্রিকোলা সে ভাবের ভাবার্থ বুঝিলেন, তাঁহার জননী কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া জননী কহিলেন, "যাহা বলিয়াছিলে, তাহাই সত্য, যথার্থই যেন পরীর গল্প। বাবিলন রাস্তার ৭নং ভবনে কুমারী অদ্রিয়াণী বাস করেন, তাহা আমি লোকমুখে শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহার অমন রূপ, অত গুণ, ইহা আমি একদিনও কাহারও মুখে শুনি নাই।"

কি একটু চিন্তা করিয়া এগ্রিকোলা পুনরায় কহিলেন, "মা! আমার বিলম্ব হইবার আর একটী কারণ। যখন আমি গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম, আমাদের সেই রঙরাজ লরিয়ট দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া যেন শঙ্কিত-নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে। তাহার দুই হস্তে সবুজ রং মাখা। আমাকে সম্মুখে দেখিয়াই লরিয়ট বলিল; 'সাবধান!

আজ সন্ধ্যা অবধি একটা লোক আমাদের বাড়ীর ধারে ঘুরিতেছে। বোধ হয় যেন কাহারও গুপ্তচর!—আমি হাস্য করিয়া বলিলাম, হয় হবে গুপ্তচর, তোমার তাহাতে কি? গুপ্তচরে তোমার আমার ভয় কি? কেহ কি তোমার রং চুরি করিতে আসিবে? গুপ্তচর কি তাহারই সন্ধান লইতে আসিয়াছে? লরিয়ট বলিল, 'পরিহাস কর, আর যাহাই কর, লক্ষণ বড় ভাল বোধ হইতেছে না'

"লরিয়টের কথায় উপেক্ষা করিয়া আমি উপরে উঠিয়া আসিলাম। কুমারীদত্ত ফুলটী তোমারে দেখাইবার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছিল, সেই জন্যই আমি গুপ্তচরের কথায় উপহাস ভাবিয়া আসিয়াছি।"

সে কথায় গৃহিনীরও বড় মনঃসংযোগ হইল না। কুব্জা কিন্তু চমকিয়া উঠিল।

ইহার পর আহারের আয়োজন। বাসনগুলি পরিষ্কার করিয়া জননী সন্তানের আহারের স্থান পরিষ্কার করিয়া দিলেন, এক টব গরমজল আনিয়া কুব্জা এগ্রিকোলার সম্মুখে ধরিল; ম্লানবদনে কহিল, "হস্ত প্রক্ষালন কর।"

হস্ত প্রক্ষালন করিয়া সহাস্যবদনে এগ্রিকোলা কহিলেন, "আমারে যত্ন করিতে তোমার একবারও ভুল হয় না। যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছ। তোমারে আর আমি কি দিব, ঐ দুর্লভ পুষ্পটী তুমিই গ্রহণ কর।"

তাকের উপর যখন টাকা রাখিতে যান, সেই সময় এগ্রিকোলা সেইখানেই সেই ফুলটী রাখিয়া আসিয়াছিলেন। পুনরায় তথা হইতে আনয়ন করিয়া কুব্জার কম্পিত হস্তে অর্পণ করিলেন। ফুলটী গ্রহণ করিয়া কুব্জা সলজ্জবদনে মস্তক অবনত করিল; ধীরে ধীরে বলিল, "আমি ইহা লইয়া কি করিব? তোমার ফুল, তুমিই রাখ।"

মৃদু হাস্য করিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "আমি উহা লইয়া কি করিব? ফুল বুকে রাখিয়া আমি কি শয়ন করিয়া থাকিব? কোমলাঙ্গী কামিনীকুলের হস্তেই ফুলের শোভা হয়। তোমার মস্তকের সুচাঁচর কুন্তলে উহার পরমশোভা হইবে।"

কুব্জা নীরব। এগ্রিকোলা আহারে বসিলেন, কুব্জাকেও একসঙ্গে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। নতবদনে কুব্জা বলিল, "আমি আহার করিয়াছি তুমি খাও।"

এগ্রিকোলা আবার হাস্য করিলেন। অপাঙ্গ ভঙ্গীতে জননীর দিকে চাহিয়া কোমলস্বরে বলিলেন, "স্ত্রীজাতির এইরূপ শিষ্টাচার অসাধারণ গৌরবের সাক্ষ্য দেয়। আমার জননী একদিনও আমার সম্মুখে কিছু আহার করেন না। কখন্ কোথায় লুকাইয়া বসিয়া ভোজন করেন, একদিনও কিছুই আমি জানিতে পারি না।"

এগ্রিকোলা আহার করিতেছেন, নিকটে বসিয়া জননী সস্নেহবচনে এটা খাও ওটা খাও, এটা কেমন হইয়াছে, বারম্বার এইরূপ আদরের কথা বলিতেছেন। এগ্রিকোলা বলিতেছেন, "উপাদেয় ভোগ! জননীর হস্তে যাহা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আমার রসনায় উপাদেয়! লোণামৎস্য আমি বড়ই ভালবাসি। রন্ধন অতি উত্তম হইয়াছে। আলুভাজাও অতি সুস্বাদু।"

বাস্তবিক আহার্য্যসামগ্রী সে রাত্রে সুপাক হয় নাই। পরীর গল্প শুনিতে শুনিতে গৃহিণী এতই অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, লোণামৎস্যগুলি জলিয়া পুড়িয়া চুড়িয়া গিয়াছিল! মাতৃভক্ত এগ্রিকোলার রসনায় তাহাই উপাদেয়।

ভোজন সমাপ্ত হইলে জননী কহিলেন, "আগামী শুক্রশনিবার তোমার জন্য কিছু

বেশী করিয়া লোণামৎস্য রন্ধন করিব।”

এগ্রিকোলা কহিলেন, “লোণামৎস্য বিলাসের সামগ্রী। উপর্য্যুপরি দুই দিবস বিলাসের সেবা করিতে নাই। শনিবার হইলেই আমার তৃপ্তিলাভ হইবে। এই ত এক শনিবার গেল, কল্য রবিবার। কল্য আমরা কিরূপ আমোদ করিব? সেই একবার তুমি, আমি, আর আমার এই ভগ্নীটী যেমন উদ্যানভ্রমণে গিয়াছিলাম, কল্যও সেইরূপে উদ্যানে যাইবার ইচ্ছা হইতেছে।”

জননী কহিলেন, “আমি কখন্ যাইব? সমস্তদিন আমার ভজনালয়েই অতিবাহিত হয়। আমার অবসর কখন্?”

এগ্রিকোলা কহিলেন, “রাত্রিকালে। সে সময় ত তোমার কোন ভজনাকার্য্য থাকে না, সেই সময়েই কিঞ্চিৎ আনন্দ উপভোগ করা আবশ্যক। অনেকলোক রাত্রিকালে থিয়েটারে যায়, আমি থিয়েটার ভালবাসি না। লোকে বলে, এখানকার এক থিয়েটারে একজন জাদুকর আসিয়াছে, তাহার ভেল্কী বড় চমৎকার। ভেল্কী দেখিয়া আমি কি করিব? কুমারী আড্রিয়ানীর গৃহ হইতে যখন আমি বাহির হইয়া আসি, তখন আমার জ্ঞান হইয়াছিল, আমি যেন কোন জাদুগৃহ হইতে বাহির হইলাম!”

জননী কহিলেন, “আমি যাইবনা। থিয়েটারেও যাইব না, উদ্যানেও যাইব না। কুব্জাকেও লইয়া গিয়া কাজ নাই। যদি ইচ্ছা হয়, তুমি বরং একাকী যাইও।”

[illegible]বদনে কুব্জা কহিল, “[illegible]মিও আর তোমার সঙ্গে উদ্যানে যাইব না। আমাকে উপলক্ষ করিয়া লোকে তোমার সঙ্গে বিবাদ বাধায়, তাহা দেখিয়া আমি বড় কষ্ট পাই। সেদিন যে কাণ্ড হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে এখনও আমার গা কাঁপে।”

কুব্জা কেন এই কথা বলিল, পাঠকমহাশয় তাহার একটু আভাষ জানিয়া রাখুন্। এক রবিবার কুব্জাকে লইয়া এগ্রিকোলা জননীর সহিত উদ্যানভ্রমণে গিয়াছিলের। তাঁহারা ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় একটা ষণ্ডা মাতাল সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। দৈবাৎ কুব্জার গায়ে তাহার গা ঠেকিয়া যায়। সবলে হাতের গুঁতা মারিয়া, কুব্জাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সেই লোক বিকটস্বরে বলিল, “কেন তুই কুঁজ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আমার গায়ে পড়িলি? কেন তুই আমার গমনপথে বাধা দিলি? ইষ্টুপিড মেয়েমানুষ!”

পিতার ন্যায় এগ্রিকোলা ধৈর্য্যগুণে সর্ব্বসহিষ্ণু। তুচ্ছ কারণে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। তবে যেখানে অপমানের লক্ষণ সূচিত হয়, সেখানে তিনি বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতগতি প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হন। তখন আর কালবিলম্ব সহ্য হয় না। মাতালটা তাঁহার সাক্ষাতে কুব্জাকে অপমান করিল, এগ্রিকোলা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মাতাল তাঁহার সমবয়স্ক, গঠনেও সমান দীর্ঘাকার বলেও সমকক্ষ। তথাপি এগ্রিকোলা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বদ্ধমুষ্টি বিঘূর্ণিত করিয়া লোকটার দুই গণ্ডে দুই ঘুষী বসাইয়া দিলেন। বীরপুত্র বীরকর্ম্মকার তৎপূর্ব্বে কোন মনুষ্যগণ্ডে তাদৃশ বজ্রমুষ্টি প্রহার করেন নাই। লোকটা হেলিয়া পড়িল। ক্রোধে ঘুষী পাকাইয়া এগ্রিকোলার প্রতি ধাবিত হইল। এগ্রিকোলা পুনর্ব্বার তাহাকে আরও দুই ঘুষী উপহার দিলেন। আরও অনেক লোক তখন উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিল, সকলেই টিটকারী দিয়া হাসিয়া উঠিল। গৃহে আসিয়া কুব্জা বলিয়াছিল, ঃ—

“এগ্রিকোলা! সেই মাতালটাকে তুমি যত প্রহার করিলে, তোমার কিছু ভয় হইল না?

অপর লোকেরা যদি তাহার পক্ষ হইত, তাহা হইলে কি বিপদই ঘটিত।" এগ্রিকোলার জননীও ঐ কথা বলিয়াছিলেন সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া তিনিও পুত্রকে বলিলেন, "যদি ইচ্ছা হয়, একাকী যাইও, আমরা যাইব না।"

কুব্জা কেবল অদ্রিয়াণী ভাবিতেছে। অদ্রিয়াণী ধনবতী, অদ্রিয়াণী রূপবতী, অদ্রিয়াণী আদর করিয়া এগ্রিকোলাকে দুর্লভ পুষ্প প্রদান করিয়াছেন, ইহাতেই যেন কুব্জার কুব্জ হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে জল আসিতেছে, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, বসনাঞ্চলে অভাগিনী সেই পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দু মুছিয়া মুছিয়া ফেলিতেছে।

এগ্রিকোলা তাহা বুঝিলেন। প্রসঙ্গটা যাহাতে চাপা পড়িয়া যায়, সেই ইচ্ছায় জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতার পৌঁছিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ঈশ্বর করুন, আজ রাত্রেই যেন তিনি এখানে আসিয়া আমাদের সকল দুঃখ—সকল কষ্ট নিবারণ করেন।" তাঁহার মাতা কহিলেন, "নিত্য নিত্য পরমেশ্বরের নিকটে আমি তাঁহার নিরাপদ কামনা করিতেছি। শীঘ্রই তিনি আসিবেন।"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "পাঁচমাস আর তাঁহার কোন সংবাদ নাই। পাঁচমাস হইল, তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লেখা ছিল, জানুয়ারীমাসের শেষেই তিনি পারিসে উপস্থিত হইবেন। কোন্ রাস্তা ধরিয়া আসিবেন, পৌঁছিবার তিন চারিদিন অগ্রে একজন লোকের দ্বারা আমাদের তিনি তাহার সংবাদ দিবেন। আমি সেইখানে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিব, ইহাও সেই পত্রে লেখা ছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পত্র অথবা কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না।"

মাতা।—জানুয়ারীমাসের শেষে আসিবেন লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ফেব্রুয়ারীমাস আগত, এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ নাই।

পুত্র।—এই ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের গেব্রিলেরও আসিবার কথা। আমেরিকা হইতে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই ঐ কথা লেখা ছিল। আহা! যেদিন আমরা একত্র হইব, ঈশ্বরানুগ্রহে সেদিন আমাদের পক্ষে কি শুভদিনই হইবে!

কুব্জা। আচ্ছা এগ্রিকোলা! তোমার পিতাকে কি তোমার মনে পড়ে?

এগ্রি। একটু একটু মনে পড়ে। তাঁহার সেই বীরসজ্জার পোষাক আর সুদীর্ঘ গোঁফ গুচ্ছ, তাহা দেখিয়াই আমি ভয় পাইতাম। তাঁহার ক্রুস পদকের লালফিতা আর তাঁহার তলোয়ারের সুচিক্কণ বাঁট দেখিয়া আমি শান্ত হইতাম। যেদিন আমি—

দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত। শব্দ শুনিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "কে? প্রবেশ কর।"

কেহ প্রবেশ করিল না। দরজাটা বাহির হইতে অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া একজন লোক একখানা হাত দেখাইল। সেই হাতে সবুজ রং-মাখা। এগ্রিকোলা কহিলেন, "লরিয়ট; সেই বৃদ্ধ রং-রাজ আসিয়াছে।"—উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া লরিয়টকে তিনি কহিলেন, "ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? প্রবেশ কর। এ গৃহে প্রবেশে তোমার কোন বাধা নাই।"

লরিয়ট।—প্রবেশ করিতে পারিব না। আমার হস্তপদ সমস্তই রঙে ডুবুডুবু। তোমাদের ঘরখানি সবুজ হইয়া যাইবে।

এগ্রি।—যায় যাবে। আমাদের শস্যক্ষেত্র সবুজবর্ণ। ঐ বর্ণ আমি ভালবাসি।

লরি।—ঠাট্টার কথা নয়, আসলকথা এখনি আমি তোমাকে বলিব।

এগ্রি।—তবে বুঝি সেই গুপ্তচরের কথা?

ভয় নাই ভয়, নাই, নিশ্চিন্ত থাক। গুপ্তচর আমাদের কি করিবে?

লরি।—না না, গুপ্তচরের কথা নয়, গুপ্তচর চলিয়া গিয়াছে। কোয়াসা হইয়াছে, তাহাকে আর আমি দেখিতে পাই না। তুমি শীঘ্র বাহির হইয়া আইস। বড় গুরুতর সংবাদ। কেবল তোমাকেই এখন দরকার।

এগ্রি।—(সবিস্ময়ে) কেবল আমাকেই দরকার? ব্যাপার কি?

মাতা।—যাও তবে একবার, দেখিয়াই আইস। শুনিয়াই আইস।

এগ্রি।—মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কোথা-কা'র কি ঘটনা, দেখিতে হইল।

মাতাকে অভিবাদন করিয়া এগ্রিকোলা গৃহ হইতে বাহির হইলেন, উৎকণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার মাতা ও কুব্জাসুন্দরী গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোথাকার ঘটনা কোথায়, ব্যাপারখানা কি, শুভ কি অশুভ, ইহাই ভাবিতে লাগিলেন।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাগমন।

পাঁচমিনিটের মধ্যে এগ্রিকোলা সেই গৃহ-মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। বদন পাণ্ডুবর্ণ, অঙ্গ চঞ্চল, নেত্র সজল, হস্তদ্বয় বিকম্পিত। বদনে কিন্তু বিমল হর্ষচিহ্ন সমঙ্কিত। ক্ষণকাল তিনি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিলেন. সেরূপ বিসদৃশ অবস্থায় জননীর নিকট সহসা উপস্থিত হইতে পারিলেন না। যখন তিনি প্রবেশ করিলেন, তাঁহার জননী তখন তাঁহার মুখের পরিবর্ত্তিত ভাব স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার চক্ষের দীপ্তি ক্ষীণ হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়াই [illegible]স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বৎস! [illegible]সের সংবাদ? কি হইয়াছে?"

কুব্জার দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। এগ্রিকোলার [illegible] নিরীক্ষণ করিয়া কুব্জা বলিয়া উঠিল, "এগ্রি-কোলা! তোমার মুখ বিবর্ণ কেন? তুমি এত [illegible] হইয়াছ কেন? কি হইয়াছে?"

কুব্জার কথায় প্রত্যুত্তর না দিয়া জননীকে স[illegible]পূর্ব্বক এগ্রিকোলা কহিলেন, "মা! অভাবনীয় সংবাদ! সে সংবাদ শ্রবণ করিলে তুমি চমৎকৃত হইবে। উত্তেজিত হইও না, স্থির হইয়া শ্রবণ কর।"

জননী তখন পুত্রের বিবর্ণবদন দর্শন করি-লেন;—কম্পিতস্বরে কহিলেন, "কুব্জা ত ঠিক বলিয়াছে। তোমার মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার শরীর কম্পিত হইতেছে, চক্ষে জল পড়িতেছে, কি হইয়াছে, শীঘ্র বল।"

এগ্রিকোলা কথা কহিতে পারিলেন না। নেত্রবাষ্প তাঁহার বাক্যস্ফুরণে বাধা দিতে লাগিল। ক্ষণকাল আবেগ সংবরণ করিয়া প্রশান্তস্বরে তিনি কহিলেন, "অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। তুমি স্থির হও। অতি শুভ-সংবাদ। ব্যগ্রতায় অনিষ্ট ঘটে। লোকে যেমন অত্যন্ত দুঃখে অবসন্ন হয়, অত্যানন্দেও সেইরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে।"

পুত্রের বাক্যে জননীর অত্যানন্দ উথলিয়া উঠিল। সত্য সত্যই তিনি কম্পিত হইতে লাগিলেন। "আসিবেন, আসিবেন, এই মাত্রই

তোমাকে আমি বলিতেছিলাম, নিশ্চয়ই তিনি আসিবেন।”—বলিতে বলিতে স্নেহবতী আর বলিতে পারিলেন না; ঢলিয়া পড়িতেছিলেন, হস্ত বিস্তার করিয়া এগ্রিকোলা ধরিলেন।

কুজা এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া মাতা-পুত্রের ভাবভঙ্গী দেখিতেছিল, ছাড়াছাড়া কথাগুলিও শুনিতেছিল, এখন ভাবিল, আর নিশ্চেষ্ট থাকা ভাল নয়। এগ্রিকোলার জননী ক্রমশই বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া অবশ হইয়া পড়িতেছিলেন। এগ্রিকোলা কহিলেন, “মা! আর কেন কম্পিত হইতেছ? আশু আবেগ থামিয়া গিয়াছে; এখন শান্ত হইয়া শুভসংবাদ শ্রবণ কর। পিতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আনন্দে সম্বর্দ্ধনা কর!”

স্নেহকাতরা চঞ্চলা হইয়া পুত্রকে বলিতে লাগিলেন, “আসিয়াছেন? আসিয়াছেন? কখন্ আসিয়াছেন? কোথায় রহিয়াছেন? কখন্ আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব?”

এগ্রিকোলা কহিলেন, “আসিয়াছেন, কিন্তু এখনও গৃহে উপস্থিত হন নাই। হয় কল্য প্রাতঃকালে, নাহয় অদ্য রাত্রেই এখানে উপস্থিত হইবেন। বহির্দ্বারে আসিয়াছিলেন। তোমারে সংবাদ দিবার নিমিত্ত রং-রাজকে পাঠাইয়াছিলেন, হঠাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইলে আনন্দে তুমি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবে, তিনি ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন।”

জননীকে এই কথা বলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে এগ্রিকোলা ছুটিয়া গিয়া গৃহ-দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। যুগলহস্তে রোজী বিলাসীর হস্তধারণপূর্ব্বক দাগোবার্ট আসিয়া চৌকাঠের উপর দণ্ডায়মান হইলেন। বিবি বাদোইন তাহা দেখিলেন; ছুটিয়া গিয়া পতির বাহুপাশে বদ্ধ হইবার অগ্রে জানু পতিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। দাগোবার্ট এবং ভগিনীদুটী নীরবে নিশ্চল হইয়া এক স্থলেই দণ্ডায়মান রহিলেন। এগ্রিকোলাও আনন্দকম্পিত কলেবরে পিতার কণ্ঠবেষ্টন করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন। যতক্ষণ জননীর প্রার্থনা সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনিও অচলভাবে একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নির্ব্বাক অভিনয়। পিতাপুত্রের স্নেহপূর্ণ নেত্র সঙ্কেতে সঙ্কেতে বিনিময় হইল, সঙ্কেতে সঙ্কেতে স্নেহভক্তি প্রকাশ পাইল, উভয়েই উভয়ের মনোভাব বুঝিলেন। উভয়েই স্থিরনেত্রে সেই ধর্ম্মশীলার প্রার্থনাকালীন মধুরভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন। রোজী-বিলাসাও সজলনয়নে সেই প্রার্থনাকারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কুজাও নীরবে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। যেখানে সে দাঁড়াইয়া ছিল, সেখানে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না; গৃহের একটী অন্ধকার কেন্দ্রে গিয়া দাঁড়াইল। মনে করিল, এ পরিবারের সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ নাই, এই শুভ সম্মিলনের অবসরে একজন নিঃসম্পর্কীয়া বালিকা মধ্যবর্ত্তিনী থাকিলে উপস্থিত আনন্দ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে না। ইহা ভাবিয়াই সরিয়া গেল।

বিবি বাদোইন প্রার্থনা সমাপ্ত করিয়া কম্পিতচরণে দাঁড়াইলেন; ধীরে ধীরে স্বামীর দিকে অগ্রসর হইলেন। বাহু বিস্তার করিয়া দাগোবার্ট তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। আবার কিয়ৎক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ; মঙ্গলানন্দে ঘরখানিও নিস্তব্ধ। আনন্দের নিশ্বাসধ্বনি ব্যতীত গৃহে আর সে সময় অপরধ্বনি কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাব। তাহার পর রোজী বিলাসীকে সম্বোধন করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, “বৎসে! এই দেখ, ইনিই আমার পুণ্যবতী স্নেহময়ী সহধর্ম্মিণী। আমি যেমন এতদিন

তোমাদের দুটীকে কন্যাভাবে পালন করিয়াছি, বিপদে সম্পদে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি, ইনিও তোমাদের দুটীকে সেইরূপ সস্নেহনয়নে দর্শন করিবেন; আদর-যত্নে রক্ষা করিবেন।"

বিবি বাদোইন এই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিতনয়নে বালিকা দুটিকে দর্শন করিলেন; তাঁহারাই সেনাপতি সাইমনের যমজ দুহিতা, ইহাও বুঝিয়া লইলেন।

ভগ্নীর করধারণপূর্ব্বক রোজী এগ্রিকোলার জননীর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া স্নেহপূর্ণ অমৃত-বচনে কহিলেন, "মা! আপন গর্ভজাত কন্যার ন্যায় আপনি আমাদিগকে স্নেহ করিবেন।"

বিস্ময়াকুল-সাশ্রুনয়নে চাহিয়া চাহিয়া বিবি বাদোইন কহিলেন, "সেনাপতি সাইমনের কন্যা! পরম যত্নের ধন! অবশ্যই আমি তোমাদিগকে গর্ভজাতা কন্যার ন্যায় স্নেহযত্ন করিব; মায়ের মত ভালবাসিত।"

পত্নীকে সম্বোধনপূর্ব্বক দাগোবার্ট কহিলেন, "প্রিয়তমে! এ মেয়ে-দুটীকে আমি বহুদূর হইতে আনয়ন করিয়াছি। কত বিপদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, ক্রমে ক্রমে তাহা আমি তোমাকে শুনাইব।"

এগ্রিকোলার জননী সতৃষ্ণনয়নে মেয়ে-দুটীকে দেখিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "আহা! ঠিক দুটী দেবকন্যা! অভেদ রূপ! একবৃন্তে দুটী একাকার পদ্মফুল!"

সেই আনন্দগৃহে তখন যে প্রকার আনন্দাভিনয় হইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। পিতা-পুত্রে কোলাকুলি করিয়া একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অভাবনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। পুত্রকে তিনি শিশু রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই পুত্র এখন পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত, ইহা দর্শন করিয়া দাগোবার্টের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। আপন পুত্র হইলেও নিজমুখে এগ্রিকোলার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রূপের ন্যায় তাঁহার হৃদয়েরও মহত্ব তিনি মনে মনে অনুভব করিয়া লইলেন।

কক্ষকেন্দ্রে কুব্জাসুন্দরী। এগ্রিকোলার আনন্দের দিন। প্রিয়তম এগ্রিকোলা পিতৃসন্দর্শনে সুখী হইলেন, তাহা দেখিয়া দেখিয়া কুব্জার মনেও সুখ উপজিল। সুশীলা বালা এগ্রিকোলার বদন হইতে নেত্র ফিরাইয়া লইয়া রোজী-বিলাসীর অপরূপ সুন্দরবদন অবলোকন করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "পৃথিবীতে এমন রূপ হয়, পৃথিবীতে পরী আইসে, ইহা আমি জানিতাম না।"

বাহিরে ঘেউ ঘেউ রবে কুকুর ডাকিয়া উঠিল। চারিবার গর্জ্জন। যুগল বালিকাসহ দাগোবার্ট প্রবেশ করিবার পর গৃহদ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছিল। বাহিরেই কুকুর ডাকিল। হাস্য করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "ঐ আমার কৌতুক আসিয়াছে। কথা আছে কি না, কৌতুকটী আমার বন্ধু। সেই নিমিত্ত এই গৃহের পরিবারগুলির সহিত আলাপ করিবার জন্য গৃহপ্রবেশে কৌতুকের আকিঞ্চন।"

দাগোবার্ট স্বয়ং দ্বার খুলিয়া দিলেন, কৌতুক প্রবেশ করিল। আর তাহার ডাক নাই। বুদ্ধিমান্ কুকুরটী প্রথমতঃ দাগোবার্টের হাত চাটিল, তাহার পর রোজী-বিলাসীর হস্ত লেহন করিল, তদনন্তর মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া এগ্রিকেলার পদতলে গেল। এগ্রিকোলা তাহাকে চিনিলেন না। কুকুর আবার লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে এগ্রিকোলার জননীর জানু-বসন আঘ্রাণ করিল। তিনিও আদর করিলেন না। গৃহের কোণে কুব্জা দাঁড়াইয়া ছিল, কেহই তাহাকে দেখিতেছিলেন না, কর্ণসঞ্চালন করিয়া কৌতুক তাহারে নিকট ছুটিয়া গেল; পরিচিতের ন্যায় তাহার দুখানি হাত চাটিয়া দিল।

কুক্কুরও কৌতুকবশে কৌতুকের মাথায় আস্তে আস্তে তিনবার চাপড় মারিল। কুকুরের নাম তাঁহারা জানিতেন না, দাগোবার্টের মুখে নাম শুনিয়া তাঁহারা সকলেই তখন জানিলেন, কুকুরটীর নাম কৌতুক।

কৌতুকে কৌতুকে কৌতুক আবার হেলিয়া দুলিয়া দাগোবার্টের পদতলে গিয়া দাঁড়াইল। কুক্কুর তখন কি করে?—কেহই তাহাকে দেখিলেন না, কেহই তাহাকে ডাকিলেন না, নিজেও প্রকাশ হইতে পারিল না, পাছে অনধিকারপ্রবেশ হয়, সেই ভয়ে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিল। তাহার পর মনে মনে কি ভাবিল; মনে যেন একটু অভিমান আসিল। এগ্রিকোলা তাহাকে যে ফুলটী দিয়াছিলেন, সেই ফুলটী দাঁতে করিয়া ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া সকলের অলক্ষিতে ম্লানমুখে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দাগোবার্টের সহিত এগ্রিকোলার স্নেহালিঙ্গন শেষ হইল। এগ্রিকোলার জননী সেই সময় পতির নিকটবর্ত্তী হইয়া চিন্তাকুলবদনে কহিলেন, "সেনাপতি সাইমনের কন্যা-দুটী আজ রাত্রে এই কুটীরেই শয়ন করিয়া থাকিবে। আর আমাদের ঘরখানিই, এগ্রিকোলার ক্ষুদ্রকুটীরে স্থান হইবে না। আহা! বালিকারা কেমন করিয়া এই সামান্যগৃহে নিদ্রা যাইবে?"

দাগোবার্ট কহিলেন, "ইহাই আমাদের রাজপ্রাসাদ। আমাদের প্রাসাদ অপেক্ষা বড় বড় লোকের বড় বড় প্রাসাদ আছে বটে, কিন্তু এই বালিকারা সে সকল প্রাসাদের সুখানুভব করিতে চাহে না। সামান্যলোকের কন্যার ন্যায় সামান্য অবস্থায় থাকা ইহাদের অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। আচ্ছা, কল্য আমি এগ্রিকোলাকে সঙ্গে লইয়া হার্ডি সাহেবের কারখানায় যাইব। সেনাপতি সাইমনের পিতার সহিত সেইখানে সাক্ষাৎ করিব। তিনি যদি মেয়ে দুটীর থাকিবার জন্য অপেক্ষাকৃত উত্তমগৃহ স্থির করিয়া দিতে পারেন, দেখা যাইবে।"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "কল্য আমাদের কারখানায় যাওয়া বৃথা হইবে। কল্য সেখানে আপনি হার্ডিসাহেবকেও দেখিতে পাইবেন না, মার্শেল সাইমনের পিতাও কল্য সেখানে থাকিবেন না।"

পুলক-বিস্ময়ে দাগোবার্ট কহিলেন, "মার্শেল সাইমন? তুমিও এ কথা জান?"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "এখন সকলেই এ কথা জানে। লিগ্নীর যুদ্ধের পর সম্রাট্ নেপোলিয়ন সেনাপতি সাইমনকে লিগ্নীর ডিউক এবং ফ্রান্সের মার্শেল উপাধি দিয়াছিলেন। বিপক্ষদল তখন তাহা স্বীকার করে নাই। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সেনাপতির বন্ধুগণ সর্ব্বসমক্ষে সেনাপতির অনুপস্থিতিকালে তাঁহার ঐ সম্মান্য উপাধি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পারিসের সকলেই এখন সেনাপতি সাইমনকে মার্শেল সাইমন বলিয়া জানে।"

প্রস্ফুটিত-নয়নে বালিকাদুটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সগৌরবে দাগোবার্ট কহিলেন, "শুন বৎসে! তোমরা কাঙ্গালিনী নও, তোমরা সামান্যলোকের কন্যা নও, পারিসের মার্শেল ডিউকের আদরিণী গরবিণী যাদুমণি কন্যারূপে আজ তোমরা পারিস রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছ। আমার এই সামান্য কুটীরে তোমাদিগকে দেখিয়া অপরলোকে শীঘ্র তাহা বুঝিবে না; কিন্তু শুভদিন আসিতেছে, সমস্তই শুভ হইবে।"—মেয়ে-দুটীকে এই কথা বলিয়া পুনরায় তিনি এগ্রিকোলাকে বলিলেন, "পুত্রের মার্শেল-পদ সর্ব্বজনের স্বীকৃত হইয়াছে, এ সংবাদে বৃদ্ধ সাইমন সন্তুষ্ট হইয়াছেন?"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "উহা তিনি ভাবেন না।

তিনি বলিয়াছেন, "সকল প্রকার উপাধি, সকল প্রকার পদসম্ভ্রম তিনি তুচ্ছজ্ঞান করেন। নির্ব্বাসিত পুত্রের মুখদর্শন করিলেই তিনি সুখী হন। মার্শেলের বন্ধুগণ তাঁহাকে পারিসে দেখিবেন, এইরূপ আশা করিয়া রহিয়াছেন। অল্পদিন হইল, ভারতবর্ষ হইতে একখানি পত্র আসিয়াছে, সেই পত্রের এই শুভ সংবাদ মার্শেল সাইমন পারিসে আসিবার নিমিত্ত ভারতবন্দরে তরণী আরোহণ করিয়াছেন।"

রোজী-বিলাসীর নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল। কনিষ্ঠার মুখের দিকে চাহিয়া রোজী-কুমারী বলিলেন, "কি আনন্দ কি আনন্দ! পিতা আসিতেছেন!"—বিলাসীও রোজীর মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দে করতালি দিলেন।

পুত্রকে সম্বোধন করিয়া দাগোবার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতা সাইমনকে এবং হার্ডি সাহেবকে কল্য আমরা কারখানায় দেখিতে পাইব না কেন?"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "দক্ষিণ মহল্লায় ইংরাজদিগের যে একটী কলকুঠী নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে, আজ দশদিন হইল, মার্শেলের পিতাকে সঙ্গে লইয়া হার্ডি সাহেব সেই কুঠী দর্শন করিতে গিয়াছেন।"

বিষণ্ণবদনে দাগোবার্ট কহিলেন, "তাই ত, মার্শেলের পিতার সহিত আমার অনেক প্রকার বিষয়কর্ম্মের কথা আছে। কোথায় সেই নূতন কুঠী, তুমি তাহার ঠিকানা জান, কল্যই তুমি তাঁহাকে পত্র লেখ, তাঁহার দুটী পৌত্রী পারিস-নগরে উপস্থিত হইয়াছেন।"

এগ্রিকোলা সম্মত হইলেন। অনন্তর বালিকা দুটীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "আজ তোমরা আমার পত্নীর শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাক। কিছু কষ্ট হইবে, আমার অবস্থা বুঝে করিয়া তোমরা সহ্য করিও।"

রোজী বলিলেন, "তুমি নিকটে থাকিতে আমাদের কোন কষ্টই নাই। তুমি যেখানে আমাদিগকে লইয়া যাইবে, যেখানে তুমি রাখিবে, সেইখানেই আমরা সুখে থাকিব। পথে আমরা তত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, তোমাকে দেখিয়া সমস্তই ভুলিয়াছি।"

বিলাসী বলিলেন, "তা ত বটেই, তা ছাড়া আমরা পারিসে আসিয়াছি। ইহা আমাদের কতই সুখ! এই পারিসেই আমরা পিতার দর্শনলাভ করিব, ইহা অপেক্ষা আর আমরা কি সুখ চাই?"

দাগো।—হাঁ বৎসে! আশাতেই তোমরা সুখে আছ। আমার মুখ চাহিয়াই তোমরা আমাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছ। পারিস রাজধানী; এই মহানগরীর কথা, এই মহানগরীর শোভা সৌন্দর্য্য স্বপ্নেও তোমরা অবগত হও নাই। কাঞ্চননগরী পারিসনগরী মহাসমৃদ্ধিশালিনী, আমি দরিদ্র, আমার এই সামান্য কুটীর দর্শন করিয়া পারিসকে তোমরা সামান্য স্থান মনে করিও না। পারিস যখন তোমরা দেখিবে, তখন তোমাদের গৌরবের সীমা থাকিবে না, আনন্দের সীমা থাকিবে না।

এগ্রি।—আরও কথা আছে। কাঞ্চনময়ী পারিসনগরী। তোমাদের পিতা যখন এখানে উপস্থিত হইবেন, তখন এই কাঞ্চননগরী তোমাদের চক্ষে যেন হীরকনগরী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

রোজী।—(স্মিতবদনে) ঠিক বলিয়াছ এগ্রিকোলা! আমারও মনে মনে ঐ কথা উঠিতেছিল। যাহা তুমি অনুমান করিয়াছ, সেটী আমারই মনের কথা।

এগ্রি।—কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! তুমি আমার মনের কথা জান?

রোজী।—কেন জানিব না? নিত্য নিত্যই

দাগোবার্টের সঙ্গে আমরা তোমার কথাবার্ত্তা বলাবলি করি। সম্প্রতি আবার গেব্রিলের মুখে তোমার কথা শুনিয়াছি।

এগ্রি।—গেব্রিল ? ইতিমধ্যে গেব্রিলকেও তোমরা দেখিয়াছ ?

দাগো।—বিস্ময় প্রকাশ করিও না, অনেক কথা তোমরা আমাদের মুখে শুনিবে। দেখ এগ্রিকোলা! এই দুটী কুমারী অনেক কথা জানে। ইহারা বলিবে না, আমি বলিব। এত কথা আছে, ক্রমাগত একপক্ষ বলিলেও ফুরাইবে না। গেব্রিলের সঙ্গে দৈবঘটনায় আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গেব্রিল আমার পুত্র, উপযুক্ত পুত্র, এ কথা বলিয়া পরিচয় দিতে আমার শ্লাঘা উপস্থিত হয়। গেব্রিল আর তুমি পরস্পর ভ্রাতৃভাবে চিরদিন সুখে থাক, ইহাই আমার বাসনা।

পুত্রকে এই কথা বলিয়া পত্নীকে তিনি বলিলেন,"প্রিয়তমে! আমরা গরীব, তথাপি যে কার্য্য তুমি করিয়াছ, তাহাতেও আমি পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। সেই অনাথ বালককে আপন পুত্রের মত প্রতিপালন করিয়া তুমি যেমন পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, সেইরূপ আমাদের এই সংসারবন্ধনেও দৃঢ়তা স্থাপন করিয়াছ। সুখের ভিত্তি বিনির্ম্মিত হইয়াছে। কল্য প্রাতঃকালে তোমার প্রিয় গেব্রিল তোমার ক্রোড়ে আসিবে।"

এগ্রি।—(আহ্লাদে) গেব্রিলও পারিসে উপস্থিত হইয়াছেন! তবে আমাদের সুখের উপকরণ সমস্তই আমাদের সম্মুখে স্তূপীকৃত হইয়াছে। কি সুখের দিন! কি সুখের দিন! পিতা! কোথায় কিরূপে গেব্রিলের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?

দাগো।—ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে। গেব্রিলও বলিবে, আমিও বলিব।

এই পর্য্যন্ত তখন কথোপকথন বন্ধ হইল। সকলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহার করিলেন, কে কোথায় শয়ন করিবেন, তাহার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এগ্রিকোলার গৃহে পিতা-পুত্রে শয়ন করিবেন, এগ্রিকোলার জননীর গৃহে রোজী-বিলাসী থাকিবেন, এইরূপ স্থির হইল। শয়নের উপক্রম হইতেছে, এমন সময় দ্বারে আঘাত। আঘাতের ভঙ্গীতে এগ্রিকোলা বুঝিলেন, কুব্জা আসিয়াছে। জননীকে বলিলেন,"কুব্জা আসিয়াছে।"—জননী বলিলেন, "কুব্জা ত এই ঘরেই ছিল, কখন্ বাহির হইয়া গিয়াছে ? কুব্জা নয়। জোরে জোরে আঘাত করিতেছে। কুব্জা কখনও জোরে আঘাত করে না। বোধ হয় আর কেহ। তুমি যাও, গিয়া দেখ, নূতন কে আসিল।"

দ্বার অনাবৃত ছিল। এগ্রিকোলা দ্বারসমীপে যাইবার অগ্রেই সুপরিচ্ছদ পরিহিত একটী ভদ্র লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহের চতুর্দ্দিকে নেত্রঘূর্ণন করিয়া স্থিরনেত্রে রোজী-বিলাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। লক্ষণ দেখিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "কে তুমি ? এ গৃহে হঠাৎ প্রবেশ করা তোমার উচিত হয় নাই। তোমার এখানে কি দরকার ?"

আগন্তুক কহিল, "ক্ষমা করুন, বুঝিতে পারি নাই। মনের চাঞ্চল্যে অতর্কিতে প্রবেশ করিয়াছি। লজ্জা হইতেছে।"

এগ্রি।—লজ্জা হওয়াই ত উচিত। এখানে তোমার দরকার কি ?"

আগ।—কুমারী সলিভা নামে এক সীবন-কারিণী এই বাড়ীতে থাকে ?—আকারে কুব্জা ? সেটী এখন কোথায় ?

এগ্রি।—এ ঘরে থাকে না, উপর ঘরে থাকে। তোমার কি দরকার ?

আগ। ঠিক, আমি ভুলিয়া আসিয়াছি,

আমি ভাবিয়াছিলাম, এই ঘরেই বুঝি থাকে। তাহার জন্য আমি একটা কাজ আনিয়াছি। বড়ঘরের বায়না।

এগ্রি।—এত রাত্রে বায়না? আজ তুমি তাহাকে দেখিতে পাইবে না। সে এখন শয়ন করিয়াছে। কল্য আসিও।

আগ।--আর একটী কথা আমি বলিতে চাই। এই ভদ্রলোক, এই গৃহিণী, আর এই দুটী বালিকা, ইঁহারা—

এগ্রি।--(সক্রোধে) এ সকল কথায় তোমার দরকার কি? ক্রমাগতই এক একটা ছল দেখিতেছি, তোমার ছল ফুরাইবে না, চলিয়া যাও! বাহির হও!

এগ্রিকোলার কথা শুনিয়া রোজী-বিলাসী নতবদনে মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন। গোঁফে চাড়া দিয়া দাগোবার্ট সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জনান্তিকে পত্নীকে চুপি চুপি কহিলেন, "তোমার এই সন্তানটী? বাঃ! বাঃ সন্তানটী বড়ই তেজস্বী। দেখিয়া দেখিয়া তোমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি আজ নূতন দেখিতেছি।"

এগ্রিকোলার তাড়নার সম্মুখে সেই নূতন-লোক আর গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া বিলম্ব করিতে পারিল না। বালিকাদের প্রতি, এগ্রিকোলার প্রতি এবং দাগোবার্টের প্রতি সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া মন্থরপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

শয়নের ব্যবস্থা। বিবি বাদোইনের উভয় পার্শ্বে বালিকারা দুটী শয়ন করিলেন। এগ্রিকোলা একটা বাতী হস্তে লইয়া পিতার সহিত উপরে গিয়া উঠিলেন। যখন তাঁহারা কুজার গৃহের নিকট দিয়া যান, এগ্রিকোলা তখন দেখিলেন, অর্দ্ধাবৃত কবাটের পার্শ্বে কে একজন দাঁড়াইয়া অল্প অল্প মুখ লুকাইতেছে। কুজা তখনও শয়ন করে নাই। কুজাই ঐরূপ প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়াছিল। দাগোবার্ট অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন, পশ্চাতে এগ্রিকোলা। কুজা তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক চঞ্চলস্বরে চুপি চুপি কহিল, "এগ্রিকোলা! মহাবিপদ! তোমারে বিপদে ফেলিবার জন্য কে একটা লোক ঘুরিতেছে। সাবধান!"

দাগোবার্ট সে কথাগুলি শুনিতে পাইলেন না। চমকিতভাবে এগ্রিকোলা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দাগোবার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল এগ্রিকোলা? দাঁড়াইলে কেন?"

মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "কিছুই না। আলোটা ভাল জলিতেছে না, আপনি হয় ত ভাল দেখিতে পাইতেছেন না, সেই জন্য ঠিক করিয়া লইতেছি।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "বেশ আলো হইতেছে, তুমি আইস। আমার চক্ষু আছে, আমার পা আছে; যোলজন লোকের যেমন চক্ষু, যেমন পদ, আজ রাত্রে আমি সেইরূপ নেত্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছি।"---কথা বলিতে বলিতে দাগোবার্ট দ্রুতপদে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

* * * *

কুজার সন্ধানে আসিয়া যে লোকটা এগ্রিকোলার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, গৃহত্যাগ করিয়া সেই লোক ব্রিসিমিচি পল্লীর শেষসীমায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেইখানে একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, সেণ্টমেরী দীঘির দিকে মুখ করিয়া ঘোড়ারা পা ঠুকিতেছিল, এক একবার ঘাড় বাঁকাইতেছিল, লোকটা সেই গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

গাড়ীখানা শূন্য ছিল না। গাড়ীর মধ্যে একজন লোক। দিব্য যেন বস্তাবন্দী সাঁচ্চা লোক। কে সে?—অন্ধকারে অন্ধকার আলগাল্লাঢাকা ধর্ম্মের সেক্রেটারী রডিন।

লোকটা নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র রডিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?"—লোক উত্তর করিল, "গুচ্ছ-গোঁফওয়ালা সেই বৃদ্ধ-সৈনিকের সহিত দুটী বালিকা বিবি বাদোইনের গৃহে প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আমি শুনিলাম, বিবি বাদোইনের গৃহেই বালিকারা আজ রাত্রে শয়ন করিবে। বৃদ্ধটা এগ্রিকোলার সহিত এগ্রিকোলার ঘরেই থাকিবে। কুব্জার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই, কল্য সাক্ষাৎ করিব। পত্রখানা সে অবশ্যই পাইয়াছে। সেই পত্রে এগ্রিকোলার কথা লেখা আছে। পত্র ডাকে গিয়াছে, আজ সন্ধ্যাকালেই কুব্জা তাহা পাইয়াছে।"

রডিন বলিলেন, "কল্য প্রাতঃকালে তবে আবার আসিও। এখন তুমি এক কর্ম্ম কর। বিবি বাদোইনের স্বামীর কাছে যাও। আমার নাম করিয়া বল, মিলু অর্শিন পল্লীর বাটীতে তাঁহার জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। তিনি যেন এখনিই আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ততক্ষণে আমি যদি সেখানে ফিরিয়া না যাই, তিনি যেন অপেক্ষা করেন। তুমিও তাঁহার সঙ্গে আসিও। বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বলিও, বড় জরুরী দরকার। যাও, শীঘ্র যাও! রাত্রি হইয়াছে, ওজর করিও না।"

নমস্কার করিয়া লোকটা বলিল, "আপনার আজ্ঞার উপর কোন ওজর নাই। এখনিই আমি সেখানে যাইব। যাহা যাহা বলিলেন, সমস্তই ঠিক করিব।"

তাহাদের কথা শেষ হইল। সংবাদবাহক আসল তত্ত্ব কিছুই জানিল না; হুকুম লইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল, গাড়ীখানা দ্রুতবেগে সম্মুখদিকে ছুটিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

এগ্রিকোলা এবং কুব্জা।

ডাকযোগে কুব্জা একখানি পত্র পাইয়াছে, সেই পত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছে, এগ্রিকোলার বিপদ। চক্রকারী লোকেরা এগ্রিকোলাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টায় আছে। ইত্যগ্রে যে লোকটা এগ্রিকোলার গৃহে কুব্জার তত্ত্ব লইতে আসিয়াছিল, সেই লোকটাই সেই বিপদবার্ত্তার অগ্রদূত।

বালিকারা শয়ন করিবার পর পিতার সহিত এগ্রিকোলা উপরগৃহে শয়ন করিতে গেলেন, কুব্জার মুখে সম্ভাবিত বিপদের কথা শুনিলেন, তাহার পর সমস্তই নিস্তব্ধ। একটী গবাক্ষদ্বার উন্মুক্ত ছিল, সেই পথে অল্প অল্প আলো আসিতেছিল, শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তদ্দর্শনে এগ্রিকোলা বুঝিলেন, কুব্জা তখনও শয়ন করে নাই। কুব্জার গৃহে দিনমানেও অল্প পথে বাতাস যায় না, রবিরশ্মি প্রবেশ করে না, কেবল ঐ গবাক্ষপথেই সূর্য্যদেব এক একবার উঁকি মারেন। ঘরটী নিতান্ত ক্ষুদ্র। একটী মলিন বিছানা, একটী ক্ষুদ্র টেবিল, আর একখানি চেয়ার, এই পর্য্যন্ত আস্‌বাব। স্থান এত সংকীর্ণ যে, দুটী লোক সে গৃহে একত্র উপবেশন করিতে পারে না। দুইজন যদি একত্র হয়, একজন সেই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকে।

যে ফুলটী এগ্রিকোলা সেই রাত্রে কুব্জাকে

দিয়াছিলেন, একখানি সরু কাপড় জড়াইয়া কুব্জা সেইটী ক্ষুদ্র একটী জলাধারে রাখিয়াছে। জল সুবাসিত হইতেছে, ফুলটীর সুবাসে গৃহখানিও আমোদিত।

নিশাকালে শয়ন করিবার সময় বসন পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সে রাত্রে কুব্জা তাহা করে নাই। শয়ন করিবে, এরূপ ইচ্ছাও বোধ হয় ছিল না; বিমর্ষবদনে শয্যার উপর বসিয়া রহিয়াছে। নেত্রদুটী সজল। নতমুখে সজলনয়নে শয্যাবস্ত্র নিরীক্ষণ করিতেছে। উপাধানের উপর একখানি হস্ত অর্পণ করিয়া প্রবেশদ্বারের দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। নীরবে কাণ পাতিয়া শুনিতেছে, কাহারও পদশব্দ পায় কি না। এগ্রিকোলা ফিরিয়া আসিবেন, ইহাই কুব্জা ভাবিতেছিল। ক্ষীণ বক্ষঃস্থল ঘন ঘন কাঁপিতেছিল। হস্তে সেই পত্র। সভয়-কম্পিত-নয়নে এক একবার সেই পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। ডাকহরকরা সে পত্রখানি তাহার হস্তে দিয়া যায় নাই, রং-রাজ লবিয়টের হস্তে দিয়াছিল। কুব্জা যখন এগ্রিকোলার জননীর গৃহে দাগোবার্টের প্রত্যাগমনানন্দাবসরে কক্ষকেন্দ্রে লুকাইয়া ছিল, লবিয়ট সেই সময় তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া আইসে। নিজগৃহে প্রবেশ করিয়া কুব্জা তাহা পাইয়াছে।

ঐ ভাবে কুব্জা বসিয়া আছে, হঠাৎ শুনিল, নিকটের একটী গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটনশব্দ। কুব্জা ভাবিল এইবার! এইবার,—সত্যসত্যই এইবার। নিঃশব্দপদসঞ্চারে বীরপুত্র এগ্রিকোলা কুব্জার গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই কুব্জারে কহিলেন, "পিতা নিদ্রিত না হইলে আসিতে পারি না, সেই নিমিত্তই কাজে কাজে একটু বিলম্ব হইল।"

কথাগুলি কুব্জা যখন শুনিল, তখন একবার মুখ তুলিয়া এগ্রিকোলার বদন নিরীক্ষণ করিল। অন্তরে কোন প্রকার চিন্তা আছে, মুখের ভাব দেখিয়া কুব্জা সেরূপ বুঝিল না। ভাবে কেবল কৌতূহল প্রদীপ্ত, ইহাই বুঝিতে পারিল। এগ্রিকোলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হইয়াছে কি? তোমার মুখ এত বিবর্ণ কেন? তুমি কাঁদিতেছ! ব্যাপার কি? আমার এমন কি বিপদ ঘটিবে? কি লক্ষণ তুমি বুঝিয়াছ? কি কারণেই বা এত কাতরা হইয়াছ?"

কুব্জার চক্ষের জল গণ্ড বাহিয়া প্রবাহিল। কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কণ্ঠস্বর কাঁপিল। উন্মুক্ত পত্রখানি তাহার হস্তেই ছিল, হাত বাড়াইয়া এগ্রিকোলার সম্মুখে সেইখানি ধরিয়া কম্পিতস্বরে কহিল, "পড়িয়া দেখ।"

টেবিলের উপর ক্ষুদ্র একটী বাতী জলিতেছিল, সেই বাতীর নিকটে লইয়া গিয়া এগ্রিকোলা আপন মনে পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল :—

"একটী লোক আত্মপ্রকাশ করিতেছে না। অপ্রকাশ থাকিবার বিশেষ কারণ আছে। যুবা এগ্রিকোলার প্রতি তোমার সদয়ভাব, তাহার প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ, তোমারেও এগ্রিকোলা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করেন, সেই অপ্রকাশিত লোকটী তাহা অবগত আছে। সেই কারণেই তোমাকে সতর্ক করিতেছে। আগামী কল্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সেই নির্দ্দোষ এগ্রিকোলাকে পুলিসের লোকেরা গ্রেপ্তার করিবে।"

চকিতচমকে কুব্জার বিষণ্ণবদন নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে এগ্রিকোলা বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে? পুলিসের লোকেরা আমাকে গ্রেপ্তার করিবে?—এ কথার অর্থ কি? আমি কাহার কি করিয়াছি?"

করে করমর্দ্দন করিয়া সবিষাদে কুব্জা কহিল, "আরও একটু পড়।"

কুব্জার অনুরোধে বাধ্য হইয়া এগ্রিকোলা আবার পড়িতে লাগিলেন ঃ—

"কারিকর কবি এগ্রিকোলা সম্প্রতি যে একটী গান রচনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম শ্রমজীবী লোকেরা স্বাধীন। পুলিস বুঝিয়াছেন, সেই গানটী লাইবেল। একটী গুপ্তসভার অপরাপর কাগজপত্রের মধ্যে সেই গীতের কয়েকখণ্ড মুদ্রিত প্রতিলিপি বাহির হইয়াছে। যাঁহারা সেই সভার প্রধান সভ্য, তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করা হইবে। তাঁহারা প্রবারা ষড়্‌যন্ত্রের লোক, ইহাই পুলিসের বিশ্বাস।"

অশ্রুধারে মুখ সিক্ত করিয়া গদগদকণ্ঠে কুব্জা বলিল, "এখন আমি সমস্তই বুঝিতেছি। রং-রাজ যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সত্য। আজ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাটীর সম্মুখে একটা নূতন লোক গুপ্তভাবে ঘুরিতেছিল। রং-রাজ ভাবিয়াছিল, গুপ্তচর। তখন তাহার অন্য অভিসন্ধি ছিল না, [illegible] হইতে কখন্ তুমি গৃহে প্রত্যাগত হইবে, তাহাই সে তখন জানিতে আসিয়াছিল।"

ভ্রূকুটীভঙ্গী করিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "অগ্রাহ্য কথা। গীতটী লাইবেল, ইহা শুনিলে হাসি পায়। তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। রাজকার্য্যপ্রসঙ্গে কোন কথাই আমি বলি না। যেগুলি কবিতা আমি লিখি, তাহার মূল তাৎপর্য্য কেবল জনহিতসাধন। গরীবলোকেরা যাহাতে সুখে থাকিতে পারে, যাহাতে তাহাদের ভাল হয়, তাহাই আমি ভাবি, তাহাই আমি লিখি। কুচক্রীদের গুপ্ত-সভায় আমার গীতগুলি যদি কেহ দেখিতে পায়, তাহাতে কি [illegible] অপরাধী হইব?"

এই কথা বলিয়া এগ্রিকোলা ঘৃণাপূর্ব্বক পত্রখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

কাতরা হইয়া কুব্জা কহিল, "পড়, আর একটু পড়। দোহাই না, আরও কত কথা ঐ পত্রে লেখা আছে।"

অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া এগ্রিকোলা অনিচ্ছাপূর্ব্বক আবার পড়িতে লাগিলেন ঃ—

"এগ্রিকোলার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইতেছে। শীঘ্রই হউক্ অথবা কিছু বিলম্বেই হউক্, তাঁহার নির্দ্দোষিতা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইবে, কিন্তু ওয়ারীণে ধরা পড়া অনিবার্য্য। তুমি তাঁহাকে কিছুদিন লুকাইয়া থাকিতে বলিও। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লোক ফিরিবে। যদি ধরিতে পারে, দুই তিন মাস হাজতে ফেলিয়া রাখিবে। বিচারের অগ্রে হাজতে থাকা ভদ্র-লোকের পক্ষে কারাবাস অপেক্ষাও যন্ত্রণা-কর। এগ্রিকোলার জননী এখন পুত্রটীর মুখ চাহিয়াই প্রাণধারণ করিতেছেন। এগ্রিকোলা কয়েদ হইলে তাঁহার কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিবে না।"

এই পর্য্যন্ত পত্রের নির্ঘণ্ট সমাপ্ত। পত্রে কাহারও নাম স্বাক্ষর নাই। স্বাক্ষরস্থলে লেখা আছে, একজন অকপট মিত্র। কোন বিশেষ কারণে তিনি এগ্রিকোলার নিকট অপ্রকাশ থাকিতে বাধ্য।

কিয়ৎক্ষণ এগ্রিকোলা মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। কথা কহিলেন না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া হাস্য করিলেন। বদন প্রশান্ত। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাক, এটা কেবল ভণ্ডলোকের বিদ্রূপ। কাহার সঙ্গে পরিহাস করিতে হয়, বিদ্রূপ-কারীরা তাহা বুঝিতে না পারিয়াই আমার নামে গ্লানি তুলিয়াছে। এইরূপ কার্য্য যাহারা করে, তাহারা পাগল; যাহারা উহাতে বিশ্বাস করে, তাহারাও পাগল। এপ্রেলমাস সমাগত

হইবার অগ্রেই পাগলেরা আমাকে পাগল * বানাইবার চেষ্টা করিয়াছে!”

করযোড় করিয়া কুব্জা কহিল, “শুন এগ্রিকোলা! দোহাই পরমেশ্বর! আমার কথা রাখ! মিনতি করিয়া আমি বলিতেছি, কথাটা হাসিয়া উড়াইও না। আমার বুদ্ধি কম, তথাপি যাহা আমি বলি, সেই পরামর্শটী তুমি গ্রহণ কর।”

এগ্রিকোলা কহিলেন, “সমস্তই আমি শুনিতেছি, সমস্তই আমি বুঝিতেছি। পুনর্ব্বার তোমাকে আমি বলিতেছি, ভ্রান্তলোকের পরিহাস। দুইমাস হইল, আমার ঐ গীত রচিত হইয়াছে, দুইমাস পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, কোন অংশেই উহা রাজনীতি স্পর্শ করে নাই। রাজনীতিসম্বন্ধে যদি উহা লাইবেল হইত, রাজপুরুষেরা কদাচ এতদিন চুপ করিয়া থাকিতেন না কিছুতেই তাঁহারা আমাকে ছাড়িতেন না।”

মুখখানি আরও বিষণ্ণ করিয়া কুব্জা কহিল, “কয়েকটা নূতন ঘটনা হইয়াছে। তুমিও তাহা জান, কিন্তু এখন ভুলিয়া যাইতেছ। দুইদিন হইল, একটা ষড়্‌যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। আমাদের এই পল্লীতেই সেই ষড়্‌যন্ত্র। বোধ কর, রাজপুরুষেরা এতদিন তোমার ঐ গীতটীর সংবাদ পান নাই, ষড়যন্ত্র সভায় বাহির হইয়াছে। কয়েকজন চক্রান্তকারীকে গ্রেপ্তার করাও হইয়াছে। এখন প্রকাশ পাইয়াছে, সেই গীত তোমারই বিরচিত। এখন তাঁহারা তোমাকে সেই দলের সংলিপ্ত বিবেচনা করিলে কে তাহা আইনবিরুদ্ধ বলিবে?”

এগ্রিকোলা কহিলেন, “কুচক্রীদলে আমি সংলিপ্ত? আমার রচিত কবিতাগুলি রাজবিদ্রোহী কুচক্রীদলের প্রতিপাদক? কি আশ্চর্য্য কথা! শ্রম-পরায়ণ সদাশয় হও, সততা অভ্যাস কর, ভ্রাতৃভাবে সকলকে ভালবাস, ইহাই আমার গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য, সার সন্দর্ভ। ইহাই কি লাইবেল? ইহাই কি রাজদ্রোহ? এই অপরাধে পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করিবে? যদি এমন হয়, তবে ত ধর্ম্মাসন একপ্রকার বিড়ম্বনা, ধর্ম্মদেব অন্ধ, বিচার কেবল স্বেচ্ছাচার! ধর্ম্ম যদি এইরূপে পথ ভুলিয়া বিপথে যান, তাহা হইলে তাঁহাকে সত্যপথ কে দেখাইবে? একটা কুকুর এবং তীর্থযাত্রীর সাথী (সেতুয়া) যোগাড় করিয়া পথপ্রদর্শকরূপে নিযুক্ত করা আবশ্যক হইবে?”

বিপদসময়ে এগ্রিকোলার মুখে পুনঃপুন এইরূপ বিদ্রূপবাক্য শ্রবণ করিয়া কুব্জার প্রাণে ব্যথা লাগিল। কাতরা হইয়া কহিল, “বিনয় করিয়া আমি বলিতেছি, আমার কথা তুমি অবহেলা করিও না। শ্রমশীলতার তুমি প্রশংসা কর, গরীবের দুঃখে দুঃখিত হও, গরীবেরা অশেষ বিশেষে কষ্ট প্রাপ্ত হয়, তুমি তাহার প্রতিবিধানের পরামর্শ দাও, ভ্রাতৃভাবের আমন্ত্রণ করা তোমার কবিতা সেই সকল মহদ্ভাব পরিব্যক্ত করে, সমস্তই সত্য; কিন্তু রচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপর দুরন্তলোকদিগের উপর তোমার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, তাহাও তুমি কবিতায় ব্যক্ত করিয়া থাক। ইহা তুমি অস্বীকার করিতে পার না। স্বার্থপর কাহারা, দুরন্তলোক কাহারা, তাহা তুমি নির্দ্দেশ কর না, সেইখানেই সন্দেহ দাঁড়ায়। যাহারা রাজকার্য্য পরিচালন করে, তাহাদের মধ্যে যাহারা আত্মম্ভরী, তাহাদের অবিচারে গরীবের কষ্ট হয়, কূটবুদ্ধিলোকে এরূপ অনুমান করিয়া লইলে

---

* প্রতি বৎসর এপ্রেলমাসের প্রথম দিবসে ইউরোপীয় রসিক লোকেরা ইচ্ছা করিয়া পাগল সাজে অপরকেও পাগল বানায়। ইংরাজীতে ঐ পর্ব্বটার নাম “এপ্রেল ফুল।”

নিশ্চয়ই গোল বাধিতে পারে। বিশেষতঃ কুচক্রীলোকের সভায় তোমার ঐ গীতটী ধরা পড়িয়াছে; কুচক্রী লোকেরাও বাঁধা পড়িয়াছে, এ সময় তোমার সদাসর্ব্বদা বিশেষ সাবধান থাকা একান্ত আবশ্যক।"

এগ্রিকোলার মতি ফিরিল। কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি বুঝিলেন, এই সুশীলা বালিকার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ঐ যুক্তি-গুলি সমুদ্ভূত হইতেছে,হৃদয়ের স্নেহ ও ভাল-বাসার প্রকৃষ্ট পরিচয় হইতেছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "আমার দুর্ভাগ্য, হার্ডিসাহেব এখানে নাই। মার্শেল সাইমনের পিতার সহিত তিনি এখন বিদেশে গিয়াছেন।"

কুব্জার কথার এইরূপ উত্তর দিয়া এগ্রি-কোলা কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন! একটু পরে মৌনভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "ও কিছুই নয়। ও খানার উপর আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। ওখানা উড়োচিঠি; হয় ত জাল। যাহা ঘটে ঘটুক, শেষ পর্য্যন্ত আমি দেখিব। আমাকে ধরিয়া তাহারা যদি বিচারকের সম্মুখে লইয়া যায়, এক কথা-তেই আমি আপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিব; ইহা ভিন্ন এখন আর কি উপায়? পত্রলেখক আমাকে লুকাইয়া থাকিবার পরা-মর্শ দিতেছে। যদি আমি লুকাইয়াই থাকি, তাহা হইলেও কর্ম্মশালায় গিয়া কর্ম্ম করিতে পারিব না। তবে আর কি উপকার হইল? এ অবস্থায় লুকাইয়া থাকা আর হাজতে থাকা সমান কথা। মাতাপিতার সমান কষ্ট।"

এ কথা খণ্ডন করিতে না পারিয়া দুঃখিনী কুব্জা কাতরস্বরে কহিল, "হায় হায় হায়! তবে এখন উপায় কি?"

মর্ম্মান্তিক কষ্টে নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত-বাক্যে এগ্রিকোলা কহিলেন, "রজনীপ্রভা-তেই যদি আমি ধরা পড়ি, পিতা আমার কি কষ্টেই পড়িবেন! কতদিনের পর তিনি দেশে আসিয়াছেন, মনের সুখে নিদ্রা যাই-তেছেন, নিদ্রাভঙ্গে কি সংবাদ শুনিবেন!"

উভয়েই নিস্তব্ধ। কুব্জার অন্তরের ভীতি, মহাভীতি নিবারণ নহে। ১৮৩২ অব্দের প্রারম্ভাবধি শ্রমজীবিদলের অনেক লোক-কেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রুবারী ষড়্-যন্ত্র প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেও কয়েকজন ধরা পড়িয়াছে। যাহারা যাহারা প্রজাতন্ত্রের পক্ষ, তাহারাই বিদ্রোহী, রাজপুরুষগণের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে। নীরবে থাকিয়া সরলা কুব্জা এই কথাগুলি ভাবিল। এই ভাবনার পর আরও কত কি ভাবিল, ভাবিয়া ভাবিয়া শেষকালে একটু উৎসাহপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিল, "আর ভয় নাই! এগ্রিকোলা! আর ভয় তুমি রক্ষা পাইয়াছ!"

সবিস্ময়ে এগ্রিকোলা কহিলেন, কি প্রকার ভয় নাই? কি প্রকার রক্ষা?"

প্রসন্নবদনে কুব্জা কহিল, "সেই যুবতী সুন্দরী, আজি সন্ধ্যাকালে যিনি তোমাকে ঐই ফুলটী দিয়াছেন, তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন। তোমার মুখেই শুনিয়াছি, তিনি তোমাকে ভবিষ্যৎ আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, প্রয়োজন হইলেই সহায় হইবেন। তুমি তাঁহার নিকটেই"—বলিতে বলিতেই কুব্জা নীরব। বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার কপোলদেশ প্লাবিত করিল। যৌবনের অঙ্কুর হইয়া অবধি কুব্জা যাহা ভাবে নাই, কুব্জা যাহা জানে না, সেই দারুণ বিষাক্ত ঈর্ষা—প্রণয়ের জ্বলন্ত ঈর্ষানল তাহার পবিত্র সরল অন্তঃকরণকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। কুব্জা ভাবিল, হৃদয়ে যাহাকে আমি দেবতার ন্যায় পূজা

করি, আর একজন রমণী বিপদসময়ে মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তাহার উপকার করিতে আসিবে, আমি গরীব, আমার ক্ষমতা নাই, আমি পারিব না! এই ভাবনায় দরিদ্রকুমারীর বিষণ্ণনয়নে দরবিগলিত বারিধারা।

কথা কহিতে কহিতে কুব্জা কেন থামিয়া গেল, এগ্রিকোলা তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন, দৃষ্টিও অন্যদিকে ছিল, কুব্জার নেত্রের জলধারাও তিনি দেখিলেন না। সহসা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া আমি কি প্রার্থনা করিব?"

মুখ ফিরাইয়া নেত্রমার্জ্জনপূর্ব্বক কুব্জা উত্তর করিল, 'তিনি বড়ঘরের মহিলা, অনেক বড় বড়লোক তাঁহার অনুগত বাধ্য, তাঁহাদের কাহারও দ্বারা তিনি তোমার রক্ষার উপায় করিতে পারিবেন। আমার পিতা যখন জীবিত ছিলেন, সেই সময় তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনি স্বয়ং জামীন হইয়া একজন কারাবাসীকে খালাস করিয়াছিলেন। সেই দয়াবতী সম্ভ্রান্তমহিলা যদি স্বয়ং তোমার জামীন হন, তাহা হইলে তোমার ভয়ের বিষয় আর কিছুই থাকে না।"

চিন্তাকুলবিমর্ষবদনে এগ্রিকোলা কহিলেন, "কেমন করিয়া বলিব? আমি সামান্যলোক, কখনও তাঁহার সহিত পরিচয় নাই, ক্ষণকালমাত্র চক্ষের দর্শনে অত বড় কথা কি সাহসে তাঁহাকে আমি জানাইব?"

ভাবার্থ বুঝিয়া কুব্জা কহিল, "সেটা বড় শক্ত কথা। তোমার মনের ভাব আমি বুঝিলাম। লোকের চক্ষে তুমি ছোট হও, তেমন অনুরোধ আমি করিতে পারি না। মান বজায় রাখিয়া চলাই তোমার অভ্যাস। মান যাহাতে রক্ষা পায়, অথচ তোমার রক্ষা হয়, তাহাই আমি দেখিতে চাই। তাঁহার নিকট টাকা চাহিতে আমি বলিতেছি না। আমি কেবল এই কথা বলি, তিনি জামীন হইয়া তোমাকে খালাস করুন। তুমি রীতিমত কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করিতে পার, সেই পথটী মুক্ত থাকুক্, পরিবারেরা উপবাস না করেন, তাহার উপায় হউক্। ইহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। বোধ হয়, এ প্রার্থনায় তিনি অসম্মত হইবেন না। কেননা, তিনি নিজেই বলিয়াছেন, নাম স্মরণ রাখিও, অসময়ে সহায়তা করিবেন। ইহাই ত প্রকৃত অসময়। বিশেষতঃ কুকুরছানা যে তুমি ফিরাইয়া দিয়াছ, ইহাতে তিনি বুঝিয়াছেন, কোন দোষের কাজ তুমি করিতে জান না।"

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "তাহাই তবে করিব। ভোরেই আমি তাঁহার নিকট যাইব। তাঁহার অন্তঃকরণ মহৎ, তিনি দয়াবতী, অবশ্যই এই উপকার তিনি করিবেন। তিনি জামীন হইলেই আমার মঙ্গল হইবে। হাকিমেরা কিছুতেই আমাকে হাজতে পাঠাইতে পারিবেন না।"

বসিয়া বসিয়া এগ্রিকোলা কথা কহিতেছিলেন, অকস্মাৎ চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন;—চঞ্চলস্বরে কহিলেন, "না না, তাহা আমি পারিব না। কে আমি? কেন তিনি আমার জন্য জামীন হইতে যাইবেন? তুমি জামীন হও, তাঁহাকে এ কথা বলিতেই বা আমার কি অধিকার? তাঁহার আমি কি উপকার করিয়াছি? একটী কুকুরছানা পথে পাইয়াছিলাম, সেইটী তাঁহাকে দিয়া আসিয়াছি; সে উপকারের সহিত এ উপকারের কি তুলনা হয়? কেন তিনি এত বড় উপকার করিবেন? কি সাহসেই বা আমি চাহিব? না ভগিনি! না না, তাহা আমি পারিব না।"

গ্রীবা উন্নত করিয়া কুব্জা কহিল, "সে"

কি কথা? যাঁহাদের অন্তঃকরণ মহৎ, তাঁহারা কি উপকারের লঘুগুরু পরিমাণ করেন? একজন একটী সামান্য উপকার করিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে আমি তাহার বেশী উপকার কেন করিব, বড়লোকেরা কি ইহা ভাবেন? তুমি একটু ভুল বুঝিতেছ। আমি যেমন তোমার জন্য কাতরা, ঘটনা শ্রবণ করিলে তিনি বোধ হয়, তদপেক্ষা বেশী কাতরা হইবেন। আমি গরীব, আমি কিছুই নই, আমার কিছুই ক্ষমতা নাই, কেবল কাঁদিতে পারি আর ভাবিতে পারি। তোমার কষ্টে আমার হৃদয় যেমন বিদীর্ণ হইয়া যায়, তিনি রমণী, তাঁহারও এইরূপ হইবে; বেশীর মধ্যে তিনি তোমার উপকার করিতে পারিবেন, আমি তাহা পারিব না। আমি গরীব বলিয়া তুমি আমারে অবজ্ঞা কর না, তিনি মহোচ্চপদপ্রতিষ্ঠিতা, তাঁহাকেও তুমি [illegible] করিও না; মনে কোন সন্দেহ আনিও না। স্ত্রীজাতির প্রকৃতি কোমল। তাহার উপর [illegible] সম্ভ্রমে, সততায় তিনি আমার অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। কেবল আমার অপেক্ষা কেন, এ স্থানের অনেক রমণী অপেক্ষা তিনি বহুগুণে বিভূষিতা। তুমি তাঁহার কাছে যাও, অবশ্যই তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমার উপকার করিবেন।"

বিস্তর প্রশংসা করিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "তোমার তুল্য হিতৈষিণী ভগিনী আমি পাইয়াছি, আমি পরম ভাগ্যবান্।"

সিক্তনেত্রে কুব্জা কহিল, "ঈশ্বর আমাকে কোন ক্ষমতাই দেন নাই, আমি কেবল একটু একটু পরামর্শ দিতে পারি।"

কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "ঐ পরামর্শই আমার পক্ষে মহামূল্যবান্। পবিত্র আত্মার পবিত্র অন্তর হইতে যে পরামর্শ উদিত হয়, তাহাও অতি পবিত্র। তোমার যুক্তি-গর্ভ কথাগুলি শুনিয়া আমি বুঝিলাম, কুমারী অদ্রিয়াণীর আত্মার সহিত তোমার নিজ আত্মার তুমি মিলন করিয়াছ। মহত্ত্বে তোমরা উভয়েই তুল্য; প্রভেদের মধ্যে কেবল এই দেখি, ক্ষমতায় তিনি উচ্চ।"

কুব্জা কহিল, "তবে তুমি রাজী হইয়াছ? প্রভাতেই তুমি তাঁহার নিকটে যাইবে? আমি যেন দেখিতেছি, আমার চক্ষের সমীপে আশা জ্বলিতেছে। অবশ্যই আশা পূর্ণ হইবে। প্রভাতেই তুমি যাও। তুমিও যাইবে, আমিও উষাকালে গৃহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইব। কোন লক্ষণ দেখিয়া যদি সন্দেহ বুঝিতে পারি, তোমাকে সাবধান করিয়া দিব। কিন্তু দেখ, তোমার পিতার নিদ্রাভঙ্গ হইবার অগ্রেই তুমি চলিয়া যাইও। আরও একটী কথা। সেই গৌরবিণী কুমারী যে পল্লীতে বাস করেন, সে পল্লীতে জনসঞ্চার বড় কম। যে পথ ধরিয়া তুমি যাইবে, সে পথে প্রায়ই লোকজন চলে না। তাঁহার নিকেতনটীও নির্জ্জন। সেখানে তুমি প্রবেশ করিলে কেহই তোমাকে দেখিতে পাইবে না। এখানে সতর্কতার প্রধান অঙ্গ অপ্রকাশ থাকা। সেখানে তুমি বেশ লুকাইয়া থাকিতে পারিবে।"

কথা হইতেছে, হঠাৎ এগ্রিকোলা কহিলেন, "পিতা বুঝি জাগিয়াছেন। আমি যেন তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি।"

যথার্থই তাহাই। কুব্জার গৃহ হইতে এগ্রিকোলার শয়নকক্ষ অধিকদূর নহে, পাশাপাশি ঘর। তাঁহারা উভয়েই শুনিলেন, অন্ধকারে দাগোবার্ট বলিতেছেন, "এগ্রিকোলা! বৎস! এই রকমেই কি তুমি নিদ্রা যাও? আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, কাহার সহিত কথা কহিব, বুঝিতে পারিতেছি না।"

ব্যস্ত হইয়া কুব্জা কহিল, "যাও এগ্রিকোলা,

শীঘ্র যাও। শয্যায় তুমি নাই, ইহা জানিতে পারিলে উনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইবেন, অস্থির হইবেন। প্রভাতে কিন্তু আমার মুখে কোন বিশেষ কথা না শুনিয়া বাটী হইতে তুমি বাহির হইও না।”

ওদিকে উচ্চকণ্ঠে দাগোবার্ট ডাকিতেছেন, “এগ্রিকোলা! এগ্রিকোলা! তুমি কোথায়? তুমি কি ঘরে নাই?”

চঞ্চলপদে কুব্জার গৃহ হইতে বাহির হইয়া নিজগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক এগ্রিকোলা কহিলেন, “কেন পিতা! এই যে আমি। আমি আপনার নিকটেই ত রহিয়াছি। বাতাস উঠিয়াছে, জোরবাতাস বহিতেছে। জানালা দিয়া বাতাসের শব্দ আসিলে পাছে আপনার নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেই জন্য আমি তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিতে উঠিয়াছি।”

প্রমোদিতস্বরে দাগোবার্ট কহিলেন, “বাতাসের শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে। তোমার সঙ্গে কথা কহিবার ক্ষুধা। এগ্রিকোলা! বৎস! বৃদ্ধপিতার কতখানি ক্ষুধা, তাহা তুমি অনুভব কর। আহা! আজ অষ্টাদশবর্ষ আমি বিদেশী অষ্টাদশ বর্ষ তোমারে আমি দেখি নাই।”

এগ্রিকোলা কহিলেন, “বাতী জ্বালিব কি?”

নিষেধ করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, “না বৎস! বাহ্যবিলাসে প্রয়োজন রাখে না। আলো প্রয়োজন নাই। তুমিই আমার আলো। অন্ধকারেই আমি তোমার সহিত কথা কহিব। নিশাপ্রভাতে তোমার বদন দর্শন করিয়া আমি এক অভিনব আনন্দ অনুভব করিব। আমার বোধ হইবে যেন, প্রথম সাক্ষাতেই হইবার তোমার অভিনব রূপ সন্দর্শন করিব!”

এগ্রিকোলার শয়নকক্ষের দ্বার অবরুদ্ধ হইল। কুব্জা তখন আর তাঁহাদের কোন কথা শুনিতে পাইল না। এতক্ষণ বসিয়া ছিল, এই সময় শয্যার উপর শয়ন করিল। একটীবারও নয়ন মুদিত করিল না। রাত্রি কখন্ প্রভাত হইবে, অস্থিরভাবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রভাত হইলেই এগ্রিকোলার নিরাপদের উপায় অন্বেষণ করিবে, ইহাই তাহার আশা। ক্ষণে ক্ষণে চিন্তা আসিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে শঙ্কা আসিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে আহ্লাদ আসিয়া তাহার চিন্তা-তরঙ্গিত হৃদয়কে প্রশান্ত করিয়া তুলিতেছে। কুব্জা ভাবিতেছে, হৃদয়ে যাহাকে ভালবাসি, এতক্ষণ তাহার সহিত কথা কহিলাম। আহা! কি ভালই আমি বাসিয়াছি! আহা! এগ্রিকোলা কি আমারে এই রকম ভালবাসেন? আমার হৃদয় যেমন এগ্রিকোলার নামে, এগ্রিকোলার দর্শনে উল্লাসিত হয়, এগ্রিকোলার হৃদয়ও কি এইরূপ? উভয়ের ভালবাসা যদি একসূত্রে গ্রথিত হয়, তাহা হইলে কি সুখ! একদিনও কি আমি সেই সুখের আস্বাদন পাইব?—না না, সে সুখ আমার ভাগ্যে নাই! আমি কাঙ্গালিনী; আমি বিকলাঙ্গী; আমার হৃদয়ে ভালবাসা কেন বাসা লয়? না না, এগ্রিকোলার ভালবাসা আমি পাইব না। নাই বা পাইলাম? তাহাতে আমার অনাহ্লাদ কি? যদি আমি এগ্রিকোলার কোন উপকারে আসিতে পারি, তাহাই পরমানন্দ!”

সরলার মানসানন্দের সঙ্গে সঙ্গেই উষা আগমন করিল। সরলা বালিকা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল। অঙ্গুলীদ্বারা নেত্রমার্জ্জন করিতে করিতে চুপি চুপি নিঃশব্দে উপর হইতে নামিয়া গেল। বহির্দ্বারে আর কোন গুপ্তচর এগ্রিকোলার গমনপথের কণ্টক হইতে আসিয়াছে কি না, চঞ্চলনয়নে ইতস্তত তাহাই চাহিয়া চাহিয়া দেখিল! সেরূপ কুলক্ষণের কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিতা-পুত্র।

রজনী প্রভাত হইল। নিশাকালে কুজ্-ঝটিকা ছিল, প্রভাতেই নীলাকাশ পরিষ্কার। এগ্রিকোলার শয়নকক্ষ হইতে নীলবর্ণ গগন-পটের এক কেন্দ্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

পিতা-পুত্র উভয়েই জাগিয়াছেন। এগ্রি-কোলার মনে যে এক প্রবল দুশ্চিন্তা, অতি সাবধানে পিতার নিকট সেটী তিনি গোপন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। কুজ্ঞার নামের পত্রে রাত্রিকালে যাহা তিনি পাঠ করিয়াছেন, প্রভাতে নিরবচ্ছিন্ন তাহাই মনে আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা।

দাগোবার্ট কোন লক্ষণেই পুত্রের সেই শঙ্কিত ভাব অনুভব করিতে পারিলেন না। শয্যার উপর আপন পার্শ্বে বসাইয়া দুই-খানি হস্তধারণপূর্বক প্রসন্ননয়নে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সতৃষ্ণ-নয়নে বারম্বার দর্শন করিয়া হাস্যবদনে কহিলেন, "আমার কথা শুনিয়া তুমি হাসিবে। রাত্রিটাকে তাড়াইবার জন্য আমি যেন অস্ত্রধারণ করিয়া-ছিলাম। কতক্ষণে ইহা আসিবে, কতক্ষণে প্রভাত হইবে, ইহাই আমি ভাবিতেছিলাম। প্রভাতে তোমার চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া আমি আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইব, ইহাই আমি জানিতাম। এখন আমার আশা পূর্ণ হইল। কতদিন বিদেশে ছিলাম, মনে মনে কতই দুর্ভাবনা আসিয়াছিল. এখন দেখিলাম, সমস্তই মঙ্গল; কিছুই আমার হারায় নাই। যাহা যাহা রাখিয়াছিলাম, সমস্তই আমার আছে। বৎস! আমার একটী নূতন আহ্লাদ। তোমার গোঁফ উঠিয়াছে বাঃ! অশ্বারোহী সেনা-দলের বীরপুরুষের ন্যায় অতি সুন্দর গোঁফ! আচ্ছা, এগ্রিকোলা! কখনও কি তোমার সৈনিকদলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হয় না?"

বাৎসল্যপূর্ণ-নয়নে পিতৃবদন অবলোকন-পূর্ব্বক এগ্রিকোলা উত্তর করিলেন, "ইচ্ছার কথা আমি কিছুই জানি না, নিরন্তর আমি কেবল জননীকেই পূজা করিয়াছি।"

প্রফুল্লবদনে দাগোবার্ট কহিলেন, "ভালই করিয়াছ। তুমি একটী মাতৃভক্তের আদর্শ, ইহা আমি শুনিয়াছি। আর দেখ, সৈনিক-দলে আর সে প্রকার উৎসাহ নাই। তলো-য়ারের যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনেরা এখন কোন কাজেই লাগে না; এখন কেবল রন্ধনগৃহেই তাহাদিগকে রাখিয়া দিলে বেশ মানায়। তলোয়ারে মরিচা ধরিয়াছে, প্রাচীন বীরশরীরেও মরিচা লাগিয়াছে। যখন, "বিশেষ সময় ছিল, তখন তলোয়ারেরাও ঝানা প্রাপ্ত হস্তে আহ্লাদে নৃত্য করিত।" কেরা সমস্ত

এগ্রিকোলা কহিলেন, "যথার্থ ইথেন।" আপনাদের যুগ বীরত্বের যুগ,—গৌরবের আমার ইহাই আমি মনে করি। এখনকার বীরপুরুষেলাম, সে গৌরবের অধিকারী নহেন। আপনার পুত্র আমি, ইহা আমার পক্ষে এ যুগে সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "তুমি আমার পুত্র, ইহাতে আমিও আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করি; মহাগৌরবেই আমি তোমাকে ভালবাসি। এই সবে ভালবাসার আরম্ভ। কেমন, এ কথা

ঠিক নহে? দেশে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, দরিদ্রেরা তখন বহুদিন অনাহারে থাকে। দীর্ঘকাল প্রবাসে আমি যেন ভালবাসাবিহনে উপবাসেই দিনযাপন করিয়াছি। এখন ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু আহার পাইব; দিবারাত্রি পুত্র-কলত্রের মুখদর্শন করিব।—না, চিরদিন সুখে থাকিতে পারিব, চিরদিন এইরূপ আনন্দ অনুভব করিব, ইহা যেন আমি ভাবিতে পারিতেছি না; ভাবিলেই যেন আমি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখি! মনে হয় যেন আমাতে আমি নাই!"

পিতার এই শেষকথাতে এগ্রিকোলা বড় কাতর হইলেন। তিনি ভাবিলেন, ওঃ! ভবিষ্যতের কি খেলা! আবার শীঘ্রই যেন আমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিবে, পূর্ব্বসূত্রে ইহাই যেন জানিতে পারিয়া পিতা এইরূপ মর্ম্ম-বেদনা প্রকাশ করিতেছেন।

চিন্তা একপ্রকার, বাহ্যভাব অন্য প্রকার। বাহ্যভাবের প্রতিই দাগোবার্টের তখন সম্যক্ দৃষ্টি। প্রসন্নবদনে তিনি কহিলেন "বৎস! তুমি এখন বেশ সুখে আছ। মনুর হার্ডি তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন।"

আহা! [illegible] হইয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, অষ্টাদশ ব[illegible] তত্তুল্য সাধুপুরুষ নাই তাঁহার এগ্রিকুঠী কি ছিল, কি হইয়াছে। তিনি [illegible]ভূতপূর্ব্ব অঙ্গরাগ সাধন করিয়াছেন। [illegible]পর কারখানার সহিত তুলনা করিলে উহা [illegible] যেন বৈকুণ্ঠধাম। যাহারা সেই কারখানায় কর্ম্ম করে, সকলের মুখেই নিত্যানন্দ সুশোভিত। কর্তা যেমন সকলের প্রতি অনুকূল, কর্ম্মকারেরাও সেইরূপে প্রাণ দিয়া তাঁহার কার্য্যসাধন করিতেছে।"

[illegible] করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "তবে তোমাদের দয়াময় হার্ডিসাহেব একজন মহামায়া জাদুকর।"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "সত্য পিতা! সত্যই তিনি জগৎ-মোহন জাদুকর। লোকের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিলে লোকেরা সানন্দচিত্তে কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, হার্ডিসাহেব তাহা ভালই জানেন। কর্ম্মশালামধ্যে কর্ম্মচারীরা আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়ায়, সর্ব্বদা সহাস্যমুখে কাজ-কর্ম্ম করে, ইহা দেখিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ প্রমোদিত। সকলকেই তিনি প্রচুর প্রচুর বেতন দেন। সংসারে যাহার যে প্রকার অভাব, যাহার যে প্রকার প্রয়োজন, মনে বুঝিয়া আপন লাভাংশ হইতে আহ্লাদপূর্ব্বক তাহা তিনি প্রদান করিয়া থাকেন। সেই নিমিত্তই ব্যগ্র হইয়া আমরা কাজে যাই। এক সপ্তাহও কামাই করিতে ইচ্ছা হয় না। কেবল ইহাই নহে, সংপ্রতি তিনি একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা অতি অল্প ব্যয়ে সেখানে পরমসুখে থাকিতে পারিবে। ইতিমধ্যেই অনেক কারিকর সেই অট্টালিকায় আশ্রয় পাইয়াছে। সেখানে তাহারা সর্ব্বপ্রকারে মনের সুখে বাস করে। আপনি দেখিবেন, হার্ডিসাহেবের কতদূর মহত্ত্ব।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "লোকে যাহা বলে, তবে তাহা মিথ্যা নয়। লোকে বলে, পারিস-নগরী অলৌকিক অদ্ভুত পদার্থের জন্মস্থান!"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "লোকে যাহা বলে, তাহাও সত্য আপনি যাহা বলিলেন, তাহাও সত্য; আমি এখন সংসারে সুখে আছি, এ কথাও সত্য। আর আমরা কিন্তু আপনাকে ছাড়িয়া দিব না। ঈশ্বর করুন, আর আমাদের বিচ্ছেদ না ঘটে। দীর্ঘকাল প্রবাসে আপনি যে সকল যন্ত্রণা-ভোগ করিয়াছেন, তাহা যাহাতে ভুলিয়া যান, তাহাই আমি করিব; আমার জননীও সেই চেষ্টা করিবেন। সুদীর্ঘ প্রবাস-যন্ত্রণা বড়ই কষ্টদায়ক!"

"যন্ত্রণা?" উত্তেজিত হইয়া দাগোবার্ট বলিলেন, "যন্ত্রণা? শত্রুরা যন্ত্রণা ভোগ করুক্, সাইবিরীয়ার বনবাসে আমি কিছুমাত্র যন্ত্রণা-ভোগ করি নাই। পতিব্রতা প্রভুপত্নীর সেবা করিয়াছি, তাঁহার স্বর্গবাসের পর তাঁহার ছুটী বালিকা কন্যার লালন-পালন করিয়াছি। বনবাসের পূর্ব্বে বড় বড় গোলা, বড় বড় তলোয়ার, তীক্ষ্ণ সাঙ্গীন, ইহাই আমার আভরণ ছিল। তাহা লইয়াই আমি সুখে ছিলাম। বিচ্ছেদের কথা বলিতেছ? আর বিচ্ছেদ ঘটিবে না, ইহাই বলিতেছ? বৎস! এটা তোমার বড়ই ভ্রম। পারিসে উপনীত হইয়া আজ আবার আমি যেন নবযৌবন পুনঃ-প্রাপ্ত হইয়াছি! এইই আমি যুদ্ধযাত্রা করিব। এবার তোমাদের সঙ্গে লইব। বাঃ! তোমার দিবা [illegible] উঠিয়াছে! দেখ বৎস! তোমার ঐ কৃষ্ণ[illegible] গোঁফের গোছা, আর আমার এই শ্বেত[illegible] গুম্ফগুচ্ছ, উভয়ই পরম-সুন্দর। রণস্থলের [illegible]কেরা তাকাইয়া তাকাইয়া কতই তারিফ করি[illegible]! পরিচয় না পাইয়াও লোকে মনে করি[illegible] কি চমৎকার বীরপিতার কি চমৎকার বীর [illegible]!"

আনন্দে এক[illegible] হাত তুলিয়া বৃদ্ধসৈনিক পুনর্ব্বার বলিলেন "[illegible] সব কথা এখন থাকুক্। আজ দিনমানে আম[illegible] কি কি কাজ করিব, তাহাই স্থির [illegible]। মার্শেল সাইমনের পিতাকে তুমি এক[illegible] পত্র লেখ। তাঁহার ছুটী পৌত্রী এখানে [illegible]য়া উপস্থিত হইয়াছে, অগ্রে এই শুভ সংবাদ[illegible] লিখিও। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী, শেষকালে এ কথাও লিখিও। [illegible] ততক্ষণ লেখ, আমি একবার নীচে নামিয়া [illegible]ই। এতক্ষণে তোমার জননীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, বালিকাদুটীও জাগিয়াছে, সানন্দনেত্রে তাহাদিগকে দর্শন করি। তাহার পর সকলে কিছু কিছু জলযোগ করিব। তোমার জননী গির্জ্জায় যাইবেন; সেখানে তাঁহার কিছু আমোদ আছে। ক্ষতিই বা কি? যাহাতে তিনি সুখী হন, তাঁহার মন যাহাতে ভাল থাকে, তাহাই তিনি করুন, তোমাতে আমাতে নগরভ্রমণে যাইব।"

"না পিতা!"—চঞ্চল হইয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "না পিতা! আজ প্রাতঃকালে আমি আপনার সঙ্গী হইতে পারিব না। কারখানাঘরে আজ অনেক কাজ। সমস্তই জরুরী কাজ; আমার উপরেই সকল ভার; সেইগুলি নির্ব্বাহ না করিলে হার্ডিসাহেব ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, কামাই করিতে পারিব না।"

কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "তবে কাজ নাই। তোমার কর্ত্তব্যকার্য্যের সঙ্গে তুলনায় আমার ভ্রমণের কার্য্যটী—ভ্রমণের স্পৃহাটী কোন অংশেই বড় নহে। কেননা, তোমার উপার্জ্জনের উপরে তোমার বৃদ্ধা জননীর ভরণ-পোষণ নির্ভর। হাঁ, ভাল কথা! এখানকার বড় বড় উকীলেরা কে কোথায় থাকেন, তাহার সংবাদ তুমি রাখ?"

এগ্রিকোলা উত্তর করিলেন, "বিশেষ সংবাদ আমি রাখি না, কিন্তু ঠিকানা প্রাপ্ত হওয়া কঠিন হইবে না। বিষয়ীলোকেরা সমস্ত উকীলের নাম-ঠিকানার তালিকা রাখেন।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "তাহাই আমার দরকার। আমি যখন রুসিয়ায় ছিলাম, সেই সময় মার্শেল সাইমনের পত্নীর অনুরোধে প্যারিসের একজন উকীলের নামে ডাকযোগে একখানি পত্র পাঠাই। সেই পত্রের সঙ্গে অনেকগুলি দরকারী কাগজপত্র ছিল। যে ছুটী বালিকা আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের বিষয়াধিকার-সম্বন্ধে সেই সকল দলীল-পত্র অতীব প্র[illegible]জনীয়। সেই উকীলটীর

নাম-ঠিকানাও আমার লেখা ছিল; এখানে আসিবার সময় পথে একটা সরাইখানায় আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেই স্থানে আমার অপর কাগজপত্রের সহিত সেই ঠিকানালেখা কাগজখানিও চুরি গিয়াছে। নামটীও আমার মনে নাই। তালিকা দেখিলে অবশ্যই আমি পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে পারিব।”

অকস্মাৎ দ্বারে আঘাত। দুই তিনবার জোর জোর করাঘাত। এগ্রিকোলার বদন বিবর্ণ হইল। অন্তরে অন্তরে, ভয়ে ভয়ে তিনি যেন একটু একটু কাঁপিলেন। ঐ বুঝি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আসিয়াছে, ঐ বুঝি তাহারা আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে, মনে মনে এই ভয়। দাগোবার্ট তখন দ্বারের দিকে বসিয়া ছিলেন, পুত্রের সেইপ্রকার আতঙ্কিতভাব দেখিতে পাইলেন না। কে আসিয়াছে, জানিবার জন্য দ্বার খুলিয়া দিলেন।

গেব্রিল প্রবেশ করিলেন। আশঙ্কার স্থানে আনন্দ। তৎক্ষণাৎ এগ্রিকোলার শঙ্কিতভাব দূর হইয়া গেল। কিছু পূর্ব্বে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় যে পবিত্রহৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, বহুদিনের পর প্রিয়ভ্রাতার সন্দর্শনলাভে সেই কম্পিত-হৃদয় পবিত্রানন্দে নাচিয়া উঠিল। সসম্ভ্রমে দাগোবার্টকে অভিবাদন করিয়া মিশনরী গেব্রিল সস্নেহে অকপট ভ্রাতৃভাবে এগ্রিকোলাকে আলিঙ্গন করিলেন। আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, “তুমি আসিয়াছ, ইতাগে পিতার মুখেই আমি সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি আসিবে, আমি তোমাকে দেখিব, আনন্দে আনন্দে মুহূর্ত্ত সেই আশালতিকা অবলম্বন করিয়াছিলাম, এখন তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া শতগুণ আনন্দলাভ করিলাম!”

পুত্রের দিকে চাহিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, “গেব্রিলের মুখখানি কৌমারী বালিকার ন্যায় কোমল। এদিকে গেব্রিলের সাহস কেশরীতুল্য। সিংহের ন্যায় পরাক্রম! সমুদ্রে জাহাজ ডুবিয়াছিল, আমার প্রাণাধিকা বালিকাদুটীকে গেব্রিল আসন্নমৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। বারিগর্ভ সমাধি হইতে আমাকেও বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।”

প্রথম কথোপকথনের অবসরে এগ্রিকোলার নিকট দাগোবার্ট ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন, এখন গেব্রিলকে সম্মুখে দেখিয়া এগ্রিকোলা স্নেহপূর্ণ কৌতূহলাক্রান্তনয়নে গেব্রিলের মুখের দিকে চাহিলেন; চাহিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন। বিস্ময়াকুলকণ্ঠে কহিলেন, “গেব্রিল! তোমার কপালে ওটা কিসের দাগ? কেহ কি তোমাকে আঘাত করিয়াছে?”

মহাঝটিকার সময় কার্দ্দোবিলী-প্রাসাদে ক্ষণকালমাত্র গেব্রিলকে দেখিয়া দাগোবার্ট আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একবার মূর্চ্ছা, একবার আনন্দ, গেব্রিলের কপালে ঐরূপ দাগ আছে,তৎকালে তিনি তাহা দেখিতে পান নাই। এগ্রিকোলার বিস্ময়োক্তি শ্রবণ করিয়া তখন তিনি বিস্ফারিতনেত্রে গেব্রিলের ললাটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ভ্রূযুগলের এককেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্র পর্য্যন্ত কাটাদাগ। পুত্রের ন্যায় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পিতাও পুনরুক্তি করিলেন, “গেব্রিল! প্রাণাধিক! তোমার কপালে ওটা কিসের দাগ?”

উত্তর প্রাপ্ত হইবার অগ্রে এগ্রিকোলা আবার গেব্রিলের যুগলহস্তে আর একপ্রকার ক্ষতচিহ্ন দর্শন করিলেন। কম্পিত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “এই যে আবার! হাতেও যে ঐ প্রকার কাটাদাগ!”

সকাতরনয়নে গেব্রিলের হস্ত দর্শন করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, “তাই ত! এটা আবার কি? বৎস! কে তোমাকে এমন করিয়া

প্রহার করিয়াছে? তুমি কাহার কি করিয়াছিলে? কেন তাহারা তোমার প্রতি এত নির্দ্দয় হইল? কে যেন তোমাকে শূলে দিয়াছিল, ঠিক যেন আমি সেইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। সোনরাজ্যের একজন সৈনিক-পুরুষকে তথাকার অসভ্যসন্ন্যাসীরা একবার শূলে দিয়াছিল। ক্ষুধায়—পিপাসায়, যন্ত্রণায় তাহার প্রাণ যাউক্, সন্ন্যাসীদের সেইরূপ ইচ্ছা ছিল। দয়ালু লোকেরা শূল হইতে তাঁহাকে নামাইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। রক্ষাকর্ত্তাদিগের মধ্যে আমিও ছিলাম। সেই সৈনিকপুরুষের হস্তে আমিও ঠিক এই রকম দাগ দেখিয়াছিলাম। তোমার হাতেও যে রকম, সেই সৈনিকপুরুষের হাতেও ঠিক এই রকম।"

অত্যন্ত কাতর হইয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "তাই ত! তাইত! হাত দুখানি যেন এককালে বিঁধিয়া ফুড়িয়া গিয়াছে!"

সমান ধৈর্য্যসহকারে, প্রশান্ত-গম্ভীরবদনে গেব্রিল কহিলেন, "ও কথা মনে করিও না। আমি মিশনরী। ...রের পর্ব্বতপ্রদেশে এক অরণ্য-মধ্যে অরণ্যচারী অসভ্য লোকদিগকে ধর্ম্মকথা বুঝাইতে গিয়াছিলাম, তাহারা বলপূর্ব্বক আমাকে ধরিয়া শূলে দিয়াছিল; মস্তকের ছালখানা ছিঁড়িয়া লইবে, সেই মৎলবে ভ্রূমধ্যে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল। সে বিপদ হইতে আমারে জগদীশ্বর রক্ষা করিয়াছেন।"

অস্থির হইয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "হা অদৃষ্ট! এমন দশা তোমার! তোমার হস্তে তখন অস্ত্র ছিল না? রক্ষা করিবার জন্য তৎকালে তোমার সঙ্গে তলোয়ারধারী সৈন্যসামন্তও ছিল না?"

মৃদু হাস্য করিয়া গেব্রিল কহিলেন, "না পিতা! আমাদিগকে অস্ত্রধারণ করিতে নাই। আমরা মিশনারী। কোন অস্ত্রধারী সৈন্যসামন্তও আমাদের সঙ্গে থাকে না।"

এগ্রিকোলা কহিলেন "অস্ত্রধারী না থাকুক, মিশনরীদের সঙ্গে ত মিশনসম্প্রদায়ের লোক-জন থাকে। তাহারা কি তোমাকে রক্ষা করিতে পারে নাই?"

গেব্রিল উত্তর করিলেন, "কেহই সেদিন সঙ্গে ছিল না; আমি একাকী ছিলাম।"

বিস্ময়ের উপর দাগোবার্টের আরও মহা-বিস্ময়। উগ্রস্বরে তিনি কহিলেন, "কি! একাকী! নিরস্ত্র! সেই অসভ্য দেশে সেই অসভ্যলোকের মধ্যে নিরস্ত্র—একাকী?"

কোমল-বিনম্রস্বরে গেব্রিল কহিলেন, "বল প্রকাশ করিয়া খৃষ্টভক্তি প্রচার করিতে হয় না। বুঝাইয়া বুঝাইয়া প্রবৃত্তি লওয়াইয়া সুসমাচার প্রচার করিতে হয়।"

এগ্রিকোলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সরল প্রবৃত্তির চেষ্টা যদি বিফল হইয়া যায়, তাহা হইলে কি হয়?"

গেব্রলি কহিলেন, "তাহা হইলে কিছুই হয় না। ধর্ম্মবিশ্বাসে যিনি লোককল্যাণার্থ সুসমাচার ঘোষণা করিতে যান, অবিশ্বাসীরা যদি তাঁহাতে বিশ্বাস না রাখে, বিশ্বাসীরা অকাতরে আত্মপ্রাণ সমর্পণে প্রস্তুত হন, অসভ্য বর্ব্বর-দিগের নিন্দাও করেন না, অঙ্গস্পর্শও করেন না। ক্ষমাই তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম।"

করুণাপূর্ণ—ভক্তিপূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া গেব্রিলের প্রতি দাগোবার্টের তখন স্নেহরসাভি-ষিক্ত ভক্তির উদ্রেক হইল; স্নেহ-ভক্তি-পূর্ণ বিশান্তলোচনে তিনি তখন গেব্রিলের বদন-মণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। সে বদনে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল না। করুণা-সঞ্চারে দাগোবার্টের বদনে বরং অল্প অল্প বিসন্নতা দেখা দিল।

কাতর হইয়া গেব্রিল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন পিতা! আপনাকে এমন বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? হইল কি? কিসে আপনার প্রাণে বেদনা হইতেছে?"

"বেদনা?" রোমাঞ্চিতকলেবরে বিকম্পিতস্বরে দাগোবার্ট কহিলেন, "বেদনা? উঃ! ক্রমাগত ত্রিশবৎসরকাল মহামত্ত সমরক্ষেত্রে আমি বিচরণ করিয়াছি। কল্পনাবলে তখন আমি ভাবিতাম, পৃথিবীর সকল মনুষ্যই আমার তুল্য সাহসী! এখন আমি দেখিতেছি, সেটা আমার ভ্রম ছিল! এখন আমি জানিলাম, আমার একজন গুরু আছেন। গেব্রিল! প্রিয় বৎস! সেই গুরু আমার তুমি!"

বিস্ময়বিগলিতস্বরে গেব্রিল কহিলেন "আমি? আমি আপনার গুরু? কেন পিতা! এমন কথা আপনি কেন বলিতেছেন? এমন কার্য্য আমি কি করিয়াছি?"

দাগোবার্ট কহিলেন, "কি করিয়াছ, তুমি ভাবিতে পারিবে না। ধর্ম্মাত্মা তুমি, ক্ষমাশীল তুমি। প্রসন্নবদনে—প্রশান্তভাবে ঐ ভয়ঙ্কর ক্ষতচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়াছ, ঐ ক্ষতচিহ্ন মহা গৌরবের—মহামহিমার পরিচয় দিতেছে। আমরা রণবিজয়ী বীরপুরুষ; সমরক্ষেত্রে বৈরিনিক্ষিপ্ত অস্ত্রে অনেকবার আমাদের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে সকল আঘাতের এমন গৌরবও নাই, এমন মহিমাও নাই। বৎস গেব্রিল! তুমিই ধন্য! তোমার সাহস প্রকৃত সাহস, তোমার ঔদার্য্য প্রকৃত ঔদার্য্য, তোমার আত্মত্যাগও প্রকৃত।"

বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গেব্রিল কহিলেন, "পিতা! মিনতি করি, অত উচ্চপ্রশংসায় আমাকে লজ্জিত করিবার চেষ্টা করিবেন না।"

হস্ত বিস্তার করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, উচ্চপ্রশংসা করিব না? তুমি উচ্চপ্রশংসার অধিকারী নও? কে তবে গেব্রিল?—কে তবে উচ্চ প্রশংসার অধিকারী? কাহার উচ্চ প্রশংসা করিব? শুন আমার কথা। রণসজ্জা করিয়া যখন আমি রণক্ষেত্রে যাইতাম, তখন আমি একাকী ধাবিত হইতাম না; সমরক্ষেত্রে সর্ব্বক্ষণ আমার প্রতি আমার সেনাপতির তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকিত। আমার দলের সমস্ত বীরপুরুষ আমার পৃষ্ঠ-রক্ষক থাকিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রের জয়ধ্বনি, সৈন্যগণের কলরব, বারুদের গন্ধ, দুন্দুভি ডঙ্কাধ্বনি, কামানের বজ্রনাদ, চক্রাকারে অশ্বের পরিভ্রমণ, এই সকল দর্শন করিয়া, এই সকল শ্রবণ করিয়া, রণোৎসাহে আমি প্রমত্ত হইতাম। আরও আমি জানিতাম, সম্রাট্ স্বয় রণক্ষেত্রে উপস্থিত, সকলের প্রতিই তাঁহার সমদৃষ্টি কাহারও অঙ্গে অস্ত্রাঘাতে একটী চিহ্ন হইলে, তৎক্ষণাৎ তিনি চিকিৎসা করাইবেন, সেই ভরসায় বিপদকে আমরা বিপদ জ্ঞান করিতাম না। পরিশেষে রণবিজয়ী হইয়া গৌরব-কেতন উড়াইয়া দিতাম। এত আড়ম্বরে আমাদের রণবিজয়। আর তোমার? বৎস গেব্রিল! তোমার বিজয়ে কোন আড়ম্বর নাই। যে সকল শত্রুকে আমরা আক্রমণ করিতাম, তাহাদের অপেক্ষা শতগুণ ভীষণ দুরন্ত শত্রুর সহিত তুমি সাক্ষাৎ কর। একাকী নিরস্ত্র হইয়া সেই সকল বর্ব্বরবৈরির সম্মুখীন হও। আমরা সমস্ত দলবল লইয়া, গোলন্দাজ সেনাদলের সহায়তা লইয়া, বড় বড় তরবারি লইয়া, গোলাবারুদপূর্ণ ভাণ্ডার লইয়া সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হই; তুমি নিঃসম্বল,—একেশ্বর! ভাব দেখি ধর্ম্মগৌরবে তোমার গৌরব কি আমার গৌরব অপেক্ষা শতগুণে উচ্চ নহে?"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "গেব্রিল আমাদের কি বস্তু, আমার মহৎপিতা তাহা যথার্থই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।"

গেব্রিল কহিলেন, "স্নেহবশেই পিতা আমার প্রশংসা করিতেছেন, কিন্তু আমার কার্য্য, আমার ধৈর্য্য, মানবজাতির স্বাভাবিক।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "স্বাভাবিক বটে, কিন্তু কাহার পক্ষে স্বাভাবিক? মহা মহা সঙ্কটে যাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়, সেই সকল বীর-পুরুষের পক্ষেই উহা স্বাভাবিক; কিন্তু সেরূপ ধৈর্য্যশীলতা ইহসংসারে অতি দুর্ল্লভ।"

প্রতিধ্বনি করিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "নিতান্তই দুর্ল্লভ। সেরূপ ধৈর্য্যশীলতা, সেরূপ সাহস, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়। দেখ গেব্রিল! মৃত্যু নিশ্চয়, মনে মনে ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াই শূন্য-হস্তে একাকী তুমি খৃষ্টানের ভ্রাতৃভক্তি আর সুসমাচার প্রচার করিতে যাও। বর্ব্বরেরা তোমাকে ধরে, যার পর নাই পীড়ন করে, নীরবে তাহা তুমি সহ্য কর; আক্রমণকারিদিগকে কিছুই বল না; তাহাদের প্রতি ঘৃণাও আইসে না, ক্রোধেরও আবির্ভাব হয় না, প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছাও নিকটে আসিতে পারে না। বদন হইতে ক্ষমা-বাক্য বিনির্গত হয়, ওষ্ঠকোণে করুণার মৃদু হাস্য বিকাশ পাইয়া থাকে। ঘোর নিবিড় অরণ্য, সেখানে তোমার সে মহত্ত্ব কেহই দেখে না, তোমাকেও কেহ দেখিতে পায় না; ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করেন। রক্ষা পাইয়া অপর কোন বাসনাই তুমি রাখ না, কৃষ্ণপরিচ্ছদে ক্ষতচিহ্ন লুকাইয়া তুমি আত্মগৌরবে আপন ধর্ম্মসমাজে প্রকাশ পাও। এই সকল দৃষ্টান্তের সম্মুখে তোমার পিতা অপেক্ষা তুমি যে অধিক গৌরবান্বিত, এ বিষয়ে তুমি কি আর বিতণ্ডা করিতে পার?"

এগ্রিকোলাকে সম্বোধন করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "যাহাদের গৌরবের জন্য পর পীড়ন সহ্য করা, যন্ত্রণা সহ্য করা, দেহকে ক্ষতবিক্ষত করা, প্রাণকে পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করা, তাহারা কে? তাহারাও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উচ্চ আসনা-রূঢ়। গেব্রিল আপন কৃষ্ণপরিচ্ছদে ক্ষত-অঙ্গ গোপন করিয়া, যে একটী ক্ষুদ্র পুরোহিত, সেই পুরোহিতই থাকেন, বড় বড় বিশপের পদে অধিকার প্রাপ্ত হন না।"

ঈষদ্ধাস্য করিয়া গেব্রিল কহিলেন, "পৃথিবীর উচ্চপদলাভে আমার বাসনা নাই, অথচ আমি নিঃস্বার্থভাবেও কার্য্য করি না। পরীক্ষায় যদি আমি উত্তীর্ণ হইতে পারি, উচ্চধামে পুরস্কার পাইব, এইরূপ আশা থাকে।"

একটী নিশ্বাস ফেলিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "উচ্চধামে পুরস্কার পাইবার আশা! দেখ বৎস! ও সকল কথা আমি বুঝি না; সুতরাং ও সকল কথায় তর্ক করিতেও চাহি না। আমি বরং ইচ্ছা করি, আমার সেই রাজদত্ত সম্মান পদক তোমার ঐ সুন্দর কৃষ্ণপরিচ্ছদের উপরি শোভা বিকাশ করুক।"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "গেব্রিলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরোহিতেরা তাদৃশ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইতে পারেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরোহিতেরা যতদূর ধার্ম্মিক, যতদূর সাহসী, ধৈর্য্যশীল, উচ্চদলে তেমন নাই। অথচ উচ্চদরের পাদ্রীরা তাঁহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দর্শন করেন না; আপনাদের অহঙ্কারেই আপনারা মত্ত থাকেন। ক্ষুদ্র পাদ্রীগণের প্রতি তাঁহা-দের দয়া হয় না, বরং ঘৃণা হয়। আমরা সামান্য লোক, সামান্যলোকের উপকারেই আমরা আসিতে পারি, সামান্যলোকেরাই আমাদিগকে আদর করিতে পারে। বড়লোকের চক্ষে আমরা অতি ক্ষুদ্র।"

পিতাকে এই কথা বলিয়া গেব্রিলের দিকে চাহিয়া কর্ম্মকার এগ্রিকোলা পুনরায় কহিলেন, "কেমন গেব্রিল, ঠিক কথা বলিতেছি কি না?

তুমি নিজেই একদিন বলিয়াছিলে, সামান্য একটী পল্লীগ্রামের পাণ্ডা হইলে তোমার লালসা চরিতার্থ হয়। নিজে তুমি যাহা ভাল বুঝিতে পার, নিজের অবস্থাপন্ন লোকদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া নিজমনে শান্তিলাভ কর, ইহাই তোমার বাসনা।”

গেব্রিল কহিলেন, “আজিও আমার সে লালসা আছে। উহাই প্রকৃত বাসনা। সে বাসনা আজিও আমাকে পরি—”

বলিতে বলিতে মিশনরীর মনে কি একটা নূতন তর্ক উপস্থিত হইল। যে কথার আলোচনায় অন্তরে ব্যথা লাগে, তাহা পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইল। কথা ফিরাইয়া তিনি দ্যাগোবার্টকে কহিলেন, “পিতা! আমাকে উচ্চসম্মান দিয়া আপনি আপন সম্মানের লাঘব করিবার চেষ্টা পাইবেন না। আপনার মহত্বই সর্কোচ্চ। যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর মৃতদেহের রাশি দর্শন করিয়া সরল—সদয় অন্তরে মহাক্লেশ উপস্থিত হয়। সাধুপুরুষের চক্ষে সে দৃশ্য অতি ভীষণ। সেই নিমিত্তই আমরা বৈরী মারিতে চাহি না। মরিতে চাই, মারিতে চাই না।”

গ্রীবা উন্নত করিয়া বিকসিতনয়নে গেব্রিলের মুখপানে চাহিয়া বিস্ময়াকৃষ্ট কণ্ঠে দ্যাগোবার্ট কহিলেন, “গেব্রিল! তোমার কথা শুনিয়া আজ আমার একটী অনেকদিনের পূর্ব্বকথা মনে পড়িল। রণক্ষেত্রে যৌবনকালে যাহা আমি করিতাম, যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, বস্তুদর্শনে ততই তাহার ভাবান্তর অনুভব করিতেছি। তোমরা উভয়েই অভিনিবেশপূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। বড় বড় সংগ্রাম সমাপ্ত হইলে নিশাকালে অশ্বারোহণে আমি রণভূমি দর্শন করিতাম। আমার সঙ্গে তখন কেহই থাকিত না। একদা সেইরূপ একাকী এক নিশাকালে আমি রণভূমি দর্শন করিতেছি, রণভূমি কৌমুদীময়ী; আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাস্য করিতেছেন, আমি দেখিতেছি, সাত আট সহস্র মৃতদেহ রুধিরলিপ্ত হইয়া রণস্থলে গড়াগড়ি যাইতেছে। তাহাদের জীবাত্মা কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, জীবিতাত্মারা কেহই তাহা জানিতে পারে না। যাহারা পড়িয়া আছে, জীবিতাবস্থায় তাহারা সকলেই আমাদের শত্রু ছিল। আমার স্বসম্পর্কীয় সমরোৎসাহী সহচরগণের মধ্যেও অনেকের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই শবরাশির মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে। অতিশয় শোচনীয় দৃশ্য! চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ,—রণস্থল নিস্তব্ধ, নিশাদেবী নিস্তব্ধ! আমি যেন তখন সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে দিব্যজ্ঞান লাভ করিতেছি, আমার তখন শোণিত পিপাসা ঘুচিয়া গিয়াছে; আমার তরবারি তখন রক্তপিপাসায় পরিতৃপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতেছে, স্তম্ভিত নয়নে তখন আমি সেই শবরাশি দর্শন করিতেছি। আপন মনে বলিতেছি, কি সর্ব্বনাশ! এ কি! এ কাহারা? কেন ইহাদিগকে বধ করা গিয়াছে? মৃত্যু? কেন? কিজন্য? কিসের জন্য নিশাকালে আমার এইরূপ চিন্তা? আবার যখন রজনী প্রভাত হইল, সে চিন্তা—সে ভাব উড়িয়া গেল। প্রভাতে যখন আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিল, তখন আর আমি সুস্থির থাকিতে পারিলাম না। সুশাণিত তরবারি হস্তে লইয়া রণক্ষেত্রে মানুষ কাটিতে ছুটিলাম! কত মানুষ কাটিলাম! কাটিয়া কাটিয়া আমার বাহু যখন অবশ হইয়া আসিল, তখন আবার সেই নিশাচিন্তা আসিয়া আমার হৃদয়কে অধিকার করিল। অশ্বের স্কন্ধকেশরে তরবারির রক্ত মুছিতে মুছিতে তখন আপনা আপনি আমি বলিলাম, “কাটিয়াছি!—মারিয়াছি!!—আমি কাটিয়াছি!!! কিন্তু কিসের জন্য?”

বীরপুরুষের এই পূর্ব্বস্মৃতির বিবরণ শ্রবণ করিয়া গেব্রিল এবং এগ্রিকোলা উভয়েই চকিত-বিস্ময়ে পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

লক্ষণে উভয়ের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া গেব্রিলকে সম্বোধনপূর্ব্বক দাগোবার্ট কহিলেন, "কেবল তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্তই আমি ঐ পূর্ব্বকথা কীর্ত্তন করিলাম। এখন তুমি বিবেচনা কর, আমার অপেক্ষা তোমার গৌরব অধিক কি না। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আমাকে অনুতপ্ত হইতে হয়, হৃদয়ে বেদনা অনুভূত হয়, তোমার তাহা হয় না। আদ্যোপান্ত আমার বিরস কথা। বিমল সততা তুমি হৃদয়ে পোষণ কর, পবিত্রতা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না, সকল সময়েই তুমি মহাগৌরবের পবিত্র আনন্দ অবিচ্ছেদে অনুভব করিতে পার। এখন বল দেখি, পর্ব্বতের বর্ব্বরেরা তোমাকে শূলে দিয়াছিল, কি প্রকারে তুমি রক্ষা পাইলে?"

প্রশ্ন শ্রবণমাত্রেই গেব্রিল চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল আরক্তবর্ণ ধারণ করিল। ভাব দেখিয়া সন্দিগ্ধভাবে দাগোবার্ট কহিলেন, "আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করা যদি তুমি অনুচিত বিবেচনা কর, কিম্বা প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ হও, তাহা হইলে সে কথায় আর কাজ নাই।"

গেব্রিল কহিলেন, "আপনার নিকট কিছুই আমার গোপন নাই; এগ্রিকোলার নিকটেও কিছু গোপন রাখিবার ইচ্ছা নাই। সকল কথাই আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি; কিন্তু ভাবিতেছি, যাহা আমি নিজে বুঝিতে পারি না, আপনাকে তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? আমি মরিতেছিলাম, সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মত্যাগ করিয়াছিলাম, জ্ঞান ছিল না, হঠাৎ জাগ্রত অবস্থায় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম। তন্দ্রাঘোরে সম্মুখে ঠিক যেন দেখিলাম, সেই আশ্চর্য্য রমণীমূর্ত্তি যেন—"

গেব্রিলের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ঐ কয়টী কথা শুনিতে শুনিতে দাগোবার্টের মনেও মহা বিস্ময়রসের আবির্ভাব হইল। তিনি তখন ভাবিলেন, আমারও ঐরূপ। লিপ্‌জিকের কারাগার হইতে আমাকে আর বালিকাদুটীকে যিনি উদ্ধার করিলেন, তিনিও ঐ প্রকার কোন অদৃশ্যদেবতা। মনে এইরূপ ভাবিলেন, আনুসঙ্গিক আরও কয়েকটী তর্কও হৃদয়সাগরে তরঙ্গিত হইল। মুখে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা গেব্রিল! এক আশ্চর্য্য রমণী। আচ্ছা, কোন্ রমণীর কথা তুমি বলিতেছিলে?"

গেব্রিল উত্তর করিলেন, "যিনি আমাকে মৃত্যুশূল হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই রমণী। পরমসুন্দরী রমণী! স্বর্গীয়-জ্যোতিতে সুন্দরী; নবযুবতী চার্ব্বাঙ্গী।"

সবিস্ময়ে এগ্রিকোলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই নবযুবতী সুন্দরী রমণী?"

গেব্রিল কহিলেন, "তাহা আমি জানি না। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, যাহারা বিপন্ন, আমি তাহাদের উপকারিণী ভগিনী।"

কৌতুকে কৌতুকে দাগোবার্ট প্রশ্ন করিলেন, "কোথা হইতে আসিয়াছিল? তোমার প্রাণরক্ষা করিয়া কোথায় চলিয়া গেল?"

গেব্রিল উত্তর করিলেন, "সে কথাও আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, 'যেখানে দুঃখের ক্রন্দন শুনিতে পাই, সেইখানেই আমি যাই।' ইহা ভিন্ন আর কিছুই তিনি বলিলেন না। আমেরিকার উত্তরদিকে তিনি চলিয়া গেলেন। সে অংশে লোকালয় নাই, অনন্ত তুষাররাশি স্তূপীকৃত।

সে অংশে সর্ব্বক্ষণ রজনী, সূর্য্যোদয় হয় না, রজনীও প্রভাত হয় না।"

চিন্তাকুলম্লানবদনে দাগোবার্ট কহিলেন, "সাইবিরীয়াতেও ঐরূপ।"

গেব্রিলের দিকে চাহিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "কিরূপে, কি প্রকারে সেই রমণী তোমাকে উদ্ধার করিলেন ?"

গেব্রিল এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দান করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় কক্ষদ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত শ্রুতিগোচর হইল। এগ্রিকোলার পূর্ব্বাশঙ্কা পুনরায় জাগিয়া উঠিল। বাহির হইতে অতি কোমলস্বরে কে ডাকিল, "এগ্রিকোলা! শীঘ্র আইস; তোমার সহিত আমার বিশেষ কথা আছে।"

কুব্জাকন্যার কণ্ঠস্বর। সেই স্বর বুঝিতে পারিয়া এগ্রিকোলা দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুব্জা কিন্তু প্রবেশ করিল না। বামদিকের একটা অন্ধকার জুলীপথে সরিয়া গিয়া উৎকণ্ঠিতস্বরে এগ্রিকোলাকে কহিল, "এগ্রিকোলা! বেলা আটটা বাজে, এখনও তুমি সেখানে যাও নাই ? আমি সেই উষাকাল অবধি এ পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলাম কেহ কোথাও নাই। এখন ভয় হইতেছে। বেলা হইয়াছে, এখন কেহ হয় ত আসিতে পারে, আর তুমি বিলম্ব করিও না। বিনয় করিয়া আমি বলি, অবিলম্বে তথায় চলিয়া যাও।"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "গেব্রিল আসিয়াছেন। তিনি না আসিলে এতক্ষণে আমি কখন্ যাইতাম।"

কুব্জার নেত্রদ্বয় হর্ষবিস্ময়ে বিকসিত হইল। গেব্রিল, এগ্রিকোলা আর কুব্জা একগৃহে এক সঙ্গেই প্রতিপালিত। গেব্রিলের নাম শুনিয়া বিস্ময়ানন্দে কুব্জা বলিয়া উঠিল, "গেব্রিল আসিয়াছেন ? কতক্ষণ ?"

এগ্রিকোলা উত্তর করিলেন, "প্রায় দেড় ঘণ্টা। পিতার সহিত তিনি কত কথাই কহিতেছেন। অনেকদিনের পর আমাকে দেখিয়া তাঁহার কতই আহ্লাদ হইয়াছে।"

কুব্জা কহিল, "কি শুভদিন! কি শুভদিন! গেব্রিলের প্রফুল্লবদন দর্শন করিয়া আজ আমি কতই সুখী হইব। কখন্ আসিলেন ? কোন্ পথ দিয়া আসিলেন ? আমি ত অনেকক্ষণ পথেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। ওহো! একবার আমি ক্ষণেকের জন্য তোমার জননীর গৃহে গিয়াছিলাম, বালিকাদুটীর যদি কিছু প্রয়োজন হয়, জানিতে গিয়াছিলাম, তাহারা তখনও জাগে নাই;—বড়ই ক্লান্ত ছিল কি না, তখনও ঘুমাইতেছিল। তোমার মাতা জাগিয়া ছিলেন। তিনি আমার হাতে একখানি পত্র দিয়াছেন। তোমার পিতার নামে শিরোনাম। অতি প্রত্যুষেই এই তিনি এই পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। পত্রখানি তোমার পিতার হস্তে দিয়া শীঘ্র তুমি চলিয়া যাও।"

পত্রখানি গ্রহণ করিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "গেব্রিলকে দেখিয়া উপস্থিত বিপদের কথা ক্ষণকাল আমি ভুলিয়াছিলাম। আর আমি বিলম্ব করিব না।"

কুব্জা কহিল, "হ্যাঁ, বিলম্ব করিও না। এখনিই যদি তাহারা আইসে, তোমার পিতার সম্মুখে, গেব্রিলের সম্মুখে যদি তাহারা তোমারে গ্রেপ্তার করে, কি ভয়ঙ্কর কাণ্ডই হইবে! শীঘ্র চলিয়া যাও। কুমারী কার্দ্দোবিলী অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে তুমি শুভসংবাদ প্রদান করিতে পারিবে আবার আমি দ্বারদেশে চলিলাম, যদি কিছু কুলক্ষণ দেখি এখনিই আসিয়া সাবধান করিব।"

দ্রুতপদে কুব্জা কন্যা নীচে নামিয়া গেল।

গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশপূর্ব্বক পিতার হস্তে সেই পত্রখানি প্রদান করিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "এইমাত্র জননী এই পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাঠ করিয়া দেখুন্।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "তুমিই পাঠ কর, আমি শুনিতেছি।"

পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চকিতনয়নে এগ্রিকোলা কহিলেন, "আপনার নামে নয়, জননীর নামে শিরো নাম।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "তাহা হইলই বা, তিনি যখন আমার দর্শনার্থ উহা পাঠাইয়াছেন, কোন দোষ নাই। তুমি পাঠ কর।"

এগ্রিকোলা পড়িতে লাগিলেন :—

"ভদ্রে! আমি শুনিলাম, সেনাপতি সাইমন আপনার স্বামীকে একটী গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছেন। আপনার স্বামী পারিসে উপস্থিত হইবামাত্র তাপনি তাঁহাকে আমার কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহার হস্তে আমি কতকগুলি দলীল অর্পণ করিব। সেই সকল দলীল সেনাপতি সাইমনের বিশেষ প্রয়োজনীয়। অপর কাহারও হস্তে তাহা অর্পণ করিতে নিষেধ আছে।" (স্বাক্ষর ডুরাণ্ড, উকীল, চারট্রেস্।

চমকিতভাবে পুত্রের বদন নিরীক্ষণ করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "আমি পারিসে উপস্থিত হইয়াছি, ইতিমধ্যে এ সংবাদ সেই নূতন উকীলটীকে কে দিল?"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "বোধ হয়, সেই উকীল,—যাঁহার নিকট পূর্ব্বে আপনি ডাকযোগে দরকারী কাগজপত্র পাঠাইয়াছিলেন, যাঁহার নাম-ঠিকানা আপনি হারাইয়াছেন, ইনিই সেই উকীল।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "সে উকীল নয় তাঁহার নাম ডুরাণ্ড নয়, আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে, তাঁহার ঠিকানা পারিস। চারট্রেস্ নহে। আচ্ছা, পত্র লিখিলেন কেন? তাঁহার কাছে যদি দরকারী দলীলপত্র থাকে, আমার নিকট তাহা পাঠাইয়া দিতে ত পারিতেন। তোমার জননীর নামে পত্র কেন?"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "তিনিই তাহা জানেন। ফল কথা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছে। সেই নিমিত্তই তিনি এই পত্র লিখিয়াছেন। আমার বিবেচনায় কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার আফিসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাই আপনার উচিত।"

দূরদেশ হইতে নবাগত পিতাকে হঠাৎ স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে এগ্রিকোলার এত ব্যগ্রতা কেন, তাহার কারণ আছে। ঘটনা যেরূপ উপস্থিত, তাহাতে পিতার সম্মুখে কোন একটা অনর্থ ঘটিয়া যায়, সেটা বড়ই কষ্টকর হইবে। তিনি যদি এখন উকীলের আফিসে যান, সেখানে অন্তত দুই দিবস বিলম্ব হইবে। ইতিমধ্যে তাঁহার নিজের ভাগ্যে যাহা কিছু ঘটিবার, হয় এদিক্ না ওদিক্, মীমাংসা হইয়া যাইতে পারিবে। এই কারণেই ঐরূপ আকিঞ্চন।

পুত্রের আকিঞ্চনে বৃদ্ধ পিতা অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন। গেব্রিল কহিলেন, "অকস্মাৎ আপনার পারিবারিক আনন্দে কিছু বাধা পড়িল।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "হাঁ বৎস! আজিকার দিনটী তোমাদিগকে লইয়া আনন্দে কাটাইব, ইহাই আমি ভাবিতেছিলাম। তাহা হইল না। ঈশ্বর সে সুখ আমাকে সম্ভোগ করিতে দিলেন না। কি করা যায়? সর্ব্বকার্য্য অপেক্ষা আশুকর্ত্তব্য কার্য্যই শ্রেষ্ঠ। সাইবিরীয়া হইতে পারিসে আসিয়াছি, পারিস

হইতে চারণ্ট্রেস্ মহল্লায় যাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হইবে না, ভয়ও করি না। বিশেষতঃ উকীল লিখিতেছেন, বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য। দুইদিনের মধ্যেই আমি ফিরিয়া আসিতে পারিব। আমার রোজী-বিলাসী সৌভাগ্যক্রমে আমার দয়াময়ী পত্নীর নিকটে রহিল। আর তুমি,—তুমি গেব্রিল,—তোমাকে তাহারা স্বর্গীয় দেবকুমার বলিয়া জানে। এই দুইদিন তুমি তাহাদের কাছে থাকিবে, ইহাও পরম সৌভাগ্য।"

বিষণ্ণবদনে গেব্রিল কহিলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিবে না। আজ আমি আসিয়াছি, ইহাও ঘটিত না। আমার উপর আপাততঃ গুরুকার্য্যের ভার। আজ আমি আপনাদের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

দাগোবার্ট এবং এগ্রিকোলা উভয়েই সমান বিষাদ-বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "বিদায় লইতে? বিদায়? কি ভয়ঙ্কর নির্ঘাতবাক্য! গেব্রিল! এতদিনের পর আজ তুমি আমাদের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছ? আবার বুঝি তোমাকে আর কোন নূতন দৌত্যকার্য্যে বিদেশে যাইতে হইবে?"

নাসাগ্রে একটী দীর্ঘনিশ্বাস আসিতেছিল, কষ্টে চাপিয়া রাখিয়া গেব্রিল উত্তর করিলেন, "ঐ প্রশ্নের উত্তর দানে আমি অক্ষম। ঐ প্রকারের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পারিব না। এখন কেবল স্থূলকথা এই যে, আজি হইতে কিছুদিন কোনমতেই আমি এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিব না। প্রবেশ করিবার যদি চেষ্টা করি, সে চেষ্টাও আমার পক্ষে অনুচিত হইবে।"

বিস্ময় মানিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "কেন, কেন? চেষ্টা পর্য্যন্ত অনুচিত হইবে কেন? এ গৃহে আসিবার চেষ্টা করিলে কেহ কি তোমার উপর দৌরাত্ম্য করিবে? মানবচরিত্র কতক কতক আমি জানি। যাহাকে তুমি উপরওয়ালা বল, সমুদ্রে জাহাজডুবীর পর কার্দ্দোবিলীপ্রাসাদে কিয়ৎক্ষণ আমি তাহার মুখ দেখিয়াছিলাম। সে মুখ অতি ভয়ঙ্কর। তাদৃশ বিকটমুখ যাহার, তোমাকে তাহার আদেশপালন করিতে হয়, ইহা স্মরণ করিয়া আমি কম্পিত হই।"

কার্দ্দোবিলীপ্রাসাদ নাম শুনিয়া এগ্রিকোলা যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। যাঁহার হস্তে কুক্কুরশাবক প্রদান করিয়া পুষ্প পুরস্কার পাইয়াছেন, সেই স্বর্ণকেশী সুন্দরীর নাম অদ্রিয়ানা কার্দ্দোবিলী। তাঁহার নামেই প্রাসাদ। ইহা স্মরণ করিয়া সাগ্রহে এগ্রিকোলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাহাজডুবীর পর তবে কি আপনারা কার্দ্দোবিলী-প্রাসাদেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন?"

দাগোবার্ট কহিলেন, "হাঁ বৎস! কথাটা শুনিয়া তুমি চমকিয়া উঠিলে কেন?"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "না না, এমন কিছু নয়, প্রাসাদের অধিকারীরা তখন তবে কোথায় ছিলেন? সে সময় তাঁহারা বোধ হয় সে বাড়ীতে ছিলেন না।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "অধিকারীরা ছিলেন না। সেখানে আমরা আশ্রয় পাইয়াছিলাম, আশ্রয়দাতাকে সেই উপকারের জন্য যখন আমি সাধুবাদ প্রদান করি, তখন তিনি কহিয়াছিলেন, প্রাসাদের অধিকারিণী এখন পারিস রাজধানীতে অবস্থান করিতেছেন।"

এগ্রিকোলার আরও আশ্চর্য্য বোধ হইল। তখন তিনি ভাবিলেন, যাঁহার নিকট এখন দয়া প্রার্থনা করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছি, সেই দয়াবতী মহিলাই তবে ঐ কার্দ্দোবিলী প্রাসাদের অধিকারিণী। তাঁহারই নামে

বোধ হয়, সেই প্রাসাদের নামকরণ। চিন্তা করিতে করিতে কুঞ্জার কথা স্মরণ হইল। কুঞ্জার সতর্কতার কথা স্মরণ হইল। কুঞ্জার উত্তম উপদেশের কথা স্মরণ হইল। বিলম্ব করা উচিত হয় না, ইহা ভাবিয়া পিতৃসমক্ষে এগ্রিকোলা একটী মিথ্যাকথা কহিলেন। বিনীতভাবে পিতাকে তিনি বলিলেন, "ক্ষমা করুন, আমার বিলম্ব হইতেছে। ঠিক আটটার সময় কারখানাবাড়ীতে আমাকে উপস্থিত হ'তে হইবে।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "ওঃ! বটে বটে! সে কথা সত্য। এ আনন্দ তবে এখন আমাদের দুই দিনের জন্য স্থগিত থাকুক্। তুমিও কারখানায় যাও, আমিও চারট্রেস্ মহল্লায় যাত্রা করি। গেব্রিল কোথায় যাইবেন, তাহা বলিলেন না, সে জন্য আমি চিন্তিত রহিলাম। আইস বৎস! তোমরা উভয়ে আমারে আর একবার আলিঙ্গন কর। সর্ব্বদা সাবধান থাকিও। দুইদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া আবার আমি নূতন আনন্দ উপভোগ করিব।"

দাগোবার্ট যতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন, গেব্রিল ততক্ষণ গম্ভীরচিন্তানিমগ্ন,—নীরব। বিদায় লইবার অগ্রে এগ্রিকোলা যখন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া করধারণ করিলেন, গেব্রিল তখন চমকিত হইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "প্রিয় ভ্রাত! আর একটা কথা। আজ আমি কেবল বিদায় লইতে আসিয়াছি, ইহাও ঠিক নহে। আরও একটা আশা আছে। অদ্যাবধি কিছুদিনের মধ্যে তোমার সহায়তা আমার প্রয়োজন হইবে।"—দাগোবার্টের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকেও বলিলেন, "পিত! আপনাকে পিতা বলিয়া গৌরব দান করাই আমার উচিত। কিছুদিনের মধ্যে আপনারও সহায়তা আমার আবশ্যক হইবে।"

এগ্রিকোলা কহিলেন, "তোমার ও কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

গেব্রিল কহিলেন, "বুঝাইয়া বলিতেছি। দুটী সত্যবাদী ভদ্রলোকের পরামর্শ ও সহায়তা আমার আবশ্যক। বাক্য দিয়া যাঁহারা বাক্যলঙ্ঘন করেন না, তাদৃশ উপদেষ্টা আমি চাই। তোমাদের দুজনকেই আমি সেইরূপ মহিমান্বিত উপদেষ্টা বিবেচনা করি। যেদিনেই হউক, যে সময়েই হউক্, আমি সংবাদ পাঠাইব, সেই সময়েই আপনারা আমার নিকট উপস্থিত হইবেন।"

পিতা-পুত্র উভয়েই বিস্ময়াপন্ন। কেন গেব্রিল অমন কথা বলিলেন, কিসের সহায়তা তাঁহার প্রয়োজন হইবে, উভয়েই তাহা বুঝিলেন না। এগ্রিকোলার অন্তঃকরণ আলোড়িত হইল। তিনি ভাবিলেন, সেই সময় আমি যদি কয়েদ থাকি, সেই সময় গেব্রিল যদি আমার সহায়তা চান, তাহা হইলে আমি কি করিব?

দাগোবার্ট কহিলেন, 'যেদিনেই হউক, যে সময়েই হউক্, দিবাভাগেই হউক্ অথবা রাত্রিকালেই হউক্, যখন তোমার প্রয়োজন পড়িবে, যখন তোমার নিকট হইতে একটী সুক্ষ্মবার্ত্তা আসিবে, তখনই তোমার পিতা, তোমার এই প্রিয়তম ভ্রাতা তোমার উপকারের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।"

পুনঃপুন ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গেব্রিল কহিলেন, "এখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।"

দাগোবার্ট কহিলেন, "গেব্রিল! যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত তুমি কথাগুলি কহিলে, তোমার অঙ্গে যদি পাদরীর পোষাক না থাকিত, তাহা হইলে আমি মনে করিতাম, কাহারও সহিত তুমি হয় ত ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিযুক্ত হইবে; প্রাণঘাতক দ্বন্দ্বযুদ্ধ!"

চমকিত হইয়া গেব্রিল কহিলেন, "দ্বন্দ্বযুদ্ধ ? হাঁ পিত! একপ্রকার দ্বন্দ্বযুদ্ধই বটে। অসাধারণ—ভয়ঙ্কর! সেই সঙ্গে দুইজন সাক্ষী প্রয়োজন। সেই উপযুক্ত সাক্ষী আপনারা; একটী পিতা, একটী ভ্রাতা।

* * * *

অল্পক্ষণ পরেই কার্দ্দোবিলী-প্রাসাদাভিমুখে এগ্রিকোলা যাত্রা করিলেন। ক্রমশই তাঁহার অন্তরে আতঙ্কবেগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পারিসের কার্দ্দোবিলী-মন্দির; সে মন্দিরে শ্রীমতী কুমারী অদ্রিয়াণী কার্দ্দোবিলী অধিষ্ঠাত্রী, সেই মন্দিরে এগ্রিকোলার আত্মরক্ষার প্রয়োজন। সেই মন্দিরে এগ্রিকোলা চলিলেন। পাঠকমহাশয়ও সেইখানে চলুন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্রিয়াণী-মন্দির।

পারিস-রাজধানীর বাবিলনস্ট্রেটে দিজিয়াস প্রাসাদ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সর্ব্বাপেক্ষা ইহা অধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। প্রাসাদটী বহুকালের পুরাতন। গৃহে গৃহে মহামূল্য সজ্জা, গবাক্ষে গবাক্ষে সুবিচিত্র যবনিকা, দেয়ালে দেয়ালে সুচিত্রিত চিত্রপট, সকলদিকেই সর্ব্বপ্রকার শোভা ছিল, কিন্তু কালগ্রাসে সমস্তই মলিন হইয়া পড়িয়াছে। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে তৎপল্লীতে যতগুলি অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হইয়াছে, সারঙ্গে সকলগুলিই প্রায় একপ্রকার। এই মন্দিরটীও সেই শ্রেণীর বহির্ভূত নহে। সম্মুখে বৃহৎ উদ্যান; সেই উদ্যানের শেষসীমা কোথায়, শীঘ্র তাহা নিরূপণ করা যায় না।

অদূরে অদ্রিয়াণী মন্দির।—গ্রীষ্মনিকেতন। রমণীয় অট্টালিকা। কুমারী অদ্রিয়াণী কার্দ্দোবিলী একটী নিতল মহলে অবস্থান করেন। সেই মহলে বড় বড় চারিটী কক্ষ একসঙ্গে মিলিত। মধ্যস্থলে সুপ্রশস্ত দালান। তাহার উপরিভাগে ছোট ছোট অনেকগুলি ঘর; সেই সকল ঘরে সামান্য সামান্য কার্য্য হয়। সম্প্রতি এই মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাস্করী-কার্য্যের নব নব সৌন্দর্য্য সংযোজিত হইয়াছে। গঠন চক্রাকার। এই মন্দিরের শোভাসমৃদ্ধি অতি অনুপম।

বিচিত্র মন্দির। মার্শেল সাইমনের কন্যা-দুটীকে লইয়া স্থবির বীর দাগোবার্ট যেদিন স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে এই বিচিত্র মন্দিরে বিচিত্র অভিনয়। আকাশ নির্ম্মল, পবিত্র নীল চন্দ্রাতপে শুভ্রপদ্মের ন্যায় সূর্য্যদেব সমুদিত, ১৮৩২ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের আরম্ভ, কার্দ্দোবিলী-মন্দিরের রথ্যা-কুঞ্জে দীর্ঘ দীর্ঘ তরুরাজির প্রাচীন পল্লবগুলি ঝরিয়া পড়িয়াছে, দীর্ঘস্কন্ধ বৃক্ষশাখা পল্লবশূন্য হইয়া স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, সেই সকল স্তম্ভের পার্শ্বভেদ করিয়া মন্দিরগাত্রে সূর্য্যরশ্মি সুরঞ্জিত হইতেছে। বারাণ্ডার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। গৃহমধ্যেও অল্প অল্প রবিকর প্রবেশ করিল। একটী পরমসুন্দরী যুবতী ক্ষুদ্র একটী কুক্কুরশাবক সঙ্গে লইয়া প্রবেশদ্বারে দেখা দিল। নিকটবর্ত্তী গির্জ্জার চূড়ার ধর্ম্মঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিয়া গেল।

যুবতী পরমসুন্দরী। তাহার অঙ্গ গঠনে

গতিভঙ্গীতে, পিঙ্গলকেশে, নীলকৃষ্ণ-নয়নে, বিবিধ বর্ণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিচ্ছদে, অপরূপ শোভা হইয়াছে। রসিকজনমনোমোহিনী প্রেমিক ভাবুকের মধুচিত্ত-উন্মাদিনী এই কামিনী সেই কুক্কুরশাবকটীকে লইয়া রবিকররঞ্জিত তৃণদলের উপর লাফাইয়া লাফাইয়া ক্রীড়া করিতেছে;—হাসিয়া হাসিয়া একবার অগ্রসর হইয়া যাইতেছে, পায়ে পায়ে তাল রাখিয়া একএকবার পশ্চাতে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সঙ্গীতপ্রিয় নয়নে বোধ হইবে যেন, একটী কন্দর্পমোহিনী নৃত্য করিতেছে; ক্ষুদ্র কুকুরটীও ঠিক তালে তালে সেই নৃত্যভঙ্গীতে যোগ দিতেছে। বিচিত্র মোহিনীর বিচিত্র খেলা। এই যুবতীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ, নাম জর্জ্জেটী। কুমারী অদ্রিয়াণীর প্রধানা সহচরী। কুক্কুর শাবকটীর নাম ক্রিস্কী।

তাহাদের এইরূপ খেলা হইতেছে, এমন সময় অপর দ্বার দিয়া অপর একটী প্রৌঢ়া রমণী সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গেও একটা বৃহৎ কুকুর। সেই রমণীর বয়ঃক্রম অনূ্যন ৫০ বৎসর; রূপের অথবা পরিচ্ছদের পারিপাট্য নাই, বদনে অস্বাভাবিক গর্ব্ব প্রকাশ পাইতেছে, নাম আগষ্টাইন গ্রীবয়িস্; রাজরাণী দি-জিয়াটের প্রধানা সহচরী। তাহার সহচর বৃহৎ কুকুরের নাম মি-লর্ড।

মি-লর্ড যেমন বৃহৎ, তেমনি ভয়ানক। অঙ্গে ঠাঁই ঠাঁই কৃষ্ণবর্ণ ডোরা, গ্রীবা স্থূল, খর্ব্ব; মুখ বিকট। তাহাকে দর্শন করিয়া ক্রিস্কী ভাবিল, প্রবল শত্রু সমাগত।—ভাবিল, কিন্তু ভয় পাইল না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণদন্ত বাহির করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিল। ক্ষুদ্রশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় মি লর্ড সেই প্রকাণ্ড দেহ লইয়া বিবি গ্রীবয়িসের কৃষ্ণবর্ণ ঘাগ্‌রার অন্তরালে গিয়া লুকাইল। গৌরবে মুখভঙ্গী করিয়া গ্রীবয়িস্ বলিল, "জর্জ্জেটী! তোর আক্কেল কি? আমার কুকুরটী মোটা, তোর কুকুর সরু; তোর সঙ্গে সমান তালে নাচিতে পারে। তোর কুকুর আমার কুকুরকে তাড়া করিয়া আসিল, তুই কেন বারণ করিলি না? দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া হাসিয়া আরও আমোদ করিতেছিস্; চক্ষে ইঙ্গিত করিয়া যেন ভেজাইয়া দিতেছিস্। তামাসা না কি? তোর আক্কেল কি?"

মৃদু হাসিয়া জর্জ্জেটী বলিল, "তোমারই বা আক্কেল কি? কাল তুমি আমার কুকুরটীর শিকল খুলিয়া দিয়া বাগানে ছাড়িয়া দিয়াছিলে। বাগানের একটা ফটকের দ্বার খোলা ছিল, সেই দ্বার দিয়া আমাদের ক্রিস্কী বাবিলন রাস্তার অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। সন্ধ্যাকালে একটী ভদ্রলোক এটীকে পথে পাইয়া কুমারীকে অর্পণ করিয়া যান, তবে আমরা নিশ্চিন্ত হই। তোমার অত বড় কুকুর এই ক্ষুদ্র শিশুকুকুরের খেলা দেখিয়া ভয়ে লাঙ্গুল গুটাইয়া লুকাইল, এটা কি আমার দোষ?"

গ্রীবয়িস্ বলিল, "তোর দোষ নয় ত কার দোষ? ইঙ্গিতে যে কুকুর শান্ত হয়, ইঙ্গিতে সে কুকুর ক্ষিপ্ত হয়, ইঙ্গিতে যে কুকুর লম্ফ দিয়া শিকার ধরে, ইঙ্গিতে শয়ন করে, তোর ভাল ইঙ্গিত বুঝিলে সে কি আমার কুকুরের উপর উপদ্রব করিতে আসিত?"

পুনরায় মৃদু হাসিয়া জর্জ্জেটী কহিল, "কুকুরের খেলা ঐ রকম। আমরা খেলা করিতে আসিয়াছিলাম বলিয়াই আজ এত সকালে তোমাকে আমি দেখিতে পাইলাম। গৌরবে আজ যেন তুমি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছ। কোথায় যাইতেছ? কি মনে করিয়া হঠাৎ এ পথে আসিয়াছ?"

যথার্থই গ্রীবয়িস্ আত্মগৌরবে ফুলিতেছিল।

গৌরবে গম্ভীর হইয়া অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে জর্জ্জেটীর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে গ্রীবয়িস্ বলিল, "কুমারী অদ্রিয়াণীর নিকটে যাইতেছি। আজ আমি রাজরাণী দিজিয়ারের বিশ্বাসিনী দূতী। খোস-খবর আনিয়াছি। সে খবরের কথা আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিবে না। কুমারীর কাণে কাণেই আমি এই কথাটী বলিয়া আসিব।"

সহসা জর্জ্জেটীর বদন বিবর্ণ হইল। তাহার ক্ষীণ অঙ্গযষ্টিও যেন একটু একটু কাঁপিল। গ্রীবয়িস্ তাহা দেখিতে পাইল না। তাহার বৃহৎ কুক্কুর তখনও শক্রশাবকের ভয়ে তাহার বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিতেছিল। কুক্কুরের দিকেই তাহার চক্ষু ছিল, জর্জ্জেটীর চাঞ্চল্য দেখিতে পাইল না। জর্জ্জেটী নিমেষের মধ্যে মনোবেগ সম্বরণ করিয়া ধীরস্বরে কহিল, "গত রাত্রে কুমারী অনেকক্ষণ জাগিয়া ছিলেন; প্রায় শেষরাত্রে শয়ন করিয়াছেন। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে আমি যেন তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ না করি, এইরূপ আদেশ দিয়া তিনি নিদ্রিতা হইয়াছেন।"

যেন অবজ্ঞায় মুখ ভারী করিয়া গ্রীবয়িস্ কহিল, "তাহা ত হইতেই পারে, জাগরণটা ত তাঁহার আছেই আছে, সে ওজরে এখনকার কাজ থামে না। রাজরাণীর আদেশ, তাঁহার জ্যাঠাইমার অনুজ্ঞা, এখনিই যাও, এখনিই গিয়া তাঁহাকে জাগাও।"

সগর্ব্বে জর্জ্জেটী উত্তর করিল, "নিজগৃহে কুমারী অদ্রিয়াণী কাহারও আদেশের অধিনী নহেন। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে তাঁহারে আমি জাগাইতে পারিব না। তাঁহার আদেশ অবহেলা করা আমার অভ্যাস নয়।"

গ্রীব।—আচ্ছা, তবে আমিই যাই। আমি নিজে গিয়াই তাঁহাকে জাগাই।

জর্জ্জেটী।—যাইতে পাইবে না, সখীরা সেখানে প্রহরী আছে। দালানের চাবী আমার হাতে। দালানের ভিতর দিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, অন্যপথ নাই।

গ্রীব।—এত জোর তোমার? রাজরাণীর আজ্ঞায় অবহেলা? আমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে পারিব না, যাইতে পাইব না, এমন কথা তুমি আমাকে বল?

জর্জ্জেটী।—হাঁ, বলি। আবার বলিতেছি। আমি তাঁহাকে জাগাইতে পারিব না, তোমাকেও জাগাইতে দিব না। কদাচ তুমি এখন সেখানে যাইতে পাইবে না, বারবার আমি এই কথা বলিতেছি। ইহাতে যে অপরাধ হয়, সে অপরাধ আমার; আমিই রাজরাণীর কাছে প্রধান অপরাধিনী।

গ্রীব।—ঠিক বটে। আমাদের রাজরাণী এ সব তত্ত্ব জানেন না। কুমারীটীকে তিনি নির্দ্দোষ মনে করেন; অন্ধ হইয়াই যেন ভালবাসেন। কিন্তু কুমারী তাঁহাকে গ্রাহ্য করে না। গোটাকতক বারবিলাসিনী যুবতী সেই গর্ব্বিতা কুমারী অদ্রিয়াণীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তিনি স্বয়ং বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত নিদ্রা যান, সখীরা ভোরবেলা নাচের মজ্‌লীসের পোষাক পরিয়া উদ্যানে হাওয়া খাইতে বাহির হয়!

জর্জ্জেটী।—তাই বটে গো, তাই বটে! কিছুই যেন জানেন না! পোষাকের কথা তুলিয়া ঠাট্টা! আ মরি মরি! বিবি গ্রীবয়িস্! যৌবনে তোমার পোষাক দেখিয়া বড় বড় নর্ত্তকীরা লজ্জা পাইত! তখন তুমি স্বয়ং কন্দর্পের মন ভুলাইতে পারিতে! রাজরাণীর কোন সহচরীই তোমার মত রূপবিলাসিনী রসিকা রমণী ছিল না। হাস্যকৌতুকে, হাবভাববিলাসে, পোষাক পারিপাট্যে কাহারও তেমন চটক ছিল না! রূপের ডালী! সাজের থলী!

এখন ছোট ছোট মেয়েদের পোষাকের কথা কও। নাচের মজ্‌লীসে হোটেলের মজ্‌লীসে আজিও তোমার রসিকতার কথা আলোচিত হয়। কবে তুমি তপস্বিনী সাজিয়াছ ? বংশাবলী-ক্রমে তোমার চটকের কথা বলাবলি হইয়া আসিতেছে। এখন তুমি তপস্বিনী !

গ্রীব।—বংশাবলী ? আমি কতদিনের মানুষ ? আমি বুঝি তার কাছে শতবৎসরের বুড়ী ? কত পুরুষ ধরিয়া আমার চটকভঙ্গী দেখিয়া আসিতেছে ?

জর্জ্জেটী।—সে বংশ নয় গো, সে বংশ নয় ! সখীদের বংশ। সহচরী বদল হইতেছে ! সকলেই সাবেক সহচরীদের মুখে তোমার যৌবনের জাঁকজমকের গল্প শুনিতেছে। দুই তিন বৎসর যাহারা রাজরাণীর গৃহে চাকরী করিয়া যায়, তাহারা তোমার ভোগবিলাসের কথায় পরিপক্ক হইয়া থাকে। শুধু কেবল তোমার নয়, রাজরাণীর চটকও তাহারা বিলক্ষণ জানিয়া যায়।

গ্রীব।—খবরদার রাজরাণীর নাম মুখে আনিও না। তাহার নামে কুৎসা ? সম্মুখে জানু না পাতিয়া লোকে তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতে পারে না, তুমি কি না সচ্ছন্দে অম্লানবদনে আজ সেই গৌরবিণী রাজমহিলার নিন্দা করিতেছ ?

জর্জ্জেটী।—যাহারা জানু পাতে, আজিও তাহারা পাতুক ; কিন্তু গতরাত্রে,—রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময়—সেই—

গ্রীব।—গতরাত্রে ?—কি বলিস্ তুই ? গতরাত্রে ? গতরাত্রে কি ?

জর্জ্জেটী।—সেই চারঘোড়ার গাড়ী। প্রাসাদের অদূরেই সেই গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। কে জান ?—আলখাল্লাজড়ানো একটা লোক। গাড়ী হইতে নামিয়া সেই লোকটী গবাক্ষের গায়ে ঠোকর মারিল। রাজরাণীর গৃহের গবাক্ষ নয়, দরোয়ানের ঘরের জানালায়। মনে আছে ত ?—রাত্রি সাড়ে এগারোটা। রাত্রি যখন একটা, তখনও পর্য্যন্ত সেই গাড়ীখানা রাস্তায় ছিল ; লোক ছিল বাড়ীর ভিতর। কেন ছিল ?—ঐ তুমি যেমন বলিতেছ, সেই রকমই বোধ হয়, সম্মুখে জানু পাতিয়া সেই গৌরবিণী রাজরাণীর সহিত কথা কহিতেছিল ; প্রতিসম্ভাষণে রাজমহিলার নাম উচ্চারণ করিতেছিল।

মার্শেল সাইমনের কন্যারা পারিসনগরে উপস্থিত হইয়াছে, অর্দ্ধরাত্রে সেই সংবাদ লইয়া ধর্ম্মসভার সেক্রেটারী রডিন অন্ধকারে আলখাল্লা জড়াইয়া রাজরাণীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, গ্রীবায়স্ তাহা জানিত না, কিম্বা জানিয়াও "জানি না" বলিয়া ছল করিবার ব্যপদেশে মাথা নাড়িয়া, গলা কাঁপাইয়া বলিল, "বলিস্ কি তুই ? কাহার গাড়ী, কাহার আলখাল্লা, কে লোক, কিছুই আমি জানি না। ও সব কুতর্কের কথা শুনিতে আমি এখানে আসি নাই। কুমারী অদ্রিয়াণীর কাছে এখনিই আমারে লইয়া যাবি কি না বল্ !"

জর্জ্জেটী বলিল, "কিছুতেই না। তিনি ঘুমাইতেছেন। বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে সে গৃহে প্রবেশ করিতে আমারে বারম্বার নিষেধ করিয়া রাখিয়াছেন।"

উভয়ে যেস্থলে কথা হইতেছিল, গ্রীষ্মনিকেতন হইতে সে স্থানটা একটু দূর। নিকেতনের প্রবেশদ্বারের মাথার উপর যে চক্রাকার বারাণ্ডা, সেই স্থান হইতে সেই বারাণ্ডা বেশ দেখা যায়। সহসা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই দিকে হস্তাবস্তার করিয়া, চীৎকার স্বরে গ্রীবষিস্ বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ ! কি দেখিলাম, কি দেখিলাম !"

মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া জর্জ্জেটী বলিল, "কৈ? কৈ? কি দেখিলে?"

অধিকতর বিস্ময়ে গ্রীবয়িস্ পুনরায় কহিল, "কি দেখিলাম, কি দেখিলাম!"

জর্জ্জেটী।--হাঁ, তাহা ত শুনিয়াছি; কিন্তু কি? দেখিয়াছ কি?

গ্রীব।—কুমারী অদ্রিয়াণী।

জর্জ্জেটী।--কোথায়?

গ্রীব।—গাড়ী-বারাণ্ডার সিঁড়িতে। ছুটিয়া যাইতেছেন। গমনভঙ্গী দেখিয়া, মস্তকের টুপী দেখিয়া, আমি তাঁহাকে বেশ চিনিয়াছি। উঃ! বেলা আটটার সময় ঘরে আসিলেন!

জর্জ্জেটী।—সত্যই তুমি দেখিয়াছ? কেমন করিয়া দেখিয়াছ? ওঃ! বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি! সেই চারঘোড়ার গাড়ী! উঃ! কথাটা আমি বলিয়াছি কি না, তাই তুমি সেটা ঘুরাইয়া লইয়া এই নূতন কথা আনিয়াছ! বাহবা বাহবা! চালাকী আচ্ছা তোমার!

এই কথা বলিয়াই জর্জ্জেটী হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

গ্রীব।--সত্যই আমি দেখিয়াছি এই-মাত্র আমি দেখিলাম কুমারী অদ্রি—

জর্জ্জেটী।—দেখিয়াছ? দেখিয়াছ? সত্যই দেখিয়াছ বিবি গ্রীবয়িস্? পরিহাস যদি না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পাগল!

গ্রীব।—পাগল আমি? আমার এত বড় দুই চক্ষু, আমারে তুই পাগল বলিস্? রাস্তার ধারে যে ছোট ফটক, সেইদিকে যে দরজা, সেই দরজা দিয়াই কুমারী প্রবেশ করিলেন। [illegible] কথা! ইহা শুনিলে রাজমহিষী কি বলিবেন? তিনিও উহা একদিন ভাবিয়াছিলেন। তাঁহারই কিন্তু দোষ তিনিই আদর দিয়া, প্রশ্রয় দিয়া, এই বিপত্তি ঘটাইয়াছেন কি ভয়ঙ্কর কথা! বড়ঘরের কি কলঙ্ক ওঃ! আমি দাসী, আমারও হৃদয় যেন দগ্ধ হইতেছে। স্বচক্ষে দেখিলাম, তথাপি আমারই যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে না।

জর্জ্জেটী।—সত্য তুমি দেখিয়াছ? অতদূর কলঙ্ক ভাবিয়াছ? তবে আইস। তবে আমি তোমারে তাঁহার শয়নকক্ষে লইয়া যাই। স্বচক্ষে দেখিয়াছ, কুমারী অদ্রিয়াণী ক্ষুদ্র ফটকের দরজা দিয়া বারাণ্ডায় উঠিলেন, এখন স্বচক্ষে দেখিবে চল, তিনি আপন গৃহে সচ্ছলে নিদ্রাভিভূতা। দেখিলেই তখন স্বীকার করিবে, হয় তোমার চক্ষু নাই, না হয় তুমি পাগল!

গ্রীব।—ওঃ! ছুঁড়ী ভারী চালাক! দেখ্ জর্জ্জেটী! হাজার ধূর্ত্ততা তুই আমার কাছে দেখাস, কিন্তু জানিস্, আমার চেয়ে ধূর্ত্ত তুই নহিস্। তখন বলিলি, বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে প্রবেশাধিকার নাই, এখন বলিতেছিস্ এখনিই চল। মানে আমি বুঝিয়াছি। কুমারী এখন ঘরে আসিয়া শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, মায়া করিয়া চক্ষু বুঝিয়া রহিয়াছেন, তুই আমারে তাহাই দেখাইবি। আচ্ছা, আমিও চলিলাম, এখনিই গিয়া রাজরাণীকে সংবাদ দিব; এই ভয়ঙ্কর কলঙ্কের কথা তাঁহারে জানাইব, অদ্যই তিনি ইহার প্রতীকার করিবেন। যুবতী কন্যা, রাত্রিকালে বাড়ীর বাহির হওয়া, প্রভাতে আটটার সময় ফিরিয়া আসা! উঃ! আমার মাথা ঘুরিতেছে! স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইহার উপর আর কি কথা? কাহাকেও ইহা বলিব না, রাজরাণীর লজ্জার কথা—রাজরাণীর কলঙ্কের কথা, চুপি চুপি কেবল আমি আমাদের রাজরাণীকেই বলিব।"

ক্রোধে ভর করিয়া বিবি গ্রীবয়িস্ দ্রুতপদ-বিক্ষেপে প্রাসাদের দিকে চলিল। স্থূল মাংসল সারমেয়টীও তাহার ন্যায় ক্রোধে মত্ত হইয়া সমদ্রুতপদে তাহার অনুবর্ত্তী হইল। গ্রীবয়িস্

স্থূলাঙ্গী, জর্জ্জেটী কৃশাঙ্গী। গ্রীবয়িস্ অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে জর্জ্জেটী অদ্রিয়াণী-মন্দিরাভিমুখে প্রধাবিত হইল। ফটকের দরজা দিয়া গৃহাধিষ্ঠাত্রী কুমারী বারাণ্ডার উপর উঠিয়াছেন, রাজরাণীর সহচরী গ্রীবয়িস্ উদ্যানপ্রান্ত হইতে স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছে, কৌতূহলাক্রান্তা কাতরা সহচরী জর্জ্জেটী কুমারী অদ্রিয়াণীকে এই কথা জানাইতে চলিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমারী বিলাস।

জর্জ্জেটীকে ভয় দেখাইয়া বিবি গ্রীবয়িস ক্রোধভরে চলিয়া গিয়াছে। জর্জ্জেটীও আপন কর্ত্রীকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়াছে। তাহার পর এক ঘণ্টা অতীত। বেলা নবম ঘটিকা। কুমারী অদ্রিয়াণী স্নান করিয়া তোষাখানায় প্রবেশ করিয়াছেন। কুমারী অদ্রিয়াণী পরমসুন্দরী, অষ্টাদশবর্ষীয়া। তাঁহার প্রকৃতি অতি পবিত্র। পৃথিবীর যত কিছু কুৎসিত অপবিত্র, তাহার প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা। কেবল মনুষ্য বলিয়া নহে, জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, সমস্ত বস্তুর প্রতিই তাঁহার ঐরূপ ভাব। যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুশ্রী, যাহা কিছু পবিত্র, তত্তাবতের প্রতিই তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ, তৎসন্দর্শনে তাঁহার আন্তরিক আনন্দ। যে গৃহে তিনি বাস করেন, যে গৃহে তিনি উপবেশন করেন, যে গৃহে পরিভ্রমণ করেন, যে গৃহে ভোজন করেন, তৎসমস্তই পরিপাটীরূপে নির্ম্মিত, বিবিধ বর্ণে সুরঞ্জিত এবং বিবিধ গন্ধদ্রব্যে আমোদিত। ফুলের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আদর। সুবাসিত কুসুমে তাঁহার সমধিক অনুরাগ। পৃথিবীমধ্যে যাহা কিছু সুদৃশ্য, প্রকৃতির যাহা কিছু মনোলোভা, তাহাই কুমারী অদ্রিয়াণীর প্রিয়। কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হইলেই তিনি পরিতৃপ্ত নহেন, অন্তরের পবিত্রতা-সাধনে তিনি সর্ব্বদাই যত্নবতী। দয়া-দাক্ষিণ্যাদি মানসিকগুণে তিনি অতি প্রশংসনীয়রূপে বিভূষিতা। সহচরী নিযুক্ত করেন, তাহারাও পরমসুন্দরী।—পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে তিনি নিজে যেমন অনুক্ষণ যত্নশীলা, যুবতী সুন্দরী সহচরীগণকেও সেইরূপ সুন্দর সুন্দর সজ্জায় ভূষিতা করিয়া রাখেন।

এখন তিনি তোষাখানায় আসিয়া বসিয়াছেন। অঙ্গের আবরণ একটী নীলবর্ণ রেশমের ঘাগরা, বাহুমূল হইতে করপল্লব পর্য্যন্ত অনাবৃত। মস্তকের রক্তবর্ণ কেশগুলি রক্তবর্ণ রেশমের ন্যায় পৃষ্ঠদেশে ঝুলিয়া কুঞ্চনে কুঞ্চনে ভূমিচুম্বন করিতেছে। বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিতা তিনটী সখী পরমযত্নে তাঁহার বেশ-বিন্যাস করিয়া দিতেছে। ঘরখানি অতি সুন্দর। চারিদিকের দেয়ালে রক্তবর্ণ বনাতমোড়া; মেজেতে রক্তবর্ণ গালিচা; সেই প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহের পূর্ব্বদিকের একটী গবাক্ষদ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। সেই মুক্তপথে প্রভাতের রবিকিরণ অল্প অল্প প্রবেশ করিয়া সমস্ত পদার্থের উপর প্রতিফলিত হইতেছে; রক্তবসনের প্রতিভায় সকল পদার্থই সেই অভিনব সূর্য্যকিরণে ঈষৎ রক্তাভ দেখাইতেছে। লোহিত কেশরাশির স্থানে স্থানে রবিকর স্পর্শ হওয়াতে, মানবচক্ষে সমুজ্জ্বল

দেখাইতেছে হীরকের ন্যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুলেরা গৃহমধ্যে বিচিত্র শোভা বিস্তার করিতেছে। যেখানে তিনি বসিয়াছেন, তাহার নিকটস্থ এক টেবিলে নানাবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্স সজ্জিত রহিয়াছে; কোনটী কাষ্ঠনির্ম্মিত, কোনটী শুক্তিনির্ম্মিত, কোনটী দ্বিরদরদনির্ম্মিত, কোনটী বা রজতনির্ম্মিত। সকলগুলির উপরেই কারচোপ কাজকরা, সকলগুলির গর্ভেই সুবাসিত পরিমল। সম্মুখে একখানি সুবৃহৎ দর্পণ; দুটী রজতদণ্ডের উপরে রেশমসূত্রবদ্ধ হইয়া সেই দর্পণখানি দুলিতেছে। দর্পণের চারি কিনারায়, প্রস্ফুটিত নব নব কুসুমের মাল্য। প্রতিদিন প্রাতঃকালে নব নব পুষ্পহার পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয়। টেবিলের দুই পার্শ্বে বিচিত্র রজতাধারে দুটী বৃহৎ পুষ্পাধার, তাহার উপর নানাজাতি সুন্দর কুসুম। দুটী রজতনির্ম্মিত পুত্তলিকার হস্তে সুবাসিত তৈলে দুটী দীপ সমুজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে।

সখীরা বেশবিন্যাস করিয়া দিতেছে। একটীর নাম জর্জ্জেটী, একটীর নাম ফ্লোরাইণ, একটীর নাম হেবি। জর্জ্জেটীকে পাঠক-মহাশয় ইতঃপূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছেন; আর দুটীও তাহার ন্যায় সুবেশভূষিতা, বদন সহাস্য। দাস-দাসীগণের প্রতি কুমারীর অসীম দয়া। অধী-নতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে বলিয়া কদাচ তাহারা বিমর্ষবদনে থাকে না, পূর্ণপ্রমোদে হাসিয়া হাসিয়া কার্য্য করে। তিনজনেরই বাহু অনাবৃত; তাহাও দেখিতে অতি সুন্দর। একজন রক্তবসনা, একজন নীলবসনা, এক-জনের পরিচ্ছদ গোলাপীবর্ণে শোভিত।

জর্জ্জেটী একখানি হস্তীদন্তনির্ম্মিত চিরুণীতে গৃহকর্ত্রীর রক্তকুন্তল বিন্যস্ত করিয়া দিতেছে, হেবি রেশমী মোজার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাটিনের পাদুকা পরাইয়া দিতেছে, ফ্লোরাইণ যথাযোগ্য বসনের যথাযোগ্য বিন্যাস করিতেছে। কুমারী অদ্রিয়াণী প্রসন্নবদনে চেয়ারের উপর বসিয়া আছেন; নব নব বসন-ভূষণে ক্রমশই তাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে। আকর্ণবিশ্রান্ত দীর্ঘনয়ন;– কৃষ্ণতারকা, কৃষ্ণ-পল্লব, কৃষ্ণ ভ্রূযুগল, সেই সুন্দর, মৃগনয়নকে আরও অধিক সুন্দর করিয়া তুলিতেছে। মস্তকের কেশরাশি লোহিতবর্ণ, কিন্তু নেত্রদ্বয় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। গোলাপী ওষ্ঠ, গোলাপী কর্ণ, গোলাপী নাসিকা, গোলাপী নথপুঞ্জ, প্রভাকর-প্রভায় ঝক্‌মক্ করিতেছে। শরীরের যেখানে যেখানে ঈষৎ ঈষৎ রক্তরেখা দৃষ্ট হইতেছে, সেই সেই স্থানেই যেন,গোলাপীরঙের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। কুমারী হাস্য করিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় দর্শন করিলে সকলেই মনে করিবেন, হাস্য যেন সেই ওষ্ঠবিবর হইতে প্রকাশ হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। বদন প্রফুল্ল। একটী কৌটা হইতে একটু সুগন্ধদ্রব্য গ্রহণ করিয়া কুমারী আপন হস্তে ঘর্ষণ করিতেছেন; কুক্কুরশাবকটী তাঁহার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছে; গায়ে হাত বুলাইয়া কুমারী সেটীকে বারবার আদর করিতে-ছেন; এমন সময় বাহিরে তিনবার রজত-ঘণ্টাধ্বনি হইল। কুমারীর ইঙ্গিতে ফ্লোরাইণ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল; একখানি পত্র হস্তে লইয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল।

সখীরা সেবা করিতেছে। কুমারী সেই পত্রখানি হস্তে লইয়া দেখিলেন, কার্দ্দোবিলী-প্রাসাদ হইতে তথাকার বৃদ্ধ ভাণ্ডারী সেই পত্র প্রেরণ করিয়াছে। অদ্রিয়াণী মুক্তকণ্ঠে সেই পত্রখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন:—

"মা! আপনি দয়াবতী। সেই সাহসে আপনাকে আমি এই পত্রখানি লিখিতেছি। বিংশতিবর্ষকাল আমি আপনার মহৎ পিতার

অধীনে চাকরী করিয়াছি। এখন আমার বৃদ্ধাবস্থা। আমার ধর্ম্মশীলা পত্নীও আমার নিকট রহিয়াছেন, তাঁহারও বৃদ্ধাবস্থা। সম্প্রতি এই প্রাসাদখানি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে, আর আমাদের চাকরী থাকিবে না! আমরা তবে কোথায় যাব? শেষদশায় কে আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে? আপনি দয়া না করিলে আমাদের উভয়কেই উপবাসে মরিতে হইবে। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অন্য কোন বড়লোকের নিকটে আমাকে সুপারিশ করিয়া দেন, তাহা হইলেই জীবনরক্ষার উপায় হয়, নতুবা উপায়ান্তর দেখি না।

"মা! এখানেও আমাদের চাকরী থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। যাহা করিলে চাকরী থাকে, তাহা আমি করিতে পারিব না। সেটা বড় অধর্ম্মের কাজ। অধর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করা আমারও ইচ্ছা নয়, আমার স্ত্রীরও ইচ্ছা নয়।

"কেন আমি এ কথা বলিতেছি, তাহাও আপনাকে বুঝাই। আজ দুইদিন হইল, প্যারিস হইতে সেই রডিনসাহেব এখানে আসিয়াছিলেন। সেই রডিন আসিয়া সংবাদ দিলেন, বাড়ীখানি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। যিনি কিনিয়াছেন, তিনি একজন মেয়েমানুষ। রডিন তাঁহাকে বশীভূত রাখিতে চাহেন। রডিনের অনুরোধে আমি যদি সেই নূতন স্ত্রীলোকের হস্তে একজন নূতন পাদ্রী গুরু মিলাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমার চাকরী থাকে। তাহাও আমি দিতে পারিতাম, একজন ভাল পাদ্রীকে আমি জানি; রডিনকে তাঁহার কথা বলিয়াছিলাম, রডিন তাহাতে সম্মত হন না। তিনি একজন সর্ব্বজনঘৃণিত অধার্ম্মিক পাদ্রীর জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে বলেন। আমি তাহা পারিব না। রডিন আমাকে আরও বলিয়াছেন, তিনি প্যারিসে থাকিবেন, সপ্তাহে দুই তিনবার তাঁহাকে পত্র লিখিয়া এখানকার সকল কথা জানাইতে হইবে। মা! আপনি বিবেচনা করুন, সেটা কত বড় বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য। এই বৃদ্ধবয়সে গুপ্তচরের কার্য্য করিয়া আমি কি অন্য লোকের সর্ব্বনাশ করিব?—না মা! তাহা আমি পারিব না। রডিনের অবশ্যই মন্দ মৎলব আছে, সেই মতলব সিদ্ধ করিতে আমি সহায়তা করিব, এমন চাকরীতে আমার কাজ নাই। অনাহারে মরি, তাহাও ভাল, তথাপি আমি পাপকর্ম্মের সহায় হইতে পারিব না।

"কার্দ্দোবিলী-প্রাসাদ যদি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিব; সাধুলোকের মত বাহির হইয়া যাইব। স্বগৃহের ন্যায় যেখানে আমরা নির্ব্বিঘ্নে পরমাদরে বিংশতি বৎসর বাস করিয়াছি, শেষকালে কলঙ্কিত হইয়া সেই গৃহ পরিত্যাগ করিব না।"

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া করুণাময়ী কুমারী আড্রিয়াণী একটু থামিলেন। জোরে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে একটী দীর্ঘনিশ্বাস বিনির্গত হইল। কাতরা হইয়া আপনা আপনি তিনি কহিলেন, "হায় হায়! বৃদ্ধ দুপণ্ট আপনার বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণীকে লইয়া আমার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, কদাচ আমি ইহা সহ্য করিব না। অবশ্যই আমি তাহার উপকার করিব। ধূর্ত্ত রডিন সেখানে গিয়াছিল। উঃ! ধূর্ত্তের চাতুরী অসাধারণ। পাপাচার, ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, সমস্তই তাহার আয়ত্ত। তাহার মন্ত্রণা শুনিয়া বৃদ্ধ দুপণ্ট আপন পবিত্র চরিত্র কলঙ্কিত করিবে, ইহা আমি কখনই দেখিব না; কর্ণেও যেন শুনিতে না হয়! রডিন! উঃ! ভয়ঙ্কর লোক! সেই লোকের হস্তে আজকাল অসীম ক্ষমতা! আচ্ছা, আমিও

দেখিব। বড় বড় ছদ্মস্তলোকের বড় বড় অত্যাচার কি প্রকারে দমন করিতে হয়, অল্প-দর্শনে আমি তাহা বিলক্ষণ শিখিয়াছি।”

স্বগতবাক্যে এইরূপ আলোচনা করিয়া কুমারী পুনর্ব্বার সেই পত্রের অবশিষ্টাংশ পাঠ করিতে লাগিলেন।—

“মা! আমি স্বার্থপর। কেবল আপনার উপকারের জন্যই এই পত্র লিখিতেছি, ইহাই আপনি বিবেচনা করিবেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, আরও কয়েকটী অভাগাকেও অনুগ্রহ করিতে হইবে। আজ তিনদিন হইল, আমাদের সমুদ্রের উপকূলে দুইখানা জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে। অতি অল্পলোক প্রাণে বাঁচিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটী প্রাণীকে আমরা আপনার এই প্রাসাদে আশ্রয় দিয়াছিলাম, ঈশ্বরের কৃপায় আমরা তাঁহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছি। আমার স্ত্রী বড়যত্নে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই এখান হইতে পারিসনগরে যাত্রা করিয়াছেন; কেবল একজন এখন এখানে রহিয়াছেন। সমুদ্রের চড়ায় তিনি অতিশয় আঘাত পাইয়াছেন, অপর সঙ্গীদের সঙ্গে যাইতে পারেন নাই, আরও কিছুদিন তাঁহাকে আমরা এইখানেই রাখিব। ভারতবর্ষে তাঁহার নিবাস; তিনি একজন ভারতবর্ষের রাজপুত্র। দেখিতে পরম সুন্দর,বয়স অনুমান বিংশতিবর্ষ। তাঁহার চেহারা যেরূপ মনোহর, হৃদয়ের গুণগ্রামও সেইরূপ।

“তাঁহার সঙ্গে আর একটী লোক আছে। তাহারও নিবাস ভারতবর্ষে। তাহার শরীরে কোন গুরুতর আঘাত নাই, কিন্তু ঐ রাজ-কুমারের সেবা করিবার জন্য সে এখানে রহিয়াছে।” আমি শুনিলাম, রাজপুত্রের সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, জাহাজডুবীতে তাহা সমস্তই খোয়া গিয়াছে। কিপ্রকারে যে পারিসে যাইবেন, ইহা ভাবিয়া তিনি আকুল; অথচ অতি শীঘ্র পারিসে উপস্থিত না হইলে তাঁহার জীবনের একটী প্রধান উদ্দেশ্য বিফল হইবে। এখানে তিনি বড়ই কষ্টে পড়িয়াছেন। তাঁহার পিতা ভারতের একজন রাজ্যেশ্বর ছিলেন। রাজ্য-লোভে যুদ্ধ করিয়া ইংরাজেরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে; তাঁহার রাজ্যটীও অধিকার করিয়া লইয়াছে। এই রাজপুত্র তাঁহার পিতৃ-সিংহাসনে বসিতেও পান নাই।

“মা! এইবার একটী কথা আমি বলিব। আমাদের নিজের কষ্টেরও পরিসীমা নাই, কিন্তু এই বিদেশী রাজপুত্রের কষ্ট দেখিয়া আমরা উভয়ে বড়ই কাতর হইয়াছি। আমি বৃদ্ধ সংসারের মানবচরিত্র অনেকটা আমি পরিজ্ঞাত। এই সম্ভ্রান্ত রাজপুত্রের মুখের ভাব দেখিয়া আমি বুঝিতেছি, এত বিপদে, এত কষ্টে নিপতিত হইয়াও তিনি কাহারও নিকট কোন বিষয়ে সাহায্যপ্রার্থনা করিতে সঙ্কুচিত আছেন; তাঁহার অনুকূলে আমিই সকাতরে আপনার নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করিতেছি। একপ্রস্থ ইয়ারোপীয় পোষাক তিনি ক্রয় করিতে পারেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তদুপ-যুক্ত কিছু অর্থ আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। তাঁহার স্বদেশীয় পরিচ্ছদ যাহা কিছু ছিল,সমস্তই সমুদ্রের জলে ভাসিয়া গিয়াছে।”

পাঠিকার চন্দ্রবদন সহসা লোহিতরাগে রঞ্জিত হইল। আপন মনে তিনি কহিলেন, আশ্চর্য্য! ভারতবর্ষের রাজকুমার! ভারতের ভাগীরথীকূল হইতে ভারতের রাজকুমার আমাদের লবণসমুদ্রের কূলে আসিয়া পড়িয়া-ছেন। সমুদ্রে জাহাজডুবি হইয়াছে। মহা-বিপদে নিপতিত; সর্ব্বস্ব জলে ডুবিয়া গিয়াছে। আহা! আহা!! প্রিয়ম্বদ স্পষ্ট লিখিয়াছেন,”

ইয়োরোপীয় পোষাক! ভারতের রাজকুমার ইউরোপের পোষাক পরিধান করিবেন! ছি ছি ছি! ইউরোপের পোষাক! অতি ভীষণ! অতি কদর্য্য!! অতি বিকট!!! সে পোষাকের পানে কেহই চাহিয়া দেখে না। সুপরিচ্ছদ দর্শন করিলে কামিনী-নয়ন আকৃষ্ট হয়। কামিনী-নয়ন ইউরোপীয় পোষাককে অনুরাগলক্ষণে দর্শন করে না; সে পোষাকের কিছুই আকর্ষণ নাই। ভারতবর্ষের রাজকুমার সেই পোষাক পরিধান করিবেন! ছি ছি ছি!!! সর্ব্বদা যাঁহারা সাটিন মখমলে অঙ্গ সুশোভিত করেন, কাশ্মীরী পরিচ্ছদ যাঁহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য, তাঁহাদের অঙ্গে ইউরোপীয় পোষাক! ছি, ছি, ছি!! কখনই তাহা হইবে না; কখনই আমি তাহা দিব না। দেখি দেখি, প্রিয় ডুপণ্ট আরও কি কি কথা লিখিতেছেন।

কুমারী এই কথাগুলি কিছু স্পষ্ট স্পষ্ট বলিলেন। ফ্লোরা আর হেবি তাহা শ্রবণ করিয়া কৌতুকবশে মৃদু মৃদু হাস্য করিল। তাহাদের দেখাদেখি অঞ্জেটীও কুমারীর অলক্ষিতে মুখ ফিরাইয়া এবং হাস্য করিল। কুমারী কিছুই দেখিলেন না। তিনি আবার পত্রের শেষ অংশ পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"মা! পোষাকের মূল্য ব্যতীত অনুগ্রহ করিয়া আরও যদি কিছু আপনি সাহায্য করেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়। রাজপুত্র কষ্টে পড়িয়াছেন; তাঁহার প্যারিসে পৌঁছিবার জাহাজ ভাড়া নাই। তিনি আর তাঁহার সেই সহচর যাহাতে প্যারিসে উপস্থিত হইতে পারেন, এমন কিছু উপায় করিলে আমি পরম সন্তুষ্ট হইব।

"আমি আপনার অন্তঃকরণ জানি। আপনি সাহায্য করিতেছেন. রাজপুত্র ইহা জানিতে পারেন, বোধ হয় আপনার এরূপ ইচ্ছা হইবে না। অপ্রকাশ থাকিতে যদি ইচ্ছা হয়, আমায় প্রতি আজ্ঞা প্রেরণ করিবেন, যাহা উচিত বিবেচনা হয়, আমিই করিব। অপ্রকাশ না থাকিয়া সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁহাকে যদি আপনি পত্র লেখেন, তাহা হইলে লিখিবেন, মন্ত্রীর রাজা সিংহের পুত্র রাজকুমার জাল্মা।"

সুশীলা কুমারী অদ্রিয়াণী এই অংশ পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "জাল্মা!—রাজাসিংহের পুত্র! হাঁ, এই বটে, এই বটে! জাল্মা! এমন নাম সচরাচর হয় না। আশ্চর্য্য! আমার পিতা যখন জীবিত ছিলেন, তখন সর্ব্বদাই তিনি আমাকে বলিতেন, ভারতবর্ষের এক রাজা আমাদের বংশের একটী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; সেই রাজার নাম রাজাসিংহ। তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছে, সেই পুত্রের নাম জাল্মা। এতক্ষণে আমি বুঝিলাম। ঐ জাল্মা অতি নিকট সম্পর্কে আমার ভ্রাতা হন। তাঁহারা পিতাপুত্র উভয়েই মহাতেজস্বী মহাবীর বা! সেই জাল্মা প্যারিসে আসিতেছেন। বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহারই জন্য ইউরোপীয় পোষাক! আমি তাঁহাকে ইউরোপীয় পোষাক পাঠাইব, ইহা ত কখনই হইতে পারিবে না। ভারতবর্ষের রাজপুত্রের অঙ্গে যাহা মানায়, তাহাই আমি পাঠাইব। ডুপণ্ট অনুরোধ করিলেও সেইরূপ ভয়ঙ্কর পোষাক কখনই আমি পাঠাইব না। আহা! কি সুখের সমাচার! কি সুন্দর পরীর গল্প! যুবরাজ জাল্মা সেই গল্পের নায়ক। রত্নভূমি ভারতবর্ষ! সূর্য্যদেব সেখানে প্রখরকর বর্ষণ করেন, সুবিমল পরিমল সর্ব্বদা সেখানে প্রবাহিত হয়। সুগন্ধপ্রসূতি ভারতভূমি। আমার ভ্রাতা রাজকুমার জাল্মা সেই রত্নভূমির গঙ্গাতীর হইতে আমাদের এই হিমানিকলুষিত তমোময় রাজ্যে আগমন করিয়াছেন। আর না,

আর না! জর্জ্জেটী! শীঘ্র কাগজ কলম লও, যাহা আমি বলি, শীঘ্র লেখ।"

জর্জ্জেটী তৎক্ষণাৎ পত্র লিখিবার সরঞ্জাম লইয়া প্রস্তুত হইল। আরক্ত-প্রফুল্লবদনে অদ্রিয়াণী বলিতে লাগিলেন:—

"প্রিয়তম টিসিয়ান! প্রিয় ডিবোনিস! প্রিয় রাকেল! মিষ্টার নরভাল! আজ আমি তোমারে একটী গুরুতর কার্য্যে অনুরোধ করিতেছি। তুমি চিরদিন যেরূপ সদাশয়, তাহাতে আশা করি, অবশ্যই তুমি সদয় হইয়া আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবে।

"পঞ্চদশ শতাব্দীর ধরণের পোষাকের অনুরূপ আমার একটী পোষাক প্রস্তুত করাইবার জন্য যে সুনিপুণ চিত্রকর সুন্দর সুন্দর নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট যাও। এবার আমার জন্য নহে, ভারতবর্ষের রাজকুমারেরা বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার রাজ পরিচ্ছদ পরিধান করেন, একটী যুবাপুরুষের নিমিত্ত সেই প্রকার পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাও; গায়ের মাপ কিরূপে লইবে, তাহাও আমি বলিয়া দিতেছি। কল্পনার সহায়তা লও; ভারতবর্ষের কামদেবের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছ, সেই কামদেবের অঙ্গের উপযুক্ত মাপ লইয়া প্রস্তুত করাইলেই ঠিক হইবে। কল্পনায় আমি বুঝিতেছি, আমার কথিত যুবাপুরুষ কন্দর্পের অনুরূপ।

"যতদূর উত্তম হইতে পারে, সরঞ্জাম যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহাই তুমি মনোনীত করিয়া লইবে। আর একটী কথা। সেই কথাটী বিশেষরূপে স্মরণ রাখিও। ভারতের কারিকর তন্তুবায়েরা যে প্রকার সাঁচ্চা কাজ করেন, আমার প্রস্তাবিত পোষাকের কারুকার্য্য অবিকল ঠিক যেন তাহারই অনুরূপ হয়। সেই পোষাকের সঙ্গে ছয়খানি কাশ্মীরীশাল প্রস্তুত করাইও, দুখানি শ্বেত বর্ণ, দুখানি পীতবর্ণ আর দুখানি লোহিতবর্ণ। শালগুলি যেন, সকলেই মহামূল্য বলিয়া বিবেচনা করে।

"দুই তিন দিনের মধ্যেই যেন প্রস্তুত হয়। প্রস্তুত হইবামাত্র তুমি আমার ডাকগাড়ীতে উঠিয়া কার্দ্দোবিলী-প্রাসাদে যাত্রা করিও। সে প্রাসাদ তোমার উত্তমরূপ জানা আছে, সে সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলিব না। সেখানে আমার যিনি ভাণ্ডারী আছেন, তিনিও তোমার পরিচিত বন্ধু। তিনি তোমাকে একটী ভারতীয় রাজকুমারের নিকট পরিচিত করিয়া দিবেন। রাজকুমারের নাম জাল্‌মা। সেই গৌরবান্বিত রাজপুত্রকে তুমি বলিও, তুমি পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে আসিয়াছ, একটী অজ্ঞাতবন্ধু তোমাকে পাঠাইয়াছেন। পাছে আপনি ঘৃণাকর বিলাতী পোষাক পরিধান করেন, সেই সঙ্কট হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত স্নেহাদৃত ভ্রাতৃভাবে সেই অজ্ঞাত বন্ধু এই পরিচ্ছদ প্রেরণ করিয়াছেন। রাজপুত্রকে তুমি এই সকল কথা বলিও। আরও তাঁহাকে বলিও, অবিলম্বে যাহাতে আপনি প্যারিসে উপস্থিত হইতে পারেন, শীঘ্র যেন তজ্জন্য বন্দোবস্ত করা হয়। তাঁহার অজ্ঞাতবন্ধু তাঁহার প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া রহিলেন। যদি তিনি বলেন, শারীরিক কষ্ট, তুমি তাঁহাকে বলিও, আমার গাড়ীতে সুকোমল শয্যা আছে, কোন কষ্ট হইবে না। যদি তিনি বলেন, সেই অজ্ঞাতবন্ধু কেন একখানি সুন্দর পাল্‌কী পাঠাইলেন না, কেন একটী সুসজ্জিত হস্তী পাঠাইলেন না, তাহা হইলে তুমি বলিও, সেখানে কেবল গীতাভিনয়ের রঙ্গভূমিতেই পাল্‌কী দেখিতে পাওয়া যায়; কেবল পশুশালাতেই হাতী থাকে, অন্য কোন ব্যবহারে আইসে না। এ কথা শুনিয়া রাজপুত্র অবশ্যই হাস্য করিবেন, আমাদিগকে অসভ্য বর্ব্বর ভাবিবেন। কথাও যথার্থ।

"রাজপুত্রকে লইয়া যত শীঘ্র পার, তুমি পারিসে উপস্থিত হইও; আমার বাড়ীতেই আসিও। পারিসের বাবিলনপল্লীতে আমি থাকি, ইহা ত তুমি জান, সেইখানেই লইয়া আসিও। সুবাসিত কুসুমশোভিত, সমুজ্জ্বল-হীরক-রঞ্জিত, সুবর্ণসৌরকরসন্তপ্ত ভারতভূমি হইতে আমাদের এই কৃত্রিম-শোভাসম্পন্ন তুষারশীতল পারিস নগরীতে আসিয়া রাজপুত্র অবশ্য পরম কৌতুকী হইবেন। এইখানে আনিও।

"যে কার্য্যের ভার অদ্য আমি তোমার প্রতি অর্পণ করিলাম, তৎপ্রসঙ্গে যে সকল কথা তোমাকে লিখিলাম, তাহা দেখিয়া হয় ত তুমি মনে করিবে, এটা আমার প্রকৃতিসিদ্ধ খেয়াল; কিন্তু তাহা তুমি বিবেচনা করিও না। এই পত্রের অন্তরে অন্তরে কোন প্রকার বিশেষ গূঢ় তাৎপর্য্য রহিল।

"আজ আমি সেই সেকালের প্রাচীন সেনাপতির ন্যায় আদেশ প্রদান করিলাম। যাঁহার বীর-নাসিকা এবং বিজয়ী-চিবুক তুমি সর্ব্বদা আমারে চিত্র করিতে শিখাইতে, আজ যেন তাহাই আমি। আমার স্বাধীনপ্রবৃত্তি সত্যন্ত প্রবলা, সর্ব্বদা আমি রসিকতাপ্রিয়। যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইলেই পূর্ণ স্বাধীনভাবে আমি পরিহাস করি। এক ঘণ্টার মধ্যে যথার্থই আমি নির্ভয়ে আমার জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর সহিত এক মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

"এই পত্রমধ্যে একটী চুম্বন প্রেরণ করিলাম, সাদরে তোমার প্রিয়তমা পত্নীরে ইহা প্রদান করিও।"

পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে লেখিকাকে সম্বোধন করিয়া কুমারী কহিলেন, "পুনশ্চ পাঠে আর একটু লেখ। সমস্ত খরচের টাকার জন্য আমার ব্যাঙ্কারের নামে এই পত্রমধ্যে এক দর্শনী হুণ্ডী পাঠাইলাম, যত টাকা আবশ্যক হয়, গ্রহণ করিও। আমি রাজাধিরাজ মহারাজ। পুরুষ জাতি ব্যবহারে দস্যুসদৃশ হইলেও আমি সগৌরবে আজ আপনাকে প্রতাপশালী পুরুষরূপে বর্ণনা করিলাম।"

পত্রে স্বনাম স্বাক্ষর করিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী প্রিয়সখী জর্জ্জেটীকে হুণ্ডী লিখিতে বলিলেন। হুণ্ডীতে লেখা হইল, "আমার একটী কার্য্যের জন্য খরচপত্র প্রয়োজন। যত টাকা প্রয়োজন, মিষ্টার নরভাল সাহেবকে অবিলম্বে তাহা প্রদান কর।"

নাম স্বাক্ষর করিয়া, খাম করিয়া, শীলমোহর করিয়া, অপরা সখী হেবিকে সম্বোধনপূর্ব্বক অদ্রিয়াণী কহিলেন, "হেবি! শীঘ্র এই পত্রখানি ডাকে পাঠাইয়া দাও।"

যতক্ষণ পত্র লেখা হইল, হেবি আর ফ্লোরাইণ ততক্ষণ গৃহস্বামিনীকে পোষাক পরাইল। ফ্লোরাইণের স্মৃতিশক্তি অতি প্রখরা। কুমারী অদ্রিয়াণী যতগুলি কথা জর্জ্জেটীকে লিখিতে বলিলেন, ফ্লোরাইণ মনোযোগপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া সকলগুলিই স্মরণ রাখিল, এক আধটী তুচ্ছকথাও ভুলিল না।

দ্বারে পুনর্বার রজতঘণ্টাধ্বনি। কে আসিল, জানিবার জন্য নরভালের নামের পত্রহস্তে লইয়া হেবি তাড়াতাড়ি বহির্দ্বারে ছুটিল। ফ্লোরাইণও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া হেবিকে বলিল, "পত্র লইয়া তুমি যাইও না, আমি যাইব।"—ফিরিয়া আসিয়া কুমারীকে কহিল, "মা! প্রাসাদে আমার কিছু প্রয়োজন আছে, আমি ঐ পত্র লইয়া দ্বারবানের দ্বারা ডাকে পাঠাইয়া দিব।"

কুমারী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে তুমিই যাও। হেবি এইখানেই থাকুক্।"

পত্র লইয়া ফ্লোরাইণ চলিয়া গেল। হেবি আসিয়া সংবাদ দিল, "মা! কল্য সন্ধ্যাকালে

সেই যে কারিকর যুবা আমাদের ক্রিস্কীকে আনিয়া দিয়াছিলেন, তিনি দ্বারদেশে উপস্থিত, সাক্ষাৎ করিতে চাহেন ; তাঁহার বদন পাণ্ডুবর্ণ। দেখিলাম, অত্যন্ত বিমর্ষ।"

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "শীঘ্র লইয়া আইস।"— একটু পরে সখীর সহিত এগ্রিকোলার প্রবেশ। উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে কুমারী সেই ক্ষুদ্র কুক্কুরশাবকটী তাঁহাকে দেখাইয়া প্রসন্ন-বদনে বলিলেন, "এই ক্রিস্কীটী—এই আমার প্রিয় শাবকটী সর্ব্বক্ষণ আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আমি চিরদিন স্মরণ রাখিব। আজ আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইহাতে আমি বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। শুভপথ হইতে কে যেন আমার কর্ণে বলিয়া দিতেছে, আজ আমি আপনার কোন প্রকার উপকারে আসিতে পারিব।"

এগ্রিকোলা। মা! আমার নাম এগ্রিকোলা বাদোইন। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী শ্রেণী পল্লীতে হার্ডিসাহেবের কারখানায় আমি কর্ম্মকারের কর্ম্ম করি। কল্য আপনি আমাকে যত টাকা দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজ আমি হয় ত তাহার বিংশতিগুণ প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশায় আপনার সমীপস্থ হইয়াছি। এক নিশ্বাসে সকল কথাই আমি বলিয়া ফেলিলাম। বলিবার জন্য আমার ওষ্ঠ-[illegible] হইতেছিল, বলিয়া এখন যেন আমি [illegible] করিলাম।"

[illegible]।—আপনি কুণ্ঠিত হইতেছেন, [illegible] দেখিয়া আমি তাহা বুঝিতে [illegible] আপনি যদি আমারে চিনিতেন, [illegible] সঙ্কোচ [illegible] করিতেন না। [illegible] আপনি চান?

এগ্রিকোলা।—তাহা আমি জানি না।

অদ্রিয়াণী।—ইহা আমি বুঝিলাম না। কত আপনার প্রয়োজন, তাহা আপনি জানেন না?

এগ্রি।—না মা! তাহা আমি জানি না। কত আমার প্রয়োজন হইবে, তাহাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

অদ্রিয়াণী।—(সহাস্যে) বুঝাইয়া বলুন। কি আপনার আবশ্যক, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

এগ্রিকোলা।—দুটী কথায় তাহা আমি বুঝাইব। আমার বৃদ্ধা জননী আছেন। সময়ে তিনি অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। কেবল আমাকেই নয়, আর একটী অনাথশিশু তিনি পথে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, কায়িক শ্রমে তাহাকেও প্রতিপালন করিয়াছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, চক্ষের দোষ জন্মিয়াছে। এখন আমি ভিন্ন তাঁহার আর উপায় নাই। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার নিয়োগকর্ত্তা প্রভুর কৃপায় আমি এখন অসময়ে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতেছি। এখন যদি কেহ আমাকে আমার কর্ম্মশালা হইতে আকর্ষণ করে, মাতার গতি কি হইবে?

অদ্রিয়াণী।—এখন আর অন্য কোন বিষয়ে আপনার জননীর কিছুমাত্র অভাব থাকিবে না। আমি উপকার করিব।

এগ্রিকোলা।—আপনি উপকার করিবেন? আপনি ত তাঁহাকে জানেন না?

অদ্রিয়াণী।—এখন জানিয়াছি। নিশ্চয়ই আমি তাঁহার উপকার করিব।

এগ্রিকোলা।—বুঝিলাম, বুঝিলাম! যথার্থই আপনি গরীবের মাতা-পিতা, যথার্থই আপনি স্বর্গীয় দয়ার অধিকারিণী। আপনার অন্তঃকরণ অতি মহৎ। কুব্জা যাহা বলিয়াছিল, তাহা যথার্থ।

অদ্রিয়াণী।—(সবিস্ময়ে) হাস্য করিয়া কুব্জা?—কুব্জা কে?

এগ্রিকোলা।—কুব্জা একটী গরীবের মেয়ে, সূচিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দিবা-রাত্রি অসম্ভব পরিশ্রম করে। মা আমার তাহাকেও প্রতিপালন করিয়াছেন। সে কাঙ্গালিনী স্বভাবতঃ খর্ব্বাঙ্গী, তন্নিমিত্তই লোকে তাহাকে কুব্জা বলে। ঈশ্বরকৃপায় আপনি যেমন অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরী, আমাদের কুব্জা সেইরূপ সংসারে অপার দুঃখের ভাগিনী। কিন্তু মহত্ত্বাংশে আপনার অপেক্ষা সে কুব্জা নিকৃষ্ট নয়। আপনার অন্তঃকরণ যেরূপ উচ্চ, তুলনায় দুঃখিনী কুব্জারও সেইরূপ। কল্য আপনি আমাকে যে পুষ্পটী প্রদান করিয়াছিলেন, কুব্জাকে সেটি দেখাইয়া আপনার মহত্ত্বের কথা আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই কুব্জা তাহা বলিয়াছে, তাঁহার তুল্য দয়াবতী দ্বিতীয় নাই।

অদ্রিয়াণী।—আপনাদের কুব্জা আমারে না জানিয়া যেরূপ প্রশংসা করিয়াছে, তাহার অন্তঃকরণের সহিত আমার অন্তঃকরণের তুলনা করিয়া আপনি আমাকে সেইরূপ সম্মান দান করিলেন, ইহা আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। বনে অযত্নে সুন্দর সুবাসিত পুষ্প ফুটিয়া থাকে, আপনাদের কুব্জাটীও সেইরূপ। অবস্থায় দুঃখিনী, কিন্তু আশয়ে দুঃখিনী নয়। নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইলেও অন্তরের মহত্ত্ব দূরে যায় না। সে ধন ইহসংসারে দুর্লভ। যখন আমাদের যৌবন থাকে, সৌন্দর্য্য থাকে, তখন আমরা লোকের চক্ষে সুন্দর হইতে পারি; যখন আমাদের হস্তে ধনথাকে, তখন আমরা সততা দেখাইতেও পারি; কিন্তু সাধু হওয়া বড় কঠিন। আমি যাহাতে সাধু হইতে পারি, আপনি আপনার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া তাহার পথ প্রদর্শন করুন।

সম্মুখে একটী পরমসুন্দরী বিদ্যাধরী দর্শন করিতেছেন, এগ্রিকোলা তখন সে অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। দেবতুল্য মহত্ত্ব তাঁহার অন্তরে বিরাজ করে, কথাগুলি শুনিয়া তাহার আরও অধিকতর প্রমাণ পাইলেন। ভগ্নহৃদয়ে আশ্বাস আনয়ন করিয়া তিনি তখন বলিতে লাগিলেন, "মা! আমার জননী যদি একাকিনী হইতেন, তাহা হইলেও আমি তত ভাবিতাম না। প্রতিবাসীরাও কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারিতেন। কিন্তু মাতা একাকিনী নহেন, আমার বৃদ্ধ পিতা আছেন। অষ্টাদশবর্ষ আমরা তাঁহাকে দেখি নাই, এতদিন তিনি সাইবিরীয়ায় বনবাসী ছিলেন, সম্প্রতি প্রত্যাগত হইয়াছেন। মার্শেল সাইমনের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। মার্শেলের স্ত্রী-কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তই এই অষ্টাদশবর্ষ তিনি বনবাসী হইয়া ছিলেন।"

অদ্রিয়াণী।—(সবিস্ময়ে) মার্শেল সাইমনের স্ত্রীকন্যা?

এগ্রিকোলা।—আপনি কি তবে মার্শেল সাইমনকে জানেন?

অদ্রিয়াণী।—চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি। তিনি আমাদের বংশের একটী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

এগ্রিকোলা।—কি আনন্দ! কি আনন্দ!! মার্শেল সাইমনের দুটী কন্যাকে আমার পিতা সেই সাইবিরীয়া হইতে পারিসে আনয়ন করিয়াছেন। সে দুটী কন্যা কি তবে আপনার পরিবারের মধ্যে গণ্য?

অদ্রিয়াণী।—(অধিকতর বিস্ময়ে) মার্শেল সাইমনের দুই কন্যা?

এগ্রিকোলা।—হাঁ মা! দুটী যেন দেবকন্যা। বয়স পঞ্চদশ কি ষোড়শ। দুটীই যমজা। রূপে অতুল। তেমন সুন্দর রূপ আমি কখনও

দেখি নাই। সাইবিরীয়ার বনবাসে তাহাদের জননীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহাদের মাতার কিছু সম্পত্তি ছিল, রুসীয়েরা তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছে, কন্যা দুটী বহু কষ্টে আমার পিতার সহিত সাইবিরীয়া হইতে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। পিতার স্নেহ, পিতার আদর, পিতার যত্ন এবং পিতার কৃপাতেই তাহারা সকল দুঃখ ভুলিয়া রহিয়াছে। পিতা আমার মহাপুরুষ; মহাবীরপুরুষ, পরাক্রমে সিংহ সদৃশ, সাহসে সিংহ সদৃশ ; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যথার্থ জননীর স্নেহরস সর্ব্বক্ষণ প্রবাহিত।

অদ্রিয়াণী।—সে দুটী কন্যা এখন কোথায়?

এগ্রিকোলা। আমাদের বাড়ীতেই রহিয়াছে। তাহাদের জন্যই এ অবস্থায় আমার আরও অধিক কষ্ট বোধ হইতেছে। তাহাদের জন্যই সাহস করিয়া আমি আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু আমি উপার্জ্জন করি, তাহাতে আমি সকলগুলিকে প্রতিপালন করিতে পারিব না, এমন কথা নহে; তবে কি না, পুলিসের লোকেরা আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছে!

অদ্রিয়াণী।—(সচকিতে) গ্রেপ্তার করিবে? তোমাকে?—কেন? তুমি কি করিয়াছ?

ডাকযোগে কুমারী যে পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইখানি কুমারীর হস্তে প্রদান করিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "মা! কিছুই আমি করি নাই। এই বেনামী পত্রখানি পড়িয়া দেখুন, সমস্তই বুঝিতে পারিবেন।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে অদ্রিয়াণী কহিলেন, "দেখিতেছি, তুমি কবি।"

এগ্রিকোলা।—না মা! আমি কবিও নই, কবিযশপ্রার্থীও নই, কবি হইবার উপযুক্ত কোন গুণও আমাতে নাই। তবে কি না, সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর যখন আমি ঘরে আসি, মায়ের কাছে বসিয়া তখন আমি দুই একটী কবিতা লিখি। কর্ম্মশালায় যখন লৌহমুদ্গরের সহিত যুদ্ধ করি, তখনও মনের দুঃখে দুই একটী কবিতা ভাবি। চিত্তও স্থির থাকে, শ্রমটাও কিছু লঘু বোধ হয়। কখন কখনও কবিতা লিখি, কখনো বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিকাব্য রচনা করি, কখনও বা দুটী একটী গান বাঁধি।

অদ্রিয়াণী।—এই পত্রে দেখিতেছি, স্বাধীন শ্রমজীবী প্রসঙ্গে তুমি একটী গান রচনা করিয়াছ। সে গানটী কি বিদ্রোহসূচক? তাহা কি কোন প্রকার বিপদ আহ্বান করে?

এগ্রিকোলা।—না মা! কিছুই না। আমি একজন কারিকর, দয়ালু হার্ডি সাহেবের কুঠীতে কাজ করি। অধীনস্থ সমস্ত কর্ম্মচারীর প্রতি আমাদের প্রভুর সমান দয়া। সকলে যাহাতে সুখে থাকে, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা। যে ব্যক্তি যত বেতনের উপযুক্ত, সুখে রাখিবার জন্য তিনি তাহাকে তদপেক্ষা অধিক বেতন দেন, কিন্তু অপরাপর কর্ম্মশালার কারিকরেরা আমাদের ন্যায় ভাগ্যধর নহে। তাহারা বড়ই কষ্টে থাকে। শ্রমজীবিদলের কষ্ট যাহাতে নিবারিত হয়, সকলে তাহাদের প্রতি সমান অনুগ্রহ করেন, ইহাই আমার বাসনা, ইহাই আমার কামনা, ইহাই আমার প্রার্থনা। ইহাছাড়া আর কিছুই নয়। গীতে কিম্বা কবিতায় কেবল ইহাই আমি লিখি। দেশের রাজার রাজনীতির ছন্দাংশেও আমি যাই না।

অদ্রিয়াণী।—তবে কেন এমন হয়? পুলিস কেন তবে তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে চায়?

এগ্রিকোলা।—আপনি জানেন, রাজ্যে যখন কোন প্রকার ষড়যন্ত্র উপস্থিত হয়, দুষ্টলোকে যখন রাজবিরুদ্ধে গোপনে গোপনে দল বাঁধিয়া বেড়ায়, পুলিসের লোকেরা তখন শুদ্ধ ভুল সন্দেহক্রমে অকারণে নিরীহ নির্দ্দোষ লোককেও

ধরিয়া ধরিয়া হাজতে পাঠায়। আমার ভাগ্যে যদি সেই দশা ঘটে, তাহা হইলে আমার মাতার দশা কি ঘটিবে, পিতার গতি কি হইবে, মার্শেল সাইমন যতদিন পারিসে ফিরিয়া না আইসেন, তদবধি এই বালিকাদুটীর গতি কি হইবে, কেবল ইহাই আমি ভাবিতেছি। আমাকে গেপ্তার করিয়া যদি তাহারা হাজতে রাখে, তাহা হইলে এখন আর তাহাদের প্রাণধারণের অন্য কোন উপায় থাকিবে না। এই কারণেই আমি আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার জামীন হন, তাহা হইলে আর তাহারা আমাকে গেপ্তার করিতে পারিবে না। যদিও করে, হাজতে দিতে পারিবে না। হাজতে যদি যাইতে না হয়, তাহা হইলে নির্বিঘ্নে আমি কর্ম্মশালায় কর্ম্ম করিতে পারিব, তাহা হইলেই তামাদের সকলের ভরণপোষণ চলিবে।

অদ্রিয়াণী।—এই কথা! ইহা ত অতি সামান্য উপকার। সেজন্যই আমি তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিব, দেখ কবিবর! আর তোমার কোন চিন্তা নাই। কষ্টের সহিত আর তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে না। তোমার জন্য জামীন হাজির করিয়া দেওয়া আমার প্রধান কার্য্য, প্রথম কর্ত্তব্য। আমার একজন ডাক্তার আছেন, আমাদের পরিবারমধ্যে তিনি চিকিৎসা করেন। বড় বড় রাজপুরুষের সহিত, এমন কি একজন প্রধান কর্ত্তার সহিত তাঁহার সবিশেষ সৌহার্দ্দ। তাঁহার নিকট তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তিনিই তোমার জামীন হইবেন। তাঁহার জামীননামা যদি অপ্রচুর বোধ হয়, আমি তখন অন্য উপায় করিব।

এগ্রিকোলা।—(সবিস্ময়) মা! চিরজীবনের মত আমি আপনার কাছে ঋণী রহিলাম। আমার রক্ষার উপায় করিয়া আপনি আমার দুঃখিনী জননীর জীবনরক্ষা করিলেন।

অদ্রিয়াণী।—অত কথা বলিতে হইবে না, ইহাত অতি সামান্য কথা। যাহাদের অধিক আছে, তাহাদের ক্ষমতাও অধিক; যাহাদের অল্প আয়, ক্ষমতাবান্ লোকেরা তাহাদের সাহায্য করিবে, ইহাই ত পরমেশ্বরের অভিপ্রায়। সে কথা স্বতন্ত্র। এখন আর একটা কথা। মার্শেল সাইমনের কন্যারা আমার নিজ পরিবার, তাহারা আমার গৃহে আমার কাছেই থাকিবে। এইখানে থাকাই তাহাদের পক্ষে ভাল। তুমি গিয়া তোমার জননীকে এই কথা বল। আজ সন্ধ্যাকালে তোমাদের বাড়ীতে আমি যাইব, আমার ভগ্নীদুটীকে তোমার জননী আদর-যত্নে রাখিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব। আর কি করিব?— সেই ভগ্নীদুটীকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আনিব।

* * * *

ঝন্ ঝন্ শব্দে দরজা ঠেলিয়া সভয়চকিত নয়নে জর্জেটী দ্রুতগতি সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সভয়চকিতকণ্ঠে কহিল, "কাহারা ঘুরিতেছে! বাগানের ছোট ফটকের কাছে আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, দেখিলাম, জনকতক লোক এক প্রকার ভঙ্গী করিয়া বৈঠকখানাঘরের দেয়ালের দিকে, জানালার দিকে, ঘন ঘন চাহিতেছে। বোধ হইল, কাহাকে যেন সন্ধান করিতেছে।"

একটু কম্পিত হইয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "ঐ—ঐ! যাহা ভাবিতেছিলাম, তাহাই ঐ!! উহারা আমাকেই অন্বেষণ করিতেছে। আসিবার সময় যখন আমি সেণ্টমেরী রাস্তার মোড় ফিরি, সেই সময় বোধ হইয়াছিল যেন, কেহ আমার সঙ্গ লইয়াছে। এখন বুঝিলাম, তাহাই যথার্থ। আমি এই বাড়ীতে প্রবেশ

করিয়াছি, তাহারা তাহা দেখিয়াছে। বাহির হইবামাত্র তাহারা আমাকে গ্রেপ্তার করিবে, ইহাই তাহাদের মৎলব।

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "এটা তুমি অনুমান করিতেছ। তবে প্রত্যহ পুলিসের লোক তোমার সঙ্গ লইয়াছিল, আমি ত এটা সম্ভব বিবেচনা করি না।"

এগ্রিকোলা।—কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারাই উহারা। আমি বাহির হইয়া যাই, রাস্তায় তাহারা আমাকে গ্রেপ্তার করুক। আর আমার ভয় কি? আর আমার চিন্তা কি? আপনি যখন সহায় রহিলেন, তখন আমার মাতার ভরণপোষণের জন্যও চিন্তা নাই, মার্শেল সাইমনের মেয়েদুটীর জন্যও চিন্তা নাই। নির্ভয়ে বাহির হইয়া যাই। আপনি গিয়া ধরা দিই।

অদ্রিয়াণী।—সাবধান! সাবধান!! মানুষের স্বাধীনতা মহামূল্য রত্ন। সাধ করিয়া সে স্বাধীনতায় বিসর্জ্জন দিতে নাই। ত ছাড়া, জর্জ্জেটী হয় ত ভুল বিবেচনা করিয়াছে। যাহাই হউক, আমি তোমাকে পরামর্শ দিতেছি, খবরদার ধরা দিও না। যাহাতে তাহারা তোমাকে ধরিতে না পারে, তাহারই চেষ্টা কর। আমি জানি, পুলিস এক প্রকার অন্ধ; বিচার নিজেও অন্ধ। তাহারা একবার যাহার উপর ছোঁ মারিয়া পড়ে, শীঘ্র তাহাকে ছাড়িতে চায় না; গোলমাল করিয়া সে রকমেই হউক, আসামীদের দখল কাবেজে আটক রাখিবার চেষ্টা পায়। খবরদার! বাহির হইও না।

এগ্রিকোলা।—না মা! আপনার ঐ প্রকার পরামর্শ আমি পালন করিতে পারিব না। এখন আমি ওয়ারীণের আসামী। আইনের এমন ক্ষমতা আছে, ওয়ারীণের আসামী যেখানেই থাকুক, ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া পুলিসের লোকে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। আপনার খাতিরে এখনও তাহারা বাহিরে বাহিরে রাখিয়াছে। ইতিমধ্যে আমি যদি বাহির না হই, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা আইনের জোর খাটাইবে। বলপূর্ব্বক আপনার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমাকে ধরিবে। আপনার ন্যায় মহিমান্বিতা মহামহিলার তাদৃশী লজ্জা, তাদৃশ অপমান আমি সহ্য করিতে পারিব না। অনুমতি করুন, আমি বাহির হইয়া যাই।

দ্বিতীয়া সহচরী হেবি এই সময় তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া ভয়াকুলবদনে শঙ্কিতস্বরে কহিল, "মা! একটা লোক আমাদের ছোট দরজায় আঘাত করিতেছে; আমাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নীল কোর্ত্তাপরা একজন লোক এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে কি না। সে লোকটা আরও বলিল, সে যাহাকে অন্বেষণ করে তাহার নাম এগ্রিকোলা বাদোইন। সেই এগ্রিকোলার সঙ্গে তাহার কি একটা বিশেষ কথা আছে, সেই জন্যই অন্বেষণ করিতেছে।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "দেখুন মা! ঐ শুনুন, আমাকেই চায়। একটা বিশেষ কথা, সেটা কেবল ছলনামাত্র। কোন গতিকে আমাকে এখান হইতে বাহির করাই তাহার উদ্দেশ্য।"

অদ্রিয়াণী।—সেটা ঠিক। ওটা যে ছলনা, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আচ্ছা, আমরাও চাতুরীর উপর চাতুরী খেলিব। (হেবির প্রতি) আচ্ছা, তুমি কি উত্তর দিলে?

হেবি।—আমি বলিলাম, কি সব কথা তুমি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিলাম না, যাহার কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছে, কে সে, তাহাকে আমি জানি না।"

অদ্রিয়াণী।—বেশ বলিয়াছ। আচ্ছা, যে লোকটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে এখন কোথায় গেল ?

হেবি।—চলিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম, সরাসর বড়র দ্বার দিকেই গেল।

এগ্রিকোলা।—গেল বটে, কিন্তু শীঘ্র আবার ফিরিয়া আসিবে।

অদ্রিয়াণী। তাহাই সম্ভব। আচ্ছা, কোন ভয় নাই, তুমি এইখানে থাক। কোন চিন্তা নাই। আমি দুঃখিত হইতেছি, আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকিতে পারিব না। আমার জ্যেষ্ঠতাত আমার অপেক্ষা করিতেছেন, একটী গুরুতর কার্য্যের নিমিত্ত শীঘ্রই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত আরও একটী বড় কাজ বাড়িল। তুমি বলিয়াছ, মার্শেল সাইমনের কন্যারা এখানে আসিয়াছেন, এ সংবাদটা তাঁহাকে দিতে হইবে। অবিলম্বেই আমি যাইব। তুমি এইখানে থাক, স্বচ্ছন্দে থাক, যদি বাহির হইয়া যাও, নিশ্চয়ই তাহারা তোমাকে গ্রেপ্তার করিবে।

এগ্রিকোলা।—না, থাকিতে আমার মন চায় না। আপনার দয়া,—আপনার মহিমা অতুলনীয়, তাহা আমি বুঝিয়াছি। পুনর্ব্বার বলিতেছি, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা যদি আমাকে ধরে, তাহা হইলে আপনার অপমান হইবে, আমি সেই অপমানের হেতু হইব, ইহা মনে করিয়া আমার গাত্রকম্প উপস্থিত হইতেছে। থাকিতে পারিব না। আমি বাহির না হইলেই তাহারা এখানে আসিবে। আপনার উপর এতদূর উপদ্রব করা কদাচ আমার পক্ষে উচিত নহে। আর আমার ভাবনা কি ? আপনি আমার সহায়, পরিবারপোষণে আমি নিশ্চিন্ত,তবে আর ভাবনা কি ? দিলই বা হাজতে, দিলই বা কারাগারে, তাহাতেই বা ভয় কি ?

অদ্রিয়াণী।—ভয় নাই ? ভাবনা নাই ? বল কি ? তোমারে হাজতে দিলে মর্ম্মান্তিক কষ্টে তোমার জননী রোদন করিবেন। কতই ভয় পাইবেন. সেটা কি কিছুই নয় ? তোমার পিতা কত উৎকণ্ঠিত হইবেন, সেটাও কি কিছুই নয় ? সেই কুব্জা কন্যাটী,—যে তোমার দুঃখে দুঃখিনী, তোমার মঙ্গলে উল্লাসিনী,যে তোমায় সৎপরামর্শ দিয়া আমার কাছে পাঠাইয়াছে, সেটীও কত ভাবিবে, কত চক্ষের জল ফেলিবে, সেটাও কি কিছুই নয় ? সকলকেই কি তুমি ভুলিয়া যাইবে ? যেয়ো না, পুনঃপুনঃ আমি তোমারে বলিতেছি, এইখানেই তুমি থাক। জামীন দিয়াই পারি, অথবা অন্য কোন উপায়েই পারি, সন্ধ্যার মধ্যে নিশ্চয়ই তোমাকে খালাস করিব।

এগ্রিকোলা।—আচ্ছা মা ! বোধ করুন, আমি যেন আপনার সততার অনুগত হইয়া এই অনুগ্রহ স্বীকার করিলাম, কিন্তু আপনি এখানে উপস্থিত থাকিবেন না, ইতিমধ্যে তাহারা যদি এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, আমাকে যদি এই ঘরে তাহারা দেখিতে পায়, তখন আমি কি করিব ?

অদ্রিয়াণী।—(সহাস্যে) আমি তোমারে রক্ষা করিব। মনে কর, তোমার চরিত্র অথবা তোমার অবস্থা আমার অনুগ্রহলাভের উপযুক্ত নয় ; মনে কর, মার্শেল সাইমনের কন্যাদুটীকে যত্নে পালন করিয়া তোমার পিতা এখানে আনয়ন করিয়াছেন, সে উপকারও যেন কিছুই নয় ; কিন্তু কবিবর ! আমার এই কুক্কুরটী,—এই ফ্রিক্সীটী ইহার কথাও কি তুমি ভুলিয়া যাইতেছ ? এই প্রিয় কুক্কুরশাবকটীকে পথে পাইয়া তুমি আমারে আনিয়া দিয়াছ, সেই মহৎ উপকারও কি আমি ভুলিয়া যাইব ? মনে কর যেন, তোমার কাছে আমি কোন অংশে ঋণী নই, কিন্তু ঐ ঋণ,—ঐ উপকারঋণ,

সে ঋণ কি আমি চিরজীবনে শোধ করিতে পারিব? আমার হাসি পাইতেছে! নিশ্চয়ই আমি মনে জানিতেছি, আমি তোমারে উদ্ধার করিতে পারিব, সেই সঙ্গে আরও আমাদের নূতন নূতন সুখ—নূতন নূতন হর্ষ বৃদ্ধি হইবে। তথাপি তুমি বলিতেছ, এখানে থাকিতে তোমার মন চায় না। বালকের ন্যায় কথা কহিতেছ। স্বচ্ছন্দে এইখানে থাক। আবার আমার হাসি পাইতেছে। আমার যে এই বাড়ীখানি, এখানি বড় পবিত্র বাড়ী নহে, ঘটনা সূত্রে আমি এখন এই অপবিত্রস্থানে বাস করিতেছি। পূর্ব্বে একজন পদস্থ সম্ভ্রান্ত-লোক তাঁহার একটী নবরঙ্গিণী গুহ্যপ্রেম-সঙ্গিনীকে লইয়া এই বাড়ীতে থাকিতেন। এ বাড়ীতে একটী অতিগুহ্য চোরাকামরা আছে, সেইখানে আমি তোমায় লুকাইয়া রাখিব। পৃথিবীর কোন পুলিস তোমাকে সেখান হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। নির্ব্বিঘ্নে, স্বচ্ছন্দে, নির্ভাবনায়, সেই গুপ্তগৃহে তুমি সুখে অবস্থান করিতে পারিবে। আমার একটী অনুরোধ, সেই নিভৃত কক্ষে বসিয়া আমার জন্য তুমি গুটীকতক কবিতা লিখিয়া রাখিও। তোমার বাড়ীর ঠিকানাটী আমাকে লিখিয়া দাও। (জর্জ্জেটীর প্রতি) জর্জ্জেটী! তুমি একটী কর্ম্ম কর। এই কবিবরকে তুমি আমাদের সেই গুপ্তগৃহে লইয়া যাও।

এওরকোলাকে লইয়া চতুরা সহচরী জর্জ্জেটী গুপ্তগৃহে চলিল। কুমারী অদ্রিয়াণী একাকিনী উদ্যান পার হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতপত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুটী চতুরা।

রাজমহিষী দি-ডিয়ারের প্রধানা সহচরী বিবি গ্রীবন্ধিস আপন গৃহে বসিয়া আছে, হঠাৎ গুপ্তভাবে গুপ্তদ্বার দিয়া অদ্রিয়াণীর তৃতীয়া সহচরী ফ্লোরাইন সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। গ্রীবন্ধিস্ জিজ্ঞাসিল, "কি ফ্লোরা! এখনি যে? কি খবর?"

ফ্লোরা।—রিপোর্ট লিখিয়া আনিয়াছি। আজ সকালে আমার প্রধান কার্য্য এই ছিল। ভাগ্যে আমার স্মরণশক্তি প্রখরা, সেইজন্যই এতকথা আমি লিখিতে পারিয়াছি।

গ্রীব।—(রিপোর্ট হস্তে লইয়া) আজ সকালে ৮টার সময় তোমাদের কুমারীটী ঘরে ফিরিয়া আসিলেন?

ফ্লোরা।—কোন কুমারীর কথা?

গ্রীব।—কুমারী অদ্রিয়াণী।

ফ্লোরা।—রাত্রে ত তিনি কোথাও যান নাই। বেলা ৯টার সময় আমরা তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিয়াছি।

গ্রীব।—৯টার সময় স্নান করাও নাই। ৯টার পূর্ব্বে তিনি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সমস্ত রাত্রি বাহিরেই কাটাইয়াছেন। যখন তিনি ঘরে আসিলেন, তখন বেলা ৮টা।

ফ্লোরা।—আমি বুঝিলাম না।

গ্রী।—বুঝিলে না? কুমারী আজ বেলা ৮টার সময়, ঘরে ফিরিয়া আইসেন নাই? রাত্রিকালে তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়া যান নাই?

ফ্লোরা।—রাত্রে আমার অসুখ হইয়াছিল। রাত্রের বিশেষসংবাদ কিছুই আমি রাখি না।

প্রভাতে বেলা ৯টার সময় জর্জ্জেটী হেবি, আর আমি, এই তিনজনে কুমারীকে স্নান করাইয়া কাপড় পরাইয়া দিয়াছি।

গ্রীব।—সে কথা স্বতন্ত্র। সখীরা তোমাকে রাত্রের কথা, বাড়ী ফিরিবার কথা, অবশ্যই শুনাইয়া দিবে। তোমাদের পরস্পর অবিশ্বাস নাই। আচ্ছা, আজ প্রাতঃকালে তোমাদের কুমারী কি কি কাজ করিয়াছেন?

ফ্লোরা।—নওয়াব সাহেবকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি মুখে মুখে বলিয়া গিয়াছেন, সখী জর্জ্জেটী লিখিয়া লইয়াছে। সেই পত্রখানি হেবিকে দিয়া ডাকে পাঠান হইতেছিল, কৌশল করিয়া আমি তাহার হস্ত হইতে সেই পত্র লইয়া এখানে আসিয়াছি। এ বাড়ীতে আমার বিশেষ দরকার আছে, কুমারীকে আমি মিথ্যা করিয়া এই কথা বলিয়াছিলাম। পত্রখানি লইবার আরও একটা কারণ ছিল। লিখিবার সময় যেসব কথা তিনি বলিয়াছিলেন, সমস্তই আমি স্মরণ রাখিয়াছিলাম। স্মরণ অনুসারে লিখিয়া লইয়াছি। আসল পত্রে শীলমোহর ছিল, ঠিক হইয়াছে কি না, মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। না পারি, যাহা আমি লিখিয়াছি, তাহাতে একটীও ভুল নাই। তোমার হস্তেই দিয়াছি, দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

গ্রীব।—হাঁ, নকলটাই দিয়াছ, আসল পত্রখানা কোথায়?

ফ্লোরা।—জেরোমী এইমাত্র বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, ডাকঘরে দিবার জন্য পত্রখানা তাহারি হস্তে দিয়া আসিয়াছি।

গ্রীব।—হ্যাকা! এমন কর্ম্মও করে? আমার কাছে আনিতে পারিলে না?

ফ্লোরা।—সেটা আমি বুঝিতে পারি নাই। কুমারী স্পষ্ট স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছিলেন; স্পষ্ট বলাই তাঁহার অভ্যাস, জর্জ্জেটী লিখিয়া লইয়াছিল। যতগুলি কথা, সমস্তই আমি ঠিক ঠিক শুনিয়াছিলাম, ঠিক ঠিক লিখিয়া লইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, ইহাতেই কাজ হইবে। হইবে না? ইহা কি সত্য নহে?

গ্রীব।—নকল কি কখনও সত্য হয়? আসল পত্রখানাই আমার দরকার ছিল। একটু দেরী করিয়া ডাকঘরে দিলেই ঠিক হইত। রাণীঠাকুরাণী এ কথা শ্রবণ করিয়া বড়ই রাগ করিবেন।

ফ্লোরা।—সেটা আমি ভাবি নাই।

গ্রীব।—তাহাও আমি বুঝিতেছি; ভাবিলে এমন কর্ম্ম তুমি করিতে না। ভাবিয়া কাজ করিলে একটাও তুমি মন্দ কর না, ইহা আমি বেশ জানি। ছয় মাস আছ, এই ছয় মাসের ব্যবহার দেখিয়া তোমার প্রতি আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। কেবল এই বারটাই বোকার মত কাজ করিয়াছ।

ফ্লোরা।—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু দেখ দিদি, যাহা কিছু আমি করি, তাহাতে আমার মনে বড় কষ্ট হয়।

গ্রীব।—(কোপ নয়নে চাহিয়া) কষ্ট হয়? বহুত আচ্ছা! আর তবে অমন কর্ম্ম করিও না। আমাদের উপদেশমত কাজ করিতে তোমার মনে যদি সন্দেহ আইসে, তবে আর কেন? এখন তুমি স্বাধীন, যাও, চলিয়া যাও, আপনার পন্থা দেখ।

ফ্লোরা।—(সাশ্রু নয়নে) স্বাধীন আমি কিরূপে? আমি বেশ জানি, একান্তই অধিনী। রডিন্ আমাকে এখানে রাখিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকারে আমি রডিনের অধীন।

গ্রীব।—তবে?—তবে কেন আক্ষেপ?

ফ্লোরা।—আপনাকে আপনি না বুঝিয়াও মনে মনে দুঃখ আইসে। কুমারী আমারে

বড় ভালবাসেন, বড়ই বিশ্বাস করেন। তাঁহার মুখ দেখিলে অত্যন্ত মায়া হয়।

গ্রীব।—জানি, জানি! কুমারী তোমাদের সর্ব্বগুণে গুণবতী। তাঁহার গুণগান করিবার জন্য তোমাকে এখানে আনা হয় নাই। আজ কি তুমি আমার কাণে তাঁহার প্রশংসা-কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছ? ওসব কথা আমি শুনিতে চাহি না। পত্রখানার বয়ানগুলি তুমি মনে করিয়া রাখিলে, ঠিক্‌ঠিক্ লিখিয়া লইলে, তাহার পর কি হইল?

ফ্লোরা।—সেই যে সেই মিস্ত্রী, কল্য সন্ধ্যাকালে কুকুরছানা আনিয়া দিয়াছিল, কুমারীর স্নানের পর আজ সেই মিস্ত্রী আসিয়া উপস্থিত। কুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কি কি কথা কহিবে, ইহাই আমি শুনিয়া আসিয়াছি।

গ্রীব।—মিস্ত্রীটা এখনও কি সেই বাড়ীতে রহিয়াছে?

ফ্লোরা।—তাহা আমি জানি না। মিস্ত্রীও প্রবেশ করিল, আমিও চলিয়া আসিলাম।

গ্রীব। মিস্ত্রীটা কি করিতে আসিয়াছিল, কি কি কথা বলিয়া গিয়াছে, তাহা জানিয়া লইবার চেষ্টা করিও।

ফ্লোরা।—কথোপকথনের সময় সখীরা কেহ সেখানে ছিল কিনা, তাহা আমি জানিব। ছিল, এমন যদি জানিতে পারি, কথাগুলি নিশ্চয়ই বাহির করিয়া লইব।

গ্রীব।—কুমারী আজ আমাদের রাজ-[illegible] সহিত দেখা করিতে আসিবেন, নিমন্ত্রণ করিয়াছি, ইহা তুমি জান। লক্ষণে কিরূপ [illegible]? মুখচক্ষের ভাব দেখিয়া তোমার কিরূপ অনুমান হইল? তিনি কি কিছু ভয় পাইয়াছেন? তাঁহার কি মুখ শুকাইয়া গিয়াছে? তোমাদের কাছে তিনি কিছুই গোপন করেন না; আজ কি কোনপ্রকার গোপনের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছ?

ফ্লোরা।—কিছুই না! নিত্যও যেমন, আজিও তেমনি। নিত্য যেমন আমোদিনী, আজিও তেমনি। রাজমহিষীর সহিত দেখা করিতে আসিবেন, সেই প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি বরং কত রকম ঠাট্টার কথা বলিলেন।

গ্রীব।—ঠাট্টা? সাক্ষাতের কথায় তিনি ঠাট্টা করিয়াছেন? শুনিবার অগ্রেই ঠাট্টা!! শেষে যাহারা হাস্য করে, তাহাদের হাস্যই যথার্থ হাস্য। আগেভাগে হাস্য করা কেবল ক্রন্দনের পূর্ব্ব লক্ষণ। আজ তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা জানিলে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিত, অহঙ্কার কমিত, একটীও রসিকতার কথা মুখে আসিত না। আচ্ছা, তুমি ফিরিয়া যাও। যাহা করিতে তোমার কষ্ট হয়, সেই কার্য্যই তোমারে করিতে হইবে। কষ্ট ভুলিয়া যাও, সন্দেহকে বিদায় করিয়া যাও, আমি যাহা বলিলাম, তাহা কিন্তু ভুলিও না। যদি ভুলিয়া যাও, নিশ্চয়ই তোমার পক্ষে মন্দ হইবে।

ফ্লোরা।—কেমন করিয়া ভুলিব? আমি জানিতেছি, আমি নিজেই আমি নই। আমি একজনের ক্রীতদাসী, আর একজনের আজ্ঞা-বাহিকা। স্বাধীনতা কোথায়?

গ্রীব।—হাঁ, তাহাই সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। যাও, বিদায় পাও।

ফ্লোরাইণ বিদায় হইল, উদ্যান পার হইয়া নিদাঘনিকেতনে প্রবেশ করিল। আরক্তবদনে দন্তে দন্ত পেষণ করিতে করিতে মদগর্ব্বিতা আগষ্টাইন গ্রীবয়িস আপনার প্রভুপত্নীকে সংবাদ প্রদান করিতে চলিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বউরাণী।

প্রিন্স দিজিয়ানের পত্নীকে এতক্ষণ আমরা রাজরাণী, রাজমহিষী, মহিষী বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিলাম, কিন্তু প্রচলিত ব্যবহারানুসারে তাঁহাকে বউরাণী বলিয়াই আদর করা উচিত। কেননা, প্রিন্স দিজিয়ার তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রিন্সেস দিজিয়ার উপাধি হইয়াছে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার স্বামী একজন রাজা ছিলেন। বিধবা পত্নী এখন রাণীপদবাচ্য। শুধু রাণী না বলিয়া এখন অবধি আমরা তাঁহাকে বউরাণী বলিব। পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, এই বউরাণী আজকাল একটী তপস্বিনী।

যৌবনকালে এই বউরাণীটী নব নব মিশ্র আমোদে, নব নব রঙ্গে, আমোদকৌতুক করিয়াছেন। স্বামী বর্ত্তমানেও নব নব ক্রীড়াকৌতুকে কাল কাটাইয়াছেন। বাড়ীতে নিত্য ভোজ, নিত্য নাচ, নিত্য গীতবাদ্য, নিত্য নিত্য নব নব বিলাসের তুফান উঠিত। বউরাণী তখন বহুরূপীর ন্যায় বহুপ্রকার বেশভূষায় নব নব সজ্জা ধারণ করিতেন। তিনি রূপবতী, সেই প্রকৃতিসিদ্ধ রূপের উপর নব নব রূপবর্দ্ধন কৃত্রিম উপকরণে অঙ্গশোভা সাধন করিতে তিনি বিরত ছিলেন না। স্বতন্ত্রের স্বার্থপর লম্পট পুরুষেরা আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার উপাসনা করিত। নিত্য রাত্রে সুসজ্জিত বিলাসগৃহে তাঁহার ভৈরবীচক্র বসিত। যাহাতে অপর লোকের সর্ব্বনাশ হয়, যাহাতে রাজার রাজ্য যায়, যাহাতে ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইচক্রের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া এই গৌরবিণী বউরাণী সেই প্রকারের কুচক্র সৃজন করিতেন। প্রেমিকার হৃদয় শূন্য করিয়া অকপট অনুরাগী প্রেমিকরত্নকে কৌশলে হরণ করিয়া পতিব্রতা প্রেমিকাকে কাঁদাইতেন, অপহৃত প্রেমিক পুরুষের মনস্তাপ বাড়াইতেন, সন্ধিবিরোধের কুচক্র পত্তন করিয়া অনুরাগিণী বউরাণী আনন্দসাগরে ভাসিতেন। দুষ্টরিপুর বশবর্ত্তিনী হইয়া সংসারচক্রে শত শত সহস্র সহস্র রিপুদলের পুষ্টিসাধন করিতেন। ইন্দ্রিয় ভোগবিলাসে বউরাণীর একদিনও তৃপ্তিসাধন হইত না; দিন দিন বরং মহাপ্লাবনের ন্যায় রিপুপ্লাবন উপস্থিত হইত। রাজ্যে বিদ্রোহানল জ্বলিত, বউরাণী গোপনে গোপনে সেইদিকেই যোগ দিতেন। কে তাঁহার মিত্র, কে তাঁহার শত্রু, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। অমুক অমুক শত্রু হইতেছে, অমুক অমুক তাঁহার হিংসা করিতেছে, স্পষ্ট ইহা জানিতে পারিলেও গ্রাহ্য করিতেন না। যৌবনে এইরূপ প্রকৃতি ছিল, এই তপস্বিনী বউরাণীর।

পূর্ব্বে একটু পরিচয় আছে, রুসিয়ার এক জন কর্ণেল ফরাসী সেনাদলে নিযুক্ত হইয়া পারিস নগরে অবস্থান করেন। দিজিয়ার-প্রাসাদেই তিনি প্রায় দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেন। বউ রাণীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। সেই বন্ধুত্বের সহিত রসভাব মিশ্রিত হইয়া উপ আলাপে পরিণত হইয়াছিল। কেবল আলাপমাত্র নহে, বউরাণীর যেরূপ প্রকৃতি, তদনুসারে উভয়ে গুপ্তপ্রেমে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। মিলনটী হইয়াছিল ভাল। কর্ণেল যেমন রসিক, বউরাণীও সেইরূপ রসিকা; কর্ণেল যেরূপ লম্পট, বউরাণী সেইরূপ বহুনায়ক

অভিলাষিণী; কর্ণেল যেরূপ ছলনানিপুণ স্বার্থপর, বউরাণী সেইরূপ চাতুরীপ্রিয়া স্বার্থপরায়ণা; কুমন্ত্রণায়, কুচক্রে, ষড়যন্ত্রে, কূট কৌশলে উভয়েই সমান। কাজেই প্রেম জন্মিয়াছিল। মার্শেল মাইগনের সহিত এই কর্ণেলসাহেবের দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর অবধি সেই প্রণয় মন্দীভূত হইয়া পড়ে। কর্ণেল তদবধি সামরিক ক্রীড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। কর্ণেলের নাম মার্ক্‌ইস আবিগ্‌রিনী। আজকাল তিনি একজন উচ্চদরের ধর্ম্মপ্রচারক। বউরাণীকে তিনি একরকম ধর্ম্মব্রতে ব্রতী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অকৃতকার্য্য হন নাই। যেশুভসম্প্রদায়ের মহাচক্রে মার্ক্‌ইস এখন দীক্ষিত, বউরাণীও দীক্ষিতা। যে বউরাণী সংসারের সর্ব্বপ্রকার আমোদবিলাসে দিনযাপন করিয়াছেন, সেই বউরাণী এখন তপস্বিনী!

ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইলেন, এই সমাচারটী প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইবার অগ্রে বউরাণী হঠাৎ পারিস নগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার এক দূরবর্ত্তী জমিদারীতে প্রস্থান করেন। সেখানে তাঁহার ধর্ম্মভাব কিরূপে জ্ঞাপিত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ নাই, কিন্তু আকর্ণনে প্রকাশ, জনরবে প্রকাশ, সেখানেও তিনি নায়কসঙ্গ ছাড়া ছিলেন না। কুমন্ত্রণাকৌশলেরও বিরাম ছিল না। দুই বৎসর সেখানে থাকেন, দুই বৎসরের পর পারিসে প্রত্যাগত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিয়াছেন। সেই মার্ক্‌ইস আবি এখন তাঁহার গুরু। পূর্ব্বের সেই প্রীতি অনুরাগ, সেই যুগল মিলন, এখন আর সেপ্রকার দোষে দূষিত নাই. কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় কুচক্রমন্ত্রণা সমভাবেই চলিতেছে।

বউরাণীর স্বামী প্রিন্স দিজিয়ার যখন প্রাণত্যাগ করেন, তৎকালে তাঁহার সমস্ত বিষয়বিভব তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেণিপণ্ট কার্ডেন্ট কার্দ্দোবিলীয় ডিউক বাহাদুরের নামে লিখিয়া দিয়া যান। স্ত্রীর চরিত্রে তাঁহার ঘৃণা জন্মিয়াছিল। সাক্ষাতে স্পষ্ট কিছু বলিতে পারিতেন না, তাহাতেই আরও অধিক প্রশ্রয় পাইয়া সেই গৃহসর্পিণী ক্রমশঃ কালসর্পিণী হইয়া উঠিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার অর্পিত সম্পত্তি অবিবাদে ভোগ দখল করিয়া ডিউক কার্দ্দোবিলী পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি এখন তাঁহার কন্যাতে বর্ত্তিয়াছে। সেই কন্যা শ্রীমতী কুমারী অদ্রিয়াণী।

স্বামী মৃত্যুর পর ঐ মার্ক্‌ইসের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বউরাণী সম্রাট নেপোলিয়নের বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, অনেক দুষ্ট লোক তাঁহার দলে ছিল। কুচক্র যখন ভঙ্গ করা হয়, অপরাপর বিদ্রোহিরা তখন অপরাধানুসারে গুরুদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। বউরাণীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সম্রাট কেবল তাঁহাকে ডনকার্ক প্রদেশের নিকটবর্ত্তী একটী সামান্য স্থানে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক বলিয়া দয়া করিয়া অন্য দণ্ড বিধান করিতে পারেন নাই।

ফ্রান্সে যখন সাধারণতন্ত্র হয়, বউরাণী সেই সময় পুনরায় পারিসে আসিয়া অনেকের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করেন। যাঁহারা চিরদিন তাঁহার দুঃস্বভাব জানিতেন, তাঁহারাও তাঁহাকে মর্য্যাদাশালিনী বলিয়া পূজা করিতে থাকেন! সেই সময়েই ঐ আবি মার্ক্‌ইসের সহিত তাঁহার গুপ্ত প্রণয় সংঘটিত হয়।

সেই বউরাণী এখন তপস্বিনী। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি যখন ধর্ম্মচারিণী হইলেন, রূপান্তর দর্শন করিয়া লোকে তখন বিস্ময়াপন্ন হইল। কতকগুলি লোক কেবল মুখ বাঁকাইয়া হাস্য করিল। ব্যভিচারে আর মন যায় না, ধর্ম্মকথার আলাপনেই ভক্তি প্রকাশ পায়, কিন্তু লোভ তাঁহাকে পরিত্যাগ

করিয়া যায় নাই। ধনলোভে তিনি যথেচ্ছাচার করিতে কুণ্ঠিত হন না। স্বমতবিরোধী লোকদিগকে বিপদে ফেলিতেও বিরত হন না। সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনা এখনও তাঁহার হৃদয়ে অতিশয় বলবতী রহিয়াছে। সেই মার্ক্‌ইস্, যাঁহার স্কন্ধে, যাঁহার মন্ত্রণায় তিনি কাজ করেন, যাঁহার পঠিত মন্ত্র তিনি উচ্চারণ করেন, সময়ে সময়ে তাহাকে তিনিও মন্ত্রণা দেন, ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার অসাধ্য কার্য্য কি থাকিতে পারে, পাঠকমহাশয় তাহা আপন মনে বিবেচনা করিবেন। যেগুপ্তসম্প্রদায়ে তাঁহার প্রতিপত্তি অধিক। ধর্ম্মশীলা ধনবতী মহিলা, তাঁহার নিকট অর্থসাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, দলের লোকেরা মনে মনে এরূপ আশা রাখেন। দলভুক্ত কতকগুলি রমণী স্বতন্ত্র একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন বউরাণী সেই সভার অধিষ্ঠাত্রী অভিভাবিকা।

কুমারী অদ্রিয়াণীর নিদাঘনিকেতন যেমন সুসজ্জিত, যেমন সুপরিষ্কৃত, যেমন সমৃদ্ধিসম্পন্ন, বউরাণীর প্রাচীন প্রাসাদটী সেইরূপ ম্রিয়মাণ, অপরিচ্ছন্ন, অশোভনীয়। তত যত্নরক্ষিত রাজপ্রাসাদ এখন যেন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। যে প্রাসাদে সর্ব্বপ্রকার বিলাসলালসা চরিতার্থ হইয়াছে, যে প্রাসাদে নিত্য নিত্য নব নব উৎসবের তূরী ভেরী ধ্বনিত হইয়াছে, যে প্রাসাদে বড় বড় লোকের নিত্য সমাগম ছিল, বড় বড় বিলাসিনীরা যে প্রাসাদে মহা ভোজোৎসবে নৃত্য করিতে আসিতেন, সেই প্রাসাদ এখন অন্ধকার! সে প্রাসাদে এখন কেবল সাধুসন্ন্যাসীরা দর্শন দেন, তপস্বিনী তপস্যা অভ্যাস করেন, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বড় বড় পদোপন্ন বিশপ পাদরীরা আতিথ্য গ্রহণ করেন। তপস্বিনী বউরাণী এখন কেবল তাঁহাদেরই মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। বিষয়ী লোকেরা কেহ আর সেখানে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন না। সাধুসন্ন্যাসীর সহিত কথোপকথন; কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদেরই চিত্তরঞ্জন, অবলাকুলের সংশয়ভঞ্জন, ইহাই এখন এই তপস্বিনীর কার্য্য হইয়াছে। পরিবারস্থ লোকেরা এখন আর উচ্চস্বরে কথা কহিতে পারে না! হাস্যের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তপ্রমোদে হাস্য করিতে পারে না। সকলেই পরস্পর চুপি চুপি কথা কয়। সকলেই সর্ব্বক্ষণ বিমর্ষবদনে থাকে। প্রাসাদে লোকজন বাস করে, হঠাৎ কেহ তথায় প্রবেশ করিলে তেমন লক্ষণ অনুভব করিতে পারে না। লোকের অস্তিত্ব নির্ণয়ে একান্তই অক্ষম হয়!

তপস্বিনীর বয়ঃক্রম এখন প্রায় পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর। যৌবনে তিনি পরমসুন্দরী ছিলেন, এখনও সে শরীরে পূর্ণ রূপলাবণ্যের ছায়া আছে। পূর্ব্বে তিনি অবিচ্ছেদে অসৎ পথে বিচরণ করিয়াছেন, এ অবস্থায় মনে কিছু অনুতাপ আসিয়াছে, মুখ দেখিয়া নূতন লোকে সেরূপ অনুভব করিতে পারে না। সর্ব্বদাই বদন গম্ভীর, সর্ব্বদাই শান্তভাব, সর্ব্বদাই কোমল বাক্য। হাস্যের কারণ উপস্থিত হইলে মৃদু মধুর হাস্য করেন, সে হাস্যের সঙ্গে বাচালতার কোন চিহ্ন থাকে না। যৌবনের চাপল্য তাঁহাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, মুখের ভাব দেখিয়া ইহাই সহসা বোধ হয়। দীর্ঘ দীর্ঘ সমুজ্জ্বল নয়ন দুটী সর্ব্বক্ষণ অচঞ্চল, এক এক সময় অল্প অল্প অশ্রুসিক্ত বোধ হইয়া থাকে। তপস্বিনী এখন কৃষ্ণবসন পরিধান করেন। পরিচারিকারাও সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণবসনা।

যেদিন প্রাতঃকালে কুমারী অদ্রিয়াণীর গৃহে কবি কারিকর এগ্রিকোলা উপস্থিত হন, সেইদিন বেলা দশটার পর তপস্বিনী একটী সুপ্রশস্ত গৃহে উপবেশন করিয়া আছেন, নিকটে কেহই নাই,

আকণ্ঠ কৃষ্ণবসন পরিধান, গৃহ ভিত্তিতে গাঢ় হরিৎবর্ণ বনাত ঢাকা, সিংহাসন সেই বর্ণের গালিচায় আবৃত, আসনগুলি কৃষ্ণবসনে আচ্ছাদিত। গৃহাদির সমস্ত পদার্থ সেই কৃষ্ণ আভায় যেন ঘনাচ্ছন্ন। কোন্ বস্তু কোথায় আছে, উত্তমরূপে নেত্র নির্ম্মল না করিলে, উত্তমরূপে দর্শন করা যায় না। কৃষ্ণবসনা ম্লানবদনা তপস্বিনী বসিয়া আছেন। কৃষ্ণবসনা সহচরী গ্রীবয়িস্ প্রবেশ করিল।

বিবি গ্রীবয়িস্ বিংশতি বৎসর এই সংসারে কর্ম্ম করিতেছে। বউরাণীর যৌবনের লীলাখেলা সমস্তই সে চক্ষে দেখিয়াছে। সমস্তই সে অবগত আছে। বউরাণীর এখন রূপান্তর, ভাবান্তর; এখনও সেই পরিচারিকাকে কি ভাবিয়া বাহাল রাখিয়াছেন, লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। বস্তুতঃ বউরাণীর উপর গ্রীবয়িসের বিলক্ষণ প্রভুত্ব। কেন না, তিনি তাঁহার বশে আছেন। গ্রীবয়িস্ যখন যাহা বলে, মনের মত না হইলেও তাহা তাঁহাকে শুনিতে হয়। গ্রীবয়িস্‌কে তিনি কিঙ্করীর ভাবে ভাবিতে পারেন না। বিশ্বাসিনী এখন তাঁহার সম্মুখে। কুমারী অদ্রিয়াণী প্রাতঃকালে কি কি কার্য্য করিয়াছেন, গুপ্তদূতী ফ্লোরাইণ তাহা একে একে লিখিয়া লইয়া একটু পূর্ব্বে গ্রীবয়িসের হস্তে দিয়া গিয়াছে।

গ্রীবয়িস্ সেই রিপোর্টখানি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তপস্বিনীর হস্তে সমর্পণ করিল।

একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া তপস্বিনী কহিলেন, "আচ্ছা থাকুক, পরে দেখিব। অদ্রিয়াণী আসিতেছে। আমি যখন তাহার সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত থাকিব, সেই সময় তোমার কাছে একটী লোক আসিবেন, আমার অনুরোধে আসিবেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তুমি গ্রীমনিকেতনে যাইও।"

প্রথমে কিছু না বলিয়া সতৃষ্ণ নয়নে মুখপানে চাহিয়া শেষে ব্যগ্রস্বরে গ্রীবয়িস্ জিজ্ঞাসা করিল, "লইয়া গিয়া কি করিব?"

তপস্বিনী।—অদ্রিয়াণীর গৃহে যে সকল জিনিষপত্র আছে, তিনি তাহার তালিকা লিখিয়া লইবেন। দেখিও, সাবধান, যেন কিছু ছুট্ না যায়। বিশেষ দরকারী কাজ।

গ্রীব।—জর্জ্জেটী তাহা দেখিয়া যদি বারণ করে? তাহারা যদি বাধা দেয়?

তপস্বিনী।—সে ভয় নাই। যিনি যাইবেন, সখীরা যখন তাঁহাকে চিনিবে, তখন আর একটী কথাও কহিতে পারিবে না। বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সম্মুখে একটী কথাও কহিতে তাহাদের সাহস হইবে না। তুমি তবুও সাবধানে থাকিও। ইতিপূর্ব্বে তুমি যে একখানি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছিলে, সেই রিপোর্টের সঙ্গে যেন এই নূতন তালিকার মিল থাকে।

গ্রীব।—সে বিষয়ে কিছুই সন্দেহ রাখিবেন না। আমি যাহা যাহা লিখিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা একবারেই নির্ভুল। নূতন তালিকার সঙ্গে তাহার সমস্ত বর্ণনার নিখুঁত মিলন থাকিবে।

তপস্বিনী। তবে আর কি! তবে আমি তাহার দফা সারিয়া দিব! অদ্রিয়াণীর তত অহঙ্কার, তত গর্ব্ব, এক মুহূর্ত্তেই চূর্ণ করিব! সেই গর্ব্বিতা স্বেচ্ছাচারিণী শেষকালে আমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে। তুমি দেখিও, দেখিও, দেখিও! অতি শীঘ্র আমি তাহার সকল দর্প চূর্ণ করিব!

তপস্বিনী যে আসনে বসিয়া ছিলেন, সেই আসনের সম্মুখে বৃহৎ একটা টেবিল, সেই টেবিলটাও কৃষ্ণবসনে আচ্ছাদিত। তাহার উপর রাশীকৃত চিঠি। কতকগুলি শীলকরা,

কতকগুলি খামকরা, কতকগুলি খোলা। তপস্বিনীর নামে নিত্য নিত্য অনেক স্থান হইতে অনেক প্রকার পত্র আইসে। স্বহস্তে তিনি সমস্ত চিঠির জবাব লেখেন। গ্রীবয়িসের আনীত রিপোর্টখানি সেই পত্রস্তূপের এক পার্শ্বে রাখিয়া গ্রীবয়িস্‌কে তিনি কহিলেন, "কত বিলম্ব? আর কতক্ষণ? কতক্ষণ পরে অদ্রিয়াণী আসিবে?"

সবেমাত্র তিনি এই প্রশ্ন উচ্চারণ করিয়াছেন, এমন সময় এক দৌবারিক হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। শশব্যস্তে সংবাদ দিল, মার্কুইস আসিয়াছেন।

আসন হইতে উত্থিত হইয়া চঞ্চলস্বরে তপস্বিনী কহিলেন, "দেখ গ্রীবয়িস্‌! তুমি বাহিরে যাও, ইতিমধ্যে অদ্রিয়াণী যদি আইসে, কিয়ৎক্ষণ তাহাকে অন্যঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে বলিও।"

দ্বারবানের সহিত গ্রীবয়িস্‌ চলিয়া গেল। মন্থরগমনে হেলিতে দুলিতে মার্কুইস্‌ আবিগ্‌রিণী প্রবেশ করিলেন।

ইতি প্রথম খণ্ড।

অনুবাদক

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা

২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৭।

[illegible] [illegible] ... ... [illegible]
২। অদ্রিকারীর অরিন্দম ২৪৩
৩। বাগ্‌যুদ্ধ ২৪৯
৪। বিদ্রোহ ২৫৪
৫। বিশ্বাসঘাতকতা ২৬৬
৬। ফাঁদ ২৬৯
৭। কপট বন্ধু ২৭৭
৮। হাকিমের ঘ[illegible] ২৮৪
৯। বাতুলালয় ২৯০
১০। পূর্ব্বচিন্তা ৩০২
১১। বিবাদ ৩০৬
১২। সেণ্টমেরি ম[illegible] ৩১১
১৩। দুটী কুকুর ৩১২
১৪। সন্ন্যাসীর [illegible] ৩২৫
১৫। কাহার মান [illegible]ড় ? ৩৩৬
১৬। উদ্ধারক—এ[illegible]হার ৩৪১
১৭। সং-যাত্রা ৩৪৭
১৮। দুটী—ভগিনী ৩৫৫
১৯। ভৈরবীচক্র ৩৬১
২০। বিচ্ছেদ বিদা[illegible] ৩৬৯
২১। সখীর সারল্য ৩৭৩
২২। মঠের মা ৩৭৬
২৩। কুঞ্জার চাকরী ৩৮১
২৪। অদ্রিয়াণী এবং [illegible] ৩৮৫
২৫। অকস্মাৎ সাক্ষা[illegible] ৩৯১
২৬। স্বগৃহে সম্মিলন ৩৯৯
২৭। রহস্য প্রকাশ ৪০৮
২৮। প্রবোধ-সঙ্কল্প ৪১০
২৯। প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ৪১৬
৩০। নিশাকালে গুপ্ত[illegible] ৪২৩
৩১। ফাঁসুড়ে ৪২৬
৩২। গুপ্তগৃহ ৪৩৮
৩৩। জমাখরচ ৪৪২
৩৪। আবি গেব্রিল ৪৪৯
৩৫। বিচ্ছেদ আশঙ্কা ৪৫৮
৩৬। নূতন আশা ৪৬৫
৩৭। লোহিত কক্ষ ৪৭১
৩৮। উইল ৪৭৫
৩৯। বেলা বিপ্রহর ৪৮১

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী সমাপ্ত।

ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর।

অভিশপ্ত য়িহুদী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গুরুশিষ্য—চক্রপত্তন।

কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠকমহাশয় মিলু অর্সিনবর্ম্মে সেক্রেটারী রডিনের আফিসগৃহে এই মার্কুইস মহাশয়কে দর্শন করিয়াছেন, তথা হইতে তিনি রোমনগরে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনমাস সেখানে অবস্থান করিয়া অদ্য প্রাতঃকালে প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শোকবস্ত্র পরিধান। দেশে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। মার্কুইস কখনো পাদরীদের মত পোষাক পরিধান করিতেন না, আজিও সেরূপ পোষাক নাই। কৃষ্ণবর্ণ পায়জামা, কৃষ্ণবর্ণ কোর্ত্তা, কৃষ্ণবর্ণ গলাবন্ধ, কৃষ্ণবর্ণ টুপী, দেখিতে অতি সুন্দর। তিনি একজন পরম রূপবান্ পুরুষ; শোকসূচক কৃষ্ণবসনে তাঁহার রূপের আরও শোভা বাড়িয়াছে। ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিবার এমন চিহ্ন তাঁহার অঙ্গে আর কিছুই ছিল না; চিহ্নের মধ্যে কেবল গোঁফ দাড়ি কামানো, সমুচ্চ বৃহৎ গলাবন্ধের উপর নির্লোম চিবুকটী সংরক্ষিত। গলাবন্ধটী মিলিটারী ধরণের। মাথার উপর দিয়া চিবুকের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত একটী কৃষ্ণবর্ণ ফিতা নিবদ্ধ। এই মার্কুইস পূর্ব্বে রুসীয় অশ্বারোহী সেনাদলের সেনাপতি হইয়া জন্মভূমি ফ্রান্সের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; এখন তিনি ফ্রান্সের এক অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিপোষক আচার্য্য।

ইহাঁর জননী সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় মুমূর্ষু হইয়া বউরাণীর অধিকৃত ডনকর্ক থোসে ইচ্ছার জমিদারী-মধ্যে বউংতেছে। বহুলোক একত্র অবস্থান করিতেছি মারই ইচ্ছার পুষ্টিবর্দ্ধন পুত্র পুত্র বলিয়ার শক্তি, সকলের পরাক্রম, পুনঃপুনঃ ডাকিয়াসকলের উৎসাহ, কেবল যাইয়া মরণকালে যাতেই উদ্ভব, আমাতেই চক্ষে দেখিবার নিতান্ত সতেজ থাকিলে সে সংবাদ পারিসে শাখা, পল্লব, পুষ্প বৎসল মার্কুইস্ সেই ধর্ম্মালাইরূপ তরুস্কন্ধ প্রথমতঃ ঔদাস্য করেন নাই; ই তেজীয়ান্, রডিনের সাক্ষাতে এইরূপ পান, আমার করিয়াছিলেন, আগ্রহমাত্রই স. আমাদের পারেন নাই। ঠিক সেই দিন সেইনবল, রোমনগর হইতে তাঁহার নামে এক আমন্ত্রণ-পত্র আইসে। জননীর মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি রোমনগরে চলিয়া যান। পুত্র পুত্র

করিয়া জননী সেই বিদেশে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে পুত্রমুখ দেখিতে পান নাই, সেই পুত্র এখন রোম হইতে পা[illegible] ফিরিয়া আসিয়াছে। অনেকদিন বউরাণীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, অগ্রেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসুন।

দ্বারবানের সহিত শ্রীবিস্‌ বাহির হইয়া যাইবামাত্র মার্কুইস্‌ ক্ষিপ্রপদে তপস্বিনীর সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া প্রাণিমর্দ্দনের নিমিত্ত হস্ত বিস্তার করিলেন; সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইয়া কম্পিতস্বরে কহিলেন, "হারমিনা! পত্রে কি তুমি একটা কথা গোপন করিয়াছিলে? মা আমার কি মৃত্যুকালে শোকদুঃখে অধীরা হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করিয়া গিয়াছেন?"

তপস্বিনী।—না ফ্রেডারিক! তুমি স্থির হও; অভিশাপ তিনি দেন নাই। মরণকালে তুমি একবার দেখা দাও, ইহাই কেবল তাঁহার ইচ্ছা ছিল। অধীরা হইয়া বারম্বার তোমাকেই ডাকিয়াছিলেন। [illegible]খন তিনি প্রলাপ [illegible]ও সেই প্রলাপের [illegible]র নাম! [illegible]ত হইতেই পারে। [illegible]রবশে তিনি ভাবিয়া- [illegible]তোমাকে দেখিতে পাইলেই [illegible]ন।

[illegible]—আহা! কেন আর সে সব কথা [illegible]র? ও সকল গত চিন্তা দূর [illegible] যাহার আর প্রতিবিধান নাই, [illegible]পরিতাপ বৃথা।

[illegible]ইস্‌।—বল হারমিনা! সত্য বল; আমি [illegible]িতে পারি নাই বলিয়া আসন্নকালে মা কি আমার বড়ই কাতরা হইয়াছিলেন? সংসারের কোন একটা বিশেষ গুরুতর কার্য্যের জন্য আমি বিদেশে গিয়াছি, ইহাই কি তিনি ভাবিয়াছিলেন?

তপস্বিনী।—না, না, তাহা তিনি ভাবেন নাই। অজ্ঞান অবস্থাতেও তিনি মনে করিয়াছিলেন, কাজের ঝঞ্ঝাটে যাইবার তুমি সময় পাও না। পত্রে আমি যে যে কথা তোমাকে লিখিয়াছিলাম, সমস্তই সত্য। তুমি অত কাতর হইও না; মিনতি করি, শান্ত হও।

মার্কুইস্‌।—হাঁ, হাঁ, জ্ঞান আমাকে দংশন করিয়া বলিতেছে, শান্ত হওয়াই ভাল। জননীর মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়াও আমি অভীষ্টকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, ইহা সত্য, কিন্তু সংসারের মায়ার কেমন একটা বন্ধন, সহসাই যেন সেই সকল কথা মনে পড়ে। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে একটা দৃঢ় আদেশ আছে, তাহা স্মরণ হইলেও মায়া ছাড়িয়া যায় না। আমি ধর্ম্মের আজ্ঞা পালন করিয়াছি। আজ্ঞা এই যে,—"যে ব্যক্তি মাতা-পিতাকে অবজ্ঞা করিতে পারে না, সে আমার শিষ্য হইবার অযোগ্য।"*

তপস্বিনী।—নিঃসন্দেহ তাহাই! শুনিতে কষ্টকর বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কি অসীম ক্ষমতা, কি অতুল প্রতিপত্তি!

মার্কুইস্‌।—পূর্ণ দিবা দ্বিপ্রহরে যে অত্যুচ্চ ক্ষমতার উজ্জ্বল প্রভা প্রকাশ পায়, পৃথিবীর সর্ব্বশক্তির উপরে যে মহোচ্চ ক্ষমতা বিরাজ করে, সেই ক্ষমতা লাভ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীর কোন্‌ মায়ায় বিসর্জ্জন দিতে না হয়? ক্ষমতার নিমিত্ত সমস্ত মায়াবন্ধন বিচ্ছিন্ন করাই উচিত। যে অসীম ক্ষমতা

* যেসুৎ-সম্প্রদায়ের কোন কোন পণ্ডিত এই উপদেশের উপর টীকা করিয়াছেন, আমার মাতা আছেন, পিতা আছেন, ভ্রাতা আছেন, এ কথা বলিতে নাই; বলিতে হয়, মাতা ছিলেন, পিতা ছিলেন, ভ্রাতা ছিলেন।

আমরা ধারণ করি, রোমনগর হইতে তদপেক্ষা আমি বহুগুণ উচ্চ ক্ষমতা লাভ করিয়া আসিয়াছি। দেখ, হারমিনা! রোম আমাদের সর্ব্বোচ্চ কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রের উপর হইতে ভূমণ্ডলের সমস্ত প্রশস্ত ক্ষেত্র, সমস্ত সুশোভিত ক্ষেত্র অবলোকন করা যায়। ব্যবহারে, প্রবাদে, ভাক্তুতে আমরা [illegible] জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছি। সেই স্থা[illegible] আমাদের সমস্ত কার্য্যের সুসিদ্ধি আমরা অনায়াসে আলিঙ্গন করিতে পারি। আমাদের যে ধর্ম্মভাব, তাহা যে কতদূর পবিত্র, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া যেন স্বচ্ছ দর্পণে দেখিতে পাই। ওঃ! আমরা কি সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী! কি মহীয়সী-শক্তি আমাদের আয়ত্ত!! ঠিক কথা, মনুষ্য কি, মনুষ্য-হৃদয়ের সার পদার্থ কি, ইহা যখন আমি চিন্তা করি, তখন আমাদের সম্প্রদায় ভিন্ন পৃথিবীর সকল মনুষ্যকেই আমি যেন মনুষ্যের খোসা বলিয়া বিবেচনা করি। জ্ঞান নাই, ধর্ম্ম নাই, বুদ্ধি নাই, শক্তি নাই, প্রভুত্ব নাই; জীবিত মনুষ্য যেন শুদ্ধ এক একটা নরকঙ্কাল। দাঁড়াইয়া থাকে, বসিয়া থাকে, শুইয়া থাকে, চক্ষে দেখা যায়; কিন্তু কি?—অভেদ্য শবদেহ। আমরা যখন ধর্ম্মোপদেশে সেই সকল নর-কঙ্কালে জীবন-সঞ্চার করি, অঙ্গ তখন স্ফুর্ত্ত হইয়া উঠে, শূন্যদেহ তখন যেন দৈববলে বলীয়ান্ হয়; প্রভুর নামে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া নৃত্য করে, কার্য্য করে, কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্ব-লোকের জীবনদাতা হইয়া উঠে। ভাস্করেরা পাথর কাটে, কোথায় ব্যবহৃত হইবে, কোন্ কাজে লাগিবে, তাহা তাহারা ভাবে না; ধর্ম্মমন্দিরে সংলগ্ন হইবে, কিম্বা পয়োনালায় গাঁথা যাইবে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। আমরা বেশ পারি।

তপস্বিনী।—অবশ্য, অবশ্য। পৃথিবীতে প্রভুত্বই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। মনের উপর, জ্ঞানের উপর প্রভুত্বের অধিকার।

মার্কুইস্।—দেখ হারমিনা! পূর্ব্বে আমি এক মহাপরাক্রান্ত সেনাদলের সেনাপতি ছিলাম। অহো! প্রভুত্ব করায় যে কি আমোদ, হুকুম করায় যে কি আনন্দ, সর্ব্বক্ষণ আমি তাহা উপভোগ করিতাম। আমার বদন হইতে একটী বাক্য নির্গত হইবামাত্র আমার সৈন্যগণ মহাতেজস্বী হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত। আমার ইঙ্গিতে ভোঁ ভোঁ শব্দে রণ-শিঙ্গা বাজিয়া উঠিত। আমার অধীনস্থ আফিসরেরা স্বর্ণমণ্ডিত পোষাক পরিয়া, বেগগামী অশ্ব ছুটাইয়া চতুর্দ্দিকে আমার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিত। আমার অধীনস্থ সেনাগণ আমার ইঙ্গিতে পূর্ণ সাহস প্রাপ্ত হইয়া মহাতেজে ইতস্ততঃ ধাবিত হইত। আমি তখন মহা গৌরবে পরিস্ফীত হইতাম। মনে ভাবিতাম, আমি একা, আমার ইচ্ছায় সমস্তই সম্পাদিত হইতেছে। বহুলোক একত্র হইয়া কেবল আমারই ইচ্ছার পুষ্টিবর্দ্ধন করিতেছে। সকলের শক্তি, সকলের পরাক্রম, সকলের সাহস, সকলের উৎসাহ, কেবল একাই আমি। আমাতেই উদ্ভব, আমাতেই মিলিত। তরুস্কন্ধ যেমন সতেজ থাকিলে প্রকাণ্ড কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পল্লব, পুষ্প সমস্তই সতেজ হইয়া উঠে, সেইরূপ তরুস্কন্ধ আমি! আমার তেজে সকলেই তেজীয়ান্, আমার বলে সকলেই বলীয়ান্, আমার উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত। আমাদের এই ধর্ম্মসভা যদিও এখন কিছু হীনবল, তথাপি আমি বুঝিতেছি, এখন আমি সহস্র-গুণে তেজস্বী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিব। যতদূর ক্ষমতা, যতদূর শক্তি, যতদূর সাহস

এ কার্য্যে আবশ্যক, তাহা আমি পরিচালন করিব। কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ-ভূষিত আমাদের পুরোহিতগুলি এক প্রকার বোবা। আমি তাহাদের মস্তক। তাহারা আমার অধীনস্থ জাতীয় সেনাদল। তাহারা কেবল চিন্তা করে, ইচ্ছা করে, অঙ্গ সঞ্চালন করে এবং কলের পুত্তলিকার ন্যায় আমার আজ্ঞা অনুসারে গতিশীল হইয়া কার্য্য করে। তাহারা আজ্ঞা-বহ, আমি আজ্ঞাদাতা। আমি একবার-মাত্র ইঙ্গিত করিলে তাহারা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে;—গোপনে ছদ্মবেশে গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, গৃহিণীগণকে ধর্ম্মোপদেশ দেয়, বালিকাগণকে বিদ্যাশিক্ষা দেয়, পরিবারস্থ লোককে গৃহস্থালী শিখায়। রাজসিংহাসন হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত, জ্ঞানবান্ হইতে অজ্ঞান পর্য্যন্ত, মহাবীর হইতে কাপুরুষ পর্য্যন্ত, পণ্ডিত হইতে মূর্খ পর্য্যন্ত সকলেই তাহাদের আয়ত্ত হইয়া পড়ে। আশুপ্রত্যয়ী লোকেরাও ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়। বেশী কথা কি, ঈশ্বর-তুল্য পোপের সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। এ সকল আমার ক্ষমতা। শিশুর হিন্দোল হইতে শ্মশানে, দরিদ্রের কুটীর হইতে রাজপ্রাসাদে, রাজপ্রাসাদ হইতে ধর্ম্মরাজ পোপের সিংহাসনে আমার অনন্তশক্তি প্রকাশ পায়। সংসারে ইহার তুল্য অতুল ক্ষমতা আর কাহার আছে? ইহা অপেক্ষা মহাপ্রধান কার্য্যই বা কি আছে? যৌবনকালে তোমাতে আমাতে যেরূপ প্রজাপতি-ক্রীড়ার আমোদ উপভোগ করিয়াছি, সত্য বলিতেছি হারামিনা! তাহা মনে হইলে এখন আমার ঘৃণা আইসে।

রূপস্বিনী।—যথার্থই বলিয়াছ। যৌবনে তোমাতে আমাতে যাহা কিছু করিয়াছি, যাহাকে আমরা তখন সুখ-সম্ভোগ ভাবিতাম, যথার্থই তাহা মনে হইলে এখন ঘৃণা আইসে। তোমায় আমি ভালবাসিতাম, এখনও ভালবাসিতেছি, পূর্ব্বের অবস্থার সহিত এখনকার সুখের অবস্থা সর্ব্বক্ষণ আমি তুলনা করি। মনে হয়, তোমার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিয়া কি সুখেই আমি রহিয়াছি। রমণীরা যৌবন-[illegible] বহু চাটুকারের তোষামোদ-বাক্যে [illegible] ফুলিয়া ফুলিয়া সর্ব্বক্ষণ মত্ত থাকে; লম্পটেরা তাহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ বেষ্টন করিয়া থাকে; কতই সুখ, কতই মধু, কতই অমৃত তাহারা যেন উপভোগ করে; কিন্তু তাহার পর যৌবন যখন চলিয়া যায়, তখন তাহারা কি করে? ধূর্ত্ত লম্পটেরা ছাড়িয়া যায়, অন্তরঙ্গ-সমাজেও স্থান পায় না, সকলে পরিত্যাগ করে, সকলেই উপহাস করে, সকলেই ঘৃণা করে, কেহ কেহ পথের ভিখারিণী হয়। আমি যদি তোমার পরামর্শ লইয়া কার্য্য না করিতাম, তাহা হইলে আমারও সেই দশা হইত। যৌবন চলিয়া গিয়াছে, এ অবস্থায় এখন আমি কি করিতাম? একটী কার্য্য আমার ক্ষমতার অধীন ছিল, আমার টাকা আছে, আমি একটী সাধারণ ক্রীড়া-ভবন সজ্জিত রাখিতে পারিতাম। যোড়া যোড়া যুবক যুবতী, সুন্দর সুন্দর বেশভূষা পরিয়া আমার সেই ক্রীড়া-ভবনে রসরঙ্গ করিতে আসিত, মধুপানে ঢুলুঢুলু হইয়া যুগলে যুগলে এঘর ওঘর ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের নবরসলিপ্ত বদনের আভায় দর্শকনয়ন চরিতার্থ হইত। হাস্যতরঙ্গ, কৌতুকতরঙ্গ, বিলাস-তরঙ্গ ঝটিকাকুল সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া ক্রীড়া করিত। আমার খরচে আসন, আমার খরচে শয্যা, আমার খরচে আলো, আমার খরচে নৃত্যগীত, ইহাতেই তাহাদের লোচন-শ্রবণের পরিতৃপ্তি সাধিত হইত।

কেহ অভিসারে আসিত, কেহ কেহ যুগলে মিলিত, প্রেমানন্দের অভাব থাকিত না। তাহাদের কুৎসিত আসক্তির সমস্ত উপকরণ আমি যোগাইব, এইরূপ বয়ানে আমি যেন তাহাদিগকে খৎ লিখিয়া দিয়াছি, ইহাই মনে করিয়া তাহারা প্রেমরসগর্ব্বে আড়ে আড়ে আমার পানে চাহিয়া দেখিত। ইহা [illegible] করিতে পারিতাম। ছি, ছি! সেই ভাবেই আমার জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত হইয়া যাইত। ফ্রেডরিক! তুমি যদি আমাকে সৎপরামর্শ না দিতে, তোমার পরামর্শ অনুসারে যদি আমি না চলিতাম, তাহা হইলে সমস্ত সংসার পরিহাসনয়নে চাহিয়া পদে পদে আমারে ঘৃণা করিত।

গৌরবিণী তপস্বিনী যেরূপ ভঙ্গীতে মনের আবেগে যে ভাবে এই উক্তিগুলি উচ্চারণ করিলেন, তাহা দর্শন করিয়া, বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া লোকে অবশ্য অনুমানে করিতে পারিত, কোন ধূর্ত্ত লম্পট কোন সতীস্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিলে সতীর মনে যেরূপ আবেগের উদ্রেক হয়, এই তপস্বিনীর মনেও ঠিক সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে। পরক্ষণেই সেই ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন! মার্কুইস্ নির্নিমেষলোচনে গৌরবিণীর মুখের দিকে চাহিয়া স্থিরকর্ণে কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন। রুমালে মুখ মার্জ্জন করিয়া গৌরবিণী আবার আরম্ভ করিলেন,—"না না, ফ্রেডারিক! তোমারে ধন্যবাদ,—শত শত ধন্যবাদ! মহাগৌরবে সংসারে জয়লাভ করিয়া এখন আমি চিরজীবনের জন্য সংসারের সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছি; যে সংসার একদিন আমারে মহারাজ্ঞীর ন্যায় পূজা করিত, তুচ্ছ লোষ্ট্রের ন্যায় সেই সংসারকে আমি নিক্ষেপ করিয়াছি। বন্দী ছিলাম, সে সম্ভ্রম আমার গিয়াছে, লম্পট পুরুষেরা আমার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকিত, কিন্তু আমি তাহাদিগকে শাসন করিতাম; যে তেজস্বিতা তাহাদের ছিল না, সেই তেজস্বিতা আমি প্রদর্শন করিতাম। সে দিন এখন গিয়াছে! এখন যাঁহারা আমার সম্মুখে আইসেন, সমাজে যাঁহাদের উচ্চ সম্ভ্রম, চরিত্র যাঁহাদের অতুলনীয়, সংসারে যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহারাই এখন আমার বন্ধু। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে উচ্চ গৌরবে রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিত একত্র বাস করিয়া, তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া, আমি এখন নিত্য নূতন নূতন সুখ অনুভব করিতেছি। জগতের যে বিমল সুখ পূর্ব্বে আমি কেবল স্বপ্নে দেখিতাম, সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই সুখ এখন আমি পরমানন্দে সম্ভোগ করিতেছি। যাহাতে জগতের আধ্যাত্মিক মঙ্গল হয়, সেই সঙ্কল্পে আমি সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা পাইয়াছি, তৎকার্য্য-সাধনে আমি সকলের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়াছি। ধর্ম্মসভার সমস্ত গুহ্যতত্ত্বে বিশেষ জ্ঞান-লাভ করিয়া পবিত্র ধর্ম্মমন্ত্রে আমি দীক্ষিতা হইয়াছি। যাহারা যাহারা আমাকে পূর্ব্বে ঘৃণা করিত, তাহাদিগকে আমি দলিত করিয়াছি। যাহারা আমারে সম্মান দান করিয়া সর্ব্বদা আমার অনুমতি পালন করিত, তাহাদিগকে আমি তাহাদের আশার অতীত উচ্চ উচ্চ পদে সংস্থাপন করিয়াছি।"

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া অবজ্ঞাসূচকবাক্যে মার্কুইস্ কহিলেন, "আমাদের এখন কিঞ্চিৎ হীনাবস্থা হইয়াছে, কল্পনাবলে যাহারা ইহা অনুমান করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে, তাহারা পাগল, তাহারা অন্ধ; তাহারা জানে না, আমরা এখন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইয়া

অধিকতর-পরাক্রমে ধর্ম্মসংস্থাপনে অনুরাগী হইয়াছি। যতই কেন বিপদ্ ঘটুক্ না, সমবীর্য্য-পরাক্রমে সমস্ত বিপদের সহিত আমরা দ্বন্দ্ব করিতে পারি, ইহাও তাহারা জানে না। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের অবস্থা সংশোধিত হইয়া উঠিবে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি সমাগতপ্রায়। সেই দিনে—সেই সুখের দিনে আমরা প্রচুর ধনের ঈশ্বর হইয়া অসীম ক্ষমতা-পরিচালনে সমর্থ হইয়া উঠিব।”

তপস্বিনী।—সত্যই ত তাই; সেই সকল পদকের প্রভাবে আমরা জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইব, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চসম্মান পাইব।

মার্কুইস্।—তাহাতে আর সন্দেহ আছে? ১৩ই ফেব্রুয়ারি অতি নিকটবর্ত্তী, সেই নিমিত্তই এত শীঘ্র শীঘ্র আমি রোম নগর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

তপস্বিনী।—তত পরিশ্রমে,তত যত্নে, ততকৌশলে, যেটা আমরা প্রায় পাকাইয়া তুলিয়াছিলাম, সেই পথে আবার একটা নূতন বাধা উপস্থিত, উহা কি তুমি অবগত হইয়াছ?

মার্কুইস্।—অদ্যই অবগত হইয়াছি। অদ্যই আমি পারিসে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে রুডিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষের জাল্‌মা কার্দ্দোবিলী-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছে। মার্শেল সাইমনের কন্যারা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সমুদ্রে জাহাজডুবীতে তাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল; আবার তাহারা বাঁচিয়া উঠিয়াছে। কি আপদ! যেন কেহ মনে করে, কোন অদৃশ্য হস্ত আসিয়া সেই পরিবারকে রক্ষা করিতেছে।

তপস্বিনী।—রডিন আমাদের পাকালোক। তাঁহার টাকাও আছে, কার্য্যেও বেশ চালাকী আছে। গত রাত্রে রডিন আমার কাছে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক প্রকার কাজের কথা হইয়াছে। তিনি আমার কাছে অনেকক্ষণ ছিলেন।

মার্কুইস্।—আমিও তাহা শুনিয়াছি। সেই বৃদ্ধ সৈনিককে দুই দিনের জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর গুরুকেও ডাকযোগে সংবাদ পাঠান হইয়াছে। আর আর যাহা কিছু,তাহা আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া উঠিবে। কন্যা আর সেই ছুঁড়ী দুটাকে ভয় করিতে হইবে না। জাল্‌মা এখন সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কার্দ্দোবিলী-প্রাসাদে পড়িয়া আছে; বোধ হয়, বাঁচিবে না। এদিকে কার্য্য করিতে আমরা অনেকটা সময় প্রাপ্ত হইব।

তপস্বিনী।—আরও দুটা আছে। অদ্রিয়ানীকে না ধরিলেও বাহিরে আরও দুই শত্রু। ১৩ই ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে, অথবা সেই দিনে যাহাতে তাহারা পারিসে উপস্থিত হইতে না পারে, তাহার উপায় করা আশু কর্ত্তব্য।

মার্কুইস্।—হাঁ, তাহাদের মধ্যে একজন হইতেছে, কবিওয়ালা হার্ডি; কিন্তু সেই হার্ডি এখন বিদেশস্থ। তাহার নিজেরই একজন প্রিয়বন্ধু প্রতারণা করিয়া তাহাকে বিদেশে লইয়া গিয়াছে। একমাসের মধ্যে হার্ডি আর এখানে ফিরিতে পারিবে না। আর সেই মাতালটা, তাহার কথা ছাড়িয়া দাও। তাহাকে আমরা গ্রাহ্যই করি না।

তপস্বিনীর চিত্ত চমকিল! কি যেন এক মনোবেদনা তাঁহার সমুজ্জ্বল নয়নযুগলে দেখা দিল। সেই মাতাল তাঁহার সঙ্গে বিলাস-রঙ্গে নিশা যাপন করিয়াছিল, ইহাই যেন মনে পড়িল। মার্কুইস্ বলিতে লাগিলেন,—“সে লোকটার জন্য কিছুই ভাবনা নাই।—মাতাল, লম্পট, নিদ্রালু, অলস; সে যেন পৃথিবীর কেহই নহে, এই ভাবেই কাল কাটায়। পদক আছে, বিষয় আছে, আমরা আছি,

কিছুই সে মনে করে না। তবে এখন গেব্রিলকে লইয়া কথা। গেব্রিল এখানে আসিয়াছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গেব্রিলকে আমরা ঠিক হাজির করিব। গেব্রিলের উপরেই এখন আমাদের আশা-ভরসা সমস্ত নির্ভর করিতেছে। গেব্রিলের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল, আমাদের মঙ্গলেই জগতের মঙ্গল। সমস্তই শুভলক্ষণ; যে দিকে নয়ন ফিরাই সেই দিকেই শুভলক্ষণ দেখিতে পাই। যত [illegible] হউক, যতই বিপদ্ ঘটুক, সিদ্ধিকে আমরা করতলে আনিবই আনিব; মরি বাঁচি, কিছুতেই পশ্চাৎপদ [illegible]

[illegible]

[illegible] আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে। সেই রাজার রাজ্যে গরীবলোকের সন্তানদিগের জন্য আমরা বিদ্যালয় করিব। বিদ্যালয় নির্ম্মাণের জন্য জমী পাট্টা [illegible]। তাহাতে যদি কৃতকার্য্য হই, দুই তিন বৎসরের মধ্যে রাজ্যটা আমরা দখল করিয়া লইতে পারিব। ডিউক এখন সে রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা, কিন্তু এমন দিন আসিবে, সেই ডিউক তখন আমাদের কাছেই আত্মরক্ষার জন্য সহায়তা চাহিবেন, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু অপাততঃ ডিউক আমাদের কাছে কিছু বেশী টাকা চাহেন।”

তপস্বিনী।—কত টাকা?

মার্কুইস্।—নগদ পঞ্চাশ লক্ষ, তাহা ছাড়া বৎসর বৎসর লক্ষমুদ্রা।

তপস্বিনী।—অত্যন্ত বেশী দাবী!

মার্কুইস।—আপাততঃ বেশী বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু একবার আমরা সে রাজ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া বসিতে পারিলে, [illegible] রাজ্যের টাকা হইতেই অক্লেশে আমরা [illegible] তুলিয়া লইব। বিশেষতঃ এখন আমরা [illegible] চেষ্টা করিতেছি,—পদক্ষেপ ব্যাপার, সেই পদক্ষেপের প্রসাদে আমরা যাহা প্রাপ্ত হইব, ঐ পঞ্চাশ লক্ষ তাহার অষ্টমাংশ মাত্র।

তপস্বিনী।—(চিন্তা করিয়া) হাঁ, প্র[illegible] চারি কোটিই বটে।

মার্কুইস।—ডিউক যে পঞ্চাশ লক্ষ চা[illegible] তাহা এখন অগ্রিম দিতে হইবে [illegible]

[illegible]

[illegible] করিবেন। যাহারা নির্ব্বোধ, এখনও তাহা[illegible] ইহাতে সন্দেহ রাখে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি[illegible] আমরা তাহাদের উপকার করিব; কি[illegible] তাহাতে আমাদের নিজের যে কি উপকা[illegible] তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। আম[illegible] আমাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা পাই, অথচ তাহ[illegible]দের উপকার হয়, ইহাও এক প্রকার উত্ত[illegible] কৌশল। শিক্ষার ভারটা যদি আমাদের হ[illegible] পড়ে, তাহা হইলে আমরা সেখানকার লোক[illegible]গুলাকে বোবা করিয়া রাখিব। তাহা[illegible] আমাদের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে, তাহা[illegible] আমাদের দাসত্ব করিবে, তাহাদের মনে তেজস্বিতা কমিয়া যাইবে। সেই রাজ্য যাহা[illegible] শাসন করে, তাহারা মনে করে না যে, উচ্চ শ্রেণীর এবং মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশ লো[illegible] আমাদিগকে ভয় করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘৃণা করে। গরীবলোকদিগকে যখন আম[illegible] বুঝাইয়া দিব, তাহাদের দুর্দ্দশা অনন্ত, তখ[illegible]

তাহারা আর প্রতিবিধানের চেষ্টা পাইবে না। পৃথিবীতে সুখ হইল না বলিয়া, দুঃখ প্রকাশ করা মহাপাপ, কেননা, পৃথিবীতে কষ্টভোগ করিলে স্বর্গরাজ্যে আমরা উচ্চ পুরস্কার লাভ করিব, ইহাই আমাদের ধর্ম্মনায়কের শ্রেষ্ঠ-বাক্য। এই নীতি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলে তাহারা চিরদিন কাদায় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইবে, তাহাদের সমস্ত উচ্চ আশা শুকাইয়া যাইবে; যে অগ্নি-গিরির উৎপাতের ভয়ে [illegible] সর্ব্বক্ষণ ভীত, সেই অগ্নিগিরি উৎ-[illegible] হইয়া [illegible] যাইবে। প্রকৃতিপুঞ্জ [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] থাকিবে [illegible] আমা-দিগকে বেদখানী [illegible] দিবে, উত্তম উত্তম্ লাগাম দিবে, [illegible] চাবুক দিবে; যে দিকে ইচ্ছা, আমরা সেই দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া যাইতে পারিব। নেশা যখন ছাড়িবে, উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া আমরা তখন তাহার উপর কেবল উৎসাহবাক্যে আরও একটু একটু মাত্রা চড়াইয়া দিব।

তপস্বিনী।—আমরা এখন আমাদের কথাই ভাবি। চারি কোটি মুদ্রা। পদ-কের ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ করিলে, আমাদের ধনভাণ্ডার ভাণ্ডারে চারিকোটি মুদ্রা আসিবে; তখন আমরা অক্লেশে বড় বড় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব।

মার্কুইস্।—প্রতিক্রিয়া এইরূপেই হয়। ফ্রান্স তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ফ্রান্সের দৃষ্টা-[illegible] সমস্ত তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। [illegible] এবং ইংলণ্ডে এখন আমরা তিষ্ঠিতে [illegible] না। ধর্ম্মসভার ভাণ্ডার দিন দিন [illegible] হইয়া আসিতেছে, এখন আমরা অর্থকষ্টে [illegible]। আপনা আপনি এই অভাব দূর [illegible] আপনা হইতে এই ক্ষুদ্র [illegible] পূর্ণ হইয়া উঠিবে। পদকের ব্যাপারে যদি আমরা জয়ী হইয়া উঠি, তাহা হইলে আমরা আরও অধিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারিব। অহো! ১৩ই ফেব্রুয়ারি! সেই ১৩ই ফেব্রুয়ারি আমা-দিগকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

তপস্বিনী।—যাহাতে সিদ্ধিলাভ হয়, সে বিষয়ে কিন্তু একটুও শিথিল-যত্ন হওয়া উচিত নহে। ছয়জনকেই আমাদের ভয়। তাহাদের মধ্যে পাঁচজন আমাদের কোন অপকার করিতে পারিবে না, বাকী কেবল কুমারী অদ্রিয়ানী, তাঁহাকে আমি আজ এখানে [illegible] [illegible] [illegible]য়াছি। এতক্ষণে [illegible] [illegible] [illegible] একটু বিলম্ব [illegible] করিতে হইবে, পূর্ব্ব হইতে তাহা আমি সমস্ত ঠিক করিয়া রাখি-য়াছি;—অদ্যই, এই মজলিসেই আমি সেই সমস্ত কার্য্য উদ্ধার করিয়া তুলিব।

মার্কুইস্।—শেষে তুমি যে পত্রখানা লিখিয়াছিলে, তাহার পর কি আরও কিছু নূতন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে?

তপস্বিনী।—হাঁ, আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, সে যাহা জানে না, ইতিমধ্যে এমন তত্ত্ব অনেক-গুলি তাহার জ্ঞাতসার হইয়াছে। তাহা যদি হয়, অদ্রিয়ানী আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা মহাবৈরী, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

মার্কুইস্।—আমিও সর্ব্বদা ঐরূপ মনে করিতাম। ছয়মাস আমি তোমাকে পরামর্শ দিতেছি, তাঁহার স্বাধীনতা যাহাতে কমে, তদ্বিষয়ে যত্ন কর, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখ। সে তেজস্বিনী বালিকা যদি স্বাধীনতা হারায়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা আর আমাদের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিবে না।

তপস্বিনী।—সে স্বাধীনতা শীঘ্রই চূর্ণ হইবে। অদ্রিয়াণী অনেকবার আমার অপমান করিয়াছে, নীরবে আমি তাহা সহ্য করিয়াছি। পাছে তাহার মনে কোন সন্দেহ দাঁড়ায়, এই ভাবিয়া আমি তাহার অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ উড়াইয়া দিয়াছি। এখনও অনেক উপদ্রব সহ্য করিতেছি; এখনও পর্য্যন্ত অদ্রিয়াণী আমাকে রাগাইবার চেষ্টা করে, আমার মনে যাহাতে ব্যথা লাগে, সেইরূপ কার্য্য [illegible]

তপস্বিনী।—সত্য [illegible] এ কথা বলিতেছ? [illegible]ই চতুরা কুমারী কতবার কত বিদ্রূপবা[illegible] তোমারে উপহাস করিয়াছে।

মার্কুইস।—জা[illegible], বুঝি সব,—আমার বুদ্ধিতে যাহা আইসে, আমার কল্পনায় যাহা আইসে, সমস্তই ঠিক হ[illegible] আমি বেশ বুঝিয়াছি, কুমারী অদ্রিয়াণী আমা[illegible]র সাংঘাতিক বৈরী।

তপস্বিনী।—সেই [illegible]ই ত বলিতেছি, অদ্রিয়াণী যাহাতে আমাদের সেই ভয় বাড়াইতে আর সমর্থ না হয়, সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

মার্কুইস।—ডাক্তার [illegible]লিনিয়ার এবং মহুর ত্রিপদের সহিত [illegible]র কি সাক্ষাৎ [illegible]য়াছে?

তপস্বিনী।—অদ্যই তাঁহারা এখানে আসি[illegible]। [illegible] যাহ ঘটিয়াছে, সমস্তই আমি [illegible] জানাইয়াছি।

[illegible]।—ঐ চঞ্চলা[illegible]রীর বিপক্ষে তাঁহারা কার্য্য করিবেন, ইহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ?

তপস্বিনী।—বেশ বুঝিয়াছি! সেই ডাক্তারের প্রতি অদ্রিয়াণীর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, অবিশ্বাসও নাই; কিন্তু ডাক্তার তাহাকে চিনিয়াছেন। অদ্রিয়াণীর বিশ্বাসটা যাহাতে তাহার প্রতি অচল থাকে, তৎপক্ষে তিনি সর্ব্বদাই সাবধান। অধিকন্তু সম্প্রতি একটা ঘটনা হইয়াছে, আমি তাহার প্রকৃত মর্ম্ম এখনও বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু সেটা [illegible] [illegible]দের আনুকূল্য হইবে [illegible]

মার্কুইস।—ঘটনাটা [illegible]

তপস্বিনী।—[illegible] [illegible] [illegible]ইসকে আমি অদ্রিয়াণীর নিকটে পাঠাইয়াছিলাম, 'বিশেষ গুরুতর কার্য্য আছে, বেলা দুই প্রহরের সময় তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও', এই কথা বলিয়া দিয়াছিলাম। ত্রিভাইস যখন যাইতেছিল, হঠাৎ দেখিল কুমারী অদ্রিয়াণী উদ্যানবাটিকার ক্ষুদ্র ফটক দিয়া আপন গৃহে প্রবেশ করিল।

মার্কুইস।—বল কি! ইহা কি সম্ভব? এ বিষয়ে কি কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আছে?

তপস্বিনী।—সেই জন্যই ত বলিতেছি। মর্ম্মটা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। ত্রিভাইসের বাক্য ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণও নাই। কিন্তু যখন আমি চিন্তা করি, তখন নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। অদ্রিয়াণীর নিকটে আমরা একজন সখী রাখিয়া দিয়াছি; অদ্রিয়াণী কোন্ দিন কখন্ কি করে, সেই সখী নিত্য নিত্য তাহা লিখিয়া লইয়া আমার কাছে রিপোর্ট পাঠায়। আমিও একখানা রিপোর্ট দিয়াছি। এই দেখ! (রিপোর্ট প্রদান)

মার্কুইস।—কোন্ সখীটী? সেই রাঁড়ন যাহাকে দিয়াছিল?

তপস্বিনী।—সেই সখী। সে এখন সম্পূর্ণরূপেই রডিনের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। আজ পর্য্যন্ত সে যাহা কিছু করিয়াছে, সমস্তই আমাদের উপকারে আসিবে। এই রিপোর্টখানা এখনও আমি পাঠ করি নাই। ত্রিভাইস যাহা দেখিয়াছে বলে, এই রিপোর্টে হয় ত সে কথাটাও আমরা দেখিতে পাইব।

[illegible]

আমাদের সমস্ত ফিকির-ফন্দী ফাঁসাইয়া দিবে।

তপস্বিনী।—কিছুই করিতে পারিবে না। অদ্যই আমি সমস্ত গোলযোগের অন্ত করিব

মার্কুইস্।—তুমি ত তাহা ভাবিতেছ; কিন্তু কার্য্যে তাহা সিদ্ধ করা অসম্ভব।

তপস্বিনী।—কিসে অসম্ভব? সমস্তই সম্ভব। সেই ডাক্তার আর ত্রিপদ আমাদের হাতে।

অনুরোধ [illegible]

জালমার জন্য ইয়োরোপীয় পোশাক পাঠাইতে হইবে। সেই পত্র পাইয়া অদ্রিয়াণী তাঁহার চিত্রশুক নরভাল সাহেবকে আদেশ পাঠাইয়াছে, ভারতবর্ষীয় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া তথায় লইয়া যাইবে এবং সেই পোশাক পরাইয়া রাজকুমার জালমাকে পারিসে লইয়া আসিবে। অদ্রিয়াণী জানিয়াছে, সম্পর্কে জালমা তাহার ভাই হয়। গতিক বড় ভাল নহে। চিত্রকর নরভাল যাহাতে জালমাকে লইয়া পারিসে প্রবেশ করিতে না পারে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার উপায় করা উচিত।

মার্কুইস।—(বিবর্ণবদনে) ওটা যদি অদ্রিয়াণীর খেয়াল না হয়, তাহা হইলে বড়ই শক্ত কথা। জালমা তাহার ভাই, ইহা যদি অদ্রিয়াণী বুঝিয়া থাকে, তবে ত আরও অনেক কথা তাহার জ্ঞানগোচর হইয়াছে। বোধ হয়, পদকের কথাও কেহ ডাকযোগে পত্র লিখিয়া তাহাকে জানাইয়াছে। সাবধান! সাবধান!! খুব সাবধান!!! অদ্রিয়াণী

কুমারী অদ্রিয়াণী, চতুর [illegible] তথাপি আমরা তাহার চর্ম্ম ভেদ করিতে পারিব। যাহা তুমি সন্দেহ করিতেছ, তাহা যদি হয়, তবে আর অদ্রিয়াণীকে এখানে আনিতে বিলম্ব করা শ্রেয় নহে। অদ্যই সকল কার্য্য শেষ করা উচিত, কালহরণ করিবার আর সময় নাই।

তপস্বিনী।—যে লোকটীকে তুমি এখানে আনিবে বলিয়াছিলে, তাহাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে?

মার্কুইস।—কথা আছে, বেলা দুই প্রহরের সময় তিনি আসিবেন। বোধ হয়, আর দেরী নাই।

তপস্বিনী।—তবে এই ঘরে আমাদের থাকাই ভাল। পাশের ঘর আর এই ঘর কেবল এক যবনিকা দ্বারা পৃথক্ করা। সেই যবনিকার অন্তরালে তোমার সে লোকটী দাঁড়াইয়া থাকিবেন। [illegible]

এইরূপ কথা চলিতেছে, [illegible] কে আসিয়া দরজায় আঘাত করিল [illegible]

আরদালী আসিয়া সংবাদ দিল,—"ডাক্তার বেলিনিয়ার।" তপস্বিনী বলিলেন, "লইয়া আইস।" আরদালী কহিল, "আরও একটী লোক আসিয়াছে। মার্কুইস আবি তাহাকে আসিতে বলিয়াছিলেন। পুস্তকাগারে আমি তাঁহাকে বসাইয়া রাখিয়াছি।"

মার্কুইস কহিলেন—"ঐ সেই লোক, তাহাকেই আগে আনিতে বল। ডাক্তার বেলিনিয়ার এখন তাঁহাকে দেখেন এটা আমি বিবেচনা কিম্বা মনে করি না।

তপস্বিনী কহিলেন "তবে ডাক্তার বেলিনিয়ার এখন থাকুন; তাঁহাকে আনাইয়া কাজ নেই। সেই লোককেই অগ্রে লইয়া আইস। আমি যখন ঘণ্টাধ্বনি করিব, তখন তুমি ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া আনিও। ইতিমধ্যে যদি ব্যারণ ত্রিপল আইসেন, তাঁহাকেও আনিও। ইহার পর কুমারী অদ্রিয়াণী ভিন্ন আর কাহাকেও এই গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে না।"—সসম্মানে সম্ভ্রম জানাইয়া আরদালী চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অদ্রিয়াণার অরিদল।

একটী বেটেলোক প্রবেশ করিল। সমস্ত শরীর পাণ্ডুবর্ণ। তাঁহারও পরিধান কৃষ্ণবসন; চক্ষে চসমা, করদেশে একটা কৃষ্ণবর্ণ চামড়ার বাক্স।

কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই, বউরাণী তাঁহাকে কহিলেন, "কি জন্য তোমাকে আমাদের প্রয়োজন, বোধ হয়, মার্কুইস আবি তাহা তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন।"

অতি ক্ষীণ মৃদুস্বরে লোকটী বলিল, "তাহা আমি শুনিয়াছি। কথায় যেন সানাই বাজিল। লোকটী সেই সঙ্গে একটু মাথা হেঁট করিয়া বউরাণীকে সেলাম দিল। বউরাণী তাহাকে সঙ্গে লইয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দুই ঘরের মধ্যে কেবল একটী যবনিকা ব্যবধান। সেই ঘরে লইয়া গিয়া বউরাণী তাহাকে কহিলেন, "এইখানে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিতে তোমার সুবিধা হইবে?"—আর একবার সেলাম করিয়া লোকটী বলিল, "বেশ হইবে, স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিব।"

নূতন লোকটীকে পাশের ঘরে যবনিকার অন্তরালে বসাইয়া বউরাণী বাহির হইয়া আসিলেন। মার্কুইস স্বয়ং দ্বারদেশে পর্দ্দা টানিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই আর একটী লোক প্রবেশ করিলেন। ইনিই ডাক্তার বেলিনিয়ার।

ডাক্তার সাহেবের বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর; গঠন নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব। মুখখানি রক্তবর্ণ। মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ কেশ, ঠিক মধ্যস্থলে সিঁতিকাটা, দুই ধারে লম্বা লম্বা চুল কপালের উপর দিয়া ঝুলিয়া স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিতেছে। ইঁহারও পরিধান কৃষ্ণবসন। সজ্জা অতি সুন্দর, সে সজ্জাতে লোকটীকে একটী বিলাসী পুরুষ বলিয়া মনে হয়। মুখখানি হাসি হাসি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিঙ্গলনেত্র, তাহাতে বুদ্ধির জ্যোতি বিভাষিত।

সংসারের বিষয়-কর্ম্মে ব্যুৎপত্তি আছে, আমোদ প্রমোদেও অনুরাগ আছে, কথাবার্ত্তায় বেশ রসিকতা প্রকাশ পায়; এক কথায় চৌকোসলোক। বউরাণীর সহিত পূর্ব্বাবধি ইহাঁর ঘনিষ্ঠ প্রণয়। চিকিৎসা-বিদ্যায় ইহাঁর বিলক্ষণ নৈপুণ্য, ভৈষজ্যতত্ত্বে ইনি প্রশংসনীয় সুপণ্ডিত। কোন অজ্ঞাত কারণে ওয়াটারলুব যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহাঁর পসার কিছু কমিয়াছিল। এখন পারিস নগরে ইহাঁর সবিশেষ প্রতিপত্তি। বউরাণীর দলের ধার্ম্মিক শিষ্যেরা পীড়িত হইলে ইহাঁকে ভিন্ন আর কোন ডাক্তারকে আহ্বান করেন না। তাহা ছাড়া নগরবাসীরাও ইহাঁ দ্বারা চিকিৎসিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাহ্যধর্ম্মানুষ্ঠানেও এই ডাক্তারটীর বিলক্ষণ মতি আছে। প্রতি সপ্তাহে ইনি একদিন করিয়া গির্জ্জায় যান।

ডাক্তারেরা এক প্রকারে ধর্ম্মমণ্ডলীর পুরোহিতের সমপদস্থ; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যখন ইচ্ছা, তখনি গৃহস্থের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারেন, গৃহস্থ-সংসারের ভিতর বাহির সর্ব্বস্থানের সকল সমাচার রাখেন, পীড়িতের যন্ত্রণাবাক্য, মুমূর্ষুর অন্তিমবাক্য পুরোহিতেরা যেমন শ্রবণ করেন, ডাক্তারেরাও তদ্রূপ। দেহের চিকিৎসকের ন্যায় আত্মার চিকিৎসকেরাও সম্মান লাভ করেন। বউরাণী ইহাঁকে উচ্চপদের উপযুক্ত গৌরব প্রদান করিয়া থাকেন। পারিস নগরের যেজুইট-সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সভ্য এই ডাক্তার বেলিনিয়ার

গৃহে প্রবেশ করিয়াই, ডাক্তার বুক ফুলাইয়া সর্ব্বাগ্রে বউরাণীর হস্তচুম্বন করিতে অগ্রসর হইলেন। হাসিয়া বউরাণী কহিলেন, "যে কথা, সেই কাজ। যে সময় তোমার আসিবার কথা, ঠিক সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ।"

ডাক্তার কহিলেন, "আপনি আমাদের রাণী; আপনার আজ্ঞাপালনে আমি সর্ব্বদাই ব্যগ্র, সর্ব্বদাই সুখী।"

বউরাণীকে এইরূপে স্তব করিয়া মার্কুইসের করমর্দ্দন পূর্ব্বক ডাক্তার তাঁহাকে কহিলেন, "অনেক দিনের পর ফিরিয়া আসিয়াছ, তিন মাস তুমি এখানে ছিলে না, তোমার সেবকমণ্ডলী যেন তিন যুগ ভাবিয়াছিলেন।"

মার্কুইস কহিলেন, "উভয়তঃ! তোমরাও যেমন আমার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলে, তিন মাসকে তিনদিন ভাবিয়াছিলে, পারিস ছাড়িয়া আমিও সেখানে সেইরূপ অস্থির হইয়াছিলাম। বিচ্ছেদের কথা এখন থাকুক, এখনকার কথা শ্রবণ কর। আজ আমাদের একটা পরিষ্কার দিন। কুমারী অদ্রিয়াণী কার্দোবিলী এই গৃহে আগমন করিতেছেন।"

মৰ্ম্মবেদিনী হইয়া বউরাণী কহিলেন, "আমার মন যেন সম্পূর্ণ প্রবোধ মানিতেছে না। সেই কূটবুদ্ধি কুমারী পাছে কোন প্রকার সন্দেহ করে।"

ডাক্তার বেলিনিয়ার কহিলেন, "কিছুই সন্দেহ করিবেন না। জগতে আমরা বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার প্রতি কুমারী অদ্রিয়াণীর অনন্ত বিশ্বাস। গত পরশ্ব আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, হাসির কথা তুলিয়া দুজনে আমরা যে কতই হাসিয়াছি, তাহা আর আপনাকে কি বলিব। আপনিও জানেন, আমরাও জানি, কুমারীর মেজাজ খামখেয়ালী। ঠিক ভাল বুঝিয়া ঠিক কথা বলিতে পারিলে, বেশ খাটিয়া যায়। আপনারা যাহা মনে করুন, আমি কিন্তু নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, সেই সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী কুমারীর মন অতি পবিত্র।"

ব্যস্ত হইয়া বউরাণী কহিলেন, "ডাক্তার,

ডাক্তার, সাবধান! হাল্কা হইও না; তাঁহার মিষ্টকথায় ভুলিও না।”

ডাক্তার তখন সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। পকেট হইতে একটী সোণার নস্য বাক্স বাহির করিয়া ভঙ্গীক্রমে দুইবার নস্য গ্রহণ করিলেন; প্রফুল্লনয়নে দুইবার বউরাণীর মুখের দিকে চাহিলেন, পরিষ্কার কামিজের উপর কিঞ্চিৎ নস্যের গুঁড়া পড়িয়াছিল, অন্যমনস্কভাবে দুই তিনবার তাহা ঝাড়িলেন; শেষে উত্তর করিলেন, “হাল্কা? আমি হাল্কা হইব? আমি তাহার মুখের কথায় ভুলিব? যাহাতে আপনার এই উপস্থিত সঙ্কট দূরীভূত হয়, আমিই ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপন ইচ্ছায় আপনাকে তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিয়াছি।”

মার্কুইস্ কহিলেন, “এ সঙ্কটে তুমি ভিন্ন জগতে আর আমাদের দ্বিতীয় বন্ধু নাই।”

সে কথায় মনোযোগ না দিয়া বউরাণীর দিকে ফিরিয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন, “আপনি ত সর্ব্বদাই দেখিতেছেন, কখনই আমি হাল্কা হই না। যে ভার আপনি আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন, তাহার যত বড় দায়িত্ব, তাহা আমি বেশ বুঝি। আপনি বলিয়াছেন, গুরুতর কার্য্য, সবিশেষ উপকার! কুমারীকে যদি হস্তগত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সে উপকারের আশা বিলুপ্ত হইতে পারে, ইহা আমি বুঝিয়াছি। আপনি অস্থির হইবেন না; সংসার আমি চিনি, সুরুচি আমি বুঝি। খুব ভাল সমাজে আমি বেড়াই; কুমারী অফিলিয়াকে আমি বেশ বিমুগ্ধ করিতে পারিব। কাজের সময় উপস্থিত হইলে আপনি দেখিবেন, আমি কেমন সুচারুরূপে সে কার্য্য সাধন করিয়া দিব।”

মার্কুইসের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বউরাণী কহিলেন, “কাজের সময় উপস্থিত হইবার আর দেরী নাই। আগে আমরা ভাবিয়াছিলাম, তাড়াতাড়ি করিতে হইবে না; কিন্তু এখন দেখিতেছি, সময় নিকটবর্ত্তী।”

ডাক্তার কহিলেন, “সকল সময়েই আমি প্রস্তুত। আমা দ্বারা যাহা যাহা হইতে পারে, সমস্তই আমি অসঙ্কোচে নির্ব্বাহ করিব।”

একটু বক্র হাস্য করিয়া বউরাণী কহিলেন, “তোমার সেই সখের আড্ডাটী এখনও সেই রকম সৌখীন অবস্থায় আছে?”

ডাক্তার কহিলেন, “এখনও আমি অনেক অতিথি রাখিতে পারি। সে কথা এখনকার নয়। কুমারী যতক্ষণ না আইসেন, ততক্ষণ আমি আর একটী কথা উত্থাপন করিতে চাই। সে কথার সঙ্গেও তাঁহার অতি নিকট সম্বন্ধ। কার্দ্দোবিলী-প্রাসাদ এখন যিনি খরিদ করিয়াছেন, তিনি একটী স্ত্রীলোক। তাঁহার নাম সেণ্টি কলম্বী। তিনি আমাকেই ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। রডিনের পরামর্শেই ইহা হইয়াছে, ইহাও আমি বুঝিয়াছি!”

মার্কুইস কহিলেন, ‘রডিন আমাকেও ঐ কথা লিখিয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিবরণ আমি কিছুই জানিতে পারি নাই।”

ডাক্তার কহিলেন, “বিশেষ বিবরণ বড় বেশী নয়। বিবি কলম্বীকে ধর্ম্মসভার মতে আনয়ন করা আমরা অতি সহজ ভাবিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বড়ই কঠিন। দুইজন পাদরী সে আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন; সে অংশে হতাশ হইয়া রডিন এখন পাদরী ফিলিপনকে সেণ্ট কলম্বীর গুরু করিয়া রাখিয়াছেন। ফিলিপন চতুর আছেন; তাহার ধৈর্য্যও যথেষ্ট। সেইরূপ লোক হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। সেণ্টি কলম্বীকে

আমি চিকিৎসা করি তাঁহার পীড়া ছিল; নিতান্ত শক্ত পীড়া নয়, ক্রমে ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন। সম্প্রতি কিন্তু তাঁহার একটু চিত্তবিকার দেখিতেছি। একটা লোক হঠাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। কিরূপে পরিচিত হয়, কেহই তাহা জানে না, অনুমান করিতেও পারে না। লোকটার নাম জাকুইস্ ছুমোলীন। কিয়ৎক্ষণ তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া বিবি কলম্বী কেমন এক প্রকার অন্যমনস্ক হইয়াছেন।"

মার্কুইস্ কহিলেন, "আমি তাহাকে জানি, তাহাকে ঘৃণাও করি। সেই রকমের কোন কোন লোককে সময়ে সময়ে আমার দরকার হয়। যাহাদিগকে আমি ঘৃণা করি, তাহাদিগকে গালি দিবার জন্য ঐ প্রকার ঘৃণিত লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে হয়। ছুমোলীন একজন লেখক; হিংসা, বিদ্বেষ, গালি, ঘৃণা, নিন্দা, এই সকল লিখিয়া মানুষকে সে ব্যক্তি গালাগালি দিতে বেশ পারে। আমাদের বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুমোলীনকে আমি অনেক টাকা প্রদান করি। লোকটার ঘর বাড়ী নাই, প্রায়ই সরাইখানায় পড়িয়া থাকে; সর্ব্বক্ষণ মাতাল, রাজকার্য্য প্রায়ই যোটে না, বহুদিন বেকার পড়িয়া থাকে। অপর লোককে গালাগালি দিবার ক্ষমতা তাহার বেশ আছে। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে আমাদের কাজে লাগে।"

ডাক্তার কহিলেন "সে কথা ভাল! কিন্তু এটা আর এক রকম। সেই কলম্বী প্রায় ষাইট বৎসরের বুড়ী; তাহার বিষয়ের লোভে ঐ ছুমোলীন তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। কথা বড় ভয়ানক! রডিনকে তুমি এ কথা জানাও; ঐ পাপাত্মা যেন সঙ্কল্পিত ঘৃণাকর ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে না পারে, রডিন যেন তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখে। অন্য কথা আর নয়। আর একটা কথাও মনে হইতেছে।" বউরাণীর দিকে নেত্রপাত করিয়া তিনি কহিলেন, "আপনি কি ইতিমধ্যে সেণ্টমেরী ধর্ম্মশালায় গিয়াছিলেন?"

দ্রুতকটাক্ষে মার্কুইসের বদন নিরীক্ষণ করিয়া তপস্বিনী কহিলেন, "হাঁ হাঁ, গিয়াছিলাম। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সেই ধর্ম্মশালা আমি দর্শন করিয়াছি।"

ডাক্তার কহিলেন, "অনেক রকম পরিবর্ত্তন দেখিয়াছেন; আমার সেই আলয়ের গায়ে যে প্রাচীর ছিল, সেটা তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। সেখানে একটা নূতন নির্ম্মাণ করিবে। পুরাতন গির্জ্জাটা ছোট ছিল, সেই জন্যই বড় করিয়া নির্ম্মাণ করা হইবে।"

কথাটা চাপাদিবার অভিপ্রায়ে বউরাণী চঞ্চলা হইয়া কহিলেন, "বেলা প্রায় দুই প্রহর বাজে, মস্যর ত্রিপদ এখনও আসিয়া পৌঁছিলেন না।"

মার্কুইস কহিলেন, "মস্যর ত্রিপদ কুমারী অদ্রিয়াণীর একজন অভিভাবক। ডিউক যখন জীবিত ছিলেন, তখনও তিনি তাঁহার বিষয়-আশয় রক্ষা করিতেন। সমস্ত তত্ত্বই তিনি জানেন। এই সময় তিনি এখানে আসিলে আমাদের বড় উপকার হয়। কুমারী উপস্থিত হইবার অগ্রেই তিনি এখানে উপস্থিত হইলে ভাল হয়,—আমাদের গুহ্যকথার অবসর হইতে পারে।

পকেট হইতে একখানা ক্ষুদ্র ছুরিকা বাহির করিয়া, ঈর্ষার হাসি হাসিয়া ডাক্তার কহিলেন, "ত্রিপদের চিত্রমূর্ত্তিখানা যেন কেমন কেমন দেখায়।"

বউরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "যেখানা বাহির করিলে, ওখানা কি?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, "চাবুক।

বেনামী পত্রাবলী। মধ্যে মধ্যে ইহা ছাপা হইয়া বাজারে প্রচারিত হয়। ইহার সঙ্গে ব্যারণ ত্রিপদের চিত্রমূর্ত্তি আছে। ব্যারণ ত্রিপদ বিচিত্রপ্রকৃতির লোক; সমাজের বড় বড় লোকের কাছে তিনি যেন একটী গোলাম। কিন্তু যাহারা তাঁহার নিকট চাকরী করে, তাহাদের উপর তিনি অত্যন্ত নির্দ্দয়; তাহাদের প্রতি নিতান্ত জঘন্য কর্কশ ব্যবহার করেন। তাঁহার টাকা আছে কি না, কাজেই তিনি একজন বড়লোক, এইহাই তাঁহার ধারণা! হৃদয় নাই, ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, বিবেচনা নাই, প্রাকৃতিক জ্ঞানের সঙ্গেও সম্বন্ধ নাই; যাহাতে টাকা হয়, কেবল সেই চেষ্টাই সর্ব্বক্ষণ! মা কবে মরিবে, তিনি তাহাই প্রতীক্ষা করিতেছেন। মা মরিলে হয় তিনি ফাঁপিয়া উঠিবেন, না হয় ত অধঃপাতে যাইবেন।"

পৃথিবীতে মনুষ্য যত প্রকার পাপ করিতে পারে, এইরূপ স্বভাবের লোকেরা তৎসমস্ত পাপে পাপী; পাপের ধনে অকস্মাৎ বড় হইয়া উঠে। সৎপথে থাকিয়া পরিমিত শ্রমে যাঁহারা ধনার্জ্জন করেন, তাঁহাদিগকে ঐ শ্রেণীর লোক ভাল বলে না। যাহারা দাঁও অন্বেষণ করে, দাঁও মারিয়া লয়, ঘোলাজলে জাল ফেলিয়া বড় বড় মাছ ধরে, তাহারাই বড়লোক, ব্যারণ ত্রিপদ ইহাই মনে করেন।

টাকার জোরে সংসারে একবার বড়লোক হইয়া দাঁড়াইলে পৃথিবীকে আর পৃথিবী বলিয়া জ্ঞান থাকে না; গরীবলোকের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে। গরীবেরা পাছে তাহার জন্মকথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলেই লজ্জা পাইতে হইবে। জন্মকপাটা কি? ভূমিকোরক;—ভেকের ছাতা! সেই ভয়টাই বড়। যে সকল গরীবলোক নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে, এই প্রকারের বড়লোকেরা দয়াশূন্য হইয়া তাহাদিগকে গালি দেয়। তাহারা বলে, যাহারা অলস, যাহারা মদিরা-গণিকায় আসক্ত, তাহারা কষ্ট পায়, তাহারা দরিদ্র হয়। এ কথা তাহারা কেন বলে? কেবল আপনাদের গর্ব্বের স্বার্থপরতা ঢাকা দিবার অভিপ্রায়ে।

কেবল ইহাই নহে লৌহসিন্দুক পরিপূর্ণ! বড় বড় পদ পাইবার উল্লাস। দরিদ্রকে অপমান করিতে, পদত্যাগী রাজকর্ম্মচারিগণকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে ব্যারণ ত্রিপদের বড় আমোদ!

রণক্ষেত্রের সেনাপতি,—চল্লিশ বৎসর বিপুল পরিশ্রমে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া যিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি এখন যৎকিঞ্চিৎ মাসোহারা পাইয়া জীবনধারন করেন।

একজন মাজিষ্ট্রেট,—যিনি বহুদিন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ফৌজদারী বিভাগের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সক্ষম হইয়াছেন, শেষদশায় তিনি আর উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হন না।

একজন পণ্ডিত,—অপরিসীম পরিশ্রম করিয়া যিনি স্বদেশকে উপকৃত করিয়াছেন, তিনি তাহার উপযুক্ত পরিশ্রমিক প্রাপ্ত হন না।

একজন অধ্যাপক,—যিনি বংশালীক্রমে বিদ্যাদান করিয়া বালকগণকে, যুবকগণকে সমাজে গণনীয় ও শোভনীয় করিয়াছেন, মানব-সংসারে যে যে জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক, বিদ্যার নানা শাখায় ব্যুৎপত্তি জন্মাইয়া সেই জ্ঞান দিয়া যিনি মানবসন্তানগণকে সদ্গুণে বিভূষিত করিয়াছেন, তিনি তাহার উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হন না।

সংসারের যখন এরূপ অবস্থা, তখন আমাদের ঐ ধনেশ্বর ব্যারণ কি বলিয়া অবোধ সাধারণ দরিদ্রলোককে অথবা সত্যপরায়ণ সাধুলোকগুলিকে ঘৃণার চরমদৃষ্টিতে দর্শন না করিয়া নিস্তব্ধ থাকিতে পারেন? যাহারা

স্বদেশের জন্য শৈশবের পরিশ্রম, যৌবনের শক্তি, বার্দ্ধক্যের জ্ঞান, রণক্ষেত্রে হৃদয়ের শোণিত, বিদ্যামন্দিরে বুদ্ধিবিদ্যা সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা বনস্তূপের উর্দ্ধভাগে উপবেশন করিতে পারেন না। অসৎপথে বিচরণ করিয়া, বিধিবিরুদ্ধ কারবার করিয়া, ব্যারণ ত্রিপদ জোটীশ্বর হইয়াছেন, তিনি এখন সাধারণলোককে ঘৃণা না করিয়া কোন্ প্রাণে জলগ্রহণ করেন!

সভ্যতা বিক্রয় করিয়া যাহারা পথে পথে ভ্রমণ করে, দারিদ্র্যকে যাহারা গৌরবের চক্ষে দর্শন করে, ধনীলোকেরা তাহাদিগকে কিছুমাত্র মানদান করেন না। তুমি একটা জমীদারী খরিদ কর, বড় বড় উপাধি পাইবার জন্য উমেদার হইতে পারিবে। যাহারা উপাধি পাইবার যোগ্য কি অযোগ্য, তুমিই তাহাদিগের নির্ব্বাচক হইতে পারিবে।

এ সকল কথা থাকুক; আমাদের বর্ণচোরা ব্যারণের জীবনচরিত আলোচনা করা যাউক্। আনুক্র ত্রিপদ গ্রাম্য সরাইখানার একজন খেজ্মদ্গারের পুত্র,—সেই খেজ—

এই অবসরে বাহির হইতে গৃহদ্বার উদ্ঘাধন পূর্ব্বক বৃদ্ধ আরদালী প্রবেশ করিল; সেলাম করিয়া সংবাদ জানাইল,ব্যারণ "ত্রিপদ!"

আকার বেলিনিয়ার ।কমলহস্তে সেই পুস্তকখানি পকেটে রাখিয়া সচঞ্চলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ব্যারণ তাঁহার হস্ত স্পর্শ করুন, সেই আকাঙ্ক্ষায় হস্ত বিস্তার করিয়া নতমস্তকে অভিবাদন করিলেন। গৃহে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, ব্যারণ ত্রিপদ তাঁহাদের সকলকেই পুনঃপুন সেলাম করিয়া সবিশেষ শিষ্টাচার জানাইলেন। বউরাণীর দিকে নেত্রনিক্ষেপ পূর্ব্বক গম্ভীরবদনে কহিলেন, "আপনার আজ্ঞানুসারে অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আমাকে সর্ব্বদা স্নেহের চক্ষে দর্শন করেন, ইহা আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পক্ষে পরম শ্লাঘা।"

বউরাণী কহিলেন, "যথার্থই আমি আপনাকে সম্মান করি। আপনার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। বিশেষতঃ বর্ত্তমান অবস্থায় আপনার পরামর্শ মহা মূল্যবান্।"

ব্যারণ কহিলেন, "কুমারী অদ্রিয়াণীর প্রতি পূর্ব্বে আপনার যেরূপ সংস্কার ছিল, এখনও কি সেইরূপ রহিয়াছে?"

স্বামিনী।—কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই, ঠিক সেই রকম রহিয়াছে। সেই বিষয়ের স্থির মীমাংসার নিমিত্তই অদ্য আমরা সকলে এখানে একত্র হইয়েছি।

ব্যারণ।—আমার অঙ্গীকার কখনই আমি ভঙ্গ করিব না। আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, আমারও সেইরূপ। বোধ করি, পরিশেষে অত্যন্ত কঠিন ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে। যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেটাও—

মাকুইস।—আমাদেরও সেই অভিপ্রায়! আমাদের ঐক্য বেশ রহিয়াছে, তথাপি যে অংশে কিছু সন্দেহ, সে অংশ আমরা উপেক্ষা করিব না। সেই পরিত্যক্তা যুবতীর জন্যই আমাদের বিশেষ চেষ্টা। যাহাতে তাহার উপকার হয়, তাহাই আমরা করিব।

ব্যারণ ত্রিপদকে গৃহমধ্যে রাখিয়া আরদালী চলিয়া গিয়াছিল, আবার ফিরিয়া আসিয়া নিবেদন করিল, "শ্রীমতী কুমারী অদ্রিয়াণী আসিয়াছেন। এখন তিনি সাক্ষাৎ করিতে পারেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন।"

বউরাণী কহিলেন, 'যাও, গিয়া বল, এখন এখানে আর কেহই আসিতে পারিবে না, কুমারী স্বচ্ছন্দে আসিতে পারেন।"

বুঝিয়াছ আমার কথা? আর কাহাকেও আমি এখন এই গৃহে প্রবেশ করিতে দিব না।"

সেলাম করিয়া আরদালী বাহির হইয়া গেল, বউরাণী সেই সময় আসন হইতে উঠিয়া সেই যবনিকার নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। যবনিকার অন্তরালে যে লোকটী লুকাইয়া ছিল, চুপি চুপি তাহাকে কি কথা বলিয়া রাণী আবার তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া আসনে বসিলেন।

আশ্চর্য্য দর্শন! অদ্রিয়াণী আসিলেন, আসিবার অল্পক্ষণ বিলম্ব; সেই অবকাশের মধ্যে গৃহের নায়ক-নায়িকারা যেপ্রকার তেজে, যে প্রকার আহ্লাদে যে প্রকার উৎসাহে ভিন্ন ভিন্ন অভিনয় করিলেন, অদ্রিয়াণী আসিয়াছেন এই কথা শুনিয়া আর তাহাদের কাহারও সে ভাব রহিল না। সকলেই চঞ্চল হইলেন। সকলের মুখেই যেন এক প্রকার অনিশ্চিত ভয়ের লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল! পরক্ষণেই গৌরবিনী কুমারী অদ্রিয়াণী সেই সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাগ্‌যুদ্ধ।

নিদাঘ-নিকেতন হইতে উদ্যান পার হইয়া ভিক্টিয়ার প্রাসাদে আসিতে হয়। কুমারী অদ্রিয়াণী অনাবৃত [illegible] আইসেন নাই; তাঁহার মস্তকে একটী [illegible]নর টুপী ছিল। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই [illegible]রা সেই টুপীটী খুলিয়া একখানা [illegible]রে উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সুবর্ণ [illegible]কুণ্ডল প্রভাসিত হইল। কর্ণপার্শ্বে [illegible] সুকুঞ্চিত অলকাবলী, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে সুদীর্ঘ কেশকলাপে দিয়া একটী কবরী ব[illegible] নীল বসন পরিধান, বদনে প্রফুল্লতা মাখা; [illegible]কোন প্রকার আড়ম্বর নাই। মুখখানি [illegible] হাসি, কৃষ্ণনয়নার দীর্ঘ দীর্ঘ কৃষ্ণ নয়ন [illegible], সেদিন সে ক্ষেত্রে যেন সমধিক সমুজ্জ্বল। সহসা মার্কুইস আবিগ্‌রিণীর দিকে সেই সমুজ্জ্বল নেত্র নিপতিত হইল! বিস্ময়ে কুমারী একটু শিহরিয়া উঠিলেন। গোলাপী অধরোষ্ঠে এক প্রকার উপহাসের হাস্যরেখা [illegible] দিল। কুমারী তাহার পর ডাক্তারটীকে দেখিলেন, অভিবাদন না করিয়া প্রসন্নবদনে কেবল একবার মস্তকটী সঞ্চালন করিলেন। ব্যারণ ত্রিপদ একটু তফাতে ছিলেন, তাঁহাকে তিনি তখন দেখিতে পাইলেন না। সরাসর জ্যেষ্ঠতাত পত্নীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সসম্ভ্রমে সগৌরবে অভিবাদন করিলেন।

কুমারীর গতিভঙ্গী অঙ্গভঙ্গী অতি সুন্দর। নারীজাতির গমনে যে প্রকার কোমলতা প্রকৃতিসিদ্ধ, অবিচ্ছেদে তাহাও বিদ্যমান। কিন্তু তাহার ভিতরেও স্বাধীনতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার একটী গম্ভীরভাব বিরাজিত। সচরাচর স্ত্রীলোকের বদনে সে প্রকার ভাব লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ কুমারী অদ্রিয়াণীর যেরূপ বয়স, সে বয়সের যুবতীদিগের পক্ষে তাহা একান্তই অসম্ভব, একান্তই দুর্লভ। তাঁহার পবিত্র চরিত্র যেরূপ অবয়বের ভাবও সেইরূপ সরলতা, সেইরূপ পবিত্রতা নিরীক্ষিত

হইতেছে। সে ভাব দর্শন করিয়া লোকে সহজেই বিবেচনা করিতে পারেন,—এরূপ কোমল প্রকৃতির সুন্দরী কোন প্রকার কঠোর ব্যবহারে অভ্যস্ত হইতে পারেন, কখনই এরূপ বিবেচনা হইতে পারে না।

কি আশ্চর্য্য! মার্কুইস্ আবিগ্রিণী একজন সুচতুর সামাজিক বিষয়ী লোক, বুদ্ধিমান, গুণবান, একজন ধর্ম্মযাজক। বক্তৃতা নৈপুণ্যে সুবিখ্যাত, সর্ব্বোপরি ক্ষমতা প্রতিপত্তিতে প্রায় অদ্বিতীয়। এইরূপ পরাক্রান্ত সাহসী লোক সহসা একটী সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া কেমন একপ্রকার বিবর্ণ হইয়া গেলেন। লক্ষণে বোধ হইল, তাঁহার হৃদয় মধ্যে যেন কোন প্রকার দারুণ যন্ত্রণা তরঙ্গিত হইতেছে। আত্মসংযমে তিনি বিলক্ষণ অভ্যস্ত, ক্ষমতা পরিচালনে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রসর। রাজমুকুট-শোভিত সিংহাসনারূঢ় নরপতিগণের সহিত সমকক্ষ মিত্রভাবে তিনি কথোপকথন করেন। সেই মার্কুইস্ এখন একটী যুবতী বিদ্যমানে কতই যেন লজ্জিত হইলেন। আপনাকে যেন কতই খর্ব্ব বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কুমারী সরলা; সরল অন্তরে তিনি যেরূপ সুতীক্ষ্ণ শ্লেষ বর্ষণ করেন, মার্কুইস্ তাহা জানেন। কাজেকাজেই অহঙ্কারে আঘাত লাগিল; গর্ব্ব যেন খর্ব্ব হইল, দর্প যেন চূর্ণ হইল, তাঁহার বদনে তখন ঠিক সেই প্রকার ভাব। মানুষের প্রকৃতির উপর অপরা প্রকৃতি কার্য্যকারক। যে সকল মনুষ্য অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন, অপর লোকেরা তাহার ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করে, সকলেই তাহার বশীভূত কেহ যদি তাহার বশীভূত না হইয়া তাহার ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, প্রতিপক্ষকে কৌতুক ক্রীড়ায় উড়াইয়া দেয়, পূর্ব্বকথিত ক্ষমতাবান ব্যক্তি তাদৃশ অনাধ্য লোকের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকে। কুমারী অদ্রিয়াণীর প্রতি মার্কুইস্ আবিগ্রিণীর অন্তরে তৎকালে তদ্রূপ ঘৃণার উদয় হইল।

কুমারীর প্রবেশে বউরাণী ব্যতীত সকলেই আসন হইতে উঠিয়াছিলেন। বউরাণী একখানি মখমলমণ্ডিত সুবৃহৎ আসনে বসিয়া আছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে আবিগ্রিণী দণ্ডায়মান। দূরে অগ্নিকুণ্ডসমীপে ডাক্তার বেলিনিয়ার দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্গোপনে পুনর্ব্বার ব্যারণ ত্রিপদের জীবনচরিত মনে মনে আবৃত্তি করিতেছেন। আর একটু দূরে ব্যারণ ত্রিপদ দণ্ডায়মান হইয়া দেয়ালের গায়ে একখানি ছবি দেখিতেছেন। সকলেই নিস্তব্ধ। বউরাণীকে সম্বোধন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে অদ্রিয়াণী কহিলেন,—"জ্যেঠাই মা! আপনি আমাকে আহ্বান করিয়াছেন? কোন বিশেষ কথা বলিবার জন্য কি?"

মুখ ভারী করিয়া বউরাণী কহিলেন, "হাঁ আহ্বান করিয়াছি। সংসারের বিষয়-কর্ম্মের বড়ই গুরুতর কথা।"

অদ্রিয়াণী।—অনুমতি করুন্। সর্ব্বদাই আমি আপনার উপদেশ শ্রবণ করিতে প্রস্তুত। বোধ হয়, এখানে আপনি বলিবেন না! আপনার পুস্তকাগারে যাইতে হইবে কি?

বউরাণী।—না, তাহা আবশ্যক হইবে না। এইখানেই সকল কথা হইবে।

মার্কুইস্কে ডাক্তারকে, ব্যারণকে সম্বোধন করিয়া বউরাণী কহিলেন, "আপনারা উপবেশন করুন।" বউরাণীর আসনের সম্মুখে একটী গোল টেবিল ছিল, তাঁহারা তিনজনে তিন দিকে উপবেশন করিলেন। বউরাণীর সম্মুখস্থ আসনে কুমারী অদ্রিয়াণী।

একটু যেন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কুমারী

অদ্রিয়াণী জিজ্ঞাসা করিলেন, জেঠাই মা! আমাদের বিষয়-কর্ম্মের কথার সময় ইঁহারা এখানে থাকিয়া কি করিবেন?"

বউরাণী।—ইঁহারা আমাদের পরিবারের পুরাতন বন্ধু। তোমাকে আমি যাহা যাহা বলিব, ইঁহারা তাহা শ্রবণ করিয়া তোমাকেই উপযুক্ত পরামর্শ দিবেন। ইঁহাদের পরামর্শ সম্মানের সহিত গ্রহণ করা, সেই পরামর্শ পালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

অদ্রিয়াণী। হাঁ—মহাবল আবিগ্‌রিণী আমাদের পরিবারের পরম প্রিয়তম বন্ধু, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই; কারণ বিপদ আমাদের প্রতি নিঃস্বার্থ অনুগ্রহ করেন, ইহাও সত্য; ডাক্তার বেলিনিয়ার আমার নিজের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু; ইহাও সত্য; কিন্তু কি কি বিষয়ে আজ আমাদের কথা হইবে, সেইটী আমি অগ্রে জানিতে ইচ্ছা করি।

বউরাণী।—আমি ভাবিতাম, তোমার অনেক প্রকার গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার কিছু কিছু সৌজন্য, আর কিছু কিছু সাহস আছে, তুমি ভান ভাল কর।

অদ্রিয়াণী।—(মৃদুহাস্য করিয়া) সত্য জেঠাই মা, আমার একটু একটু ভাণ আছে; কিন্তু সততা ও উদারতা জানাইতে আপনি যতদূর ভাল করেন, আমার তত নাই। আচ্ছা, আপনি যাহা আছেন তাহাই থাকুন, আমি যাহা আছি তাহাই থাকি, ছলনা চাতুরী দূরে থাকুক, ভাণ পরিত্যাগ করুন এখন আমাদের পরিষ্কার কথাই প্রয়োজন।

বউরাণী।—(নিরস ভাবে) অনেক দিন আমি তোমার খামখেয়ালী দেখিতেছি; স্বাধীনভাবে তুমি তেজস্বিতা দেখাও; দেখিয়া দেখিয়া তাহা আমার সহ্য হইয়াছে। তুমি নিজেই বল, তুমি সাহসী, তুমি সবলা, আমি একাকিনী থাকিলে যেরূপ নির্ভয়ে তুমি কথাবার্ত্তা কহিতে এই ভদ্রলোকদিগের সমক্ষে সেরূপে স্পষ্ট স্পষ্ট কথা কহিবে; তুমি ভয় পাইবে না, ইহাই আমার অনুমান।

অদ্রিয়াণী।—আমাকে কি আজ পরীক্ষা করা হইতেছে না কি? আচ্ছা আজ্ঞা করুন, কি বিষয়ের পরীক্ষা।

বউরাণী।—পরীক্ষা নহে, তোমার চাল চলনের প্রতি, তোমার গতিক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এখন যাহা তুমি কর, তাহাতে আমি কিছুই বলি না; ইহাতেই তুমি প্রশ্রয় পাইয়া উঠিয়াছ। এখন আমি ইচ্ছা করিয়াছি, তোমার স্বেচ্ছাচার আমি নিবারণ করিব। অনেক দিন সহিয়াছি, আর সহিব না। ভবিষ্যতের জন্য যাহা আমি করিব, এই তিনজন ভদ্রলোকের সাক্ষাতে আজ তাহা আমি জানাইব। তোমার একটা মিথ্যা ধারণা আছে, তোমার উপর যেন আমার কোন ক্ষমতাই নাই।

অদ্রিয়াণী।—সত্য মিথ্যা জানি না; তোমার ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার নাই, স্বপ্নেও আমি সে সব কথা ভাবি না।

বউরাণী।—ও! সেটা আমার নিজেরই দোষ। তোমাকে যদি আমি এতদিন প্রশ্রয় না দিতাম, তাহা হইলে অনেক দিন পূর্ব্বে তুমি আমার ক্ষমতা বুঝিতে পারিতে। এখন সময় আসিয়াছে, অবশ্যই আমি তোমাকে বশীভূত রাখিব। এতদিন রাখি নাই, রাখিবার চেষ্টা করি নাই, সেই জন্য আমার বন্ধুগণ আমাকে তিরস্কার করিতেছেন। তাহাতেই আমার চৈতন্য হইয়াছে। তুমি যাহাকে স্বাধীনতা বল, সেটার নাম স্বেচ্ছাচার, গোঁ-ভরেই তুমি বলিয়া যাও, কোন প্রবোধ মান না। রীতিনীতির [illegible] দায়ী হই। [illegible] ইহার

পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সোজাপথেই পারি, অথবা বল প্রকাশ করিয়াই পারি, অবশ্যই তোমার ঐ প্রকৃতি আমি বদলাইয়া দিব, বুঝিয়াছ, আমার কথা?

অপর লোকের সম্মুখে ঐরূপ কর্কশভাষণে কুমার অদ্রিয়াণী সগৌরবে একবার মস্তক সঞ্চালন করিলেন। মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, "জ্যেঠাই মা! আপনি বলিতেছেন, আমার স্বভাব বদলাইবেন, এটা কিছু আশ্চর্য্য কথা নহে; সচরাচর আমরা অনেক প্রকার অদ্ভুত বদলের কথা শুনিতে পাই; কিন্তু বোধ করুন্ যে গুলি এখন সামান্য সামান্য ত্রুটী, বদলের প্রতাপে সেগুলি যদি পাপে দাঁড়াইয়া যায়?

বউরাণী।—ভাল করিয়া বল। তোমার কথা আমি বুঝিলাম না।

অদ্রিয়াণী। আমার কথাই আমি বলিতেছি। আপনি আমাকে ভৎসনা করিতেছেন; আমি যাহা মনে করি, সেটা আপনি ভাল বলিতেছেন না। কিন্তু বোধ করুন, যদি আমি ভণ্ডামি শিখিতাম, যদি আমি ধূর্ত্ততা শিখিতাম, যদি আমি দুরন্ত হইতাম, তাহা হইলে কি হইত? আমার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ আছে; সেগুলি আমার অতি প্রিয়। দুষ্ট ছেলেদের যেমন আমি ভালবাসি, সেই সামান্য দোষগুলিকেও আমি তেমন ভালবাসি। নিজে আমি কি, তাহা আমি জানি, কি আমি হইতে পারিতাম, তাহা আমি জানি না।

গৌরবে বুক ফুলাইয়া, বিক্ষোভোত্তেজনায়, গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া ধনপতি ব্যারণ ত্রিপদ বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ কুমারী, এটা তোমার স্বীকার করা উচিত যে, পরিবর্ত্তনে—"

অর্দ্ধ উক্তিতে বাধা দিয়া ঘৃণার ভঙ্গীতে কুমারী একবার বক্র নয়নে ত্রিপদের দিকে চাহিলেন, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লইলেন। উদাসীনভাবে তৃতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে লোকে যেমন অভিপ্রায় প্রকাশ করে, সেইভাবে তিনি বলিলেন,—"সকল প্রকার সম্পত্তি বদল করিয়া, সকল প্রকার উপায়ে সকল প্রকার লাভ করিতে মস্থর ত্রিপাদ ভাল জানেন, ইহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু আমরা যে সকল কথা বলিতেছি, সে বিষয়ের তিনি কিছুই জানেন না।

এই সময় বউরাণী একবার ব্যারণের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কি একপ্রকার ইঙ্গিত করিলেন. সেই ইঙ্গিতে সাহস প্রাপ্ত হইয়া, ব্যারণ ত্রিপদ পুনর্ব্বার বলিতেছিলেন,—"দেখ কুমারী, আমি তোমার একজন অভিভাবক; সে গৌরব আমার সামান্য নহে, সেই ক্ষমতাতে আমি—"

পুনর্ব্বার বাধা দিয়া আরও তীব্রভাষ অবলম্বন করিয়া ব্যারণের দিকে না চাহিয়াই গৌরবিনী কুমারী কহিলেন,—"মস্থর ত্রিপদের যে গৌরব আছে, ইহা সত্য; কিন্তু কেন আছে এ পর্য্যন্ত তাহা আমি অনুভব করিতে পারিলাম না। ক্ষমতার কথা এখন দূরে থাকুক, কি অভিপ্রায়ে আজ আমাকে এখানে আহ্বান করা হইয়াছে, আমার পূজনীয়া জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন!"

বউরাণী কহিলেন,—"পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি। এখন অবধি তুমি কোন্ পথে চলিবে, কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা আমি তোমাকে শিখাইয়া দিব। অবাধ্য হইয়া তাহা যদি তুমি অস্বীকার কর, অতি শীঘ্রই আমি অন্যরকম উপায় অবলম্বন করিব।"

যেরূপ ক্রোধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যেরূপ উগ্রস্বরে বউরাণী এই কথাগুলি বলিলেন, তাহা দেখিয়া শুনিয়া অপরা কামিনীরা ভয়ে

চমকিয়া উঠিত; কিন্তু কুমারী অদ্রিয়াণী, সে প্রকৃতির কামিনী নহেন; সমভাবে উত্তর দান না করিয়া তিনি একবার বিকাসিত নয়নে জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর মুখখানি অবলোকন করিলেন; পরিশেষে হাসিয়া কহিলেন,—"এ যে দেখি একপ্রকার যুদ্ধ ঘোষণা! বা! ক্রমশই কৌতুক বাড়িতেছে।"

কথাটা যেন মার্কুইস আবিগ্‌রিণীর প্রাণে বাজিল, কর্কশস্বরে তিনি কহিলেন,—"আমরা এখানে যুদ্ধের ঘোষণা করিতেছি না।"

মৃদুহাস্য করিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন—"বেশ কথা; মহর আবিগ্‌রিণী, আপনি একজন বৃদ্ধ কর্ণেল, পরিহাস আপনাকে ভাল লাগে না। যুদ্ধ ব্যাপারে আপনি বিলক্ষণ বুৎপন্ন; যুদ্ধে আপনার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে, বহুদিন ফ্রান্সের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আপনি আবার ফরাসী সেনাদলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। রুষিয়ার পক্ষ হইয়া আপনি জন্মভূমির পরাক্রম ও শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ হইয়াছে।"

মার্কুইসের হৃদয়ে কঠিন আঘাত লাগিল। তাঁহার বদন আরক্ত হইয়া উঠিল। উত্তর করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, পুরোবর্ত্তিনী বলিয়া উঠিলেন, "অদ্রিয়াণি তোমার ব্যবহার এককালে অসহ্য।"

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "সত্য জ্যেঠাই মা! আমার একটু দোষ হইয়াছে। কৌতুক বাড়িতেছে, এ কথাটা বলিয়া আমি ভাল করি নাই। কেন না, ইহাতে কৌতুকের লেশমাত্র নাই। বলা উচিত ছিল বিচিত্র! বলা উচিত ছিল সাহসিক;—সাহসিকতায় আমার বড় আমোদ। যে প্রসঙ্গ আপনি উত্থাপন করিতেছেন, যাহাতে আমি আপনার অধীন হইয়া থাকিব, সেই প্রসঙ্গই চলুক। যদি আমি আপনার অধীনতা স্বীকার না করি, তাহা হইলে আপনি কি প্রকার বলপ্রকাশ করিয়া আমাকে বশীভূত করিবেন, তাহাই আমি অগ্রে শুনিতে চাই।"

বউরাণী কহিলেন—"শুনিবে, শুনিবে,—অবিলম্বে তাহা আমি তোমাকে বলিব। এখন তুমি যাহা বলিতেছিলে বলিয়া যাও।

অদ্রিয়াণী। আমার কথা বেশী নয়; এই সকল ভদ্রলোকের সাক্ষাতে আমি বলিতেছি, যাহা আমার মনে আছে, তাহা আমি করিব। একটু বিবেচনা করিয়া আমি কার্য্য করিব, কিঞ্চিৎ সময় আবশ্যক। আমি ইচ্ছা করিব, উহা করিব, তাহা করিব, মুখে ঐরূপ আস্ফালন করা আমার অভ্যাস নয়। যাহা আমি কিছুদিন পরে বলিতাম, কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া অদ্যই তাহা বলিব; অদ্যই আপনি আমার মুখে তাহা শুনিতে অভিলাষিণী হইতেছেন। তথাপি আপনার কথাগুলি আমি আগে শুনিব; হয় ত আমাদের উভয়ের অভিপ্রায়ই একপ্রকার হইবে।

বউরাণী।--তাহা হইলেই ভাল হয়। তোমার গর্ব্বটাই প্রধান। সমস্ত ক্ষমতাকে তুমি ভুল জ্ঞান কর। বড়ই দুঃসাহস তোমার।

অদ্রিয়াণী।—ভীরুলোকেরা যাহা করিতে সাহস করে না, পূর্ণ সাহসে আমি তাহাতে প্রবৃত্ত হইব; ইহাই আমার স্পষ্ট কথা।

বউরাণী।—খুব স্পষ্ট, খুব স্পষ্ট! তোমার যখন এমন কথা, তখন ত অতি সহজেই আমার ইচ্ছা সুসিদ্ধ হইবে। তোমার উপকারের জন্য আমি তোমাকে সংবাদ দিয়া রাখিতেছি, ব্যাপার বড় গুরুতর! সর্ব্বদাই আদর পাইয়া তুমি গর্ব্বিতা হইয়া উঠিয়াছ; কথায় কথায় শ্লেষোক্তি, তোমার মত যুবতীদের যেরূপ লজ্জা-সম্ভ্রম আবশ্যক, তাহা তুমি

শিক্ষা কর নাই। ঐ স্বভাবটী পরিত্যাগ কর, সুনিতী ও শিষ্টাচার শিক্ষা কর।

অদ্রিয়াণী ঈষৎ হাস্য করিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ কেহই কথা কহিলেন না। তিনজন উপস্থিত বন্ধুর সহিত বারম্বার দৃষ্টি বিনিময় করিয়া বউরাণী এরূপ ভাব দেখাইলেন যে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, বিজয়লক্ষ্মী নৃত্য করিতেছেন, অচিরেই মহাযুদ্ধ বাধিবে।

তাঁহাদের অঙ্গভঙ্গী, নয়নভঙ্গী দর্শন করিয়া বুদ্ধিমতী কুমারী অদ্রিয়াণী, মূল তাৎপর্য্যটুকু বুঝিলেন, কিন্তু বউরাণী তাহার উপর কিরূপে পূর্ণক্ষমতা স্থাপন করিবেন, কিরূপে তাঁহার ইচ্ছানুসারে বশীভূত রাখিয়া কার্য্য করাইবেন, সেইটুকু স্পষ্ট বুঝিলেন না। শাসন বাক্যগুলি যেন, হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। বউরাণীর স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর, লোকের অপকার করিতে তিনি সর্ব্বদাই যত্নবতী। মনোরথ পূর্ণ করিবার গুপ্তশক্তি তাঁহার হস্তে প্রচুর। মাকুইস আর ডাক্তার তাঁহার গুপ্তবন্ধু। এই গুপ্ত গৃহ সভায় উহাঁরা উভয়ে আসিয়াছেন, অবশ্যই ভিতরে কোন দৃঢ় অভিসন্ধি আছে, তাহা না থাকিলে তাঁহারা আসিতেন না। রণক্ষেত্রে ঝম্প দিবার অগ্রে এই সকল চিন্তা করিয়া কুমারী কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহ।

লক্ষণ ভাল নহে, শীঘ্র ইহাঁরা একটা ঘোরতর কলহ বাধাইবেন। যাহা ঘটে ঘটুক। সময় উপস্থিত হইলেই ক্ষেত্রকর্ম্মের ব্যবস্থা করিব। চিত্তকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী জেষ্ঠ্যতাত-পত্নীর চূড়ান্ত উক্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

উগ্রস্বরে বউরাণী কহিলেন,—“দুই একটী অতীত কথা আমি শুনাইব। ছয়মাস হইল, তোমার পিতার মৃত্যুর শোকচিহ্ন ধারণের কাল অতীত হইলেই তুমি আপন বিষয় বিভবের ভার গ্রহণের অভিপ্রায় আমাকে জানাইয়াছিলে, কাহারও অধীনে থাকিবে না, আপন ইচ্ছায় সকল কার্য্য করিবে ইহাও আমাকে বলিয়াছিলে, তখন তোমার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ। তোমায় আমি ভালবাসি। আমার মনও অতি সরল, কাজেই তোমার প্রার্থনায় তখন আমি সম্মতি দিয়াছিলাম। সেই সময় তুমি এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া গেলে; নূতন নিকেতনে বাস করিলে; সেখানে কি কর, কি হয় দেখিবার লোক থাকিল না; একাকিনী তুমি সর্ব্বময়ী অধীশ্বরী হইলে। সেই সময় হইতেই দিন দিন তোমার খরচ বাড়িল। সমস্তই প্রায় বাজে খরচ; দুই একটা দাসী রাখিলেই চলে; সচরাচর যে শ্রেণী হইতে দাসদাসী পাওয়া যায়, সে শ্রেণী হইতেই অল্প বেতনে দাসী চাকর রাখিতে পারিতে,তাহা তুমি রাখিলে না। সুন্দরী সুন্দরী যুবতী বাছিয়া বাছিয়া সহচরী নিযুক্ত করিলে, যেরূপ পোষাক পরিচ্ছদে তাহাদিগকে তুমি সাজাইতে আরম্ভ করিলে তাহা শুনিলে

হাসি পায়। এক একটা পোষাকের মূল্যও বড় বড় রাজকন্যার পোষাকের তুল্য। নির্জ্জন গ্রীষ্মনিকেতনে তুমি যেন রাজরাণী। তোমার পোষাকের কথা কে বলিবে। কোন যুগে আমাদের দেশে কোন রাণীর কিরূপ পোষাক ছিল, সে তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া নিজের জন্য তুমি নানাযুগের নানা পোষাক প্রস্তুত করাইলে। নিত্য নূতন নূতন পরিচ্ছদ, দিনের মধ্যে পাঁচ শত প্রকার পরিচ্ছদ, ইহাই তোমার বিলাসের একটী উপকরণ হইল। তোমার খেয়ালের সীমাও ছিল না আগুন্ত ছিল না। ধর্ম্মোপাসনার তোমার আদৌ মন ছিল না। আপন বাসগৃহ মধ্যে পৌত্তলিকদিগের ন্যায় অপবিত্র বেদী স্থাপন করিয়াছিলে; মহামূল্য মর্ম্মর প্রস্তরে সুন্দর সুন্দর যুবক যুবতীর প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া সেই বেদীর উপর প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলে। যাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তাহারা কখনই ঐরূপ কুৎসিৎ প্রতিমার গৃহ অপবিত্র করে না। কি বলিব, ঐ ঘৃণিত কথা উচ্চারণ করিতে আমার ওষ্ঠপুট যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। শিল্পের আদর কর, এই কথা তুমি বলিবে; যুবক যুবতীর প্রতিমা ভিন্ন শিল্পের আদর করিবার আর কি কোন উপকরণ ছিল না? তোমার মত বয়সে ঐরূপ কুৎসিৎ রুচি কত বড় নিন্দার বিষয়, তাহা তুমি ভাবিতে না। এখনও সেইরূপ। তুমি তোমার নিজ মন্দিরে নির্জ্জনে সমস্তদিন একাকিনী কাটাও; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ কর না; আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে কেবল এই ডাক্তার বেঞ্জিনিয়ার একমাত্র তোমার একটু বিশ্বাসভাজন, তথাপি ইনিও অনেক সাধ্য সাধনার পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পান। ইনি বলেন, সর্ব্বদাই তুমি উত্তেজিতা হইয়া থাক; হাসি তামাসা সর্ব্বক্ষণ! ডাক্তার মনে করেন, তোমার শরীরে কোন প্রকার ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। সর্ব্বদা একাকিনী ঘরের বাহির হইয়া যাও; কেন যাও, কাহাকেও সে কথা বল না, কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেও পারে না। তোমার উপর আমার কোনরূপ ক্ষমতা আছে, একবারও সেটা তুমি স্বীকার কর না; নিয়তই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি কার্য্য কর। কেমন, এ সকল কথা কি সত্য?

মৃদুহাস্য করিয়া অদ্রিয়ানী কহিলেন,—'আমার অতীত ক্রিয়াকাণ্ডের চিত্রগুলি আধরাঙ্কিত হয় নাই; কোন কোন অংশে আমি ঐরূপ করিয়াছি।"

মার্কুইস্।—তবে তুমি স্বীকার করিতেছ, তোমার জ্যেঠাই মা যাহা যাহা কহিলেন, সমস্তই তবে সত্য?

কুমারী অদ্রিয়ানী এই গুরুতর প্রশ্নে কিরূপ গুরুতর উত্তর দেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত চারিজনের আটটী চক্ষু তৎকালে একসঙ্গে তাঁহার বদনের উপর বিনিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল।

অদ্রিয়ানী উত্তর করিলেন,—"আপনারা ওরূপ প্রশ্ন কেন করিতেছেন? যাহা কিছু আমি করি, তাহা লুকাইয়া করি না; তবে কেন ঐরূপ বৃথা প্রশ্নের আড়ম্বর?

ডাক্তারের দিকে, ব্যারণের দিকে, নেত্র ঘূর্ণিত করিয়া মার্কুইস্ কহিলেন,—তবে আর কি! আমাদের সকলের সাক্ষাতেই কুমারী ঐ সকল কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিল।"

গলা শানাইয়া ব্যারণ ত্রিপদ কহিলেন,—"সত্যগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইল।"

কোনদিকেই অদ্রিয়ানীর দৃষ্টি নাই, কোন কথাতেই অদ্রিয়ানীর কর্ণ নাই, বউরাণীকে সম্বোধন করিয়া সগৌরবে তিনি

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জ্যেঠাই মা, এত দীর্ঘ ভূমিকা কিসের জন্ত ?"

সগৌরবে বউরাণী কহিলেন,—"অতীত কথা সপ্রমাণ হইলেই ভবিষ্যৎ মীমাংসা সহজ হইয়া আসিবে, সেই নিমিত্তই এক ভূমিকা! কর্ত্তব্য কাহাকে বলে, বাধ্যতা কাহাকে বলে, তাহা তুমি জান না, তাহা তুমি মান না। তোমার প্রকৃতিতে যেন বিদ্রোহাগ্নি প্রদীপ্ত হইবার রূপ—"

শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই প্রসন্ন বদনে কুমারী কহিলেন, "সেই কর্ত্তব্য সেই বাধ্যতা যদবধি নামামুরূপ কোমল হইয়া না আসিবে, ভাব দেখিয়া যদবধি আমি তাহা ভালবাসিতে না পারিব, সমাদর করিতে না শিখিব, তদবধি—নিশ্চয় জানিবেন জ্যেঠাই মা,—তদবধি চিরদিন আমি ঐরূপ করিব।"

অধর দংশন করিয়া কর্কশস্বরে বউরাণী কহিলেন,—"আমার আদেশকে তুমি ভালবাসিবে কি না? আমার অনুজ্ঞাকে তুমি সমাদর করিবে কি না? সেই কথা আগে বল। ভালবাসিতে যদি না পার, তবে অদ্য হইতে, এই মুহূর্ত্ত হইতে অবিচার সম্পূর্ণরূপে আমার ইচ্ছার বশীভূত হইতে শিক্ষা কর আমার অনুমতি ব্যতীত একটী কার্য্যও তুমি করিতে পারিবে না। নির্ব্বন্ধ সহকারে আমি তোমায় বলিতেছি, উহাই এখন আবশ্যক হইয়াছে, উহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, এখন আমি কৃতসঙ্কল্প।"

দুই নিমেষকাল সুন্দরীকুমারী অনিমেষ লোচনে জ্যেষ্ঠতাত-পত্নীর বদন নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পরেই গভীরনিনাদে হাস্ত করিয়া উঠিলেন।—হাসিয়া হাসিয়া আসনপাত্রে ঢলিয়া পড়িলেন। হাস্তধ্বনির এক ঘটা, সেই প্রশস্ত গৃহটা ক্ষণেক কাল কম্পনে কম্পনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মার্কুইস্ আবিগ্রিণী আর ব্যারণ ত্রিপদ মহাক্রোধে চমকিয়া উঠিলেন। সকোপনয়নে বউরাণী সেই গৌরবিনী কুমারীর মুখভঙ্গী দর্শন করিলেন, ডাক্তার মহাশয়, আকাশ পানে নেত্র উত্তোলন পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে করযোড় করিয়া ঈশ্বরের নামে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

গম্ভীর বদন আরও গম্ভীর করিয়া আবিগ্রিণী কহিলেন,—"গৌরবিনী! অত হাসি ভাল নয়। তোমার জ্যেঠাই মা ভাল কথাই বলিলেন, তোমার উপকারের কথাই বলিলেন। সেই কথা তুমি হাসিয়া উড়াইলে, এটা তোমার উচিত হইল না।"

হাস্ত সম্বরণ করিয়া অদ্রিয়ানী কহিলেন,—"কি করি মহাশয়? হাসিটা আমার দোষ নয়, জ্যেঠাই মা বলিলেন, যাহা তিনি আদেশ করিবেন, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া অন্ধবিশ্বাসে তাহাই আমাকে পালন করিতে হইবে, এ কথা শুনিয়া কিরূপে আমি গাম্ভীর্য্য রক্ষা করি? কিরূপেই বা ধৈর্য্যধারণ করি? চাতকপক্ষী স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়; সূর্য্যের আলোক উপভোগ করে; তাহাকে যদি অন্ধকার গন্ধ মূষিকের গহ্বরে আসিতে দেওয়া হয়, চাতক কি তাহাতে সুখী হইতে পারে?"

কুমারীর এই প্রত্যুত্তর শ্রবণে বিস্ময় বিকশিত লোচনে মার্কুইস্ আবিগ্রিণী সেই রঙ্গভূমির নায়ক-নায়িকাগণের প্রতি বিস্ময়াকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ব্যারণটী জিজ্ঞাসা করিলেন, চাতক পক্ষী! এ কথাটার অর্থ কি!

সতৃষ্ণ নয়নে ডাক্তারের দিকে চাহিয়া ব্যারণ উত্তর করিলেন,—"আমি ত কিছু

বুঝিলাম না। আবার বলে গন্ধ মূষিক! ইহাত কখনও শুনি নাই। বড়ই দুর্ব্বোধ! বড়ই দুর্ব্বোধ!! কিছুই বোধগম্য হইল না।"

তাঁহাদের দেখাদেখি বউরাণীও যেন কিছু বুঝিলেন না। বিস্মিতনয়নে চাহিয়া কুমারীকে তিনি বলিলেন,—"আমার কথার কি তোমার এইরূপ প্রত্যুত্তর?"

রূপক অলঙ্কার কথার উপমা দেওয়া কুমারী অদ্রিয়ানীর চিরঅভ্যাস। এই ক্ষেত্রের উপমাটী বিজ্ঞ লোকেরা বুঝিলেন না, অদ্রিয়ানী ইহাতেই চমৎকৃত হইলেন। উপমা তাঁহারা বুঝিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়, কেবল চাতুরী করিয়া অবিজ্ঞ থাকিতেছেন ইহাও তিনি বুঝিলেন। বউরাণীর প্রশ্নে তিনি উত্তর দিলেন,—"ঐরূপ প্রত্যুত্তর ভিন্ন অন্য প্রকার প্রত্যুত্তর আমি কোথায় পাইব?"

ডাক্তার বেলিনিয়া মধ্যস্থ হইলেন। ঠিক যেন কুমারীর পক্ষ লইয়া তিনি প্রমোদিত স্বরে বলিলেন,—"ছাড়িয়া দেও, ছাড়িয়া দেও!! কুমারী অদ্রিয়ানীর প্রকৃতিই ঐরূপ; উনি আমাদের একটী মোহিনী পাগ্‌লী, ইহা আমি বেশ জানি। পুরাতন বন্ধু আমি, শত শতবার ঐ কথা তুলিয়া উঁহাকে আমি কতই সতর্ক করিয়াছি, কথায় কথায় আমোদ করা কুমারীর নিত্য অভ্যাস, আমি ইহা বেশ জানি।"

ডাক্তার যেন সত্য সত্যই কুমারীর পক্ষ হইলেন, এই ভাব বুঝাইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া অবিগ্রিণী কহিলেন,—"কুমারীকে সকলেই ভালবাসেন, সেইজন্যই উপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু গুরুতর কথায়, ঐরূপ উত্তর দেওয়াটা কি অল্পবয়স্কা কুমারীদের উচিত?

উগ্রস্বরে বউরাণী কহিলেন,—"যে জন্য আমরা সভা করিয়াছি, অদ্রিয়ানী সে উদ্দেশ্যটা বুঝিলেন না, ইহা আরও মন্দ! আমি যখন স্পষ্ট স্পষ্ট হুকুম প্রচার করিব, তখন তিনি বুঝিবেন,—উত্তমরূপে বুঝিবেন।" সম্মুখাসনে উপবিষ্টা কুমারী অদ্রিয়ানী করতলে ক্ষুদ্র চিবুকখানি বিন্যস্ত করিয়া বিস্ফারিতনয়নে বউরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া সগৌরব উপহাসে সকৌতুকে তিনি বলিলেন,—"হুকুম, হুকুম,—হুকুমটা কি জ্যেঠাই মা! আগে শুনি?"

কুমারীর উপবেশন ভঙ্গী, তখনকার নয়নভঙ্গী, পরিহাসের সুন্দর ভঙ্গী, অতি চমৎকার। কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন। কর্কশ স্বরে বউরাণী কহিলেন,—"কল্য হইতে তুমি আর গ্রীষ্ম নিকেতনে বাস করিতে পারিবে না। সখীগুলিকে জবাব দিতে হইবে; আমার বাটীতে আসিয়া বাস করিতে হইবে। এই বাটীর মধ্যে দুটী ঘর তুমি পাইবে; আমার বসিবার ঘরের ভিতর দিয়া না গেলে, সে দুই ঘরে প্রবেশ করিবার অন্য পথ থাকিবে না, একাকিনী তুমি আর বাটীর বাহির হইতে পাইবে না। আমার সহিত তোমারে গির্জ্জায় যাইতে হইবে; তোমার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। তোমার স্বেচ্ছাচারের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে. তোমার সমস্ত খরচ পত্রের ভার আমি গ্রহণ করিব; তোমার পরিধেয় বসন আমি প্রস্তুত করাইয়া দিব। যদবধি তুমি পূর্ণ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত না হও, তদবধি তোমার হস্তে নগদ টাকা পড়িবে না, ইহাই আমার আদেশ,—ইহাই আমার সঙ্কল্প।"

তিনটী বন্ধু একবাক্যে বউরাণীর ঐ সকল বাক্যে প্রতিধ্বনি করিয়া সায় দিলেন।

বেণীর তাগে ডাক্তার মহাশয় বলিলেন,—"খামখেয়ালী আর অতানন্দ ক্ষমার যোগ্য।"

সন্তুষ্ট হইয়া বউরাণী কহিলেন,—"তবেই ত হইল, ও রকম খামখেয়ালীর পরিণাম বড়ই ভয়ানক। কঠিন ব্যবস্থা করিয়া ঐরূপ প্রকৃতির দমন করা উচিত।"

তিনটী বন্ধুর সহিত বউরাণীর সঙ্কল্পের মিলন হইল। চারিজনেই চারিজনের মুখপানে চাহিয়া গুপ্ত অভিপ্রায়ে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লক্ষণ দেখিয়া অদ্রিয়াণী বুঝিলেন, ইহারা কি একটা ভয়ানক কাণ্ড বাধাইবে। তাঁহার প্রফুল্লতা কিছু কমিল, স্বাধীনতায় আঘাত লাগিল। এখন অবধি কথায় কথায় শ্লেষবাণ সন্ধান করিবেন, এইরূপ তাঁহার সঙ্কল্প হইল।

সহসা কুমারী অদ্রিয়াণী আসন হইতে উঠিলেন; পদ্মমুখখানি ঈষৎ রক্তরাগে রঞ্জিত হইল। মৃগনয়ন হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। গোরাবিণী তখন সগৌরবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইলেন; ধীরে ধীরে সুন্দর সুকুঞ্চিত কেশজাল অল্প অল্প সঞ্চালন করিলেন। বউরাণীর দিকে চাহিয়া বক্রস্বরে তিনি কহিলেন, "জ্যেঠাই মা! আপনি অতীত কালের কথা বলিয়াছেন, সুতরাং সেই সম্বন্ধে আমারও কিছু বলিতে হইবে;—বলিবার ইচ্ছা ছিল না, ভাবিতে আমি কষ্টও পাই, কিন্তু কি করি, আপনি আমারে বাধ্য করিলেন। দেখুন, এই ভদ্রাসন আমি ত্যাগ করিয়া গিয়াছি; এখানকার বাতাস আমাকে সহ্য হইল না, তিষ্ঠিতে পারিলাম না। ঘোরতর ভণ্ডামী, ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা নিত্য যেখানে আধিপত্য করে, সেখানে বাস করা আমার তুল্য বালিকার পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয়; বড়ই কষ্টের বিষয়।"

কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া মার্কুইস্ কহিলেন, "এতদূর রূঢ়কথা কর্কশ কথা বলা তোমার কি বিবেচনা-সঙ্গত হইল?"

গৌরবিণী কহিলেন, "আরও আমি কি বলিতাম তাহা আপনি শুনিলেন না। যাহা বলিতেছিলাম, তাহাও বলিতে দিলেন না। আচ্ছা, আপনি বলুন্ দেখি, জ্যেঠাই মার আবাসে বাস করিয়া আমি কি কি দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াছি?"

মার্কুইস্ কহিলেন, "উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত! যাহা দেখিয়া বালিকারা চরিত্র শিক্ষা করে, সেই সকল উৎকৃষ্ট শিক্ষার উপযুক্ত দৃষ্টান্তই তুমি দর্শন করিয়াছ।"

মার্কুইসের মুখে অনিমেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গৌরবিণী কহিলেন, "উৎকৃষ্ট! ঠিক কথা বটে! কেন না, এখানে আমি প্রত্যহই নূতন নূতন পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি। জ্যেঠাই মার প্রকৃতির যেরূপ পরিবর্ত্তন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার নিজেরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন। এই জন্যই কি তাহা উৎকৃষ্ট?"

ক্রোধে পাংশুবর্ণ হইয়া বউরাণী কহিলেন, "অদ্রিয়াণী, সত্য সত্য কে তুমি, তাহা এখন ভুলিয়া যাইতেছ।"

কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "না মা, কিছুই আমি ভুলি নাই, অন্য লোকে যেমন সব স্মরণ করিয়া রাখে, আমিও সেইরূপ স্মরণ রাখিয়াছি। সকল দিকেই ঠিক আছি। আমার আত্মীয় কেহই ছিলেন না, কাহার নিকট আশ্রয় চাহিব, কাহার সঙ্গে একত্র থাকিব, কাজেই একাকিনী থাকিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। নিজের ধন নিজে ভোগ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। কেননা, শ্বশুর ত্রিপদ আমার টাকাগুলি অপব্যয় করেন, তাহা অপেক্ষা সে

টাকাগুলি আমি আপন ইচ্ছামত ব্যয় করি, ইহাই আমি ভাল বুঝিয়াছিলাম।"

মর্দ্দর ত্রিপদ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কিরূপে তুমি ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলে, আমি তাহা কল্পনাপথেও—"

প্রভুত্বব্যাপক ভ্রুকুটি দেখাইয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "আপনি থামুন, আপনাকে আমি কিছুই বলিতেছি না। আপনার সম্বন্ধে কথা হইতেছে বটে, কিন্তু আপনাকে আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই; আপনার কথা কহিবার প্রয়োজন নাই; আপনি চুপ করিয়া থাকুন।"

তেজস্বিনীর তেজোময়ী জ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়া ব্যারণ ত্রিপদের [illegible] হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি থামিয়া গেলেন; [illegible]রাণীর দিকে চাহিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "[illegible]ন জ্যেঠাই মা! আমার টাকা আমি নিজে খরচ করিতে ইচ্ছা করিলাম, যেদিকে আমার রুচি সেই দিকেই অর্থবিনিয়োগ করিতে আমার ইচ্ছা হইল। যে নিকেতনে বাস করিব বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলাম, সেই নিকেতন আমি মনোমত করিয়া সাজাইয়া লইয়াছি। কদাকার অশিক্ষিত দাসী না রাখিয়া সুন্দর সুন্দর বালিকাগুলিকে আমি বাছিয়া লইয়াছি। তাহারা গরীবের মেয়ে, কিন্তু লেখা পড়া শিখিয়াছে, সুসঙ্গত শিষ্টাচারও শিখিয়াছে, আমার কাছে তাহারা দাসীত্ব করে না; বেতন আমি দিই বটে, কিন্তু দাসী মনে না করিয়া তাহাদিগকে আমি সহচরীভাবে রাখি। তাহারা আমার অনেক উপকার করে। কিরূপ উপকার, তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন না। মলিনবসনে তাহারা থাকে, সেটা আমি দেখিতে পারি না; তাহাদের সুন্দর সুন্দর মুখগুলি যাহাতে মানায়, কাজেই তাহাদিগকে আমি সেইরূপ সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদগুলি প্রদান করি। আপনি জানেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, তাহাই আমি ভালবাসি। এখন হইতেছে আমার নিজের পোষাকের কথা। নিত্য নিত্য আমি নানা প্রকার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করি; কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, কেবল আমার দর্পণ তাহা বিচার করিতে পারে, আর কেহই পারে না। আমি একাকিনী বাটী হইতে বাহির হইয়া যাই, সেটা আমার ইচ্ছা। আমি গির্জ্জায় যাই না, সে কথার উত্তর কি দিব? যদি আমার জননী জীবিত থাকিতেন, তাঁহার কাছে আমি ভক্তি দেখাইতাম। অপত্যস্নেহে কোলে লইয়া তিনি আমারে চুম্বন করিতেন। দেবতার বেদী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার উপর আমি পরম সুন্দর যুবক যুবতীর প্রতিমা রাখিয়াছি, তাহার ভাবার্থ আপনি জ্ঞাত নহেন। যাহা কিছু মনোহর, যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু সৌন্দর্য্যশালী, যাহা কিছু উজ্জ্বল, সেই সকল পদার্থকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া আমি পরমেশ্বরের উপাসনা করি। প্রতি প্রভাতে, প্রতি সায়াহ্নে "ধন্য জগদীশ, ধন্য জগদীশ" বলিয়া অন্তরের সহিত আমি প্রার্থনা করি। ইহার অধিক উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা আমি শিক্ষা করি নাই। আরও আপনি বলিয়াছেন, ডাক্তার বেলিনিয়ার সর্ব্বদা আমারে নির্জ্জন কক্ষে আমোদিনী উল্লাসিনী দেখিয়া থাকেন; তাঁহার চক্ষে সেটা অদ্ভুত বোধ হয়, ইহা সত্য! সংসারে যাহা কিছু ভীষণ, যাহা কিছু ঘৃণাকর, যাহা কিছু কষ্টকর, সেইগুলি বিস্মৃত হইয়া নির্জ্জনে যখন আমি চিন্তা করি, তখন আমার হৃদয়ে স্বর্গীয় বিমল আনন্দের উদয় হয়; আপন মনে হাস্য করি, আপন মনে নৃত্য করি, আপন মনে সৃষ্টিকর্ত্তার

গুণ গান করি। সুপ্রশস্ত সুন্দর গগন যেন আমার নয়নসমীপে আসিয়া উজ্জ্বল আভা বিস্তার করে। কত কি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য সেই গগনপটে আমি তখন দেখিতে পাই, কাহাকেও তাহা বুঝাইতে পারি না। তখন যেন আমার মনে হয়, পৃথিবীতে আমার জন্ম হয় নাই, পৃথিবীতে আমি যেন তখন উপস্থিত নাই।”

এই পবিত্র বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতে করিতে, কুমারী অদ্রিয়াণী পবিত্রানন্দে বিহ্বল হইলেন; তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, বদনে একপ্রকার অপূর্ব্ব জ্যোতি বিভাসিত হইল। সেই সময় তিনি সে গৃহে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। স্বপ্নাবেশেই যেন বলিতে লাগিলেন, “তখন আমি পবিত্র বায়ু সেবন করি, নবজীবন প্রাপ্ত হই, আত্মা যেন চরিতার্থ হয়। আমার অবোধ ভগিনীগণ স্বার্থপর জগতে পাশবশাসনে যন্ত্রণা ভোগ করেন, অধীনতারূপ নিদারুণ পাপে অবসন্ন হইয়া থাকেন। গৌরবের প্রবঞ্চনা, মোহকরী বিশ্বাসঘাতকত, আদরের অসভ্যতা, ঘৃণাকর আত্মত্যাগ, ঘৃণাকর বাধ্যতা তাহাদিগের আভরণ হয়। এই ত তাহাদের দশা। আর আমার গৌরবিনী ভগ্নীগণ!— তাঁহারা স্বাধীনা, ভক্তিমতী, সরলা, তাঁহাদের কোন কষ্ট নাই। শাসন করিবার প্রভু নাই, খোসামোদ করিবার চাটুকার নাই। ভক্তি-বশে কার্য্য করিবার নিমিত্তই তাঁহারা হস্ত পাইয়াছেন, অভক্তের নিকটে দাস্যবৃত্তি করিবার জন্য সে হস্ত বিনিয়োজিত হয় না; করিবার উপক্রম হইলেই তাঁহারা সরাইয়া লেন, আপনারাও সরিয়া সরিয়া আইসেন। ঐ আমার গৌরবিণী ভগিনীগণ, অন্তরে অন্তরে আমি তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছি। ইহা কেবল সান্ত্বনাসূচক স্বপ্ন নহে, অনন্তকালের সুপবিত্র ভরসা।

স্বর্গীয় জ্যোতিতে বিভাসিতা হইয়া এই সকল স্বর্গীয় বাক্য বলিতে বলিতে অদ্রিয়াণী একটু থামিলেন; সত্যই যেন তিনি স্বর্গে গিয়াছিলেন, স্বর্গ হইতে যেন নামিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া গৃহের নায়ক-নায়িকারা আনন্দে প্রমত্ত হইতেছিলেন, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি রহিল না।

বউরাণীর ঠিক পার্শ্বেই ডাক্তার সাহেবটী বসিয়াছিলেন, তাঁহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাক্তার চুপি চুপি বলিলেন, “কুমারী যাহা বলিতেছেন, সমস্তই উত্তম! আমাদের সঙ্গে যদি উঁহার মিল থাকিত, তাহা হইলেও উঁহার বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারিতাম না।”

মার্কুইস্ আবিগারিণী কহিলেন, “এই দুর্ব্বিনীতা কুমারীকে আমরা যে পথে আনিতে চাই, নিতান্ত কঠিনতা অবলম্বন না করিলে আমাদের সে মনোরথ পূর্ণ হইবে না।”

ডাক্তার বেলিনিয়ারকে সম্বোধন করিয়া মধুর হাসিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, “ডাক্তার মহাশয়! সে সব কথা যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহাদের কাছে তাহা ব্যক্ত করা কেবল উপহাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র। আমার কথাগুলি শুনিয়া আপনারা যেরূপ বুঝিয়াছেন, আপনাদের বিশ্বাসেই তাহা থাকুক। আনন্দে আমি যখন হাস্য করি, তাহা দর্শন করিয়া আপনি তখন বিলক্ষণ কৌতুক মনে করেন; মধ্যে মধ্যে আমারে ভর্ৎসনাও করেন; এখন আমি যাহা বলিলাম, ইহাতে সেই কৌতুক জাগাইবার উত্তম অবসর আপনি প্রাপ্ত হইবেন। এই সঙ্কটসময়ে আনন্দই আমার সেতু। জানেন ডাক্তার মহাশয়, আমার মাথায় যখন যে ভাব আইসে, তখনি তদনুসারে আমি কার্য্য করি। ছেলে-

বেলা যেমন প্রজাপতিগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটিতাম, এখনও বাসনার সহিত সেইরূপ আনন্দে আনন্দে ছুটিয়া থাকি।"

পিতা যেমন অপত্যস্নেহে হাস্য করেন, সেইরূপ হাস্য করিয়া ডাক্তার বেলিনিয়ার বলিলেন, "তোমার মাথার ভিতর দিয়া সেই সকল উজ্জ্বল উজ্জ্বল বিচিত্র প্রজাপতি তখন ছুটিয়া যাইত কি না, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে গেলে বাসনারূপ প্রজাপতিরা তোমারে প্রবৃত্তি জন্মাইত কি না, ঈশ্বরই জানেন। ও পাগ্‌লি! তোমার ঐ চাঁদমুখখানি যেমন সুন্দর, তোমার বিবেচনাশক্তি ক[illegible]ন সেইরূপ সুন্দর হইবে?"

হাস্য করিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "ডাক্তার মহাশয়! এইবার, এইবার। এখন আমি পবিত্র চি[illegible] পরিহার করিয়া পৃথিবীর সূত্র ধারণ করিব, [illegible]খিবার ভাষায় কথা কহিব। যাহা সত্য, অনি[illegible]কে সত্য জ্ঞান করিয়া যাহা আপনারা [illegible] করিতেছেন, তাহারই আমি ব্যাখ্যা করি[illegible] দিয়া শ্রবণ করুন্!"

বউরাণীকে স[illegible]ন করিয়া কুমারী বলিতে লাগিলেন, "জ্যেঠা[illegible]! আপনার যাহা সঙ্কল্প, তাহা আপনি আ[illegible] শুনাইয়াছেন; এখন আমার সঙ্কল্প শ্র[illegible] করুন। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি আমার গ্রীষ্ম-নিকেতন পরিত্যাগ করিব; আর একখানি সুন্দর বাড়ী আমি মনোনীত করিয়াছি, সেই খানে গিয়া বাস করিব। মনের আমার যে প্রকার ইচ্ছা, সেই প্রণালীতেই আমি থাকিব। আমার মাতা পিতা নাই, কেহই আমার কার্য্যের হিসাব চাহিতে পাইবে না; আপন ইচ্ছায় কার্য্য করিব, নিজের কাছেই হিসাব দিব, নিজের কাছেই নিকাশ দিব।"

স্কন্ধ কম্পিত করিয়া বউরাণী কহিলেন, "তোমার কথার কোন অর্থ নাই। মানুষকে নীতিশিক্ষা দিবার নিমিত্ত সমাজের একটী সঙ্গত অধিকার আছে, সেটী তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। সেই অধিকার আমরা চালাইব, আর আমরা উদাসীন থাকিব না।"

পরিষ্কার কণ্ঠে অদ্রিয়াণী কহিলেন, "ঠিক বটে, ঠিক বটে! আপনারাই সমাজের প্রতিনিধি। আপনি স্বয়ং, আপনার প্রিয়বন্ধু মার্কুইস্ আবিগ্‌রিণী, আর এই মন্থর ত্রিপদ, ইহাঁরাই ধর্ম্মনীতি অনুসারে সমাজ চালাইবার কর্ত্তা। অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত! এই নিমিত্তই মন্থর ত্রিপদ আমার টাকাগুলি তাঁহার নিজের টাকা মনে করিতেছেন। দেখুন্ জ্যেঠাই মা! কোন কোন বিষয়ে আমার কাছে আপনি অনেকগুলি কাজের কথা গোপন রাখিয়াছিলেন; এখন আমি আপনার নিকটে তদ্বিষয়ে কৈফিয়ৎ চাই।"

শুনিবামাত্র বউরাণী আর আবিগ্‌রিণী চমকিয়া উঠিলেন; মহা চিন্তাকুল-নয়নে উভয়ে উভয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন; অদ্রিয়াণী তাহা দেখিয়াও যেন দেখিলেন না; আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, "এখন আমার চূড়ান্ত সঙ্কল্প শ্রবণ করুন্। আমার যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই আমি থাকিব; যে প্রণালীতে থাকিবার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রণালীতেই দিনযামিনী যাপন করিব; আমি মনে করি, আমি যদি পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে এ বয়সে কেহই আমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিত না। আপনারা আমার স্বাধীন ইচ্ছা খর্ব্ব করিয়া নিষ্ঠুর অভিভাবকের প্রভুত্ব দেখাইবেন, ইহাই আপনাদের মৎলব; কিন্তু তাহা সিদ্ধ হইবে না। এ পর্য্যন্ত আমি যে ভাবে রহিয়াছি,—স্বাধীন, সরল, সৎ, পবিত্র যে ভাব আমি দেখাইতেছি, সকলেই তাহা দেখিতেছেন, এ ভাবের পরিবর্ত্তন করা আপনাদের সাধ্য নয়।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বউরাণী কহিলেন, "এই আবার একটা পাগ্‌লামী; একাকিনী থাকিবার ইচ্ছা। নীতি বর্জ্জিতা হইয়া লজ্জাশীলতার চরমসীমা স্পর্শ করা এই ইচ্ছার ফল।"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "তাহাই যদি হয়, আপনার মতে তবে গরীবের মেয়েরা কি করে? আমার ন্যায় যাহারা মাতৃ-পিতৃ হীনা, তাহারা একাকিনী থাকে, আমার ন্যায় স্বাধীন থাকে; তাহাদের সম্বন্ধে আপনার কিরূপ অভিপ্রায়? আমার ন্যায় তাহারা সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। কিরূপে আত্মার উন্নতি করিতে হয়, হৃদয় কিরূপে পবিত্র রাখিতে হয়, তাহা তাহারা জানে না। আমার ঐশ্বর্য্য আছে, সমস্ত প্রলোভন আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি; কিন্তু যাহাদের দুঃখের দশা, তাহারা প্রলোভনে ডুবিয়া পড়ে, অথচ সেই দুঃখের দশাতেও তাহারা সগৌরবে সাধু ভাব রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আপনি কি বলেন?"

ঘৃণায়—ক্রোধে অধীর হইয়া ব্যারণ নিজে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ঐরূপ পোকা-মাকড়ের অন্তরে পাপ-পুণ্যের বিচার থাকে না।"

নেত্র ঘূর্ণন করিয়া বউরাণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক অদ্রিয়াণী কহিলেন, "জ্যেঠাই মা! এই নিজমদারকে আপনি এখনি গৃহ হইতে বাহির করুন। ইহার এত বড় সাহস, এত বড় আস্পর্দ্ধা, আপনার সম্মুখে ঐরূপ ঘৃণিত কথা উচ্চারণ করে। আপনি আবার ঐ সকল ঘৃণিত কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে দেন। এখনি উহাকে বাহির করুন।"

টেবিলের নীচে সকলের পা ছিল, জানু দ্বারা ত্রিপদের জানু স্পর্শ করিয়া মার্কুইস আবিগ্‌রিনী এইরূপ ইসারা করিলেন যে, রাণি তপস্বিনীর মজ্‌লিসে ঐরূপ অসভ্যতা করা তোমার উচিত হয় না, নীলামঘরের দোকানেই এরূপ কথা শোভা পায়।" ব্যারণকে ঐরূপ ইঙ্গিত করিয়া, অদ্রিয়াণীকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে নম্রস্বরে মার্কুইস্ কহিলেন, "যে সকল গরীবের মেয়ের কথা তুমি বলিলে, তোমার মত গৌরবিণী মহিলার সঙ্গে তাহাদের তুলনা কখনই সম্ভবে না।"

মুখের দিকে চাহিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "এত প্রভেদ? আপনি না একজন ক্যাথলিক পুরোহিত? খৃষ্টানের মুখে ঐ কথা?"

নীরবাচনে মার্কুইস্ উত্তর করিলেন, "যাহা আমি বলিলাম, তাহার তাৎপর্য্য আছে। যেরূপ স্বাধীনভাবে তুমি থাকিতে ইচ্ছা কর, তাহার পরিণামফল বড়ই ভয়ানক। তোমার অভিভাবকেরা একদিন তোমার বিবাহ দিবে—"

আর বলিতে না দিয়া অদ্রিয়াণী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "অভিভাবকগণকে সে কষ্ট আমি দিব না। যদি কখনও বিবাহ করিতে হয়, নিজেই আমি মনোনীত করিয়া লইব। পশুধর্ম্মাচারী স্বার্থপর পুরুষেরা আমাদের গলদেশে চিরদিনের জন্য যে গুরুভার শৃঙ্খল বাঁধিয়া দেন, তাহাদের উপর আমার বিজাতীয় ঘৃণা।"

মনে যেন একটু ব্যথা পাইয়া বউরাণী কহিলেন, "বড়ই দাম্ভিকের কথা; পবিত্র বিবাহসংস্কারের নামে এতাদৃশ অবজ্ঞা করা বিবেকবতী উচ্চমহিলার পক্ষে নীতি বিরুদ্ধ?"

ব্যঙ্গোক্তি করিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "জ্যেঠাই মা, জ্যেঠাই মা! আপনার প্রাণে বাথা লাগিয়াছে? আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাই। আপনি কি ভয় পাইয়াছেন? যাহারা বিবাহ স্বীকার করিয়া বেড়ায়, আমার ঐরূপ কথা শুনিয়া তাহারা আমাকে বিবাহ করিতে চাহিবে না, আপনার মনে কি এই ভয়? উহাই আমি চাই। সত্যই আমি

প্রেমলীকারিগণকে ঘৃণা করি। আমার উপর তাহাদের ঘৃণা জন্মে, ইহাই আমার ইচ্ছা। খেয়াল আমার প্রিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষগুলি আমার প্রিয়; প্রেমলীকারীদের হস্ত হইতে উহারা আমাকে রক্ষা করুক, ইহাই আমার ইচ্ছা, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

বক্রস্বরে বউরাণী কহিলেন, "সে জন্য বড় ভাবিতে হইবে না; সংসারে যাহা কর্তব্য, তাহা তুমি ভুলিয়াছ; শিষ্টাচার ভুলিয়াছ, সভ্যতা ভুলিয়াছ; অহঙ্কারে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছ যে, প্রভাতে বেলা আটটার সময় তুমি ঘরে ফিরিয়া আইস। এ জনরব যদি সমাজে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে কেহই আর তোমার পাণিগ্রহণে অগ্রসর হইবে না।"

সতেজস্বরে তেজস্বিনী কহিলেন, "অগ্রসর না হইলেই মঙ্গল। যাহা আমি করিয়াছি, কেন তাহা গোপন করিব? আমি জীবনে কখনও মিথ্যাকথা জানি না।"

বউরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি স্বীকার করিতেছ? বেলা আটটার সময় তবে তুমি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছ?"

অদ্রিয়াণী উত্তর করিলেন, "যাহা আমি করি, সমস্তই স্বীকার করি; সত্যই আজ বেলা আটটার সময় আমি ঘরে আসিয়াছি।"

ত্রিবঙ্কুর দিকে মুখ ঘুরাইয়া বউরাণী কহিলেন, "শুনিতেছ তোমরা? নির্লজ্জের নির্লজ্জ কথাটা শুনিলে?"

"উঃ—ওঃ—আঃ!" এইরূপ নির্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া তিনজনেই মনোবেদনা প্রকাশ করিলেন; অধিকন্তু অভ্যাসবশে ডাক্তার সাহেবটী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

শ্রোতৃবর্গের আক্ষেপলক্ষণ দর্শন করিয়া অদ্রিয়াণী কিছু উত্তর করিবেন ভাবিতেছিলেন সহসা থামিয়া গেলেন। সহসা দারুণ ঘৃণায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন, একটীও উত্তর দিলেন না; সেই ভাবেই রহিলেন।

বউরাণী কহিলেন, "ওঃ! তবে উহা অখণ্ড সত্য! পাপীয়সি, তোর অনেক খামখেয়ালীতে আমি উপেক্ষা করিতাম, দেখিয়া দেখিয়া সহিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু এত বড় দুঃসাহসের কর্ম্ম তুই করিতে পারিস্, ইহা আমি জানিতাম না।"

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "ওটা আমার পাপ নয়, মিথ্যাকথা বলাই আমার বিশ্বাসে বেশী পাপ। আমি উহা পাপ বলিয়া গণ্য করি না।"

স্বরিতস্বরে বউরাণী প্রশ্ন করিলেন, "রাত্রে তবে কোথায় ছিলি? কিসের জন্য কোথায় গিয়াছিলি? আজ আমি—"

আর কিছু না শুনিয়া অদ্রিয়াণী উত্তর করিলেন, "আমি বলিয়াছি, মিথ্যাকথা জানি না, কখনই মিথ্যা বলি না, কিন্তু বেশী কথাও বলিতে জানি না। সেই উপলক্ষে আমার গ্লানির কথা উঠিয়াছে, দোষক্ষালনের জন্য সেই ঘৃণিত কথার খণ্ডন করিতেও ইচ্ছা করি না। এখন কাজের কথা ধরুন্। যে বাড়ীতে আমি থাকি, সে বাড়ী আমি পরিত্যাগ করিব; যেখানে আমার ইচ্ছা, সেইখানে থাকিব। আর একটী কথা, এ বাড়ী আমার, ইহা যখন আমি পরিত্যাগ করিব; তখন এখানে আপনি থাকুন কিম্বা নাই থাকুন, সেটা আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু দ্বিতলে এখন কেহই থাকে না, অভ্যর্থনাগৃহ ছাড়া সেখানে আর দুটী সুপ্রশস্ত মহল আছে, সেই দুটী মহল কিছুদিনের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

সবিস্ময়ে মাকুইসের বদন নিরীক্ষণ করিয়া বউরাণী কহিলেন, "সত্য সে দুটী মহল তোমার দরকার? কাহার জন্য? কাহাকে তুমি সেখানে রাখিবে?"

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "আমার তিনটী আত্মীয় থাকিবেন।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া বউরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার তিনটী আত্মীয়? কে তাহারা? এমন আত্মীয় কে?"

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "ভারতবর্ষের একটী রাজকুমার; মাতৃকুলের সম্বন্ধে তিনি আমার ভাই। দুই তিন দিনের মধ্যে তিনি এখানে আসিবেন, তাঁহাকে আমি সেই ঘরে রাখিব।"

কিছুই যেন জানেন না, এই ভাবে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ডাক্তারকে আর ত্রিপদকে আবিগ্‌রিণী কহিলেন, "শুনিতেছ তোমরা? এ সব কথা স্বপ্নেও আমরা ভাবি নাই।"

পূর্ব্ববৎ স্নেহ জানাইয়া ডাক্তার সাহেব কহিলেন, "ও সব কথা কেন? শোন, পাগলে কি না বলে?"

'ঠিক বলিয়াছ, বেশ বলিয়াছ' ডাক্তারের কথায় এই উত্তর দিয়া অদ্রিয়াণীর মুখপানে চাহিয়া বউরাণী কহিলেন, 'বাজে খরচ করিতে তুমি বড় ভালবাস। কথাটা উত্থাপন করিতে একটুও কি বিবেচনা আসিল না? আচ্ছা, নিষেধ করিব না, যাহা, ইচ্ছা তাহাই করিও, কেবল ঐ রাজকুমারের কথা, না আরও কিছু আছে? পরিষ্কার করিয়া বল।"

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "কেবল ঐ কথাই নয়, আরও কিছু আছে। আজ প্রাতঃকালে আমি শুনিলাম, আমার মাতৃকুলের আরও দুটী বালিকা পারিসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বয়স পঞ্চদশবর্ষ। মাতৃহীনা বালিকা। মার্শেল সাইমনের যমজা কন্যা, কল্য তাহারা আসিয়া একজন সাহসী সৈনিক পুরুষের ভবনে তাঁহার সধর্ম্মিণীর নিকটে অবস্থান করিতেছে; সেই সৈনিক পুরুষ ঐ দুটীকে সাইবীরিয়ার অরণ্য হইতে ফ্রান্সে আনয়ন করিয়াছে?

অদ্রিয়াণীর বদন হইতে এই বাক্য নির্গত হইবামাত্র বউরাণী কাঁপিয়া উঠিলেন। আবিগ্‌রিণী চমকিয়া গেলেন। মার্শেল সাইমনের কন্যারা পারিসে। আসিয়াছে অদ্রিয়াণী এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহারা কেহই ভাবেন নাই; তাঁহাদিগের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। ভয়ে এক সঙ্গে দুইখানি মুখ শুষ্ক হইয়া গেল।

গতিক দেখিয়া অদ্রিয়াণী মনে মনে হাসিলেন; মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "এত সংবাদ আমি রাখি, ইহা শুনিয়া আপনারা নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইয়াছেন; কিন্তু জ্যেঠাই মা! আরও কত যে কি আমি জানি, তাহা যখন শুনিবেন, তখন আপনাদের বিস্ময়ের আর সীমা থাকিবে না। যখন সময় আসিবে, তখন বলিব; এখন ঐ মার্শেল সাইমনের মেয়ে দুটীর কথা। এখন যেখানে তাহারা রহিয়াছে, সেখানে স্নেহ-যত্নের অভাব নাই সত্য, কিন্তু সেখানে সে দুটীকে বেশীদিন রাখা আমার অকর্ত্তব্য। সে বাড়ীর পরিবারেরা অতি সৎ, অতি দয়ালু, কিন্তু স্থানটী করাসী মার্শেলের কন্যাদের থাকিবার উপযুক্ত নয়। আমি নিজে গিয়া সে দুটীকে এখানে আনিব। সেই সৈনিকের পত্নীটীকেও সঙ্গে করিয়া আনিব; তিনি অপত্য নির্ব্বিশেষে মেয়ে-দুটীকে স্নেহ যত্ন করিবেন।

কুমারীর কথা সমাপ্ত হইবামাত্র, মাকু ইস্ আবিগ্‌রিণী চকিতনয়নে ব্যারণের মুখপানে তাকাইলেন। ব্যারণ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আর কেন, ঠিক হইয়াছে; বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। মেয়েটী নিশ্চয়ই পাগল।"

ব্যারণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন, "মার্শেল সাইমন শীঘ্রই পারিসে উপস্থিত হইবেন।

মেয়েদুটীকে আমি তাঁহার কোলে দিব। ভাবুন্ জ্যেঠাই মা! কত বড় আহ্লাদের কথা। মার্শেলের কন্যাদের যেমন স্থানে যেমন যত্নে থাকা উচিত, সেইরূপ স্থানে সেইরূপ যত্নে আমি রাখিয়াছি, উহা দেখিয়া তিনি বড়ই সুখী হইবেন। কল্য প্রাতঃকালে আমি সেই মেয়ে দুটীর জন্য পোষাকের বায়না দিব। যেমন সুন্দরী তাহারা, তাহার উপযুক্ত মূল্যবান্ বিচিত্র বসন [illegible]ইব। আমি শুনিয়াছি, মেয়ে দুটী যেন দে[illegible]। যাহাতে আমি সে দুটীকে ছোট [illegible] রতিদেবী সাজাইতে পারি, পরমযত্নে সেই [illegible] করিব।"

ব্যস্ত হইয়া বউরাণী কহিলেন, "হইয়াছে ত? যাহা কিছু বলি[illegible]র, সমস্ত বলিয়াছ ত? বক্তৃতা করিবার ক্ষমতাও দেখি বেশ হইয়াছে।" এই কথা বলিয়াই তিনি মার্কুইসের দিকে চাহিলেন। মার্কুইস্ [illegible] মানসিক যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। [illegible]রাণীর কর্কশকণ্ঠস্বরে তাঁহার দগ্ধ আত্মা যেন [illegible] শীতল হইল।

কুমারী কহিলে[illegible] "সমাপ্ত করিবার এখনও অনেক বিলম্ব [illegible] আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন্। মার্শেল [illegible]মনের কন্যাদুটীকে আমি রতিদেবী সাজাইব, আর সেই ভারতবর্ষীয় রাজকুমার, যাঁহার [illegible]থা—"

অধিকতর বিরক্ত হইয়া বউরাণী কহিলেন, "কেবল ঐ তিনটী, আ[illegible] তো নাই? সেই তিনটীর জন্য তুমি অত [illegible] করিবে? সত্য অদ্রিয়াণি! তোমার তুল্য জাঁকজমক দেখাইতে একজন রাজরাণীও পারেন না।"

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "ঠিক কথা, রাজপুত্রকে আমি রাজপুত্রের ন্যায় সম্মানে অভ্যর্থনা করিব। লিগ্‌নীর ডিউকের কন্যা দুটীকে রাজকন্যার ন্যায় সমাদর করিব। উদারহৃদয়ের অন্তর্ভূত বিলাস সংসারের বাহ্য বিলাসের সহিত যোগ করিলে যেমন হয়, তাহা আমি দেখাইব।"

ক্রমশঃ ক্রমশঃ অতিশয় উত্তেজিতা হইয়া বউরাণী কহিলেন, "সুকন্ম খুব ভাল, কথার ঘটাটা শুনিয়া মনে হইতেছে, তুমি যেন কোন রত্নখনির অধিকারিণী।"

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "আমিও ঐ কথা বলিব বলিব মনে করিতেছিলাম। মণিরত্নের খনি আমার নাই বটে, কিন্তু ঈশ্বর শীঘ্রই এমন দিন দিবেন, যেদিন আমি বর্ত্তমান সৌভাগ্য অপেক্ষা আরও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইব। রাণীরা যাহা পারেন না, আমি তাহা পারিতেছি, এই কথা আপনি বলিতেছেন। আচ্ছা জ্যেঠাই মা! এ রাণী কতদূর উচ্চ সত্তায় করিতে ক্ষমবতী, তাহাও আপনি দেখিবেন।"

মার্কুইসের কর্ণে যেন এককালে শত শত সহস্র সহস্র কণ্টক বিদ্ধ হইল। পদকের কথা তিনি অতি সঙ্গোপনে রাখিয়াছিলেন, ডাক্তার বেলিনিয়ার পর্য্যন্ত তাহা জানেন না। তিনি তাঁহাদের অত উপকারী বন্ধু, তথাপি তাঁহার কাছেও গোপন। ব্যারণ ত্রিপদ কুমারী অদ্রিয়াণীর বিষয়-বিভবের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তিনিও ঐ গুহ্যকথা জ্ঞাত নহেন। কোন প্রকার দলীলপত্রে যদি কোন প্রকার প্রসঙ্গ থাকে, সেই ভয়ে বউরাণী ইতিপূর্ব্বে অদ্রিয়াণীর পিতার সমস্ত কাগজপত্র জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। পদকের কথার ছন্দাংশ প্রকাশ পায়, এমন কোন নিদর্শনপত্রের চিহ্ন পর্য্যন্ত তিনি রাখেন নাই, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল; তথাপি আজি মার্কুইসের হৃদয় কম্পিত হইল; ভয়ে ভয়ে তিনি ভাবিলেন, অদ্রিয়াণী হয় ত কোন সূত্রে সেই গুহ্যতত্ত্ব অবগত হইয়া থাকিবে। যদি হইয়া থাকে, তবে অচিরেই সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া দিবে। বউরাণীর মনেও সেই ভাব।

সাবধান হইবার জন্য চঞ্চলস্বরে তিনি বলিলেন, "অদ্রিয়াণি চুপ কর, চুপ কর। পরিবারের গুহ্যকথা পরমযত্নে গুপ্ত রাখাই ভাল। কি মন্ত্রে করিয়া তুমি এই সকল কথা বলিলে, তাহা আমি ঠিক জানি না, তথাপি আমি তোমারে অনুরোধ করিতেছি, ও প্রসঙ্গ পরিত্যাগ কর।"

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "কেন মা! আমি ত কোন অপরিচিত লোকের কাছে উপস্থিত হই নাই। যাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা আমাদের পরিবারের পরমবন্ধু! ইঁহাদের কাছে কোন ন্যায্য কথা গোপন রাখিব কেন? এ কি! আপনি এত অস্থির হইতেছেন কেন? এতক্ষণ ত আপনাকে দিব্য সুস্থির দেখিতেছিলাম। এ কি হইল? কেন আপনার মুখখানি শুকাইয়া গেল?"

কুমারীর এই ব্যঙ্গোক্তিতে মর্ম্মবেদনা পাইয়া বউরাণী কহিলেন, "দেখ অদ্রিয়াণি! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, চুপ করিয়া থাক। ওরূপ কথা আর তুলিও না।"

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি জানি, সর্ব্বদা আপনি বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে মনোভাব গোপন রাখিতে অভ্যস্ত। আজ অকস্মাৎ আমার মুখে একটু ইঙ্গিতমাত্র শ্রবণ করিয়া কিজন্য এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত?"

বউরাণীর চাঞ্চল্যের অবধি রহিল না। মার্কুইসের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। কি সর্ব্বনাশ ঘটে, সেই ভয়ে ক্ষণকাল উভয়েই তাঁহারা নির্ব্বাক্! পরমেশ্বর সদয় হইলেন। গ্রহদেবতারা তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। সরলা কুমারীর মুখে তখন আর তাঁহাদিগকে সেই বজ্রশব্দ শ্রবণ করিতে হইল না। ঠিক সেই অবসরে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে একজন বৃদ্ধ আরদালী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "মা, মা! অকস্মাৎ মহা বিপদ। একজন মাজিষ্ট্রেট আসিয়াছেন, একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর আসিয়াছেন; মাজিষ্ট্রেট আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। তাঁহারা নীচের ঘরে বসিয়া আছেন, প্রাঙ্গণে অসংখ্য পুলিস-প্রহরী আর একদল অস্ত্রধারী সৈন্য।"

কারণ বুঝিতে না পারিয়াও বউরাণী সচঞ্চলে আসন হইতে উঠিলেন। ভয়ের সঙ্গে, সন্দেহের সঙ্গে, অনিশ্চয়তার সঙ্গে মনে একটু প্রবোধ আসিল। অদ্রিয়াণীকে লইয়া কি করিতে হইবে, কি উপায়ে তাহার মুখ বন্ধ করা যাইতে পারিবে, এই অবসরে মার্কুইসের সহিত সেই বিষয়ের পরামর্শ করিতে পারিবেন, তাঁহার অন্তরে তখন এই ভাবের উদয় হইল। মার্কুইসের দিকে চাহিয়া ভীতিসূচক চঞ্চলকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "অকস্মাৎ পুলিসের লোক কেন আসিল, কিছুই ত বুঝিতেছি না। এসো তুমি আমার সঙ্গে।"

বিনা বাক্যব্যয়ে মার্কুইস আবিগ্‌রিণী আসন হইতে উত্থিত হইয়া বউরাণীর অনুগামী হইলেন। উভয়ে একসঙ্গে পার্শ্বগৃহে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ আরদালী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বাসঘাতকতা।

নির্জ্জন গৃহে ও তিনজন। আরদালীর দিকে চাহিয়া বউরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাজিষ্ট্রেটকে কোন্‌খানে বসাইয়াছ ?"

আরদালী উত্তর করিল, "বড়লোকদিগকে যে ঘরে অভ্যর্থনা করা হয়, সেই ঘরে।"

বউরাণী কহিলেন, "যাও, তাঁহাকে আমার সেলাম দাও; কিয়ৎক্ষণ সেইখানে অপেক্ষা করিতে বল, শীঘ্র আমি যাইতেছি।"

সেলাম করিয়া আরদালী বাহির হইয়া গেল। চঞ্চলপদে বউরাণী মার্কুইসের সমীপ-বর্ত্তিনী হইলেন। স্বভাবতঃ মার্কুইসের মুখ আরক্ত গম্ভীর হইয়া থাকে, এখন তাঁহার সেই মুখ পাণ্ডুবর্ণ—বিশুষ্ক। চঞ্চলস্বরে বউরাণী কহিলেন, "অদ্রিয়াণী সব জানিয়াছে; এখন আমরা কি করিব ? ফ্রেডারিক, শীঘ্র বল, এখন আমাদের কি উচিত ?"

উদাসনয়নে চাহিয়া মার্কুইস্ উত্তর করিলেন, "আমি বলিতে পারি না, কথাটা প্রকাশ হইলে আমাদের ভয়ঙ্কর বিপদ।"

বউরাণী।—তবে কি সব গেল ? এত চেষ্টা, এত শ্রম, এত কৌশল, সমস্তই কি অতল জলে ডুবিল ?

মার্কুইস।—ডুবিবে কেন ? একটী উপায় আছে;—ডাক্তার।

বউরাণী।—সে কিরূপ ? এত শীঘ্র ? আজিকার মধ্যেই ? কিম্বা আরও বিলম্বে ?

মার্কুইস।—হাঁ, এত শীঘ্রই। দু ঘন্টা পরে ঐ দুষ্ট ছুঁড়ীটা মার্শেল সাইমনের মেয়ে দুটাকে আনিতে যাইবে।

বউরাণী।—তাহা ত যাইবে, কিন্তু এখন কর্ত্তব্য কি ? ডাক্তার রাজী হইবে না। আজিকার জন্য অপেক্ষা না রাখিয়া পূর্ব্বেই কার্য্যটা সমাধা করিতে পারিলে ঠিক হইত।

মার্কুইস।—যাহা হয় নাই, তাহার কথাই নাই। ডাক্তার অবশ্য রাজী হইবে, অবশ্যই আমাদের আদেশ মান্য করিবে।

বউরাণী।—কিরূপ হেতুবাদে ?

মার্কুইস।—কার্য্য সিদ্ধ হয়, আমি এমন একটা ফন্দী বাহির করিব।

বউরাণী।—বোধ কর, তুমি একটা ফন্দী বাহির করিয়াছ। আমরা যেন এখনি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু সেখানকায় বন্দোবস্ত থাকিবে কেন ?

মার্কুইস।—সেখানকার বন্দোবস্ত সমস্তই ঠিকঠাক। সর্ব্বদাই তাহারা প্রস্তুত থাকে।

বউরাণী।—ভাল, তাহা যেন হইল, ডাক্তারকে কি করিয়া সরাইয়া আনিবে ?

মার্কুইস।—এখন যদি ডাক্তারকে এখানে ডাকিয়া পাঠাই, অদ্রিয়াণী সন্দেহ করিবে। অদ্রিয়াণীর মনে যাহাতে কোন সন্দেহ স্থান না পায়, সাবধান হইয়া অগ্রে আমাদের তাহাই করা উচিত।

বউরাণী।—তাহা ত বটেই। ডাক্তারের প্রতি অদ্রিয়াণীর অখণ্ড বিশ্বাস।

মার্কুইস।—একটী পন্থা আছে। ডাক্তারের নামে আমি একখানা পত্র লিখি। তোমার একজন চাকর সেই পত্রখানা ডাক্তারকে দিয়া আসুক। বলিয়া আসুক, তাঁহার একজন রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন; সেই বাড়ী হইতেই এই পত্র আসিয়াছে।

বউরাণী।—উত্তম ফন্দী বাহির করিয়াছ। লেখ, লেখ, শীঘ্র লেখ। ঐ টেবিল, কাগজ, কলম, কালী সমস্তই ঐখানে প্রস্তুত।

তাড়াতাড়ি গিয়া মার্কুইস সেই টেবিলের কাছে বসিলেন; রাগে রাগে ফুলিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, পরীক্ষাটা হইল ভাল। এত সফলতা আমরা আশা করি নাই। যবনিকার অন্তরালে যে লোকটীকে আমরা লুকাইয়া রাখিয়াছি, সে লোকটী আমাদের সমস্ত কথা লিখিয়া রাখিয়াছে। ডাক্তার অতি সাবধানে বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছেন। সকল কথাতেই তিনি অদ্রিয়াণীর পক্ষ, বরাবর সেই ভাব দেখাইয়াছেন। তাহা ত হইয়াছে; কিন্তু আজই, এখনই কাজ করিতে হইবে. এটা বড় অসম্ভব কথা।

লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, চঞ্চলমানসে ঐরূপ ভাবনা আনয়ন করিয়া ধূর্ত্ত আবিগ্রিণী তৎক্ষণাৎ সেই লেখনীটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন; একটী কথাও লিখিলেন না। হতাশে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বউরাণীকে কহিলেন, "অহো! সিদ্ধিলাভের মুখাগ্রেই সকল আশা ভাসিয়া গিয়াছে। এ নৈরাশ্য অনির্ব্বচনীয়। কুমারী অদ্রিয়াণী মহা অপকার করিবে, আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে।"

বউরাণী।—শান্ত হও, শান্ত হও। নৈরাশ্যকে অত প্রশ্রয় দিও না। ডাক্তার আমাদের একান্ত অনুগত; তাঁহার টাকাও যথেষ্ট, প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। বিলম্ব করিও না, শীঘ্র একবার চেষ্টা করিয়া দেখ।

মার্কুইস।—(পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিয়া) আচ্ছা, তবে তাহাই হউক। ভাগ্যটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্।

বউরাণী।—মন্দটাই যদি প্রবল হয়, অদ্রিয়াণী যদি আজ সন্ধ্যাকালে মার্শেল সাইমনের মেয়ে দুটীকে আনিতে যায়, তাহা হইলেই বা এত ভয় কি? যে বাড়ীতে মেয়ে দুটী আছে, আমার বোধ হয়, অদ্রিয়াণী সেই মেয়ে দুটীকে সে বাড়ীতে দেখিতে পাইবে না।

মার্কুইস।—কি ভরসায় এ কথা বলিতেছ? রডিনের কথায়? বোধ হয়, সেটা অসম্ভব। রডিন বোধ হয়, এত শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; পারিলে জানাইত।

বউরাণী।—সে কথাও সত্য। আচ্ছা, লেখ তুমি ডাক্তারকে। আমার আরদালী ঐ পত্র দিয়া আসিবে। সাহস অবলম্বন কর। অবাধ্য ছুঁড়ীটাকে জব্দ করিতে আমরা অক্ষম হইব না। আমাদের হাতে অনেক উপায়।

কথা বলিতে বলিতে তেজস্বিনী বউরাণী মহাক্রোধে স্ফীতা হইয়া উঠিলেন; উদ্দেশে অদ্রিয়াণীকে বলিতে লাগিলেন, "ও অদ্রিয়াণি, অদ্রিয়াণি! উঃ! তুই কালসাপিনী! ঠাট্টা! কেবল ঠাট্টা!—কেবল ঠাট্টা! আচ্ছা, দেখ্ তার প্রতিফল! যেমন আজ তুই আমারে চিন্তাসাগরে ভাসাইলি, হাতে হাতে তেমনি তাহার প্রতিফল পাইবি!"

গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় বউরাণী একবার মার্কুইসের দিকে চাহিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "যতক্ষণ আমি না ফিরি, ততক্ষণ তুমি এই ঘরে থাক। পুলিস কেন আসিয়াছে, জানিয়া আসি। ফলাফল শীঘ্রই তোমারে জানাইব। তোমায় আমায় এক সঙ্গেই পুনরায় সভাগৃহে প্রবেশ করিব।

বউরাণী বাহির হইয়া গেলেন, মার্কুইস আবিগ্রিণী ক্রোধে ক্রোধে কম্পিত-হস্তে, অধীরবচনে তাড়াতাড়ি গোটাকতক অক্ষর লিখিয়া ফেলিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ফাঁদ।

সভাগৃহে অদ্রিয়াণী। নিকটে ডাক্তার বেলিনিয়ার আর ব্যারণ ত্রিপদ।

বাড়ীতে পুলিস আসিয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অদ্রিয়াণী কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এগ্রিকোলা যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহা বুঝি সত্য হইল। সেখানে না পাইয়া পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেট এই প্রাসাদেও তাঁহার অন্বেষণে আসিয়াছে।

এগ্রিকোলাকে যে ঘরে লুকাইয়া থাকিতে বলিয়া আসিয়াছেন, সে স্থান হইতে কেহই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, অদ্রিয়াণী ইহা নিশ্চয় জানিলেও তাঁহার মন স্থির হইল না। ডাক্তার বেলিনিয়ারের নিকটে এগ্রিকোলার পরিচয় দিবার এই এক উত্তম অবসর, অদ্রিয়াণী তখন এইরূপ ভাবিলেন। ডাক্তার তখন চুপি চুপি ব্যারণের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া সুললিত মধুরস্বরে অদ্রিয়াণী তাঁহারে কহিলেন, "মস্যুর বেলিনিয়ার! নির্জ্জনে আপনার সহিত গুটীকতক কথা কহিতে আমি ইচ্ছা করি।"

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিলেন। দূরবর্ত্তী এক গবাক্ষের সমীপবর্ত্তী হইয়া কুমারীকে তিনি কহিলেন, "সর্ব্বদাই আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী।"

ব্যারণ ত্রিপদ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অদ্রিয়াণী নিকটে ছিলেন, ব্যারণের বোধ হইতেছিল যেন, দেহের নিকটে আগুন জ্বলিতেছে। এখন তিনি সরিয়া গেলেন, ব্যারণের দগ্ধ গাত্র শীতল হইল। তিনি তখন একধারে দণ্ডায়মান হইয়া, গৃহভিত্তি সংলগ্ন একখানি চিত্রপটের প্রতি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অঙ্গুলি-সঙ্কেতে, মস্তক সঞ্চালনে, গ্রীবা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া সেই ছবিখানির কতই প্রশংসা করিতেছেন, তাহার যেন সীমা হইতেছে না।

ডাক্তারকে লইয়া অদ্রিয়াণী যেখানে দাঁড়াইয়াছেন, সেখান হইতে ব্যারণটী অনেক দূরে। সেখানে কথা কহিলে ব্যারণ শুনিতে পাইবেন না, ইহা স্থির বুঝিয়া সুকোমলকণ্ঠে ডাক্তারকে তিনি কহিলেন, "ডাক্তার মহাশয়! আপনি আমার বন্ধু, আমার পিতারও বন্ধু ছিলেন, আপনার সঙ্গে আমার উভয় সম্পর্ক; পিতৃবন্ধু এবং নিজ বন্ধু। যদিও আপনি এখন অন্যদলে মিশিয়াছেন, তথাপি আমি জানি, এখনও আপনি আমার অকৃত্রিম মিত্র।"

ডাক্তারের মুখে মৃদু মৃদু হাসি, বদন বেশ প্রফুল্ল। কুমারীর বাক্যের উত্তরে তিনি কহিলেন, "আমি অন্য দলে মিশিয়াছি, এমন কথা আপনি বলিবেন না।"

কুমারী কহিলেন, "সেজন্য আমি আপনাকে ভৎসনা করিতেছি না। আপনি এখন আমার একটী অনুরোধ শ্রবণ করুন্। আপনি সর্ব্বদাই বলেন, আমার প্রতি আপনার অন্তরের শ্রদ্ধা আছে, অবসর উপস্থিত হইলে আপনি আমার উপকার করিবেন, এ কথাও আপনি অনেকবার বলিয়াছেন। সেই কথাটী আজ আমি স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

ডাক্তার।—পরীক্ষা করুন, তখন দেখিবেন, অঙ্গীকার পালন করিতে জানি কি না।

অদ্রিয়াণী।—বেশ কথা; একটী প্রমাণ আপনি প্রদর্শন করুন।

ডাক্তার।—আমিও বলি, বেশ কথা। কথা রাখিতে আমি কেমন জানি, এখনি তাহা আপনি বুঝিবেন। আজ আপনি আমার কাছে কি উপকার চান?

অদ্রিয়াণী।—সেই মাজিষ্ট্রেটের সহিত আজিও আপনার পূর্ব্বরূপ বন্ধুত্ব আছে?

ডাক্তার।—বেশ আছে। মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্বরভঙ্গ হয়, আমি চিকিৎসা করি। এবারেও সেইরূপ হইয়াছে, আমিই তাঁহার চিকিৎসা করিতেছি।

অদ্রিয়াণী।—আমার একটী বিশেষ আবশ্যক। তিনিই সিদ্ধির মূল, তাঁহার দ্বারা সেইটী আপনি সিদ্ধ করিয়া দিবেন।

ডাক্তার।—আপনার আবশ্যক? কিরূপ, অনুমতি করুন্।

সবে মাত্র এই কথা হইতেছে, এমন সময় সেই আরদালী প্রবেশ করিয়া ডাক্তারের হস্তে একখানি পত্র দিল;—কহিল, "একজন পিয়াদা এই পত্র আনিয়াছে, বলিতেছে, বিশেষ দরকার।"

পত্র দিয়াই আরদালী চলিয়া গেল। মৃদু হাসিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "গুণীলোকের এই বড় যন্ত্রণা; এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের অবসর নাই। দিবারাত্র পরিশ্রম।"

ডাক্তার।—ও কথা আর বলিবেন না। লোকে মনে করে, আমাদের লোহার শরীর, যত লোকের শরীরের স্বাস্থ্য আমরাই যেন একচেটীয়া করিয়া লইয়াছি, ইহাই তাহারা ভাবে। সত্যই তাহাদের দয়ামায়া নাই। দেখি দেখি, কি লিখিয়াছে।

খাম খুলিবার অগ্রেই শিরোনাম দেখিয়া ডাক্তার সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, মাকু ইস আবিগ্রিণীর হাতের লেখা। পত্রে বেশী কথা ছিল না; তাড়াতাড়ি মোড়কটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ডাক্তার সাহেব একবারমাত্র কটাক্ষপাত করিয়াই সব কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিলেন; শিহরিয়া উঠিলেন; গ্রীবা মস্তক সঞ্চালন করিয়া ত্বরিতস্বরে কহিলেন, "অদ্ভুত! কি আশ্চর্য্য! কি চমৎকার! অসম্ভব!! লোকটা নিশ্চয়ই পাগল!"

দয়া যাহাদের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, কোন একটী অবসর উপস্থিত হইলেই দয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া হৃদয়কে প্রস্ফুটিত করে। ডাক্তারের ভাব দেখিয়া অদ্রিয়াণী বুঝিলেন, কোন সঙ্কটাপন্ন রোগীর সমাচার। কুমারী অদ্রিয়াণী পরম দয়াবতী। দয়াবশে ডাক্তারকে তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "কোন অভাগা রোগী আপনাকে ডাকিতেছে; আপনার প্রতিই তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস; শীঘ্রই আপনাকে যাইতে লিখিয়াছে। আহা! বিপদকালে লোকের মনের ভাব এইরূপই হয়। আহা! ডাক্তার মহাশয়! গরীবের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না; যাহার প্রতি যাহার বিশ্বাস, উপযুক্ত সময়ে তাহাকে প্রাপ্ত হইলে নির্জ্জীব আশা সজীব হয়। এ বিশ্বাস অতি মধুর।"

দয়াবতী কুমারীর মনোভাবের সহিত আবিগ্রিণীর লিখিত পত্রের নির্ঘণ্টের যতদূর বৈপরীত্য, কুমারীর করুণাজ্ঞাপক কথাগুলি ততদূর কোমলতার সহিত উচ্চারিত হইল। ডাক্তার বেলিনিয়ার সেই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া অন্তরে বিষম বেদনা প্রাপ্ত হইলেন। কতই যেন যাতনা অনুভব করিয়া কুমারীর কমল-বদনে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "একজন রোগীর কথাই বটে; আমার প্রতি তাহার ষোল আনা বিশ্বাস, এ কথাও সত্য বটে; কিন্তু সেই রোগী আজ আমাকে একটা অসাধ্য সাধন করিতে বলিতেছে। এদিকে

আপনার সরলতা দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইতেছি। সেই রোগী আপনার অপরিচিত; তাহার উপকারের জন্য আপনি কেন এত ব্যাকুলিনী ?"

অদ্রিয়াণী।—অসহায়, বিপদ্‌গ্রস্ত, দরিদ্রের নামে স্বভাবতই দয়া আইসে। রোগীটী বিপদাপন্ন, ইহা বুঝিয়াই আমি কাতর হইতেছি। এইমাত্র যে লোকটীর উপকারের জন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা আপনার সহায়তা আমি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সে লোকটীর সঙ্গেও পূর্ব্বে আমার জানা-শুনা ছিল না। সে এখন বিপদ্‌গ্রস্ত, তন্নিমিত্তই তাহার উপকার করিতে আমার এত আকিঞ্চন। একটু পরিচয়ের কথা আমি আপনাকে বলি। সাইবীরিয়া হইতে যে দয়াবান্ সৈনিকপুরুষ মার্শেল সাইমনের দুটা ছুটীকে পারিসে আনিয়াছেন, আমি তাঁহার উপকার করিতে চাই, সেই লোকটী সেই সৈনিক পুরুষের পুত্র। অতি সৎ, উত্তম কারিগর, তাঁহার পরিশ্রমেই তাঁহার পরিবার প্রতিপালিত হয়। ঘটনা কিরূপ, তাহাও আমি আপনাকে বলিতেছি।

বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী যে বিশ্বাসের কথাটী ডাক্তারকে বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল। আবিগ্‌রিণীকে সঙ্গে লইয়া উগ্রমূর্ত্তি চঞ্চলা বউরাণী হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহিরে ক্রোধ, অন্তরে আনন্দ, বউরাণীর মুখ দেখিয়া সুস্পষ্ট সেই ভাবটী ধরা গেল।

প্রবেশ করিবামাত্র মার্কুইস্ আবিগ্‌রিণী আশুগতি ডাক্তার বেলিনিয়ারের প্রতি সোদ্বেগ চঞ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ডাক্তার একবার মাথা নাড়িলেন। নীরবক্রোধে ধূর্ত্ত আবিগ্‌রিণী অধরোষ্ঠ দংশন করিলেন। ডাক্তারের উপরেই তাঁহার পূর্ণবিশ্বাস ছিল, বর্ত্তমান দৃশ্য দর্শন করিয়া সন্দেহে সন্দেহে মনে মনে তিনি ভাবিলেন, চিরদিনের মত তাঁহার সে বিশ্বাসের আশা ধ্বংস হইয়া গেল।

তাঁহারা উভয়েই দেখিলেন, একধারে ত্রিপদ দাঁড়াইয়া ছবি দেখিতেছে, একধারে গবাক্ষপার্শ্বে ডাক্তার আর অদ্রিয়াণী দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। দেখিয়াই বউরাণীর চক্ষু জ্বলিয়া গেল। চঞ্চলস্বরে সকলকেই তিনি বসিতে বলিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে অদ্রিয়াণীর দিকে অঙ্গুলী হেলাইয়া অন্তর্জাত ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া ঘৃণিতস্বরে বউরাণী কহিলেন, "শোন তোমরা, এই উড়কা মেয়েটার কাণ্ড-কারখানা একবার শোন।"

অদ্রিয়াণীর অভিমান উপস্থিত হইল; সগর্ব্বে তিনি মস্তক উন্নত করিলেন। বদন রক্তবর্ণ হইল। তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিলেন। বউরাণী যে আসনে বসিয়াছিলেন, দ্রুতপদে তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া ডাক্তারকে কহিলেন, "দেখুন, অবিলম্বে আপনি আমার গৃহে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বিশেষ কথা আছে।"

ডাক্তারকে এই কথা বলিয়াই কুমারী আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেন;—প্রথমে প্রবেশ করিয়া যে আসনের উপর মাথার টুপীটী ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন সেই আসনের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। টুপীটী তুলিয়া লইবেন, এইরূপ উপক্রম; চঞ্চলা হইয়া আসন হইতে উঠিয়া বউরাণী কহিলেন, "কি কর, কি কর ?"

সগৌরবে কুমারী কহিলেন, "আমি চলিলাম আপনার মনের সঙ্কল্প আপনিই প্রকাশ করিলেন, আমার যাহা বলিবার, তাহাও

আমি বলিয়াছি। তবে আর কেন? আমি এখন গৃহে যাই।"

তাচ্ছীল্যভাবে এই কথা বলিয়াই অদ্রিরাণী ক্ষিপ্রহস্তে টুপীটী তুলিয়া লইলেন। বউরাণী দেখিলেন, শীকার পলায়, তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া কম্পিত কুমারীর একখানি হস্ত চাপিয়া চাপিয়া ধরিলেন, সংস্তে হুকুম করিলেন,—"যাইও না, যাইও না, থাক।"

দারুণ ঘৃণায়, দারুণ মর্ম্ম-বেদনায় তীব্রস্বরে কুমারী কহিলেন, "ছি ছি, আমরা এককালে অধঃপাতে গিয়াছি।"

অবজ্ঞাদর্শনে কুমারীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বউরাণী কহিলেন, "পালাবে? ভয় হইয়াছে?"

কুমারী আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল। ক্রোধে একটানে হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া টুপীটী আবার সেইখানে ফেলিয়া রাখিলেন, ধীরে ধীরে আবার আসনে গিয়া বসিলেন, উগ্রস্বরে কহিলেন,"আপনি বুঝি আমার ভয় দেখিলেন? ছি ছি! একটা তুচ্ছ কথায় অদ্রিরাণী ভয় পায়? এ অপবাদ অদ্রিরাণীর প্রাণে অসহ্য! বলুন আপনি, আপনার কি কি কথা, আমি সমস্তই শুনিতেছি!"

বচনগুলির সঙ্গে সঙ্গে অভিমানিনী কুমারীর চক্ষে জল আসিল; ক্রোধাগ্নির সঙ্গে অশ্রু। করযুগল বক্ষস্থলে আবদ্ধ; সুগোল বক্ষস্থল ঘন ঘন বিকম্পিত। ক্রোধে, অভিমানে, গর্ব্বে গালিচার উপর পদাঘাত করিতে লাগিলেন; একদৃষ্টে জেঠাইমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। জেঠাইমা মনে মনে হাসিলেন। যে তরল হলাহল রসনাগ্রে সঞ্চিত হইয়াছিল, বিন্দু বিন্দু করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিবেন, সেই সংকল্পে মহোৎসাহে জুলিতে লাগিলেন। মনে মনে বুঝিলেন, কুমারী মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছে, আর পালাইতে পারিবে না। বন্ধুগণকে বলিতে লাগিলেন, "শোন তোমরা, পুলিস আসিয়াছিল, মাজিষ্ট্রেট আসিয়াছিলেন; মাজিষ্ট্রেট আমাকে বলিলেন, একটা ওয়ারীণে আসামী ভয় পাইয়া আমাদের উদ্যানবাটীতে প্রবেশ করিয়াছে।"

অদ্রিরাণী শিহরিয়া উঠিলেন! ভাবিলেন, সেই কথাই তবে ঠিক হইল, নিশ্চয়ই তবে এগ্রিকোলার কথা। ভাবনা হইল, কিন্তু সে ভাব কাহাকেও বুঝিতে দিলেন না। তৎক্ষণাৎ শান্তভাব ধারণ করিয়া এই প্রবোধ পাইলেন, যেখানে এগ্রিকোলাকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, সেস্থান হইতে তাঁহাকে বাহির করা পুলিসের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব।

বউরাণী বলিতে লাগিলেন, "মাজিষ্ট্রেট এই বাড়ীতে অন্বেষণ করিতে চাহিলেন; আইনের ক্ষমতা, আমি তাহাকে নিষেধ করিতে পারিলাম না; বলিলাম, অগ্রে উদ্যানবাড়ীটাই অন্বেষণ করা হউক। তিনি সম্মত হইলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম; আমার পরিচারিকা বিবি গ্রীবয়িস্ আমার সঙ্গে ছিল। অদ্রিরাণীর অনেক প্রকার দুর্ব্যবহার আছে বটে, কিন্তু উহাকে ফৌজদারী হাঙ্গামায় লিপ্ত মনে করিতে আমার সংশয় জন্মিইয়াছিল, কিন্তু শেষে দেখিলাম, উঃ!"

তীব্রদর্শনে চাহিয়া অদ্রিরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শেষে আপনি কি দেখিলেন?"

বউরাণী কহিলেন, "শীঘ্রই জানিতে পারিবে। বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলে, বড়ই অহংকার দেখাইতেছিলে, কথায় কথায় ঠাট্টা জুড়িয়াছিলে, এইবার ধরা পড়িয়াছ। হাঁ, মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আমি উদ্যানবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, শ্রীমন্দিনিকেতনে প্রবেশ করিলাম, তিনটী গৃহকে

দর্শন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট চমকিয়া উঠেন। নাট্যশালার নটীরা যেমন বেশভূষা করে, সখী তিনটীর ঠিক সেই রকম সজ্জা। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি বলিলাম, "রিপোর্টে আপনি এ কথা লিখিয়া লউন। অপব্যয়ের ঘটা, কেবল ঐ উচক্কা ছুঁড়ীদের পোশাকের পক্ষে নয়, সকল বিষয়েই অসম্ভব অপব্যয়।"

ত্রিপদ কহিলেন "খুব ভালই করিয়াছেন। ঐ সকল কথা হাকিম-সম্মুখে জানাইয়া রাখা উচিত।"

এগ্রিকোলার কি হইল, সেই চিন্তাতেই তখন অদ্রিয়াণী চিন্তিতা। বউরাণীর কথায়, অথবা বিপক্ষের কথায় তিনি একটীও উত্তর দিলেন না; নীরবেই শুনিতে লাগিলেন।

বউরাণী বলিতে লাগিলেন, "তিনটী নর্ত্তকীকে ম্যাজিষ্ট্রেট অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কোন লোক আজ প্রাতঃকালে গ্রীষ্ম নিকেতনে প্রবেশ করিয়াছিল কি না, বারবার এই কথা প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তাহারা তিনজনেই মিথ্যাকথা বলিল। এক বাক্যে জবাব দিল, কাহাকেও তাহারা প্রবেশ করিতে দেখে নাই।"

অদ্রিয়াণীর আহ্লাদ হইল। ভাবিলেন, তবে এগ্রিকোলা নিরাপদ। অতঃপর ডাক্তার বেলিনিয়ার সকল দায় উদ্ধার করিবেন!

বউরাণী বলিতে লাগিলেন, "সকল ঘর অন্বেষণ করা হইল, কোথাও পাওয়া গেল না।" বিবি গ্রীবম্নিস্ সেই সময় বলিল, কুমারী অদ্রিয়াণী আজ বেলা আটটার সময় বাগানের ফটক খুলিয়া গৃহে আসিয়াছিলেন, ফটকটা হয় ত খোলাই ছিল, পুলিশ যাহাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেই লোক হয় ত সেই ফটক দিয়াই প্রবেশ করিয়া থাকিবে।"

অবসর বুঝিয়া ত্রিপদ কহিলেন, "বেলা আটটার সময় যুবতী স্ত্রীলোকে ঘরে ফিরিয়া আইসে, সে কথাটাও রিপোর্টে লিখাইয়া দিলে ভাল হইত।"

বউরাণী কহিলেন, "আমিও তাহা ভাবিয়াছিলাম, ম্যাজিষ্ট্রেট হয় ত লিখিয়াও লইয়াছেন। কেন না, তাঁহার তখনকার মুখের ভাব দেখিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম, সমাজে যাহার এত উচ্চ মান, এত উচ্চ সম্ভ্রম, সেই যুবতীর এরূপ ঘৃণাকর ব্যবহার সরকারী রিপোর্টে লিখিয়া লওয়া তাঁহার অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইয়াছিল।"

অদ্রিয়াণীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। উচ্চৈঃস্বরে তিনি কহিলেন, "ঠিক কথা, আপনার মর্য্যাদা আর সেই ম্যাজিষ্ট্রেটটীর মর্য্যাদা ঠিক এক রকম। বেলা আটটার সময় আমি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছি, ইহা ভয়ঙ্কর গ্লানির কথা বটে; বেলা আটটার সময় ঘরে ফিরিয়া আসিলে কুলকন্যার মর্য্যাদা থাকে না। আপনারা উভয়ে যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখিতেন, আপনাদের যদি কিছু বিবেচনা আসিত, তাহা হইলে আপনারা পরিবারের গ্লানিটাকে তত উচ্চপদ দিতেন না। যদি আমি ছয়টার সময় বাহির হইয়া থাকি, আটটার সময় ফিরিয়া আসিয়াছি, ইহা কি নিতান্তই অসম্ভব?"

তাচ্ছীল্যভাবে উড়াইয়া দিয়া বউরাণী কহিলেন, "ধূর্ত্ততা দেখ, ছলনা দেখ; বসিয়া বসিয়া এতক্ষণ ফন্দীটা খাটাইয়া লইয়াছে!"

গম্ভীরবদনে অদ্রিয়াণী কহিলেন, "ইহার মধ্যে কিছুই ছলনা নাই; যাহা সম্ভব তাহাই আমি বলিলাম। ডাক্তার বেলিনিয়ার আপনাদিগকে ইহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন। আপনাদের কাছে আমি আর সে কথা বলিব না।"

ত্রিপদ কহিলেন, "ডাক্তারের মুখে শ্রবণ করিবার পর কথাটা কিন্তু রিপোর্টে উঠিবে।"

মার্কুইস আবিগ্রিণী গভীর নিস্তব্ধ। ললাটে হস্তার্পণ করিয়া নতবদনে তিনি বসিয়া রহিয়াছেন। কথাগুলি শুনিতেছেন কি না, বুঝা যাইতেছে না। গভীর-চিন্তায় নিমগ্ন! সময় গেল, সন্ধ্যার পর যদি কুমারী অদ্রিয়াণী মার্শেল সাইমনের কন্যা জুলীকে দেখিতে যায়, তাহাদের সঙ্গে যদি ইহার বাক্যালাপ হয়, তাহা হইলে মহা বিপদ। বাধাই বা কে দিবে? কুমারী অনন্তই যাইবে। আমাদের আশা নির্মূল হইয়া যাইবে, উহাই তিনি ভাবিতেছেন।

বউরাণী বলিতে লাগিলেন, "কটা কথাই বা আমি বলিয়াছি, কটাই বা তোমরা শুনিয়াছ? এখন আমি যে কথা বলিব, তাহা শুনিলে তোমাদের মুখে আর কথা সরিবে না। মাজিষ্ট্রেটের মুখেও কথা সরে নাই। কোন ঘরেই আসামীকে পাওয়া গেল না; শেষকালে কুমারীর শয়নঘরে অন্বেষণ করা হইল, সে ঘরেও কেহ ছিল না। ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় বিবি গ্রীবয়িস্ দেয়ালের গায়ে একটা সোণার আংটা দেখিয়া আমারে ইসারা করিল। আমি সেই কথা মাজিষ্ট্রেটকে বলিলাম। মাজিষ্ট্রেট সেই গুপ্ত দরজা টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন। ওঃ! যাহা দেখিলাম, তাহা ভয়ঙ্কর! অতি ভয়ঙ্কর!! অতি ঘৃণাকর!!! বলিতে আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হয়!"

অদ্রিকোলার গুপ্তকক্ষ প্রকাশ হইয়াছে, [illegible] দুঃখে অত্যন্ত কাতরা হইলেও কুমারী অদ্রিয়াণী কহিলেন, "জ্যেঠাই মা! যাহা বলিতে শরীর কণ্টকিত হয়, তাহা তবে কি করিয়া বলিবেন? বলা যদি উচিত বিবেচনা না করেন, তবে তাহা বলিয়া কাজ নাই।"

[illegible] সহিত হাস্য করিয়া বউরাণী বলিলেন, "বটে—বটে! উচিত আছে; আপন শয়নকক্ষে তুমি একজন অপর পুরুষকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে।"

মার্কুইস আবিগ্রিণীর ধ্যানভঙ্গ হইল। গুপ্ত আনন্দে বাহ্য ক্রোধে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কুমারীর শয়নগৃহে একজন মানুষ লুকাইয়াছিল?"—প্রতিধ্বনি করিয়া ব্যারণ ত্রিপদ বলিয়া উঠিলেন, "কুমারী অদ্রিয়াণীর শয়নগৃহে একজন মানুষ? ওহো হো! সে কথাটাও বোধ হয় রিপোর্টে লেখা হইয়াছে!" বিজয়-উৎসবে প্রমত্ত হইয়া বউরাণী কহিলেন, "তাহা কি আর রিপোর্টে লিখিতে বাকী আছে? ওটা যে আসলকথা।"

মনোভাব গোপন করিয়া ডাক্তার বেলিনিয়ার কহিলেন, "লোকটা অবশ্যই তবে চোর, তদ্ভিন্ন আর কিছু অনুভব করা অসম্ভব। নিশ্চয়ই চোর, ইহাই সাফ কথা।"

নীরসকণ্ঠে বউরাণী কহিলেন, "তুমি নাকি মেয়েটাকে বেশী প্রশ্রয় দাও, তাহাতেই কোন মন্দকথা তোমার মনে লয় না।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া ত্রিপদ কহিলেন, "আমরা এক রকমের চোর জানি, তাহারা দিব্য দিব্য যুবাপুরুষ, তাহাদের ধনদৌলতও অনেক।"

বউরাণী কহিলেন, "না গো না; তা নয়; আমাদের অদ্রিয়াণী তত উঁচুপথে চলেন না; ব্যবহারে প্রকাশ, ছোটলোক-সঙ্গ! ভীষণ অপরাধ! যে লোকটা লুকাইয়াছিল, তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝা গিয়াছে, সে একজন কর্ম্মকার মিস্ত্রী।"

কতই যেন লজ্জা পাইয়া ব্যারণ ত্রিপদ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মিস্ত্রী?—এত ছোট? ও! শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীরের লোম খাড়া হইতেছে।"

বউরাণী কহিলেন, "লোকটা নিজেই স্বীকার করিয়াছে, সে একজন কর্ম্মকার মিস্ত্রী;

কিন্তু সত্য বলিতে কি, দেখিতে দিব্য শ্রী। কুমারী অদ্রিরাণী নাকি জগতের সমস্ত সুন্দর পদার্থের পূজা করেন, সেই নিমিত্তই ঐ—”

অদ্রিরাণী এতক্ষণ একটীও কথা কহেন নাই, স্তম্ভিতক্রোধে ঐ সকল কথা শুনিতেছিলেন, এইখানে বউরাণীকে থামাইয়া অকস্মাৎ তিনি কহিলেন, “আর না জ্যেঠাই মা, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে। একটা ঘৃণাকর কথায় আমি কিছু উত্তর দিব মনে করিতেছিল'ম, কিন্তু আবার ভাবিলাম, ততদূর নীচতা আমার হৃদয় আশ্রয় করুক, সেটা ভাল নয়। এখন কেবল একটী কথা আমি জিজ্ঞাসা করি। সেই গরীব কর্ম্মকার কি ধরা পড়িয়াছে?”

নাসিকা বক্র করিয়া বিদ্রূপভঙ্গীতে বউরাণী উত্তর করিলেন “নিশ্চয়! পুলিস তাহাকে তন্মুহূর্ত্তেই গ্রেপ্তার করিয়াছে। অস্ত্রধারী পাহারা মোতায়েনে তাহাকে হাজতে লইয়া গিয়াছে। আহা! এ সংবাদে তোমার হৃদয়ে কেমন শেল বিদ্ধ হইয়াছে! গরীব কর্ম্মকার বাঁধা পড়িল, তোমার বুকে শেল বাজিল! এক প্রকার হইল ভাল, কথায় কথায় শ্লেষ, সে অহঙ্কারটা তোমার চূর্ণ হইল।”

একটী ধর্ম্মভীরু গরীব-পরিবারের অভাবনীয় কষ্ট, সেই কষ্ট অনুভব করিয়া সুশীলা কুমারীর পদ্মনেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল। সজললোচনে বউরাণীকে তিনি কহিলেন,“মা! এ সকল শ্লেষের কথা নহে; হাস্যকর বিভুবাদ দেখাইয়া যে প্রকারে আপনি আমায় গালাগালি দিতেছেন, তাহা আমি ভুলিয়া যাইতেছি। মানব সংসারে যাহা একটী অবশ্য পালনীয় ব্রত, ধর্ম্মানুসারে তাহাই আমি করিব, সেই চিন্তায় আমার হৃদয় অত্যন্ত আকুল হইয়াছে।”

জ্যেঠাইমাকে এই কথা বলিয়া কুমারী তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের দিকে মুখ ফিরাইলেন। বিনম্রভক্তিপূর্ণ কাতরবচনে কহিলেন, “ডাক্তার-মহাশয়! যে জন্য আমি মাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করিতে বলিতেছিলাম, তাহার উপযুক্ত সময় উপস্থিত। এখন আপনি দয়া করিয়া আমার সেই উপকারটী করুন।”

স্নেহ জানাইয়া ডাক্তার কহিলেন,“আপনার উপকার করিতে আমার অসীম আনন্দ; সাধ্যমত ত্রুটি হইবে না, অবশ্যই আমি অঙ্গীকারপালন করিব।”

কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “দরজায় কি আপনার গাড়ী প্রস্তুত আছে?”

চমকিত হইয়া ডাক্তার উত্তর করিলেন, 'হাঁ, গাড়ী ঠিক আছে।”

অদ্রিরাণী কহিলেন,“চলুন, সেই গাড়ীতে আমিও যাইব। এখনি আমি মাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনি তাঁহার নিকটে আমার পরিচয় দিয়া দিবেন। ন্যায়ানুসারে তিনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না, ইহাই আমি আশা করিতেছি।”

ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বউরাণী কহিলেন,“এত সৃষ্টি হইয়া গেল, তথাপি আমার অনুমতি না লইয়া অত বড় দুঃসাহসিক কার্য্যে তুমি প্রবৃত্ত হইতে ব্যস্ত? কি আশ্চর্য্য! আমি যে অবাক্ হইলাম! এমন দুঃসাহসের কথা কোথাও ত আমি শুনি নাই।”

বদন বক্র করিয়া ত্রিপদ কহিলেন, “এ কথা শুনিলে অপর লোকে চমকিয়া যায়, কিন্তু এই কুমারীটী যে সকল কার্য্য করিতেছেন, তাহার কাছে এ কথাটা বড় বিচিত্র কথা নয়! এই সুন্দরী কুমারীর অসাধ্যকর্ম্ম কিছুই নাই।”

ডাক্তারের গাড়ী প্রস্তুত আছে কি না, যেইমাত্র কুমারী অদ্রিরাণী এই অদ্ভুত প্রশ্ন করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই মার্কুইস্ অরিন্দমিনী সচমকে নেত্র উন্মীলন করিলেন। অন্তরানন্দে

তাঁহার হৃদয় নৃত্য করিল। আনন্দে ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া ডাক্তারের দিকে কটাক্ষপাতপূর্ব্বক তিনি কি একটী ইঙ্গিত করিলেন। দুইবার ঘন ঘন নয়ন মুদিত করিয়া ডাক্তার তাহাতে সম্মতি জানাইলেন। সক্রোধস্বরে বউরাণী কহিলেন, "অদ্রিয়াণি! শুন। এ গৃহ পরিত্যাগ করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি।"

বউরাণীর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া এক প্রকার কৃত্রিমস্বরে মার্কুইস কহিলেন, "নিষেধ কেন, নিষেধ কেন? ডাক্তারের হস্তে কুমারীকে অর্পণ করিতে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না।"

চকিতনয়নে ডাক্তারের মুখে, মার্কুইসের মুখে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বউরাণী দুইবার মস্তকসঞ্চালন করিলেন। কি এক অভূতপূর্ব্ব আহ্লাদে তাঁহার গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ হইল।

এত শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের নয়নভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী, আনন্দভঙ্গী অভিনীত হইয়া গেল, অদ্রিয়াণী তাহা ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। সন্দেহ হইয়াছিল, এগ্রিকোলার পরিবারের চিন্তায় চিত্তও আকুল ছিল, সে সকল কদর্য্য অভিনয় দর্শন করিতেও পবিত্র কুমারীর প্রবৃত্তি হয় নাই। যদিও দেখিতেন, তাহা হইলেও সে সকল ইঙ্গিতের ভাবভঙ্গি বুঝিতে পারিতেন না।

এইমাত্র নিষেধ করিলেন, তখনি আবার মার্কুইসের অনুরোধে সম্মতি প্রকাশ করিবেন, বউরাণী সেটা শীঘ্র উচিত বোধ করিলেন না। বদন গম্ভীর করিয়া তিনি কহিলেন, "ডাক্তার সর্ব্বদা অদ্রিয়াণীর প্রতি যেরূপ স্নেহ করেন, যেরূপ প্রশ্রয় দেন, তাহাতে তাঁহার সঙ্গে অদ্রিয়াণীকে ছাড়িয়া দেওয়া নিতান্ত দোষের কথা নয়, ইহা আমি বুঝি, কিন্তু দৃষ্টান্তটা ভাল নয়। একবার প্রশ্রয় পাইলেই অদ্রিয়াণী বারম্বার স্বেচ্ছানুসারে কাজ করিতে উৎসাহ পাইবে। এবার যাহা হয় হউক, কিন্তু ভবিষ্যতে আমার অনুমতি না লইয়া অদ্রিয়াণী একটী কার্য্যও করিতে পারিবে না।"

বউরাণীর কথা শুনিয়া ডাক্তার যেন সত্য সত্যই ক্ষুণ্ণ হইলেন, এই ভাব জানাইয়া তিনি গম্ভীরভাবে কহিলেন, "কুমারীকে আমি অযথা প্রশ্রয় দিই না। যেটা ন্যায় বুঝি, তাহাতেই সম্মতি দিয়া থাকি। আমি ইঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। উঁহার ইচ্ছা হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এ ইচ্ছা মন্দ নয়। অতএব আমি ইঁহাকে লইয়া যাইব। মাজিষ্ট্রেটের কাছে ইনি কি প্রার্থনা করিবেন, তাহা আমি জানি না; আমার প্রতি ইনি যেরূপ বিশ্বাস রাখেন, সে বিশ্বাস আমি নষ্ট করিতে পারি না। যাহা ইনি অনুরোধ করিতে বলেন, তাহা আমি করিব।"

প্রফুল্লবদনে অদ্রিয়াণী কহিলেন, "সত্য ডাক্তার মহাশয়! অন্যায় অনুরোধ আমি করি না; যাহা আমি চাহিব, তাহা শুনিয়া আপনি তখন মনে করিবেন, কত বড় মহৎ কার্য্যে আমি আপনার সহায়তা চাহিতেছি। আপনি আমার অকপট বন্ধু, আপনার কাছে বিস্তর উপকারের আশা রাখি।"

কি এক নূতন ফন্দীর সৃজন হইয়াছে, ব্যারণ ত্রিপদ তাহা জানিতেন না। মার্কুইসের কাণের কাছে হেঁট হইয়া কম্পিতস্বরে তিনি কহিলেন, "আপনারা করেন কি? হাতে পাইয়া মেয়েটাকে ছাড়িয়া দিবেন?"

নয়নেঙ্গিতে ব্যারণকে একটী আনন্দভাব বুঝাইয়া দিয়া মার্কুইস আর একটী ইঙ্গিত করিলেন বউরাণী কি বলেন, তাহাই শুনিতে বলিলেন।

মন্থরগতিতে অদ্রিয়াণীর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া প্রত্যেক কথায় জোর দিয়া গম্ভীরস্বরে বউরাণী

কহিলেন, "একটু থাক ; এই সকল ভদ্রলোকের সম্মুখে তোমারে আমি একটী শেষ-কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার নামে এখন অনেক অভিযোগ। এরূপ অবস্থায় এখনও কি তুমি আমার হুকুমের অবাধ্য হইয়া কার্য্য করিতে সাহস কর?"

অদ্রিয়াণী।—হঁ জ্যেঠাই মা! খুব সাহস।

বউরাণী।—তোমার শয়নঘরে মিস্ত্রী ধরা পড়িয়াছে ; সেটা স্মরণ করিয়াও কি তুমি আমার অধীনতা [illegible] মুক্ত হইতে চাও?

অদ্রিয়াণী।—[illegible] জ্যেঠাই মা! বেশ চাই।

বউরাণী।—[illegible]চারের বশীভূত হইয়া সংসারে যে প্রকার তোমাকে থাকিতে বলি, এখনও কি তুমি তা[illegible] অস্বীকার কর?

অদ্রিয়াণী।—[illegible]তন কথা কেন আবার? এইমাত্র আপনাকে আমি বলিয়াছি, এ বাড়ী আমি পরিত্যাগ কর[illegible] আমার যেমন ইচ্ছা, তদনুসারে একাকি[illegible] আমি অন্যস্থানে থাকিব।

বউরাণী।—ই[illegible] তোমার চূড়ান্ত সঙ্কল্প?

অদ্রিয়াণী—স[illegible]ও চূড়ান্ত, কথাও চূড়ান্ত।

বউরাণী।—ভা[illegible] করিয়া চিন্তা কর। ব্যাপার গুরুতর ; সা[illegible]ন!

অদ্রিয়াণী।—চি[illegible] করিয়াছি, সাবধান হইয়াছি, চূড়ান্তকথা শেষ করিয়াছি, এক কথা দুইবার বলিতে আমি জানি না।

বউরাণী।—(সকলসম্ভাষণ) আপনারা এই সব কথা শুনিলেন, ভাল করিবার জন্য যত চেষ্টা করিতে হয়, আমি তাহা করিলাম; সমস্তই বৃথা হইল। অদ্রিয়াণী কেবল আপনার মতেই চলিবে। এখন আর আমি কি করিব? যাহা আমার কর্ত্তব্য আর তাহাতে অবহেলা করিতে পারি না।

অদ্রিয়াণী।—তবে আপনি তাহাই করুন্। একটী নিরীহ পরিবার অকারণে অশ্রুধারে ভাসিতেছে, মুহুর্মুহু আমি ধৈর্য্যহারা হইতেছি, ডাক্তারের সঙ্গে আমি বিদায় হইলাম।

ডাক্তারের সহিত কুমারী অদ্রিয়াণী সভাগৃহ হইতে বাহির হইলেন ; ডাক্তারের সহিত ডাক্তারের গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। যে সহিস শকটের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছিল, আরোহণের সময় ডাক্তার বেলিনিয়ার তাহার কাণে কাণে চুপি চুপি কি কথা বলিয়া দিলেন, অদ্রিয়াণী তাহা শুনিতে পাইলেন না। শকটমধ্যে তাঁহারা উভয়ে পাশাপাশি হইয়া বসিলেন। ডাক্তার উচ্চৈঃস্বরে শকটচালককে হুকুম দিলেন, "চালাও!—মাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে।"—অশ্বেরা পবনবেগে ছুটিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কপট বন্ধু।

রাত্রি হইল। রাত্রি অন্ধকার; শীত পড়িল। সূর্য্যদেবের অস্তকাল পর্য্যন্ত আকাশ নির্ম্মল ছিল, অস্তগমনের পরেই একপ্রকার ধূম্রবর্ণ তরল মেঘ উঠিল ; ক্রমে ক্রমে সেই মেঘমালা সমগ্র গগনমণ্ডল ছাইয়া ফেলিল। জোরে জোরে সোঁ সোঁ শব্দে প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল। বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল।

গাড়ীর ভিতর অন্ধকার। রাজপথের লণ্ঠনের আলো এক একবার অল্পে অল্পে শকটমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, সেই স্তিমিত

আলোকের প্রভায় অদ্রিরাণীর সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর দেখাইতেছে। কুমারীর পরিচ্ছদ সুগন্ধসিক্ত ছিল, শকটমধ্যে সেই সুগন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে। অদ্রিরাণী কি করিতেছেন? হস্তে একখানি সুবিচিত্র রেশমের রুমাল ছিল, ক্ষণে ক্ষণে সেই রুমাল দিয়া নয়নের অশ্রুমার্জ্জন করিতেছেন। কে জানে, কি দুঃখে অদ্রিরাণী কাঁদিতেছেন। ডাক্তার বেলিনিয়ার যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন।

অদ্রিরাণী কাঁদিতেছেন। বউরাণীর সভাগৃহে যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গেল, একে একে তাহা স্মরণপথে আসিতেছে, সেই স্মরণে সুকুমারীর কমল-নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইতেছে। বউরাণী যত কথা বলিয়াছেন, তাঁহার বন্ধুগণ যে প্রকার অভিনয় করিয়াছেন, নিশাব-নিকেতনে যে ঘটনা হইয়াছে, এক একটী করিয়া মনে পড়িতেছে, এক একবার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, পরক্ষণেই প্রবোধ পাইয়া অশ্রুমার্জ্জন করিতেছেন। এই বিষাদের মধ্যেও স্বাধীনগৌরব কিছুমাত্র হীনপ্রভ হইতেছে না।

গাড়ী চলিতেছে। কতদূর যাইতেছে, অদ্রিরাণী তাহা বুঝিতেছেন না, নীরবে তিনি অশ্রুমার্জ্জন করিতেছেন। চক্ষে আর জল নাই, মুখে একটীও কথা নাই। এ ভাব দর্শনেও ডাক্তার বেলিনিয়ার বিস্ময়াপন্ন।

দেখিয়া দেখিয়া কুমারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি গৌরবিণি! এত আমোদিনী তুমি, এত সৎসাহস তোমার, এত গুণ তোমার, তুমি কাঁদিতেছ?"

মৃদুস্বরে অদ্রিরাণী উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি কাঁদিতেছি, বন্ধুর সম্মুখেই আমি কাঁদি; আমার জ্যেঠাইমার কাছে আমি কখনও কাঁদি না।"

ডাক্তার কহিলেন, "তাহা ত কাঁদিলা, কিন্তু যতক্ষণ কথা হইল, তুমি যেরূপ তীব্র তীব্র প্রত্যুত্তর—"

অদ্রিরাণী কহিলেন, "তীব্র উত্তর কোন্‌গুলি? যেখানে যেখানে আমি শ্লেষ রাখিয়াছি, সেইগুলিই কি তীক্ষ্ণধার? না ডাক্তার! আপনি বুঝিতে পারেন নাই। শ্লেষের সংগ্রামে কদাচ আমি খুসী থাকি না; সে যুদ্ধে আমার বড়ই যন্ত্রণা হয়। কেন তবে করিয়াছি, ইহা আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন? সেই রাণীটী আর তাঁহার বন্ধুগুলি অকারণে তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করে, সেই সকল বাণের মুখ হইতে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে শ্লেষবাণ-সন্ধানে আমি বাধ্য হই। আপনি আমার সাহসের কথা বলিতেছেন। আছে আমার সাহস, কিন্তু সাহস করিয়া আমি কোন মন্দ কর্ম্ম করি না। যে সকল লোককে আমি ঘৃণা করি, যে সকল লোককে দেখিলে আমার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, আমার জ্যেঠাইমা কেবল সেই সকল লোকের সম্মুখে বৃথা আমারে তিরস্কার করেন, কতই অপবাদের কথা বলেন, তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না। কাজেই সেই সকল স্থলে সাহস দেখাইতে হয়। আপনি বোধ করুন, আমারে অপদস্থ করিতে কেন তাঁহাদের অত আমোদ? আমি তাঁহাদের কাহারও কোন অপকার করি নাই। স্বতন্ত্র স্থানে একাকিনী থাকিতে চাহিয়াছি। মনে যাহাতে প্রীতি পাই, সেইরূপ কার্য্য করিতেই আমার বাসনা। যাহারা আমার অধীন, তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দে রাখাই আমার ব্রত, সে অপরাধে অপরলোকে কেন আমার নিন্দা করিবে?"

ডাক্তার।—ঐ কথাই কথা। আপনি সুখে থাকেন, তাহা দেখিয়াই তাহাদের হিংসা হয়

অধীনবর্গকে আপনি সুখে রাখেন, তাহা দেখিয়াই তাহারা হিংসানলে পুড়িয়া মরে।

অদ্রিয়াণী।—আমার জ্যেঠাই মা, আমার নিন্দা করেন। জ্যেঠাই মা যে কি, সেটা তিনি নিজেই মনে করেন না। তাঁহার চিরজীবনটাই কলঙ্কে কলঙ্কে কাটিয়াছে, তিনি আমার নামে কলঙ্ক দেন। আমি চিরজীবন সাধুতার সেবা করি, শিষ্টাচার অভ্যাস করি, যাহাতে কোন অংশে লজ্জা পাইতে হয়, সর্ব্বদা তাহা হইতে দূরে থাকি। জ্যেঠাই মা ইহা জানেন; জানিয়া শুনিয়া তথাপি মিথ্যা করিয়া আমার শক্রগণের নিকটে আমাকে অপরাধিনী বলেন। ইহাতে আমি বড় কষ্ট পাই। প্রণয়ের কথা! পুরুষের সহিত স্ত্রীজাতির প্রণয়! ওঃ! কথাটা যেন কতই তুচ্ছ! যদি কখনো আমি কাহাকে ভালবাসি, সগৌরবে জগৎকে আমি জানাইব; ভালবাসার প্রেম-গৌরবে আমি গৌরবিণী। সংসারে ভালবাসা একটী মহার্হ সুখ, ইহা আমি জানি। নীচাশয়তা সেই ভালবাসার নামে কলঙ্ক রটায়; যাহাদের আশয় উচ্চ, তাহারা সেই ভালবাসার পূজা করে। পবিত্র প্রেম, পবিত্র ভালবাসা সংসারের সার। অন্তঃকরণ যাহাদের লঘু, তাহারা ইহার গৌরব বুঝিতে পারে না, তাহারাই প্রেমের নামে কলঙ্ক আনয়ন করে, সন্দেহ উত্থাপন করিয়া অমূলক কলঙ্ক রটায়। ঘৃণাকর সন্দেহের পরাক্রম হইতে যদি রক্ষা করিতে না পারে, তবে সত্যেরই বা মর্য্যাদা কি, সম্ভ্রমেরই বা গৌরব কি?

মনের আবেগে এই সকল কথা বলিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী পুনর্ব্বার নয়ন সমীপে সেই রুমালখানি উত্তোলন করিলেন। পুনর্ব্বার অশ্রুপাত হইল।

মস্তক জানাইয়া ... প্রবোধ করিয়া ডাক্তার বেলিনিয়ার কহিলেন, "আপনি শান্ত হউন। সে সব কথা চুকিয়া গিয়াছে, আমার প্রতি বিশ্বাস রাখুন; আমি আপনার চিরানুগত অকপট মিত্র।"

কথাগুলি ডাক্তার সাহেব বলিলেন, মনের ভিতর কি খেলা খেলিল। কুমারীর অলক্ষিতে তিনি একবার মুখখানি লুকাইলেন; লজ্জা পাইলেন। লজ্জার সময় বদনমণ্ডল বর্ণান্তর প্রাপ্ত হয়, এই ডাক্তারটীর তাহাই হইল; মুখখানি যেন কেমন হইল।

অদ্রিয়াণী।—আপনি আমার পরমবন্ধু, ইহা আমি জানি। আজ আগাগোড়া আপনি আমার অনুকূলেই কথা কহিয়াছেন। জ্যেঠাইমা সে জন্য মাঝে মাঝে আপনার উপর রাগ করিয়াছেন। তিনি রাগ করিয়া কি করিতে পারেন, তাহাও আমি জানি। তাঁহার ক্ষমতা অসীম। হায় হায়! অত বড় ক্ষমতা তিনি কিসে খাটান? পরের মন্দ যাহাতে হয়, কেবল তাহাতেই তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশ, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, কখনও তাহা আমি বিস্মৃত হইব না।

ডাক্তার।—(উদাসীনভাবে) ভয় কি? আমরা চিকিৎসক লোক, ব্যক্তিবিশেষের শক্রতা আমাদের কিছুই আইসে যায় না। বিপক্ষের আক্রমণ হইতে সর্ব্বক্ষণ আমরা নিষ্কণ্টক—নিরাপদ।

অদ্রিয়াণী।—তাহা আপনি ভাবিবেন না। আমার জ্যেঠাইমা আর তাঁহার বন্ধুগণ কাহাকেও ক্ষমা করিতে জানেন না। কাপুরুষতা, নীচতা, ভীরুতা, বিশ্বাসঘাতকতা, সমস্তই তাঁহাদের আয়ত্ত। সতর্ক থাকিবার জন্য সর্ব্বদা আমি চেষ্টা করি, প্রাণ দিয়াও যদি তাঁহাদের উপকার করিতে হয়, তাঁহাদের

আমি দ্বিধা রাখি না। প্রাণ আমার এত প্রিয়, তথাপি সে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও আমি প্রস্তুত। কতকগুলি দোষ আমার আছে, ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু সে সকল দোষে কাহারও কোন ক্ষতি হয় না; নিজের সম্ভ্রমও খর্ব্ব হয় না। আপনি দেখিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে আমি হাস্ত করিয়াছি; দুষ্টলোকের কাছে ঐরূপ ভাব প্রকাশ করাই সুবিবেচনার কার্য্য। জ্যেঠাই মা যত তাড়না করিয়াছেন, ততই আমি হাসিয়াছি। ভাবিয়াছি, তিনি আর করিতে পারেন কি? করিবেনই বা কি? আজিকার সভাটাই বা কি উদ্দেশে বসিয়াছিল? মার্কুইস আবিগ্রিণী আর শ্বশুর ত্রিপদের পরামর্শে আমাকে বশীভূত করিতে পারিবেন, ইহাই কি তিনি ভাবিয়াছেন? শেষকালে তিনি বলিয়াছেন, কঠিন ব্যবহারে আমাকে বশীভূত করিবেন। কিরূপ কঠিন নিয়ম তিনি অবলম্বন করিবেন, তাহা কি আপনি জানেন?

ডাক্তার।—বোধ হয়, আপনাকে ভয় দেখাইয়া, প্রবৃত্তি লওয়াইয়া বশীভূত রাখিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি মনে করেন, তিনি এখানকার ধর্ম্মশালার অধিষ্ঠাত্রী। আপনাকে সেই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত করিবেন, এরূপ স্বপ্নও তিনি দেখেন। সেটা তাঁহার ভুল—প্রকৃতই স্বপ্ন। যাক্ সে সকল কথা, চিন্তা করিবার আর প্রয়োজন নাই। আপনার এই পদ্মনের সর্ব্বক্ষণ উজ্জ্বল থাকুক; ঐ নেত্র দর্শন করিয়া বাবিনেট মুগ্ধ হইবেন। অক্লেশেই কার্য্য উদ্ধার হইবে।

অদ্রিয়াণী।—আপনি ঠিক বলিয়াছেন; পরিচ্ছেটা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। নিজের জন্য পরিতাপ করা অপেক্ষা বরং পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়াই মনুষ্যত্ব। আমি কি চাই, এখনও তাহা আমি আপনাকে বলি নাই। তথাপি আপনি সদয় হইয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন।

ডাক্তার।—যাহা আপনি চান, তাহা শুনিবার এখনও অনেক সময় আছে। অনেক দূর যাইতে হইবে, যাঁহার কাছে যাইতেছি, তাঁহার বাড়ী এখান হইতে অনেক দূর।

অদ্রিয়াণী।—বেশী কথা বলিব না; দুই কথাতেই পরিচয় দিতে পারিব। সেই কারিকরের জন্য কেন আমি এত চেষ্টা করিতেছি, তাহা আপনাকে বলিয়াছি। অদ্য প্রাতঃকালে তিনি আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি একজন কবি। তিনি কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, সে সকল সঙ্গীতে কোন দোষের কথা নাই; তথাপি গোয়েন্দালোকে তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। যদি কয়েদ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাঁহার পরিবারেরা অনাহারে মারা যাইবে। সেই নিমিত্তই তিনি আমার কাছে আসিয়াছিলেন। আমি যদি কোন প্রকারে জামীন দিয়া তাঁহাকে খালাস করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি নির্ভয়ে কাজ কর্ম্ম করিতে পারেন, পরিবারেরা আহার পায়। কেন না, তিনি ভিন্ন সংসারে উপার্জ্জনক্ষম আর কেহই নাই। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ আছে, মাজিষ্ট্রেটের সহিত আপনার আলাপ আছে, সেই ভরসায় আমি অঙ্গীকার করিয়াছি, জামীন দিয়া তাঁহাকে খালাস করিব। পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে না পারে, সেই উপায় করিবার জন্যই আমি তাঁহাকে আপন শয়নকক্ষে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহার পর কি হইয়াছে, জ্যেঠাই মা কেমন করিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়াছেন, কেমন কৌশলে আমার নামে কলঙ্ক রটাইয়াছেন, তাহা আপনি স্বকর্ণে শ্রবণ

করিয়াছেন। আপনার অনুরোধ শ্রবণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সেই গরীব কারিকরকে খালাস দিতে পারিবেন, আপনার কি এরূপ বিবেচনা হয়? আমান আমি অবশ্যই দিব। খালাস তিনি দিবেন ত?

ডাক্তার।—কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। খালাস করিতে কিছুমাত্র সন্দেহ হইবে না। বিশেষতঃ আপনি স্বয়ং যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন, আপনার সুমধুর কণ্ঠস্বর তিনি যখন শ্রবণ করিবেন, তখন আর আমাকেও কিছু বলিতে হইবে না। আপনার মনোমুগ্ধকর বাক্য শুনিয়াই তাঁহার দয়া হইবে।

অদ্রিয়াণী।—আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে কেন আমি অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাহা আপনি বুঝিয়াছেন।

ডাক্তার।—তৎক্ষণাৎ বুঝিয়াছিলাম। আমি অনুরোধ করিব, তাহার উপর আপনি অনুরোধ করিবেন, অনুরোধের উপর খুব জোর পড়িবে, সেই জন্য।

অদ্রিয়াণী।—না; শুধু কেবল তাই নয়, জ্যেঠাই মা আমাকে সেই উপলক্ষে কলঙ্কিনী ভাবিয়াছেন, রিপোর্টে সেই কথা লেখাইয়া দিয়াছেন, আমি এখন অবসর পাইয়াছি; বিপদ্‌গ্রস্ত লোকটীর উপকার করিব, সেই সঙ্গে নিজের দোষও ক্ষালন করিয়া লইব। অবস্থা শ্রবণ করিলে মিষ্টার মহাশয় সমস্তই বুঝিতে পারিবেন। যাহারা সরলভাবে সত্য কথা কহে, তাহাদের বাক্যে একপ্রকার বিশেষত্ব থাকে; সত্যের উচ্চারণ সত্যকেই প্রকাশ করিয়া দেয়।

ডাক্তার।—ঠিক কথা। চলিত কথা আছে, এক ঢিলে দুই পক্ষী বধ করা। সত্য সত্য তাহাই আপনি করিবেন। গরীব কারিকরটী খালাস পাইবে, আপনিও কলঙ্কমুক্ত হইবেন। কার্য্য অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবে; এত শীঘ্র হইয়া যাইবে যে, লোকটী পুলিসের হস্তে বন্দী হইয়াছিল, তাহার পরিবারস্থ লোকেরা সেই অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিতে না করিতেই, তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইবেন।

অদ্রিয়াণী।—(গাড়ীর গবাক্ষপথে দৃষ্টিপাত করিয়া) মহাশয়! আমরা কোন্ রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছি?

ডাক্তার।—সে কি? এটা চিনিতে পারিতেছেন না? সর্ব্বদাইত আপনি এদিকে আইসেন। দেখিতেছেন না, এ রাস্তায় একখানিও দোকানপাঠ নাই; বেশ নির্জ্জন। এটা সেই সেন্ট জারমেন্ ষ্ট্রীট।

অদ্রিয়াণী।—ওঃ! এখনও আমরা এখানে আমি ভাবিয়াছিলাম, সে স্থানটা অনেকক্ষণ আমরা ছাড়াইয়া আসিয়াছি।

ডাক্তার।—আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা নয়। অনবরত বরফ পড়িতেছে, বায়ু বহিতেছে, শকটচালক পথ চিনিতে পারে নাই, বিপথে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই পথে পড়িয়াছে। আমাদের ভাগ্য, পথ ভুলিয়া অন্তদিকে লইয়া যায় নাই।

অদ্রিয়াণী।—রাত্রিকালে এ পথে আমি একবারও আসি নাই। কি ভয়ানক অন্ধকার! এ রাস্তায় কি রাত্রিকালে আলো দেয় না?

ডাক্তার।—যে বরফের তুফান! যে বাতাসের জোর! ইহাতে কি আলো থাকে? কিন্তু কেমন

অদ্রিয়াণী।—অত্যন্ত শীত। দেখুন, রাত্রিব হাড়ে হাড়ে কম্পিত হইতেছি। প্রাসাদটি পরেই তাড়াতাড়ি আসিলাম, কোন এক বাড়ী হইতে আনা হয় নাই। পাইব। তাহা-

এ কথাটায় ডাক্তার মনোরম গৃহে প্রবেশ উত্তর দিলেন না। পূর্ব্বে জল উজ্জ্বল আলো দিয়েছিলেন তাহাতেও তাঁর উত্তাপ থাকিবে।

একটী হৃদয়গত প্রশ্ন ডাক্তারের ওষ্ঠাগ্রে ছিল, সেইটী প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, তাঁহার যেন রসনাকণ্ডুয়ন হইতেছিল, তথাপি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। এখন এককালে অধীর হইয়া উঠিলেন। বিনম্রবচনে অদ্রিয়াণীকে কহিলেন, "একটী নূতন কথা আমি আপনারে জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করি।"

অদ্রিয়াণী।—স্বচ্ছন্দে বলুন; আমার নিকটে সঙ্কুচিত হইবার কোন কারণ নাই।

ডাক্তার।—পুলিসের লোক আসিয়াছিল; আপনার জেঠাই মা যখন সে সংবাদ শ্রবণ করেন নাই, সেই সময় আপনি তাঁহাকে কি একটা কথা বলিতেছিলেন, সেটা কি? পরিবারের কোন একটী বিশেষ উপকারের কথা, আপনার কাছে সেই কথা তিনি গোপন রাখিতেছেন, তাহার অর্থ কি? কথাটা শুনিয়া বউরাণী বড়ই চঞ্চলা হইয়াছিলেন।

অদ্রিয়াণী।—হইবারই ত কথা! ব্যাপার বড় শক্ত; যেটা আমি সন্দেহ করিতেছিলাম, তাঁহার তাদৃশ চাঞ্চল্য তাহাই প্রকৃত বলিয়া স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝাইল।

ডাক্তার।—যে কার্য্যের জন্য আমরা যাইতেছি, সেই প্রসঙ্গে যদি সেই গুপ্তকথার কোনরূপ উল্লেখ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অগ্রে আমার একটু ভাবিয়া রাখা আবশ্যক। [illegible]নি যদি সেটা প্রয়োজন বোধ না করেন, [illegible]—তবে আর আমি—না—আমি যেন [illegible] কথাই বলি নাই, ইহাই আপনি মনে রাখিবেন [illegible] হাঁ,—আর আমি সে কথাগুলি [illegible]হবে? না।

[illegible]য়াণী।—(গম্ভীর বদনে) যাহা আমি [illegible]টা ভুলিয়া [illegible] আমি জানি [illegible] পরিত্যাগ করা আমি, তাহার কতক কতক [illegible] ওয়াই মন্দ পারি, কতক কতক

গোপন রাখিতেও পারি। সেটা আমার ইচ্ছা, সেটা আমার স্বত্ব। কিন্তু আজ আপনি আমার প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিলেন, তাহাতে আমার বিশ্বাসের একটী নূতন নিদর্শন দেখাইতেই চাই।

ডাক্তার।—আপনি বুঝি পুরস্কারের কথা বলিতেছেন? তাহা আমি লইব না। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপকার করিয়া আপনার হস্তে আমি সহস্র গুণে পুরস্কার লাভ করিয়াছি।

অদ্রিয়াণী।—(সে কথা না শুনিয়া) দেখুন্ ডাক্তার মহাশয়! যাহা কিছু আমি জানি, তাহা আপনাকে বলিব, শ্রবণ করুন্। যে বংশে আমরা জন্মিয়াছি, সেই বংশের কতকগুলি লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যাইয়া উপনিবেশ করেন। সেই সকল স্থানে তাঁহাদিগের প্রচুর অর্থ উপার্জ্জিত হয়। আমাদের বংশের বর্ত্তমান বংশধরেরা সেই সকল ধনে উত্তরাধিকারী, আমিও একজন অংশী।

ডাক্তার।—সত্য? সে ধন তবে কোথায়? কাহার হস্তেই বা আছে?

অদ্রিয়াণী।—আমি তাহা জানি না।

ডাক্তার।—কিরূপে তবে আপনি আপন স্বত্ব সপ্রমাণ করিবেন?

অদ্রিয়াণী।—তাহার প্রকৃত উপায় শীঘ্র আমি জানিয়া লইব।

ডাক্তার।—তাহা হইলেই ভাল, কিন্তু কে আপনাকে জানাইয়া দিবেন?

অদ্রিয়াণী।—ক্ষমা করিবেন, সে কথা আমি আপনাকে বলিব না।

ডাক্তার।—জানিতে চাহি না, কিন্তু আপনাদের প্রাপ্য বহুধন সঞ্চিত আছে, ইহা আপনি কি প্রকারে জানিলেন?

অদ্রিয়াণী।—তাহাও আমি আপ[illegible] বলিব না। অতি গুহ্যকথা। সে [illegible]

... আমার অন্তরেই নিহিত আছে। যখন ...বেন ভাবি, অত্যানন্দে তখন তখন যেন আমি উন্মাদিনী হই! আপনি যে মধ্যে মধ্যে আমাকে ... আমোদিনী বলিয়া তিরস্কার করেন, তাহার কারণ ঐ। সেই সকল গুহ্যকথা যখন আমার মনে উদয় হয়, তখন এক প্রকার উচ্চ গৌরব আমার মনকে মাতাইয়া তুলে।

এই পর্য্যন্ত ব...াই কুমারী অদ্রিয়াণী সহসা নীরব হইলে... অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন চিন্তা করিতে ...গিলেন। গাড়ী কোন দিকে যাইতেছে, ...ন আর তখন তাহা দেখিতে পাইলেন না... গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। চিন্তা এক প্রকার নি...। ডাক্তার তখন আর তাঁহার সে নিদ্রা ভ... করিলেন না। গুপ্ত-ধনের প্রসঙ্গে যতটুকু ...নি শুনিলেন, তাহাই তখন তাঁহার যথেষ্ট ... হইল। বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি বুঝিলেন, মা...স আবিগ্রিণী সেই গুপ্তধনে লোভ রাখে... ডাক্তারের মনে মনে ...ঙ্কল্প হইল, এই বিষয়ে ...তিনি একখানি গুপ্ত রিপোর্ট লিখিবেন। ...পোর্টের মর্ম্ম হইবে, মার্কুইস নিজের বুদ্ধি... আপন স্বার্থ অন্বেষণ করিতেছেন, কিম্বা ...ই ধনপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে ...্ম-সভার উপদেশ ...। সেই রিপোর্টের ...রা একটী বিষয় স্থি... জানা যাইবে, আর ...কটী বিষয় নূতন প্রকা... পাইবে।

অনেকক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ! চতুর্দ্দিক্ ...স্তব্ধ! গাড়ী চলিতেছে, ...চাকার শব্দ পর্য্যন্ত ...না যাইতেছে না। ব...ের উপর দিয়া চাকা ...লিতেছে। রাস্তায় লোক ...াই। ডাক্তারের ...কের ভিতর দারুণ বি...ঘাতকতা ঘুরি-...তেছে। একটী অবলা স...কে তিনি যে কি ফাঁদে ফেলিতে ...রাছেন, সরলা বুঝিতেছেন না। তথ...পি ডাক্তার চিন্তা-... [illegible]

সেই ভাবনা তাঁহার অন্তরে। ছদ্মাংশে অদ্রিয়াণী যদি কিছু বুঝিতে পারেন, সমস্ত ফিকির-ফন্দী ভাঙ্গিয়া যাইবে, শুদ্ধ কেবল সেই ভাবনায় ডাক্তার বেলিনিয়ার চিন্তাকুল!

দারুণ শীতে অদ্রিয়াণী কাঁপিতেছেন। দিবা-ভাগে সভাগৃহে বিস্তর মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার উপর এই শীত, কাজে কাজেই কোমলাঙ্গী অবসন্ন! অনেকক্ষণ নীরব।

গাড়ী অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক্ বরফে ঢাকা; আকাশ অন্ধকার, দিক অন্ধকার। এক দিকে উচ্চ উচ্চ প্রাচীর মালা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বরফের ভিতর দিয়া সেই সকল প্রাচীর শ্বেতবর্ণ দেখাইতেছে। অন্ধকারের গায়ে শ্বেতবর্ণ রেখা।

হঠাৎ গাড়ীখানা একস্থানে থামিল। কোচ-বাক্স হইতে একজন আরদালী নামিয়া সম্মুখের একটা বৃহৎ ফটকে করাঘাত করিল। প্রথমে শীঘ্র শীঘ্র দুই ঘা, তাহার পর অনেক বিলম্বে আর এক ঘা। সে শব্দ অদ্রিয়াণীর কর্ণে আসিল না। ডাক্তারও সেই সময় উচ্চৈস্বরে কথা কহিয়া উঠিলেন, তাহাতেও সেই ক্ষীণশব্দ ডুবিয়া গেল। কুমারীকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন,"পৌছিয়াছি, পৌছিয়াছি। চিন্তা পরিত্যাগ কর, বিষণ্ণতা দূর কর; প্রফুল্লমুখী হও!"

ঈষৎ হাস্য করিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "প্রফুল্লমুখীই ত আমি রহিয়াছি। কিন্তু কি ভয়ানক শীত! এ শীতে কেমন করিয়া আমি প্রফুল্লতা রাখিব? কেন রাখিব না? সম্মুখে প্রবোধ রহিয়াছে, একটু পরেই আমি সেই সৈনিক পুরুষের বাড়ী হইতে আমার ভগ্নী দুটীকে আনিতে যাইব। তাহা-দিগকে লইয়া আপন মনোরম গৃহে প্রবেশ করিব। সেখানে উজ্জ্বল উজ্জ্বল আলো [illegible]

আপনি জানেন, শীতকে আর অন্ধকারকে আমি কতই অবজ্ঞা করি।"

হাস্ত করিয়া ডাক্তার কহিলেন, "সেটা স্বভাবসিদ্ধ। কাননের সুন্দর সুন্দর কুসুম, সর্ব্বদা আলোক উত্তাপ উপভোগ করে।"

তাঁহাদের কথা হইতেছে, এমন সময় সে বৃহৎ ফটকের দ্বার ঘর্ঘরশব্দে উদঘাটিত হই- গাড়ীখানা প্রাঙ্গণমধ্যে প্রবেশ করিল। ডাক্তা সাহেব অগ্রে নামিলেন, তাহার পর হাত ধরি কুমারীকে নামাইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হাকিমের ঘর।

বরফাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ; বরফাচ্ছাদিত সোপানাবলী; সম্মুখে গাড়ীবারাণ্ডা সেই গাড়ীবারেণ্ডার কড়িকাষ্ঠে একটী লণ্ঠন জ্বলিতেছে। কেবল জ্বলিতেছে মাত্র, আলো নাই। বিস্মিতা হইয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "উঃ! কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার!"

ডাক্তার কহিলেন, "এইটী আমাদের মিনিষ্টার মহাশয়ের বিশ্রামগৃহ;—শান্তি নিকেতন, স্বাস্থ্যমন্দির। সমস্ত দিনের কাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া আমাদের সুবিজ্ঞ রাজপুরুষ এই বাড়ীতে আসিয়া বিরামসুখ লাভ করেন। এখানে তাঁহার কর্ণে ত কোন প্রকার কুৎসিত আমোদের বিকটধ্বনি প্রবেশ করিতে পায় না। আসুন,—ভিতরে চলুন।"

বৃহৎ একটা দরজা ঠেলিয়া ডাক্তার সাহেব কুমারী অদ্রিয়াণীকে বৃহৎ একটা প্রশস্ত গৃহে প্রবেশ করাইলেন ঘরটা শূন্যময়, সে ঘরে কেহই ছিল না।

ডাক্তার কহিলেন, "মিনিষ্টারের বাড়ী যেমন হয়, তেমন বাড়ী আর কাহারও হয় না। দেখুন কেমন! একটীও দরোয়ান নাই, একজন চাকর নাই, সংবাদ দিবার জন্য একটীমাত্র খিদ্মতিকও নাই।" এই কথা বলিয়া তিনি আর একটী পার্শ্বগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। হাস্য করিয়া কহিলেন "এ বাড়ীর সমস্ত গুপ্তদ্বার আমি অবগত আছি। বন্ধুর বাড়ী কি না, এখানকার সকলই আমার জানা কিছুই আমার অজ্ঞাত নাই।"

নূতন গৃহে অদ্রিয়াণী প্রবেশ করিলেন দেয়ালের গায়ে সবুজবর্ণ কাগজ মোড়া, আসবাব পত্র অতি অল্প; খানকতক কাষ্ঠাসন তাহার উপর পীতবর্ণ মখমল মোড়া। গৃহতল পরিষ্কার; কড়িকাষ্ঠে একটী ক্ষুদ্র শীকে একটী গোল লণ্ঠন ঝুলিতেছে; তলভূমি হইতে অনেক উচ্চে, লণ্ঠনে একটী বাতী দীপ্তি নিষ্প্রভ।

এই বাড়ীতে মিনিষ্টার থাকেন। চিন্তা করিয়া অদ্রিয়াণীর আশ্চর্য্য বোধ হইল। সতৃষ্ণনয়নে ডাক্তারের মুখপানে তিনি চাহিলেন। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "গৃহ দর্শনে আপনার অতি সামান্য বোধ হইতেছে। পরিমিত ব্যয় যে কি, তাহা যদি আপনি জানিতেন, তাহা হইলে বিস্ময়জ্ঞান হইত না। এই গৃহে লর্ড থাকেন। ক্ষণপরেই তাঁহাকে আপনি দেখিবেন। তিনি আসবাব-পত্র ভালবাসেন না; জাঁকজমকও চাহেন না। এইরূপ অবস্থাই তাঁহার প্রিয়। আপনি এইখানে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিয়া শীঘ্রই আসিতেছি।

পার্শ্বের একটী ক্ষুদ্রদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ডাক্তার মেলিনিয়ার সেই পথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অদ্রিয়াণী একাকিনী রহিলেন। সেই সুপ্রশস্ত গৃহে আলো নাই, গবাক্ষে যবনিকা নাই, গৃহশয্যার পারিপাট্য নাই। অদ্রিয়াণীর মনে মনে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভয়ের উদ্রেক হইতেছে। সামান্য সামান্য আসবাব আছে, এক একবার তাহা তিনি দেখিতেছেন, মনে আতঙ্ক আসিতেছে! কত ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন, দেয়ালের নিকট হইতে একখানা চেয়ার টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। চেয়ারখানা নড়িল না। শেষে তিনি দেখিলেন, চেয়ারখানা লোহার শিকল দিয়া দেয়ালের সঙ্গে বাঁধা। যতগুলি আসন ছিল, সমস্তই ঐ প্রকারে বাঁধা। অপরাপর আসবাব-পত্রও লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। বিস্ময়ের সঙ্গে ক্রমশই কুমারীর আতঙ্কবৃদ্ধি হইল।

বাড়ীখানা নিস্তব্ধ। কোন গৃহে কাহারও টুঁ শব্দ শুনা যাইতেছে না। বাড়ীতে জীবিত মনুষ্য আছে, কাজকর্ম হয়, লোকেরা কথাবার্ত্তা কয়, লক্ষণে তাহার কিছুই বোধ হইল না। শব্দের মধ্যে কেবল এক একবার গবাক্ষপথে ভীমরবে বায়ুগর্জ্জন!

প্রায় আধঘণ্টা অতীত। ডাক্তার বেলিনিয়ার ফিরিলেন না। অদ্রিয়াণীর আতঙ্কের সঙ্গে চাঞ্চল্যবৃদ্ধি। তিনি মনে করিলেন, কাহাকেও ডাকিয়া ডাক্তারের কথা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু সে ইচ্ছা বিফল হইল। ঘণ্টাধ্বনি করিবেন, খুঁজিয়া দেখিলেন, ঘণ্টা নাই, রজ্জুও নাই। দূরে একটা বাতীদান দেখিলেন, সেটাও তুলিতে পারিলেন না। সেটাও পাথরের সঙ্গে গাঁথা।

বাতীদান নড়িল না, কাষ্ঠাসন নড়িল না, কোন জিনিষ নড়িল না, কাহারও কথাও শুনা গেল না; ডাক্তার সাহেবও ফিরিলেন না; এই সকল ঘটনায় কুমারীর মনে যে কতপ্রকার আতঙ্ক, সকলে তাহা অনুভব করিবেন। হইল বটে আতঙ্ক, কিন্তু ডাক্তারের প্রতি তাঁহার এতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস যে, তিনি আপনাকে আপনি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ডাক্তারের আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেছে, শীঘ্রই আসিবেন, হাকিমের সহিত শীঘ্রই আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন, এইরূপ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া আরও ক্ষণকাল তিনি সেই গৃহে শান্ত হইয়া একাকিনী রহিলেন।

সংশয়সঙ্কুল স্থানে শান্ত থাকিব মনে করিলেই শান্ত থাকা যায় না। অদ্রিয়াণীর আতঙ্কের সঙ্গে সংশয়, সংশয়ের সঙ্গে চাঞ্চল্য। যে দ্বার দিয়া ডাক্তার বাহির হইয়া গিয়াছেন, ধীরে ধীরে সেই দরজার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া রন্ধ্র পথে কর্ণ দিয়া কুমারী কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, নিশ্বাস রোধ করিলেন, শুনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইলেন না।

হঠাৎ ছাদের উপর দুড়ুম করিয়া কি একটা শব্দ হইল। বোধ হইল যেন, একটা মানুষ পড়িয়া গেল। যে গৃহে অদ্রিয়াণী সেই গৃহের মাথার উপর ঐ শব্দ। বোধ হইল যেন, পতনশব্দের সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার গোঁ গোঁ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। অদ্রিয়াণী উর্দ্ধদিকে নেত্র তুলিলেন, দেখিলেন, কড়িকাষ্ঠের পার্শ্ব হইতে চূর্ণসুরকী খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে।

অন্তরের ভয় বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। স্থির হইয়া সে স্থলে দাঁড়াইয়া থাকিতে কুমারীর আর সাহস হইল না। যে দ্বার দিয়া ডাক্তারের সহিত তিনি ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কাহাকেও ডাকিবার জন্য সেই দ্বারের নিকটে ছুটিয়া গেলেন। আশ্চর্য্য! বাহির হইতে সে দ্বার অবরুদ্ধ!! আরও আশ্চর্য্য!!

গৃহে তিনি যতক্ষণ অবস্থান করিতেছেন, ততক্ষণের মধ্যে একবারও দ্বার রুদ্ধ করিবার অথবা চাবীবদ্ধ করিবার একটুকু শব্দ তাঁহার শ্রবণরন্ধ্রে প্রবেশ করে নাই।

ক্রমশই বিস্ময়, ক্রমশই আতঙ্ক! যে দ্বার দিয়া ডাক্তার চলিয়া গিয়াছেন, একটু পূর্ব্বেই তিনি সেই দ্বারে কাণ পাতিয়া আসিয়াছেন, আবার সেই দ্বারের কাছে ছুটিয়া গেলেন। আশ্চর্য্য! সেই দ্বারও বাহির হইতে বন্ধ!

ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ! কুমারী অদ্রিয়াণী ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন। স্বভাবের দৃঢ়তা অধিক, ডাক্তারের প্রতি বিশ্বাস অধিক, সেই দুই অস্ত্র ধারণ করিয়া অবলম্বিত সাহসে ভয়কে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধের সময় অদ্রিয়াণী ভাবিলেন, কি একটা পড়িয়াছে, কেবল সেই শব্দই আমি শুনিয়াছি। বোধ হয়, মানুষ নয়। গোঁ গোঁ শব্দ, সেটা বোধ হয় আমার কল্পনা। মানুষ পড়ে নাই। আচ্ছা, এ সকল দ্বারে চাবী দিল কে? চাকরেরাই দিয়াছে; আমি এ ঘরে আছি, সেটা বোধ হয় তাহারা জানে না। ঘরে কেহ নাই, ইহাই বোধ হয় তাহারা ভাবিয়াছিল। ডাক্তার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেছে, কিন্তু না—না—এ কি? এ কি মিনিষ্টারের বাড়ী? তাহা ত নয়। ডাক্তার বেলিনিয়ার আমাকে প্রতারণা করিয়াছেন; কিন্তু কি অভিপ্রায়ে এ বাড়ীতে তিনি আমারে আনিলেন? আমি কোথায় আসিয়াছি?

শেষের দুটী প্রশ্ন এত জটীল যে, অদ্রিয়াণী তাঁহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিলেন না। কেবল এইটুকু বুঝিলেন, ডাক্তার বেলিনিয়ার বিশ্বাসঘাতক। আহা! সরলার অন্তঃকরণ শীঘ্র কিছুতেই কুতর্কে বিশ্বাস করিতে চায় না।

অদ্রিয়াণী আবার ভাবিলেন, "ডাক্তার বেলিনিয়ার কেন আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা খেলিবেন? চিরদিন আমি তাঁহার উপর অকপট বিশ্বাস রাখিয়াছি, অকপট বন্ধু বলিয়া মানিয়াছি; তাঁহার উপর আবার সন্দেহ? ধিক্ আমাকে! কিঞ্চিৎ চঞ্চলতা, কিঞ্চিৎ ভীরুতা আমারে ইতিমধ্যে এতদূর অসার করিয়া তুলিল। অবিচারে আমার মনে এতদূর ঘৃণাকর সন্দেহ জন্মিল। শেষ পর্য্যন্ত দেখিব। বিশেষ পরিচয় যদি পাই, বিশেষ প্রমাণ যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই বুঝিব, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, চাতুরী; প্রমাণের অভাবে কিছুতেই আমি বন্ধুর উপর সন্দেহ করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইব না। একজনকে ডাকি। তাহা না হইলে এ সকল ঘৃণিত সন্দেহ দূর করিবার অন্য উপায় নাই। ঘণ্টা নাই, ঘণ্টাধ্বনি করিতে পারিব না। দ্বারে আঘাত করি, অবশ্যই কেহ না কেহ আসিবে।"

এই সঙ্কল্প করিয়া ভয়াতুরা কুমারী আপন সুকোমল করতল দ্বারা একটী দ্বারে কয়েকবার আঘাত করিলেন। কেবল গুম্ গুম্ করিয়া শব্দ হইল। ভাবে বুঝা গেল, দ্বার অত্যন্ত ভারী, অত্যন্ত পুরু; কেহই কিছু শুনিল না। কুমারী আবার আর একটা দরজার কাছে ছুটিয়া গেলেন; সে দ্বারেও ঐ প্রকার আবৃত্তি, সে দ্বারেও ঐ প্রকার নিরাশ। কেহই শুনিল না, কেহই আসিল না। উত্তর দিল কেবল, সোঁ সোঁ শব্দে বায়ুগর্জ্জন!

অদ্রিয়াণীর শরীর কম্পিত হইল। তিনি ভাবিলেন, অপর লোক অপেক্ষা আমি ত অধিক ভীরু নই, তবে আমার শরীর কাঁপে কেন? বোধ হয়, অত্যন্ত শীতেই আমি কাঁপিতেছি। ভয় পাইব না, এক একবার মনে করি, কিন্তু আবার ভাবি, আমারে যত

অবস্থায় যাহারা পড়ে, তাহারা সকলেই এরূপ অজ্ঞাতকারণে সভয়ে কম্পিত হয়।

অন্তরে অদ্রিয়াণীর এইরূপ সভয় চিন্তা, ঠিক সেই সময় মাথার উপর অতি উচ্চৈঃস্বরে "আউ মাউ কাঁউ" ইত্যাকার বিকট রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। সঙ্গে সঙ্গে ছাদের উপর পদাঘাত, সেই সবল আঘাতে কড়িকাষ্ঠ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল! মহাভয় পাইয়া অদ্রিয়াণী উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ফুল্লবদন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। ভয়ে কিয়ৎক্ষণ অচলা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই একটা জানালার কাছে ছুটিয়া গিয়া একহস্তে সেই জানালাটা খুলিয়া ফেলিলেন।

বরফমাখা একটা দমকা হাওয়া শঙ্কিতা কুমারীর মুখে লাগিল। সেই হাওয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। লণ্ঠনে মিট্‌মিট্ করিয়া আলো জ্বলিতেছিল, হাওয়ার জোরে সেই আলোকটা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। গৃহমধ্যে ঘোর অন্ধকার। সেই ঘোর অন্ধকারে জানালার গরাদে ধরিয়া কুমারী উচ্চৈঃস্বর করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভয়টা এতক্ষণ একটু চাপা চাপা ছিল, তখন আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া কাহাকেও ডাকিবেন, এইরূপ উপক্রম করিতেছিলেন, হঠাৎ একটা ভৌতিক দৃশ্য দর্শন করিয়া অধিকতর আতঙ্কে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। যে গৃহে তিনি ছিলেন, সেই গৃহের সম্মুখদিকে ঐ গবাক্ষের সরাসর আর একটা মহল; ব্যবধান অতি অল্প। সেই ব্যবধান স্থানটুকু ঘন অন্ধকারাবৃত। দ্বিতীয় মহলের একটা গবাক্ষে আলো জ্বলিতেছিল; গবাক্ষটা প্রকাণ্ড; আলোটাও উজ্জ্বল। অদ্রিয়াণী স্পষ্ট দেখিলেন, সেই আলোপ্রজ্বলিত গৃহমধ্যে একটা শ্বেতবর্ণ মূর্ত্তি!—অতি কদাকার, অত্যন্ত রোগা, বিবর্ণ, পাংশুবর্ণ একটা নারীমূর্ত্তি! সেই মূর্ত্তিটা শবাচ্ছাদন সমাধিবস্ত্রের ন্যায় বৃহৎ একখানা কৃষ্ণবর্ণ বসন টানিয়া টানিয়া একবার জানালার কাছে আসিতেছে, একবার পাছু ছুটিয়া সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। বারবার ঐ প্রকার। ভীষণ গতিক্রিয়া! মূর্ত্তিটা একবারও আসিতেছে না, একবারও দাঁড়াইতেছে না; ক্রমাগতই বস্ত্রখানা টানাটানি করিতেছে। গৃহমধ্যে উজ্জ্বল দীপ্তি; মূর্ত্তি সপ্রকাশ অদ্রিয়াণী তাহা দেখিয়া দেখিয়া অভাবনীয় ভয়ে অভিভূতা হইলেন। কণ্ঠস্বর যতদূর উচ্চে উঠিতে পারে, গবাক্ষের গরাদে ধরিয়া তত উচ্চকণ্ঠে তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন। কেহই শুনিল না। ক্রমশই তিনি চীৎকার করিতেছেন।

এক মুহূর্ত্ত অতীত। হঠাৎ অন্য দ্বার দিয়া দুইটা দীর্ঘাকার নারীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া অদ্রিয়াণীর পশ্চাতে দাঁড়াইল। গরাদে ধরিয়া অন্যদিকে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, দুইটা বিরাট রাক্ষস মূর্ত্তি তাঁহার অলক্ষিতে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। সেই দুই মূর্ত্তির আকার যেমন সুদীর্ঘ, মুখও সেইরূপ ভয়ঙ্কর! পুরুষের ন্যায় গঠন, অঙ্গ কর্কশ, বসন মলিন আলুথালু, একজনের মুখে বসন্তের দাগ। বিকট চেহারা! একজনের হাতে একটা লণ্ঠন; একজনের কক্ষদেশে কেমন একপ্রকার একটা কদর্য্য জামা! উভয়ের বদন রক্তবর্ণ, চক্ষু ছোট ছোট, নাক চেপ্‌টা, চুল ঝাঁকড়া, নারীবেশে প্রকৃতই যেন রাক্ষসী।

অদ্রিয়াণী তাহাদিগকে দেখিতেছেন না। অপর মহলের গবাক্ষের ভীষণ মূর্ত্তির দিকেই তাঁহার দৃষ্টি! তাহা দেখিয়াই তাঁহার হৃদয়াতঙ্ক চরমসীমায় উঠিতেছে। উদ্দেশে তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"কেহ আছ

কি? কে আছ, আসিয়া আমাকে শীঘ্র রক্ষা কর।"

যুগল রাক্ষসীমূর্ত্তি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একজন অঙ্গুলিসঙ্কেতে কুমারীকে দেখাইয়া নিঃশব্দ হাস্য করিল। যাহার হস্তে লণ্ঠন ছিল। সেই মাগী একটা আধারের উপর সেই লণ্ঠন রাখিয়া গবাক্ষের নিকটবর্ত্তিনী হইল। কর্কশ কঠোর হস্তদ্বারা অদ্রিয়াণীর স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিল।

এই স্থলে প্রকাশ থাকুক ঐ উভয়মূর্ত্তির আকার যেরূপ ভীষণ, নারীদেহে যেমন পুরুষের বল, নামও সেইরূপ বিকট। একজনের নাম টম্বর আর একজনের নাম জার্কেসী।"

তত ভয়ের সময় কে একজন আসিয়া কঠিনহস্তে অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে, মুখ ফিরাইয়া একবারমাত্র দেখিয়াই কুমারী অদ্রিয়াণী আবার নূতন ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভয়টা যখন প্রথম আক্রমণ করে হঠাৎ তখন বুদ্ধিশক্তি লোপ পায়। প্রথমতঃ অদ্রিয়াণীর সেইরূপ হইল। একটু পরে ভয়টা একটু কমিল। নির্ব্বান্ধব গৃহে কথা কহিবার লোক পাইলেন, এরূপ একটু প্রবোধ আসিল। চঞ্চলকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ডাক্তার বেলিনিয়ার কোথায়?"

দুই মূর্ত্তি পরস্পর নেত্র বিনিময় করিল। আপনাদের অভ্যাসমত কি একরকম ইঙ্গিত জানাইল, উত্তর করিল না। অদ্রিয়াণী পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "ডাক্তার বেলিনিয়ার কোথায়? তিনি আমাকে এখানে আনিয়াছেন, কোথায় তিনি গিয়াছেন? এখনি আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই।"

বিকট মুখ করিয়া বসন্তমুখী কহিল, "তিনি চলিয়া গিয়াছেন।"

"চলিয়া গিয়াছেন? আমাকে একাকিনী ফেলিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন?"—চমকিত-আর্ত্তস্বরে কুমারী অদ্রিয়াণী এইরূপ বিস্ময়োক্তি করিয়া সচঞ্চলে উর্দ্ধমুখে বলিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান্! এ সকল কাণ্ডের মানে কি?" এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া কিয়ৎক্ষণ তিনি নীরবে রহিলেন। একটু চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "তোমরা দয়া করিয়া আমাকে একখানি গাড়ী আনাইয়া দাও।"

গ্রীবা কম্পিত করিয়া সেই দুই মূর্ত্তি আবার পরস্পর মুখ চাহাচাহি করিল, কথা কহিল না। অদ্রিয়াণী পুনর্ব্বার কহিলেন, "দয়া কর, দয়া কর। একখানি গাড়ী আনাইয়া দাও। ডাক্তার বেলিনিয়ার আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর আমি এখানে থাকিব না। এখনি আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব।"

যাহার নাম টম্বর, সেই মাগী প্রথমে কথা কহিল। অদ্রিয়াণী যাহা বলিলেন, সে যেন তাহা শুনিতেই পাইল না। মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "চুপ কর, চুপ কর,—শয়ন করিবার সময় হইয়াছে, চল, শোবে চল।"

ভয় পাইয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন—"শয়ন! ওঃ! এই রকমেই লোকে পাগল হয়। এ বাড়ীখানা কি? আমি কোথায় আসিয়াছি! তোমরাই বা কে?"

কর্কশস্বরে টম্বর বলিল, "যে বাড়ীতে থাকিলে জানালার ধারে গোলমাল করিতে নাই, সেই বাড়ীতেই তুমি আসিয়াছ। জানালা ধরিয়া চীৎকার করিয়াছ, ভাল কর নাই। এ বাড়ীতে এটা নিষেধ।"

জার্কেসী বলিল, "যে বাড়ীতে প্রবেশ করিলে লণ্ঠনের আলো নিবাইতে নাই, সেই বাড়ীতেই তুমি আসিয়াছ। আলোটা তুমি নিভাইয়া দিয়াছ, আমরা গুরাইয়া দিব।"

অদ্রিয়াণীর আর কথা সরিল না। হত-বুদ্ধি হইয়া পুনঃ পুনঃ তিনি ঐ দুই ভয়ঙ্করী-মূর্ত্তির আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন; সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষের সম্মুখে কি তিনি দেখিতেছেন, তাহাও যেন স্থির করিতে পারিলেন না। কাঁপিয়া কাঁপিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া আপন মনে তিনি একটা অনুমান করিয়া লইলেন, রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "কি একটা ভুল হইয়াছে। কি রকম ভুল সেটা আমি বুঝিতেছি না; কিন্তু ভুল হইয়াছে, এটা নিশ্চয়। আমি কাহাকেও মনে করিয়া তোমরা আমাকে ধরিতে আসিয়াছ। আমাকে তোমরা চিনিতে পারিতেছ না। কে আমি তাহা তোমরা জান? আমার নাম অদ্রিয়াণী কার্দোবিলি। এ বাটীতে আমি থাকিব না, এখানে আমাকে আটক করিয়া রাখে, এমন অধিকার কাহারও নাই। আমি তোমা-দিগকে হুকুম করিতেছি, একখানি গাড়ী আনিয়া দেও। এ পল্লীতে গাড়ী যদি না পাওয়া যায়, একটী লোক আমার সঙ্গে দেও, সে আমাকে আমার বাটীতে রাখিয়া আসুক। ব্যাবিলন রাস্তার ভিলিয়ার প্রাসাদে আমি বাস করি। যে আমাকে সেইখানে রাখিয়া আসিবে তাঁহাকে আমি যথেষ্ট পুরস্কার দিব, তোমাদেরও দিব।

নাক বাঁকাইয়া টম্মি বলিল, "আর ত কিছু বলিবার নাই। ও সব পাগ্‌লামী কথা আমরা শুনিতে চাই না।"

অদ্রিয়াণী ভাবিলেন, "ভয় দেখাইলে হয় ত, ইহারা আমার কথা শুনিবে, ইহা ভাবিয়া তিনি কহিলেন, "সাবধান, জোর কথা বলিও না, জোর করিয়া যদি তোমরা আমাকে এখানে আটক করিতে চাও, তোমাদের মহা-বিপদ ঘটিবে।"

অতি কর্কশকণ্ঠে জার্ব্বেসী বলিল, "এখন তুমি শোবে কি না? যাহা আমরা বলিতেছি, তাহা তুমি করিবে কি না?"

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "শোন আমার কথা; এখান হইতে আমাকে বাহির করিয়া দেও, আমি তোমাদের প্রত্যেককে দুই হাজার টাকা দিব; তাহাতেও যদি মন না উঠে, দশ হাজার দিব, বিশ হাজার দিব, যত তোমরা চাও ততই দিব আমাকে বাহির করিয়া দেও। কিছুতেই আমি এখানে থাকিতে পারিব না। আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছে।"

সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া জার্ব্বেসী বলিল, "টমি, টমি, সেই কথা রে—সেই কথা! বিশ হাজার টাকা! এখানে যে আসে সেই ঐ রকম কথা বলে; সকলেই এক গীত গায় কি চমৎকার! কি চমৎকার!!"

আরও একটু চিন্তা করিয়া অদ্রিয়াণী কহি-লেন, "ভাল কথায় হইল না! বিপদে পড়িবার ভয় দেখাইলাম, তাহাও তোমরা শুনিলে না, তবে আর আমি কি করিব। শোন আমার শেষ কথা; আমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাইব। তিলমাত্র বিলম্ব করিব না। জোর করিয়া বাঁধিতে চাও, চেষ্টা কর, আমি দেখিব কত সাহস তোমরা ধর।"

এই কথা বলিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী দৃঢ় সঙ্কল্পে দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন; ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই মাথার উপর সেই প্রকার সম্মিলিত উচ্চকণ্ঠে বহুলোকের বিকট চীৎ-কারধ্বনি! মর্ম্মান্তিক যাতনায় এককালে কত লোক যেন এক সঙ্গে ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

অদ্রিয়াণী দরজার দিকে যাইতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া গেলেন; নূতন ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িলেন। রাক্ষসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কাহারা ক্রন্দন করে? তোমরা কি শুনিতে পাইতেছ না? বাড়ীখানা কি? এখানে ও সকল কিসের চীৎকার? আবার ওদিকেও ঐ!"—অপর মহলের গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দ্বিতীয়বার তিনি কহিলেন, "আবার ওদিকে ঐ! ঐ গবাক্ষেও একটা শ্বেতমূর্ত্তি কি একখানা কাপড় টানিয়া বিকট রঙ্গ করিতেছে। দেখিতে পাইতেছ? ওটাই বা কি?"

টম্বর বলিল, "কি আর জিজ্ঞাসা কর? এই তুমি যেমন দুষ্ট, ওটাও সেই রকমের একজন।"

হস্তে হস্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক দারুণ আতঙ্কে অদ্রিয়াণী পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "তোমরা বল কি? এখানা কিসের বাড়ী! লোকগুলিকে লইয়া উহারা কি করিতেছে?"

জার্ব্বেসী বলিল, "তোমারও ঐ দশা হবে, তুমি যদি দুরন্ত হও, আমাদের কথা যদি না শুন, বিছানায় যদি না যাও তাহা হইলে তোমারও ঐ দশা হবে!" বললে করিয়া যে জামাটা আনিয়াছিল সেই জামাটা দেখাইয়া টম্বর বলিল, "এই দেখ যাহারা দুরন্ত হয়, তাহাদের গায়ে এই রকম চোস্ত জ্যাকেট পরাইয়া দিই! উপরের ঘরেও চোস্ত জ্যাকেট পরান হইতেছে।"

বদনে করাবরণ করিয়া অদ্রিয়াণী ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। কি যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হঠাৎ তিনি তাহা বুঝিয়া লইলেন। ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল! দিনমানে সভাগৃহে বিস্তর যাতনা সহ্য করিয়াছেন, রাত্রিকালে আবার এই! তাঁহার শরীরের সামর্থ্য যেন লুপ্ত হইতে লাগিল। হাত দুখানি যেন অবশ হইয়া দুই পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িল, মুখখানি ভীষণ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল, সর্ব্বশরীর সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তিনি জানুপাতিয়া বসিলেন। ভীষণ চোস্ত জ্যাকেটের দিকে সভয় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। অতি ক্ষীণস্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "না না; ওটা নয়, দয়া কর, ওটা আমার অঙ্গে পরাইয়া দিও না। ক্ষমা কর, যাহা তোমরা বলিবে, তাহাই আমি করিব; ওটা আমাকে পরাইয়া দিও না।" বলিতে বলিতে সঙ্কিতা কুমারী কাঁপিয়া কাঁপিয়া [illegible] ভূতলে পড়িতেছিলেন, [illegible] ধরিয়া ফেলিল; কুমারী মূর্চ্ছিতা হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বাতুলালয়।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, [illegible]য়ার প্রাসাদে ডাক্তার বেলিনিয়ার যখন প্রথম প্রবেশ করেন, কথা প্রসঙ্গে বর্টরাণী সেই সময় একবার অতি কৌশলে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, "সেই সৌখীন আলয়টী কেমন চলিতেছে"; সেই ইঙ্গিতের তাৎপর্য্য এইখানে প্রকাশ হইল। ডাক্তার বেলিনিয়ারের সৌখীন আলয়টী এই। ডাক্তার বেলিনিয়ার অতি কৌশলে কুমারী অদ্রিয়াণীকে যে আলয়ে আনয়ন করিয়াছেন, এই সৌখীন আলয়টী তাঁহার বাতুলালয়!

বাতুলালয়ের ধাত্রীক্রোড়ে অদ্রিয়াণী

মূর্চ্ছিতা। মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া হাসিয়া টম্বর বলিল, "কেবল মূর্চ্ছা মাত্র। মরিবে না, ভয় নাই। চল আমরা ইহাকে বিছানায় লইয়া যাই। সেই খানে ইহার কাপড় খুলিয়া লইব; মূর্চ্ছা বেশীক্ষণ থাকিবে না।"

জার্ব্বেসী বলিল, "তুমিই তবে লইয়া চল; লণ্ঠনটী লইয়া তবে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাই।"

টম্বরের শরীরে বিলক্ষণ বল। যেমন দীর্ঘাঙ্গী, তেমন [illegible]াঙ্গী। ঘুমন্ত শিশুকে ধাত্রীরা যেমন স্বচ্ছন্দে কোলে করিয়া লইয়া যায়, দীর্ঘাঙ্গী টম্বর ঠিক সেইরূপে কুমারী অদ্রিয়াণীকে অক্লেশে কোলে করিয়া চলিল। যে ঘরের ভিতর [illegible]য়া ডাক্তার বেলিমিয়ার প্রস্থান করিয়াছিলেন, কুমারীকে লইয়া টম্বর সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠন হস্তে জার্ব্বেসী।

এটী শয়ন ঘর, [illegible] ঘরেও আসবাব-পত্র বেশী নাই। যাহা [illegible] আছে তাহাও দেয়ালের সঙ্গে বাঁধা। [illegible]রে একখানি লোহার খাটিয়া, তাহার মা[illegible] দিকে ছোট একটী তাক, সেই তাকের উপর লণ্ঠনটী রাখিয়া জার্ব্বেসী একধারে দাঁড়াইল। টম্বর সেই খাটিয়ার উপর অচেতনা অদ্রিয়াণীকে শয়ন করাইল। তাহার পর উভয়ে এক সঙ্গে মিলিয়া যুবতীর অঙ্গবস্ত্র খুলিতে আরম্ভ করিল। বিছানায় বসিয়া একজন সেই মূর্চ্ছিতা কুমারীকে একটু উঁচু করিয়া ধরিল, তাঁহার মস্তকটী তখন অবসাদে বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িল। যদিও মূর্চ্ছা, তথাপি সেই অবস্থায় সেই দুটী বিশাল নয়নে দরদর বারিধারা।

ধাত্রীরা অল্পক্ষণের মধ্যেই কুমারীকে বিবস্ত্রা করিল। মস্তকের স্বর্ণবর্ণ কেশগুলি আলুলায়িত হইয়া মুখের উপর বুকের উপর, পৃষ্ঠের উপর তরঙ্গিত হইয়া পড়িয়াছিল, জার্ব্বেসী সেইগুলি ধরিয়া মস্তকের পশ্চাত-ভাগে ঝুঁটী করিয়া বাঁধিল। সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া একবার বলিল, "দেখ, দেখ কত বড় চুল। কেমন নরম, এই চুলগুলি কাটিয়া দিতে হইবে। মাথায় বরফ ঢালিতে হইবে। সেটা বড় কষ্ট!" মুখে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু বাতুলালয়ে থাকিয়া থাকিয়া বিষম নিষ্ঠুরতায় তাহাদের অভ্যাস জন্মিয়াছিল, কাতরতা কেবল মুখেই রহিল, হৃদয়ে স্থান পাইল না! কুমারীকে তাহারা প্রায় উলঙ্গ করিল। টম্বর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া অদ্রিয়াণীর পায়ের জুতা খুলিতেছিল। খুলিতে খুলিতে সঙ্গিনীকে বলিল, "দেখ দেখ কেমন ছোট ছোট পা! দুইখানা পা আমি এক মুঠায় ধরিতে পারি।" বিবস্ত্রকরণ সমাপ্ত হইল, কুমারীকে তাহারা সেই কঠোর শয্যার উপর শুয়াইয়া রাখিল, টম্বর দুইবার দীর্ঘ দীর্ঘ অঙ্গুলী দ্বারা নবীনা কোমলাঙ্গী কুমারীর গ্রীবা, স্কন্ধ ও বাহু অল্পে অল্পে টিপিয়া ধরিল। অজ্ঞান অবস্থাতেও কুমারী দুইবার শিহরিয়া উঠিলেন। হায় হায়! প্রাতঃকালে উঠিয়া যে সুন্দরী কুমারী সহচরিগণের সেবায় সুমোহন বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার এখন এই অবস্থা! ভারতের রাজকুমারকে উপযুক্ত রাজপরিচ্ছদে সাজাইয়া স্বভবনে স্থান দিবার নিমিত্ত দিনমানে যিনি উল্লাসিনী হইয়াছিলেন, নিশাকালে তাঁহার এই অবস্থা! মার্শেল সাইমনের কন্যা দুটীকে নিজালয়ে আনয়ন করিয়া সন্ধ্যাকালে যিনি মহানন্দ ভোগ করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, নিশাকালে এই ভয়ঙ্কর বাতুলালয়ে তাঁহার এই অবস্থা! বাতুলালয়ে তিনি কেন? হায় হায়! দাগোবার্টের পুত্র এগ্রিকোলাকে বিপ-মুক্ত করিবার আশায় মিনিষ্টারের ভবনে

আসিয়াছিলেন, জামীন দিয়া এগ্রিকোলাকে খালাস করিবেন, ডাক্তার বেলিনিয়ার উপরোধ করিয়া দিবেন, ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ডাক্তার বেলিনিয়ার তাঁহার পরম বন্ধু। সেই পরম বন্ধু এখন বিলক্ষণ বন্ধুত্বের পরিচয় দিলেন। ডাক্তার বেলিনিয়ারের ভীষণ বাতুলালয়ে সরলা কুমারী মূর্চ্ছিতা।

কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। অভাগিনী কুমারী অল্পে অল্পে চৈতন্যলাভ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, উভয় পার্শ্বে সেই দুই ভীষণ মূর্ত্তি উপবিষ্টা। আতঙ্কে, হুতাশে, ক্রোধে, ঘৃণায়, লজ্জায় তাঁহার যেন মর্ম্মভেদ হইতে লাগিল। ললাটের কেশগুলি অশ্রুসিক্ত হইয়া নয়নে বদনে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, হস্ত দ্বারা তাহা সরাইয়া দিলেন, অঙ্গপানে চাহিয়া দেখিলেন উলঙ্গ! স্ত্রীজাতির লজ্জা কতদূর বিমল অথচ কত দূর তেজস্বিতা পূর্ণ, সতী স্ত্রী তাহা বুঝিতে পারে। সেই বিকটাকার রাক্ষসী-~~দের মুখপানে চাহিয়া~~ সেই অবস্থায় তিনি কথা কহিবেন, তাহারাও চাহিয়া চাহিয়া হাসা করিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া একটু উঁচু হইয়া বসিলেন। মাথার দিকে লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, করাঘাতে সেই লণ্ঠনটা দূরে ফেলিয়া দিলেন। দীপ নির্ব্বাপিত হইল, লণ্ঠনটাও ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। শয্যাবস্ত্রখানা টানিয়া লইয়া লজ্জাশীলা কুমারী আপনার সর্ব্বাঙ্গ সমাবৃত করিলেন। নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল।

ভাবভঙ্গী দেখিয়া ধাত্রীরা ভাবিল, সমস্তই পাগলামী। রাগান্ধ হইয়া টম্বর বলিল—"আবার তাই আবার আমাদের লণ্ঠন ভাঙ্গিয়া ফেলিলি, এখনও সাবধান হ', উপদ্রবে পাগলীরা যেমন চোস্ত জ্যাকেট পরিতেছে, এই রাত্রেই আমরা তোকে তেমনি করিয়া জ্যাকেট পরাইব।"

জার্ব্বেসী বলিল, "তাহাই ত চাই; তুমি উহাকে ধরিয়া রাখ আমি যাই! আর একটা আলো আনি, শীঘ্রই আমরা ইহাকে নিস্তেজ করিতে পারিব।"

টম্বর বলিল, "যাও যাও,—শীঘ্র যাও, চাউনিটা এখনো একটু ভাল আছে বটে, কিন্তু শীঘ্রই ক্ষিপ্ত হইবে। বোধ হয়, সারারাত আমাদের এখানে চৌকী দিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।"

জার্ব্বেসী গেল, আর একটা লণ্ঠন আনিল। অদ্রিয়াণীকে চোস্ত জ্যাকেট পরাইয়া দিল। জাগরণে সমস্ত রাত্রি অদ্রিয়াণী মহা যন্ত্রণা ভোগ করিলেন।

প্রভাত হইল। বেলা যখন ৯টা, সেই সেই সময় মদগর্ব্বে হাসিতে হাসিতে ডাক্তার বেলিনিয়ার দর্শন দিলেন। পূর্ব্বের সেই স্নেহ, পূর্ব্বের সেই অমায়িক ভাব, পিতৃতুল্য মমতা সমস্তই যেন অক্ষুণ্ণভাবে ডাক্তারের বদনে অঙ্কিত রহিয়াছে, ক্রোধারক্তনয়নে অদ্রিয়াণী তাহা দেখিলেন। সস্নেহবচনে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, রাত্রে তুমি কেমন ছিলে?" অদ্রিয়াণী উত্তর দিলেন না। নিশাকালে অজ্ঞানাবস্থায় কিয়ৎক্ষণ তিনি বিবস্ত্রা ছিলেন, তাহার পর কিয়ৎক্ষণ চোস্ত-জ্যাকেট পড়িয়া বিষম কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন; প্রভাতে সে ভাব ছিল না। ধাত্রীযুগলকে বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়া তিনি একটু নরম করিয়াছিলেন। ঊষাকালে তাহারা চোস্ত জ্যাকেট খুলিয়া লইয়াছিল। প্রভাতে কুমারী অদ্রিয়াণী আপন ইচ্ছামত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন, ধাত্রীরা কিছুই আপত্তি করে নাই। মনোমত পোষাক পড়িয়া শয্যার একধারে তিনি বসিয়া

রহিয়াছেন, ঠিক সেই সময় ডাক্তার বেলি-নিয়ারের প্রবেশ।

ডাক্তারের ইঙ্গিতে ধাত্রীরা সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। ডাক্তারের প্রশ্নে অদ্রিয়াণী কিছুই উত্তর দিলেন না, প্রস্তর প্রতিমার ন্যায় অচলা হইয়া রহিলেন। "লোকটা কি নিলর্জ্জ! কি সাহসে আমার কাছে মুখ দেখাইতে আসিল!" এই ভাবিয়াই গৌরবিনী কুমারী নীরব! কোমল কণ্ঠে ডাক্তার পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "বৎসে রাত্রে তুমি কেমন ছিলে?

বিস্ফারিতনয়নে চাহিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী ঘন ঘন আপন ... ললাটে হস্ত ঘর্ষণ করিলেন; তিনি জাগিয়া আছেন কি ঘুমাইতেছেন, ইহাই যেন পরীক্ষা করিলেন। তদনন্তর ডাক্তারের দিকে নেত্রপাত করিয়া কি কথা বলিবেন, মনে করিলেন, কিন্তু বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। ক্রোধে ও ঘৃণায় অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। যে লোকটাকে তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন, সেই লোক এতবড় বিশ্বাসঘাতক, ইহা ভাবিয়া অকস্মাৎ তাঁহার স্বরস্তম্ভ।

একটু যেন বিষাদে মস্তকসঞ্চালনপূর্ব্বক ডাক্তার কহিলেন, "বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি, আমার উপর তুমি রাগ করিয়াছ; হাঁ বৎসে! এখানে আসিবার অগ্রে সেটা আমি মনে করিয়াছিলাম।"

স্বরে যেন কপটতা মাখা। অদ্রিয়াণী তাহা বুঝিলেন; তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন; পাণ্ডুগণ্ড আরক্ত হইল, নেত্রযুগল যেন জ্বলিয়া উঠিল। সগর্ব্বে তিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন; অধরপ্রান্তে ঘৃণার হাসি দেখা দিল। একটীও কথা না বলিয়া দ্রুতপদে তিনি দরজার নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। মাতুলালয়ের সাবধানতা ঠিক আছে; দ্বার বাহির হইতে আবদ্ধ, ডাক্তারের দিকে মুখ ফিরাইয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া কুমারী কহিলেন, "দ্বার খুলিয়া দেও।"

একটু নস্য গ্রহণ করিয়া ডাক্তার কহিলেন, "স্থির হও অদ্রিয়াণী—স্থির হও; উপবেশন কর। আইস আমরা মিত্রভাবে আলাপ করি। আমি তোমার বন্ধু, ইহা তুমি বেশ জান।"

ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে অদ্রিয়াণী কহিলেন, "আজিও কি আমি এস্থান পরিত্যাগ করিতে পাইব না?"

ডাক্তার কহিলেন, "পরিত্যাগ! কিছুতেই না। যেরূপ উত্তেজিতা হইয়া রহিয়াছ, সে অবস্থায় এস্থান পরিত্যাগ করিতে নাই। নিজে তুমি দেখিতে পাইতেছ না, তোমার মুখ চক্ষু লাল হইয়া রহিয়াছে, ফুলিয়া উঠিয়াছে; নাড়ীও বোধ হয় খুব দ্রুত চলিতেছে। শুন বৎসে, আমার কথা; এ সময় আরও চঞ্চলা হইলে ঐ সব রোগলক্ষণ আরও বাড়িবে।"

সুস্থিরনয়নে ডাক্তারের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুপদে অদ্রিয়াণী ফিরিলেন; পূর্ব্ববৎ বিছানার একধারে বসিলেন। ডাক্তার কহিলেন, "হাঁ, এই ঠিক। বুদ্ধি বিবেচনা তোমার আছে, এস আমরা মিত্রভাবে বাক্যালাপ করি।"

সুধীরস্বরে অদ্রিয়াণী উত্তর করিলেন, "কথাগুলি তোমার বেশ; মিত্রভাবে বাক্যালাপ! তুমি আমাকে পাগল বানাইতে চাও, কেমন, এই কথা ঠিক নয়?"

ডাক্তার।—কোন্ কথা ঠিক, এখন তাহা তুমি বুঝিবে না; এখন আমার প্রতি তোমার ঘৃণা হইতেছে; কিন্তু ইহার পর এমন একদিন আসিবে, সে দিন তুমি বুঝিবে, আমি তোমার কত বড় উপকার করিতেছি। তোমার উপকার করাই আমার ইচ্ছা।

কর্ত্তব্যের অনুরোধে এক এক সময় মানুষকে অতি কষ্টকর কার্য্যও সম্পাদন করিতে হয়।

অভ্রিয়াণী।—(তীব্রহাস্ত করিয়া) ওঃ! খুব স্পষ্ট কথা! আমার উপকারের জন্তই তুমি এই সব কার্য্য করিতেছ?

ডাক্তার।—তাহাই ত করিতেছি। তোমার উপকার ছাড়া কখনও কি আমি কোন মন্দ করিয়াছি?

অভ্রিয়াণী।—জানি না মহাশয়,—জানি না। তোমার কাপুরুষতা, তোমার বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা তোমার নির্লজ্জতা অধিক, ইহা আমি জানি না।

ডাক্তার।—বিশ্বাসঘাতকতা? সত্যই বিশ্বাসঘাতকতা! কিন্তু ভাব দেখি বৎসে, যদি উপকার করিবার ইচ্ছা না থাকিত, তাহা হইলে আজ প্রাতঃকালে আমি কি আবার তোমার কাছে ফিরিয়া আসিতাম? আর কি তুমি তোমার কাছে মুখ দেখাইতাম? মন্দ ইচ্ছা থাকিলে তোমার কি এই ক্রোধমূর্ত্তি আমি দেখিতাম? আমি এই আশ্রমের প্রধান চিকিৎসক। এই আশ্রম আমার; এখানে আমার দুইজন ছাত্র আছেন; তাঁহারাও ডাক্তার, তাঁহারাও আমার স্থায় চিকিৎসাবিস্থায় সুনিপুণ। চিকিৎসার জন্ত তাহাদের দুইজনকেই আমি তোমার কাছে রাখিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা আমি রাখিব না। আমি তোমার স্বভাব জানি, তোমার ধাত জানি, তোমার প্রাথমিক ইতিহাস জানি, আমিই উত্তমরূপে তোমার চিকিৎসা করিতে পারিব। আমি যেমন পারিব অপরে তেমন পারিবে না।

অভ্রিয়াণী।—(তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া) ডাক্তার আমাকে পাগল বানাইবার জন্ত তাহারা তোমাকে কত টাকা দিয়াছে?

ডাক্তার।—অভ্রিয়াণী! তুমি আমাকে কি কথা বলিতেছ?

অভ্রিয়াণী।—ভাল কথাই বলিতেছি। আমি ধনবতী কুমারী; তাহারা তোমাকে যাহা দিয়াছে, আমি তাহার দ্বিগুণ দিব। এখনও তুমি বন্ধুত্বের কথা বলিতেছ? বন্ধুত্বের নামে তাহাদিগকে আমি পরাভূত করিব। কত টাকা তুমি চাও?

ডাক্তার।—টাকার কথাই তোমার মুখাগ্রে। যে দুইজন ধাত্রী রাত্রে এখানে ছিল, রাত্রে তুমি কি কি করিয়াছ; তাহা তাহারা আমাকে সমস্তই জানাইয়াছে। তাহাদিগকেও তুমি অনেক টাকা দিবে, এইরূপ লোভ দেখাইয়াছিলে।

অভ্রিয়াণী।—তাহারা গরীব মানুষ; লোকে যাহাতে সভ্য হয়, সেরূপ শিক্ষা, তাহারা পায় নাই। তুমি সভ্য লোক; তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ; তুমি টাকার মানুষ; তোমার ক্ষমতাও বেশী। বিজ্ঞানশাস্ত্রে তোমার দখল; দাসীদের যাহা দিতে চাহিয়াছিলাম; তোমাকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দিতে আমি প্রস্তুত। তুমি বল; তাহারা তোমাকে কত টাকা দিয়াছে? বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য অনেক। অবশ্যই তাহারা তোমাকে অনেকটাকা দিয়াছে। তুমি বলিতেছ, তুমি আমার বন্ধু; তোমাকে আমি অনেক টাকা দিব, বল কত তুমি চাও।

ডাক্তার।—তোমার ধাত্রীরা বলিয়াছে; রাত্রিতে তুমি তাহাদিগকে অনেক রকম ভয় দেখাইয়াছিলে; আমাকেও কি সেইরকম ভয় দেখাইবে না কি? শান্ত হও,—শান্ত হও, ঘুষ দিয়া কাজ লইবার চেষ্টা পাইও না। প্রতিশোধের মতলবে ভয় দেখাইয়া কাহাকেও শাসাইও না। তোমার শাসানটা বৃথা, নিস্ফল! ইহা আমি বুঝিতে পারি। ঐ খেয়ালগুলি

ছাড়িয়া দেও, তাহা হইলেই আমরা শীঘ্র তোমাকে আরাম করিতে পারিব।

অদ্রিরাণী।—আমার শাসানটা বৃথা? আমার ভয় প্রদর্শন নিষ্ফল? তুমি বুঝি ইহাই বিবেচনা কর? আচ্ছা,আচ্ছা,—এ দিন থাকিবে না। এই পাগলালয় আমি পরিত্যাগ করিয়া যাইব। যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তুমি আমাকে এই পাগলাগারদে আনিয়াছ,আমি মুক্ত হইয়াই তাহা সমস্ত সংসারকে জানাইয়া দিব। রাণী ভিক্টোরিয়ারে সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তোমরা যে প্রকার ভয়ানক ভয়ানক ঘৃণাকর কার্য্য করিতেছ, তোমাদের ভয়ে তাহা আমি গোপন রাখিব, ইহাই কি তুমি মনে কর? কখনই রাখিব না,—কখনই না। গতরাত্রে এই গারদে যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করিয়াছি, তাহাও কি আমি গোপন রাখিব? কখনই না,—কখনই না! আমি যেমন পাগল এটা যেমন সত্য, এ রাজ্যে আইন আছে, হাকিম আছে, তাহাও সেইরূপ সত্য! আইনের আশ্রয় আমি লইব; হাকিমদিগকে আমি জানাইব; তাঁহারা বিচার করিবেন। তুমি এবং তোমার নিয়োগকর্ত্তারা হাতে হাতে প্রতিফল পাইবে! লজ্জা, অপমান, রাজদণ্ড কিছুই বাকী থাকিবে না। আরও শুন,—আজি অবধি কেবল ঘৃণাই তোমার আমার সম্পত্তি হইল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিবে। আমার যতদূর শক্তি, যতদূর বুদ্ধি তাহা—

ডাক্তার।—তা, আমি তোমার বেশী কথা শুনিব না। কতকগুলা অনর্থক আশা তোমার এই অবস্থা ঘটাইয়াছে। আমি ইহা করিব, উহা করিব, এত পাইব,এত দান করিব, আকাশ কুসুমের ন্যায় সেই প্রকার বৃথা আশাতেই মধ্যে মধ্যে তুমি উন্মাদিনী হও; এখন শান্ত হইয়া আপনার পথ চিন্তা কর। আপনার অবস্থা আপনি বিবেচনা কর! আজ আমি তোমাকে চারিটি কথা বলিতেছি। প্রথম কথা,—এই বাড়ী পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব। দ্বিতীয় কথা,—এ বাড়ীর বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের কাহারও সহিত তোমার কিছুমাত্র সংশ্রব থাকিবে না। কাহার সহিত কথা কহিতে কিম্বা কাহারও নিকট পত্র লিখিতে পারিবে না। তৃতীয় কথা,—আমি যাহার উপর বিশ্বাস না রাখি, তেমন কোন লোক এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। চতুর্থ কথা,—তোমার শাসনবাক্যে আমি কিছুমাত্র ভয় রাখি না। আইন এবং যুক্তি উভয়েই আমার অনুকূল।

অদ্রিরাণী।—বল কি? আমাকে এখানে আটক রাখিতে তোমার পূর্ণ অধিকার আছে?

ডাক্তার।—ভাল ভাল হেতুবাদ না থাকিলে অধিকার স্থাপনের বিশেষ বিশেষ কারণ না থাকিলে কখনই আমরা এই দুঃসঙ্কল্পে মাথা দিতে পারিতাম না।

অদ্রিরাণী।—ভাল ভাল হেতুবাদ তবে তোমাদের আছে? বিশেষ বিশেষ কারণ তবে তোমরা দেখাইতে পার। আচ্ছা, আচ্ছা, বল দেখি গুটীকতক, আমি শুনিব।

ডাক্তার। গুটীকতক কি শুনিবে! অনেকগুলি কারণ, সকল গুলিই চূড়ান্ত। ভয় দেখাইতেছ, হাকিমান্ত করিবে। তাহা যখন হইবে, তখন আমরা সেইখানেই সকল কথা ব্যক্ত করিব। দুটী একটী এখন শ্রবণ কর। যখন যেটা তুমি ধর, সেটা আর ছাড়িতে চাও না; ভাল মন্দ বিবেচনা কর না, লোকে বুঝাইয়া দিলেও তোমার মনে ধরে না। সখীদের যে রকম পোষাক পরাও, যথার্থই যেন সেটা পাগলের খেয়াল, অনর্থক সকল বিষয়ের অপব্যয়। ভারতবর্ষের রাজ-

পুত্রের গল্প; এখানে আনিয়া তাহাকে তুমি রাজসম্মান প্রদান করিতে চাও। অবিবাহিত যুবকের ন্যায় তুমি যথা ইচ্ছা তথায় গিয়া বাস করিতে অভিলাষিনী। তোমার শয়নগৃহে একজন অপর লোক লুক্কায়িত ছিল। এই সকল কাণ্ড, ইহা ব্যতীত কলাকার সভায় তুমি যে সকল কথা কহিয়াছ, পার্শ্বগৃহে লুকাইয়া থাকিয়া একজন লোক তাহা সমস্তই লিখিয়া লইয়াছে। আমরাই তাহাকে যবনিকার অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। তোমার কথাগুলি লিখিয়া লইবার জন্যই তোমার জেঠাইমা তাহাকে উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন তোমার বুদ্ধি স্থির হইবে, যখন তুমি এই সকল ঘটনা ভাবিয়া দেখিবে, তখন বুঝিবে আমরা তোমার কতবড় উপকারী বন্ধু। এখন বুঝিলে আমার কথা!

অদ্রিরাণী।—(ঘৃণাপূর্ব্বক) বুঝিব, বুঝিব! বলিয়া যাও!

ডাক্তার।—যাঁহারা তোমার বন্ধু, তাঁহারা তোমারে আরাম করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত। তুমি কিন্তু তাহাদিগকে শত্রু ভাবিতেছ। এ অবস্থায় তাহারা নিশ্চয়ই দায়িত্ব মুক্ত হইবেন। এখনও তুমি পাগল হও নাই; এখন কেবল খেয়ালের সঙ্গে খেলা করিতেছ। রোগটা ক্রমে বাড়িয়া উঠিবে। ভবিষ্যতে আর সুখের মুখ দেখিতে পাইবে না। আমার ইচ্ছা এই, তোমাকে আরাম করিব, শরীরের ব্যাধি নষ্ট করিয়া দিব, সুনীতি উপদেশে মানসিক অশান্তিও দূর করিব। সেই ইচ্ছা সাধনের প্রথম কল্প [illegible]লাসভবন পরিত্যাগ। যেখানে থাকিলে খেয়াল বাড়ে, সেখান তুমি থাকিতে পাইবে না। নির্জ্জন শান্তি-নিকেতনে আমার স্নেহ যত্নের ক্রোড়ে কিছুদিন তোমাকে অবস্থান করিতে হইবে। পিতার যেমন স্নেহ আমি তোমাকে সেইরূপ স্নেহ করি, ইহা তুমি জান। শান্তি-নিকেতনেই থাক; আমার কাছেই থাক, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে আরাম হইতে পারিবে।

অদ্রিরাণী।—(তীব্র হাস্য করিয়া) স্বাধীনতা ভালবাসি সততার সেবা করি, সৌজন্যের পূজা করি, ভীষণ ভীষণ নীচ পদার্থে ঘৃণা করি, তোমার বিবেচনায় ইহাই আমার রোগ। এই রোগ তোমরা আরাম করিতে চাও, কিছুতেই পারিবে না, সংকল্পে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প।

ডাক্তার।—ভাল, আরাম করিতে না পারি, অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া দেখিব। আর একটী কথা মনে করিয়া রাখ। আমি একজন ডাক্তার, বয়সেও আমি প্রবীণ; লোকের মুখে তুচ্ছ কথা শুনিয়া আমি তোমাকে এখানে আনি নাই; নিজে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই করিয়াছি। যতদিন সম্পূর্ণরূপে আরাম না হও, ততদিন এস্থান হইতে চলিয়া যাইবার আশা রাখিও না। আমার উপর তুমি রাগ করিবে, কর; আমারে তুমি ভয় দেখাইবে, দেখাও; কিছুতেই আমি সৎসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিব না।

অদ্রিরাণী।—তবে তুমি সত্য ভাবিয়াছ আমি পাগল; সেই জন্যে অতগুলি জ্ঞানের কথা কহিতেছ।

ডাক্তার।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) পাগল! না, না। পরমেশ্বর রক্ষা করুন্। তুমি পাগল নও, এখনও তুমি পাগল হও নাই; আমার যত্নাদিতে যদি থাক, কস্মিনকালেও তোমাকে পাগল হইতে হইবে না; ইহাই আমার আশা। যাহাতে তুমি পাগল না হও সেই নিমিত্তই সময় থাকিতে আমি তোমায় চিকিৎসা করিতে অভিলাষ করিয়াছি। চিকিৎসার ইহাই উপযুক্ত অবসর। তাহা না বুঝিলে কেন আমি তোমাকে এখানে আনিব? কেনই বা এত

উপদেশের কথা বলিব? ইহাতে আমার অভিপ্রায় কি? তোমার প্রতি তোমার জ্যেঠাই মার ঘৃণা। তোমাকে বাতুলালয়ে আনিলে তিনি আমার প্রতি খুসী থাকিবেন। ইহাই কি আমি চাই? খুসী থাকিয়াই বা তিনি আমার কি ভাল করিবেন, অখুসী হইয়াই বা কি মন্দ করিবেন? তিনি যাহা আছেন, তাহাই থাকুন; কল্য তাঁহাকে যেরূপ চিনিয়াছি, চিরদিন সেইরূপই চিনিব। আজ আমি তোমাকে যা সব কথা বলিতেছি, কল্যও তাহাই বলিয়াছি, পাগলী বলিয়া আদর করিয়াছি, খাম-খেয়ালীর কথায় কত হাস্য করিয়াছি, তবে আর আমি তোমার বিরুদ্ধাচারী কিসে? একটী কথা তুমি বলিতে পার; ছল করিয়া আমি তোমাকে আনিয়াছি। এ কথা সত্য! তুমি নিজেই, আসিবে বলিয়াছিলে, তাহাতেই আমি সুবিধা পাইলাম, শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যসম্পাদনের অবসর পাইলাম, ইহাই আমার কথা। সেরূপ না করিলে কদাচ তুমি ইচ্ছা করিয়া এখানে আসিতে না। কোন দিন না কোন দিন অন্যপ্রকার ছল করিয়া আমরা তোমাকে এখানে আনিতাম; কিন্তু তাহাতে এরূপ শুভসংঘটন হইত না।

কথাগুলি শুনিতে শুনিতে এতক্ষণ অদ্রিয়াণীর কেবল রাগ ও ঘৃণা হইতেছিল। এখন ডাক্তারের মনোগত কূটভাব সুব্যক্ত হওয়াতে তাঁহার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল। ভণ্ড তপস্বিনী বউরাণীকে তিনি যতদূর ভয় করেন, এই ছদ্মবেশধারী কপটাচারী প্রতারক ডাক্তারকে তদপেক্ষা তিনি শতগুণ অধিক ভয় করিতে লাগিলেন। ভয় আসিয়া ঘৃণাস্থল অধিকার করিল, কুমারীর মুখের ভাব দেখিয়া ডাক্তার তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন। একটু পরেই সন্দেহ আসিবে ইহাও তিনি স্থির করিলেন। একটু পরেই হয়ত বলিবেন, আর আমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। তাহা হইলেই আমাদের ইষ্টসিদ্ধি হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ডাক্তার আবার বলিতে লাগিলেন, 'দেখিতেছি, এখনও তুমি আমার উপর সন্দেহ করিতেছ। যাহা আমি বলিতেছি, সমস্তই মিথ্যা, সমস্তই প্রতারণা, সমস্তই ভণ্ডামী, ইহাই তুমি ভাবিতেছ। কেন ভাব? আমি কি তোমাকে ঘৃণা করি? তুমি কি আমার ঘৃণা করিবার সামগ্রী? কেন ঘৃণা প্রকৃত চরিত্রবান্ সাধুলোকে সহজে তাহা অনুভব করিতে অক্ষম।' নীচাশয় লোকেরা চিরবিশুদ্ধ পবিত্র আত্মাকেও বিসর্জ্জন করিতে পারে। তাহাদের মনে সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ অনুতাপ আইসে, নতুবা সর্ব্বক্ষণ সেই উপলক্ষে শ্লাঘা প্রকাশ করিয়া থাকে।

এক দৃষ্টান্ত মার্কুইস্ আবিগ্‌রিনী। এই ব্যক্তির মাতৃভক্তি বেশ ছিল; বিদেশে সেই মাতার যখন মুমূর্ষু-অবস্থা, আবিগ্‌রিনী তখন পারিসে। "হা পুত্র হা পুত্র" বলিয়া পুত্রবৎসলা জননী মৃত্যুকালে কতই কাঁদিয়াছিলেন, কতই ডাকিয়াছিলেন, মাতৃভক্ত আবিগ্‌রিনী সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও অভাগিনীকে দেখিতে যান নাই, টাকার খাতিরে মানের খাতিরে রোমরাজ্যে গিয়াছিলেন। দলের কর্ত্তার যখন এরূপ প্রকৃতির পরিচয়, তখন অদ্রিয়াণী নাম্নী একটী কুমারীকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক অনাথিনী করিবার সঙ্কল্পে ডাক্তার বেলিনিয়ার কেনই বা কুণ্ঠিত হইবেন? যেসুইট-সম্প্রদায়ের গুপ্তসভা; ডাক্তার বেলিনিয়ার সেই সভার একজন সভ্য। অপরাপর সভ্যেরা তাঁহার বাধ্য। কিন্তু ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দুর্ব্বোধ দুষ্কর্ম্মে সহকারিতাকরণে তিনি নিজেও বোধ হয় তাঁহাদের কাছে অধিকতর দৃঢ়বন্ধনে বাধ্য-

কুমারী অভ্রিয়াণীর সহিত ডাক্তার বেলিনিয়ারের কথোপকথন হইতেছে। এমন সময় পার্শ্বদ্বারের একখানি কপাট ধীরে ধীরে একটু উন্মুক্ত হইল। সেই ছিদ্রপথে একজোড়া চক্ষু সঙ্গোপনে উঁকি মারিয়া কি দেখিল। ডাক্তার সাহেব সেই গুপ্ত অভিনয় দেখিতে পাইলেন না। অভ্রিয়াণী একদৃষ্টে ডাক্তারের মুখপানে চা'হিয়াছিলেন, মুখে কথা ছিল না। অন্তরে ভয় ছিল। নীরবে চাহিয়া চাহিয়া ক্ষণকাল তিনি যেন হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। লোকটার অন্তরে কি বিষ আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মুখের কথায় একটু মুগ্ধ হইলেন; ক্ষণেকের জন্য একটু সংশয় আসিল। তখন যেন তিনি ভাবিলেন, ডাক্তার বেলিনিয়ার হয়ত সরল ইচ্ছায় কার্য্য করিতে আসিয়া অপর কোন কুহকে বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন। ক্ষণকাল এইরূপ ভাবিয়াই কুমারী মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "না মহাশয়, হইতে পারে না; সেটায় আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করিতে পারিব না। আপনার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, নৈপুণ্য প্রচুর, বহুদর্শন বিস্তর, অতএব ভ্রম আপনার ঘটিবে, ইহা অসম্ভব।"

ডাক্তার।—ভ্রম! আমার নৈপুণ্য, আমার বহুদর্শন, এই দুটী গুণের তুমি প্রশংসা করিলে. সেই দুই গুণের দোহাই দিয়াই আমি বলিতেছি, তুচ্ছজ্ঞান না করিয়া আমার আদেশ তুমি শ্রবণ কর।

অভ্রিয়াণী।—আমি শ্রবণ করিব? তুমি কি আমাকে সেই কার্য্যে—না, না। সব হইয়াছে; তোমার বিজয়ের এইটুকু বাকী। আমি এখন নিজমুখে স্বীকার করি, আমি যথার্থই পাগলিনী; এখানে আসিয়াছি, এই স্থানই আমার উপযুক্ত স্থান; আর আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কেমন, ইহাই না তোমার মনে ইচ্ছা?

ডাক্তার।—কৃতজ্ঞতা আমি তোমার কাছে অবশ্যই পাইতে পারি। বাক্যালাপের সূত্র হইতেই সে কথা তোমাকে আমি বলিয়া আসিতেছি। আবার শুন,—কথাগুলি নিষ্ঠুর বোধ হইবে, কিন্তু একপ্রকারের ঘা আছে, লৌহ এবং অগ্নি প্রয়োগে তাহা আরাম হয়। প্রথম জীবনে যাহা তুমি করিয়াছ, সেইগুলি একবার স্মরণ কর, সেই দিকে একবার নিরপেক্ষ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর। চিন্তার পরিমাণ কর, এখনি আপনাকে দেখিয়া আপনি ভয় পাইবে। উন্মাদিনীর ন্যায় যখন তুমি আমার কাছে স্বর্গের গল্প করিতে, পৃথিবীর পাপের কথা বলিতে, সেই অবস্থা মনে কর। তোমার সমবয়স্কা অপর মহিলাগণের জীবন-প্রণালীর সঙ্গে তোমার নিজের অবলম্বিত প্রণালীর তুলনা কর। তুমি ভাবিয়া থাক, সমস্ত ধনবতী সুন্দরী অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠা; জগতে তোমার যেন উপমা নাই, সেই অহঙ্কারে তুমি মধ্যে মধ্যে যেন বিমুগ্ধ হও, আত্মহারা হইয়া থাক।

অভ্রিয়াণী।—(সভয়ে) তাদৃশ ভৌতিক অভিমান—বিষম অহঙ্কার কদাচ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ডাক্তার।—তবে তোমার সে সকল খামখেয়ালীর মানে কি? নিজেই কি তুমি তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে পার? এখনও সাবধান হও; কবির কল্পনার ন্যায় তোমার কল্পনা আছে, উচ্চবিষয়ে ভাল ভাল চিন্তা আছে; কিন্তু কেবল সেই দিকেই মনকে আবদ্ধ রাখা সাংঘাতিক ব্যাপার। উহা হইতেই পতন আইসে। এখনও তোমার বুদ্ধি ভাল আছে। যখন অপব্যয়ের দিকে মন ধায়, তখন তুমি আধপাগল হইয়া যাও। ক্রমশঃ ঐ ভাব থাকিয়া গেলে সম্পূর্ণ পাগল হইবে।

অদ্রিরাণী।—(ললাটে হস্তার্পণ করিয়া) ওঃ! তুমি আমায় আচ্ছা ভয় দেখাইতেছ।

ডাক্তার।—তবে তোমার বুদ্ধির অবশিষ্ট জ্যোতিটুকু নির্ব্বাপিত হইল। ইহার পরেই পাগ্‌লামী! জ্ঞান বুদ্ধি গেলেই লোকে পাগল হয়। দিন দিন ক্রমশই তুমি ভয়ঙ্কর পাগল হইবে, উন্মাদ হইয়া পড়িবে।

অদ্রিরাণী।—(উপর দিকে চক্ষু ও অঙ্গুলি তুলিয়া) ঐ রকম ?— ঐ রকম ? ঐ উপর ঘরে যে সকল পাগ্‌লী [illegible]কার করিতেছে, উহাদের মতন আমি হইব ?

ডাক্তার।—পা[illegible]লেরা কখন কখন ঐ রকম হয় বটে। যাহারা পাগল হয়, তাহাদের শরীরে মনুষ্যত্ব কিছু থাকে না। সাধারণ পশুজাতির যেরূপ স্বভাব, তাহারা সেইরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিও সেই রকম হয়। পেটুকের মত আহার করে, আর আপনাদের গহ্বরে এদিক্ ওদিক্ [illegible]রিয়া বেড়ায়। পাগলের জীবন এই প্রকার।

অপর মহলের [illegible]বাক্ষে সেই যে এক বিকটাক্ষী স্ত্রীলোক [illegible]ওতপ্রোতভাবে কাপড় টানিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, উদাস[illegible]নে চাহিয়া অদ্রিরাণী কহিলেন, "ঐ রকম ?— ঐ রকম ? ঐ মাগী যেমন করিয়া বেড়াইতেছে, যেমন করিতেছে, সমস্ত পাগল কি ঐ রকম করে ?"

ডাক্তার।—কাজে বৈ কি ? যে সকল স্ত্রীলোক তোমার মত সুন্দরী, তোমার মত যুবতী, তোমার মত বুদ্ধিমতী, তাহাদের যখন জ্ঞান-বুদ্ধি হরিয়া যায়, তখন দিন দিন তাহারা সমস্তই হারাইয়া ফেলে।

অদ্রিরাণী।—(ভয়ে কম্পিতা হইয়া) দয়া কর, দয়া কর। ও সব কথা আমাকে বলিও না। আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে। এখান হইতে আমাকে লইয়া চল ; শীঘ্র লইয়া চল। যদি আমি এখানে থাকি, সত্যই আমি পাগল হইয়া যাইব। না না, আমাকে পাগল করিও না ; আমি পাগল হইব না। আমার দিব্য জ্ঞান রহিয়াছে। যাহা তুমি বলিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। লোকে যেমন থাকে, আমি তাহা হইতে কিছু নূতন রকমে থাকি ; লোকে যাহা ভাবে, তাহা অপেক্ষা আমি নূতন প্রকার কিছু ভাবি ; লোকের যাহাতে অনিষ্ট না হয়, তাহাই আমি চিন্তা করি ; ইহাতে কি প্রমাণ হয় ?—অন্যের মতের সহিত আমার মতের মিলন নাই, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু আমার অন্তরে কি কিছু ময়লা আছে ? আমি কি কাহারও ভাল দেখিয়া হিংসা করি ? পরের হউক না হউক, সমস্তই আমার হউক, আমি কি সেইরূপ আত্মম্ভরী ? আমার হৃদয়ে কি মহত্ব নাই ? হিংসাবশে লোকে যাহা করে, এ জীবনে তাহা আমি এক দিনও করি নাই। একজনের কাছে যদি দশজন থাকে, তাহারা সকলেই সুখে থাকুক, এরূপ ইচ্ছা করা কি পাগ্‌লামী ? আরও ধর, তুমি যদি পাগল হও, আপনা আপনি তুমি তাহা অবশ্যই বুঝিবে। আমি পাগল হইয়াছি, কৈ আমি ত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ? যে দুই ধাত্রীকে তুমি আমার কাছে পাঠাইয়াছিলে, তাহারা এখানে কি কি কীর্ত্তি করিয়াছে, আমার অপেক্ষা তাহা তুমি ভালই জান। এখন আমি মিনতি করি, যাহা হয়, একটা সদুপায় কর। সত্য যদি তুমি আমার উপকার করিতে চাহিতে, তাহা হইলে কি এতক্ষণ বিলম্ব করিতে ? কেন আমার প্রতি তোমার দয়া হইতেছে না ? এখন আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি কি না, তাহাও আমি বলিতে পারি না। তুমি ফাঁদ পাতিয়াছ ;

সেই ফাঁদে আমাকে ধরিয়াছ, ইহাই যেন আমার মনে হয়। আমি যেন,—

সহসা মুক্তনেত্রে ডাক্তারের চক্ষে জল দেখিয়া অদ্রিয়াণী থামিয়া গেলেন। থামিয়া থামিয়া কাতরকণ্ঠে পুনরায় কহিলেন, "না না। ও কথা আমি আর বলিব না। তুমি কাঁদিতেছ; যাহা যাহা আমি বলিতেছিলাম, তাহা তোমার প্রাণে লাগিয়াছে; সত্যই তুমি কাঁদিতেছ। আর আমি সে সব কথা বলিব না। যাহা তোমার ইচ্ছা, তাহাই আমি করিব। যে সকল স্ত্রীলোক পাগল হইয়াছে, যাহারা তোমার এই আলয়ে রহিয়াছে, আমি যাহাতে তাহাদের মত না হই, তুমি তাহার উপায় কর। আজ তুমি যখন আমার সম্মুখে আসিলে, তখন তোমাকে আমি অনেক কটুকথা কহিয়াছি; সে অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। তখন আমি জানিতাম না; তোমার অভিপ্রায় কি, তখন তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

থামিয়া থামিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী এই সব দুঃখের কথা কহিলেন; ডাক্তারকে তিরস্কার করা ভাল হয় নাই, এই ভাবিয়া আক্ষেপ করিলেন; ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। ডাক্তার সেই অবসরে দুই হস্তে চক্ষের জল মুছিলেন। কুমারী অদ্রিয়াণী যুগল হস্তে আপন মুখমণ্ডল আবৃত করিলেন; হঠাৎ আবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিছু কিছু কম্প থামিল, কিন্তু মুখখানি তখন যেন পূর্ব্বক্ষণ অপেক্ষা দিব্য প্রশান্ত।

সেইরূপ প্রশান্তভাব ধারণ করিয়া অদ্রিয়াণী পুনর্ব্বার কহিলেন, "ডাক্তার বেলিনিয়ার! এই-মাত্র তোমাকে আমি যে সকল কথা কহিলাম, তাহা যে কি, সেটা আমি ঠিক জানি না। তখন আমার মন চঞ্চল হইয়াছিল, এখন আমি স্থির হইয়াছি; এখন যাহা বলি, স্থির হইয়া শ্রবণ কর। তোমার হাতে আমি আছি, ইহা আমি জানি; তোমার হস্ত হইতে আমি মুক্তি পাইব না, ইহাও আমি জানি। সত্য সত্য তুমি আমার পরম শত্রু কি পরম মিত্র, তাহাও এখন আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি বলিতেছ, এখন যাহাকে খেয়াল বলা যায়, শেষে সেটা পাগলামীতে দাঁড়াইতে পারে; এটা কি তোমার নিজের বিশ্বাসের কথা? কিম্বা তুমি কোন-লোকের জঘন্য কুচক্রের দূতস্বরূপ হইয়া উহা ঐরূপে আমাকে বুঝাইয়া দিতেছ? তুমি ভিন্ন আর কেহ আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না। আমি আপনাকে সর্ব্বদা সাহসী বলিয়া গণ্য করি, কিন্তু এখন আমি স্বীকার করিতেছি, তোমার কাছে আমি পরাজিত হইলাম। এখন অবধি তুমি আমাকে যাহা কিছু বলিবে, তাহাই আমি করিব। এটী আমার অঙ্গীকার—এটী আমার প্রতিজ্ঞা। দেখ ডাক্তার! আর তুমি আমাকে এ বাড়ীতে রাখিও না। সত্যই কি তুমি বুঝিয়াছ, আমার জ্ঞান বিকৃত হইয়া গিয়াছে? তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয় বাড়িয়াছে। সত্য করিয়া বল; সন্দেহ রাখিও না। তোমার কথায় আমি অবশ্যই বিশ্বাস করিব। আমি একাকিনী; এখানে আমার বন্ধুবান্ধব কেহ নাই, পরামর্শদাতা কেহ নাই, কেবল আমি একাকিনী তোমার অনুগ্রহের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া রহিয়াছি। শত্রু হও, মিত্র হও, তোমার উপর এখন আমার ষোল-আনা বিশ্বাস। জানি না, আমি আমার রক্ষা-কর্ত্তা কিম্বা সংহারকর্ত্তার সহিত কথা কহিতেছি; তথাপি বলিতেছি, তুমিই আমার সব। তোমার সম্মুখে আমি উপস্থিত,

আমার সুখের আশা তুমি ছেদন কর, আমার জীবন তুমি গ্রহণ কর, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, তোমার সহিত বিরোধে আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। বিরোধ করিতে ইচ্ছা করি না।

কুমারীর করুণোক্তি শ্রবণ করিয়া ডাক্তার বেলিনিয়ারের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। লোকের কথায় প্রতারণা করিয়া তিনি এই নিরপরাধিনী কুল-মহিলাকে ঘোরতর চক্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন, সে জন্য মনে মনে অনুতাপ করিলেন; অশ্রুসিক্তনয়নে হস্ত বিস্তার করিয়া কুমারী অদ্রিয়াণীর হস্তধারণে উদ্যত হইতেছিলেন, এমন সময় দ্বারের ছিদ্রপথ হইতে কর্কশ গম্ভীরস্বর উচ্চারিত হইল। তারস্বরে কে একজন ডাকিল, "মস্যুর বেলিনিয়ার!"

চমকিয়া উঠিয়া স্বগতবাক্যে বেলিনিয়ার কহিলেন, "এ কি? রডিন এখানে গুপ্তচর! আমি এখানে কি কি কথা কহিতেছি, অন্তরালে থাকিয়া কাইয়া লুকাইয়া রডিন কি তাহাই শুনিতে আসিয়াছে?"

চমকিত হইয়া অদ্রিয়াণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাকে ডাকিল?"

ডাক্তার।—একটী লোক। অদ্য প্রাতঃকালে এখানে উহার সহিত দেখা হইবে, উহার নিকট এইরূপ আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম। উহার সহিত সেণ্টমের-ধর্ম্মশালায় আমাকে যাইতে হইবে। ধর্ম্মশালা দূরে নয়, অতি নিকটেই সেই ধর্ম্মশালা।

অদ্রিয়াণী।—আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর কি?

ডাক্তার।—তাহার উত্তর আমি। এতদিন আমি যেরূপ ছিলাম, আজিও আমি সেইরূপ। আমি তোমার বন্ধু; তোমাকে প্রতারণা করিতে আমি অক্ষম।

অদ্রিয়াণী।—(ডাক্তারের হস্ত ধারণ করিয়া) এখন আমার সাহস হইল; কিন্তু কতদিন আমাকে এখানে থাকিতে হইবে?

ডাক্তার।—বোধ হয়, এক মাস। এই নির্জ্জনবাসে সর্ব্বদা আমার স্নেহ-যত্ন তোমার বিস্তর উপকার হইবে। এ অবস্থায় তোমার পক্ষে যাহা প্রয়োজন, এখানে তাহার কিছুরই অভাব হইবে না। এ ঘরে থাকিতে যদি তোমার কষ্ট হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে অন্য ঘরে লইয়া রাখিব।

অদ্রিয়াণী।—না, সে কথা নয়, এ ঘরেই রাখ, কি অন্য ঘরেই লইয়া যাও, তাহা আমি ধরিতেছি না, শীঘ্র ফিরিয়া আসিও এখনকার আমার ভরসা কেবল তুমি।

কথাগুলি বলিয়াই মাথা হেঁট করিয়া কুমারী নীরব হইয়া রহিলেন, মস্তকটী বক্ষ সংলগ্ন হইল; কোমল হাত দুখানি জানুর উপর রহিল। সেই খাটীয়ার এক ধারে বিবর্ণবদনে নিশ্চল হইয়া তিনি বসিয়া রহিলেন; যন্ত্রণায় যেন অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। ডাক্তার বেলিনিয়ার বাহির হইয়া গেলে, আপনা আপনি তিনি কহিলেন, "পাগল!—হইতেও পারে! হয় ত সত্যই আমি পাগল হইয়াছি।"

* * * *

চক্রের কথা কিছুই বলা যায় না। এক এক সময়ে এক একটা বাতুলালয়ে যাহাদিগকে পাগল বলিয়া আবদ্ধ করা হয়, তাহারা সকলেই সত্য পাগল নহে; অনেক সময় শোনা হইয়াছে, স্বার্থসিদ্ধির বাসনায়, কিম্বা প্রতিশোধ লইবার অভিসন্ধিতে, অথবা বিশ্বাসঘাতকের কুচক্র-প্রভাবে কেহ কেহ পাগলাগারদে বন্দী হইয়া থাকে। বিনা দোষে, বিনা রাগে গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, পরিবারের স্নেহক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, জনক-জননীর ক্রোড় হইতেও কেহ কেহ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজপুরুষেরা

সেই সকল আশ্রমের কিরূপ পরিদর্শন করেন, ম্যাজিষ্ট্রেটেরা কিরূপে তত্ত্বাবধান করেন, স্থানান্তরে স্থানান্তরে তাহা পরিব্যক্ত হইবে। কতকগুলি আশ্রমের আসলেই পরিদর্শন হয় না। অতি শীঘ্রই পাঠকমহাশয় তাহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিবেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব-চিন্তা।

কুমারী অদ্রিয়াণী বাতুলালয়ে রহিলেন। দাগোবার্টের স্ত্রীর গৃহে এ সময়ে কি কি হইতেছে, পাঠকমহাশয় তাহা শ্রবণ করুন।

নিশা-প্রভাতে গির্জ্জার ঘড়ীতে ৭টা বাজিয়াছে। সূর্য্যোদয় হয় নাই। মেঘ, কোয়াশা, অন্ধকার। এগ্রিকোলার জননীর ক্ষুদ্রগৃহের গাত্রে চড়াচড়-শব্দে ঘন ঘন শিলাবৃষ্টি হইতেছে। মধ্যে মধ্যে অশনিগর্জ্জন।

এগ্রিকোলা কোথায় গেলেন, সেই চিন্তায় এগ্রিকোলার মাতা রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে জাগিয়া বসিয়া ছিলেন। শেষ রাত্রে রোজী-বিলাসীর শয্যাপার্শ্বে তিনি একবার শয়ন করিয়াছিলেন। উষাকালেই গাত্রোত্থান করিয়াছেন। সমস্ত রাত্রি এগ্রিকোলা গৃহে আইসেন নাই; তিনি নিদ্রিতা হইলে যদি আসিয়া থাকেন, এই ভাবিয়া উষাকালে একবার উপরঘরে গেলেন; দেখিলেন, শয্যাটী শূন্য পড়িয়া আছে, এগ্রিকোলা নাই।

রোজী-বিলাসীও শোয়া উঠিয়াছেন। এগ্রিকোলার জননী যখন উপরে উঠিয়া গেলেন, তখন তাঁহারা দুটীতে সেই ক্ষুদ্রগৃহে রহিলেন। দাগোবার্ট পারিস হইতে যাত্রা করিবার সময় কুকুরটীকে সঙ্গে লইয়া যান নাই, কুকুরটী সেই গৃহে ভগ্নীদুটীর দিকে চক্ষু রাখিয়া একপার্শ্বে শুইয়া রহিয়াছে। গত রাত্রে মেয়েদুটীরও ভাল নিদ্রা হয় নাই। এগ্রিকোলার জননী কতবার উপর-নীচে করিয়াছেন, কতবার আপন আপনি কথা কহিয়াছেন, সিঁড়িতে একটু কিছু শব্দ পাইলেই সেই দিকে ছুটিয়া গিয়াছেন, এক একবার গৃহমধ্যে জানু পাতিয়া বসিয়া ঈশ্বরের নিকট পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন, এই কারণেই রাত্রে মেয়েদুটীর ভাল রকম নিদ্রা হয় নাই।

পূর্ব্বদিন দাগোবার্ট যখন বিদেশ-যাত্রা করিলেন, তাঁহার স্ত্রী সেই সময় রোজী-বিলাসীকে প্রভাতিক প্রার্থনায় আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উত্তর দিয়াছিলেন, প্রার্থনা কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহাদের জননী স্বর্গে আছেন, মধ্যে মধ্যে কেবল তাঁহাকেই ডাকেন মাত্র। এগ্রিকোলার জননী চমৎকৃতা হইয়া তাঁহাদিগকে কত প্রকার ধর্ম্মকথা বুঝাইলেন, তাঁহারা কেবল বিস্রাস্তলোচনে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, একটী কথাও বুঝিলেন না।

গৃহিণীর ভয় হইল। তাঁহার সরল-হৃদয়ে আঘাত লাগিল। মেয়েরা ধর্ম্মতত্ত্ব জানে না, ইহাঁদের দেহের গতি কি হইবে? এই ভাবিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের জল-সংস্কার হইয়াছিল?" জলসংস্কার কাহাকে বলে, তাহাও তিনি বুঝাইয়া দিলেন। বালিকারা বলিলেন, "বোধ হয় তাহা হয় নাই। তাঁহাদের জননী সাইবীরিয়ায় বনবাসিনী হইয়াছিলেন,

সেই বনস্থলীর একখানি ক্ষুদ্রগ্রামে তাঁহাদিগের জন্ম হয়। সে গ্রামে গির্জ্জাও নাই, ধর্ম্মের তেমন আলোচনাও নাই, পাদ্রীও নাই।

মেয়েদুটীকে দেখিয়া অবধি এগ্রিকোলার জননী তাঁহাদিগকে বড়ই ভাল বাসিয়াছিলেন; তাঁহাদের উপর মাতৃস্নেহ বার্ত্তয়াছিল; রূপ দেখিয়া, প্রকৃতি বুঝিয়া, মিষ্ট মিষ্ট কথা শুনিয়া তিনি বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, ব্যাপ্টাইজড্ হয় নাই, ধর্ম্মতত্ত্ব জানেন না, প্রার্থনা শিখেন নাই, তখন তাঁহার অত্যন্ত ভয় হইল, মনে তিনি অত্যন্ত বেদনা পাইলেন। নি[illegible] প্রকাশ করিয়া মনে মনে কহিলেন, হায় হায়, কি গতি, কি গতি!! এই সুন্দরী বালিকাদুটী চিরকাল অনন্ত নরকে বাস করিবে, ইহা সামান্য পরিতাপের কথা নয়। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। মেয়েদুটীকে কোলে করিয়া লইলেন; মুক্তির উপায় করিবেন, অঙ্গীকার করিলেন; বৃদ্ধ দাগোবার্ট [illegible] মেয়েদুটীকে জাতীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন নাই, তিনি তজ্জন্য অনুতাপ করিলেন। ক[illegible] সত্য, ধর্ম্মানুসারে জলসংস্কার সম্বন্ধে দাগোবার্ট উদাসীন ছিলেন।

খৃষ্টানের প্রার্থনার বিশেষ দিন রবিবার। খৃষ্টীয়শাস্ত্রে রবিবারকে বিশ্রামবার বলে। দাগোবার্টের পত্নী ফ্রান্সিস্ বাদোইন রবিবারের প্রার্থনায় মেয়েদুটীকে সঙ্গে লইয়া গেলেন না। ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই যাহারা জানে না, ভজনালয়ে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র, ইহাই তিনি ভাবিলেন। তাঁহাদের আত্মার কল্যাণার্থ নিজেই তিনি তাঁহাদের হইয়া ঈশ্বর সন্নিধানে সভক্তি প্রার্থনা করিলেন।

ক্ষুদ্রগৃহে রোজী বিলাসী বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মুখ-দুখানি আজই যেন বিষণ্ণ দেখাইতেছে। কল্পনায় তাঁহারা স্বপ্ন দেখিতেন, পারিস নগরী সুবর্ণপুরী; পারিসের সুখ-সমৃদ্ধি অনুপম; কিন্তু পারিসে আসিয়া দাগোবার্টের ক্ষুদ্র কুটীরে সে সমৃদ্ধির কিছুই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। এই কারণেই ক্ষণকাল বিষণ্ণ। পরক্ষণেই আবার আপনা-আপনি বুঝিলেন, সাধুপথে পরিশ্রম করিয়া যাঁহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা দরিদ্র। দরিদ্রতার উপকরণ সচরাচর সামান্যই হয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগ্নীদুটী আবার প্রফুল্লভাব ধারণ করিলেন। বিলাসীকে সম্বোধন করিয়া রোজী কহিলেন, "দাগোবার্টের স্ত্রী আজ বড়ই অসুখী। রাত্রে দেখিয়াছিলে, তিনি কত কাঁদিয়াছিলেন?"

বিলাসী।—দেখিয়াছি সব; দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইয়াছে। তত অসুখী হইবার কারণ কি জান?

রোজী।—আমি ত কিছু অনুমান করিতে পারি নাই। আমার বোধ হয়, হয় ত আমরাই তাঁহার অসুখের কারণ।

বিলাসী।—আমরা এখানে আসিয়াছি, সেই জন্যই কি তিনি অসুখী?—না। তিনি আমাদিগকে কন্যার মত ভালবাসেন; আমরা আসিয়াছি বলিয়া তিনি অসুখী নন। আমরা ভজনা জানি না, ব্যাপ্টাইজ্ড হইয়াছি কি না, তাহাও বলিতে পারি না, সেই জন্যই তিনি অমন। আমার ত ইহাই অনুমান হয়।

রোজী।—আমিও তাই ভাবি। তিনি বলেন, প্রার্থনা না শিখিয়া আমরা কতই পাপ করিয়াছি। সে কথার ভাব কি? আমি উহার কিছুই ভাব বুঝিতে পারি না।

বিলাসী।—আমিও বুঝি নাই। মা আমাদের স্বর্গ হইতে দেখেন, স্বর্গ হইতে আমাদের কথা শুনেন, তাঁহাকে আমরা কখনই অসুখী করি নাই।

রোজী।—যাঁহারা আমাদের ভালবাসেন, আমরাও তাঁহাদের ভালবাসি। কাহাকেও আমরা ঘৃণা করি না। আমাদের ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটুক, পরের যেন ভাল হয়, ইহাই আমরা ইচ্ছা করি।

বিলাসী।—তাহা ত করি; কিন্তু ইনি আমাদের উপর বিরক্ত হইবেন, সেটা আমি ভাবি না। গত রাত্রে তিনি একখানা মোটা কাপড় সেলাই করিতে বসিয়াছিলেন, আধ-ঘন্টা পরে বলিলেন, "পারিলাম না, চক্ষে দেখিতে পাই না।" সেই জন্যই কাজটা রাখিয়া দিলেন।

রোজী।—চক্ষে দেখিতে পান নাই বলিয়াই জীবিকা অর্জ্জনে অক্ষম?

বিলাসী।—তাহাই বা কেন? তাঁহার পুত্র এগ্রিকোলা তাঁহার ভরণপোষণ করেন। তাঁহার মাতৃভক্তি বিলক্ষণ। সত্য ভগ্নি, আমাদের দেবদূত গেব্রিলের উপযুক্ত ভ্রাতাই ঐ এগ্রিকোলা।

রোজী।—এগ্রিকোলা এখন সকলকেই প্রতিপালন করিবেন; কেন না, গেব্রিল একজন দরিদ্র পুরোহিত, তাঁহার টাকা-কড়ি নাই। যাঁহারা তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন সাহায্যই তিনি করিতে পারেন না। এগ্রিকোলার উপরেই সকল ভার।

বিলাসী।—সন্দেহ নাস্তি। মা-বাপের কাছে তিনি ঋণী। মাতা-পিতাকে প্রতিপালন করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

রোজী।—কর্ত্তব্যজ্ঞানেই ত এগ্রিকোলা সকলের পালনভার লইয়াছেন।

বিলাসী।—তাহা ত লইয়াছেন; কিন্তু আমাদের?—আমাদের পালন করিবেন কেন? আমাদের কাছে ত তিনি ঋণী নহেন?

রোজী।—কি কথা তুমি বলিতেছ?

বিলাসী।—বলিতেছি, আমাদের জন্যও তিনি পরিশ্রম করিতে বাধ্য; কেন না, আমাদের কিছুই নাই, আমরা বড় গরীব।

রোজী।—ওঃ! সে কথাটা আমি ভাবি নাই।

বিলাসী।—দাগোবার্ট বলেন, আমাদের পিতা ডিউক ফরাসী মার্শেল। আমাদের গলায় এই যে পদক, ইহা হইতে আমরা অনেক ঐশ্বর্য্য পাইতে পারিব। কিন্তু যদবধি আমাদের বাসনা পূরণ না হয়, যদবধি পিতা এখানে আসিয়া না পৌছেন, তদবধি আমরা কিছুই নই। দীনহীনা মাতৃহীনা বালিকা। তদবধি আমরা এই সাধুপরিবারের গলগ্রহ হইয়া রহিব। আমাদের জন্য ইহাঁদের অনেক খরচ হইবে। আহা! ইহাঁরা আপনারাই যখন কষ্টে দিন—

রোজী।—কেন ভগ্নি! থামিলে কেন? বল কি বলিতেছিলে, বলিয়া যাও।

বিলাসী।—বলিলে কিন্তু অপর লোকে হাসিবে, তুমি কিন্তু হাসিবে না। তুমি আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। কল্য আমাদের কুকুরটী আহার করিতেছিল; দাগোবার্টের স্ত্রী তাহা দেখিয়া ক্ষুন্নস্বরে কহিলেন, "ওঃ! একজন মানুষ যত খাইতে পারে, এই কুকুরটা তত খায়।" তাঁহার কথা শুনিয়া আমার কান্না আসিয়াছিল। আহা! ইহারা বড় গরীব। আমরা আবার ইহাদের দরিদ্রতা বাড়াইতে আসিয়াছি।

কথাগুলি বলিয়াই যুগল ভগিনী পরস্পর মুখের দিকে চাহিলেন; কৌতুকটী সেইখানে শয়ন করিয়া ছিল, বালিকারা তাহারই পেটুকতার কথা বলাবলি করিতেছে, সে যেন তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, এই ভাব জানাইয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া রোজী বলিলেন, "দেখ ভগ্নি! সব আমি বুঝি, আমরা কাহারও

গলগ্রহ হইব না; আমারা ছেলেমানুষ; আমাদের আশা আছে। ভাগ্যে কি ফলে, যতক্ষণ তাহা জানিতে না পারি, ততক্ষণ ভাবিব, আমরা যেন সামান্য শ্রমজীবীর কন্যা। কেন,—লজ্জা কি? আমাদের পিতামহ একজন কারিকর, আমরাও চাকরী করিব। আপনাদের জীবিকা আমরা আপনারাই উপার্জ্জন করিব। যাহারা নিজে পরিশ্রম করিয়া উদর পোষণ করে, তাহারা সংসারে বড়ই সুখী।

বিলাসী।—ঠিক বলিয়াছ। আমাদের দুজনের মনের ভাবটি এক রকম হয়। আমিও ঐরূপ ভাবিয়াছি। দাগোবার্টের পত্নী গতরাত্রে কাপড় সেলাই করিতেছিলেন, চক্ষে দেখিতে পান না, এই কথা যখন বলিলেন, তখন আমি তোমার চক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তোমার আমার দুজনের বেশ বড় বড় চক্ষু, আমরা বেশ দেখিতে পাই। সূক্ষ্মকার্য্য জানি না, প্রথম প্রথম মোটা কাপড় সেলাই করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিব।

রোজী।—তাহা আমরা বেশ পারিব। কিন্তু একটা বাধা আছে। দাগোবার্ট বলেন, আমরা ফরাসী মার্শেলের কন্যা; পিতা আমাদের একজন ডিউক। মার্শেল ডিউকের কন্যারা মোটা মোটা থলে সেলাই করিয়া দিন গুজরাণ করে, দাগোবার্ট ইহা ভাল বাসিবেন না। তিনি আমাদের কাজ করিতে দিবেন না।

বিলাসী।—আমরা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিব। পিতা যতদিন দেশে না আইসেন, ততদিন আমরা ঐ রকমে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিব। পিতা আসিয়াও আমাদের কার্য্য দেখিয়া খুসী হইবেন। জগতে যেন আমাদের কেহই নাই, আমরা আপনারা পরিশ্রম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, ইহা ভাবিয়া তিনি আমাদের আদর করিবেন।

রোজী।—বলিও না, বলিও না। ও কথা তুমি বলিও না। তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে! জগতে যেন আমাদের কেহই নাই, এ ভয়ঙ্কর কথা তুমি কেন বলিলে? এই দেখ, আমার গা কাঁপিতেছে। দাগোবার্টের নিকট হইতে যদি কেহ আমাদের স্থানান্তর করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমাদের কি দশা হইবে?

বিলাসী।—তাহাও কি পারে? পারিসে আমরা আসিয়াছি, কেমন ভালমানুষের ঘরে আশ্রয় পাইয়াছি, দাগোবার্টের স্ত্রী মায়ের মত ভালবাসেন, এগ্রিকোলা কত ভালবাসেন, তাঁহারা আমাদের রক্ষা করিবেন। কেন আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিবে?

রোজী।—কেন ঘটিবে, সে কথা কি মানুষে বলিতে পারে? বিপদ্ কখন্ আইসে, কে তাহা জানে? পথে আসিবার সময় জর্ম্মনীর সেই অলক্ষণা গ্রামে সেই অলক্ষণা সরাইখানায় আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম। সন্ধ্যাকালে আমাদের কতই আমোদ-আহ্লাদ হইতেছিল। বল দেখি ভগ্নি! তখন কে জানিত, সেই রাত্রে, সেই নিষ্ঠুর বাঘওয়ালা আমাদের ঘোড়াটীকে মারিয়া ফেলিবে? পরদিন আমাদিগকে একটা কারাগারে কয়েদ থাকিতে হইবে, ইহাও কি আমরা জানিতাম? বিস্নাদের সময়েও আমাদের মনে কত আশা ছিল, দাগোবার্ট আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, তিনি আমাদের নিকটেই ছিলেন, কে আমাদের কি করিবে? কিন্তু অকস্মাৎ যখন লিপ্‌জিগের জেলখানায় কয়েদ হইলাম, তখন আমাদের সে আশা কোথায় গেল?

বিলাসী।—সত্য ভগ্নি, আমারও ভয় হইতেছে। দাগোবার্টের আশ্রয় যদি আমরা হারাই, কেহ যদি আমাদের দুটীকে চুরি করিয়া লয়, তাহা হইলে এই এত বড় সহরে—এই অচেনা জায়গায় আমরা কোথায় দাঁড়াইব? আমাদের তখন কি উপায় হইবে? কি দশা ঘটিবে?

রোজী।—আবার সেই কথা? ও দুর্ভাবনা ছাড়িয়া দাও। কি করিয়া কাজ করিব, তাহারই পরামর্শ কর।

বিলাসী।—মনে করি, ভাবিব না; কিন্তু কে যেন সেই ভাবনা আনিয়া আমার বুকের ভিতর ছাড়িয়া দেয়। সুখের কল্পনা আমাদের অতি কম; দুঃখের কথাই সর্ব্বদা মনে উদয় হয়। বিপদের ভয় যেন সকলের অগ্রে অগ্রে আগমন করে।

রোজী।—ভয়কে তাড়াইতে আমরা কি জানি না? জন্মাবধি কষ্ট পাইতেছি, বনবাস হইতে বাহির হইয়া কতবার কত বিপদের মুখে পড়িয়াছি, পরমেশ্বর রক্ষা করিয়াছেন। এখনও তিনি রক্ষা করিবেন। সূচিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।

বিলাসী।—হাঁ, ভাল কথা। সেই মেয়েটী, যাহাকে ইহারা কুব্জা বলিয়া ডাকে, সেই মেয়েটীকে তুমি চিনিয়াছ? আমি বুঝিয়াছি, সে আমাদের ভালবাসে। সে দুঃখিনী, সূচিকার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। অনেক কাজ পায়। কোথায় পায়, কে তাহাকে কাজ আনিয়া দেয়, জিজ্ঞাসা করিব। সে অবশ্যই আমাদের উপকার করিবে।

রোজী।—সেই কথাই ভাল। মেয়েটী বেশ ভালমানুষ;—অত্যন্ত সরলা, অত্যন্ত ভীরু, অত্যন্ত লজ্জাশীলা। দাগোবার্টের স্ত্রীকে মায়ের মত ভক্তি করে; সকলের কাছেই জড়সড় হইয়া থাকে; তাহাকে সহায় করিতে পারিলে অনেক কাজ আমরা পাইব। কল্য সন্ধ্যার পর কুব্জা একদৃষ্টে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, আমি তাহা দেখিতেছিলাম। আমি দেখিতেছি, কুব্জা তাহা বুঝিতে পারে নাই। তাহার চক্ষে তখন জল ছিল। সত্য বলিতেছি ভগ্নি, তাহার তখনকার বিমর্ষবদন ও সজলনয়ন দর্শন করিয়া আমি নীরবে কতই কাঁদিয়াছিলাম।

ভগ্নীদের কথায় বাধা পড়িল। দাগোবার্টের পত্নী মন্থর-পদে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিষাদ।

বদন বিবর্ণ, নয়ন সজল, অঙ্গ বিকম্পিত, এই ভাবে এগ্রিকোলার জননী যেন উন্মাদিনীর ন্যায় বালিকাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অবস্থা দর্শনে, সচকিতে রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা! তুমি এত বিষাদিনী?"

সজলনয়নে গৃহিণী উত্তর করিলেন, "এগ্রিকোলা ঘরে নাই। রাত্রে এগ্রিকোলা ঘরে আইসে নাই। কত রাত্রি পর্য্যন্ত আমি জাগিয়া বসিয়াছিলাম, সিঁড়িতে একটু শব্দ শুনিলেই, এগ্রিকোলা আসিতেছে ভাবিয়া ছুটিয়া গিয়াছিলাম, তোমরা তাহা জান না। পাছে তোমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, সেই কারণে

নিঃশব্দেই আমি মনের চাঞ্চল্য গোপন রাখিয়াছিলাম। রাত্রে এগ্রিকোলা কোথাও থাকে না। কারখানায় যদি কাজ বেশী থাকে, যত রাত্রিই হউক, আসিয়া আমারে চুম্বন করে, তাহার পর কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয়ন করিতে যায়। গতরাত্রে এগ্রিকোলা আইসে নাই। শেষরাত্রে আমি একটু শয়ন করিয়াছিলাম। একটু অল্প তন্দ্রা আসিয়াছিল, স্বপ্ন দেখিয়াছি, এগ্রিকোলা। ঊষা আসিবার আগেই আমি শয্যা ত্যাগ করিয়াছি। আমার তন্দ্রা আসিবার পর এগ্রিকোলা যদি আসিয়া থাকে, তাহাই জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উপরঘরে গিয়াছিলাম। হায় হায়! শয্যাটী শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, এগ্রিকোলা নাই। আহা! না জানি তাহার কি বিপদ ঘটিয়াছে!"

রোজী-বিলাসী উভয়েই কাতরনয়নে চাহিয়া এক সঙ্গে উভয়েই কাতরস্বরে কহিলেন, "না মা, মিছে দুশ্চিন্তা আনিবেন না; তত সৎ, তত নিরীহ, তত ভালমানুষ, তাঁহার কোন বিপদ ঘটিতে পারে না।"

গৃহিণী কহিলেন, "তাই। ঈশ্বর তাহাই করুন; আমার এগ্রিকোলার যেন কোন বিপদ না ঘটে। দেখ মা! এগ্রিকোলার ভাবনা অপেক্ষা আমার আর একটী ভাবনা বড় বেশী হইয়াছে। যে ঘরে এগ্রিকোলা থাকে, তাহার ঠিক পার্শ্বেই সেই কুব্জা মেয়েটীর ঘর। কুব্জা কি করিতেছে, আসিবার সময় তাহা আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। দ্বার অনাবৃত, কুব্জা'ও ঘরে নাই। শয্যাপানে চাহিয়া দেখিলাম, যেমন তেমনি রহিয়াছে, রাত্রিকালে সে শয্যায় কেহ শয়ন করিয়াছিল, এমন লক্ষণ কিছুই বুঝিলাম না। কুব্জা কোথায় গেল? আহা! মেয়েটীকে আমি গর্ভজাত কন্যার ন্যায় স্নেহ করি। কুব্জাও আমার এগ্রিকোলাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের তুল্য ভক্তি করে। এগ্রিকোলা আসিল না, সেই ভাবনায় কুব্জার হয় ত সমস্ত রাত্রি উতলা হইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি হয় ত জাগিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু গেল কোথা? রাত্রে ত সে মেয়ে কখনও কোথাও যায় না। এত ভোরে তবে কোথায় চলিয়া গেল? তাহার ভাবনা আমার আরও বেশী।"

ছলছলচক্ষে রোজী-বিলাসী পরস্পর মুখ চাহাচাহি করিলেন। তাঁহাদের সরল অন্তরেও নূতন দুর্ভাবনা আসিল। গৃহিণীকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত তাঁহারা কথা কহিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় গৃহদ্বারে দুইবার মৃদু মৃদু করাঘাত। রোজী কুমারী ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। সিক্তবসনে সিক্তগাত্রে কাঁপিতে কাঁপিতে কুব্জা সুন্দরী প্রবেশ করিলেন। সমস্ত রাত্রি বরফপাত হইয়াছে, সেই বরফে বাহির হইয়া কুব্জা এককালে যেন ঊষার জলে স্নান করিয়া আসিয়াছে। এগ্রিকোলার জননী কুব্জাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া বিস্মিতা হইলেন, প্রাণেও বেদনা লাগিল। কোথায় তুমি গিয়াছিলে কোথা হইতে আসিতেছ, ভিজিয়া গিয়াছ কেন, চঞ্চলচক্ষে এই কয়টী প্রশ্ন করিয়া তিনি কুব্জার মুখের দিকে সোদ্বেগে সতৃষ্ণ-নয়নে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

রোজী-বিলাসী চঞ্চলচরণে কুব্জার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কম্পিত-হস্তে তাহার কম্পিত হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ব্যগ্রস্বরে কহিলেন, "আহা! একেবারে ভিজিয়া গিয়াছ, আগুন জ্বালিয়া দিই। আগুনের উত্তাপে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর, বসন পরিবর্ত্তন কর তোমারে দেখিয়া আমাদের বড়ই কষ্ট হইতেছে।"

বিমর্ষবদনে কুব্জা বলিল, "এ সব আমার অভ্যাস আছে। হিমে, শীতে, বরফে বেড়াইয়া আমার কোন কষ্ট হয় না। তোমরা স্থির হইয়া

থাক, আমার জন্য তোমাদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে না, আমার জন্য ভাবিতে হইবে না।”

অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া গৃহিণী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “রাত্রিকালে তুমি কোথায় গিয়াছিলে? ঘরে ছিলে না কেন?”

ললাটে হস্তঘর্ষণ করিয়া কুঞ্জা উত্তর করিল, “এগ্রিকোলার জন্য—তাঁহার সংবাদ আনিতে গিয়াছিলাম।”

উদ্বেগের সহিত উল্লাস আসিয়া মিশিল। মহা কৌতূহলে উত্তেজিতা হইয়া গৃহিণী কহিলেন, “ও আমার গুণলক্ষ্মি! এইজন্যই তোমারে আমি পেটের মেয়ের মত স্নেহ করি। এগ্রিকোলার সংবাদ আনিতে গিয়াছিলে? কোথায় আমার এগ্রিকোলা? তাহার সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছে? তাহার সঙ্গে তুমি কথা কহিয়াছ? রাত্রে কেন ঘরে আইসে নাই, সে কথা কি তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ? কুঞ্জা!—কুঞ্জা! কোথায় তুমি তাহাকে দেখিয়াছ? তোমার সঙ্গে কেন আসিল না? তাহার কি কোন অসুখ হইয়াছে? এখনও কেন আসিতেছে না? তুমি তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আসিতেছে কি? এত বিলম্ব তবে কেন হইতেছে? বল মা, শীঘ্র বল।”

প্রশ্নে প্রশ্নে কুঞ্জা যেন চাপা পড়িয়া গেল। অগ্রে কোন্ প্রশ্নের উত্তর দিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া কুঞ্জা কহিল, “আপনি অত [illegible] হইবেন না। এগ্রিকোলা ভাল আছেন, তাঁহার কোন বিপদ ঘটে নাই।”

[illegible] একখানি শান্তিতরণী, শুষ্ক [illegible]ভূমিতে একবিন্দু শান্তিজল! ভাল আছেন, বিপদ ঘটে নাই, এই সংক্ষিপ্ত শুভসংবাদে গৃহিণী তৎক্ষণাৎ জানু পাতিয়া বসিলেন; করযোড়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে জগৎপিতাকে পুনঃপুন ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। উপাসনা-অবসানে কুঞ্জার প্রতি পুনরায় প্রশ্ন—“এগ্রিকোলাকে তুমি কোথায় দেখিয়া আসিয়াছ?”

কুঞ্জা উত্তর করিল, “অত ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিবেন না। স্থির হইয়া শ্রবণ করুন্। গত পরশ্ব সন্ধ্যার পর ডাকযোগে আমি একখানা পত্র পাই;—বেনামী পত্র। সেই পত্রে লেখা ছিল, এগ্রিকোলা যে একটী সঙ্গীতরচনা করিয়াছিলেন, সেই গীতটীকে বিদ্রোহসূচক স্থির করিয়া পুলিসের লোকেরা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টায় আছে। যিনি সেই পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি এগ্রিকোলাকে সাবধান থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সঙ্গোপনে এগ্রিকোলাকে আমি সেই পত্রের কথা বলি; পুলিসে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে না পারে, এইরূপে সতর্ক করিয়া আমি তাঁহাকে পরামর্শ দিই বাবিলন পল্লীর সেই ধনবতী কুমারী,—এগ্রিকোলা যাঁহার কুক্কুরছানাটী পথে পাইয়া তাঁহাকে দিয়া আসিয়াছেন, যিনি সেই সুন্দর ফুলটী তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে উপকার করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই দয়াশীল কুমারীর কাছেই তাঁহাকে আমি যাইতে বলি। তিনি জামীন হইয়া খালাস করিয়া লইবেন, সে আশায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া কল্য প্রভাতে এগ্রিকোলা সেইখানেই গিয়াছিলেন।”

ধৈর্য্যধারণে অসমর্থ হইয়া গৃহিণী ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলেন, “আমারে বল নাই কেন? তুমিও বল নাই, এগ্রিকোলাও বলে নাই। ইহার কারণ কি? আচ্ছা, সেইখানে গিয়াছিল, সমস্ত দিন গেল, সমস্ত রাত্রি গেল, ফিরিয়া আসিল না কেন?”

কুঞ্জা কহিল, “পদে পদে ব্যস্ত হইলে সকল কথা আমি বলিতে পারিব না। যাহা বলি, স্থির হইয়া শ্রবণ করুন্। সেই কুমারীর

বাড়ীতে তিনি গেলেন। আপনাকে জানাইলাম না, পাছে আপনি বেশী উদ্বিগ্ন হন। বিপদ ঘটিবে না, এগ্রিকোলা নিশ্চয়ই খালাস পাইবেন সেই আশাতে কুমারীর বাড়ীতে তিনি গেলেন। সন্ধ্যা হইল, তখন পর্য্যন্ত ফিরিলেন না। আমি ভাবিলাম, জামিনদাম্য লেখাপড়ায় নানা প্রকার বৃথা আড়ম্বর আছে, তাহাতেই বিলম্ব হইতেছে। রাত্রি হইল, তথাপি ফিরিলেন না। মহা উদ্বিগ্ন হইয়া সমস্ত রাত্রি আমি জাগিলাম। মনে অত্যন্ত ভয় হইল। প্রভাত হইবার অগ্রেই আমি সেই বাবিলন পল্লীতে ছুটিয়া গিয়াছিলাম। তখন অন্ধকার ছিল। ফটকের দ্বারে আমি বসিয়া রহিলাম। যখন প্রভাত হইল, তখন সেই বাড়ীর ফটকে আমি ঘণ্টাধ্বনি করিলাম। একটী সুন্দরী যুবতী আসিয়া ফটক খুলিয়া দিল। দেখিলাম, তাহার বদন বিষণ্ণ, অত্যন্ত ম্রিয়মাণ। তাহাকে আমি বলিলাম, অভাগিনী জননী তাঁহার পুত্রের সন্ধানে হতাশ হইয়া আমারে পাঠাইয়াছেন। এ কথা আমি কেন বলিলাম, তাহার কারণ ছিল। আমার পোষাক ছিন্নবিচ্ছিন্ন মলিন পরিচ্ছদ, তাহা দেখিয়া পাছে তাহারা আমারে ভিখারিণী মনে করিয়া তাড়াইয়া দেয়, সেই ভয়েই ঐ কথা বলিলাম। কিন্তু দেখিলাম, সে ভাব নয়। সেই সুন্দরী যুবতী অতি দয়াবতী। দয়াবতী মনোযোগ দিয়া আমার কথাগুলি শুনিল। একটী যুবা পুরুষ গতকল্য প্রাতঃকালে গৃহকামিনীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন কি না, এই কথা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। যুবতী বলিল, একজন আসিয়াছিলেন; গৃহকামিনী তাঁহার উপকার করিবেন বলিয়াছিলেন; পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবে, এই কথা শুনিয়া তিনি আপন গৃহে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পুলিস মাজিষ্ট্রেট সেই গুপ্তস্থান সন্ধান করিয়া কল্য অপরাহ্ণে চারিটার সময় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। লোকেরা তাঁহাকে গারদে লইয়া গিয়াছে।"

মহা উদ্বিগ্ন হইয়া এগ্রিকোলার জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সেই গৃহকামিনী ধনবতী কুমারী? তাঁহার সহিত তুমি সাক্ষাৎ করিয়াছিলে? আমার পুত্রটীকে তিনি যেন পরিত্যাগ না করেন, এ বিপদ হইতে তিনি তাহাকে রক্ষা করেন, তুমি তাঁহাকে এরূপ অনুরোধ করিয়াছিলে?"

কুব্জা উত্তর করিল, "আহা! সে আশা আমাদের বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই সুন্দরীর সহচরী কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমারে বলিল, গতরাত্রে সেই দয়াময়ী কুমারীকে পাগলিনী বলিয়া,—উন্মাদিনী বলিয়া কোন ডাক্তার তাঁহাকে এক পাগ্‌লা গারদে লইয়া গিয়াছেন।"

"এগ্রিকোলার কয়েদ! এগ্রিকোলা গ্রেপ্তার! যিনি রক্ষা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনি পাগলিনী! পাগল বলিয়া তাঁহাকে পাগলাগারদে লইয়া গিয়াছে! পরমেশ্বর! তোমার মনে এই ছিল! তোমার ইচ্ছার উপর মানুষের ইচ্ছা খাটে না।"—মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ফেলিয়া এগ্রিকোলার জননী এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিতে করিতে শূন্যমনে শূন্যনয়নে ঊর্দ্ধপানে দৃষ্টিপাত করিলেন।

[illegible] জমা ছটী পরস্পর বলাবলি করিলেন, "পুলিসের হস্তে এগ্রিকোলা বন্দী! আমরা এখানে আসিয়া এই দয়াশীল পরিবারের কি কষ্টই বাড়াইয়া তুলিলাম!"

গৃহ নিস্তব্ধ। ক্ষণকাল আর কাহারও মুখে একটীও কথা নাই। এমন সময় রঙ্গরাজ করিমন্ট সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীর হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল;—কহিল, "গুরু-

দেবের পত্র।" গৃহিণী তখন দারুণ পরিতাপে একপ্রকার সংজ্ঞাশূন্য ছিলেন, পত্রখানি হস্তে লইয়া উদ্‌ভ্রান্তনয়নে শিরোনামটী পাঠ করিলেন। সেলাম করিয়া লরিয়ট বিদায় হইয়া গেল। কুঞ্জার দিকে শুষ্কনেত্র নিক্ষেপ করিয়া পরিতাপিনী কহিলেন, "কুঞ্জা! পত্রখানি তুমি পড়, চক্ষে আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আমি পড়িতে পারিব না।"

কুঞ্জা পত্র পাঠ করিল। পত্রে কেবল গুটীকতক কথা:—

"স্নেহাস্পদা শ্রীমতী ফ্রান্সিস বাদোইন!

প্রতি শনি-মঙ্গলবার আমি তোমার ধর্ম্মকথা শ্রবণ করি। এ সপ্তাহে শনি মঙ্গল দুই দিনই আমি অবকাশ পাইব না। এই পত্র পাইবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ কর।

আবি চুডইন্।"

পত্র শ্রবণ করিয়া ফ্রান্সিস বাদোইন পুনরায় এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। গুরুদেবের আহ্বান, গুরুদেবকে তিনি দ্বিতীয় ঈশ্বরতুল্য জ্ঞান করেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে সন্ন্যাসীর মঠে যাত্রা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রস্তুত হইলেন।

পরমেশ্বরের খেলা বিচিত্র। এক এক সময় এক এক স্থলে ধূর্ত্ত-মানবের খেলাও তদপেক্ষা বিচিত্র হয়। মিথ্যা অভিযোগ; পুলিসের লোকেরা নিরীহ কারিকর এগ্রিকোলাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে; এগ্রিকোলার অপরাধ কি, তৎসম্বন্ধে একটা রঞ্জিত কথা পাঠকমহাশয় শ্রবণ করিয়াছেন। আসল কথা, ধূর্ত্ত রডিনের চক্রে এগ্রিকোলা বন্দী।

জামীন দিতে না পারিলে এগ্রিকোলা খালাস পাইবেন না। এগ্রিকোলা দরিদ্র, জামীন দিবার ক্ষমতা নাই। যিনি জামীন হইবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন, রডিনের চক্রে তিনিও এখন পাগলাগারদে পাগলিনী। এ সময় রক্ষাকর্ত্তা কে? রাজারা বলেন, "রাজ্যের আইন সকলের রক্ষাকর্ত্তা, যদবধি অপরাধ সপ্রমাণ না হয়, গ্রেপ্তার করা হইলেও গ্রেপ্তারী আসামীরা তদবধি নির্দ্দোষ। যাহারা ধনবান্, পুলিস যদি কোন অপরাধের নামে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে, টাকার জোরে জামীন দিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ খালাস পায়। অবস্থা-বিশেষে, ঘটনা-বিশেষে, এমন হয় যে, টাকা অথবা মনুষ্য জামীন দিতে হয় না। যাহার টাকা আছে, তিনি আপনার জামীন আপনি হইয়া মুখের কথায় খালাস পাইয়া থাকেন। গরীবের ভাগ্যে তেমন হয় না। গরীব সচ্চরিত্র ধর্ম্মশীল হইলেও, ধর্ম্মকে অথবা চরিত্রকে জামীন লইয়া কোন গরীবকে কখনও ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। অথচ সকলে শ্রবণ করেন,—আইন কি ধনী কি দরিদ্র সকলকেই সমনেত্রে দর্শন করে। কথা কেবল কথামাত্র, কাজে সম্পূর্ণ বিপরীত। ফরাসী আইনানুসারে জামীনের ন্যূন পরিমাণ পাঁচশত টাকা। যাহারা দিনমজুরী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারা পাঁচশত টাকা জমাইয়া জামীন দিতে পারে, বিচারকেরা ইহা কখনই বিবেচনা করিতে পারেন না। অথচ তাহা প্রদান না করিলে গরীবকে জেলে যাইতে হয়, বিচারকের বিচারে, তাহার প্রতিবিধান নাই। যাহারা প্রজালোকের ধনপ্রাণরক্ষার অভিভাবক, গরীবের পক্ষে যদি তাঁহারা এতই নিষ্ঠুর হন, তাহা হইলে অন্ততঃ একমাসের বেতন জামীনগ্রহণের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহাও অধিক হয়। সামান্য সামান্য জিনিষপত্র বন্ধক দিয়া সেই টাকা সংগ্রহ করিতে হয়। প্রাণের দায়ে, পরিবারের দায়ে, ততদূর দায়-

গ্রস্ত হইতেও গরীবেরা পেছু-পা হয় না। কিন্তু আইন তাহার বিরোধী।

মজুরী অধিক দিব না,কার্য্য বেশী করাইয়া লইব, কারখানার মালিকেরা যখন এইরূপ পণ করেন, কারিকর লোকেরা তখন ধর্ম্মঘট করে। তাহাতেও ধনবানের অনুকূলে আইন উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়ায়। গরীবের নামে নালিশ হয়, গরীবেরা কয়েদ হয়; তাহাদের পরিবারেরা অনশনে দেহপাত করে। ৫।৬ মাস কারাবাস করিয়া গরীব যখন ঘরে ফিরিয়া আইসে, তখন দেখে, ঘরও নাই, পরিবারও নাই। এই দশা গরীবের। এখন গরীব এগ্রিকোলা কয়েদ হইলেন, তাঁহার পরিবারবর্গের কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহা দেখিবার লোক রহিল না। এগ্রিকোলার জননী ততদূর বিপদসাগরে নিমগ্ন হইয়াও, ততদূর শোকে কাতরা হইয়াও গুরুদর্শনে চলিলেন।

গৃহে কিছুমাত্র সম্বল নাই। যাহা কিছু ছিল, পাথেয়স্বরূপ দাগোবার্ট তাহা লইয়া গিয়াছেন। এক দিন চলে, এমন সংস্থান নাই। এগ্রিকোলার পরিশ্রম বন্ধ হইল। চারি পাঁচটী প্রাণী কি খাইয়া প্রাণধারণ করিবে, ইহাই ভাবনার বিষয়। সাশ্রুনয়নে কুব্জার মুখপানে চাহিয়া সুশীলা গৃহিণী কহিলেন, "গৃহের আসবাবের মধ্যে একটী রূপার বাটী, একখানি চামচা, একটী কাটা আর জন্মতিথির সময় এগ্রিকোলা আমাকে যে একখানি শাল দিয়াছিলেন,সেইগুলি তুমি পোদ্দারের দোকানে লইয়া যাও, বন্ধক দিয়া কিছু টাকা আন।"

কুব্জার চক্ষে জল আসিল; সজলনয়নে গৃহিণীর মুখপানে চাহিয়া রহিল; উত্তর করিতে পারিল না। প্রকৃত ভাব বুঝিতে না পারিয়া গৃহিণী কহিলেন, "তবে তুমি এখন যাইও না। সেখানে যাইতে আসিতে তোমার অনেকটা বিলম্ব হইবে, তোমার সূচিকার্য্য বন্ধ থাকিবে। এখন তবে তুমি যাইও না। রাত্রিকালে অবসর হইলে বন্ধক দিয়া টাকা আনিও।"

সুশীলা কুব্জা কাতরা হইয়া কহিল, "কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকে থাকুক, এখনি আমি যাইব। রাত্রে বরং বেশীক্ষণ জাগরণ করিয়া কাজগুলি শেষ করিয়া লইব।" গৃহিণী কহিলেন, "রাত্রে বাতী খরচ করিবে, সে সময় এখন নয়। দিনমানেই কাজগুলি শেষ কর।" কুব্জা কহিল, "কল্য আমার সমস্ত বাতী খরচ হয় নাই; যাহা আছে, তাহাতেই আজ কাজ চালাইব।"

মুখ ফিরাইয়া এগ্রিকোলার জননী বসনাঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন করিলেন। তখন আর অন্য কথা কিছুই হইল না। গুরুদর্শনার্থ গুরুভক্তিপরায়ণা ফ্রান্সিস বাদোইন্ গৃহ হইতে বাহির হইলেন। রোজী-বিলাসী নিতান্ত বিমর্ষবদনে গৃহমধ্যে রহিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সেণ্টমেরী মঠ।

এই মঠখানী প্রায়ই নির্জ্জন থাকে। দিনমানেও অন্ধকার। গুরুদর্শনার্থ এগ্রিকোলার জননী এই মঠে আসিয়াছেন। গির্জ্জার সংলগ্ন গোরস্থান। দুইজন বাহক একটা শবসিন্দুক স্কন্ধে লইয়া গোরস্থানে প্রবেশ করিতেছে। প্রবেশদ্বারের নিকটে সিন্দুকটা একবার

নামাইয়া রাখিল। একজন পুরোহিত তাড়াতাড়ি কি কয়েকটা মন্ত্র পড়িলেন, সিন্দুকের উপর পূতবারি (গঙ্গাজল নয়) নিক্ষেপ করিয়াই চলিয়া গেলেন। বাহকেরা সিন্দুক তুলিল, সঙ্গে কেবল একজন বৃদ্ধ আর একটী ক্ষুদ্র বালক। অতিশয় দরিদ্র। সমাধিক্ষেত্রে বেশী লোক সঙ্গে আইসে নাই। বৃদ্ধের একমাত্র কন্যা সেই সিন্দুকে আছে। সেই কন্যার ঐ পুত্রটী কাঁদিয়া কাঁদিয়া সঙ্গে যাইতেছে! বাহকেরা বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। বড়লোকের সমাধি হইলে কতরকম সজ্জা হইত, কত লোক সঙ্গে থাকিত, বাহকেরা কত টাকা বক্‌সীস পাইত। দরিদ্রের সমাধি, ইহাতে তাহাদের কিছুই নাই; কেবল ক্রোধ, বিরক্তি, কলহ আর ঔদাস্য। এগ্রিকোলার জননী এই দৃশ্য দেখিলেন। অত্যন্ত মনস্তাপ আসিল একধারে দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন, তাহার পর মঠের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পাঁচসাতজন লোক একটা ঘরে বসিয়া গোলমাল করিতেছিল। বাদোইনকে দেখিয়া তাহারা বলিল, "তোমার গুরু এখনও আইসেন নাই। তুমি ঐ ক্ষুদ্র গৃহে বিশ্রাম কর।" গুরুবৎসলা সেই ক্ষুদ্রগৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে গবাক্ষে কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঢাকা, গৃহ অন্ধকার। একধারে একটী বেদী। গুরুবৎসলা সেই বেদীর নিকটে গিয়া জানু পাতিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ আপন মনে ভক্তির সহিত প্রার্থনা করিলেন।

একটু পরে দুটী লোক অতি ধীরপদে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিতে মঠের একপার্শে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন দীর্ঘাকার, একজন খর্ব্বাকার। দীর্ঘাকার লোকের পরিধান দুমিচুমিস্থ কৃষ্ণবর্ণ ঘাগ্‌রা, মস্তকের কেশ শুভ্রবর্ণ, বদনে কোপলক্ষণ, নয়ন চঞ্চল। বেঁটে লোকটী বৃদ্ধ, বসন মলিন, চলন বক্র, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। লোক যেমন যষ্টির উপর ভর দিয়া চলিয়া যায়, এই বেঁটে লোকটী সেইরূপে একটা ছত্রের উপর ভর দিয়া চলিতেছে।

যে গৃহে বাদোইন, সেই গৃহে তাঁহারা উভয়ে প্রবেশ করিলেন। বাদোইন্ জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাঁহাকে কৌতুক দর্শন করিয়া বেঁটে লোকটী সেই দীর্ঘলোকটীর মুখের দিকে চাহিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু যেন জিজ্ঞাসা করিল। দীর্ঘলোকটী পুরোহিত। তিনি চুপি চুপি বলিলেন, "এই সেই স্ত্রীলোক।"

বেঁটে লোকটী বলিলেন, "তবে আর কি! দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই সেই ছুটা ছুঁরীকে আমরা এই সেরীমঠে আনিয়া ফেলিব।"

পুরোহিত কহিলেন, "তাহাদের আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত অবশ্যই আনিতে হইবে।"

অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়া বেঁটে লোকটী তথা হইতে চলিয়া গেলেন। এই লোকটীই রডিন। সেরীমঠ হইতে বাহির হইয়া তিনি পাগলাগারদে চলিলেন। ডাক্তার বেলিনিয়ার অদ্রিয়ানীকে লইয়া ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহাই জানিতে গেলেন।

এগ্রিকোলার জননী তখনও প্রার্থনা করিতেছেন; হঠাৎ একটী কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। স্বর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার চিঠি পাইয়াছিলে?"

যাঁহার স্বর, তিনিই পুরোহিত। যিনি পুরোহিত, তিনিই বাদোইনের গুরুদেব। কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া বাদোইন্ উত্তর করিলেন. "হাঁ পিতঃ! পাইয়াছি পাইয়াছি।"

গুরুদেব কহিলেন. "বল তোমার মনের কথা। আমি শ্রবণ করিতেছি।"

বাদোইন কহিলেন, "কৃপা করুন্। আমি বিস্তর পাপ করিয়াছি। পিতঃ! বিংশতি বৎসরকাল আপনার নিকট পাপ স্বীকার করিয়া যতটুকু শান্তি আমি উপভোগ করিতেছিলাম, তাহাতেও বিঘ্ন ঘটিতেছে। আবার আমি নূতন নূতন পাপ করিতেছি। গত পরশ্ব রজনীতে আমি উপাসনা করিতে পারি নাই। বহুদিনের [illegible] আমার স্বামী স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। সেই আহ্লাদে আমি প্রার্থনা করিবার [illegible] বর পাই নাই।"

উগ্রস্বরে গুরু [illegible]হিলেন, "তাহার পর?"

বাদো।—পি[illegible] গত রাত্রেও আমি সেইরূপ পাপ করি[illegible]ছি। গত রাত্রে আমার পুত্র গৃহে আইসে[illegible] নাই, সেই উদ্বেগে—সেই চিন্তায় উপাসনা [illegible] নাই।

গুরু।—তাহা[illegible] পর?

বাদো।—পি[illegible] তাহার পর আর এক প্রকার নূতন [illegible]। এই এক সপ্তাহকাল পুত্রের নিক[illegible] আমি একটা মিথ্যাকথা বলিয়াছি। দিন [illegible] আমার শরীর ভগ্ন হইতেছে, তজ্জন্য [illegible] পুত্র আমারে নিত্য একটু একটু বলক[illegible] খাইতে অনুরোধ করে। আমি [illegible] না, তাহার জন্যই রাখি। তাহাকে [illegible] পরিশ্রম করিতে হয়, আমার অপেক্ষা [illegible] উহা বেশী প্রয়োজন। রাখিয়া, দিই, কিন্তু [illegible]ক বলি, খাইয়াছি।

গুরু।—আচ্ছা, আচ্ছা, বলিয়া যাও।

বাদো।—পিত[illegible] অদ্য প্রাতঃকালে আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া দুঃখে অভিভূত হইয়াছি। পুলিসের লোকে আমার পুত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া আমি অসম্ভব পরিতাপ করিয়াছি। নূতন পদ্ধতিতে ঈশ্বর আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন, ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

গুরু।—(অতি উগ্রস্বরে) বড়ই মন্দ! বড়ই মন্দ! সাতটি দিন তোমার পক্ষে বড়ই মন্দ গিয়াছে; সৃষ্টিকর্তাকে ভুলিয়া সৃষ্টবস্তুর প্রতি তুমি মন সমর্পণ করিয়াছ। বড়ই মন্দ! বড়ই মন্দ!! আচ্ছা, বলিয়া যাও।

বাদো।—হায়! হায়! পিতঃ! আমি মহা পাপিনী; ক্রমশই আমি যেন আরও গুরুতর পাপের পথে বিচরণ করিতেছি।

গুরু।—বলিয়া যাও, শুনিতেছি।

বাদো।—আমার স্বামী সাইবীরিয়া হইতে দুটী মাতৃহীনা বালিকা আনয়ন করিয়াছেন। তাহারা মার্শেল সাইমনের কন্যা। কল্য প্রাতঃকালে আমি যখন তাহাদিগকে ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা করিতে বলিলাম, তখন তাহারা বলিল, প্রার্থনার কথা তাহারা কিছুই জানে না। আমাদের পবিত্র ধর্মের প্রতি তাহাদের ভক্তি জন্মে নাই। ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব তাহারা কিছুমাত্র বুঝে না, অথচ তাহাদের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ। হায়! হায়! কি পরিতাপ, কি দুঃখ, এ পর্য্যন্ত তাহাদের দীক্ষা হয় নাই; ব্যাপ্টাইজ পর্য্যন্ত হয় নাই।

গুরু।—ওঃ! বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, তবে তাহারা নিশ্চয়ই পুতুল পূজা করে।

বাদো।—পিতঃ! সেই জন্যই আমার বেশী ভয়, বেশী কষ্ট! আমি আর আমার স্বামী এক্ষণে তাহাদের মাতা পিতার স্থান অধিকার করিয়াছি। তাহারা যে পাপ করে, আমরাও কি সেই পাপে পাপী?

গুরু।—নিশ্চয়ই তাহাই। তোমরা এখন তাহাদের মাতা-পিতার স্থানাভিষিক্ত। যাহাতে তাহাদের আত্মার কল্যাণ হয়, তোমরাই তজ্জন্য দায়ী। মেষপালের ভাল-মন্দের জন্য মেষপালকেরা দায়ী থাকে।

বাদো।—পিতঃ! তাহারা যদি সাংঘাতিক

পাপ করে, আমরা কি তবে সেই সাংঘাতিক পাপের অংশী হইব?

গুরু।—হাঁ, অবশ্যই হইবে। খ্রীষ্টভক্তিতে বঞ্চিত থাকিয়া সন্তানেরা যে সকল পাপে পরিলিপ্ত হয়, পিতা-মাতা নিশ্চয়ই সেই পাপের ভাগী; অবশ্য তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

বাদো।—পিতঃ! পিতঃ! কি হইল! কি হইল!! হায় হায়! আমি তবে এখন কি করিব? ঈশ্বরের কাছে যে ভাবে আমি প্রার্থনা করি, আপনার কাছেও সেই ভাবেই প্রার্থনা করিতেছি। প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মুহূর্ত্তে, সেই দুটী বালিকা তাহাদের চিরনরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে। কতদিনে সে পাপের মোচন হইবে?

গুরু।—ভয়ঙ্কর পাপ। শীঘ্র তাহার মোচন হইবে না। তাহাদের আত্মা তোমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। তোমরাও তুল্য-পাপী হইতেছ।

বাদো।—(সরোদনে) প্রভো! দয়া করুন্; দয়া করুন্!

গুরু।—(সকরুণ স্বরে) অত কাতর হইও না। উপযুক্ত সময়েই সেই অভাগিনীরা তোমাকে দেখিতে পাইয়াছে; তোমার আর তোমার স্বামীর ধর্ম্মানুরাগের দৃষ্টান্ত দর্শনে ক্রমে ক্রমে তাহারা ধর্ম্মপথে আসিবে। তোমার স্বামী পূর্ব্বে নাস্তিক ছিল; ইহা আমি জানি। এখন বোধ করি, নিশ্চয় ধর্ম্মপথে তাহার মতি হইয়াছে।

বাদো।—পিতঃ! তাঁহার মঙ্গলের জন্য আমরা প্রার্থনা করিব। পবিত্র ধর্ম্মভাব এখনও তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। আমার পুত্রটী এখন আজিও ধর্ম্মের পবিত্রতায় সুশিক্ষিত হয় নাই, স্বামীও আমার তদ্রূপ। পিতঃ! হায় হায়! যখন আমি ইহা ভাবি, তখন আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়।

গুরু।—বল কি? তোমার স্বামী পুত্র কেহই ধর্ম্মপথের পথিক নহে? কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর!! মহা ভয়ঙ্কর!! সেই অভাগিনী বালিকাদুটীকে শীঘ্র ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া উচিত। এখনও আরম্ভ করিবার সময় আছে। গৃহে তাহারা অনুক্ষণ কু-দৃষ্টান্ত দর্শন করিবে; আমি তোমাকে সতর্ক করিতেছি। এই বেলা সাবধান হও! তাহাদের আত্মার মঙ্গলের ভার তোমার মস্তকে ন্যস্ত। তোমার দায়ীত্ব অত্যন্ত গুরুতর।

বাদো।—পিতঃ! সেই ভাবনায় আমার অন্তর্দাহ হইতেছে। কি আমি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমার ইহকালের, পরকালের সহায়। আপনি আমাকে সংপরামর্শ প্রদান করুন্। স্বর্গীয় প্রভুর স্বর যেরূপ পবিত্র, বিংশতিবৎসর আমি আপনার মুখে সেইরূপ পবিত্র স্বর শ্রবণ করিতেছি।

গুরু।—বেশ কথা। তোমার স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া সেই বালিকাদুটীকে তুমি কোন একটী ধর্ম্মশালায় ধর্ম্মশিক্ষা-লাভার্থ প্রেরণ কর। ইহাতে যেন ঔদাস্য না হয়।

বাদো।—পিতঃ! কি করিয়া প্রেরণ করিব? আমরা অত্যন্ত দরিদ্র; বিদ্যালয়ের বেতন কোথা হইতে যোগাইব? বিদ্যালয়ে তাহাদের ভরণপোষণের ব্যয়ই বা কোথা হইতে দিব? দরিদ্রের উপর সহসা বজ্রপতন! আমার পুত্র একটী গীত রচনা করিয়াছিল, সেই অপরাধে পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সংসারপালনের জন্য উপার্জ্জন করিবার আর কেহই নাই। এখন উপায় কি?

গুরু।—ঐ দেখ, ঐ দেখ, অধর্ম্মের ফল দেখ। গেব্রিলকে মনে কর। আমার

উপদেশে গেব্রিল এখন কেমন ধার্ম্মিক হই-য়াছে; খ্রীষ্টভক্তের আদর্শস্থলে দাঁড়াইয়াছে।

বাদো।—পিতঃ! আমার পুত্র এগ্রি-কোলা বহুগুণে বিভূষিত। তাহার দয়া, তাহার মাতৃভক্তি সর্ব্বক্ষণ আমি দর্শন করি।

গুরু।—ছি ছি! সে সব কিছুই নয়। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অন্যগুণ কেবল ভস্মরাশি। সয়তানের এক নিশ্বাসে সে সকল ভস্ম অদৃশ্য হইয়া উড়িয়া যায়। যাহার হৃদয়ে ধর্ম্ম নাই, সয়তান সর্ব্বক্ষণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।

বাদো।—(সজলনয়নে) পিতঃ! উপায় কি? আমার পুত্রের পরিত্রাণের পন্থা কি? ধর্ম্মে তাহার মতি হউক, এই উদ্দেশে আমি ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করি।

গুরু।—তাহাতে কি হইবে? তুমি প্রার্থনা করিয়া তাহার কিছুই করিতে পারিবে না। কতবার তোমাকে আমি বলিয়াছি,—পুত্রকে তুমি উপদেশ দিতে জান না। সেই জন্যই ঈশ্বর তোমাকে কষ্ট দিতেছেন। অধার্ম্মিক পুত্রকে পরিত্যাগ করাই তোমার উচিত। কোন অংশেই তাহার সহিত সংস্রব রাখা কর্ত্তব্য নয়। সে কথা তুমি শুন না। অধার্ম্মিককে বরং অধিক ও বেশী ভালবাসিয়া তাহার পাপকর্ম্মে তুমি প্রশ্রয় দিতেছ। ধর্ম্ম-শাস্ত্র কি বলে?—তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি পাপ করে, সে হস্ত তুমি কাটিয়া ফেল; ইহাই ত ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ। সেই উপদেশে তোমার সম্পূর্ণ অবহেলা।

বাদো।—হায় হায়! কেবল এই বিষয়েই আপনার উপদেশ আমি পালন করিতে পারি না। ওঃ! হৃদয় বিদীর্ণ হয়, পুত্রকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

গুরু।—ঐ কথাই ত কথা! ঐ জন্যই আমি দেখি, তোমার মুক্তিপথ অপরিষ্কার, তোমার আত্মার মুক্তিলাভ অনিশ্চিত। ঈশ্বর দয়াময়। তিনি তোমাকে রক্ষা করুন্। সেই দুটী বালিকাকে জগদীশ্বর তোমার কাছে প্রেরণ করিয়াছেন। যেরূপ ঔদাস্যে পুত্রটীকে বিনষ্ট করিয়াছ, সেইরূপ ঔদাস্যে সেই বালিকা-দুটীর চিরনরকের পথ পরিষ্কার করিয়া দিও না। এখনও সাবধান হও।

বাদো।—পিতঃ! তাহাদের মঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের উদ্দেশে আমি অনেক অশ্রুবিস-র্জ্জন করিয়াছি; অনেক প্রার্থনা করিয়াছি।

গুরু।—তাহাতে কিছুই হইবে না। অভাগিনীরা এখনও ভাল-মন্দ কিছুই জানে না। এখনও যদি অবহেলা কর, নিশ্চয়ই তাহারা অধর্ম্মের অতলতলে ডুবিবে। তাহাদের জননীর ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না, সেই জননী তাহাদের পালন করিয়াছে। ধর্ম্মবর্জ্জিত একজন সৈনিকপুরুষ তাহাদের উপদেষ্টা, অভিভাবক হইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় তাহাদের মঙ্গলের আশা কোথায়?

বাদো।—পিতঃ! আমার স্বামী বলেন, তাহারা দেবকুমারীর ন্যায় পবিত্রা। জন্মা-বধি তিনি তাহাদের দুটীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের অন্তরাত্মা অতি পবিত্র। কিছুমাত্র মলা নাই।

গুরু।—সে [illegible] কথার নয়। তোমার স্বামী চিরজীবন সাংঘাতিক পাপে অনুরক্ত। আত্মার পবিত্রতা কিরূপ, সেই পাপী কি তাহা বিচার করিতে সমর্থ? পুনরায় আমি তোমাকে বলিতেছি, যখন তুমি সেই বালিকাদের মাতৃ-স্থানীয়া, তখন আর তিলমাত্র বিলম্ব করা উচিত হয় না। 'কল্য করিব,' এমন মনে করিয়া আলস্য করিও না। অদ্যই—এই মুহূর্তেই তাহা-দের মুক্তির উপায় অবধারণ কর। তাহা যদি না কর, তোমার পাপের অবধি থাকিবে না।

বাদো।—সত্য, সত্য, সত্য। পিতঃ! অবধি থাকিবে না, ইহা আমি বেশ জানি। জানি বলিয়াই এত বেশী ভয়। আমার পুত্র বন্দী হইয়াছে, তাহাতে আমার যত দুঃখ, মেয়ে-দুটীর আত্মার অপবিত্রতার নিমিত্ত তদপেক্ষা অধিক দুঃখ। পিতঃ! এখন তবে আমি কি করিব? গৃহে আমি তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারিব না। কেন না, আমার কেবল ভক্তি আছে; ভক্তি শিক্ষা দিবার জ্ঞান নাই। আমার স্বামী পুস্তাপব চিন্তা না করিয়া পবিত্রতার নামে কৌতুক করেন। আমার প্রতি ভক্তি আছে বলিয়া আমার পুত্র কে। আমার সাক্ষাতে ধর্ম্মভাবের কথা কয়। অতএব তাহার বিশুদ্ধ ভক্তি হয় নাই। পিতঃ! পুনঃপুন আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আপনি আমার সদুপদেশ প্রদান করুন। এখন আমি কি করিব, দয়া করিয়া তাহা বলিয়া দিউন।

গুরু।—বালিকাদুটী নরকে গমন করুক, চিরনরকে বাস করুক, উদাসীন থাকিয়া এমন কথা আমরা কদাচ বলিতে পারিব না। তাহাদের মুক্তির দুই প্রকার পন্থা নাই; একটীমাত্র পন্থা। একটী ধর্ম্মশালায় সে দুটীকে রাখিতে হইবে। ধর্ম্মশালায় বহুতর ধর্ম্মাত্মা সাধুপুরুষের—সাধুমহিলার সমাগম। তাহাদের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া বালিকারা অবশ্যই ভক্তিশিক্ষা করিবে।

বাদো। পিতঃ! ধর্ম্মশালার বায় আমি কোথা হইতে নির্ব্বাহ করিব? যদি আমরা এতদূর দরিদ্র না হইতাম, যদি আমি পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এত ভাবিতাম না। এরিলকে আমি যেরূপে মানুষ করিয়াছি, এ বালিকাদুটীকেও সেইরূপ সৎপথে আনিতে পারিতাম। কিন্তু পিতঃ! এখন আমার চক্ষের দোষ হইয়াছে, আমার সামর্থ্য নাই। আপনার কাছে আমার একটীমাত্র নিবেদন; বহুতর ধর্ম্মাত্মা লোকের সহিত আপনার আলাপ, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ দয়া করিয়া ঐ দুটী মাতৃহীনা বালি—

গুরু।—তাহাদের পিতা কোথায়?

বাদো।—ভারতবর্ষে ছিলেন। আমার স্বামী বলিলেন, শীঘ্র তিনি ফ্রান্সে আসিবেন। সেটা কিন্তু অনিশ্চিত। তাহা ছাড়া, সেই দুটী বালিকা আমাদের সংসারের কষ্টে কষ্ট-ভোগ করিবে, ইহা ভাবিলে আমার শরীরের রক্ত শুকাইয়া যায়। সেই কষ্ট আরও বাড়িল। আমার এগ্রিকোলা কয়েদ হইল!

গুরু।—এখানে সেই বালিকাদের আর কেহ আত্মীয় নাই?

বাদো।—কেহই নাই।

গুরু।—তাহাদের জননী কি সে দুটীকে ফ্রান্সে আনিবার জন্য তোমার স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন?

বাদো।—হাঁ পিতঃ! মৃত্যুকালে তিনিই আমার পতিকে ঐ গুরুভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমার পতি এখন বাটীতে নাই, গত কল্য একটা কোন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন।

মার্শেল সাইমনের কন্যারা পদকের প্রসাদে ভাগ্যবতী হইতে পারিবে, দাগোবার্ট ইহা জানেন; কিন্তু সে কথা তিনি আপন পত্নীকে কিছুই বলেন নাই। বালিকারা জানে, তাহাদিগকেও উহা প্রকাশ করিতে তিনি নিষেধ করিয়া রাখিয়াছেন।

বিবি বাদোইন জানেন, বালিকা দুটী মার্শেল সাইমনের কন্যা; বনবাসিনী অনাথিনী দুঃখিনীর কন্যা; আজন্ম দুঃখিনী; তাহাদের ভবিষ্যৎভাগ্যের নিগূঢ়-তত্ত্ব তিনি কিছুমাত্র অব

গত নহেন; সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলেন না; অবনতবদনে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

একটু চিন্তা করিয়া গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী স্থানান্তরে গিয়াছেন, কবে এখানে ফিরিয়া আসিবেন?"

বাদো।—অদ্য রাত্রেই আসিবার কথা। একান্তই যদি না পারেন, কল্য প্রাতঃকালে আসিবেন। ইহা নিশ্চিত।

গুরু।—(আরও একটু চিন্তা করিয়া) আর তবে কাল বিলম্ব করা উচিত হয় না। মিনিটে মিনিটে বালিকাদের নরকের পথ প্রশস্ত হইতেছে। ঈশ্বরের কার্য্যে কাহারও হাত নাই। কখন এখন তখন, কখন্ আমরা মরিব, একা জগদীশ্বরই তাহা জানেন। বালিকারা যদি এখন মরে, তবে তাহাদের চিরনরক হইবে সন্দেহ নাই। অদ্যই তুমি তাহাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দেও। অদ্যই তাহাদিগকে একটী ধর্ম্ম-শালায় রাখিয়া দিতে হইবে। ধর্ম্মানুসারে এটী তোমার অবশ্যই কর্ত্তব্য।

বাদো।—আমি জানি, কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা অত্যন্ত দরিদ্র; এ কথা আপনাকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

গুরু।—তাহাও আমি জানি; কিন্তু তোমার ভক্তির অভাব নাই, যত্নেরও ত্রুটি নাই। গৃহে থাকিয়া তুমি তাহাদের জ্ঞান শিক্ষা দিবার চেষ্টা কর, তাহা বিফল হইয়া যাইবে। তোমার পতি পরম অধার্ম্মিক। দিন দিন তাহাদের কুদৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া বালিকারা অধঃপাতে যাইবে; দিন দিন তোমার সদিচ্ছা ব্যর্থ হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্য তুমি দায়ী; কিন্তু সে দায়িত্ব মোচন করিতে তোমার ক্ষমতা নাই। খৃষ্টভক্তিপরায়ণ ধার্ম্মিকেরা মনে করিলে নিঃসন্দেহ তাহাদের উপকার করিতে পারেন।

বাদো।—হাঁ পিতঃ! সেই প্রার্থনাই আমি করিতেছিলাম। কোন ধার্ম্মিক লোকের সহায়তা লইয়া আপনি যদি সেই বালিকা দুটীর উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে চিরজীবন আমি কৃতজ্ঞ থাকিব।

গুরু।—তাহা অসম্ভব নহে। একটী মঠের অধ্যক্ষকে আমি জানি। তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলে বালিকারা অতি যত্নে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। তাহারা গরীব; তাহাদের বেতনাদির ব্যবস্থাও অবস্থানুসারে কম করিয়া দেওয়া যাইবে। দানাধারে আমরা কিছু প্রাপ্ত হই, তাহা হইতেও আমি কিছু দিব। দুই একজন দাতা লোকের নিকট হইতেও কিছু কিছু চাহিয়া লইব, তাহা হইলেই সকল খরচ চলিয়া যাইবে।

বাদো।—পিতঃ! আপনি আমার ত্রাণকর্ত্তা। এখন সেই দুটী অনাথা চিরদুঃখিনী মাতৃহীনা বালিকারও ত্রাণকর্ত্তা হউন।

গুরু।—তাহা হওয়াই আমার ইচ্ছা, কিন্তু কার্য্য বড় গুরুতর। জীবের মুক্তিবিধানের কথা, সে কাযটী যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, সেজন্য তোমারে একটী অঙ্গীকার করিতে হইবে।

বাদো।—অনুমতি করুন, কদাচ আমি আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিব না।

গুরু।—প্রথম কার্য্য এই যে, বালিকা দুটীকে অদ্যই মঠে আনিয়া দিতে হইবে। আমার প্রধানা পরিচারিকা তাহাদিগকে লইয়া মঠের মধ্যে রাখিয়া আসিবে।

বাদো।—পিতঃ! পিতঃ! অদ্যই? না না পিতঃ! তাহা আমি পারিব না।

গুরু।—পারিবে না?—কারণ?

বাদো।—আমার স্বামী এখানে উপস্থিত নাই, তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া—তাঁহার

অনুমতি না লইয়া ঐ কার্য্য করিতে আমি সাহসী হইব না।

গুরু।—তবেই হইয়াছে! আমার আজ্ঞা যদি তুমি পালন করিতে চাও, তাহা হইলে ঐরূপ ভীরুতা পরিত্যাগ কর। এ বিষয়ে তোমার স্বামীর সহিত তুমি পরামর্শ করিতে পাইবে না। তোমার স্বামী এখানে উপস্থিত হইতে না হইতেই মেয়ে-দুটীকে আনিতে হইবে। তোমার স্বামীর অসাক্ষাতেই—অজ্ঞাতেই ইহা করা চাই।

বাদো।—পিতঃ! আপনি কিরূপ আজ্ঞা করিতেছেন? স্বামীর অপেক্ষা করিব না? তিনি গৃহে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্তও আমি অপেক্ষা করিতে পারিবনা?

গুরু।—(উগ্রস্বরে) না। তাহা পারিবে না। দুটী কারণ;—প্রথম কারণ, অধর্ম্মেই তাঁহার প্রবৃত্তি; শরীর পাষাণ, তোমার সাধু সঙ্কল্পে নিশ্চয়ই তিনি বাধা দিবেন। দ্বিতীয় কারণ, সেই বালিকারাও তোমার স্বামীর নিকট হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে ইচ্ছা করিবে না; জন্মাবধি যাহাকে দেখিতেছে, তাহার মায়া কিছুতেই কাটাইতে পারিবে না। সেই জন্য আমি আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছি, তাহাদিগকে আমি কোথায় আনিয়া রাখিব, তাহাও তাহারা জানিতে পারিবে না। তোমার স্বামীকেও তাহা আমরা জানিতে দিব না।

বাদো।—পিতঃ! অভাগিনী বালিকাদের অভাগিনী জননী মৃত্যুকালে আমার স্বামীর হস্তে সে দুটীকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমার স্বামী বহুক্লেশে সে দুটীকে লালনপালন করিয়া এ রাজ্যে আনিয়াছেন। আহা! তাঁহার সম্মতি ব্যতিরেকে আমি কোন মতেই তাহাদিগকে—

গুরু।—(সক্রোধে) তবে তুমি ঘরে রাখিয়া তাহাদিগের শিক্ষাবিধান করিতে পারিবে?—বল, হাঁ কি না?

বাদো।—না পিতঃ! তাহা আমি কোন মতেই পারিব না।

গুরু।—তবে তাহারা ঐ ভাবেই নরকের পথে অগ্রসর হইবে, তাহাই তুমি দেখিবে? বল, শীঘ্র বল, হাঁ কি না?

বাদো।—না পিতঃ! তাহাও আমি দেখিতে পারিব না।

গুরু।—তাহারা যে সকল সাংঘাতিক পাপ করিবে, তাহার জন্য তুমি দায়ী থাকিবে কি না? বল, হাঁ কি না?

বাদো।—হাঁ পিতঃ! ঈশ্বরের নিকট অবশ্যই আমি দায়ী।

গুরু।—অদ্যই আমি সেই বালিকাদের একটী ধর্ম্মশালায় রাখিতে চাই; চাই তাহাদের চিরশান্তিময়ী মুক্তির নিমিত্ত। ইহা তুমি স্বীকার কর? বল, হাঁ কি না?

বাদো।—হাঁ পিতঃ! তাহাদের মুক্তির নিমিত্তই আপনার এরূপ যত্ন।

গুরু।—আচ্ছা, এখন তবে যাহা ইচ্ছা, যে পন্থা ইচ্ছা, তাহাই মনোনীত করিতে পার।

বাদো।—পিতঃ! মিনতি করি, একটী কথা আমারে উপদেশ করুন্। স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে বালিকাদুটীকে অপরের হস্তে দিতে আমার অধিকার আছে কি না?

গুরু।—সম্পূর্ণ অধিকার। কেবল অধিকারমাত্র নয়, ধর্ম্মানুসারে পবিত্র কর্ত্তব্য। মনে কর, সেই বালিকারা যদি এখন একটা অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়, তোমার স্বামীর সম্মতি না লইয়া তুমি কি তাহাদিগকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করিবে না?—অবশ্যই করিবে। কিন্তু বিবেচনা কর, অগ্নিকুণ্ডে কেবল দেহ দগ্ধ হয়, তাহা হইতে উদ্ধার করিতে তোমার অধি-

কার ; কিন্তু যে পাপাগ্নিতে চিরকাল—অনন্তকাল তাহাদের আত্মা দগ্ধ হইবে, সে পাপাগ্নি হইতে উদ্ধার করিতে কি তোমার অধিকার নাই ?—অবশ্যই আছে।

বাদো।—পিতঃ! ক্ষমা করুন্। আর একটী কথা। বিবাহকালে আমি অঙ্গীকার করিয়াছি, চিরজীবন আমি স্বামীর অনুগত আজ্ঞাবহ থাকিব। এ কার্য্য করিলে, আমার শপথভঙ্গ-পাপ হইবে না ?

গুরু।—ঐ শপথ—সে আনুগত্য শুভকার্য্যে। স্বামী যখন শুভকার্য্যে আদেশ করেন, তখন তাহা পালন করিতে হয় ; অশুভকার্য্য সে আনুগত্য—সে বাধ্যতা ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। তোমার স্বামীর হস্তে তাহাদিগকে যদি থাকিতে দেওয়া হয়, তাঁহার মত লইয়া যদি কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অভাগিনীদের মুক্তি মহা সংশয়াপন্ন ; হয় ত একেবারেই অসম্ভব ; ইহা তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে।

বাদো।—(কম্পিতকলেবরে) পিতঃ! আর একটী কথা, আমার স্বামী যখন ঘরে ফিরিয়া আসিবেন, আমারে যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, মেয়ে দুটী কোথায়, তখন কি আমি তাঁহার সাক্ষাতে মিথ্যাকথা বলিব ?

গুরু।—চুপ করিয়া থাকিবে। মৌনকে মিথ্যাকথা বলে না। স্পষ্ট তুমি তাঁহাকে বলিবে, ও প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি না।

বাদো।—পিতঃ! ইহাও কি সম্ভব ? আমার স্বামী পরম দয়াবান্ পুরুষ ; আমার মুখে ঐরূপ উত্তর শ্রবণ করিলে তিনি প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিবেন। তিনি একজন সৈনিক-পুরুষ—বীরপুরুষ, তাঁহার ক্রোধ অত্যন্তই ভয়ঙ্কর। হয় ত মহা অনর্থ বাধিবে।

গুরু।—যে কার্য্য তুমি করিবে, যে পবিত্র কার্য্যে আমি তোমারে নিয়োজিত করিতেছি, তুলনায় তোমার স্বামীর শতগুণ ভয়ঙ্কর ক্রোধও অতি তুচ্ছ। ইহসংসারে সহজে কি জীবের মুক্তিলাভ হয় ? পাপী যখন প্রভু-সাক্ষাৎকারের পবিত্র পথে গতি করে, সম্মুখে কঠিন কর্কশ প্রস্তররাশি অথবা কণ্টকাকীর্ণ বনলতা যদি তখন তাহার শরীরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, খণ্ডে খণ্ডে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, তাহাতে কি সে সেই পবিত্র পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় ?—কখনই না।

বাদো।—(হতাশ হইয়া) পিতঃ! ক্ষমা করুন ; আর একটী কথা। মার্শেল সাইমন যখন পারিসে উপস্থিত হইবেন, আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহার কন্যা দুটী কোথায়, আমার স্বামী তখন কি উত্তর দিবেন ?

গুরু।—মার্শেল সাইমন যখন আসিবেন, তৎক্ষণাৎ তুমি আমাকে সংবাদ দিও। যাহা বলিতে হয়, আমি বলিব। মার্শেল সাইমন যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মপথ বিস্মৃত হইয়া আছেন, তাঁহার কন্যারা যদি ভক্তিমতী হইয়া ধর্ম্মের আদর করিতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে তিনি আপনাকে মহা গৌরবান্বিত মনে করিবেন। পৃথিবীর পিতা অপেক্ষা স্বর্গীয় পিতা বড়। স্বর্গীয় পিতার পূজা আমরা অবশ্য করিব। মার্শেলকে ইহা বুঝাইয়া দিতে আমি অক্ষম হইব না। এখন তুমি স্থির হইয়া বিবেচনা কর। দুটী বালিকার আত্মাকে কলুষিত রাখিয়া তুমি কি আপন আত্মাকে চিরবিনয়-গামী করিতে চাও ? অধার্ম্মিক স্বামীর অনুচিত ক্রোধের আশঙ্কায় তুমি কি আত্মবলি-প্রদানে সমুদ্যত হইবে ?

বাদো।—(বিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) পিতঃ! পরমেশ্বরের যাহা ইচ্ছা, তাহাই সিদ্ধ হউক। আমার হৃদয়ে খ্রীষ্টভক্তি বিরাজ করে ;

ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটুক, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি অবশ্যই কর্ত্তব্য পালন করিব।

গুরু।—প্রভু তোমাকে পুরস্কার দিবেন। ঈশ্বরের নামে আমার কাছে তুমি আর একটী অঙ্গীকার কর। মার্শেল সাইমনের কন্যারা কোথায়, তোমার স্বামী এ সম্বন্ধে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার একটী কথাতেও তুমি কোন উত্তর দিতে পাইবে না।

বাদো।—(কম্পিতগাত্রে কম্পিতস্বরে) হাঁ পিতঃ! অঙ্গীকার করিলাম।

গুরু।—উত্তম! আরও এককথা। মার্শেল সাইমন যদি সত্য সত্যই পারিসে ফিরিয়া আইসেন, কন্যারা কোথায়, তিনি স্বয়ং এ প্রশ্ন করিলেও তুমি তাহার কোন উত্তর দিতে পাইবে না। কেমন অঙ্গীকার করিলে?

বাদো।—না পিতঃ! তাঁহাকেও আমি কিছু বলিব না।

গুরু।—উত্তম! আরও একটী কথা। তোমার স্বামী ফিরিয়া আসিলে তোমার সহিত তাঁহার যে সকল কথাবার্ত্তা হইবে, আমার নিকটে আসিয়া সমস্ত কথা তুমি আদ্যোপান্ত বিজ্ঞাপন করিবে।

বাদো।—হাঁ পিতঃ! তাহা আমি আপনাকে জানাইব। এখন আমার কেবল একটী মাত্র প্রশ্ন;—একটী প্রার্থনা। মেয়ে দুটীকে কখন্ আনিতে হইবে?

গুরু।—এক ঘণ্টার মধ্যে। মঠাধ্যক্ষের নামে আমি পত্র লিখিব, আমার প্রধানা পরিচারিকা সেই চিঠি লইয়া বালিকা দুটীকে তাহার মঠে রাখিয়া আসিবে।

গুরুর নিকটে পাপ স্বীকার করা হইল; পাপস্বীকারে প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহাতে বিশ্বাস রাখিয়া পাপ মোচন করা হইল; নূতন নূতন পাপস্বীকারে তাহারও স্থালন হইয়া গেল। উপদেশও যথেষ্ট লাভ হইল। দাগোবার্টের পত্নী অতঃপর ধীরে ধীরে চিন্তাকুলহৃদয়ে ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গত হইলেন।

গোরস্থানে মহাজনতা। ধর্ম্মশালার প্রবেশদ্বারে অসম্ভব ভিড়। প্রবেশকালে দাগোবার্টের পত্নী একজন গরীবের গোরের ব্যবস্থা দেখিয়া গিয়াছিলেন, প্রস্থানসময়ে আর একপ্রকার দৃশ্য। একজন বড়লোকের সমাধি। বাদ্যভাণ্ড-কলরবে সহস্র সহস্র লোক ধর্ম্মশালার দ্বারে সমাগত। বিচিত্র মখমল-মণ্ডিত শবসিন্দুক। শববাহকেরা সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত, দর্শকবৃন্দ ও প্রফুল্ল-আননে দিব্য পরিচ্ছদে সুশোভিত। ধ্বজা, পতাকা, বর্ত্তিকা, পুষ্পমাল্য চতুর্দ্দিকেই বিরাজিত। তুরীভেরীর উচ্চনাদে বায়ুপথ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। মখমল মণ্ডিত কফিন, ইহার মধ্যে আছে কি?—একটী মড়া বড়মানুষ। চমৎকার মৃতদেহ। সমুজ্জ্বল মৃতদেহ; অলঙ্কৃত মৃতদেহ। প্রথম শ্রেণীর মৃতদেহ; কেননা, ইহা বড়মানুষের মৃতদেহ। এত সমৃদ্ধি, গোরস্থানেও বড় মানুষের এত আত্মীয়-সমাগম, মৃতদেহের সঙ্গে এত জাঁকজমক, সিন্দুকের উপর পবিত্র বারি, পবিত্র পুষ্পমাল্য পরিবেষ্টিত হইতেছে। কৃষ্ণবসনে সমাবৃত দুটী যুবক মহোৎসাহে বক্ষঃস্থল পরিস্ফীত করিয়া শোকচিহ্ন প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা ঐ মড়া বড়মানুষের উত্তরাধিকারী। দামী দামী কৃষ্ণবসন পরিধান করিলেই শোক প্রকাশ করা হয়। বস্ত্রে মাখা শোক, অন্তরে বিষয়লোভে পরমানন্দ।

দাগোবার্টের পত্নী এইরূপ বিপর্য্যয় দর্শন করিলেন। গরীবের গোর কি প্রকার, বড় লোকের গোর কি প্রকার, তাহা তিনি বুঝিলেন। শৈশবধর্ম্মে ভক্তিমতী হইলেও এই তারতম্য দর্শনে তাঁহার অন্তরে ঘৃণার উদয় হইল।

বাদোইন ভাবিলেন, ধনবানের শব, দরিদ্রের শব, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি? সাম্য নামে একটী কথা আছে, সে কথা কখনও যদি সার্থক হয়, মৃত্যুর পরেই তাহা সম্ভব। কিন্তু সমাধিক্রিয়ার এইরূপ তারতম্য, মরণান্তেও সেই সাম্যকে গুপ্ত কবরে নিক্ষেপ করিতেছে। বাদোইনের অন্তরে গ্লানি উপস্থিত হইল। অতি কষ্টে জনতা ভেদ করিয়া তিনি সদর রাস্তায় আসিলেন; গৃহে চলিলেন। অনেকদূর গিয়াছেন, এমন সময় একটী লোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; শবসঙ্গে যাহারা পবিত্রবারি সিঞ্চন করে, তাহাদের মধ্যে একজন। সে ব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছে। বিবি বাদোইনকে নমস্কার করিয়া সেই লোকটী বলিল, "ফিরিয়া চলুন, গুরুদেব ডাকিতেছেন।"

গুরুবৎসলা তিনি অগ্রসর হইতে পারিলেন না। আপন বাটী দেখিতে পাইতেছেন, প্রবেশ করিতে পারিলেন না; লোকের সঙ্গে ফিরিয়া চলিলেন। সবেমাত্র তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার বাটীর সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল; ভাড়াটীয়া গাড়ী। শকটবান্ যখন শকটের দ্বার উদ্ঘাটন করে, তখন শকটমধ্য হইতে গম্ভীরস্বরে কে একজন তাহাকে হুকুম করিল, "বিবি বাদোইন এই বাড়ীতে থাকেন কি না জিজ্ঞাসা কর।" শকটবান্ নিজেই জানিত, নিজেই উত্তর করিল, "এই বাড়ীই তাঁহার।"

শকটের মধ্যে কৃষ্ণবসনাবৃতা একটী স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোক। তাহার ক্রোড়ে একটী কুকুর। একটু পরিচয় দিলেই পাঠকমহাশয় বুঝিতে পারিবেন, এই স্থূলাঙ্গী রমণীই আমাদের বউরাণী দীজিয়ারের প্রধানা সহচরী বিবি গ্রীবয়িস। তাহার ক্রোড়ে যে কুকুরটী, সেটীর নাম "মি-লর্ড।"

দরজা। গাড়ী লাগিবামাত্র বাড়ীর সেই রঙ্গরাজ দেখিয়াই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রীবয়িস্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবি বাদোইন এই বাড়ীতে থাকেন?" লরিয়ট বলিল, থাকেন, কিন্তু এখন উপস্থিত নাই।"

লরিয়ট সর্ব্বদা রঙ্গের কাজ করে, সর্ব্বদাই প্রায় তাহার অঙ্গে এক এক প্রকার রং মাখা থাকে। সে দিন তাহার বাহুমূলে, করতলে, বদনে স্বর্ণগিরিরঞ্জিত পীতবর্ণ রং মাখা। গ্রীবয়িসের মি-লর্ড নূতন প্রকার পীতবর্ণ মনুষ্য দেখিয়া রাগিয়া উঠিল। লরিয়ট গাড়ীর জানালায় হস্তার্পণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কুকুরটা ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া তাহার হাতে কামড়াইয়া ধরিল। বিবি গ্রীবয়িস্ কাঁদিয়া উঠিল। ক্রোধের ক্রন্দন; সক্রোধে লরিয়টকে বলিল, "কি করিলি, কি করিলি! সুশ্রী কুকুর আমার, তোর হাতে গায়ে রং, ঐ সব রঙ্গে ত কোন বিষ নাই? হা পরমেশ্বর! আমার কুকুটীর যেন কোন অমঙ্গল না হয়।"

কুকুরের নাকে রং লাগিয়াছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রীবয়িস্ আপন বসনে "মি-লর্ডের" খাঁদা নাকের রং মুছাইয়া দিল। লরিয়ট ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। গ্রীবয়িসকে বলিল, তুমি যদি মেয়ে মানুষ না হইতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে আচ্ছা রঙ্গ দেখাইতাম, এই হতভাগা কুকুরটাকেও উত্তম শিক্ষা দিতাম। আমার অগ্নিকুণ্ডে রং ফুটিতেছে, কুকুরটার লেজ ধরিয়া সেই রঙ্গের ডেকে আমি ফেলিয়া দিতাম; উহার সর্ব্বশরীর হলুদমাখা হইয়া যাইত।"

মহাক্রোধে গ্রীবয়িস্ বলিল, "আমার প্রিয় কুকুরটীকে তুই হলুদরঙ্গে ডুবাইবি? দেখি দেখি, তোর কত বড় সাহস!" এই কথা বলিতে বলিতে বিবি গ্রীবয়িস্ "মি-লর্ডকে"

বক্ষে লইয়া গাড়ী হইতে নামিল; সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। লরিয়ট বলিল, "কোথায় যাও? আমি বলিলাম, বিবি বাদোইন এখন বাড়ীতে নাই। তাহা তুমি শুনিলে না? গ্রাহ্য করিলে না?"

গ্রীবয়িস্ বলিল, "শুনিয়াছি, শুনিয়াছি। নাই বা থাকিল, যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ আমি তাহার ঘরে বসিয়া থাকিব। বল, কোন্ ঘরে তাহার বাসা?"

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, "চৌমহলায়" —মুক্ত কণ্ঠে এই উত্তর দিয়া স্বগতবাক্যে রঙ্গরাজ বলিল, "যাও না উপরে, আচ্ছা মজা হবে, দাগোবার্টের লাইবীরীয় কুকুর তোমাদের জন্য বসিয়া আছে। এক লম্ফে তোমার কুকুরের ঘাড় ধরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। যেমন কুকুরে তার উপযুক্ত শাস্তি হইবে।"

রঙ্গরাজ আপন দোকানঘরে প্রবেশ করিল। কুকুর কোলে করিয়া বিবি গ্রীবায়িস্ উপরে উঠিয়া গেল; চৌতালার উপর যে ঘরে কুজা সুন্দরীর নিকট রোজী-বিলাসী বসিয়া আছেন, সেই ঘরের দ্বারে গিয়া আঘাত করিল।

কুজা তখন পোদ্দারের দোকানে যাইবার জন্য জিনিসগুলি গুছাইতেছিল, কি করিয়া সূচিকার্য্য করিতে হয়, কুজার নিকটে তাহার উপদেশ লাভ করিয়া রোজী-বিলাসী পরম্পর আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছিলেন, দ্বারে করাঘাত শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধমনে কুজা দ্বার খুলিয়া দিল। গ্রীবয়িস্ প্রবেশ করিল।

অকস্মাৎ বিবি গ্রীবয়িস্ এ বাড়ীতে কেন আসিল, পাঠকমহাশয় অবশ্য এ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন। প্রশ্নের উত্তরও সহজ। মার্কুইস্ আবিগ্রিণী আর গৌরবিণী বউরাণীর আর একটী নূতন চক্র। বিবি গ্রীবয়িস্ সেই নূতন চক্রের নূতন দূতী। তাঁহারা ভাবিয়াছেন, মঠাধ্যক্ষ গুরুদেবের পরিচারিকা রোজী-বিলাসীকে লইয়া যাইবে, সেটা বোধ হয় নিরাপদ হইবে না। গ্রীবয়িস্ অতি চতুরা, গ্রীবয়িসের দ্বারাই সে কার্য্য ভাল হইবে, সেই নিমিত্তই তাঁহারা এই দূতীকে প্রেরণ করিয়াছেন। গৃহ প্রবেশ করিয়াই কুজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক দূতী জিজ্ঞাসা করিল, "বিবি বাদোইন কোথায়?" দূতীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে কুজা কহিল, "এখন তিনি বাড়ীতে নাই।"

বালিকাদ্বটীর মুখের দিকে বিস্মতনয়ন নিক্ষেপ করিয়া গ্রীবয়িস্ বলিল, "আচ্ছা, আমি এইখানে অপেক্ষা করিব।"—নূতন প্রকার বিকটমূর্ত্তি দর্শন করিয়া রোজী-বিলাসী যেন হতবুদ্ধি হইয়া বদন অবনত করিলেন। তাহার দিকে বেশীক্ষণ চাহিতে পারিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ছুটী কুকুর।

রাণীর মত গৌরবে পরিচারিকা গ্রীবয়িস্ বিবি বাদোইনের পুরাতন সুখাসনে উপবেশন করিল। কুকুর 'মি-লর্ড' তখনও তাহার বক্ষে। ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিয়া গ্রীবয়িস্ ভাবিল, এখানে আর রঙ্গরাজ আসিবে না বিষের ভয় থাকিবে না, এ গৃহ নিরাপদ। এই ভাবিয়াই ক্রোড় হইতে কুকুরটীকে তখন নামাইয়া দিল। অকস্মাৎ সেই কুশাসনের পশ্চাদ্ভাগ হইতে

এক প্রকার গভীর গর্জ্জনধ্বনি উত্থিত হইল। আতঙ্কে কম্পিতা হইয়া গ্রীবস্নিস্ তৎক্ষণাৎ আসন হইতে লাফাইয়া পড়িল। পূর্ব্বেই বলা আছে, গ্রীবস্নিস্ নিজে যেরূপ মোটা, "মি-লর্ড" নামধারী কুকুরটাও সেইরূপ মোটা। পশ্চাতে গর্জ্জনশব্দ, মি-লর্ডও ক্রোধাতঙ্কে জড়ীভূত হইয়া গ্রীবস্নিসের ঘাগরার সঙ্গে মিলাইয়া গেল। তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবার চেষ্টায় হেঁট হইয়া বিবি গ্রীবস্নিস্ বলিয়া উঠিল, "এ কি! এখানেও সেই ভয়? একটা কুকুর আছে নাকি?"

প্রশ্নটা কৌতুকের কর্ণে ভাল লাগিল না। কৌতুক সহসা আসনের পশ্চাৎ হইতে উঠিয়া সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার অভিলাষেই যেন সম্মুখে আসিয়া একটা হাঁই তুলিল; দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত বিকাশ করিয়া আগন্তুকদিগের দিকে আরক্তনয়নে চাহিল। বিবি গ্রীবস্নিস্ কাঁপিয়া উঠিল, তাহার "মি-লর্ড" ভয়ে—ক্রোধে গোঁ গোঁ করিতে করিতে তাহার কোলের ভিতর লুকাইল। কৌতুক তখন বালিকাদের মুখের দিকে চাহিয়া একবার গ্রীবস্নিসের গাত্র আঘ্রাণ করিল; তাহার পর গ্রীবস্নিসের মুখের দিকে কটমটচক্ষে চাহিয়া বালিকাদের পদতলে গিয়া শুইল। দাগোবার্টের কুকুরটীর নাম কৌতুক, এ কথা বোধ হয়, পাঠকমহাশয়-দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না।

বালিকাদের দিকে চাহিয়া গ্রীবস্নিস্ বলিল, "ঐ কুকুরটাকে তাড়াইয়া দাও। উহাকে দেখিয়া আমার কুকুর ভয় পাইতেছে, ঐ প্রকাণ্ড কুকুর এখনি আমার প্রিয় কুকুটীরকে দংশন করিতে পারে।"

মৃদু হাস্য করিয়া কুমারী রোজী কহিলেন, "কোন ভয় নাই; কেহ কিছু উপদ্রব না করিলে কৌতুক কাহাকেও কিছু বলে না।"

গ্রীবস্নিস্ বলিল, "দুর্দ্দৈব ঘটিতে কতক্ষণ? কুকুরটাকে দেখিলেই ভয় হয়;—বাঘের মত মাথা, করাতের মত দাঁত, প্রকাণ্ড আকার, নিশ্চয়ই অপকার করিতে পারে। তোমরা ওটাকে বাহির করিয়া দাও।"

বুদ্ধিমান্ কৌতুক ঐ সকল কথার অর্থ বুঝিল; আর একবার হাঁই তুলিয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ দুটী পাটী দন্ত গ্রীবস্নিসকে দেখাইল; আর একবার বালিকাদের দিকে চাহিয়া, মুখ ফিরাইয়া আবার গ্রীবস্নিসের দিকে চাহিয়া রাগে রাগে গর্জ্জন করিতে লাগিল। একটু উগ্রস্বরে বিলাসী কহিলেন, "চুপ্ কর কৌতুক! চুপ্ কর; ঠাণ্ডা হও।"

দুই কুকুরের প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা বাড়িয়া যাইত, হঠাৎ আর একজন নূতন লোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একখানি পত্র।

পত্র আসিয়াছে, অবশ্যই কোন বিশেষ সংবাদ আছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, বিশেষতঃ বিলাসীর সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতুক তখন চুপ্ করিয়া রহিল।

পত্রবাহককে সম্বোধন পূর্ব্বক কুজা সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হইতে আসিতেছ? কে পাঠাইয়াছেন? কাহার পত্র?"

বাহক উত্তর করিল, "এই গৃহ যাঁহার, সেই ভদ্রলোক এই পত্র পাঠাইয়াছেন। নীচের ঘরে যে রঙ্গরাজটী আছে, সে আমাকে উপরে আসিতে বলিল, তাই আসলাম।"

আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া রোজী-বিলাসী উভয়েই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "তবে এখানি দাগোবার্টের পত্র। তবে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন! কোথায় তিনি?"

পত্রবাহক উত্তর করিল, "তাঁহার নাম দাগোবার্ট কি না, আমি জানি না। তিনি

একজন বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ, মুখে পাকা পাকা গোঁপ। নিকটেই তিনি আছেন। চার্লট্রেন্ গ্রামের একটা গাড়ীর আড্ডা এখানে আছে, সেই আড্ডা হইতেই আমি আসিতেছি, সেই স্থানেই তিনি রহিয়াছেন।"

উদ্দীপ্ত কৌতূহলে বিলাসী বলিলেন, "দাও পত্র আমার হাতে।" পত্রবাহক তৎক্ষণাৎ বিলাসীর হস্তে পত্রখানি দিল, ক্ষিপ্রহস্তে বিলাসী তাহা খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। গ্রীবরিসের মুখ শুকাইল, তাহার মুখে আর বাক্য রহিল না। গ্রীবরিস্ জানিত, রজিনের চক্রে বৃদ্ধ দাগোবার্ট স্থানান্তরিত হইয়াছেন, দুই তিন দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না, বিবি বাদোইনের গুরুদেব এই শুভ অবসরে কার্য্যসাধন করিতে পারিবেন। কার্য্যও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, ছুঁড়ী দুটাকে ধর্ম্মশালায় লইয়া যাইবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি, এমন সময় এই ব্যাঘাত! এমন সময় দাগোবার্ট ফিরিয়া আসিলেন। তবে হয় ত আমাদের সকল চক্র বৃথা হইয়া গেল। এইরূপ দুশ্চিন্তা করিয়াই বিমর্ষবদনে নূতন চক্রের নূতন দূত গ্রীবরিস নির্ব্বাক্।

পত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়া কাতরকণ্ঠে বিলাসী বলিলেন, আবার এক দুর্ঘটনা!"—ব্যস্ত হইয়া রোজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দুর্ঘটনা!"

বিলাসী উত্তর করিলেন, "দাগোবার্ট কল্য চার্লট্রেন্ গ্রামের অর্দ্ধেক পথে গিয়াছিলেন, এমন সময় তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার রাহাখরচের টাকাগুলি হারাইয়া গিয়াছে। তাই তিনি সে গ্রামে যাইতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিতেছেন। এখানকার আড্ডায় পৌঁছিয়া গাড়োওয়ানের ভাড়া দিবেন, সেই জন্য তাঁহার পত্নীর নামে এই পত্র লিখিয়াছেন, টাকা পাঠাইতে হইবে।"

কাতরা হইয়া রোজী কহিলেন, "কি হবে তবে? ঘরে ত কিছুই নাই!" পত্রবাহক কহিল, "না হইলেই নয়, গাড়োয়ান তাঁহাকে গৃহে আসিতে বলিয়াছিল, তিনি আসিতে চাহেন না। তিনি সেখানে বন্ধকস্বরূপ রহিয়াছেন, টাকা পৌঁছিলে খালাস পাইবেন, তবে তিনি আসিবেন।"

গ্রীবরিসের নির্ব্বাপিত আশা পুনর্ব্বার সতেজ হইয়া উঠিল। গ্রিবরিস্ ভাবিল, "বেশ হইয়াছে, টাকা নাই, ইহারা পাঠাইতে পারিবে না। সে বৃদ্ধও শীঘ্র আসিবে না।"

গ্রীবরিসের এইরূপ নূতন আহ্লাদ। বুজা কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার সেই আশায় ছাই দিয়া আহ্লাদটা ডুবাইয়া ফেলিল। কুজা বলিল, "চিন্তা কি? আমি ত এই সকল জিনিস বন্ধক দিতে লইয়া যাইতেছি, যে টাকা পাইব, তাহা লইয়াই গাড়ীর আড্ডায় পৌঁছিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যেই কর্ত্তাকে লইয়া আসিব।"

রোজী বলিলেন, "আহা! তুমি আমাদের সকল বিপদের বন্ধু, সকল কার্য্যেই তুমি প্রস্তুত।" বিলাসী বলিলেন, "পত্রখানিও তবে তুমি লইয়া যাও, ইহাতে গাড়ীর আড্ডার ঠিকানা লেখা আছে।"

পত্রখানি হস্তে লইয়া পত্রবাহককে কুজা কহিল, "তবে তুমি যাও, তাঁহাকে গিয়া বল, টাকা লইয়া শীঘ্র আমি যাইতেছি।"

গ্রীবরিসের রাগ হইল। গ্রীবরিস্ ভাবিল, সয়তানী বুড়ী। সত্য সত্যই এটা সকল কাজে প্রস্তুত। এ বুড়ী যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ করিতাম। আপদটা ফিরিয়া আসিতে পারিত না। এখন আমি কি করি? বিবি বাদোইন ফিরিয়া না আসিলে এ মেয়েরা আমার সঙ্গে যাইবে না। যদি আমি যাইতে বলি, এখনি

মুখের উপর জবাব দিবে, "যাইব না।"—তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য।

গ্রীবয়িস্ ভাবিতে লাগিল। পত্রবাহক চলিয়া গেল। সুশীলা কুঞ্জা বন্ধকী জিনিসের তাড়া বাঁধিতে লাগিল। বিবি গ্রীবয়িসের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা নূতন আশা। রাগ কমিল, ভয় কমিল, চিন্তা কমিল, বিকট বদনে উজ্জ্বল হইল; "মি লর্ডকে" কোলে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; মেয়ে দুটীকে বলিল, "বোধ হয়, বিবি বাদোইনের আসিতে বিলম্ব হইবে, আমি একজন প্রতিবাসিনীর সঙ্গে দেখা করিয়া আসি, শীঘ্রই আবার আসিব। তিনি আসিলে এই কথা বলিও।" ইহা বলিয়াই বিবি গ্রীবয়িস্ চঞ্চলপদে গৃহ হইতে বাহির হইল। কুঞ্জা তখনও জিনিসগুলি বাঁধিতেছিল। বিবি বাদোইন যাহা যাহা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে যদি সমস্ত কুলান না হয়, ইহা ভাবিয়া কুঞ্জা একবার উপরে গেল। তাহার শীতনিবারণ একখানিমাত্র কম্বল ছিল, সেখানিও বন্ধক দিবার জন্য লইয়া আসিল, এক সঙ্গে সমস্ত জিনিসগুলি বন্ধন করিয়া বালিকা দুটীকে পুনঃপুন আশ্বাস দিয়া কুঞ্জা সুন্দরী সদর রাস্তায় নামিয়া আসিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সয়তানীর দৌত্য।

সেণ্টমেরী রাস্তা পার হইয়া পোদ্দারের দোকানে যাইতে হয়। কুঞ্জা সুন্দরী সেই রাস্তার মোড়ে আসিয়া উপস্থিত। তৎপল্লীতে বিদ্রোহসূচক ষড়যন্ত্র হইয়া অবধি তথায় পুলিসপ্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অনেক প্রহরী সেই রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের নিকট দিয়া মন্থরপদে কুঞ্জা চলিয়া যাইতেছে। একজন প্রহরীর সম্মুখ দিয়া কুঞ্জা যখন চলিয়া যায়, সেই সময় তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছোট ছোট দুটী মোহর পড়িয়া গেল; প্রচলিত পাঁচটাকা দামের মোহর। ব্যস্তসমস্ত হইয়া কুঞ্জা যাইতেছিল, কোথা হইতে মোহর পড়িল, কে ফেলিল, কিছুই জানিতে পারিল না।

এই অবসরে একটী স্ত্রীলোক একজন প্রহরীর নিকটে উপস্থিত হইয়া চঞ্চলস্বরে তাহাকে বলিল, "ঐ দেখ, একজন কুঁজী কি একটা পুলিন্দা লইয়া যাইতেছে, টাকা পড়িয়া গেল, দেখিতেও পাইল না; কুড়াইয়া লইল না। গতিতে বোধ হয়, ভাল নয়।" প্রহরীকে এই কথা বলিয়াই সেই স্ত্রীলোক দ্রুতপদে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

পুলিস প্রহরী সেই দুটী মোহর কুড়াইয়া লইয়া কুঞ্জার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল; চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল,—"মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ! ও মেয়েমানুষ! খাড়া রও, খাড়া রও!"

পুলিসের চীৎকারে ক্রমে ক্রমে সেখানে অনেক লোক জমিয়া গেল। বড় বড় সহরের রাস্তায় প্রায়ই ঐরূপ হয়; বিশেষতঃ সে পল্লীটায় সর্ব্বদাই প্রায় বদমাস্‌লোক ঘুরিয়া বেড়ায়। বেকার, মাতাল, লম্পট, জুয়া চোর, ভিখারী, ছিন্নবস্ত্র বালক-বালিকা, এই প্রকারের দলই বেশী। ক্রমেই তাহাদের জনতা-বৃদ্ধি হইল। কুঞ্জা দ্রুতগতি যাইতেছে, পুলিস-

প্রহরী কাহাকে ডাকিতেছে, কিছুই বুঝিল না। পথে বাহির হইলেই তাহার বিকলাঙ্গদর্শনে রাস্তার বাজে লোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, পশ্চাতে অনেক লোক জমিয়াছে, পাছে সেইরূপ উৎপাতে পড়িতে হয়, সেই ভয়ে—সেই লজ্জায় কুব্জা আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। পরক্ষণেই জানিতে পারিল, লোকেরা তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার পর দেখিল, একটা লোক কঠিন কর্কশ হস্তে তাহার বাহু আকর্ষণ করিল। সেই লোকটা পুলিস প্রহরী, তাহার সঙ্গে একজন উপরওয়ালা ইন্‌স্পেক্টার। গোলমাল শুনিয়া সেই ইন্‌স্পেক্টার সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, মুখ ফিরাইয়া কুব্জা তাঁহাদের দিকে চাহিয়া দেখিল; ভয়ে, বিস্ময়ে কাঁপিয়া উঠিল। বাজেলোকেরা তাহাদের অভ্যাসমত উচ্চকণ্ঠে কুব্জাকে উপহাস করিতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে হো হো শব্দে বিকট হাস্যঘটার কলরব তুলিল।

কুব্জার হস্তধারণ করিয়া পুলিস-প্রহরী বলিল, "শুনিতে পাও না? কালা নাকি? এত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি, গ্রাহ্যই নাই। টাকা পড়িয়া গিয়াছে, তাহাও দেখ না?"

কুব্জা এককালে হতবুদ্ধি হইয়া গেল; কি উত্তর করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছে, উষাকালে কত পথ-পর্যটন করিয়াছে, হিমে, বরফে, কাদায় লুটালুটি হইয়াছে, কিছুই আহার করে নাই, পরিধান ছিন্নজীর্ণ মলিন বসন, তাহাতেও কাদা মাখা; পুলিসের প্রশ্নে কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। গরীবলোক দেখিলে, গরীবের মত মলিনবসন দেখিলে, সর্ব্বাগ্রে পুলিসের সন্দেহ হয়; কুব্জার প্রতি সেইরূপ সন্দেহ। প্রহরী কহিল, "তারী যে দেখিতেছি, ব্যাপার কি? টাকা পড়িয়া গেল, ফিরিয়াও চাহিলে না; কাণ্ডখানা কি?"

একটা কদাকার কুৎসিত বালক সেই পথে দেশালাই বিক্রয় করিতেছিল; পুলিসের হুঙ্কারে আমোদ পাইয়া সেই বালক সম্মুখে আসিয়া দন্তবিকাশ করিয়া কহিল, "টাকা বুঝি উহার কুঁজের ভিতর লুকোনো ছিল? কুঁজের ভিতর কত কি থাকে। রাস্তায় যত কুঁজী আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের সকলেরই কুঁজের ভিতর কত রকম জিনিস পাওয়া যায়।"

সেই বিদ্রূপধ্বনি শুনিয়া জনতার লোকেরা বিকটস্বরে হাসিয়া উঠিল। পুলিস-প্রহরী সেই সময় কুব্জার হস্তে সেই দুটী মোহর দিল; জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ দেখি এ মোহর কাহার?"—কম্পিতগাত্রে অতি ক্ষীণ-স্বরে সভয়ে কুব্জা কহিল, 'বলিতে পারি না, এ টাকা আমার নয়।"

ইন্‌স্পেক্টার অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "মিথ্যা কথা। একটী সম্ভ্রান্তমহিলা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তোমার গাত্রবস্ত্র হইতেই ঐ টাকা পড়িয়া গিয়াছে। এখন তুমি মিথ্যা বলিতেছ।"

কাঁপিয়া কাঁপিয়া কুব্জা বলিল, "মিথ্যা আমি জানি না, ঠিক বলিতেছি, উহা আমার নয়। টাকা আমার সঙ্গে একটীও ছিল না, একটীও নাই। মিথ্যা বলিব কেন?"

পুলিস-ইন্‌স্পেক্‌টার পুনর্ব্বার কহিলেন, "তবে কি আমিই মিথ্যা। তবে কি সেই মহিলা মিথ্যা বলিয়া গিয়াছেন? তুমি ভয়ে ভয়ে ছুটিয়া পলাইতেছ; তিনি তাহা দেখিয়া সন্দেহক্রমে প্রহরীকে সংবাদ দিয়াছেন। নিশ্চয়ই তোমার টাকা। নিশ্চয়ই তুমি ভয় পাইয়া এখন মিথ্যা কথা বলিতেছ।"

দিয়াশালাইওয়ালা মুখ বিকট করিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "কুঁজের ভিতর অনেক আছে। কিসের পুলিস তোমরা, ভাল করিয়া খবরদারী লও। উহার কুঁজটা টিপিয়া ধর,

কুঞ্জ ত নয়, যেন একখানা মালগাড়ী। উহার ভিতর বড় বড় বুট জুতা আছে, বড় বড় কামিজ কোর্তা আছে, বড় বড় ছাতা বি আছে; ধর্ম্মঘড়ীও লুকানো আছে। কেন না, এইমাত্র আমি শুনিয়াছি, উহার পিঠের ভিতর ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিয়া গিয়াছে।"

জনতার মধ্যস্থ লোক এই সময় মহা কলরবে হাস্য করিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহাদের গর্জ্জনধ্বনিতে রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইল। কেহ কেহ কুৎসিত গীতে শীস দিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ উহাকে, দেখাও উহাকে, একটা উঁচু জায়গায় দাঁড় করাও, 'খেল' দেখাও, আমরা টিকিটের দাম দিয়াছি; ভাল করিয়া যদি না দেখাও, টাকা ফিরাইয়া দাও।"

এই প্রকারের কত প্রকার কুৎসিত ভাষা, অশ্রাব্য খেউড়, শ্রবণবিদারক গণ্ডগোল সেই ক্ষেত্রে শ্রুতিগোচর হইল। সেই সকল কথা ভাষায় লিপিবদ্ধ ব্যক্ত করিতে লজ্জা হয়। দুঃখিনী কুব্জার মনের ভাব তখন কি প্রকার, চিন্তা কিরূপ, জানে যাহাদের হৃদয় আছে, তাঁহারাই অনুভব করুন।

একজন পুলিশপ্রহরী সেই দুঃখিনীর কৃশ অঙ্গ ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। দুঃখিনীর কম্পিত হস্ত হইতে পুলিন্দাটী পড়িয়া গেল। কুব্জা হেঁট হইয়া সেটী কুড়াইয়া লইতেছিল, পুলিসপ্রহরী তাহার হস্ত হইতে সেটী কাড়িয়া লইয়া কর্কশস্বরে কহিল, "এটা কি? এটা কি? তোর এই পুলিন্দাতে কি আছে?"

কম্পিতকণ্ঠে কুব্জা বলিতেছিল, "মহাশয়, মহাশয়!—ইহা—আমি—যাইতেছি"—আর বলিতে পারিল না। কম্প বৃদ্ধি হইল, কি কথা বলিবে, তাহাও তাহার রসনায় আসিল না। কুব্জা নীরব!

পুলিস প্রহরী কহিল, "বুঝা গিয়াছে, বুঝা গিয়াছে, জবাবের ভাব দেখিয়াই আমরা বুঝিয়াছি। দেখি, পুলিন্দাতে কি আছে?"

ইহা বলিয়াই পুলিসপ্রহরী পুলিন্দাটী খুলিয়া ফেলিল; শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "ওঃ! পাকা বদমাস্! বিছানার চাদর—রূপার বাটী, রূপার কাঁটা, রূপার চামচ—একখানা শাল, একখানা কম্বল। আরে বাস্! এ সব ছোট কথা নয়! ভিখারীর মত কাপড় পরা, সঙ্গে আবার রূপার বাসন! ওঃ ঠিক! ঠিক! পাকা চোর!"

কট্‌মটচক্ষে কুব্জার দিকে চাহিয়া ইন্‌স্পেক্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল জিনিস তোমার?"

কম্পিতস্বরে কুব্জা উত্তর করিল, "না মহাশয়! আমার নয়, কিন্তু—"

হাস্য করিয়া ইন্‌স্পেক্টার কহিলেন, "এক রত্তি ছুঁড়ী, একটা কুঁজের ভারে নড়িতে পারে না, নিজে যতটুকু ভারী, তাহা অপেক্ষাও ভারী জিনিস চুরি করিয়াছে।"

চক্ষের জল রাখিতে না পারিয়া, অধিক ভয়ে কাতরা হইয়া কম্পিতকণ্ঠে কুব্জা বলিল, "চুরি! আমি চুরি করিয়াছি? ক্ষমা—মহাশয়, ক্ষমা—দয়া মহাশয়—দয়া—। আর বলিও না বলিও না। বড় অভাগিনী আমি। জন্মদুঃখিনী! আমি চোর নই। আমাকে চোর ব'লও না। এত লোকের সাক্ষাতে চোর বলিয়া আমাকে ধরিও না।"

দলের লোকেরা বলিয়া উঠিল, "নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। শীঘ্র ইহাকে থানায় নিয়ে যাও। বিলম্ব করিও না।"

গোলমালের সময় দুইজন সৈনিক আর একজন হাবিলদার অতিকষ্টে ভিড় ঠেলিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। ভিড়ের মাথার উপর কেবল তাহাদের সঙ্গীন আর বন্দুকের

নীর অগ্রভাগ দেখা যাইতে লাগিল। একজন চতুর লোক সেই সময় পুলিশ-ইন্স্পেক্টারকে বলিল "সদর রাস্তা বন্ধ হইতেছে; অত্যন্ত ভিড় বাড়িতেছে; শীঘ্র তোমরা এই চোরকে থানায় লইয়া যাও। বিলম্ব করিও না।"

কুব্জা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; রাস্তার পাথরের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল; কাঁদিয়া কাঁদিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল, "আমি চোর নই; তোমরা আমাকে চোর বলিও না। যাহা আমি বলি, তাহা তোমরা আগে—"

"যাহা বলিবার থাকে, থানায় বলিস্। এখানে আমাদের শুনিবার সময় নাই; রাস্তা বন্ধ হইতেছে, চল্, থানায় চল্।"—বলিতে বলিতে একজন প্রহরী তাহার দুইখানি হাত ধরিয়া দাঁড় করাইল। সেই সময় হাবিলদারের সহিত সেই দুইজন সৈনিকপুরুষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাবিলদারের দিকে চাহিয়া ইন্স্পেক্টার বলিলেন, "তুমি ইহাকে থানায় লইয়া যাও। এই নারকী কুব্জাটা কোথা হইতে অনেক জিনিস চুরি করিয়া আনিয়াছে।"

কুব্জা আবার কম্পিতকণ্ঠে কহিল, ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি চোর নই; একটী ভদ্র-পরিবারের উপকারের জন্ত আমি—"

গর্জ্জন করিয়া পুলিসপ্রহরী কহিল, "এখানে তোর কোন কথা শুনিব না, থানায় চল্। চলিতে যদি না পারিস্, আমরা তোকে টানিয়া লইয়া যাইব।"

যথার্থই সৈনিকেরা সেই দুঃখিনী কুব্জাকে টানিয়া লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে কুব্জা দুই তিনবার রাস্তার মধ্যে পড়িয়া গেল। রাস্তার লোকেরা আরও অধিক উল্লাসে অধিক কলরবে হাস্য করিতে করিতে করতালি দিতে লাগিল। কুব্জা প্রায় অচেতন।

কোন্ অপরাধে, কাহার কথায়, কি সন্দেহে পুলিস এই অভাগিনীকে গেপ্তার করিল, ইহা মনে করিয়া অনেকে চমৎকৃত হইতে পারেন। নিদারুণ ভ্রম ঘটিয়াছে ভদ্রলোকেরা ইহার বিবেচনা করিবেন। কিন্তু এমন নিদারুণ ভ্রম পুলিসের পক্ষে নূতন নয়। ময়লা কাপড় দেখিলে, গরীবের মত জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা দেখিলে, মহা আস্ফালন করিয়া পুলিস সেই সকল লোককে গ্রেপ্তার করে। এরূপ গ্রেপ্তার অনেক শুনা যায়। দেখিয়া শুনিয়া ভদ্রলোকের গা কাঁপে, পুলিসের আহ্লাদ হয়। বালিকা খর্ব্বা করিয়া বেশ্যাবৃত্তির কারবার করে, এইরূপ অভিযোগে ফরাসী-পুলিস একবার একটী নিরীহ যুবতীকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে কয়েদ করিয়াছিল। যুবতী কোন গতিকে কারাকূপ হইতে পলায়ন করিয়া একজন গৃহস্থের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। উপরে উঠিবার সময় বিষম নৈরাশ্যে চিত্তবৈকল্যে সিঁড়ির ঘরের জানালা হইতে রাস্তায় পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সেটা কেবল পুলিসের ভ্রমের কার্য্য নহে, বিষম বাহাদুরী-কার্য্যের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এখন পাঠকমহাশয়ের একটী সংশয়ভঞ্জন করিবার অবসর। একটী সম্ভ্রান্ত-মহিলার মুখে সংবাদ পাইয়া পুলিস চোর সন্দেহে অনাথিনী কুব্জাকে গ্রেপ্তার করিল। কে সে সম্ভ্রান্তমহিলা?—বউরাণীর প্রিয়সহচরী স্থূলাঙ্গী কৃষ্ণবসনা বিবি গ্রীবয়িস্। পুলিসের হস্তে কুব্জাকে ধরাইয়া দিয়া বিবি গ্রীবয়িস্ দ্রুতগতি দাগোবার্টের পত্নীর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, মধ্যস্থলে দাগোবার্ট বসিয়া রহিয়াছেন, একপার্শ্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিবি বাদোইন, অপরপার্শ্বে প্রসন্নমুখী সুন্দরী সুকুমারী রোজী ও বিলাসী।

দেখিয়াই শ্রীবয়িসের হৃৎকম্প উপস্থিত। রুদ্ধশ্বাসে অতদূর ছুটিয়া আসিয়াছে, চঞ্চলপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অস্থিরনয়নে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে, কি কথা তুলিয়া কি কথা বলিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছে না। শ্রীবয়িসকে তদবস্থ দর্শন করিয়া বাদোইনের মহা উদ্বেগ উপস্থিত হইল। শ্রীবয়িস্ পাছে দাগোবার্টের [illegible] কাছে বালিকাদের সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে, ইহাই তাঁহার আতঙ্ক। শ্রীবয়িস্ ইতিপূর্ব্বে দাগোবার্টকে কখনও দেখে নাই। লোকমুখে তাঁহার যে প্রকার চেহারা শুনিয়াছিল, তাহাই স্মরণ করিয়া তাঁহাকে চিনিল। দাগোবার্টও সেই নূতন স্ত্রীলোককে হঠাৎ গৃহমধ্যে দর্শন করিয়া কিছু উন্মনা হইলেন; রোগাবিলাসী [illegible] পূর্ব্বক আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গাড়ীভাড়া দেওয়া হয় নাই, পুলিসের হস্তে বন্দিনী হইয়া দুঃখিনী কুব্জা থানায় প্রেরিত হইয়াছে, গাড়ীর আড্ডায় টাকা পৌঁছায় নাই, তবে দাগোবার্ট কেমন করিয়া গৃহে আসিলেন? প্রশ্নের উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত। পত্রবাহক শিশুটী গিয়া সংবাদ দিয়াছিল, টাকা আসিতেছে। আড্ডার অধ্যক্ষেরা প্রথমাবধি দাগোবার্টের চেহারা দেখিয়া মহৎলোক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। পূর্ব্বেই তাঁহাকে খোলসা দিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। এক্ষণে টাকা আসিতেছে, শুনিয়াই তাহারা ইহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

শ্রীবয়িসের চাঞ্চল্য অপেক্ষা দাগোবার্টের পত্নীর চাঞ্চল্য অধিক। তিনও শ্রীবয়িসকে অগ্রে চিনিতেন না। গুরুদেবের মুখে নূতন তত্ত্ব অবগত হইয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, নূতন একটী স্ত্রীলোক মেয়ে-দুটীকে লইতে আসিবে। সেই স্ত্রীলোক এই, ইহা [illegible] বুঝিয়াছিলেন। শ্রীবয়িস্ এখন কি বলিতে কি বলে, কি করিতে কি করে, সেই ভাবনায় তিনি অস্থির। শ্রীবয়িসের চিন্তা অন্য প্রকার। চিন্তা করিতে করিতে তাহার একটা নূতন বুদ্ধি যোগাইল। ছল করিয়া দুই একবার হাঁপাইল, বুদ্ধিটাকে মনের ভিতর পাকাইয়া লইল, পরিশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "হায় হায় হায়! গরীবের পদে পদেই বিপদ! হায় হায়! মহা সঙ্কট! মহা বিপদ ঘটিয়াছে!"

কি আবার নূতন মহাবিপদ, কাহার সম্বন্ধে বিপদ, ইহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া কম্পিতকণ্ঠে দাগোবার্টের পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার মহা বিপদ? কোথায় কাহার কি হইয়াছে?"

শ্রীবয়িস্।—ইতিপূর্ব্বে আমি একবার এখানে আসিয়াছিলাম। আসিয়া দেখিলাম, একটী যুবতী কুব্জা কন্যা এই ঘরে বসিয়া কতকগুলি জিনিসের পুঁটলী বাঁধিতেছে। আপনার আসিতে বিলম্ব হইবে, ইহা ভাবিয়া আমি কার্য্যান্তরে গিয়াছিলাম। নিকটে একস্থানে একটু প্রয়োজন ছিল, সেন্টমেরী রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত গিয়াছি, দেখি, অনেক লোকের ভিড়। কাণ্ডটা কি, জানিবার জন্য ভিড়ের ভিতর আমি প্রবেশ করিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা শুনিলে আপনারা হয় ত কাঁদিয়া উঠিবেন। সেই কুব্জা মেয়েটীকে পুলিসের লোকেরা চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে। আহা! বড়ই কষ্ট।

দাগোবার্ট।—(শিহরিয়া) আঁা! বল কি? আমাদের কুব্জাকে? আহা! দুঃখিনী কোন দোষ জানে না; তাহাকে চোর বলিয়া ধরিয়াছে? তুমি কেন পুলিসের লোককে

বলিলে না? নিকটে কেন গেলে না? কুঞ্জাকে তুমি জান; সেই কথা বলিয়া পুলিসকে কেন বুঝাইয়া দিলে না?

গ্রীবয়িস্।—চেষ্টা আমি করিয়াছিলাম, পুলিসের লোক আমার কথা শুনিল না; চোর বলিয়া থানায় লইয়া গেল।

বিবি বাদোইন কাঁদিয়া উঠিলেন। রোজীর মুখের দিকে চাহিয়া সজলনয়নে বিলাসী কহিলেন, "আহা! আহা! কুঞ্জাকে পুলিসে ধরিয়াছে। তেমন সৎ, তেমন নিরীহ; আহা! তাহার কত যন্ত্রণাই হইতেছে।"

শশব্যস্তে দাগোবার্ট আসন হইতে উঠিলেন, শশব্যস্তে আপন টুপীটী হস্তে লইয়া পত্নীকে কহিলেন, "তোমরা থাক, আমি চলিলাম। এখনি থানায় গিয়া অনাথিনীকে খালাস করিয়া আনিব।"

গ্রীবয়িস্ ধূর্ত্তদৃষ্টিতে দাগোবার্টের গতিক্রিয়া দেখিল। রোজী বিলাসীও সেই দিকে চাহিলেন। দ্রুতপদে দাগোবার্ট গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বিবি বাদোইন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। দুটী বিষয়ে তাঁহার শান্তি বোধ হইল। দাগোবার্ট যখন স্বয়ং গেলেন, তখন আর কুঞ্জার জন্য কোন ভাবনা রহিল না। দ্বিতীয়তঃ তিনি এখানে উপস্থিত থাকিলে গ্রীবয়িসকে লইয়া তিনি বিপদে ঠেকিতেন, ইষ্টসিদ্ধি হইত না। এখন সে ভয় গেল, শান্তি আসিল

বিবি গ্রীবয়িস্ এবারে একাকিনী আসিয়াছে। কুকুরটা কোলে নাই। কুকুরকে গাড়ীতেই রাখিয়া আসিয়াছে। গাড়ীখানাও দরজা পর্য্যন্ত আনে নাই, একটু তফাতে রাখিয়া আসিয়াছে। দাগোবার্ট বাহির হইয়া যাইবার পর গ্রীবয়িস্ একখানা পত্র বাহির করিয়া গৃহিণীর হস্তে প্রদান করিল; কথায় কথায় জোর দিয়া দিয়া কহিল, "কেন আমি আসিয়াছি, এই পত্রখানি পাঠ করিলেই আপনি তাহা জানিতে পারিবেন। এই দুটী বালিকার সহিত আমার মিলন হইবে, ইহাতে আমি বড়ই আহ্লাদিত হইতেছি।"

রোজীবিলাসী চঞ্চল-নয়নে পরস্পর মুখচাওয়াচাহি করিলেন। চঞ্চল হস্তে বিবি বাদোইন সেই পত্রখানি গ্রহণ করিয়া মনে মনে পাঠ করিলেন; ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিলেন। পত্রানুসারে কার্য্য করিলেই দাগোবার্টের মহা ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, ইহা ভাবিয়াই তিনি কাঁপিলেন। কি করিয়া তিনি মেয়ে দুটীকে বলিবেন, "তোমরা এই বিবির সঙ্গে যাও" ইহা ভাবিয়াই তাঁহার চাঞ্চল্য বাড়িল।

গৃহিণী ভয় পাইতেছেন, মুখের ভাব দেখিয়া গ্রীবয়িস্ তাহা বুঝিল। শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া রোজী কুমারীকে সম্বোধন পূর্ব্বক গ্রীবয়িস্ কহিল "এখানে তোমাদের এক মাসী আছেন, তোমরা এখানে আসিয়াছ, এই সংবাদ শুনিয়া তিনি বড় খুসী হইয়াছেন। শক্ত পীড়ায় তিনি শয্যাগত, তোমাদের দেখিবার জন্য বড় অভিলাষ; স্বয়ং আসিতে পারিলেন না, আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।"

"আমাদের মাসী!"—অধিকতর চমকিতা হইয়া, অধিকতর বিস্মিতা হইয়া এই কথা বলিয়াই সুশীলা কুমারী রোজী আপন ভগ্নীর নয়নে চকিত নয়ন নিক্ষেপ করিলেন।

গ্রীবয়িস্ বলিল, "হাঁ, তোমাদের মাসী। তিনি তোমাদের তাঁহার কাছে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। গৃহিণীর অনুমতি লইয়া তোমরা আমার সঙ্গে চল, এক-ঘণ্টার মধ্যেই আবার আমি তোমাদের এখানে রাখিয়া যাইব। কল্য কিম্বা পরশ্ব তোমাদের মাসী তোমাদের দুটীকে আপন বাটীতে রাখি-

বার জন্য দাগোবার্টের অনুমতি লইবেন। এতাদৃশ সামান্য গৃহে তোমরা আছ, এটী তোমাদের উপযুক্ত স্থান নয়। এই দয়াশীল পরিবার যদিও যথেষ্ট স্নেহ-যত্ন করেন, তথাপি যেমন লোকের মেয়ে তোমরা, সেরূপ উপযুক্ত গৃহে থাকা উচিত, ইহাই তিনি বলেন।"

রোজী-বিলাসীর অন্তরে একটু আহ্লাদ জন্মিল। তবে আর তাঁহারা দাগোবার্ট-পরিবারের গলগ্রহ হইয়া থাকিবেন না, ইহা ভাবিয়াই আহ্লাদ। বিশেষতঃ এক ঘণ্টার জন্য মাসীকে দেখিতে যাইবেন, শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসিবেন, ইহাতে চিন্তাই বা কি? তথাপি গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রোজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তবে কি দাগোবার্ট ফিরিয়া আসিবার অগ্রেই আমরা ইঁহার সঙ্গে যাইতে পারি? দাগোবার্ট ত কোন দোষ লইবেন না!"

অতি ক্ষীণস্বরে গৃহিণী কহিলেন, "শীঘ্রই যখন ফিরিয়া আসিবে, তখন আর যাইতে দোষ কি? যাইতে পার।"

ব্যস্ত হইয়া চঞ্চলস্বরে গ্রীবয়িস্ কহিল, "তবে আমি ইহাদিগকে লইয়া যাই? বেলা দুই প্রহরের মধ্যেই আনিয়া দিব।"

সজলনয়নে গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া রোজী-বিলাসী তৎক্ষণাৎ গ্রীবয়িসের সঙ্গে গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সন্দেহনিরসনে নিরাপদ হইবার জন্য গ্রীবয়িস্ সেই ভাড়াটীয়া গাড়ীখানা একটু তফাতে রাখিয়া আসিয়াছিল, মেয়ে দুটীকে লইয়া সেই পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গেল। গ্রীবয়িস্‌কে দেখিয়াই গাড়োয়ান ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মেম সাহেব! তোমার ঐ হতভাগা কুকুরটা আমাদের ভারী জ্বালাতন করিয়াছে। অতবড় রাগী কুকুর গাড়ীর মধ্যে রাখিয়া যাইতে নাই। বিড়ালের গায়ে আগুন দিলে বিড়াল যেমন চেঁচায়, যে অবধি তুমি গিয়াছ, কুকুরটা সেই অবধি সেই রকমেই চেঁচাইয়া মরিতেছে। অতবড় কুকুর, দেখিলেই ত ভয় হয়। ও কুকুর আমাদের জীয়ন্ত গিলিয়া খাইতে পারে।"

হাস্য করিয়া গ্রীবয়িস্ বলিল, "আমাকে দেখিতে না পাইলেই অমনি করিয়া ডাকে; কিন্তু কাহাকেও কিছু বলে না।" গাড়ীর দরজা খুলিয়া কুকুরকে বলিল, "মি-লর্ড! ক্ষেপিয়াছিলে কেন? আমি আসিয়াছি, চুপ কর।" "মি-লর্ড" চুপ করিল। বালিকা দুটীর হাত ধরিয়া গ্রীবয়িস্ কহিল, "আইস, শকটে আরোহণ কর।"

বালিকারা শকটে আরোহণ করিলেন। গাড়োয়ানের কাণে কাণে কি উপদেশ দিয়া গ্রীবয়িসও শকটে আরোহণ করিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই বৃহৎ সাইবীরিয় কুকুর কৌতুক বালিকাদের অলক্ষিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিয়াছিল। বালিকারা কোথাও বাহির হয় না, দাগোবার্ট উপস্থিত না থাকিলে বুদ্ধিমান কৌতুকও মেয়ে-দুটীকে একবারও চক্ষের অন্তর করে না, সুতরাং ইহারা কাহার সঙ্গে কোথায় যায়, ইহা জানিবার জন্য কৌতুক ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। গাড়ীর দরজা বন্ধ হইবার অগ্রেই কৌতুক এক লম্ফে গাড়ীর ভিতর উঠিল। ভয়ে কম্পিত হইয়া গ্রীবয়িস্ বলিল, "ও মা এ আবার কি আপদ! এই অভাগা কুকুরটা গাড়ীর ভিতর আসিয়া উঠিল।" গ্রীবয়িসের "মি-লর্ড" ঘেউ ঘেউ রবে ডাকিয়া উঠিল। রাগে ফুলিতে ফুলিতে গ্রীবয়িসের "মি-লর্ড" সতেজে লম্ফ দিয়া কৌতুকের মাথা কামড়াইয়া ধরিল। কৌতুক একবার মেয়ে-দুটীর মুখের দিকে চাহিয়া, অত্যন্ত বেদনার অস্থিরতা জানাইল; মস্তকের

বাতবার ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না, লম্ফ দিয়া "মি-লর্ডের" টুঁটী ধরিয়া দুই তিনবার নাড়া দিল। "মি-লর্ড" নিস্তেজ হইয়া গ্রীবস্নিসের আসনের নীচে শুইয়া পড়িল।

এত শীঘ্র এই যুদ্ধ হইয়া গেল যে দয়াবতী কুমারীরা কৌতুককে থামাইবার অবসর পাইলেন না। মহা কাদে বিবি গ্রীবস্নিস বলিয়া উঠিল, "কি রাক্ষস কুকুর, আমার প্রিয় কুকুরকে কামড়াইল। আহা! হয় ত কতই লাগিয়াছে, কতই রক্ত পড়িয়াছে! এখনি এই নারকী কুকুরটাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দাও; দূর করিয়া দাও!"

আক্রান্ত না হইলে কৌতুক কাহাকে আক্রমণ করে না, বালিকারা ইহা জানিতেন। গ্রীবস্নিসের কুকুরকে কামড়াইল, গ্রীবস্নিস রাগ করিতেছে, তবে আর কৌতুককে গাড়ীতে রাখা উচিত হয় না, ইহা বুঝিয়া বিলাসী আস্তে আস্তে কৌতুকের মস্তকে করার্পন পূর্ব্বক সক্রোধস্বরে কহিলেন, "কৌতুক! নামিয়া যাও, নামিয়া যাও,—দূর হও।"

চিরবিশ্বস্ত প্রভুভক্ত কুকুর প্রথমে ঐ কথার ভাব বুঝিল না; বিমর্ষ হইয়া লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে কাতরে বালিকাদের মুখপানে চাহিয়া রহিল। বিলাসী যখন পুনঃপুনঃ সক্রোধবাক্যে নামিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, তখন কাজে কাজেই কৌতুকটী অত্যন্ত অনিচ্ছায় গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল বুদ্ধিবলে মনে মনে ভাবিল, পরের কুকুরকে কামড়াইয়াছি বলিয়াই আমাকে নামাইয়া দিল।

গাড়ী দ্রুতবেগে চলিল। গ্রীবস্নিস অত্যন্ত ব্যস্ত, রাস্তার এধার ওধার উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। পথে পাছে দাগোবাটের সঙ্গে দেখা হয়, সেই ভয়ে গাড়ীর খড়খড়ির পাখী গুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। উপদেশমত গাড়োয়ান অশ্বপৃষ্ঠে সপাসপ্ চাবুক মারিতেছে। অশ্বেরা শকট লইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে।

মি-লর্ড এতক্ষণ আসনের নীচে নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দাগোবাটের ভয়ে বিবি গ্রীবস্নিস এতক্ষণ কথা কহিতেছিল না, সেণ্টমেরী রাস্তা পার হইয়া যখন অন্য রাস্তায় পড়িল, গ্রীবস্নিস তখন "মি-লর্ড মি-লর্ড" বলিয়া ডাকিল। 'মি-লর্ড' উত্তর দিল না কাছেও আসিল না। গ্রীবস্নিস তখন হেঁট হইয়া তাহাকে আসনের নীচে হইতে উঠাইয়া লইল; কোলের উপর রাখিল। মি-লর্ড নড়ে না। ভয় পাইয়া গ্রীবস্নিস্ বলিল, "মূর্চ্ছা গিয়াছে; মূর্চ্ছা গিয়াছে!"

"মি লর্ড—মি লর্ড" বলিয়া গ্রীবস্নিস বারবার ডাকিল, মূর্চ্ছা মূর্চ্ছা বলিয়া আপন মনকে প্রবোধ দিল, মি-লর্ড নড়িল না। আর মি-লর্ড! আর মূর্চ্ছা! মি লর্ড মড়া! কৌতুকের দারুণ দংশনে মি-লর্ড তৎক্ষণাৎ মরিয়াছে।

মি লর্ডের শোকে গ্রীবস্নিস্ কাঁদিয়া উঠিল। বালিকা দুটীও অত্যন্ত কাতর হইলেন। গ্রীবস্নিসের শোকের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের কাতরতা আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অনবরত চক্ষের জল ফেলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া গ্রীবস্নিস কাঁদিতে লাগিল।

জ্ঞানী পুরুষেরা বলেন, দুষ্টলোকের ক্রন্দন অতি কুলক্ষণ। সাধুলোকের ক্রন্দনে শোকের শান্তি হয়, দুষ্টলোকের ক্রন্দনে পরের মন্দ করিবার দুরভিসন্ধি বৃদ্ধি হয়। কুকুরের শোকে মেয়ে দুটীর উপর গ্রীবস্নিসের অত্যন্ত রাগ হইল, অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "দেখ দেখ, তোমাদের কুকুর আমার কুকুরকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আহা! ছয় বৎসর আমার কাছে ছিল, একদিনও কোথাও

যার নাই; আমি উঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম; যত্ন করিতাম।"

বিমর্ষবদনে বিলাসী বলিলেন, "আহা! কোন দোষ নাই। কি করিব, তোমার কুকুর অগ্রে আমাদের কুকুরটীকে কামড়াইল।"

উত্তর শুনিয়া শ্রীবয়িসের ইচ্ছা ছিল, মেয়ে দুটীকে খুব পরোনাস্তি তিরস্কার করে, কিন্তু পরিণাম চিন্তা করিয়া চমকাইয়া গেল। মার্শেল সাইমনের কন্যারা যদি একবার তাহার উপর সন্দেহ করেন, তাহা হইলে সকল ফিকির ভাসিয়া যাইবে, শ্রীবয়িস ইহা বুঝিল; ক্রোধ সম্বরণ করিল। একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আর কাঁদিয়া কি করিব, বিধাতার মনে যাহা ছিল, তাহাই হইল। যাহার চারা নাই, তাহার জন্য ক্রন্দন করা বৃথা। গত বিষয়ের জন্য আর অনুশোচনা করিয়া কি করিব? এখন তোমরা তোমাদের মাসীর কাছে গেলেই আমি সুখী হইব।"

রোজী।—আমাদের প্রতি তোমার খুব দয়া। এই প্রথম দেখাশুনা, ইহার মধ্যেই তুমি আমাদের ভালবাসিয়াছ।

শ্রীবয়িস।—ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। তোমাদের মুখখানি যেমন এক রকম, প্রকৃতিও সেই রকম অভেদ।

রোজী।—তা হইবেই। জন্মাবধি এক দিন, এক মুহূর্ত্ত কেহ আমাদের পৃথক রাখে নাই। দিবারাত্রি এক সঙ্গে থাকি, কাজেকাজেই একরকম প্রকৃতি হইয়াছে।

শ্রীবয়িস।—বল কি! সত্য না কি? কখনো তোমরা স্বতন্ত্র থাক নাই?

রোজী, বিলাসী।—(করযোড় করিয়া) এক মুহূর্ত্তেও না, কখনই আমরা পরস্পরের কাছছাড়া হই নাই।

শ্রীবয়িস।—আচ্ছা, যদি কেহ তোমাদের দুজনকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাখে, তাহা হইলে বড়ই অসুখের হইবে?

বিলাসী।—স্বতন্ত্র? কেহই পারিবে না।

রোজী।—যাহাদের হৃদয় অত্যন্ত কঠিন, তাদৃশ পাষাণহৃদয় দুষ্টলোকেরাও আমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

শ্রীবয়িস্।—যদি পারে?

রোজী।—কি পারে?—বিচ্ছেদ ঘটাইতে? ওঃ! কেহ যদি চেষ্টা করে, তাহা হইলেই আমরা নিশ্চয় মরিব।

বিলাসী।—তিনমাস হইল, আমরা একটা কারাগারে কয়েদ হইয়াছিলাম; কারাগারে গবর্ণর আসিয়া আমাদের দেখিলেন। তাঁহার মুখাকৃতি ভয়ানক; ব্যবহারেও তিনি নিষ্ঠুর; তথাপি তিনি বলিলেন, "এ দুটী মেয়েকে স্বতন্ত্র রাখিলে ইহারা মরিয়া যাইবে। এক ঘরেই থাকুক্।" আমরা এক ঘরেই ছিলাম। কারাগারে যে সুখ লোকে পায় না, দুটী ভগ্নীতে আমরা সেই সুখসম্ভোগ করিয়াছি।

শ্রীবয়িস।—ওঃ! যথার্থই ভালবাসা বটে তোমাদের সুখের কথায় আমিও যারপর নাই সুখী হইলাম।

গাড়ীখানা থামিল। ফটকে কে আছ বলিয়া গাড়োয়ান হাঁক দিল। শ্রীবয়িস বলিল, "এই আমরা তোমাদের মাসীর বাড়ীতে আসিয়াছি।"—খড়খড়ির পাখী তুলিয়া বালিকারা দেখিলেন, প্রশস্ত অট্টালিকা, মস্ত সুদীর্ঘ প্রাচীর, পাথরের বাড়ী, ভাল ভাল রং করা জানালা, দেখিতে অতি সুন্দর। উভয়েই একবাক্যে বলিলেন, "চমৎকার বাড়ী। যে বাড়ীতে আমরা আছি, তাহার সঙ্গে তুলনায় এখানি যেন রাজপ্রাসাদ।"—শ্রীবয়িস্ বলিল, "চল আগে ভিতরে, আরও কত কত চমৎকার চমৎকার দ্রব্য দেখিবে।"

একটী স্ত্রীলোক আসিয়া ফটক খুলিয়া দিল। শকট হইতে নামিয়া বালিকারা প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইলেন। শেষকালে গ্রীবয়িস্ নামিয়া নূতন আতঙ্কে চীৎকার করিতে লাগিল, "ও বাবা! সেই নরকের ভয়ঙ্কর কুকুরটা আবার।"

গাড়োয়ান কহিল, "ভারী হুঁসিয়ার কুকুর। বরাবর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। ঘোড়ারা যেমন ছুটিয়াছে, কুকুরও তেমন ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। বোধ হয়, পূর্ব্ব হইতেই ঐ রকমই শিক্ষা পাইয়াছে।"

বালিকাদের দিকে চাহিয়া গ্রীবয়িস বলিল, "তোমরা এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি খবর দিয়া আসি।"—এই কথা বলিয়াই গাড়ীবারাণ্ডার কাছে ছুটিয়া গিয়া গ্রীবয়িস একটা ঘণ্টা বাজাইল। সন্ন্যাসিনীর পোষাকে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া গ্রীবয়িসকে নমস্কার করিল। গ্রীবয়িস্ তাহার কর্ণে চুপি চুপি বলিল, "মার্কুইস অবিগরিণীর আদেশে, তপস্বিনী বউরাণীর আদেশে আমি দুটী সুন্দরী বালিকা আনিয়াছি। উহারা এই মঠে থাকিবে। তাহারা ধর্ম্মকথা জানে না; তাহাদের দুইজনকে দুটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নির্জ্জন গৃহে আটক করিয়া রাখ।"

সন্ন্যাসিনী বলিল, "তবে আমি যাই; অধ্যক্ষাকে সমাচার দিই। তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করিতে হইবে।"

এদিকে কৌতুক আসিয়া বালিকাদের পায়ের কাছে দাঁড়াইয়াছে। গ্রীবয়িসের অলক্ষ্যে বালিকারা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন। গ্রীবয়িস্ ফিরিয়া আসিল;—কহিল, "চল, তোমাদের মাসীর কাছে লইয়া যাই।"—কোচম্যানকে বলিল, "কুকুরটা যেন আমাদের সঙ্গে যায় না খবরদার" একটী ক্ষুদ্র দ্বারের পার্শ্বে একটা সন্ন্যাসিনী দাঁড়াইয়াছিল, সে সহসা বাহির হইয়া আসিয়া মেয়ে দুটীর হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল, দরজাও বন্ধ হইল। দূর হইতে কৌতুকটী চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, বালিকারা সেই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কৌতুক প্রবেশ করিতে পাইল না। দ্বারের বাহিরে এক পার্শ্বে শুইয়া রহিল।

বিবি গ্রীবয়িস্ ছুটিয়া আসিয়া ফটকের দ্বারপালের কাণে কাণে বলিল, "নিকলাস্! তোমাকে আমি দশটাকা পুরস্কার দিব, ঐ কুকুরটাকে তুমি মারিয়া ফেল।"

দ্বারপাল একজন দীর্ঘকায় বলবান্ পুরুষ। মস্তক সঞ্চালন করিয়া সে ব্যক্তি কহিল, "অত বড় প্রকাণ্ড কুকুর আমি মারিতে পারিব না।"

গ্রীবয়িস্ বলিল, "কুড়ি টাকা।"

নিকলাস বলিল, "আমার বন্দুক নাই, কেবল একখানা সাবল আছে।"

গ্রীবয়িস বলিল, "আন—আন, সাবল আন, তাহাতেই হইবে। এক ঘায়ে উহার মাথা ভাঙ্গিয়া দাও। আমার যদি শক্তি থাকিত, আমি নিজেই মারিতাম।"

দ্বারপাল গিয়া আপন গৃহ হইতে সাবল আনিল; দক্ষিণ হস্তে সাবলখানা পশ্চাদ্ভাগে লুকাইয়া ধীরে ধীরে কৌতুকের নিকটবর্ত্তী হইল; বামহস্তের দ্বারা তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া আদর করিতে আরম্ভ করিল। কৌতুক বুঝিল, শত্রু; দ্বারের পার্শ্ব হইতে উঠিয়া তফাতে গিয়া দাঁড়াইল। নিকলাস্ বলিল, "বাহবা শীকারী কুকুর, গন্ধ পাইয়াছে; বুঝিতে পারিয়াছে; আর নিকটে ঘেঁসিবে না। আমি মারিতে পারিব না।"

গ্রীবয়িস বলিল, "তবে এই পাঁচটাকা লও, কুকুরটাকে এখান হইতে তাড়াইয়া দাও।"

সাবল ঘুরাইয়া দ্বারপাল বারম্বার কুকুরটীকে তাড়া করিল। তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কুকুরটী অগত্যা ফটকের দ্বার দিয়া সদররাস্তায় বাহির হইয়া গেল। ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ দাগোবার্টের বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু গেল না; আরও কতদূর কি হয়, তাহা জানিবার জন্য বাটী হইতে বাহির হইয়া রাস্তার একধারে শয়ন করিয়া রহিল।

* * * * * *

কুমারী রোজা-বিলাসী সন্ন্যাসীর মঠে বন্দিনী হইলেন। মঠের নাম সেণ্টমেরী মঠ। এই মঠের পার্শ্বেই ডাক্তার বেলিমিয়ারের বাতুলালয়। সেই বাতুলালয়ে কুমারী অদ্রিয়ানী বন্দিনী হইয়া রহিয়াছেন। ইহারা এই অবস্থায় থাকুন; পাঠকমহাশয় এই সময় একবার দাগোবার্টের বাড়ীতে চলুন। তাঁহারা কি করিতেছেন, দাগোবার্টের পত্নী বিবি বাদোইনের মন কিরূপ, এখন তাহাই বিদিত হউন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কাহার মান বড় ?

অন্ধকার সংসারে কাহার মান বড়, পতির কি গুরুর, পাঠকমহাশয় এই পরিচ্ছেদে তাহা স্পষ্ট স্পষ্ট দর্শন করুন।

বালিকাদ্বয় নীত হইয়া গিয়াছেন, দাগোবার্টের পত্নী আপন কক্ষে জানু পাতিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন। দুই চক্ষু দিয়া দরদরভাবে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। একমাত্র প্রিয়পুত্র এগ্রিকোলা পুলিসের হস্তে বন্দী হইয়াছে; সেই দুঃখ নূতন হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দুঃখী সন্তানের নিমিত্ত দুঃখিনী জননী পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

দাগোবার্ট গৃহপ্রবেশ করিলেন। বদন অত্যন্ত বিষণ্ণ, অত্যন্ত চিন্তাকুল। মাথার টুপীটা দুরাইয়া একটা টেবিলের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিলেন, মনের উদ্বেগে এতই অন্যমনস্ক যে, গৃহমধ্যে রোজী-বিলাসী নাই, ইহা তখন তিনি অনুভব করিতেই পারিলেন না। পত্নীর দিকে চাহিয়া আক্ষেপের স্বরে কহিলেন, "অভাগিনী কুব্জা! অহো! কি নিষ্ঠুর ব্যাপার!!"

গৃহিণীর প্রাণে ভয় ছিল। আপাততঃ তাহা বিস্মৃত হইয়া প্রার্থনা হইতে মন ফিরাইয়া কাতরবচনে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুব্জাকে কি তুমি দেখিয়াছ? আমাদের কুব্জা, পুলিসকে কি তুমি এ কথা বলিয়াছ?"

দাগোবার্ট।—দেখিয়াছি। কি দেখিয়াছি! উঃ! হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পুলিসকে আমি বলিয়াছিলাম, দুঃখিনীকে ছাড়িয়া দাও। তাহারা বলিল, "পুলিস-মাজিষ্ট্রেট আজ আমাদের বাড়ীতে আসিবেন, তদারক—"

বলিতে বলিতে দাগোবার্ট থামিয়া গেলেন; চকিত-বিস্ময়ে গৃহের ইতস্ততঃ কটাক্ষপাত করিলেন। চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল। কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালিকারা কোথায়?"

বিবি বাদোইন যেন বরফকুণ্ডে জমাট বাঁধিয়া গেলেন; অতি ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "প্রিয়তম—প্রিয়!—"

আর বলিতে পারিলেন না। দেহের ভিতর হইতে এক অদৃশ্য হস্ত যেন তাঁহার বক্ষ চাপিয়া ধরিল। দাগোবার্ট পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা

করিলেন, "রাজী কোথায়? বিলাসী কোথায়? কৌতুককেও দেখিতেছি না, কৌতুক কোথায়?"

গৃহিণী।—রাগ করিও না।

দাগোবার্ট।—রাগের কথা নয়। বালিকারা কোথায় গেল? কোন প্রতিবাসিনীর সহিত তুমি কি তাহাদের বেড়াইতে পাঠাইয়াছ? নিজে কেন সঙ্গে যাও নাই? যদি তাহাদের বেড়াইতে যাইবারই ইচ্ছা হইয়াছিল, আমি ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত কেন অপেক্ষা কর নাই? ঘরটা বড় ঠাণ্ডা। প্রশস্ত ক্ষেত্রে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছাটা বালিকাদের স্বভাবসিদ্ধ হইতেই পারে; কিন্তু একটু বিলম্ব করিল না কেন? কৌতুক কি তাহাদের সঙ্গে গিয়াছে? তবে কি তাহারা বেড়াইতে যায় নাই? বোধ হয় যায় নাই। কুঞ্জাকে পুলিসে ধরিয়াছে, কুঞ্জাকে তাহারা বড় ভালবাসে, কুঞ্জার একটা শুভসংবাদ না শুনিয়াই তাহারা বেড়াইতে যাইবে, ইহা ত আবার মনে লয় না। তবে কোথায় তাহারা? এ কি! তোমার মুখ শুকাইল কেন? তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে?

আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া দাগোবার্ট সস্নেহে স্নেহময়ী সহধর্ম্মিণীর হস্তধারণ করিলেন। বিবি বাগোইন অবনতবদনে কাঁদিতে লাগিলেন; কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। নম্রস্বরে দাগোবার্ট কহিলেন, "আমি একটু উচ্চস্বরে কথা কহিয়াছি, তাহাতে কি অভিমান হইয়াছে? তাহাতেই কি কাঁদিতেছ তুমি ত জান, ঐরূপ চীৎকার করা আমার অভ্যাস; মন কিন্তু আমার অসরল নয়, হৃদয় আমার কঠিন নয়।"

এত কথাতেও ধর্ম্মশীলা গৃহিণী একটীও কথা কহিলেন না। দাগোবার্ট পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "একটী পতিব্রতা রমণী মৃত্যুকালে ঐ দুটী কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। কত বড় পবিত্র কার্য্যের ভার আমার উপর, ইহা কি তুমি ভাবিতেছ না? বৃদ্ধা কুক্কুটী যেমন আপন শাবকগুলিকে বুকের ভিতর করিয়া রক্ষা করে, সেই মেয়েদুটীকে আমি সেইরূপে রক্ষা করিতেছিলাম, তাহারা কোথায় গেল? কাহার সঙ্গে তুমি তাহাদের ছাড়িয়া দিলে? যদি কোন প্রতিবাসিনীর সঙ্গে পাঠাইয়া থাক, তাহাতে তাদৃশ দোষ হয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন কর্ম্ম আর করিও না। আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বালিকাদিগকে কোথাও পাঠাইও না। কিন্তু সে প্রতিবাসিনীটী কে? তিনি তাহাদিগকে কোথায় লইয়া গিয়াছেন? কখন্ তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন?"

থতমত খাইয়া অবরুদ্ধস্বরে গৃহিণী উত্তর করিলেন, "তাহা আমি জানি না।"

দাগোবার্ট আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না; অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছিল, মনে মনে সম্বরণ করিয়া কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে কহিলেন, "তুমি জান না? কখন্ তাহারা ঘরে ফিরিয়া আসিবে, ইহাও তুমি বলিতে পার না? তবে তুমি কেন ছাড়িয়া দিলে? এখনি আমি ফিরিয়া আসিব, ইহা তাহারা জানিত; তুমিও জান। কেন কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলে না? তাহারাই বা কেন অপেক্ষা করিল না?"

বিবি বাগোইন নীরব হইয়া রহিলেন। ভূমিতে পদাঘাত করিয়া দাগোবার্ট সক্রোধে কহিলেন, "উত্তর করিবে না? শান্তলোককে তুমি রাগাইবে? উত্তর কর; মেয়েরা কোথায় গেল, শীঘ্র তাহা বল।"

তখন পর্য্যন্তও বিবি বাগোইন নীরব; আসন হইতে উঠিবার শক্তি হইল না। মুখখানি অবনত করিয়া তিনি অশ্রুপাত করিতে

লাগিলেন, হাত দুখানি দুই ধারে ঝুলিয়া পড়িল। পতির সক্রোধ প্রশ্নে পরিশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন,"আমাকে যাহা বলিতে হয় বল, মারিতে হয় মার. কিন্তু মেয়ে দুটী কোথায় গেল, সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না; আমি সে প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিব না।"

পদতলে বজ্রপাত হইলে এই বীরপুরুষ যেরূপ স্তম্ভিত না হইতেন, সহধর্ম্মিণীর এইরূপ উত্তরে তিনি তদপেক্ষা অধিকতর হতজ্ঞান হইলেন। বর্ণ বিবর্ণ হইয়া আসিল, ললাটে দরদরধারে ঘর্ম্মবারি ঝরিতে লাগিল। অনিমেষ-নেত্রে পত্নীর মুখপানে চাহিয়া ক্ষণকাল তিনি অচল হইয়া রহিলেন [illegible] কথাও সরিল না। পর[illegible]ই সে [illegible] গেল। নৈরাশ্যের স[illegible] শরীরে [illegible]শক্তি-সঞ্চার হইল; [illegible] পত্নীর [illegible] আসন হইতে [illegible] করি[illegible] শ্রমে, নেত্র[illegible] কৃশাঙ্গী হইয়া[illegible] পক্ষীকে শূন্য[illegible] ভাবে শূন্যে [illegible] বীরপুরুষ আপন সম্মুখে দাঁড়[illegible]; মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া [illegible]মিশ্রিত ক্রোধে আর একবার জিজ্ঞা[illegible]লেন, "বল, এখনও বল, বালিকাদুটী [illegible] কাহার সঙ্গে কোথায় পাঠাইয়াছ [illegible] বল।"

স্থিরপ্রতিজ্ঞা [illegible] ভীরুলোকের যেরূপ প্রকৃতি, [illegible]বর্জ্জিনা হইয়া দৃঢ়-সংকল্পে [illegible]ব্রতা উত্তর করিলেন, "মারিতে [illegible] তে হয় রাখ, ক্ষমা করিতে হয় [illegible] তোমার প্রশ্নের আমি উত্তর ক[illegible]"

অত্যন্ত [illegible] দুঃখে, অত্যন্ত হতাশে [illegible]ভাগিনীকে আবার গলা ধরিয়া ঊর্দ্ধপথে তুলিলেন। আছাড় মারিয়া ভূতলে মস্তক চূর্ণ করেন, এইরূপ উপক্রম; কিন্তু সাহসী পুরুষেরা সেরূপ কাপুরুষের কাজ করেন না; তৎক্ষণাৎ ক্রোধ-বেগের একটু শান্তি হইল। অভাগিনীকে তিনি নামাইয়া দিলেন। প্রায় অবরুদ্ধশ্বাসে বিবি বাদোইন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। ওষ্ঠপুট অল্প অল্প কম্পিত হইল। বোধ হইল যেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। দাগোবার্ট হতবুদ্ধি। তাঁহার মাথা ঘুরিতেছে। কি করিতেছেন, কি ভাবিতেছেন, কিছুই ঠিক নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী চির-পতিব্রতা, সতীত্বের আধার। দেবতার ন্যায় পবিত্রস্বভাব; মার্শেল সাইমনের কন্যারা তাঁহার স্বামীর কত যত্নের ধন, ইহাও তিনি উত্তমরূপ জানেন, অথচ সেই পতিব্রতা পতির সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে কহি-[illegible] জিজ্ঞাসা [illegible] যে কি [illegible] উত্তর করিতে পারিলেন না।

অবস্থা যেরূপ ভয়ানক, তাহাতে অতি কঠিনচিত্ত পুরুষেরও মতিভ্রম ঘটে। অল্প ক্ষণ দাগোবার্টেরও সেইরূপ মতিভ্রম ঘটিয়াছিল। পরক্ষণেই শান্তভাব ধারণ করিয়া আপন মনে তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পত্নী ভিন্ন অপর কেহই এই ভয়ানক রহস্যের উত্তর দিতে পারিবে না। মনে মনে তিনি সঙ্কল্প করিলেন, স্ত্রীকে আমি প্রহার করিব না, প্রাণেও মারিব না, যতদূর সহজ উপায় সম্ভব, ততদূর সহজ উপায়ে ইহাকে আমি সত্য কথা কহাইব; জ্ঞান-পথে আনিবার চেষ্টা করিব।

একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া দাগো-বার্ট উপবেশন করিলেন; আর একখানি চেয়ার সরাইয়া দিয়া পত্নীকে বসিতে বলিলেন।

নিতান্ত বিষাদে বিষাদিনী অবনতবদনে পতির আজ্ঞা পালন করিলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে বিবি বাদোইন সেই চেয়ারের উপর বসিলেন। দাগোবার্ট আবার বলিতে লাগিলেন, "বুঝিয়াছ আমার কথা?"—বলিতে বলিতে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে স্বরভঙ্গ হইল; ধৈর্য্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কথায় কথায় তাহারই পরিচয় হইল। কিয়ৎক্ষণ থামিয়া আবার তিনি কহিলেন, "বুঝিয়াছ আমার কথা? এ ভাবে ইহা উত্থাপন দিবার নয়। আমি তোমাকে মারিব না, হইবার পথ টিপিয়া ধরিয়াছি, সামলাইতে পারি নাই, সেজন্য আমি ক্ষুব্ধ হইয়াছি। আর আমি তেমন করিব না। মেয়ে দুটী কোথায় গেল, কেবল ইহাই আমি জানিব। তাহাদের জননী ধর্ম্মতঃ বিশ্বাসে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন; বহুকষ্টে আমি তাহাদিগকে সাইবীরিয়া হইতে আনিয়াছি,—কেন আনিয়াছি, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, তাহারা কোথায় গিয়াছে, আমি তাহা তোমাকে বলিব না' তোমার মুখে এই কথা শুনিবার জন্যই কি বর্ষ্মপালন করিয়া এত কষ্ট আমি সহ্য করিয়াছি? আচ্ছা, প্রিয়তমে! মনে কর, মার্শেল সাইমন এখানে আসিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দাগোবার্ট! আমার মেয়ে দুটী কোথায়?' বল দেখি, আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিব? এই দেখ, এখন আমি বিলক্ষণ সুস্থির, তুমিও এইরূপ সুস্থির হইয়া বল দেখি, মার্শেলের প্রশ্নের উত্তর আমি কি উত্তর দিব? বল না? কথা কহিবে না?"

নিশ্বাস ফেলিয়া ধর্ম্মশীলা বিবি বাদোইন কহিলেন, "প্রিয়তম!—প্রিয়!—হায় হায়!"

"কেবল হায় হায় করিলে চলিবে না। মার্শেলের প্রশ্নে আমি কি উত্তর দিব, তোমার মুখে সেই কথা আমি শুনিতে চাই।"—মনের কষ্টে এই কথা বলিতে বলিতে শোকবিহ্বল দাগোবার্ট আপন ললাটের ঘর্ম্মবারি মুছিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "বল ধর্ম্মশীলে! আমি তখন মার্শেল সাইমনের প্রশ্নে কি উত্তর দিব?"

বিষণ্ণবদনে বিষাদিনী কহিলেন, "আমার নামে দোষ দিও। যাহা বলিতে হয়, আমি তাঁহাকে তাহা বলি—"

"কি তুমি বলিবে?"

পতির প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পতিব্রতা উত্তর করিলেন, "মেয়ে দুটীকে আমার কাছে রাখিয়া তুমি বাহিরে গিয়াছিলে, ফিরিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাও নাই, তাহারা কোথায় গেল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি উত্তর দিলাম, কোথায় গিয়াছে, তাহা আমি তোমাকে বলিতে পারিব না।"

দাগোবার্ট।—ঐ কথা শুনিয়াই মার্শেলের শরীর জুড়াইয়া যাবে; তিনি তোমার উপর বড় খুসী হইবেন? ইহাই বুঝি তুমি আপন মনে মনে ভাবিয়াছ?"

বাদোইন। উহা ভিন্ন আমি আর কি বলিব? তোমাকেও যাহা বলিতেছি, তাঁহাকেও তাহাই বলিব। ইহার অধিক কিছুই বলিতে পারিব না। ইহার জন্য যদি আমাকে মারিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব না।"

এক লম্ফে দাগোবার্ট চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; চিত্তের ধৈর্য্য এককালে দূর হইয়া গেল, ক্রোধের লক্ষণ কিছুই জানাইলেন না। গৃহের একটা গবাক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলিলেন। অঙ্গ জ্বলিতেছিল, শীতল বাতাসে কিঞ্চিৎ শীতল হইল। কিয়ৎক্ষণ

সেন্ট ফ্রান্সিস বক্স! এ আবার কি? আমার গেব্রিল যেমন, ঐ কন্যারাও কি সেইরূপ?

দাগোবার্ট।—গ্রেব্রিল কি?

বাদো।—যখন আমি গেব্রিলকে পথে কুড়াইয়া পাই, তখন তাহার গলায় একটী পদক ছিল।

দাগোবার্ট।—(সবিস্ময়ে) পদক! তাম্র দস্তার পদক? সে পদকে কি লেখা ছিল? ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পারিসের সেন্টফ্রান্সিস বক্সে তুমি উপস্থিত হইবে। সে পদকে ইহাই কি লেখা ছিল?

বাদো।—হাঁ, ঠিক ঐ সকল কথা। তুমি ইহা কিরূপে জানিলে?

দাগোবার্ট।—(স্বগত) গেব্রিলও এই রকম। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাদোইন! গেব্রিলের গলায় পদক ছিল, গেব্রিল কি তাহা জানে?

বাদো।—মাঝে মাঝে তাহাকে আমি ঐ কথা বলিতাম। কেবল সেই পদক—, তাহার কাছে একটা দপ্তর ছিল, সেই দপ্তরে অনেক প্রকার কাগজ। বিদেশী ভাষায় তাহাতে অনেক প্রকার লেখা। কি কি লেখা, তাহা দেখাইবার জন্য সেই কাগজগুলি আমি আমার গুরুদেব আবি দুবইসকে প্রদান করি। দেখিয়া দেখিয়া তিনি বলেন, "বাজে কাগজ, দরকারী নয়।" কিছুদিন পরে গেব্রিলের যখন বয়স হইল, সেই সময় একজন পরহিতৈষী দয়ালু লোক তাহাকে একটী ধর্ম্মশালার বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিলেন। সেই হিতৈষী লোকটীর নাম রডিন। গেব্রিল যখন পাঠশালায় যায়, গুরুদেব সেই পদকটী আর সেই কাগজগুলি ঐ রডিনের হস্তে অর্পণ করেন।

গুরুদেবের নাম শুনিয়াই দাগোবার্টের বুকের ভিতর যেন সহসা একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। গেব্রিলের সম্বন্ধে আর ঐ মেয়ে দুটীর সম্বন্ধে বহুদিন ধরিয়া মিশনরী মহলে যে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চলিতেছে, সে সন্দেহ না জন্মিলেও, ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য না জানিলেও তাঁহার মনের ভিতর কি যেন খাঁৎ করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝিলেন, তাঁহার ধর্ম্মশীলা পত্নী সেই গুরুদেবের গুপ্ত অভিসন্ধি কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মনের উপর কার্য্য করে। বালিকারা কোথায় গেল, বারবার জিজ্ঞাসাতেও তাঁহার পত্নী কোন উত্তর দেন না; ইহাও বোধ হয়, সেই গুরুদেবের গুপ্তমন্ত্রের প্রভাব,সন্দেহক্রমে ইহাও দাগোবার্ট বুঝিলেন। কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া তিনি আসন হইতে উঠিলেন। পত্নীর মুখের দিকে অনিমেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গম্ভীরস্বরে তিনি কহিলেন,"ওঃ! এই সকল ব্যাপারের মূলে তবে একজন পাদ্রী আছে, এতক্ষণে আমি বুঝিতেছি। বালিকাদিগকে লুকাইয়া রাখাতে তোমার কোন উপকার নাই। তুমি প্রকৃত সাধ্বী রমণী। তুমি দেখিতেছ,আমার কতদূর যন্ত্রণা হইতেছে। মিনতি করি, তুমি আমার প্রতি দয়া কর। মেয়েদুটী কোথায় গেল, নির্ভয়ে প্রকাশ করিয়া বল। বেশ বুঝিতেছি, পাদ্রীর মায়া। সেই পাদ্রীর চক্রে তুমি আমাকে আর সেই মেয়েদুটীকে বিসর্জ্জন দিবে, এই কি তোমার সঙ্কল্প? সাবধান হও, সেই পাদ্রী কোথায় থাকে, শীঘ্রই আমি তাহা খুঁজিয়া বাহির করিব। সহস্র বজ্র, সহস্র বজ্র! সেই পাদ্রীর কাছে আমি যাইব, সেই পাদ্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করিব, আমার বাড়ীর কর্ত্তা কে?—আমি না সেই পাদ্রী? তাহাকে আমি দেখিব। কি উপায়ে তাহাকে সত্যকথা বলাইতে হয় তাহাও আমি জানিব।"

বান্দো।—(সভয়কম্পিত স্বরে) ও পরমেশ্বর! এ কি সর্ব্বনাশ! প্রিয়তম! মনে রাখিও, তিনি একজন পুরোহিত।

দাগোবার্ট।—(সক্রোধে) পুরোহিত? আমার শান্তিময় গৃহে কলহ উৎপাদন করে, বিচ্ছেদ সংঘটন করে, দুর্ভাগ্য নিক্ষেপ করে, সেই বিশ্বাসঘাতক একজন পুরোহিত? জগতে যতপ্রকার বদমাস্ আছে, তোমাদের সেই পাদ্রী তাহাদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই আমি তাহার কাছে [illegible]হার হিসাব চাহিব। এখনও তুমি বল, মে[illegible]রা কোথায়? আমি তোমাকে সাবধান করি[illegible]ছি, আমার হস্তে সেই পাদ্রীর নিস্তার থাকি[illegible] না। বালিকারা তাহার কাছেই আছে, আমি [illegible] তাহার কাছেই দাবী করিব। মহাপাপের [illegible] বিধূমিত হইতেছে, তত্ত্ব না জানিয়াও তুমি একজন সেই চক্রের সহকারিণী বুঝিতেছি; [illegible] তোমাকে আমি কিছু বলিব না, গুরুকেই [illegible]রিব।

বান্দো। [illegible]য়তম! অমন কার্য্য করিও না। ধার্ম্মিক [illegible]াক, বৃদ্ধ লোক, বয়োবৃদ্ধকে সম্মান করি[illegible]।

দাগোবা[illegible] ন্যায়পথে কার্য্য করিব। তোমার পা[illegible]র সেই খাতিরে ন্যায়পথ আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

এই বলিয়া দাগোবার্ট চঞ্চলপদে গৃহের দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। "কোথায় যাও" বলিয়া তাহার পত্নী তাহাতে বাধা দিলেন। দাগোবার্ট বলিলেন, "আমি তোমাদের গির্জ্জায় যাইতেছি। সেখানকার সকল লোকেই তোমাকে জানে। কে তোমার গুরু, কোথায় তাহাকে পাওয়া যায়, গির্জ্জার সকল লোককে তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিব, তাহার পর যাহা করিতে হয়, তাহা আমি দেখিব।"

পতির পদতলে পতিত হইয়া পতিব্রতা সজলনয়নে কহিলেন, "প্রিয়তম! ক্ষান্ত হও; যাইও না; দোহাই পরমেশ্বর! পাদ্রী গুরুর অপমান করিও না।"

রমণীর মুখে এরূপ মিনতিপূর্ণ বাক্য শুনিলে অনেকের মনে বিবেকের সঞ্চার হয়, কিন্তু বীরপুরুষের মনে কিছুমাত্র ভাবান্তর হইল না। টুপীগ্রহণের অবসর না লইয়াই মনের উদ্বেগে অনাবৃতমস্তকে দাগোবার্ট দ্রুতগতি বাহির হইতেছিলেন, এমন সময় দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। পুলিসের মাজিষ্ট্রেট প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে একজন পুলিস প্রহরী; তাহার হস্তে একটা পুলিন্দা। কুজার হস্ত হইতে সে ব্যক্তি যে পুলিন্দাটী গ্রহণ করিয়াছিল, সেই পুলিন্দা। সঙ্গে সঙ্গে কুব্জা কুমারী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তদারক,—এজাহার।

"বিবি বান্দোইন কাহার নাম?"—গৃহপ্রবিষ্ট হইয়াই পুলিস-মাজিষ্ট্রেট সর্ব্বপ্রথমে এই প্রশ্ন করিলেন। উত্থিত হইয়া দাগোবার্টের পত্নী অভিবাদনপূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "আমার; আমার নাম বান্দোইন।"

উত্তর প্রদান করিয়াই গৃহিনী দেখিলেন, কম্পিতকলেবরা অশ্রুমুখী কুব্জা কুমারী একধারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; অগ্রে আসিতে সাহস পাইতেছে না। সাশ্রুনয়নে গৃহিনী তাহাকে কোলে লইবার জন্য যুগলবাহু বিস্তার করি-

লেন; কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "আহা! দুঃখিনি! আমাদের জন্যই বিনা দোষে তোমার এই দুর্দ্দশা। আমাদের জন্যই তোমার এত অপমান, লাঞ্ছনা।"

গৃহিণীর বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া, মাজিস্ট্রেটের দিকে মুখ ফিরাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কুঞ্জা কহিল, "দেখুন মহাশয়! দেখুন, যাহা আমি বলিয়াছিলাম সত্য কি না। দেখুন, আমি চোর নই। আমি চুরি করি নাই।"

দাগোবার্টের পরিচয় সম্বোধনপূর্ব্বক মাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পুলিন্দার মধ্যে যে সকল দ্রব্য রহিল, শাল, বিছানার চাদর, চামচ, কম্বল—"

প্রশ্নটী মাজিস্ট্রেটকে সমাপ্ত করিতে হইল না। মধ্য অবসরেই গৃহিণী কহিলেন, "ও সকল আমার। আমার উপকার করিবার জন্যই এই কন্যাটী পোদ্দারের দোকানে যাইতে-ছিল। আমার খরচ-পত্রের অনটন হওয়াতে আমি এইগুলি বন্ধক দিতে পাঠাইয়াছিলাম। মেয়েটী অতি সৎ, অতি বিনীত অতি ভাল-মানুষ, অতি দুঃখিনী, চরিত্র বড় ভাল। মহাশয় উহার কোন দোষ জানেন না।"

পুলিস-প্রহরীর দিকে চক্ষুপাতন করিয়া চাহিয়া মাজিস্ট্রেট কহিলেন, "তুমি ভয়ানক দোষ করিয়াছ. আমি তোমার নামে রিপোর্ট করিব। যাহাতে তোমার উচিত দণ্ড হয়, নিশ্চয়ই আমি তাহা করিব। এখন তুমি এখান হইতে যাইতে পার।"

পুলিসম্যান চলিয়া গেল। তখন কুঞ্জাকে সম্বোধন করিয়া মাজিস্ট্রেট কহিলেন, "অকারণে তোমার এই কষ্ট হইয়াছে, ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম! তোমার কষ্ট দেখিয়া আমারও যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছে।"

মাজিস্ট্রেটকে ধন্যবাদ দিয়া পুনঃপুন কম্পিত হইয়া নেত্রজলে ভাসিতে ভাসিতে কুঞ্জা এক-খানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

মাজিস্ট্রেট চলিয়া যাইতেছিলেন, সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া একটু থাকুন, কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি, আমার একটী এজাহার আছে।"

মাজিস্ট্রেট।—(আসন গ্রহণ করিয়া) কি এজাহার প্রকাশ করুন।

দাগোবার্ট।—দুই দিন হইল, সাইবীরিয়া হইতে দুইটী বালিকা লইয়া আমি এখানে পৌঁছিয়াছি। মার্শেল সাইমনের স্ত্রী তাহাদের জননী। তিনি মৃত্যুকালে সেই বালিকাদুটীকে আমার হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন।

মাজিস্ট্রেট।—(সবিস্ময়ে) মার্শেল সাইমন! লিগ্‌নীর ডিউক?

দাগোবার্ট।—হাঁ মহাশয়! সেই লিগ্‌নীর ডিউক মার্শেল সাইমনের কন্যা তাহারা। মেয়েদুটীকে গৃহে রাখিয়া একটু পূর্ব্বে আমি এই কুঞ্জার সন্ধানে গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মেয়েদুটী এখানে নাই। যে লোকের ছলনায় ইহা ঘটিয়াছে, কে সেই লোক, তাহা আমি বুঝিয়াছি।

গৃহিণী।—(সভয়ে) দেখ, প্রিয়তম! দেখ, এখন তুমি ঐ—

মাজিস্ট্রেট।—(দাগোবার্টের প্রতি) আপনি বড় গুরুতর অভিযোগ করিতেছেন। গৃহ হইতে দুটী বালিকা অদৃশ্য। মেয়েচুরির অভি-যোগ দাঁড়াইতে পারে। দেখুন, বিবেচনা করুন; সাবধান হইয়া নালিশ করুন। যাহা দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, তাহাকে আপনি জানেন, ইহা নিশ্চয় ত? আমি মাজিস্ট্রেট, ইহা যেন স্মরণ থাকে।

দাগোবার্ট।—আপনি মাজিস্ট্রেট, ইহা স্মরণ করিয়াই আমি অভিযোগ করিতেছি।

এক ঘণ্টা পূর্ব্বে মেয়েরা এইখানে ছিল, এই গৃহেই ছিল। আমি বাহির হইয়া যাইবার পর তাহারা অপহৃত হইয়াছে।

মাজিষ্ট্রেট।—আপনার কথায় আমি অবিশ্বাস করিতেছি না; কিন্তু এ প্রকারে মেয়েচুরি বড় আশ্চর্য্য কথা। বোধ হয়, প্রমাণ করা কঠিন হইবে। তাহারা গিয়াছে, আর এখানে ফিরিয়া আসিবে না, এ কথা আপনাকে কে বলিল ? অভিযোগ উপস্থিত করিবার অগ্রে আর একটী কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। কাহার উপর আপনার সন্দেহ হয় ? আমি মাজিষ্ট্রেট, এখন আপনার ঘরে রহিয়াছি। স্মরণ রাখিবেন, এখান হইতে বাহির হইয়া গেলেই আমাকে আইনের অনুগত হইয়া চলিতে হইবে।

দাগোবার্ট।—আমারও তাহাই ইচ্ছা। বালিকাদের ... নিকট আমি দায়ী। আজ কালের মধ্যে ... তিনি এখানে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি ... ফিরিয়া আসিলে তাঁহার নিকট আমা... কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।

মাজিষ্ট্রেট।—... আমি বুঝিতেছি। কিন্তু যাহার ... আপনি সন্দেহ করিতেছেন, সেটা যদি ... হয়, তাহা হইলে ... গোল। ... একবার শপথপূর্ব্বক একাহার দিলে উপায়ান্তর ... করিবে না; অবশ্যই আমাকে আইনানুসারে ... করিতে হইবে। যদি কিছু আপনা... হয়, তাহা হইলে আপনার পক্ষেই মন্দ। ... এই কুৎসা কন্যা। মিথ্যা করিয়া চোর ... যাহাকে ধরিয়াছিল, সেই অপরাধে পুলিস এখন বিপদাপন্ন।

গৃহিণী।—(...) দেখ প্রিয়তম ! শোন। ... আমি তোমাকে বলিতেছি, চুপ করিয়া থাক। ধৈর্য্য ধারণ কর, আর একটী কথা বলিও না।

দাগোবার্ট।—(পত্নীর দিকে চাহিয়া মাজিষ্ট্রেটের প্রতি) এই ইনি আমার বনিতা; ইঁহার গুরুদেবের প্রতিই আমার সন্দেহ। নিজের মঙ্গলেই হউক, অথবা অন্যলোকের বাণিকার হইয়াই হউক, ইনিই মার্শেল সাইমনের কন্যা-দুটীকে চুরি করিয়াছেন।

মাজিষ্ট্রেট।—সাবধান হউন। ভাল করিয়া বিবেচনা করুন। মিথ্যা সন্দেহে এক-জন প্রধান পদস্থ মাননীয় পাদরীর নামে অপবাদ দিবেন না। তিনি একজন পাদরী। এখনও আমি আপনাকে সতর্ক করিতেছি, ব্যাপার বড় গুরুতর দাঁড়াইতেছে। আপনি প্রবীণ হইয়াছেন, এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে আপনি যদি ভ্রমে পতিত হন, আইনানুসারে তাহা অমার্জ্জনীয় হইবে।

দাগোবার্ট।—(উত্তেজিত হইয়া) প্রবীণ অপ্রবীণের কথা নহে। সতর্ক জ্ঞান সকলেরই আছে। যা আমি বলিতেছি, ইহা সত্য। আমার বনিতা সতী সাধ্বী রমণী। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু যাহাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহারই মুখে এই বাক্যের প্রতিধ্বনি শুনিবেন। ইঁহার গুরুভক্তি অতি প্রবল ; গুরু যাহা বলেন, তাহাই ইনি করেন। ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্ন ইনি নিজের চক্ষে কিছুই দেখিতেছেন না, সেই গুরুদেবের চক্ষেই সংসার দর্শন করিতেছেন। পুত্রের প্রতি উঁহার অখণ্ড স্নেহ আছে, আমার প্রতি অখণ্ড ভক্তি আছে, ইহা সত্য ; তথাপি আমাদের অপেক্ষা গুরুর প্রতি ইঁহার অচলা ভক্তি।

মাজিষ্ট্রেট।—তোমাদের এ সকল ঘরাও কাণ্ড—ঘরাও কথা শুনিয়া আমি—

দাগোবার্ট।—না শুনিলেই নয়। ক্রমেই আপনি জানিতে পারিবেন। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এই গৃহ হইতে আমি বাহির হইয়াছিলাম।

যখন গৃহে আসিলাম, মেয়েদুটীকে দেখিতে পাইলাম না পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোথা গেল। পত্নী আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বলিতে লাগিল, "আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর, সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। আমি উত্তর করিতে পারিব না।"

মাজিষ্ট্রেট।—(গৃহিণীর প্রতি সবিস্ময়ে) আপনি কি বলেন? এ কথা কি সত্য?

দাগোবার্ট।—রাগ করিলাম, ধমক দিলাম, অনুনয়-বিনয় করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না। একই কথা। সত্যবাদিনী ঋষিকন্যারা যেমন শান্তবদনে একই কথা বলেন, ইঁহার উক্তিও সেইরূপ। পুনঃপুন ইনি বলিতেছেন, "মেয়েরা কোথায় গেল, সে কথা আমি বলিতে পারিব না।" এখন আপনি বিবেচনা করুন, কেন ইনি এমন কথা বলেন। মেয়েদুটীকে লুকাইয়া রাখিয়া ইঁহার নিজের কোন উপকার নাই। ইঁহার হৃদয়রাজ্যে সেই গুরুদেবের অধিকার। সেই গুরুদেবের অনুরোধেই ইনি কার্য্য করিয়াছেন। গুরুদেবের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্তই ইনি সহায়তা করিয়াছেন। আমার বিবেচনায় ইঁহার সেই গুরুই এখন অপরাধী।

গৃহিণী কাঁপিতেছেন, অনবরত কাঁদিতেছেন, কুক্কা তাঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া মাজিষ্ট্রেট তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। ধীর-প্রশান্ত-স্বরে কহিলেন, "মা! আপনার স্বামী যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা আপনি শুনিতেছেন ত?"

গৃহিণী।—হাঁ মহাশয়! সমস্তই শুনিতেছি।

মাজিষ্ট্রেট।—ঐ সকল কথার খণ্ডনের নিমিত্ত আপনি কি বলিতে চান?

দাগোবার্ট।—ইঁহাকে কেন আপনি ও কথা জিজ্ঞাসা করেন? স্ত্রীর নামে আমি অভিযোগ করিতেছি না। আমার অভিপ্রায়ও তাহা নহে। ইঁহার গুরুদেব সেই পাদরীই হইতেছেন অসামী।

মাজিষ্ট্রেট।—আপনি স্থির হইয়া কথা বলুন। মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপনি অভিযোগ করিয়াছেন, যে কোন প্রকারে সত্যতত্ত্ব বাহির করিতে হয়, মাজিষ্ট্রেট তাহা জানেন, মাজিষ্ট্রেট তাহা বিবেচনা করিবেন। (গৃহিণীর প্রতি) বলুন, অভিযোগখণ্ডনের জন্য আপনি কি বলিতে চান?

গৃহিণী।—হায় হায়! কি বলিব? কিছুই আমার বলিবার নাই।

মাজিষ্ট্রেট।—আপনার স্বামী যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যান, তখন সেই মেয়েদুটীকে আপনার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, ইহা কি সত্য?

গৃহিণী।—হাঁ মহাশয়! সত্য।

মাজিষ্ট্রেট।—আপনার স্বামী ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মেয়ে-দুটীকে দেখিতে পান নাই, ইহা কি সত্য?

গৃহিণী।—হাঁ মহাশয়! সত্য।

মাজিষ্ট্রেট।—কোথায় গেল, ইনি যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আপনি বলিয়াছিলেন, সে কথার উত্তর দিতে পারিবেন না, ইহা কি সত্য?

গৃহিণী।—হাঁ মহাশয়, সত্য। স্বামীকে আমি ঐরূপ উত্তর দিয়াছিলাম।

মাজিষ্ট্রেট।—বলেন কি? স্বামীর অনুনয়ে, স্বামীর অনুজ্ঞায় আপনার কেবল ঐ মাত্র উত্তর সে কি? মেয়েদের কোন সংবাদ স্বামীকে প্রদান করিতে আপনি অসম্মত? অসম্ভব কথা।

গৃহিণী।—সম্ভব অসম্ভব বুঝি না; ইনি যাহা বলিলেন, এ সমস্তই সত্য।

মাজিষ্ট্রেট।—আচ্ছা, আমি এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে দুটী বালিকা আপনার জিম্মায় ছিল, তাহাদিগকে আপনি কোথায় রাখিয়াছেন? সত্য করিয়া বলুন্।

গৃহিণী।—আমি তাহা বলিতে পারিব না। যে কথার উত্তর আমি স্বামীকে দিই নাই, পৃথিবীর কাহাকেও সে কথার উত্তর দিব না।

দাগোবার্ট।—(মাজিষ্ট্রেটের প্রতি) দেখুন মহাশয়! আমি কি অসত্য বলিয়াছি? পবিত্র নিষ্কলঙ্কভাবে যাহার, কাহারও সাক্ষাতে কখনও যিনি মিথ্যাকথা বলেন না, তাঁহার মুখে এই প্রকার কথা, ইহাতে আপনার কিরূপ বিবেচনা হয়? ইনি কোনরূপ দোষ করিয়াছেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। পুনরায় আমি আপনাকে কহিতেছি, ইঁহার দীক্ষাগুরুই এই দুষ্কার্য্যের মূল। আইনানুসারে আপনি সেই গুরুকে তলব করুন্। সমস্ত সত্য প্রকাশ পাইবে, সেই অনাথিনী সুকুমারী মেয়ে দুটীও আমি প্রাপ্ত হইব।

মাজিষ্ট্রেট।—(গৃহিণীর প্রতি) দেখুন্ মা! এখন আমি আইনানুসারে কথা কহিব। আইন অনুসারে সেইরূপ কথা কহিতেই আমি বাধা। ব্যাপার যেরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, তাহাতে অবিলম্বেই বিচারের প্রণালী অবলম্বন করা আমাদিগকে উচিত। মেয়ে দুটী আপনার হস্তে অর্পিত ছিল, আপনি তাহাদিগকে এখন বাহির করিয়া দিতে পারেন না। এখনও আমার কথা শুনুন। সাক্ষাৎসম্বন্ধে আপনি এখন একাকিনী অপরাধিনী। যদিও আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে তথাপি আমি আপনাকে পুলিসের হেপাজাতে রাখিব।

গৃহিণী।—(অত্যন্ত আতঙ্কে কম্পিত) আমাকে?

দাগোবার্ট।—(সবিস্ময়ে) ইঁহাকে? আমার স্ত্রীকে? এই সত্যপরায়ণা কুলবালাকে আপনি পুলিসের হেপাজাতে লইবেন? কখনই হইতে পারিবে না;—কিছুতেই না। ইঁহার গুরুদেবের নামে আমি নালিশ করিয়াছি, ইঁহার নামে কোন নালিশ করি নাই, তথাপি আপনি ইঁহাকে গ্রেপ্তার করিবেন?

কথা বলিতে বলিতে পত্নীর কাছে ছুটিয়া গিয়া বীরপুরুষ যুগল হস্তে তাঁহাকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইলেন। মাজিষ্ট্রেট কহিলেন, "এখন অমান করিলে কি হইবে? দুইটী বালিকা এই গৃহ হইতে চুরি গিয়াছে, আপনি আমার কাছে এরূপ অভিযোগ করিয়াছেন। আপনার পত্নীর নিজমুখের বর্ণনায় প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি নিজেই একমাত্র এখন দায়ী। আমি ইঁহাকে সরকারী অভিযোক্তার নিকটে লইয়া যাইব। তিনি যাহা উচিত বিবেচনা করেন, তাহাই হইবে।"

দাগোবার্ট।—(বক্রস্বরে) তাহা ত হইবে; কিন্তু আমি বলিতেছি, আমার পত্নী এই গৃহ হইতে এক পদও বাহিরে যাইবেন না।

মাজিষ্ট্রেট।—(প্রশান্তস্বরে) আপনি স্বামী, আপনার মনোভাব আমি বুঝিতেছি। ও কথা আপনি অবশ্যই বলিতে পারেন. কিন্তু ধর্ম্মাসনের অনুরোধে আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনি বাধা দিবেন না। আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মের আপনি প্রতিবন্ধকতা করিবেন না। এখন যদিও করিতে পারেন, কিন্তু আর দশ মিনিট পরে প্রতিবন্ধকতা করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

দাগোবার্ট।—(একটু সুস্থির হইয়া) কিন্তু মহাশয়! আমি আমার পত্নীর নামে ত আপনার নিকট নালিশ করি নাই

গৃহিণী।—(পতির প্রতি) তুমি স্থির

হও, আমার জন্ত ভাবিও না। প্রভু আমারে পরীক্ষা করিতেছেন। আমি তাঁহার দাসীর অযোগ্য দাসী। প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই সিদ্ধ হউক্। ম্যাজিষ্ট্রেট যদি ইচ্ছা করেন, আমাকে গ্রেপ্তার করুন্, কারাগারে লইয়া চলুন। যে কথা আমি বলিয়াছি, তাহা খণ্ডন করিব না। মেয়েরা কোথায় গেল, কারাগারেও আমি কাহাকেও সে প্রশ্নের উত্তর দিব না। ইহা আমার দৃঢ় সঙ্কল্প।

দাগোবার্ট।—(ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) দেখুন মহাশয়! আমার পত্নীর মাথার ঠিক নাই, মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মিয়াছে। এ অবস্থায় আপনি ইঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেট।—কি করিব? সন্দেহক্রমে আপনি যাঁহার নামে অভিযোগ করিতেছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ তাঁহার চরিত্রই তাঁহার রক্ষাকবচ। আপনার স্ত্রীকে যদি আমি গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাই, গুটীকতক কথার জবাব লইয়াই হয় ত ইঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু মহাশয়! ইঁহাকে বন্দিনী করিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। এক সংসারে বিপদের উপর বিপদ,—ওদিকে আপনার পুত্রটী বন্দী হইয়া গিয়াছে, এদিকে আবার গৃহিণীকে আমি—

দাগোবার্ট।—(সচকিতে পত্নীর দিকে ও কুব্জার দিকে চাহিয়া) কি! ইনি কি কথা বলেন? আমার পুত্র! অহো! আমার এগ্রিকোলাকে ইহারা—

ম্যাজিষ্ট্রেট।—(কম্পিত হইয়া) ওঃ! আপনি সে কথা জানেন না? ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। সহস্রবার আমি ক্ষমা চাহিতেছি। আপনি জানেন না, এ সময়ে তবে ত সে কথাটা বলিয়া আমি ভাল করি নাই। আপনি আমাকে—

দাগোবার্ট।—(ললাটে হস্তঘর্ষণ করিয়া) আমার পুত্র! আমার পুত্র!! ওঃ! আমার পুত্র পিতৃভক্ত এগ্রিকোলা বন্দী! ওঃ আর আমার সহ্য হয় না। সকল বিপদ এক সঙ্গে এককালে আমার উপর আসিয়া পড়িল।

হতাশে এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়া যুগল হস্তে বদনাবরণ পূর্ব্বক দাগোবার্ট এক-খানি আসনের উপর বসিয়া পড়িলেন। আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! গত কল্য আমি কি সুখেই ছিলাম, আজ আমি কি হইলাম। কল্য আমার কাছে আমার স্ত্রী ছিল, আমার পুত্র ছিল দুটী মাতৃ-হীনা বালিকা ছিল, আজ আর কেহই রহিল না! সংসারে আজ আমি একাকী!—একাকী!!—একাকী!! হায় হায়! চারিদিক্ অন্ধকার;—জগৎ যেন শূন্য!"

পশ্চাৎ হইতে অতি কোমলস্বরে কুব্জা-কুমারী কহিল, "আমি রহিয়াছি। সর্ব্বক্ষণ আমি আপনার কাছে রহিব।

* * * *

দাগোবার্টের পত্নীকে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বিদায় হইলেন। দাগোবার্ট ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নেত্রমার্জ্জন করিয়া কুব্জা সান্ত্বনা করিতে লাগিল। আনন্দের গৃহে নিরানন্দ; সুখের গৃহ অন্ধকার হইল!

পাঠকমহাশয়! এ যাবৎ আপনাকে কেবল দুঃখের উপর দুঃখ-সংবাদই প্রদান করিতে হইল। বীরবর সৈনিকপুরুষ মহা মনস্তাপে হতবুদ্ধি। নিঃসহায়ে গৃহমধ্যে একাকী; তাঁহার পুত্র এগ্রিকোলা কারাগারে! কুমারী অদ্রিয়াণী বাতুলালয়ে। কুমারী রোজী কুমারী বিলাসী মহা কুচক্রে বড়িশের ফাঁ সন্ন্যাসিদের মঠে বন্দিনী। তাঁহাদের প[illegible] কিরূপ হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া আপ[illegible]

চতুর্দ্দশ লুই যখন ফরাসীরাজ্যে আধিপত্য করেন, সেই সময় মেরিয়স্ কাউণ্ট রণপণ্ট নামে এক বংশের আদিপুরুষ সন্তান-সন্ততি রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। তদবধি একশত পঞ্চাশ বৎসরকাল যেসুৎ-ভক্তমণ্ডলী সেই বংশের উত্তরাধিকারিগণকে অশেষ-বিশেষে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অধস্তন সন্তানেরা পৃথিবীর নানা স্থানে উপনিবেশী হন। কেহ কেহ নির্ব্বাসিত হইয়া যান। যে সময়ের কথা, সে সময় সেই বংশের কেবল সাতটীমাত্র উত্তরাধিকারী বিদ্যমান। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই সাতটীর মধ্যে একটী মহা গৌরবিণী ধনবতী কুমারী, নির্ব্বাসিত মাতাপিতার দুটী অবিবাহিতা কন্যা, একটী রাজ্যচ্যুত ভারতবর্ষীয় রাজকুমার, একটী দরিদ্র মিশনরী পুরোহিত, একটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, আর একটী শ্রমজীবী কারিকর, এই সাতটী। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত গুপ্তধন প্রায় চারিকোটি টাকা। এই বিধিসিদ্ধ উত্তরাধিকারিগণকে বঞ্চনা করিয়া যেসুৎ ভক্তেরা তাহা আত্মসাৎ করিতে অভিলাষী। ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে, সেই উত্তরাধিকারিগণ আসিয়াখণ্ডের যবদ্বীপে, ভারতবর্ষের মণ্ডীরাজ্যে, আমেরিকাখণ্ডের ইয়র্কনগরে এবং ফ্রান্সরাজ্যের পারিসসহরে অবস্থান করিতেছেন। বংশগৌরবে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সময়ে সমৃদ্ধিসম্পন্ন, দুঃসময়ে দুর্দ্দশাপন্ন, ধর্ম্মবলে মহা বলীয়ান্, এবং অধর্ম্মে অতি ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। রাজা হইতে তস্কর পর্য্যন্ত, ধার্ম্মিক হইতে অধার্ম্মিক পর্য্যন্ত, প্রাসাদবাসী হইতে কুটীরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত এবং ধর্ম্মাত্মা হইতে নাস্তিক পর্য্যন্ত সকলেই সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়াছেন। এখন কেবল এই সাতটী। ধর্ম্মের মহিমার দোহাই দিয়া, ধার্ম্মিকনামধারী, দুরাচার, ভণ্ড তপস্বীরা এই সাতটীর মধ্যে ছয়টীকে মহা মহা বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিতেছেন; উদ্দেশ্য কেবল অধর্ম্মের নামে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া, প্রবঞ্চনা-প্রতারণার ফাঁদ পাতিয়া পরের অর্থ অপহরণ করা। যাঁহারা পাদরী, তাঁহাদের মহিমা কতদূর, সত্যধর্ম্মবিশ্বাসে যীশুখৃষ্টের মহিমা-রক্ষণে তাঁহারা কতদূর তৎপর, এই নির্ঘণ্টগুলি পাঠ করিয়া পাঠকমহাশয় তাহা অবগত হইবেন।

মার্শেল সাইমনের কন্যাচুরির অভিযোগসংস্রবে দাগোবার্টের পত্নী যেদিন বন্দিনী হইলেন, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে পারিসনগরের অপর এক পল্লীতে আর একপ্রকার অদ্ভুত অভিনয়। অসংখ্য নরনারী বিচিত্র বেশভূষা করিয়া রাজপথে বাহির হইয়াছে। সকলের মুখেই মুখস্। পূর্ব্বরজনীতে একটা পর্ব্বোৎসব ছিল, সমস্ত রজনী তাহারা নাচঘরে নাচিয়া আসিয়াছে, প্রভাতে রাজপথে জনতা। লোকেরা মধ্যে মধ্যে জয়ধ্বনি করিতেছে, মধ্যে মধ্যে কৌতুক-সঙ্গীতের উচ্চ তুফান তুলিতেছে, নৃত্যেরও বিরাম হইতেছে না। সকলেই মাতাল। সচরাচর ইতরশ্রেণীর মাতালের যে প্রকার হল্লা হয়, নাচিতে নাচিতে চলিতে চলিতে ইহারাও সেইরূপ হল্লা করিতেছে। পথিপার্শ্বে একটা দীর্ঘিকা। সেই দীঘির অপর পার হইতে আরও একদল সং আসিতেছে। গণনায় তাহারা ইহাদের অপেক্ষা বেশী। তাহাদের সজ্জা ইহাদের অপেক্ষাও বিচিত্র;—নানাবর্ণের বসন, নানা বর্ণের পতাকা, নানা গঠনের অলঙ্কার, মাথায় এক এক টুপী। কাহারও ফুলের টুপী, কাহারও বৃক্ষপত্রের তাজ, কাহারও কাহারও মস্তকে বিচিত্র মুকুট। সকলের মুখেই মুখস্।

প্রথমদলে ইতর মাতাল, দ্বিতীয়দলে অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক ভদ্রমাতাল। এই দলে নানা শ্রেণীর লোক। বিদ্যালয়ের ছাত্র, দোকানের দাসী, আপিসের কেরাণী, পেশাদার নর্ত্তক-নর্ত্তকী, বাজারের গণিকা, আরও অনেক প্রকার পেশাদার ভাড়। বঙ্গদেশের পাঠক-মহাশয়েরা স্বদেশে বিদেশে অনেক প্রকার ভাঁড়ের নাচ দেখিয়াছেন, অনেক স্থলে সং যাত্রা দেখিয়াছেন, সাধারণতঃ তাঁহারা মনে মনে একটা আভাস চিত্র করিয়া লইতে পারিবেন, কিন্তু প্যারিসের এই সং-যাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চমৎকার।

রাজপথে সংের অভিনয় হইতেছে ঘটনাক্রমে দুঃখিনী কুব্জা সেই পথ দিয়া মনিববাড়ী যাইতেছিল, সঙের ভিড়ে আটক পড়িয়াছে। কুব্জাঙ্গ দর্শনে ভাঁড়েরা তাহাকে আটক্ করিয়া ফেলিয়াছে, হো হো রবে হাস্ত করিয়া করতালি দিতেছে, কিন্তু শরীর স্পর্শ করিতেছে না। কুব্জা কাঁপিতেছে, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, মুখে বাক্য সরিতেছে না। গত কল্য পুলিসের হাতে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা পাইয়াছে, তাহা তাহার স্মরণ রহিয়াছে, আবার এই নূতন বিপদ। বলা হইল, কুব্জা মনিববাড়ী যাইতেছে। কে ইহার মনিব? —যাহারা ইহাকে পরিষ্কার করিবার জন্য বস্ত্রাদি দেয়। তাহাদের মধ্যে একজন ইহাকে নিত্য নিত্য কাজ দেয়, কুব্জা আজ তাহারই বাড়ী যাইতেছে। এ ক্ষেত্রে তাহাকেই মনিব বলিয়া পরিচয় দেওয়া গেল।

প্রথমদল যাইতেছে, দ্বিতীয় দল আসিতেছে, মধ্যস্থলে কুব্জা। প্রথমদলের লোকেরা কুব্জাকেই প্রত্যেকমুখে আটক করিয়াছে, সুতরাং দুই দলের সমুখে কুব্জা। সঙের দলের অনেক সাজ, পরা ভাঁড়, পেশোয়াজ পরা পরী, টুপীওয়ালা তুর্ক, গহনা পরা সুলতানা। সকলেই জোড়া জোড়া। একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক, হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতেছে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে টপ্পাও চলিতেছে। একজন বলিতেছে,—"রাণী মাতালী সকলের অপেক্ষা ভাল নাচিয়াছে, আর একজন বলিতেছে, "রাণী মাতালী! আহা আমার প্রিয়তমা রাণী মাতালী।"

যে ব্যক্তি এই কথা বলিল, সে একজন পুরুষ, তাহার নাম গবিনেট। তাহার জুড়িদার স্ত্রীলোক সেই কথায় মুখ ভারী করিল। জুড়িদারের নাম সিলেষ্টী। গবিনেটের উপর হিংসাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সিলেষ্টী বলিল, "মাতালী তোমার প্রিয়তমা রাণী। আমি তবে কে? ফের যদি তোমার মুখে ঐ কথা শুনি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আঁচড়াইব। দেখ দেখ, এই দেখ নমুনা—একটী চিমটী।"

বাস্তবিক সিলেষ্টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তে গবিনেটের বাহুর গায়ে একটী চিমটী কাটিল। গবিনেট বলিল, "তুমিও আমার প্রিয়তমা, কিন্তু রাণী নও। আকাশে কেবল একটী চাঁদ আমাদের নাচের রাণী মাতালীও কেবল পূর্ণিমার চাঁদ।"

সিলেষ্টী বলিল, "হয় হবে তোমার চাঁদ কিন্তু আমার সাক্ষাতে ও কথা বলিও না।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "গত রাত্রে রাণী মাতালীকে যত সুন্দরী আমি দেখিয়াছি, আর কখনও তত সুন্দরী দেখি নাই। তাহার পোষাকের তেজে আমার চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে বাবা! কি সুন্দর নাচের ঘটা, ঘুরিয়া-ফিরিয়া ডিগবাজী খাইয়া, শূন্যপথে লম্ফ দিয়া আজব নাচ নাচিয়াছে।"

গবিনেট বলিল, "আমি মনে করিয়াছিলাম আকাশের পরী আকাশেই উড়িয়া যায়।"

সিলেষ্টী আর সহ্য করিল না; ক্রোধভরে বলিল, "গবিনেট! আমার শালখানা তুমি ফিরাইয়া দাও। বেজায় মোটা তুমি; গায়ে জড়াইয়া জড়াইয়া আমার সখের জিনিস নষ্ট হয়, তাহা আমি সহিতে পারি না। বিশেষতঃ একটা মেয়েমানুষকে তুমি রাণী বল, আর সব মেয়েমানুষ বুঝি তোমার কাছে বাঁদী?"

গবিনেট বলিল, "তুমি দেখিতেছ না, আমি তুর্কম্যান সাজিয়াছি? সুতরাং আমার মুখে রাণীর কথাই বেশী পাইবে।" আর এক ব্যক্তি বলিল, "রাণী মাতালীর নামে তোমার সিলেষ্টীর ঈর্ষা জন্মিয়াছে।" সিলেষ্টী বলিল, "ঈর্ষা! আমার মুখে প্রণয়ের ঈর্ষা; ভারী অপবাদ, বড়ই মন্দকথা। আমি যদি সেই মাতালীর মতন সাজিতে পারি তাহা হইলে সকলেই আমাকে রাণী বলিয়া আদর করিবে। সে মেয়েটার নাম ত রাণী মাতালী নয়, সেটা কেবল ডাকনাম।"

হাস্য করিয়া গবিনেট বলিল, "ডাকনামে অত বাহার। তোমারও ত আসল নামে কম বাহার নয়? সিলেষ্টী নামের মানে জান? সিলেষ্টী মানে বিদ্যাধরী। সিলেষ্টী! তোমার কথা শুনিয়া আমার কান্না পায়। মাতালীর মুখে রঙ্গিণেলী খেলা করে, তোমার মুখখানি দেখিলে রসিকলোকে মূর্চ্ছা যায়।"

ভিড়ের ভিতর হইতে একজন লাফাইয়া আসিয়া করতালি দিয়া বলিল, "খাসা খাসা জোড়া! একদিকে রাণী মাতালী, আর রেভি-গবি; একদিকে রোজ পম্পন্ আর লিলী মৌলীন। মরি মরি, সেই চারিজনে আসর জাঁকাইয়া রাখিয়াছিল।"

সিলেষ্টী বলিল, "লিলী মৌলীন বুঝি কাহার নাম? হতভাগা ছোঁড়া, তাহার আসল নাম ভুমৌলীন। নটীরা তাহাকে লিলী মৌলীন নাম দিয়াছে। আমোদ করিয়া কেহ কেহ বলে, লর্ড ভুমৌলীন।"

মুখ বাঁকাইয়া নূতনলোক বলিল, "ভুমৌলীন আবার একজন কবি। ছোট ছোট সুসমাচারের বেশ বেশ পুথি লেখে।"

একটী স্ত্রীলোক কহিল, "লেখে বটে, আমি যেখানে কাজ করি, আমার সেই মনিবের কাছে ভুমৌলীন যায়; সুসমাচার লিখিয়া দেখায়। কখনও কিছু পায়, কখনও শুধু হাতে শুধুমুখে ফিরিয়া আইসে। টাকা খরচের নামে আমার মনিবটী বড় বাঁকা।"

চতুর্থ ব্যক্তি কহিল, "ভুমৌলীন কিন্তু নাচে ভাল। কেমন চক্ষু ঘুরায়, ঘাড় বাঁকাইয়া কেমন চলে; পায়ের অঙ্গুলিগুলি কেমন ঘোরে! সেই রকম নাচ দেখিয়াই নর্ত্তকীরা খুসী হইয়া নাম দিয়াছেন, লিলী মৌলীন। ও বাবা! পেট ত নয়, যেন পিপে! লিলী মৌলীনটা আচ্ছা মদ খায়। আমি তোমাকে তাহার একখানা ফটো দিব। লিলী মৌলীন কেবল সুসমাচার লেখে না, ছোট ছোট ধর্ম্মপত্রিকায় স্তোত্র লেখে। তাহার সুসমাচারের পুথি ধর্ম্মপত্রিকার স্তবমালা, সকলে তোমরা দেখিও, দেখিও, কিন্তু পাঠ করিও না। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় কেবল ভূত, কেবল কাঁটা, কেবল সিং, আর আর যাহা যাহা, তাহার নাম করিতে নাই। বিশপ তাহাকে টাকা দেয়। লিলী মৌলীন সেই টাকায় কেবল মদ খায়।"

সিলেষ্টী কহিল, "লিলী মৌলীন নাচে ভাল। আমরা যখন নাচি, লিলী মৌলীন তখন বেশ তাল দেয়। রোজী পম্পন ঠিক তাহার জুড়ী।"

পঞ্চম ব্যক্তি কহিল, "রাণী মাতালী যখন নাচে, তখন আর কাহারও নাচ আমার চক্ষে ভাল লাগে না। উঁচুদরের নাচ! ছয়হাজার ফিট্ উঁচু অথবা তাহা অপেক্ষাও বেশী।"

অগ্রে প্রথম গাড়ী। চারিদিকে খোলা চৌঘুড়ী। রোগা রোগা চারিটা ঘোড়া সেই গাড়ী টানিয়া আনিতেছে। অশ্বপৃষ্ঠে দুইজন বৃদ্ধ চোপ্‌দার ঠিক সয়তানের মত পোষাক পরিয়া অশ্বচলোনা করিতেছে। গাড়ীর ভিতর অগণিত নরনারী বিচিত্র বসন-ভূষণে সুসজ্জিত। কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ আড় হইয়া, কেহ বা বঙ্কিমচরণে ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া এধার ওধার উঁকি মারিতেছে। বসন্তের ছটা, রঙ্গের ঘটা, রূপের বাহার বর্ণনাতীত। সকলের মুখেই মুখস্। কেহ কেহ সুন্দর, কেহ কেহ কুৎসিত। কিন্তু সকলের মুখেই আমোদ। সেই গাড়ী ধীরে ধীরে অগ্রবর্ত্তী হইল। তৎপশ্চাতে দ্বিতীয় চৌঘুড়ী। সেই শকটের মধ্যস্থলে স্বদলপরিবেষ্টিত হইয়া রাণী মাতালী দাঁড়াইয়া আছে. মুখে মুখস নাই। মাথায় মুকুট, স্কন্ধে দল, গলদেশে মুক্তামালার সঙ্গে ফুলের মালা, সজ্জা বিচিত্র। লোকেরা চীৎকার করিয়া বলিল "রাণী মাতালী চিরজীবী হও।"

দ্বিতীয় শকটেরও চারিদিক খোলা। রাণী মাতালীর পার্শ্বে জাকুইন্ রেপিপন্ট, তাহার পার্শ্বে লিলী মৌলীন, বামে সুন্দর রোজ পম্পন। এই চারিজনের কাহারও মুখে মুখস্ নাই; কিন্তু সজ্জা অপরূপ!

ছমৌলীন ওরফে লিলী মৌলীন দীর্ঘাকার পুরুষ। বয়স অনুমান পঞ্চত্রিংশ বৎসর। মস্তকের দুই পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ পক্ষীপক্ষের স্তবক দুলিতেছে। বদন রক্তবর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মদ্যপানে ঢুলু ঢুলু। সেই ঢুলু ঢুলু নয়নে যেন আমোদের স্রোত গড়াইয়া পড়িতেছে। লিলী মৌলীন ভাবিতেছে, মদে কেন ডুবিয়া রহিল না? সুসমাচারের লেখক শত শতবার সহস্র সহস্রবার কেন মদের সাগরে ডুবিল না? শুরু গাত্রে উঠিয়া আসিয়া গাড়ীর উপর কেন নাচিতে আসিল? কোন কর্ম্ম নাই, কেবল মদ খাইয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়, সুসমাচার লেখে, এমন হতভাগা লোক বড় দলে কিরূপে মিশিল? চক্রভেদ করা যায় না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, প্রথমজীবনে যাহারা বড় বড় দস্যু-তস্করের দলপতি ছিল, শেষে আবার তাহারাই সংসারে অত্যুৎকৃষ্ট সাধুলোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

লিলী মৌলীন গাড়ীর সম্মুখে ঝুঁকিয়া জড়িত জিহ্বায় মহা কৌতুকে চীৎকার করিয়া উঠিল, "রাণী মাতালী! চিরজীবী হও।" তাহার হস্তে একগাছা প্রকাণ্ড চাবুক। সেই চাবুকে ঘুরাইয়া পুনঃপুন রাণী মাতালীর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছে। তাহার পার্শ্বে জাকুইন রেপিপন্ট। হস্তে একটা শ্বেতবর্ণ রেশমের দীর্ঘনিশান। তাহাতে লেখা আছে, "রাণী মাতালীর নামে বিশ্বপ্রেম, বিশ্ব আনন্দ!"

রেপিপন্টের বয়স প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ। বদন প্রফুল্ল, সেই বদনে পিঙ্গলবর্ণ গুম্ফরাশি। নিশা-জাগরণে এবং অনবরত মদ্যপানে সেই প্রফুল্লবদন যেন কিছু কিছু শুষ্ক। পারিস-নগরের রসিকলোকেরা যেরূপ বিচিত্রবেশে আমোদ করিয়া বেড়ায়, ইহারও বেশভূষা সেই প্রকার। সে ধরণে নিন্দা প্রশংসা কিছুই নাই।

রোজপম্পনের বয়ঃক্রম প্রায় সপ্তদশবর্ষ। তাহার মুখখানি অতি সুন্দর; সে দিনের পোষাকও অতি সুন্দর। মাথায় পরচুল, তাহাতে রঙ দেওয়া। ছদ্মবেশের ভিতরেও তাহার সেই মোহিনীমূর্ত্তির ছটা সর্ব্বলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

রোজ-পম্পনের হস্তে একখানি হস্তার্পণ করিয়া আর এক হস্তে বৃহৎ একটা ফুলের তোড়া ধরিয়া রাণী মাতালী দাঁড়াইয়া আছে। যথার্থই

যেন রাণী। তাহার হুকুমে সমস্ত লোক উঠিতেছে, বসিতেছে, চলিতেছে, ফিরিতেছে। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতিবর্ষ। বদনে আমোদ-কৌতুক দীপ্তি নাই। নিশা জাগরণ, ব্যভিচার, সুরাপান, সমস্ত উপদ্রবও আছে, কিন্তু মুখ দেখিয়া তাহা চিনিতে পারা যায় না। সমস্ত রাত্রি নৃত্য করা গিয়াছে, সমস্ত রাত্রি মদ খাইয়াছে, ভোরে উঠিয়া বাহির হইয়াছে। তথাপি তাহার মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন, এইমাত্র কোন এক [illegible] গৃহ হইতে বাহির হইয়াছে। জনতার [illegible] দিকে চাহিয়া রাণী মাতালী মুখের তোড়া ঘুরাইতেছে। সকল লোকে সেলাম দিতেছে, সকলদিকে তুমুল হাস্যের ফোয়ারা উঠিতেছে।

পশ্চাতে [illegible] চৌঘুড়ী। তাহাতেও অনেক লোক। [illegible] বদনভূষণ বিচিত্র। এক গাড়ী [illegible] তিন গাড়ীর লোকের মুখেই হাসি। জন[illegible] সমস্ত লোকের মুখেও হাসি, কেবল এক[illegible] বদন বিষণ্ণ। সেই বদন আমাদের [illegible] কুব্জার।

বহুদিন [illegible] সঙ্গে বিচ্ছেদ, সেই ভগ্নী এখন এই প্র[illegible] সঙ্গে জয়োল্লাসে প্রমত্ত। কুব্জার চক্ষে [illegible] বাহিল। তাহার ভগ্নী মনোহর বেশভূষা পরিধান করিয়া গতিশীল সিংহাসনে [illegible] বহুলোকের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। কুব্জা কি করিতেছে?—সে দিনের আহারের সম্বল নাই, পূর্ব্বদিনের অসহ্য কষ্ট, পরিহিত বসন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। ভোরে উঠিয়া একটা কাজ পাইবার জন্য মনিববাড়ী যাইতেছিল, সহসা ভিড়ে আটক পড়িয়াছে। ভগ্নীকে দেখিয়া কাঁদিতেছে।

ভিড়ের ভিতর কত লোক, তাহা গণনা করা যায় না। [illegible] লোকের কত মুখ, কাহার মুখের কিরূপ ভাব, তাহাও বর্ণনা করা যায় না। সকলের মুখ দেখিবামাত্র হাসি পায়; কিন্তু কুব্জার মুখে হাসি নাই। হাসি অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছে তাহার চক্ষুও অন্যদিকে নাই, কেবল ভগ্নীর মুখের দিকেই তাহার চক্ষু অনিমেষ। শৈশবে—কৈশোরে এই ভগ্নীকে কুব্জা কতই ভালবাসিত, দুটীতে কতই সদ্ভাব ছিল, উভয়ে একসঙ্গে পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছে, সেই সব পূর্ব্বকথা—পূর্ব্বস্নেহ কুব্জার মনে পড়িতেছে। সেই ভগ্নী এই। ইহা ভাবিয়াই দুঃখিনীর নয়নে অবিরল বারিধারা। রাণীমাতালীর মদঘূর্ণনয়ন চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছিল, হঠাৎ সেই চক্ষু দুঃখিনী কুব্জার বিকলাঙ্গের দিকে ক্ষণেকের জন্য নিক্ষিপ্ত হইল।

"ঐ আমার ভগ্নী, ঐ—ঐ। ঐ আমার সেই ভগ্নি!" স্তম্ভিতকণ্ঠে এই উক্তি করিয়াই রাণীমাতালী একলম্ফে শকট হইতে ভূতলে পড়িল। পড়িয়াই সস্নেহে সাশ্রুনয়নে কুব্জার ক্ষীণাঙ্গ যুগলহস্তে জড়াইয়া ধরিল। হাঁ হাঁ করিয়া লোকেরা দারুণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমাদের রাণী করেন কি? গাড়ী হইতে লম্ফ! কি ভয়ানক ক্রীড়া! প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা ছিল।" গেলেই ভাল হইত, প্রাণ কিন্তু গেল না; গাড়ীখানা তখন থামিতেছিল, অধিক বেগ ছিল না, তাহাতেই সিফাইসের প্রাণরক্ষা হইল। কুব্জার ভগ্নীর প্রকৃত নাম সিফাইস্। আমোদক্ষেত্রে আমোদের নাম,—আনন্দের নাম রাণীমাতালী।

মুখসপরা লোকেরা কুব্জার নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, রাণীমাতালী সহসা লাফাইয়া পড়িল, ইহা দেখিয়া চমকিয়া চমকিয়া সরিয়া, সরিয়া গেল। রাণীমাতালী কুব্জাকে আলিঙ্গন করিল, চুম্বন করিল, কুব্জাও কাঁদিতে কাঁদিতে ভগ্নীকে চুম্বন করিল। সঙ্গীরা অবাক্ হইয়া রহিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্তই নীরব। সিফাইস্ এক-

বার কি ভাবিল, উর্দ্ধদৃষ্টিতে গাড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল,-"রাজপম্পন। আমার লবেদাটা ফেলিয়া দাও। লিলী মৌলীন। শীঘ্র গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাও"

রোজ পম্পন ঠিক আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, গাড়ী হইতে লবেদা লইয়া রাণীর হস্তে ফেলিয়া দিল রাণী সেই আলখাল্লা লইয়া ভগ্নীর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিয়া দিল কুব্জা একটী কথাও কহিল না, সেখান হইতে নড়িলও না। ভগ্নীর হস্তধারণ করিয়া সিফাইস বলিল, 'চল ভাই। চল, গাড়ীতে চল।"

ভয় পাইয়া কুব্জা বলিল, "আমি। না ভগ্নি। আমি তোমার গাড়ীতে যাইব না।"

সিফাইস বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা। গাড়ীতে বসিয়া কোন কথা বলিব না, তোমাকে একটী নির্জ্জন ঘরে লইয়া যাইব। শীঘ্র চল, এখানে অনেক লোক কে কি মনে করিবে। চল, বিলম্ব করিও না।"

সকলে দেখিবে, কে কি ভাবিবে, এই ভয় হইল। কাজে কাজেই কাঁপিতে কাঁপিতে কুব্জা-কন্যা ভগ্নীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কলে যেমন পুতুল চলে, ঠিক সেইভাবেই চলিল। লিলী মৌলীন ওদিকে গাড়ীর দরজা খুলিয়া রাখিয়াছিল, কুব্জাকে টানিয়া লইয়া রাণী-মাতালী সেই গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সিফাইসের লবেদায় কুব্জার বিকলাঙ্গ ঢাকা, সঙ্গীরা সে অঙ্গ দেখিয়া বিদ্রূপ করিতে পারিল না, হাসিতে পাইল না, মনে মনে কেবল ভাবিল, রাণী মাতালী কাহার সঙ্গে দেখা করিলেন, কাহাকে ধরিলেন, কাহার গায়ে ঢাকা দিলেন কাহাকে লইয়া গাড়ীতে তুলিলেন? ভাব নার নাম ভাবনা, লোকেরা কেবল বিস্ময় বিস্ময়ে ভাসিল মাত্র, মুখে কেহই কিছু বলিতে পারিল না। শকটারোহীরা শকট লইয়া দৌড় ছুটিল, অল্পক্ষণের মধ্যে একটা সরাইখানার দরজায় চৌঘুড়ীখানা থামিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দুটী ভগিনী।

চাটিলেট সরাইখানার একটী ক্ষুদ্রগৃহে সিফাইস আর কুব্জা। গৃহ নির্জ্জন। কুব্জাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া সিফাইস তাহার বদনে একটী চুম্বন করিল। সেই অবসরে কুব্জার গাত্র হইতে জীর্ণ লবেদাটা খসিয়া পড়িল। জীর্ণ কলেবর, জীর্ণ বসন দর্শন করিয়া সিফাইস্ কাঁদিল, সজলনয়নে ভগিনীর সমস্ত অবয়ব নিরীক্ষণ করিল। অবশেষে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "ভগ্নি! তোমার এই দশা আমাকে দেখিতে হইল? আচ্ছা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর।"

বিস্মিতনয়নে চাহিয়া কুব্জা কহিল, "ক্ষমা করিব? তোমাকে আমি ক্ষমা করিব কেন? তুমি আমার কি করিয়াছ?'

উভয়েই কাঁদিল। সিফাইস বলিল "নিজে আমি বিদ্যাধরীর মত সাজ পোষাক পরিয়া রহিয়াছি, পাগলের মত টাকা খরচ করিতেছি। তোমার একখানি কাপড় নাই উদর পূরিয়া খাইতে পাও না। সংসারে সমস্তই তোমার অভাব। কোন্ মুখে লোকের কাছে আমি মুখ দেখাই? কোন্ লজ্জায় তোমার কাছেই বা মুখ দেখাইতেছি? ক্ষুদ্র

কুটীরে তুমি উপবাস কর, বড় বড় অট্টালিকায় আমি রাজভোগ খাই। বল দেখি ভগ্নি। এ লজ্জা রাখিবার কি স্থান আছে? তোমার ঐ ক্ষুদ্র মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, শরীরে যেন বিন্দুমাত্র রক্ত নাই। এমনি তুমি বিবর্ণা হইয়া গিয়াছ, ইহা দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।"

অশ্রুমার্জ্জন করিয়া কুব্জা কহিল, "তুমি ঠাণ্ডা হও। আমার কোন অসুখ নাই। শেষ রাত্রে আমি উঠিয়াছি, অনেকদূর পর্য্যটন করিয়াছি, তাহাতেই তুমি আমাকে এমন বিবর্ণ দেখিতেছ, আর কিছুই নয়। তুমি কাঁদিও না; তোমার চক্ষে জল দেখিয়া আমারও বুক ফাটিতেছে।"

মাতালের দলের ভিতর রাণীমাতালী যৌবনের আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়াছিল। দুঃখিনী কুব্জা তাহাকে এমন সম্ভাষণ করিতেছে কি আশ্চর্য্য সংঘটন। বিপর্য্যয়ের উপর বিপর্য্যয়! ঠিক সেই সময় পাশের ঘরে ভয়ানক হল্লা-চীৎকার; মাতাল মাতালেরা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "রাণী মাতালী। চিরজীবী হও, রাণী মাতালীর জয়।"

কুব্জা কাঁদিয়া উঠিল। নেত্রনীর একটু একটু শুষ্ক হইতেছিল, আবার প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্নীর মুখপানে চাহিল। লজ্জার উপর ভগিনীর অধিক লজ্জা বাড়িল। রক্তমুখী সিফাইস্ তখন যুগলকরে বদন আবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কুব্জা বলিল, "আবার কেন কাঁদ? তোমার সৌভাগ্য দর্শন করিয়া আমার আহ্লাদ হইতেছিল, সে আহ্লাদ তুমি রাখিতেছ না। নিজে কাঁদিয়া আমাকেও কাঁদাইতেছ। কতদিনের পর তোমাকে আমি দেখিলাম, আমাকে দেখিয়া তোমার এত কিসের অসুখ?"

সিফাইস্ বলিল, "তুমি আমাকে ঘৃণা করিতেছ। যথার্থই আমি ঘৃণার পাত্রী। তোমার সহিত শ্রমশ্রমে সমকষ্টে আমি দিনযাপন করিতেছিলাম। এখন সত্য যেন রাজরাণীর মত সেখানে আমোদে জীবন কাটাইতেছি, তুমি উপবাস করিতেছ।"

কুব্জা বলিল, "যাহা করিতে জন্মিয়াছি, তাহাই আমি করিতেছি। সংসারের কোন প্রলোভনে আমি বিমোহিত হই না। আমি নির্জ্জন ভালবাসি। তুমি জাঁকজমক ভালবাস, গোলমাল ভালবাস, আমোদ-কৌতুক ভালবাস, আমি সে সকল ভালবাসিতে শিখি নাই, সুতরাং কিছুই ভালবাসি না। কিন্তু আমার কিসের অভাব? যৎকিঞ্চিৎ হইলেই আমি সুখী হই।"

সিফাইস্।—যৎকিঞ্চিৎ? হা। হায়! সেই যৎকিঞ্চিৎও সর্ব্বদা পাও না।

কুব্জা।—তাহা পাই না, ইহা সত্য; কিন্তু আমি অসুখী নই। আমাকে তুমি কাহিল দেখিতেছ, অসুখী মনে করিতেছ, মনে করিতে পার। তুমি উপবাস করিতে পারিতে না, আমি বেশ পারি, এই মাত্র প্রভেদ। ক্ষুধায় আমি কাতর হই না, একটু দুর্ব্বল হই না। কহিল শরীর, তাহাতেই আমাকে এরূপ দুর্ব্বল দেখায়। তুমি পূর্ণযুবতী, পূর্ণ লাবণ্যবতী, শুন, তুমি সহ্য করিতে পার না। ক্ষুধা তোমারে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। যখন আমরা এক সঙ্গে থাকিতাম, তখন কোনদিন কর্ম্ম না পাইলে ক্ষুধায় তুমি কতই কাতর হইতে, তাহা একবার স্মরণ কর। ঘরে আমাদের কিছুই থাকিত না, কিছুই খাইতে পাইতাম না, তথাপি লজ্জা-গৌরবে কাহারও কাছে কিছু ভিক্ষা চাহিতাম না।

সিফাইস্।—তুমিই ধন্য। সেই দুঃখের

দিন চিরদিন স্মরণ রাখিয়াছ, চিরদিন সমভাবে সেই দুঃখ সহ্য করিতেছ। কাহারও কাছে ভিক্ষা চাহিবে না, এত কষ্টে—সেই গৌরব তুমি আজিও বজায় রাখিতেছ।

কুব্জা।—তখন তখন তুমি কি ইহা কর নাই? মানুষে যাহা পারে না, তুমি তাহা পারিতে। উপবাস উপবাসে যখন তোমার শক্তি কমিয়া আসিল, আমি বেশ জানি, সেই সময়েই ক্ষুধা তোমার উপর জয়লাভ করিল। একজনের পরিশ্রমে দুই জনের চলে না, কাজে কাজেই ক্ষুধা তোমাকে এই পথে আনিয়া ফেলিয়াছে। আমার সঙ্গে কি তোমার তুলনা হয়? দেখ দেখি মিশাইয়া দেয়ালে ঐ দর্পণ ঝুলিতেছে চল দেখি ঐ দর্পণের কাছে যাই। ঈশ্বর তোমাকে পরমসুন্দরী করিয়াছেন, অপরূপ রূপলাবণ্য দিয়াছেন, আনন্দ প্রবৃত্তিতে বিভূষিত করিয়াছেন ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া অনাহারে অন্ধকার কুটীরে বাস করা, তোমারে কি সাজে? তবে যদি ভবিষ্যতের কিছু আশা ভরসা থাকিত, তাহা হইলেও যাহা হউক। কিন্তু সংসারে আমাদের আশা-ভরসা কিছু নাই। দিবারাত্রি খাটিয়া খাটিয়া যাহা পাই, তাহাই খাই। সে দুরবস্থা কি তোমার উপযুক্ত? তুমি অপথে আসিয়াছ,—দায়ে পড়িয়াই আসিয়াছ, স্বভাবতঃ তোমার অভাব বেশী আমার কম।

সিফাইস।—এ কথা সত্য, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া প্রতিদিন যদি আমি অর্দ্ধমুদ্রা উপার্জ্জন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রকৃতি অন্যরূপ হইত পরের টাকায় উদর পোষণ করিব, একজন পুরুষ আমার উপর প্রভুত্ব করিবে, এমন প্রবৃত্তি আমার কখনই ছিল না।

কুব্জা।—হাঁ হাঁ। অপথে পদার্পণ অপরিহার্য্য হইয়াছিল। আমার কষ্ট হইতেছে, কিন্তু তোমাকে দোষ দিতে পারি না। ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে।

সিফাইস্।—ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা। অসীম কষ্টের মধ্যবর্ত্তিনী থাকিয়াও আজ তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিয়াছ। তোমার দুঃখে দুঃখিনী হওয়াই আমার উচিত। কিন্তু তুমি দেখাইতেছ বিপরীত।

কুব্জা।—কিছুই বিপরীত নয়, অবস্থায় সন্তুষ্ট থাক। পরমেশ্বর ন্যায়বান্, তিনি যাহা করেন, তাহাই ঠিক। যদিও তিনি আমাকে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন, কিন্তু একটী সুখ তিনি আমাকে দিয়াছেন। আমার অন্তরে ঈশ্বরদত্ত আনন্দ আছে।

সিফাইস্।—আনন্দ? বল কি, তোমার অন্তরে আনন্দ আছে?

কুব্জা।—আছে না ত কি? প্রচুর আনন্দ। তাহা যদি না থাকিত, তবে কি আমি এতদিন বাঁচিতাম?

সিফাইস।—হাঁ, এখন আমি বুঝিলাম, পরের আনন্দে তুমি আনন্দ বোধ কর, পরের উপকারব্রতে তুমি ব্রতী থাক। তাহাতেই সর্ব্বদা তোমার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল থাকে।

কুব্জা—যতদূর পারি, ততদূর করি। তাহাও সামান্য। তথাপি যখন কাহারও যৎকিঞ্চিৎ উপকার করিতে পারি, তখন আমার অন্তরাত্মা যেন নাচিয়া নাচিয়া স্বর্গে উঠিয়া যায়। সে সব কথা আর বলিও না। আমার ভাবনা ভাবিও না, আমার কথা আর বলিও না।

সিফাইস।—বুঝিতেছি, আমার উপর তুমি রাগ করিবে। যে কথা বলিলে, আগে আগে তুমি অস্বীকার করিতে জানিয়া শুনিয়াও আজ আমি আবার সেই কথা তোমাকে বলিতে

ইচ্ছা করি। জাকুইন রেনিপন্টের হস্তে এখনও অনেকগুলি টাকা আছে। সেই সকল টাকা আমরা বৃথা অপব্যয় করিতেছি। দৈবাৎ কখনও দুই একজন গরীব লোককে কিছু কিছু দিই, তা ভিন্ন সমস্তই অপব্যয়ে যায়। এই কষ্টের সময় সেই টাকা হইতে তোমাকে কিছু সাহায্য দান করি, ইহাই আমার অভিলাষ।

কুঞ্জ।—মায়াময়ি ভগ্নি! আমার উপর তোমার বড় দয়া, ইহা আমি বেশ জানি। কিন্তু ভগ্নি! আমার অভাব কিছুই নাই, পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করি, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

সিফাইস।—লইবে না? অধর্ম্মের টাকা, সেই জন্য তুমি লইবে না? আচ্ছা, লইও না। কিন্তু মনে কর, আমরা যেমন শ্রমজীবী, রেনিপন্টও সেইরূপ সমব্যবসায়ীরা পরস্পর সাহায্যের আদান প্রদান করে। সেই ভাবে যদি তোমাকে কিছু গ্রহণ করিতে বলা যায়, তাহাতেও কি তুমি অস্বীকার করিবে?

কুঞ্জ। পরমেশ্বর আমাদের পরিশ্রম করিবার শক্তি দিয়াছেন, উচিত মূল্য পাই না পাই, অন্য কাহারও উপার্জ্জনের অংশ লইব, ইহা কখনই ভাবি না।

সিফাইস। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) এই সব তুমি ভাব? ওঃ! আমারও এক একবার ঐ রকম ভাবনা আইসে। সর্ব্বক্ষণ আমোদে থাকি, পাঁচজনের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া কৌতুক করি, কিন্তু এক একবার নির্জ্জনে ঐরূপ ভাবনার উদয় হয়। থাকে না বেশীক্ষণ, কিন্তু মন বড় অস্থির হয়।

কুঞ্জ।—কৈ আবার কিরূপ ভাবনা? সেরূপ ভাবনার যখন উদয় হয়, তখন তুমি কি করিতে ইচ্ছা কর?

সিফাইস। ইচ্ছা করি, তোমার কাছে ছুটিয়া যাইতে। প্রথমজীবনে তোমাতে আমাতে যেরূপ পরিশ্রম করিতাম, সেই রকমেই কায়িক পরিশ্রমে দিন কাটাইব, কাজ করিব। শীঘ্র পারিব না, আমোদ আমাকে অলস করিয়া ফেলিয়াছে, ইচ্ছা হয়, রেনিপন্টের কাছে কিছু টাকা চাহিয়া লইব। এক বৎসর চলে, এরূপ সংস্থান করিয়া দুই ভগ্নীতে কাজ করিব ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হইলে, আলস্যকে দূর করিয়া দিব, দুটী ভগ্নীতে সম্ভবমত পরিশ্রমে জীবিকা সংগ্রহ করিতে পারিব।

কুঞ্জ। ভাব যদি, তবে কর না কেন? সঙ্কল্পও মন্দ নয়। গৌরবের সঙ্কল্প। সে সঙ্কল্পের বশবর্ত্তিনী তবে হও না কেন?

সিফাইস—সঙ্কল্প আইসে, ইচ্ছা আইসে, প্রতিজ্ঞা আইসে না, সাহস কুলায় না, ভয় হয়, যেন পরিশ্রম করিতে পারিব না। এ আমোদের মায়া কাটাইতে পারিব না আবার মনে হয়, এ অবস্থাও ত থাকিবে না। রূপ ও সকলের চিরদিন থাকে না। তবে ত এ অবস্থা অপেক্ষা পরিশ্রমের অবস্থা সহস্রগুণে ভাল। ইহাও ভাবি, কিন্তু মন আবার ফিরিয়া আইসে। ধনবান্ লোককে আমি ভালবাসি না, ধনবানের নিকট আমার নিজের জন্য আমি কিছুই চাই না। তিন চারি মাসের মধ্যে জাকুইস রেনিপন্ট প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে। ইহার মধ্যে আমাদের নিজের সুখৈশ্বর্য্য কি?—ছোট ছোট দুটী কামরা, যৎসামান্য আসবাব। ঘরে আমাদের বেশীক্ষণ থাকিবারই প্রয়োজন হয় না। বাতাসের পক্ষী যেমন যথায় তথায় উড়িয়া বেড়ায়, আমরাও সর্ব্বদা সেইরূপ বাহিরে বাহিরেই কাল কাটাই। রেনিপন্টের সঙ্গে যখন আমার প্রথম প্রণয় হয়, তখন তাহার কিছুই ছিল না। আমি কয়েকখানি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা

পাই। সেই টাকাগুলি একটা ঘুরতিখেলায় ধরিয়া দিই বিবেকশূন্য মূর্খলোকেরা প্রায়ই ভাগ্যবান্ হয়। সেই ঘুরতিখেলাতে আমি হরিহরের টাকা প্রাপ্ত হই। রেলি পন্ট আমার মত অমোদপ্রিয়। টাকা পাইয়া আমরা বলাবলি করিলাম পরস্পর আমাদের অত্যন্ত ভালবাসা। এই টাকা যতদিন থাকিবে, ততদিন আমরা স্বেচ্ছ আমোদ করিব। টাকা যখন ফুরাইবে, তখন আমাদের সম্মুখে দুটী পথ প্রশস্ত হইবে। হয় আমাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবে না হয় ত ভালবাসা থাকিবে, সম্বল থাকিবে না। দুইজনেই আমরা পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে নামিব। কর্ম্ম যদি না পাই, কিম্বা কর্ম্ম করিতে যদি না পারি, তথাপি বিচ্ছেদ হইবে না এক দিন কয়লা জ্বালাইয়া ঘরের ভিতর ধুঁয়া করিব। পরিণাম কি হইবে, তাহা হয় ত তুমি বুঝিয়াছ।

কুব্জা।—সর্ব্বনাশ! সেই সর্ব্বনেশে সঙ্কল্প বুঝি বুকের ভিতর পুষিয়া রাখিয়াছ? সেই জন্যই বুঝি এত আমোদ, এত উল্লাসের—এত আনন্দের ঘটা?

সিফাইস্।—সেটা অনেক দূরের কথা এখনও আমাদের টাকা আছে। একবার একজন মহাজন আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল তাহার অনেক টাকা। থাকুক টাকা, লোকটা বড় কুৎসিত। আমি তাহাকে গ্রাহ্য করি নাই। যদি কোন প্রকারে প্রলোভন দেখাইয়া জাকুইসের হস্ত হইতে আমাকে কাড়িয়া লইতে পারে, সেই মৎলবে মহাজনটা আমার জাকুইসকে অনেক টাকা কর্জ্জ দিয়াছে, লোভ দেখাইয়া বলিয়াছে, জাকুইস একটা অনেক টাকার বিষয় পাইবে। সেই বিষয় হইতেই ঐ টাকা শোধ হইবে। কথাটা সত্যই হউক্ কি মিথ্যাই হউক্, এখন কিন্তু সেই মহাজনের টাকাতেই আমরা বেশ মজা করিয়া বেড়াইতেছি।

কুব্জা।—টাকা অমন করিয়া নষ্ট কর কেন? সুদে খাটাও না কেন? সুদে খাটাইলে নগদ টাকা আরও বাড়ে। জাকুইসকে তুমি সেই পরামর্শ কেন না দাও? হাঁ, আর এক কথা। জাকুইসকে যদি তুমি এতই ভালবাস, তবে কেন তাহাকে বিবাহ কর না?

সিফাইস্।—(সহাস্যে) তোমার ঐ দুই কথাই ফাঁকা! সুদে কোন মজা নাই। আমোদের টাকা সুদে খাটাইয়া কিছুই আমোদ হইবে না। দ্বিতীয় কথা, বিবাহ। জাকুইসকে আমি ভালবাসি। বিবাহ করিলে সে ভালবাসা হয় ত বাড়িতে পারে, কিন্তু আমার এইটা স্বাধীনতা থাকিবে না। বিবাহটা কি জান? স্বাধীনতার চরণের শৃঙ্খল। সাধ করিয়া শিকল পরিতে আমি ভালবাসি না।

কুব্জা।—আমোদ করিয়া তুমি পাগল হইতেছ দেখিতেছি। টাকা কদিন? নগদ টাকা কি চিরদিন থাকে? যখন ফুরাইবে, তাহার পর কি হইবে?

সিফাইস্।—তাহার পর?—কাহার পর? আজিকার পর? কল্য? হাঃ হাঃ হাঃ! কল্য আমাদের চন্দ্রলোকে। কল্যটা আমাদের কাছে ঘেঁসে না। আমি ত বোধ করি, শত বৎসরেও একটা কল্য আসিবে না। একদিন আমরা অবশ্যই মরিব, নিত্য নিত্য যদি ইহাই ভাবি তবে আর বাঁচিয়া কি ফল?

পার্শ্বগৃহে ভয়ানক চীৎকার। সমস্ত মাতাল-মাতালী একসঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল "রাণীমাতালী, ধর রাণীমাতালীকে। কোথায় গেল রাণীমাতালী? রাণীমাতালীকে না পাইলে আমি একমাস জলে বিষ খাইয়া মরিব।" রোজপম্পনের গলার আওয়াজ উঠিল, "রাণী

মা[illegible]লীকে না পাইলে আমি সিলী মোপানকে বিবাহ করিবার ইস্তাহার ছাপাইয়া দিব। সকল লোকে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিল "রাণীমাতা[illegible]কে না পাইলে সকলেই আমরা নেপোলিয়ন সাজিব; সকলেই অস্ত্র ধরিব, ঘোরতর যুদ্ধ করিব। রাণীমাতালীকে লুকিয়া লুকিয়া লুটিয়া আনিব।"

ভয়ে ক[illegible]পত হইয়া কুব্জা বলিল, 'আবার উহারা [illegible] তোমারা হইয়াছে। তোমাকে খুঁজিতে [illegible] যদি এ ঘরে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমি কোথায় যাইব?"

সিফা[illegible] বলিল, "এ ঘরে কেহই আসিবে না। যদি [illegible]সে, জাকুইস একাকী।"

বাস্ত[illegible] বহুলোকের পদশব্দ শুনা গেল। দরজার [illegible] আসিয়া সকলেই জমা হইল। [illegible] নি[illegible] হইয়া সিফাইস্ হুকুম করিল, [illegible]ফিরিয়া [illegible] সকলেই ফিরিয়া যাও। জাকুইস্! তুমি [illegible] একাকী প্রবেশ কর।"

রাণী[illegible] অমান্য করা কাহারই সাধ্য ছিল না। [illegible] চীৎকার করিতে করিতে সকলেই ফিরি[illegible]। দুমোলানের হস্তে প্রকাণ্ড একটা [illegible], সেটা ঘুরাইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বজ্র ধ্বনির ন্যায় চটাপট চটাপট শব্দ হয়। সে শব্দে ঘ[illegible] কাঁপিয়া উঠে। সেই [illegible] বাজাইবা[illegible] মোলান সেই মাতালের দ[illegible] অগ্রসর হইয়া গেল। জাকুইস [illegible] সেই ক্ষুদ্র ক[illegible] প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্র সিফাইস্ [illegible] পরিচয় দিবা দিল, "জাকুইস! এই দেখ, এইটী আমার স্নেহের পুতলী [illegible] ভগ্নী।"

কুব্জা পূর্ব্বে [illegible] নিপন্টের নিকটে অপরিচিতা ছিল না। এ [illegible]র্কে না হউক, পরস্পর চেনা-শুনা ছিল। কুব্জার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রেনিপন্ট বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। তোমার মুখে এগ্রিকোলার সমাচার পাইব এই আশায় আমার চিত্ত উল্লাসিত হইতেছে। এগ্রিকোলা আমার বন্ধু। যেদিন হইতে আমি বড়মানুষ সাজিয়া সংসার-রঙ্গভূমে অভিনয় করিতেছি, সেই দিন অবধি তাহার সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। কিন্তু এগ্রিকোলাকে আমি সমভাবে ভালবাসি। এগ্রিকোলা কেমন আছে? তোমরা এক বাড়ীতেই থাক; বল, আমার প্রাণের বন্ধু এগ্রিকোলা কেমন আছেন?

কুব্জা। হায় হায়! সে পরিবারের নানা-বিঘ্ন—নানা বিপদ একত্র। এগ্রিকোলা কারাগারে বন্দী হইয়া রহিয়াছেন।

সিফাইস—(সবিস্ময়ে) কারাগারে? সে কি? [illegible] কি ভগ্নি।

জাকুইস—এগ্রিকোলা কারাগারে?—[illegible] অসম্ভব। কি অপরাধে?

কুব্জা। সামান্য একটু সন্দেহে। তিনি একটী [illegible] লিখিয়াছিলেন; পুলিস বলে, সেটা [illegible]ইবেল। আমরা জামীন দিয়া তাঁহাকে খালাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

জাকুইস। কথাই ত তাই। পাঁচশত টাকার মামলা। তুচ্ছ কথা।

কুব্জা—কিন্তু হায় হায়! ভাগ্য আমাদের অপ্রসন্ন। যিনি জামীন হইবেন, আশা দিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে হঠাৎ—

কুব্জার কথা সমাপ্ত হইবার অগ্রেই সিফাইস চুপি চুপি আপন প্রেমাস্পদকে জনান্তিকে কহিল, 'শুনিতেছ জাকুইস্! শুনিতেছ? পাঁচশত টাকার জন্য এগ্রিকোলা পচিবে।

জাকুইস্।—সব শুনিতেছি, সব বুঝিতেছি, উস্কাইয়া দিতে হইবে না। আহা! এগ্রিকোলা তাহার জননীর জীবন উপায়।

কুব্জা।—হাঁ মহাশয়! আরও কষ্ট, কাথের

উপর কষ্ট। তাঁহার পিতা সম্প্রতি রুসিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মাতাও এদিকে—

জাকুইস —(বাধা দিয়া কুঞ্জার হস্তে একটী মণিব্যাগ অর্পণ পূর্ব্বক) এই লও। সমস্তই আমার প্রায় খরচ হইয়া গিয়াছে, যৎসামান্যই ইহাতে আছে। বন্ধু বিপদাপন্ন, তাঁহার জন্য ইহাই আমি প্রদান করিতেছি। এগ্রিকোলার পিতাকে ইহা দিও যাহা করিতে হয়, তিনি করিবেন। এগ্রিকোলা কল্যই খালাস পাইয়া কর্ম্মস্থলে যাইতে পারিবে।

পরের টাকা গ্রহণ করিতে কুঞ্জা প্রথম কিছু ইতস্ততঃ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে ভাবিল, যদি আমি না লই, এ টাকা ইহার হাতে থাকিবে না। এখনি মদের দোকানে যাইবে। আমি গ্রহণ করিলে এই দুঃসময়ে এগ্রিকোলার পরিবারের যথেষ্ট উপকার হইবে। ইহাতে যদি পাঁচশত টাকা থাকে, সময়ে আবার পরিশোধ করা যাইবে। ইহা ভাবিয়াই সুশীলা কুঞ্জা সেই মণিব্যাগটী গ্রহণ করিল, সজল-নয়নে কহিল, "আমি ইহা গ্রহণ করিলাম। আপনি দয়ালু সাধুলোক; এগ্রিকোলার পিতা ইহা প্রাপ্ত হইয়া নানা বিপদের মধ্যেও কতক সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবেন। আপনাকে ধন্যবাদ, শত শত ধন্যবাদ।"

জাকুইস।—আমাকে ধন্যবাদ কেন? আমি ধন্যবাদের পাত্র নই। আমিও যেমন মানুষ, অপরেও সেইরূপ। টাকায় সকলেরই সমান অধিকার, আমাদেরও যেমন, অপরেরও সেইরূপ। তবে আমাকে ধন্যবাদ কেন?

আদান-প্রদানের অবসরে পার্শ্বগৃহে ভয়ঙ্কর চীৎকার। বহুলোকের উচ্চকণ্ঠের সহিত লিলী মোলীনের পটপটীর মহা ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। অধীর হইয়া জাকুইস কহিল, "যাও সিফাইস্! তুমি শীঘ্র ঐ ঘরে যাও। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র উহারা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবে। আমার টাকা নাই, ক্ষতিপূরণ দিতে পারিব না। তুমি শীঘ্র যাও। রাণী তুমি, রাজকর্ত্তব্য অনেক প্রকার।"

সিফাইস্ সস্নেহে কুঞ্জাকে কেবল দিল, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ভগ্নীকে চুম্বনপূর্ব্বক কুঞ্জা কহিল, "কবে আবার আমি তোমাকে দেখিয়া সুখী হইতে পারিব?"

সিফাইস্ কহিল, 'শীঘ্রই। অসীম কষ্টে তুমি দিনপাত করিতেছ, আমি তোমাকে সাহায্য করিতে পারিলাম না, ইহাই আমার মনের বড় দুঃখ রহিল।

কুঞ্জা।—তবে তুমি আমাকে দেখিতে যাইবে?—অঙ্গীকার করিতেছ?

জাকুইস্।—তোমার ভগ্নীর নামে আমিও অঙ্গীকার করিতেছি, আমরা উভয়েই যাইব। তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তোমার ধর্ম্মপিতা এগ্রিকোলাকে দেখিয়া আসিব।

কুঞ্জা।—যাও সিফাইস, তবে তুমি যাও। ঘরের লোকগুলিকে শান্ত করিয়া মন খুলিয়া আমোদ-প্রমোদ কর। জাকুইস আজ একটী পরিবারকে পরম সুখী করিলেন।

তত গোলমালের ভিতর দিয়া কুঞ্জা একাকিনী কিরূপে বাহির হইয়া যাইবে, ইহাই ভাবিতেছিল। অগ্রে জাকুইস বাহির হইয়া ভিড় সরাইয়া দিলেন, কুঞ্জা নিরুদ্বেগে বাহির হইয়া আসিল। দাগোবার্টকে একটী সুসমাচার দিবে, মনে এই প্রকার আনন্দ। কিন্তু সে আনন্দ উপভোগ করিবার অগ্রে বাবিলনবর্ম্মে একবার গমন করা আবশ্যক বিবেচনা করিল। কুমারী অদ্রিয়ানীর গ্রীষ্ম-নিকেতনে অগ্রে একটী প্রয়োজন। কি প্রয়োজন, একটু পরে তাহা প্রকাশ পাইবে।

মধ্যে মধ্যে রাণীমাতালীর প্রতি জাকুইস রেনিপণ্টের অম্বরোক্তি। ইহাদের প্রেমালাপ কিছু প্রগাঢ় সচরাচর কেবল আমোদের জন্য যে সকল প্রেম, যে সকল আসুরক্তি নয়ন গোচর হয়, রাণীমাতালীর প্রেম রেনিপণ্টের সঙ্গে সে প্রকার নহে। ইহাদের প্রেমের গম্ভীরতা আছে, পবিত্রতা আছে, যতটুকু সম্ভব, ততটুকু পবিত্রতার ছায়াও আছে। রিপুর চরিতার্থতা তাহাদের নিকটে অল্পই আদর পায়। আনন্দ, মদ্যপান, নৃত্যগীত, তাহাদের প্রণয়ের প্রধান অঙ্গ।

বোজ-পম্পন একটী বিধবা, বিস্তালয়ের একটী বালকের সহিত তাহার পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল, সে বালক নাই। বোজপম্পন এখন বিবাহ করিতেও বড় একটা অনুরাগিণী নহে তবে যে লিলী মৌলীন তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সেটা কেবল নাচিবার জন্য আর মদ খাইবার জন্য।

লিলী মৌলীন আবার সাজিয়াছে, নাচিবার জন্য চরণভঙ্গী দেখাইতেছে বোজপম্পন ইসারা করিয়া দলের লোককে থামাইয়া দিল। দলের লোকেরা চীৎকার করিয়া বলিল, "সাবধান লিলী মৌলীন। মদের সাগরে জোয়ার আসিতেছে, "মাথা পর্য্যন্ত জল উঠিলেই ডুবিয়া মরিবে।" রাণীমাতালী কহিল, "তোমাদের মদ মাথা পর্য্যন্ত উঠিতে দিও না।"

এই কথায় রুষ্ট হইয়া লিলী মৌলীন কহিল "রাণী গো রাণী। এখন আমায় ডাক্ত করিও না। আমি ধ্যানে বসিয়াছি।" বাস্তবিক লিলী মৌলীন ধ্যানে বসিয়াছিল, নয়ন গোলাপী নেশায় ঢুলু ঢুলু হাতে একটা কমণ্ডলুর ন্যায় বৃহৎ সুরাপাত্র—কাণায় কাণায় সুরা পূর্ণ। নিমীলিতনয়নে লিলী মৌলীন কহিল, "বিরক্ত করিও না, আমাকে এমন বিরক্ত করিও না, আমি ধ্যানে বসিয়াছি।"

প্রতিধ্বনি করিয়া বোজ-পম্পন কহিল, 'ধ্যানে বসিয়াছেন, লিলী মৌলীন ধ্যান করিতেছেন। তোমরা সকলে চুপ করিয়া থাক। মন দিয়া ধ্যান দেখ, গোল করিও না।"

রাণী মাতালী কহিল, "তোমার লিলী-মৌলীন কি ধ্যান করিতেছেন? বেতালা-নাচের ধ্যান? যখন তখন আমি উঁহাকে ধ্যান করিতে দেখি। ধ্যানের পরেই নাচ আরম্ভ। এবার আবার কিসের ধ্যান?"

গম্ভীরবদনে লিলীমৌলীন কহিল, "হাঁ গো, সত্যই গো। সত্যই আমি ধ্যান করিতেছি। কিসের ধ্যান শুনিবে? মদের ধ্যান,—ষোল আনার উপর—বিশেষ প্রকার মদের ধ্যান। অমরকবি বমুয়েট বলিতেন, মদেই সাহস, মদেই শক্তি, মদেই আনন্দ, মদেই মুক্তি।'

লিলীমৌলীনের স্বভাব, মাতাল হইলেই বমুয়েটের কবিতার কথা মনে পড়ে, অনর্গল আওড়াইয়া যায়। হাস্য করিয়া বোজপম্পন কহিল, "তোমার বমুয়েটকে আমি বড়ই আদর করি,—ভালবাসি।'

লিলী।—বিশেষ আমার ধ্যানের সময় যখন যখন আমি ধ্যান করি, তখন আমার মনে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হয়। কাণা যখন বিবাহ করে, তখন অনেক মদ আসিয়াছিল। সে মদটা রাঙা কি সাদা? একবার ভাবি, রাঙা, একবার ভাবি সাদা। আবার ভাবি, একসঙ্গে দুই রং।

জাকুইস।—ঐ লীলা সত্যই প্রশ্নের তলায় গিয়া ঠেকিতেছে।

রাণী।—প্রশ্নের তলায় ঠেকুক না ঠেকুক, বোতলের তলায় ঠেকিতেছে।

লিলী—আপনি আমাদের রাজরাণী, আপনি যখন খুসী হইতেছেন বলিতে ঐ কথা, তখন আর আমি বেশী ধ্যান করিব না।

তবে এখন এই কথা বলি, সেই বিবাহের মদ যদি রাঙা হয়, তাহা হইলে—

রোজ।—সাদা ত কখনই হইতে পারে না।

লিলী।—আর আমি যদি বলি রাঙাও নয়, সাদাও নয়, তাহা হইলে কি হয়?

জাকুইস।—তাহা হইলে এই হয়, জীবনের মধ্যে যত মদ তুমি খাইয়াছ, সমস্তই নীলবর্ণ;—ঘোর নীলবর্ণ।

লিলী।—রাজরাণীর প্রেমপাত্র যাহা বলিলেন, তাহাই উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞানের প্রতি কাহারও যদি অত্যধিক পিপাসা হয়, হউক। জীবন আমি এই প্রশ্নের মীমাংসায় সমর্পণ করিয়াছি। ইহা ব আলোচনা ভিন্ন অন্য আলোচনা নাই। ইতিহাস অনুসারে, বিজ্ঞান অনুসারে, দর্শন তত্ত্বানুসারে, ধর্ম্মতত্ত্বানুসারে ইহার শেষ পর্য্যন্ত আমি অনুসন্ধান করিব। এস সুরে একতানে মদের মহিমা গান করি।

সকলে হাসিয়া উঠিল। রোজ পম্পন কহিল, "সমস্ত তত্ত্বই গান হইবে, কিন্তু প্রাকৃতিক তত্ত্ব তত্ত্বে এই গায়কটীকে কি বলে? ইহার নাম কি? ইহার কি লেজ আছে? ইহারা কি জলে থাকে?"

রাণী।—এ সব কথা কেন? লিলী মৌলীন যাহা কহিল তাহা জ্ঞানীলোকের কথা। উহার অর্থ এই "কেবল চাই" মদ আমি বড় ভালবাসি। লিলী মৌলীন! সব গ্লাসে একেবারে মদ দাও,—পরিপূর্ণ করিয়া দাও। স্যাম্পেন পরিবেশন কর। রোজপম্পন! তোমার ফিলিপ কল্যাণে এস, আমরা মদ খাই এস আমরা মদ খাই। ফিলি যাহাতে শীঘ্র ফিরিয়া আইসে, সেই কামনায় তাহার স্বাস্থ্যপান করি।

সকলেই মদ খাইল। রাণীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া গম্ভীরবদনে ডুমৌলীন কহিল, "রাণীর অনুমতি লইয়া আমি একটা স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব করিতেছি। ফিলিমনের স্বাস্থ্যপান অপেক্ষা ইহা বড় ছোট হইবে না।"

এই কথা বলিয়া ডুমৌলীন দাঁড়াইল। ঊর্দ্ধদিকে মুখ তুলিয়া ভক্তিভাবে কহিল, "আমার বিবাহের মনোরথ পূর্ণ হউক। সেই ব্রতসিদ্ধির জন্য সকলে মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে একজনের স্বাস্থ্য পান করুন।"

আনন্দকোলাহলের সীমা রহিল না। সকলের গলা ছাপাইয়া ডুমৌলীনের গলা উচ্চে উঠিল। হাস্য কোলাহল ভৈরবীচক্র ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। ডুমৌলীন সেই সঙ্গে আপনার পটকটিনস্থ হস্তে লইয়া চটাপটশব্দে বাজাইয়া দিল।

মহা হাস্য কোলাহলের মধ্যে ঝটিকা একটু নিবৃত্তি পাইলে রাণী মাতাজী পদ্মহস্তে আসন হইতে উঠিয়া প্রেমানন্দে কহিল, "লিলী মৌলীনের ভাবী মহিষীর সুখস্বাস্থ্য আমি অগ্রে পান করি। সকলে দেখুন।"

প্রেমানন্দে ডুমৌলীন কহিল, "রাণী গো রাণী। তোমার শিষ্টাচারে আমি পরম পুলকিত হইলাম, আমার অন্তরাত্মার অভ্যন্তরে আমার মহিষীর কি নাম লেখা আছে, তাহা তুমি পাঠ কর তাঁহার নাম মাদম হেনরী মকেঞ্জি মিমেলিন এঞ্জিলি সেন্ট কলম্বী—বিধবা।"

সকলে।—সাবাস! সাবাস্!! লিলী মৌলীন! বহুৎ সাবাস!!

ডুমৌলীন কহিল, "কলম্বীর বয়ঃক্রম ষষ্টিবর্ষ, ষষ্টি মানে তিন কুড়ি। তাঁহার মুখের গোঁপ-দাড়ীতে যত চুল, তাঁহার জমীদারীর আয়, তাহা অপেক্ষাও সহস্র সহস্র গুণে অধিক। সেই কলম্বী পাহাড়ের মতন মোটা, তেমন মোটা কেহ কখন দেখে নাই। তাঁহার একটা গাড়ী

এতদূর বৃহৎ যে, প্রকাণ্ড একটা তাঁবু হয়। আমাদের এই দলের সমস্ত মাতাল মাতালী সেই তাঁবুর মধ্যে বাস করিতে পারে। একজন মেষপালকের স্ত্রী যে প্রকার পোষাক পরিধান করিয়া তাহার রক্ষিত সমস্ত ভেড়া-ভেড়ী গ্রাস করিয়াছিল, সেই প্রকার পোষাক পরাইয়া সেণ্ট কলম্বীকে আমি শুভ বৃহস্পতিবাসরে রাণী মাতালীর নিকটে উপহার দিব। মেষপালের মধ্যে কেহ কেহ, সেই মেষপালিকাকে ভেড়ী বানাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল, আমি কিন্তু মনুষ্য বানাইয়া রাখিয়াছি।"

"ষাটজনে একসঙ্গে যেমন নাচিতে পারে, ষাট বৎসরের কলম্বী একাকিনী সেই প্রকারে নাচিতে পারিবে।"—এই কথা বলিয়া রোজ-পম্পন হাসিয়া উঠিল।

"তাহা হইলে পুলিস তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইবে।"—রাণী মাতালীর মুখে এই কথা শুনিয়া রোজ-পম্পন বলিল, "পুলিসের কর্ত্তাকে আমরা বলিব, 'ভয় পাইও না তোমার জননীও একদিন ঐ রকম বুড়ী হইতে পারে।"

রাণী মাতালী ইতিমধ্যে একবার বসিয়াছিল, আবার একপাত্র সুরা হস্তে লইয়া আনন্দপূর্ণ-বদনে প্রস্ফুটিত-নয়নে উঠিয়া দাঁড়াইল। আনন্দস্বরে কহিল, "আমি শুনিতেছি, ওলাউঠা আসিতেছে; যে জুতা পায়ে দিয়া একুশ মাইল চলা যায়, সেই জুতা তাহার পায়ে। আমি তাহার স্বাস্থ্য পান করি।" এই কথা বলিয়াই প্রেমানন্দময়ী কৌতুকরতা রাণীমাতালী হস্তস্থিত পূর্ণপাত্রটী এক নিশ্বাসে উজাড় করিল। দলের মধ্যে বিলক্ষণ আমোদ চলিতেছিল, রাণীমাতালীর মুখে ঐ কথা শুনিয়া সহসা সকলের মুখ এক প্রকার বিবর্ণ হইল; সকলের শরীরের ভিতরে যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া বিদ্যুৎ চমকিল। সিফাইসকে সম্বোধন করিয়া জাকুইস বলিলেন, "শুন, সিফাইস্! শুন। পারিণাম কেমন সুন্দর, এইবার চিন্তা কর।"

নির্ভয়ে রাণী মাতালী পুনর্ব্বার কহিল, "ওলাউঠার মঙ্গল, ওলাউঠা আসুক। যাহারা বাঁচিতে অভিলাষ করে, ওলাউঠা তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখুক, যাহারা মরিতে ভয় করে, ওলাউঠা তাহাদিগকে সংহার করুক।"

নয়নে নয়নে চাহিয়া রেনিপণ্ট আর সিফাইস কি এক রকম ইঙ্গিত জানাইল; আর কেহ তাহা দেখিল না। সিফাইস্ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। রোজ-পম্পন কহিল, "ওলাউঠার মঙ্গল হউক। পৃথিবীতে যাহারা সাধু, ওলাউঠা কেবল তাহাদিগকে রক্ষা করুক্, বাকী সকলেই নিপাতের মুখে পড়ুক্।

চীৎকার করিয়া ডুমোলীন বলিল, "যাহারা মরিয়াছে, তাহারা ভূত হইয়া থাকুক, যাহারা মরিবে, তাহারাও ভূত হইয়া বেড়াইবে, যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারা চিরজীবী হউক। যাহারা বাঁচিয়া আছে, বাঁচিয়া থাকিয়া সুখে আছে, তোমরা সকলে তাহাদের স্বাস্থ্য পান কর। আমাদের আনন্দময়ী রাণী মাতালীর স্বাস্থ্য পান কর; আনন্দময় পরমপ্রিয় জাকুইস্ রেনিপণ্টের স্বাস্থ্য পান কর।"

ধন্যবাদ দিয়া জাকুইস বলিলেন, "আমি তোমার নামটী ভুলিয়া গিয়াছি। নূতন নাম রাখিতেছি। এক চুমুক খাও, এইবার আনন্দের সহিত এক চুমুক।"

ক্ষুদ্রপাত্রে ডুমোলীনের মদ খাওয়া হয় না। এক হস্তে মিলিটারী ধরণে জাকুইসকে সেলাম দিয়া দ্বিতীয় হস্তে বৃহৎ একটা পাত্র ধরিয়া ডুমোলীন এক চুমুকে একসের মদ নিজ উদরস্থ করিল।

জাকুইস কহিলেন, "আমরা সকলে এক

সঙ্গে মদ খাইতেছি, পরস্পর পরিচিত হওয়া আবশ্যক। আমার নাম জাকুইস রেণিপণ্ট।"

মাতালের বুকের ভিতরেও একটু জ্ঞান ছিল। নাম শ্রবণ করিয়াই ডুমৌলীন শিহরিয়া উঠিল;—সবিস্ময়ে কহিল, "রেণিপণ্ট? তোমার নাম রেণিপণ্ট? উঃ! পূর্ব্বে এখানে কাউণ্ট রেণিপণ্ট নামে একজন সম্ভ্রান্তলোক ছিলেন, সেই বংশের খ্যাতি সকলেই অবগত আছে, সেই প্রাচীন বংশে কি তোমার জন্ম? আরও,—ইঁহা রেণিপণ্টের কাউণ্টেরা কার্ন্ধো-বিলীর ডিউক নামেও অভিহিত ছিলেন।"

গম্ভীরবদনে জাকুইস কহিলেন, "সেই মহা বিখ্যাত বংশে আমার জন্ম, আমার চেহারায় কি সেই রকম দেখায়? লোহার কারখানায় আমি একজন মিস্ত্রী, এই সরাইখানায় মদ খাইতে আসিয়াছি। সত্য কি তুমি ভাবিতে পার, সেই বংশে আমার জন্ম?"

অধিক বিস্মিত হইয়া ডুমৌলীন কহিল, "তুমি একজন মিস্ত্রী? ওঃ! তুমি যে আমাদের আরব্য উপন্যাস শুনাইতেছ। চৌঘুড়ী চড়িয়া বেড়াও, বড় বড় ভোজ দাও, আবার বল কিনা একজন মিস্ত্রী? সত্য বল, সত্য পরিচয় দাও। কি কারবার তুমি কর? সেই কারবারে আমি যোগ দিব। স্বর্গীয় সুধা এখন স্থগিতই থাকুক।"

জাকুইস্।—আমায় টাকা দেখিয়া তুমি আমাকে বড়লোক ভাবিতেছ। আমি শুনিয়াছি, কোন একটা বিষয়ের উত্তরাধিকার আমি প্রাপ্ত হইব। এখন তাহারই উপস্বত্ব হইতে যথাসম্ভব খরচ-পত্র করিতেছি।

লিলী।—তবে বুঝি খুড়োর বিষয়? সেই বিষয়ের উপস্বত্ব হইতেই বুঝি মদ্য-মাংসের আমোদ চলিতেছে?

জাকুইস্।—কাহার বিষয়, খুড়োর কি অন্য কাহার, তাহা আমি জানি না।

লিলী।—বল কি? কাহার টাকায় মদ খাইতেছ, কাহার টাকায় খানা দিতেছ, তাহা তুমি কিছু জান না?

জাকুইস্।—কিরূপে জানিব? আমার পিতা হাড়বিক্রেয়ের কারবার করিতেন।

লিলী।—তাহাতে কি হয়? বড় বড় বংশে জন্ম, অথচ রাস্তার ছেঁড়া নেকড়া কুড়াইয়া বেড়ায়, এমন লোকও আমরা অনেক দেখিতে পাই।

জাকুইস।—এ কথা সত্য। আমার পিতার বিস্তর গুণ ছিল। তিনি একজন বিদ্বান্ লোক ছিলেন। পণ্ডিতের মত গ্রীক লাটিন বলিতে পারিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তদ্ভিন্ন তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

লিলী।—তবেই ঠিক। আমি বেশ বুঝিতেছি, সেই প্রবীণ রেণিপণ্ট-বংশেই তোমার জন্ম।

জাকুইস্।—যৌবনে আমার পিতা বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী ছিলেন। ঘটনাগতিকে দুরবস্থায় পতিত হইয়া নীচ-কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। একবার তিনি তাঁহার একজন ধনবান্ জ্ঞাতির নিকটে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন। জ্ঞাতি বলেন, "কাজ করিয়া খাও।" পিতা তাহাতে গ্রীকভাষা লাটিনভাষা এবং গণিতশাস্ত্রের প্রভাব দেখাইবার চেষ্টা করেন। কিছুই করিতে পারেন না। প্যারিস নগরে বিদ্বান্ লোক বিস্তর। লেখা-পড়ায় কিছু হইল না, কাজেই সামান্য ব্যবসায়ে দিনপাত করিতে লাগিলেন। আমার এক মাসীর মৃত্যু হয়, তাঁহার কাছেই আমি ছিলাম। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি পিতার নিকটে

আসি। দুই বৎসরকাল পিতা আমাকে সামান্য অবস্থায় পালন করিয়াছিলেন।

লিলী।—তোমার পিতা তবে একজন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। অবশ্যই কোন না কোন সূত্রে কোন ধনবানের উত্তরাধিকারী হন। তাহা না হইলে তুমি কি সূত্রে অজ্ঞাত বিষয়াধিকারী হইবে?

জাকুইস্।—সব কথা আগে শুন, তাহার পর অভিপ্রায় দিও। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আমি মন্থর ত্রিপদের কুঠীতে শিক্ষানবীশ থাকি। দুই বৎসর পরে আমার পিতার অপঘাতে মৃত্যু হয়। ক্ষুদ্র কুটীরে আমরা বাস করিতাম। সেই কুটীরে একখানা গদী, একখানা চেয়ার আর একটা টেবিল ছিল। আর একটা অভিকলনের বাক্সের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় লেখা কয়েকখানা কাগজ আর একটা পদক ছিল। কিসের কাগজ, পিতা, আমাকে তাহা কিছু বলেন নাই। বাজে কাগজ মনে করিয়া সেগুলি আমি একটী পুরাতন সিন্ধুকের নিম্নে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম; জ্বালাইয়া দিই নাই। ভালই করিয়াছিলাম। সেই পুরাতন কাগজের প্রসাদে লোকে আমাকে টাকা ধার দিতেছে।

লিলী।—দৈবধন. ঈশ্বর তোমাকে দিয়াছেন। সেই সকল কাগজ পত্র তোমার কাছে ছিল, বোধ হয়, কেহ কেহ কোন সূত্রে বা কোন সন্ধানে তাহা জানিত।

জাকুইস্।—হাঁ, জানিত। তাহাদের মধ্যে একজন একদিন সিফাইসের নিকট আসিয়া বিষয়কর্ম্মের কথা বলে। সিফাইসের মুখে তাহা আমি শুনি। সেই লোকটী আমার সেই কাগজপত্র পাঠ করিয়া আমাকে দশ হাজার টাকা কর্জ্জ দিতে চায়। দশ হাজার টাকা, ছোট কথা নয়; কাজেই আমি লোভে পড়িয়া সেই টাকা গ্রহণ করি, কাগজগুলিও তৎক্ষণাৎ তাহাকে দিই।

লিলী।—সে সকল কাগজের বহুমূল্য ছিল, ইহা তুমি বুঝিয়াছিলে?

জাকুইস্।—কিছুমাত্র নয়। আমার পিতা অবশ্যই জানিতেন, কিন্তু তিনি আমাকে কিছু বলেন নাই। সে সকল দলীল হইতে তাঁহারও কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু দশ হাজার টাকা;—চকচকে টাকা! বোধ হইল যেন আকাশ হইতে পড়িল! সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; গ্রহণ করিলাম। লোকটী কিন্তু আমার কাছে একখানা রসীদ লিখাইয়া লইল।

লিলী।—সে রসীদে তুমি কি আপনার নাম দস্তখৎ করিয়াছিলে?

জাকুইস্।—অবশ্য। কেন করিব না? লোক বলিয়াছিল, ঐ রসীদ লইয়া কোন প্রকার মামলা-মোকদ্দমা করিবে না; লিখাইয়া লইতে হয়, দেনা পাওনার দস্তুর, কেবল সেইজন্যই লেখা-পড়া। এককালে দশ হাজার লই নাই, এক হাজার বাকী ছিল। আমি তাহাকে মহাজন বলিয়াই স্বীকার করিয়াছিলাম। সেই টাকা পাইয়া আমি এই রকম খরচপত্র করিতেছি। ত্রিপদের কারখানা কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি।

ত্রিপদের নামটা উচ্চারণ করিবামাত্র রেনিপণ্টের প্রফুল্লবদন যেন মেঘাবৃত হইল। সিফাইস্ সেই সময় তাহার কারণ বুঝিল। ত্রিপদের প্রতি রেনিপণ্টের বিজাতীয় রাগ, বিজাতীয় ঘৃণা, সিফাইস তাহা জানিত। বদন বিবর্ণ হইল দেখিয়া সিফাইসেরও হৃদয়ে উৎকণ্ঠা বাড়িল।

রেনিপণ্ট কহিলেন, "মন্থর ত্রিপদ ভয়ঙ্কর লোক। ভালকে মন্দ করে, মন্দ

আরও মন্দ পথে আনয়ন করে। উত্তম সওয়ারের উত্তম অশ্ব হয়, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। সেইরূপ মনিব ভাল হইলে চাকরও ভাল হয়; কিন্তু সেই নরপিশাচ সমস্ত গরীবকে নষ্ট করিয়াছে।' এই কথা বলিয়া জাকুইস রেণিপণ্ট সক্রোধে সজোরে টেবিলের উপর এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।

সিফাইস কিছু ভয় পাইল। জাকুইসকে কহিল, "জাকুইস! ও কথা ছাড়িয়া দাও, অন্য কথা ধর। রোজ-পম্পন! কি দেখিতেছ? কি শুনিতেছ? জাইকুসকে হাসাইয়া ফেল।"

জাকুইস কহিলেন, "এখন আমি হাসিতে পারিব না। উঃ! সত্য সত্যই লোকটা নরপিশাচ। তাহার কথা মনে হইলেই আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠে। আমি যেন পাগল হইয়া যাই। ত্রিপদ বলিত, 'মিস্ত্রীলোকেরা ভিখারী; মিস্ত্রীলোকেরা পাষণ্ড। তাহারা বলে, পেটে অন্ন নাই। আমরা তাহাদের পেটে সঙ্গীন চালাইব। আর ক্ষুধা থাকিবে না।' এই সব কথা তাহার। শত শত কারিকর দুঃখের দশায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিত, ত্রিপদ তাহাদের স্থলে নূতন নূতন লোক লইত, অভাবের জন্য তাহার কিছুই কষ্ট হইত না। ঘোড়া মরিলে টাকা দিয়া নূতন ঘোড়া কিনিতে হয়, কিন্তু ত্রিপদের কারিকর মরিলে এক কপর্দ্দকও খরচ হইত না, দলে দলে গরীব আসিয়া উমেদার হইত।"

লিলী।—(সবিস্ময়ে) তবে তুমি ত্রিপদকে ভালবাসিতে না? পুরাতন মনিব, সে কথা স্মরণ করিয়া এখনও তুমি তাহাকে ভালবাসিতে পার না?

জাকুইস্।—ভালবাসা? পিশাচ ত্রিপদকে আমি ভালবাসিব? আমি তাহাকে ঘৃণা করি। তাহার কাছে চাকরী করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলাম। তাহারও দোষ, আমারও দোষ। যখন আমি শিক্ষানবীশ ছিলাম, তখন আমি কতই উৎসাহ, কতই আহ্লাদ, কতই পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করিয়াছি, কিছুই উপকার পাই নাই। খাটিয়া খাটিয়া যদি আমি মরিয়া যাইতাম, তথাপি মনিবের কাছে একটা ভাল কথা পাইতাম না। সকলের আগে আগে আমি কর্ম্মস্থলে যাইতাম, সকলের শেষে ছুটী পাইতাম। মনিব তাহা গ্রাহ্য করিত না। একদিন কলে আমার হাত কাটিয়া যায়, আমি হাঁসপাতালে যাই, মনিব একবার চক্ষেও দেখে নাই। আরাম হইয়া আবার আমি সেই কারখানায় কর্ম্ম করি। অত্যন্ত দুর্ব্বল; তথাপি কার্য্যে আলস্য করিতাম না; ভয়ও করিতাম না। মনিবকে যাহারা ভাল চিনিত, তাহারা সর্ব্বদা আমাকে বলিত, "কি হে ছোকরা! তুমি ত ভারী বোকা, কাহার জন্য অত পরিশ্রম কর? অত কঠিন পরিশ্রমে তোমার কি লাভ?' সে সকল কথা আমি শুনিতাম, তথাপি আমি কার্য্যে আলস্য করিতাম না। একদিন কারখানার একজন বৃদ্ধ কারিকরের জবাব হয়, তাহার নাম আসেনী। বহুদিন তিনি ঐ কুঠিতে কাজ করিয়াছিলেন। কোন দিন কোন দোষ ঘটে নাই। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। হঠাৎ সেই লোকের জবাব। অপরাধ এই যে, বৃদ্ধ হইয়াছিলেন,—দুর্ব্বল হইয়াছিলেন। জবাব হওয়াতে তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল। তাঁহার পত্নীও বৃদ্ধা। অন্য সম্বল ছিল না। কারখানার সদার যখন তাঁহাকে জবাবের কথা জানাইল, তিনি তখন বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। ত্রিপদ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, করযোড় করিয়া আসেনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া

* কথা কল্পিত নহে, লিয়নের দাঙ্গার সময় কারখানার অধ্যক্ষেরা যথার্থই এই কথা বলিয়াছিলেন।

না। অগ্রেই সাবধান করিয়া দিতেছি পলায়নের চেষ্টা ক'রলেই গ্রেপ্তার করিব।"

একজনের সিফাইস্ শকটমধ্যে প্রবেশ করিল। জাকুইসের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, "এ কি হইয়াছে? বদন এমন বিবর্ণ কেন? উহারা তোমার কাছে চায় কি?"

ক্ষুব্ধস্বরে জাকুইস কহিলেন, দেনার দায়ে উহারা আমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

সিফাইস্।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) তোমাকে? কোন্ দেনার জন্য?

জাকুইস।—সেই খতখানা। যেখানায় আমি দস্তখত করিয়াছিলাম। বিশ্বাসঘাতক! লোকটা তখন বলিয়াছিল, কেবল দস্তুর বজায় করিলাম। পাষণ্ড।

সিফাইস।—কেন? তাহার কাছে ত তোমার টাকা আছে? সেই টাকা হইতেই কতক তাহারা কাটিয়া লউক। কেন?

জাকুইস্।—এক কপর্দ্দকও না। পেয়াদার মুখে সংবাদ পাইয়াছি, সেই খতের সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিলে বাকী হাজার টাকা আমাকে দিবে না।

সিফাইস্।—চল আমরা তাহার কাছে যাই। কাকুতি মিনতি করিয়া খোলসা চাই। তুমি তাহার কাছে টাকা ধার করিতে যাও নাই সেই লোক নিজেই ইচ্ছা করিয়া তোমাকে টাকা দিতে আসিয়াছিল। সব আমি জানি। আমার কাছেই আগে আসিয়াছিল। তোমাকে দেখিলে তাহার দয়া হইবে, চল যাই।

জাকুইস।—দয়? টাকার দালালের আবার দয়া? পাষণ্ড! মিনতি করা বিফল।

সিফাইস্।—তবে কি সমস্তই বিফল? কোন আশা-ভরসা নাই? সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিব? সে লোক অঙ্গীকার—

জাকুইস্।—অঙ্গীকার কেমন রাখিল, দেখ না। কিসে আমি দস্তখত করিয়াছি, তাহা আমি জানিতাম না। এখন এই বিপদ। সোজাপথে চলিলে,—সরল ব্যবহার করিলে, এখনকার দিনে এই দশাই ঘটে।

সিফাইস্।—এখন সে ব্যক্তি তোমাকে লইয়া কি করিবে?—কারাগারে দিবে? বোধ হয়, বেশী দিন কয়েদ রাখিতে পারিবে না?

জাকুইস্।—টাকা যদি আমি না দিতে পারি, পাঁচবৎসর কয়েদ রাখিবে। দিতে আমি পারিব না। আমার ভাগ্য আমি বেশ বুঝিয়াছি। সে জন্য আমি ভাবি না। কেবল আমার একমাত্র ভাবনা,—যতক্ষণ আমি এই গাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছি, ততক্ষণ কেবল সেই ভাবনাই ভাবিতেছি। হায় হায়! তুমি কি করিবে? তোমার দশা কি হইবে?

সিফাইস্। আমার কথা ভাবিও না।

জাকুইস।—কি? তোমার কথা ভাবিব না? তুমি পাগল না কি? তুমি এখন কি করিবে? আমাদের দুটী ঘরের আসবাব বিক্রয় করিলে দুশত টাকাও হইবে না। সব টাকা আমরা অপব্যয়ে উড়াইয়াছি। ঘরভাড়া পর্য্যন্তও দেওয়া হয় নাই। নয়মাসের ভাড়া বাকী। সেই যৎকিঞ্চিৎ আসবাব বাড়ীওয়ালাই আটক করিবে। তোমার হাতে একটীও টাকা নাই। আমি বরং জেলখানায় খাইতে পাইব; কিন্তু তুমি কি খাইয়া বাঁচিবে? হায় হায়! কল্য তুমি কি খাইবে?

সিফাইস্।—আমি আমার কাপড়গুলি বেচিব। অর্দ্ধেক টাকা তোমাকে পাঠাইব, অর্দ্ধেক আমি রাখিব। তাহাতেই দিনকতক একরকম চলিয়া যাইবে।

জাকুইস্।—তাহার পর? তাহার পর?

সিফাইস।—তাহার পর? সে কথা

আমি কেমন করিয়া বলিব? তাহার পর কি হইবে, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব? পন্থা আমি খুঁজিয়া লইব।

জাকুইস্।—শুন সিকাইস্! আমার মনের কথা শুন। তোমাকে আমি কতখানি ভালবাসি, এতদিন জানিতাম না, আজ তাহা জানিলাম। তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, কে যেন আমার বুকে জাঁতা পিষিতেছে। হায় হায়! তোমার কি দশা হইবে? আমরা সর্ব্বদাই বলিতাম, আমাদের "কল্য" আসিবে না। সেই "কল্য" এখন আসিয়া পড়িল। আসিবে না ভাবিয়াই আমরা আপনাদের সর্ব্বনাশ আপনারাই করিয়াছি। আমি থাকিলাম না, কাপড়গুলি তুমি বেচিবে, দিনকতক খাইবে, তাহার পর কি করিবে? কাজ করিতে পারিবে না। অভ্যাসদোষে সে শক্তি তোমার চলিয়া গিয়াছে। তুমি ইহার পর কি করিবে? আমাকে ভুলিবে আর—হা পরমেশ্বর! তাহা যদি ঘটে, সেই দিন যদি ভাগ্যে ঘটে, মাথায় ইট মারিয়া আমি আত্মহত্যা করিব।

সিকাইস্।—(অর্দ্ধোক্তির নিগূঢ় অর্থ বুঝিয়া) কি তুমি বলিতেছিলে? তোমাকে ভুলিয়া আমি কাহার একজনকে ভালবাসিব? কখনই না, কখনই না। যে কথা তুমি এখন বলিলে, আমিও তাই বলি। তোমাকে আমি কতখানি ভালবাসি, আমার প্রাণ তাহা জানে। আজ আমি তাহা বুঝিলাম।

জাকুইস্।—তাহা ত বুঝিলে, কিন্তু কি খাইয়া বাঁচিবে?

সিকাইস্।—কাজ করিয়া খাইব। ভগিনীর কাছে ফিরিয়া যাইব। সেই ক্ষুদ্রকুটীরে বাস করিব। দুই ভগিনীতে একসঙ্গে কাজ করিব। ওদিকে তোমার মহাজন যখন বুঝিবে, ঋণ পরিশোধ করিবার তোমার সঙ্গতি নাই, কিছুতেই তুমি দিতে পারিবে না, তখনই অবশ্য তোমাকে ছাড়িয়া দিবে। তুমি আসিয়া দেখিবে, পরিশ্রম করিতে আমার বেশ অভ্যাস হইয়াছে। দুই দিনে আমি বেশ কার্য্যে পটু হইব। দেখিও, দেখিও, দেখিও। তুমিও কাজের লোক, আমোদের হ্রদে ডুবিয়া পরিশ্রমের অভ্যাস ভুলিয়া গিয়াছ। আমার দেখাদেখি তুমিও আবার শ্রম করিতে শিখিবে। তিনজনে আমরা কাজ করিয়া খাইব। মনে সন্তোষ রাখিয়া গরীবের মতন থাকিব। ছয়মাসে আমরা আমোদের চূড়ান্ত করিয়াছি। অনেক লোক চিরজীবনেও তত আমোদ ভোগ করিতে পারে না। কেহ কেহ জন্মাবধি আমোদ-প্রমোদ জানে না। ছয়মাসে সকলকে জিতিয়াছি। নূতন আমোদ কিছুই আর বাকী নাই। এইবার কষ্টে পড়িয়া আমি বিলক্ষণ শিক্ষা পাইলাম। যথার্থ যদি তুমি আমাকে ভালবাস, কোন চিন্তা করিও না। শতবার যদি মরিতে হয়, তাহাও মরিব; তথাপি এ জীবনে তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসিব না; আর কাহাকেও মন দিব না।

জাকুইস্।—(অশ্রুপাত করিয়া) আমারও সেই কথা। খাটিয়া খাইব, আর আমোদে মাতিব না। কাজ করিতে যদি না শিখি, তবে আর আমাদের উপায় কি? সেই একমণ কয়লা। বৃক্ক আসেনীর পন্থা। ছয়মাস আমি মাতাল ছিলাম।—ঘোর মাতাল।—অন্ধ মাতাল।—অজ্ঞান মাতাল। কোন্ পথে যাইতেছি, কিছুই জ্ঞান ছিল না। এখন আমি ঠিক হইয়াছি। আর কিছুদিন যদি আমোদের স্রোতে ভাসিতাম, টাকা ফুরাইয়া যাইত, আমি চোর হইতাম। আর তুমি?—তুমি কি হইতে? হায় হায়! তুমি হয় ত—

কেননা, জেলখানার গবর্ণর অগ্রে পাঠ করিয়া বন্দীদের পত্রাদি যথাস্থানে প্রেরণ করেন।

ক্লোরাইন।—কুমারীকে বিশেষ কথা বলা? আহা! কুমারীর এখন কি বিপদ, এগ্রিকোলা বোধ হয়, তাহা জানেন না।

কুব্জা।—কিরূপে জানিবেন? তিনি কারাগারে, এই অসম্ভব বিপদের কথা কেহই পূর্ব্বে ভাবিতে পারে নাই।

ক্লোরাইন।—কি লক্ষণে ভাবিবে? এগ্রিকোলা যখন দেখিয়া গেলেন, তখন আমাদের দয়াময়ী কুমারী পূর্ণ-গৌরবে, পূর্ণ লাবণ্যে, পূর্ণ-দয়া-মমতায় মূর্ত্তিমতী ছিলেন।

কুব্জা।—হঠাৎ তাঁহাকে পাগল বলিয়া পাগ্‌লা-গারদে প্রেরণ করা হইয়াছে। এগ্রিকোলা তাঁহাকে কি কথা শুনাইবেন, তাহা কেবল এগ্রিকোলাই জানেন। তাঁহার পিতা গৃহে নাই। কাজে কাজেই পত্র পাইয়া আমিই এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি। কিপ্রকারে কুমারীকে এই সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে, আমি তাহার পরামর্শ চাই।

ক্লোরাইন।—সে পরামর্শ আমি এখন দিতে পারি না। কুমারী যখন গারদ হইতে বাহির হইয়া আসিবেন, এগ্রিকোলা যখন খালাস পাইবেন, সেই সময় সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। এখন কোন উপায় নাই।

কুব্জা।—সে ত অনেক দিনের কথা। এগ্রিকোলার পত্রের ভাব যে প্রকার, তাহাতে আমি বুঝিয়াছি, বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ। অবিলম্বে কুমারীকে তাহা জ্ঞাত করা উচিত। কুমারীর পক্ষে তাহা আশু উপকারী।

ক্লোরাইন।—আমিও তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু কারাগারের ন্যায় বাতুলালয়েও কড়াকড়ি আছে। পত্রে লিখিয়া অথবা লোক পাঠাইয়া কোন গুহ্য-বৃত্তান্তের আদান-প্রদান চলিতে পারে না। কাজেই সময়-সাপেক্ষ। এখন তোমার মুখ দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে। হঠাৎ এত পরিবর্ত্তন কিসে হইল?

কুব্জা।—গরীবের পরিবর্ত্তন ক্ষণে ক্ষণেই হয়। আমার জীবনোপায় কেবল আমি। সূচিকার্য্য আমার জীবিকা। সেই কার্য্য এখন বন্ধ হইয়াছে। ধর্ম্মভ্রাতা এগ্রিকোলা এখন কয়েদ হইয়াছেন, আজ খাই, এমন সংস্থান আমার নাই। যেখানে আমি নিত্য নিত্য কর্ম্ম পাইতাম, আজ প্রাতঃকালে সেইখানে গিয়াছিলাম। বাড়ীর কর্ত্তা কহিলেন, "জেলখানার কয়েদীরা খুব সস্তাদরে সেই সব কর্ম্ম করিয়া দিবে। সে সব কর্ম্ম তুমি আর পাইবে না। এখানে যত খরচ পড়ে, তাহার তিনভাগের এক ভাগ প্রদান করিলেই উত্তমরূপে কার্য্য চলিবে।" আমার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইল। আকাশ-পানে চাহিয়া আমি কাঁদিলাম, কর্ত্তার পায়ে ধরিয়া শেষকালে কহিলাম, "আমিও সেই রকম কম দরে কার্য্য লইব।" তিনি কহিলেন, "তাহাও হইতে পারে না। সমস্ত কার্য্য সেই স্থলে প্রেরণ করা হইয়াছে, এখন আর কোন কার্য্য উপস্থিত নাই।" অম্লানবদনে তিনি এই নিষ্ঠুরকথা কহিলেন। আমি না খাইয়া মরিব, বোধ হয়, ইহা তিনি একবারও ভাবিলেন না। কেমন করিয়া ভাবিবেন? যাঁহাদের টাকা আছে, তাঁহারা গরীবের কষ্ট ভাবিতে জানেন না; জানিলেও গ্রাহ্য করেন না।

ক্লোরাইন।—তবে তোমার কাজকর্ম্ম কিছুই নাই? এত কষ্ট তোমার? নির্দ্দয় লোকেরা গরীবের কষ্ট বুঝিতে পারে না, ইহা তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমরা এখানে সুখে ছিলাম, দুষ্টলোকে হিংসা করিয়া বাদ সাধিয়াছে। আচ্ছা, বিধাতা কি করেন, তাহাই দেখিব; মানুষে কি করে, তাহা ভাবিব না।

বউরাণী।—বড় একটা মাতব্বর সুপারিশ। যদিও আমি বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না, কিন্তু সেই কথাগুলি শীঘ্র আপনাকে জানাইতেছি। বিশপের সহিত দেখা করিতে যাইব। অবিলম্বেই যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যাওয়া হইল না, সেই দুটী মেয়ের কথা আবার আমি আপনাকে বলিতে আসিয়াছি।

মা।—সে কথা আর নূতন কি? যেমন যেমন তুমি বলিয়াছিলে, সেই রকমই তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহে রাখা হইয়াছে। শুনিলাম, তাহাদের জ্বর হইয়াছে। উভয়ের জ্বরের একই প্রকার লক্ষণ। বড় আশ্চর্য্য কথা! ডাক্তার এনিনিয়ারকে আমি ডাকাইয়াছিলাম, তিনি দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন, পরস্পর বিচ্ছেদেই জ্বর হইয়াছে।

বউরাণী।—জ্বর শীঘ্রই ছাড়িয়া যাইবে। তাহাদের আত্মার মুক্তির নিমিত্তই আপনার হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কিন্তু মা! বড় একটা কু-সংবাদ, সে বৃদ্ধ সৈনিকটা আবার প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই সৈনিকটাই উহাদিগকে রুষ হইতে ফ্রান্সে আনিয়াছে। যদিও বৃদ্ধ, কিন্তু এখনও তাহার অদ্ভুত পরাক্রম। সে যদি জানিতে পারে, বালিকারা এখানে আছে, তাহা হইলে রাগের মাথায় ভয়ানক বিপদ ঘটাইবে। সেই জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আজ রাত্রে মঠের ভিতর কেহ যেন প্রবেশ করিতে না পায়। দরজায় যেন শক্ত শক্ত পাহারা থাকে। এ পল্লীতে লোকজন কম, সৈনিক আসিয়া উৎপাত করিলে ফেসাদ বাধিতে পারে।

মা।—সে জন্য কোন চিন্তা নাই। দরোয়ানেরা—উদ্যানের মালীরা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া রাত্রিকালে রোঁদ ফেরে। প্রাচীরও অতি উচ্চ, যে দিক্ দিয়া অন্য লোকে লঙ্ঘন করিবার সুবিধা পাইতে পারে, সেদিকের প্রাচীরের মাথায় লোহার ফলা দেওয়া রেল বসানো আছে। কাহারও আসিবার সাধ্য নাই। তথাপি তুমি যখন সাবধান করিতে আসিয়াছ, তখন অবশ্যই আমি পাহারার উপর দোহারা পাহারা বসাইব। বিলক্ষণ সতর্ক থাকিব।

বউরাণী।—হাঁ মা, তাহাই আপনি করিবেন। বিশেষতঃ আজিকার রাত্রের জন্য। আজ রাত্রেই বেশী ভয়। সেই নরাধম সৈনিকের অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। একটু সন্ধান পাইলে আজ রাত্রেই মঠ আক্রমণ করিতে আসিবে।

মা।—তুমি কিরূপে জানিলে?

বউরাণী।—আমি নিশ্চিত সংবাদ পাইয়াছি। যে লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান নাই, মঠ আমাদের পবিত্রস্থান, সে লোক ইহা কখনই স্বীকার করিবে না।

মা।—আচ্ছা, আজ রাত্রে আমরা বিশেষ সতর্ক হইয়া থাকিব। নিশ্চয়ই দোহারা পাহারা বসাইব। রক্ষকেরা আজ রাত্রে দুইবার রোঁদ ফিরিবে। কোন ভয় করিও না। দেখ মা! আজ যখন তুমি হঠাৎ আসিয়া আমাকে দেখা দিয়াছ, তখন সেই বিবাহের কথায় আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা তোমাকে বলিব। অধিক বিলম্ব করিতে হইবে না, বেশী নয়, দুটী একটী কথা।

বউরাণী।—হাঁ মা! কাজের কথা বটে। দেশে এখন অধর্ম্ম প্রবল, কিন্তু ব্যারণ ত্রিপবিল সাধুলোক; আমাদের পরম ভক্ত। তিনি আমাদের যথেষ্ট উপকারে আসিতে পারেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি চমৎকার। ধর্ম্মবিষয়ে যখন তিনি বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া যায়। ধর্ম্ম যাহারা মানে না, তাহারাও অবাক্ হইয়া শ্রবণ

করে। যাহারা আমাদের শত্রু, তাহাদিগকে তিনি শক্ত শক্ত গালাগালি দেন। তিনি আমাদের নিজের লোক। কুমারী বব্রিকোটের সহিত যাহাতে তাঁহার বিবাহ দিতে পারি, সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদের সেই চেষ্টা করা উচিত। কার্য্য যদি সিদ্ধ হয়, বিবাহ যদি হয়, ব্যারন বিসবিলি আমাদের এই সেটমেরী মঠে লক্ষ টাকা দান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

মা।—সে কথায় আমি কিছুমাত্র সন্দেহ রাখি না। সন্ধ্যাবন্দী যুবাপুরুষ যাহা বলেন তাহাই করেন। কিন্তু এবার দেখিতেছি মেয়েটার মন কিছু বাঁকা। সে বলে, বিবেচনা করিয়া উত্তর দিব। কি করি, শক্ত কথাও বলিতে পারি না, বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম, তোমার মা বাপ নাই আত্মীয় বন্ধু নাই, আমার কাছেই তুমি আছ, আমি যাহা বলি, তাহা করাই তোমার পক্ষে ভাল। আমার চক্ষে তুমি দেখ, আমার কর্ণে তুমি শুন, উহাই তোমার উচিত। বলিয়াছি অনেক, ছুঁড়ী কিন্তু কিছুতেই বাগ মানে না। কথায় কথায় বলে, "ব্যারন ব্রিবিলিকে আগে দেখি, তাহার চরিত্র কেমন আগে জানি, তাহার পর বাক্য দিব।"

বউরাণী।—কথা ত ভাল নয়। আপনি যখন বলিতেছেন, বরটী সর্ব্বাংশে উত্তম, এ বিবাহে উত্তম মিলন হইবে, তখন তাহার প্রতিবাদ করা কুমারীর বড়ই অন্যায়।

মা।—আজ প্রাতঃকালে তাহাকে আমি স্পষ্ট বলিয়াছি, সোজাকথায় যখন হইল না, তখন আমি বাঁকাকথা ধরিব। কেবল কথায় মাত্র নয়, কাজেও আমি তাহা দেখাইব। তাহাকে আমি বলিয়াছি, 'তোমার সঙ্গিনীদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তোমাকে আমি একটা অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করিব। যদবধি তুমি এ বিবাহে সম্মত না হও, তদবধি আমি তোমাকে কয়েদ করিয়া রাখিব।"

বউরাণী।—এ কথায় সে কি বলিল?

মা।—স্পষ্ট কিছু বলে নাই, কিন্তু বোধ হয়, ভয় পাইয়াছে। পরদেশের একজন সহপাঠীকে সে সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিত, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছি। ঐরূপ পত্র লেখাতে বিপদ ঘটিতে পারিত। এখন তাহাকে আমি নজরে নজরে রাখিতেছি। দেখ বৎসে! কি ভয়ঙ্কর কাল পড়িয়াছে। সৎকর্ম্মসাধন করিতে হইলে বিস্তর বাধা-বিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়।

বউরাণী।—বিবাহটা যদি হয়, তাহা হইলে ব্যারন বিসবিলি লক্ষটাকার বেশীও আমাদের দিতে পারেন। একবার যদি তাঁহাকে -

মা। দেখ বৎসে! যদি কেবল আমার নিজের কথা হইত, তাহা হইলে আমি এক টাকাও লইতাম না। কিন্তু ধর্ম্মশালার কথা; সে সব টাকা স্বর্গে সঞ্চিত হইবে। এমন সাধুকার্য্যের জন্য যত বেশী তিনি দেন, কদাচ আমি নিষেধ করিব না। টাকার পরিমাণ যত বাড়ে, ততই মঙ্গল। আর দেখ, একটা বিষয়ে বড় হতাশ হইতে হইতেছে।

বউরাণী।—(উদ্বিগ্নচিত্তে) কি মা?

মা। -একটা সম্পত্তি লইয়া পূতাত্মা মঠ আমাদের সঙ্গে বিবোধ করিতেছে। জনকতক লোক কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছে না। সেই মঠের কর্ত্রীকে আমি খোলসা করিয়া আপন অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিয়াছি।

বউরাণী।—ঠিক ঠিক। আমাকেও তিনি ঐ কথা বলিয়াছেন। দোষটা তিনি নিজ স্বীকার করেন না, নিজের স্কন্ধে লইতে চাহেন না। দেওয়ানের শিরে অর্পণ করেন।

মা।—ওঃ! তাঁহার সঙ্গে তবে তোমার দেখা হইয়াছিল?

বউরাণী।—হাঁ মা! বিশপের বাড়ীতে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেইখানেই তাঁহার মুখে ঐ কথা শুনিয়াছি।

মা।—বটে! তবে ত ভালই হইয়াছে। আমাদের মঠের উপর পূতাত্মা মঠের এত হিংসা কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সেণ্টমেরী-মঠকে তাহারা ভালচক্ষে দেখে না। এ মঠের মঙ্গল হইতেছে, সে মঠের কতকগুলি লোক তাহা সহিতে পারে না।

বউরাণী।—না পারুক ক্ষতি কি? কারণ রিস্‌বিলির চাঁদার টাকায় পূতাত্মা মঠকে আপনি পরাস্ত করিতে পারিবেন। বিবাহটাতে আমাদের দুই প্রকার উপকার; যিনি আমাদের ভক্ত, তিনি অনেক টাকা দিবেন, আমাদের ইচ্ছানুসারে সেই টাকা ব্যয় হইবে। আরও বৎসরে বৎসরে তাহার যে লক্ষটাকা আয়, তাহাও আমাদের হাতে আসিবে। সেণ্টমেরী-মঠের নামে আমরা একখানা মাসিকপত্র বাহির করিব। তাহা করিতে পারিলে সেই ধূর্ত্ত ডুমোলীনের মত লোকের সহায়তা আর আবশ্যক হইবে না। লোকটা ভারী মাতাল।

মা।—যাহার নাম করিতেছ, সে লোকটার কিন্তু লিপিচাতুর্য্য খুব আছে। অধার্ম্মিক লোককে গালাগালি দিতে বেশ পারে।

বউরাণী।—গালাগালি দিতে বেশ পারে; কিন্তু লোকটার প্রকৃতি আপনি জানেন না। সব কথা যদি আমি বলি, সেটা যেন কাণভাঙ্গা কথা হইবে। কেবল এইটুকু বলিতে পারি, সে রকম লোক আমাদের দলে থাকিলে আমাদের সাধুকার্য্যের নিন্দা হইবে। তবে এখন আমি আসি মা। বিশপের বাড়ী যাইব। আবার স্মরণ করাইয়া দিই, আজ রাত্রে মঠে যেন বেশী পাহারা থাকে। বৃদ্ধ সেদিন ফিরিয়া আসিয়াছে, আমি বড় ভয় পাইয়াছি।

মা।—কোন ভয় রাখিও না। সকলই নিরাপদ। হাঁ, ভাল কথা; কথায় কথায় ভুলিয়া যাইতেছিলাম। সখী ক্লোরাইন্ তোমার কাছে কিছু অনুগ্রহ চায়, তজ্জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে বলিয়াছে। সে চায়, তোমার কাছে চাকরী করে। ক্লোরাইনের গুণের কথা তুমি জান; কেমন বিশ্বাসী, তাহাও তুমি জান। অত্রিয়াণীকে নজরে নজরে রাখিয়া সেখানকার সব কথা কেমন তোমার কাছে বলিয়া দিত, তাহাও তুমি জান। তাহাকে তুমি রাখ। তোমার যথেষ্ট উপকার হইবে। আমিও তাহার কাছে কৃতজ্ঞ হইব।

বউরাণী।—আপনার যদি এমন ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে ভাবুন, ক্লোরাইন্‌কে নিযুক্ত করা হইয়াছে। অবশ্যই তাহাকে রাখিব।

মা।—সাধু বৎসে! সাধু! বিশেষ বাধিত হইলাম। শীঘ্রই আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে। আগামী পরশ্ব বেলা দুই প্রহর দ্বিতীয় ঘটিকার সময় আমাদের এক সভাধিবেশন হইবে। পোপ এবং বিশপ তখন তথায় থাকিবেন। ভুলিও না।

বউরাণী।—না মা! কদাচ ভুলিব না। ঠিক উপস্থিত হইব। এখন কেবল এই প্রার্থনা, রাত্রে খুব সতর্ক থাকিবেন।

মঠেশ্বরীর করে চুম্বন করিয়া সম্মুখ-দরজা দিয়া বউরাণী বাহির হইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বিতীয়দ্বার দিয়া ক্লোরাইন প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই মঠেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, "বউরাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

ক্লোরা।—না, না, সদরদরজায় আমি ছিলাম না। উদ্যানের দিকের অলীপথে আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম।

মা।—আজ হইতে বউরাণী তোমাকে আপন সখীত্বে গ্রহণ করিলেন।

রাত্রি ষষ্ঠ ঘটিকা পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার সময়। বাকী সমস্তই তোমার অবসর। সে অবসরে যদি অন্য কার্য্য করিতে পার, তাহা তোমার ইচ্ছাধীন। যাঁহার কাছে তোমারে রাখিয়া দিব, তিনি বিধবা;—নাম বিবি ব্রিমণ্ট। অত্যন্ত দয়াবতী। তাঁহার বাটীতেই তুমি থাকিবে। যাহারা সেখানে আছে, তাহারা সকলেই সৎ। সর্ব্বদা তুমি সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। যদি তুমি কোনদিন কিছু বিপরীত লক্ষণ দেখ, আমার কাছে আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সংবাদ দিও।

কুঞ্জা।—(সবিস্ময়ে) কিরূপে আসিয়া কি সংবাদ দিব? বিপরীত লক্ষণ কিরূপ?

মা।—শুন বৎসে! সেণ্টমেরীমঠের দুটী উদ্দেশ্য। যাহারা মনিব, তাঁহারা সচ্চরিত্র হইবেন। যাহারা তাঁহাদের কাছে চাকরী করিবে, তাহাদের চরিত্রও নির্ম্মল হইবে। ইহা আমরা পরীক্ষা করিয়া জানিব। দুশ্চরিত্র মনিবের কাছে সচ্চরিত্র লোককে থাকিতে দিব না। চাকর যদি দুশ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে সম্ভ্রান্ত-পরিবারের বড় কষ্ট। মনিব যদি দুশ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে চাকরেরা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া পড়ে। আমাদের আশ্রমের নিয়ম এই যে, চাকর মনিব উভয়েরই চরিত্র নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও পবিত্র হওয়া উচিত।

কুঞ্জা।—এ নিয়ম অতি পবিত্র; সকল লোকেই এইরূপ নিয়মের পক্ষপাতী।

মা।—দেখিতেছি, তুমি সচ্চরিত্রা। মনিবদের কাহারও ব্যবহারে যদি তোমার আতঙ্ক হয়, তৎক্ষণাৎ আমাকে আসিয়া জানাইও। যদি ভয়ের কারণ থাকে, তোমাকে আমি সরাইয়া আনিব। পরিবারের মধ্যে ভাল মন্দ উভয়ই থাকে। প্রায় একশত লোককে আমরা ভাল জায়গায় কর্ম্ম করিয়া দিয়াছি; স্বচ্ছন্দে আছে। বিবি ব্রিমণ্ট একটী সাধ্বী রমণী; তাঁহার গৃহ স্বর্গতুল্য; কিন্তু আমি শুনিয়াছি, তাঁহার একটী কন্যা কিছু দুঃশীলা। সম্প্রতি সে জননীর নিকটে আসিয়া রহিয়াছে। তাহার স্বামী মার্কিণদেশে কর্ম্ম করিতে গিয়াছেন। কন্যাটী গির্জ্জায় যাইতে ভালবাসে না। মস্থর হাডি নামে একজন ধনবান্ কুঠীয়াল প্রায় সর্ব্বদাই তাহার কাছে যান। ব্রিমণ্টের কন্যা সেই হাডিকে লইয়া হাস্য-কৌতুক করে।

এগ্রিকোলার মনিবের নাম শ্রবণমাত্র কুঞ্জা চমকিয়া উঠিল, পাণ্ডু বদনখানিও একটু রঞ্জিত হইয়া উঠিল। মঠেশ্বরী তাহা বুঝিলেন না। তিনি বুঝিলেন, সরলতা আর লজ্জাশীলতা ঐ সুশীলা কুমারীকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি কহিলেন, "যেখানে তুমি কর্ম্ম করিবে, সেখানে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকিবে, সেইজন্য এ সকল কথা আমি তোমাকে বলিলাম। বিবি ব্রিমণ্টের কন্যা সাধু-আদর্শ অনেক দর্শন করে। তাহার মতিভ্রম ঘটিবে, ইহাও আমার বিশ্বাস হয় না। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই বাড়ীতে তুমি থাকিবে; লোকে যাহা বলে, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তুমি তাহা ভালরূপ জানিতে পারিবে। যদি কিছু মন্দ দেখ, তাহা হইলে আমার কাছে আসিয়া সকল কথা প্রকাশ করিবে; আমি তোমাকে সেখান হইতে সরাইয়া আনিব। যতদিন অন্য কর্ম্ম দিতে না পারি, এই আশ্রম হইতে ততদিন তোমাকে একটী করিয়া টাকা দেওয়া যাইবে। আমাদের কাছে থাকিলে, তোমার কোন কষ্ট হইবে না। আগামী পরশ্ব হইতে বিবি ব্রিমণ্টের বাড়ীতে তোমার চাকরী হইবে।"

মঠেশ্বরীর মুখপানে চাহিয়া কুঞ্জা ক্ষণকাল মনে মনে কি ভাবিল। অকস্মাৎ তাহার নেত্র-কেন্দ্র হইতে দুই বিন্দু বারিধারা গড়াইল। কর-

ঘাড় করিয়া বলিল, "মা! আপনার অনুগ্রহে আমি কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু অমন চাকরী আমি করিতে পারিব না।"

মা।—কেন বাছা! অমন সুখের চাকরী, ভালোকের আশ্রয়, আমরা তোমার সহায়, এমন চাকরী করিতে পারিবে না কেন?

কুঞ্জা।—দয়া আপনার বিস্তর। অত দয়ার পাত্রী আমি না হইলেও, আপনি তাহা বিতরণ করিয়াছেন। উদরপোষণের জন্য চাকরী স্বীকার করা আমার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু মা। যে কথা আপনি বলিলেন, ভাবিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে বড় ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা আছে। লোকের চরিত্রচর্য্যা গোপনে গোপনে আমি দেখিব, গোপনে গোপনে আপনাকে আসিয়া জানাইব, এরূপ অনধিকারচর্চ্চা আমার পক্ষে বড় ঘৃণাকর—বড়ই লজ্জাকর। যদি হঠাৎ কেহ আমাকে রাজরাণী করিয়া ফেলে, তাহা হইলেও,—শুনুন মা।—তাহা হইলেও হয় ত গুপ্তদূতী হইতে পারিব না। চাকরী আমার কাজ নাই।'

মহেশ্বরী [illegible] সা করিলেন, বাহিরে কিন্তু একটু উগ্রভাব দেখাইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "আমি কি তোমাকে চরের কাজ করিতে বলিতেছি? তুমি একজন গুপ্তদূতী হও, ইহাই কি আমার [illegible]? তুমি ভুল বুঝিয়াছ।'

কুঞ্জা। [illegible] একটুও নয়। লোকে কখন্ কোথায় কি করে, সকল কর্ম্মত্যাগ করিয়া আমি তাহা দেখিব, খুঁজিয়া খুঁজিয়া ছল বাহির করিব, চুপি চুপি সেই সব ছলের কথা আপনাকে জানাইব, এটা কি ভাল সাধুলোকের কার্য্য?—এটা কি ধর্ম্মসঙ্গত?

মা। -খুঁজিয়া খুঁজিয়া ছল বাহির করিতে আমি বলি নাই। যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা কেবল তোমার উপকারের জন্য। সমস্ত দিন যেখানে তুমি থাকিবে, সেখানকার পবিত্রতায় তোমাকে রক্ষা করিবে, ইহাই আমার বাসনা। বাড়ীতে যদি দুঃপ্রকৃতির লোক থাকে, সে দৃষ্টান্তে তোমার চরিত্রও মলিন হইতে পারে, সেই কারণেই সাবধান হইতে বলিতেছিলাম। যাহারা সাধু, তাহাদের কার্য্য দেখিয়া তুমি সুশিক্ষা পাইবে। তাহাদের কার্য্যের রিপোর্ট আমার কাছে আনিতে হইবে না। যাহারা দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত, অথবা কুকার্য্যে অনুরাগী, তাহাদের চরিত্রের কথাই আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম।—চাইও জানিতে। ইহা যদি অস্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার পক্ষেই মন্দ। আচ্ছা, বৎসে। মাসে মাসে তুমি কয়বার করিয়া গির্জ্জায় গমন করিয়া থাক?"

কুঞ্জা। আমার দীক্ষা হয় নাই। পরমেশ্বরের প্রতি আমার আন্তরিক গাঢ়ভক্তি আছে, কিন্তু বাহিরে তাহা দেখাইতে পারি না। গির্জ্জায় যাওয়া ঘটে না। উদরান্নের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে হয়। সময় পাই না, কি করিব? আমি যদি—

মা। -(চমকিয়া বাধা দিয়া) হা পরমেশ্বর! এমন মেয়ের এমন দশা! বৎসে! কি কথা তুমি বলিলে? ঈশ্বরের উপাসনা তুমি কর না? গির্জ্জায় তুমি যাও না?'

কুঞ্জা। (সকাতরে) না মা। যাইতে পারি না। জীবিকা-অর্জ্জনের জন্যই সকল সময় যায়, গির্জ্জায় যাইবার সময় পাই না।

মা। বড়ই দুঃখিত হইলাম। ধর্ম্মশীল পরিবারের মধ্যে ধর্ম্মশীলা পরিচারিকা নিযুক্ত করি। ধর্ম্মে তোমার শিক্ষা হয় নাই, অগত্যাই আমি তোমাকে কর্ম্ম দিতে পারিলাম না। যাও, গৃহে যাও, ঈশ্বরে মন সমর্পণ কর, প্রাণ সমর্পণ কর। যখন বুঝিবে, ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে

অব লম্বন করিয়াছ, যখন বুঝিবে, একমাত্র পরমেশ্বরকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, তখন আমার কাছে আসিও। তখন আমি তোমার ভাল করিবার চেষ্টা পাইব।

কুব্জা নীরবে কাঁদিল। বস্ত্রে অশ্রু-মার্জ্জন করিয়া হতাশহৃদয়ে পুনর্ব্বার কহিল, "মা! বৃথা আমি এতক্ষণ আপনার সময় নষ্ট করিলাম। বৃথা আমি আপনাকে এতক্ষণ বকাইলাম। ক্ষমা করিবেন।"

মঠেশ্বরী আসন হইতে উঠিলেন। মাতৃ-স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া কুব্জাকে সঙ্গে লইয়া গৃহদ্বার পর্য্যন্ত গেলেন। চৌকাঠ পার হইয়া কুব্জাকে তিনি কহিলেন, "এই পথে সমান নামিয়া যাও। খানিকদূর গিয়া দক্ষিণধারে আর একটা দরজা পাইবে, সেই দরজায় আঘাত করিও, ফ্লোরাইন সেই ঘরে আছে। কোন্ পথে বাহির হইয়া যাইতে হয়, ফ্লোরাইন্ তোমাকে দেখাইয়া দিবে। যাও বাছা! যাও। ঈশ্বরে মন-প্রাণ সমর্পণ কর। আবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।"

সিঁড়িতে নামিবার সময় ছড় করিয়া কুব্জার অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। এতক্ষণ চাপিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিল, আর পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে মনে চিন্তা করিল, ফ্লোরাইনের নিকটে মুখ দেখাইতে পারিব না; সে ঘরে সন্ন্যাসিনীরাও আছে, তাহারাই বা কি ভাবিবে? ঐরূপ চিন্তা করিয়া কুব্জা একটি গবাক্ষের ধারে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিতে আরম্ভ করিল। সেই গবাক্ষ হইতে দ্বিতীয়মহলের একটী গবাক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই গবাক্ষে হঠাৎ তাহার নেত্রপাত হইল। কি দেখিল, তাহা বলিবার কথা নহে। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, ফ্লোরাইন্ যখন তাহাকে লাইব্রেরী-ঘরে একাকিনী রাখিয়া মঠেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, কুব্জা সেই সময় গবাক্ষপথে এক অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছিল। পূর্ব্বপরিচ্ছেদের শেষাংশে আমরা বলিয়াছি। এবারেও কুব্জা দেখিল, সেইরূপ দৃশ্য। পূর্ব্বে দেখিয়াছিল, গবাক্ষপথে একটী এলোকেশী সুন্দরী কামিনী। সেই কামিনী নিম্নভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া হস্তের ইঙ্গিতে কাহাকে যেন আহ্বান করিতেছে। এবারেও দেখিল, সেই গবাক্ষে সেই কামিনী। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উভয় উদ্যানের মধ্যস্থলে একটা তক্তার বেড়া ব্যবধান; একদিকে গবাক্ষ আর একদিকে উদ্যান। সেই বেড়ার ধারে মার্শেল সাইমনের একটী কন্যা। গবাক্ষে তবে কে?—কুমারী অদ্রিয়াণী। দুঃখিনী বালিকার সহিত কুমারী অদ্রিয়াণী চুপি চুপি কি কথা কহিতেছেন। তক্তার বেড়ার ছিদ্রপথ দিয়া বালিকাও চুপি চুপি কি উত্তর করিতেছে। অদ্রিয়াণী সতত-চঞ্চলা; কথা কহিতে কহিতে ঘন ঘন তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। পাছে কেহ দেখে, অন্তরে যেন সেই ভয়। দেখিতে দেখিতে একটী পাশদরজা দিয়া অদ্রিয়াণী উদ্যানে বাহির হইয়া আসিলেন। দুইদিকে দুই উদ্যান, মধ্যস্থলে বেড়া; দুইধারে বন্দিনী।

কুমারী অদ্রিয়াণীকে কুব্জা ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই; তবে কি প্রকারে চিনিল? অদ্রিয়াণী এলোকেশী। জননীর নিকট এঞ্জিকোলা যখন অদ্রিয়াণীর রূপ বর্ণনা করেন, তখন বলিয়াছিলেন, "অদ্রিয়াণী স্বর্ণকেশী; সেই স্বর্ণবর্ণ কুন্তল দেখিয়াই কুব্জা চিনিল, কুমারী অদ্রিয়াণী।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্রিয়াণী এবং কুব্জা।

সেণ্টমেরী মঠে এক ক্ষুদ্র গবাক্ষে দাঁড়াইয়া কুব্জা দেখিতেছে, কুমারী অদ্রিয়াণী কুমারী রোজীর সহিত কথা কহিতেছেন। অদ্রিয়াণীর বদন এক একবার বিস্ময়-রাগ-রঞ্জিত হইতেছে, এক একবার ক্রোধলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে, একবার দুঃখমিশ্রিত দয়া সেই ইন্দুবদনে প্রতিফলিত হইতেছে।

এই অবসরে হঠাৎ একজন সন্ন্যাসিনী বামে দক্ষিণে চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মঠের উদ্যানে ছুটিয়া আসিল; রোজীকে দেখিতে পাইয়া সবলে তাঁহার হস্ত আকর্ষণ করিল। রোজী সেই সময় আতঙ্কে তক্তা ঘেঁসিয়া অস্ফুটস্বরে অদ্রিয়াণীকে কি কথা বলিতেছিলেন, সন্ন্যাসিনী জোরে ধমকাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। যাইবার সময় রোজী এক একবার মুখ ফিরাইয়া সজল-নয়নে অদ্রিয়াণীর দিকে চাহিলেন। অদ্রিয়াণীর চক্ষে জল আসিল, কি এক প্রকার ইঙ্গিত করিয়া তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। রোজীকে লইয়া সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেল। এদিকে অদ্রিয়াণীও আপন পশ্চাদ্দিকে মনুষ্যের পদধ্বনি শুনিলেন; ব্যস্তসমস্ত হইয়া একটী বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইলেন। বেলা প্রায় অবসান। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন; ব্রেবাইন হয় ত এখনও প্রতীক্ষা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া কুব্জা তাড়াতাড়ি লাইব্রেরীর দিকে চলিল। বাহির হইতে শুনিল, ঘরের ভিতর কেবল দুই তিনজন লোক কথা কহিতেছে। গৃহে প্রবেশ করিল না। আবার ফিরিল। যে গবাক্ষের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে আসিল। দেখিল, তাহার পার্শ্বে দুই তিনটী সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া কুব্জা দেখিল, একটী ফটকদ্বার, সেই দ্বার দিয়া উদ্যানে প্রবেশ করা যায়। সকলে প্রবেশ করে না, মঠের মা সেই দ্বার দিয়া সময়ে সময়ে উদ্যানে বেড়াইতে যান। ভিতর দিকে অর্গলবদ্ধ ছিল, কুব্জা ধীরে ধীরে খুলিয়া ফেলিল; উদ্যানে প্রবেশ করিল। কিয়দ্দূর গিয়াই বাতুলালয় দেখিতে পাইল। বাতুলালয়ের উদ্যানে কুমারী অদ্রিয়াণী। তিনি তখন একখানি বেঞ্চের উপর হস্ত রাখিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

কুব্জা সেই অবস্থায় সেই মূর্ত্তি দেখিল। মনে করিল, কি আশ্চর্য্য, এই সুন্দরী কুমারীকে পাগল বলিয়া ধরিয়াছে! কখনই ত পাগল নয়। তবে হয় ত এখন একটু ভাল আছে; পাগলেরা মধ্যে মধ্যে ভাল হয়। কুমারীর হয় ত এখন সেই অবস্থা। কথা কহিয়া দেখি, এখনই পরীক্ষা হইবে।

যেখানে অদ্রিয়াণী উপবিষ্টা, ধীর মৃদুপদে তক্তার ধার ঘেঁসিয়া কুব্জা ক্রমে ক্রমে সেইখানে অগ্রসর হইল। একদিকে অদ্রিয়াণী, একদিকে কুব্জা। অদ্রিয়াণী শুনিতে পান, অথচ কণ্ঠধ্বনি অধিক উচ্চ না হয়, ঠিক সেইভাবে কুব্জা কয়। মৃদুমধুরস্বরে ডাকিল, "কুমারী কাদ্দোবিণী!" মস্তক অবনত করিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী চিন্তা করিতেছিলেন, "কে আমাকে ডাকে?"—সচমকে এই কথা বলিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কুব্জাকে দেখিতে পাইয়াই এক প্রকার আতঙ্কে অস্ফুট মৃদুধ্বনি

চাহিলেন। কথা শুনিয়া কুঞ্জা ভাবিল, "এই মেয়ে পাগল! ওহো! তুষ্টলোকের অসাধ্য কর্ম্ম নাই।" অদ্রিয়াণী ভাবিলেন, "এই মেয়েকে দেখিয়া আমার ভয় আসিতেছিল, ঘৃণা আসিতেছিল। হায়! হায়! কি পরিতাপ! এমন সুন্দর বদন, এমন সুন্দর বচন, এমন সুন্দর বুদ্ধি, কেবল বিকলাঙ্গী বলিয়া ইহার প্রতি কি ঘৃণা করিতে হয়? এই মেয়ে যথার্থই দয়ার পাত্রী আমি ইহার কি উপকার করিব? বুদ্ধিমতী—গুণবতী! এই নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আমি ইহাকে ভগ্নীর ন্যায় আদর করিতে শিখিব।"

চিন্তার অবসরে আবার কুঞ্জা-কন্থার মুখ ফুটিল। [illegible] আনন্দে, [illegible] নয়নে, কুঞ্জা কহিল, "সে কথা কি সত্য? ওঃ! তাহারা আপনাকে মিথ্যাকথা বলিয়াছে। কখনই আপনি পাগল নন। কেন তাহারা আপনাকে এখানে আনিয়া রাখিয়াছে?"

অদ্রিয়াণী।—কেন ভগ্নি! কেন তুমি একথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর? তুমি এমন সুশীলা বুদ্ধিমতী, গুণবতী তোমার কেন এমন দুরবস্থা? বিধাতা তোমাকে দুঃখিনী করিয়াছেন, বিধাতার চক্রেই আমি পাগলিনী। এই ত অবস্থা তোমার, অথচ এই অবস্থায় তুমি পরের উপকার করিতে আসিয়াছ। কথা ভাল, কথাও সত্য। সত্যই আমি সুখী হইলাম। সত্যই তুমি আমার উপকারে আসিতে পারিবে। কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়, সময়ে আমি তাহা তোমাকে দেখাইব। সে কথা এখন থাকুক। কাজের কথা বল। এগ্রিকোলা এখনও কি কারাগারে?

কুঞ্জা।—এতক্ষণে হয় ত খালাস পাইয়াছেন। তাঁহার একজন সহচর যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এগ্রিকোলার পিতা জামীন দিবার জন্য গত কল্য কারাগারে গিয়াছিলেন, কারাধ্যক্ষ বলিয়াছেন, অদ্য তিনি এগ্রিকোলাকে ছাড়িয়া দিবেন। আমি এখন বলিতে আসিয়াছি, একটী বিশেষ কথা। কারাগার হইতে এগ্রিকোলা আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি আপনাকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় সমাচার দিবেন।

অদ্রিয়াণী।—আমাকে? এখন? বল ভগ্নি। বল, কি প্রকার?

কুঞ্জা।—প্রকার আপনারা বুঝিবেন। এখন আমি জানিতে চাই, আজ যদি এগ্রিকোলা খালাস পান, তাহা হইলে কি উপায়ে সেই শুভসংবাদটী তিনি আপনাকে জানাইবেন?

অদ্রিয়াণী।—শুভসংবাদ! কি সে? কোন গোপনীয় কথা? কি এমন গোপনীয় কথা? আমি ত ভাবিয়া কিছু পাই না। যত দিন আমি এখানে আটক থাকিব, কেহই আমার সহিত দেখা করিতে পারিবে না। এগ্রিকোলা এই অবস্থায় নিজে আসিয়া অথবা কোন লোক পাঠাইয়া আমাকে কোন কথাই বলিতে পারিবেন না, পত্রাদিও লিখিতে পারিবেন না। যতদিন আমি এখান হইতে মুক্তি না পাই, ততদিন তিনি চুপ করিয়া থাকুন। এখন তাহাকে গিয়া তুমি বল, মার্শেল সাইমনের কন্যা দুটীকে তিনি অবশ্যে উদ্ধার করুন। আমার ভাবনা অপেক্ষা তাঁহাদের ভাবনাই অধিক। মঠের লোকেরা বলপূর্ব্বক সেই দুটী মেয়েকে ধরিয়া আনিয়া এখানে আটক রাখিয়াছে।

কুঞ্জা।—তাহাদের নাম আপনি জানেন?

অদ্রিয়াণী।—এগ্রিকোলা তাহা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন। তাহারা সাইবিরিয়া হইতে আসিয়াছে, তাহাদের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ, রূপে

অভেদ, অত্যন্ত বিষাদিনী। গত পরশ্ব যখন আমি বাগানে বেড়াই, তখন হঠাৎ দেখি, উপর নীচে দুটী গবাক্ষে দুখানি বিষণ্ণ মুখ। দুটীতে এখন পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে। একটী আছে নীচের তলায়, আর একটী আছে, তাহার উপর ঘরে। দুখানি মুখ ঠিক এক রকম। দেখিয়াই আমি বুঝিলাম, স্বর্গ হইতে কে যেন আমাকে বলিল, এগ্রিকোলা যাহাদের কথা বলিয়াছিলেন, তাহারাই ঐ। বিশেষতঃ সম্পর্কে তাহারা আমার ভগ্নী।

কুব্জা। —আপনার ভগ্নী? কি আহ্লাদ কি আহ্লাদ!

অদ্রিয়াণী।—আহ্লাদ করিতে পারিলাম কৈ? তাহাদের দুঃখে আমি কত দুঃখিনী তাহাদের মঙ্গলের আশায় কত আমোদিনী কেবল ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে তাহা সেই দুটীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাদের নয়নের জল দেখিয়া তাহাদের চন্দ্রবদনের বিকৃত দেখিয়া আমি বেশ বুঝিয়াছি, আমি যেমন এই পাগলা গারদে বন্দিনী, তাহারাও সেইরূপ ঐ মঠের গুহায় বিনা দোষে বন্দিনী।

কুব্জা।—বুঝিলাম, বুঝিলাম আপনার পরিবারের শত্রুরাই এই সকল কাণ্ড ঘটাইতেছে।

অদ্রিয়াণী। —শত্রু আমি গ্রাহ্য করি না। আমার ভাগ্যে যাহা থাকে ঘটুক, মেয়ে দুটীর কষ্ট আমার অসহ্য। আহা! সে দুটীকে পৃথক্ পৃথক্ রাখিয়াছে। তাহাতেই তাহারা যেন জীবন্মৃত। একটী এইমাত্র আসিয়াছিল, সে আমাকে বলিয়া গেল, ভয়ঙ্কর, ঘৃণাকর, কুচক্রে তাহাদের এই দশা। ঠিক কথা। ভয়ঙ্কর, ঘৃণাকর কুচক্রে আমারও এই দশা। এখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় তুমি এখানে আসিয়াছ, নিশ্চয়ই তাহাদের রক্ষার উপায় হইবে। আমি কিছু করিতে পারিব না। কেহ আমার কাছে আসিবে না। ইহারা আমারে কাগজ কলম দেয় না; বন্ধুলোককে পত্র লিখিতেও পারিব না। এখন কেবল একমাত্র উপায় আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, মন দিয়া শ্রবণ কর।

কুব্জা।—মন আমার এখন আর কোন দিকেই নাই। মন দিয়া আমি এখন আপনার প্রত্যেক বাক্য বর্ণে বর্ণে গ্রাহ্য করিতেছি।

অদ্রিয়াণী।—বেশ কথা। আচ্ছা, এগ্রিকোলার পিতা, যিনি ঐ মেয়ে দুটীকে দূরদেশ হইতে পারিশে আনিয়াছেন, সেই সৈনিক বীরপুরুষ এখন কি সহরে উপস্থিত আছেন?

কুব্জা।—ছিলেন না, আসিয়াছেন। তাঃ। ফিরিয়া আসিয়া যখন তিনি মেয়ে দুটীকে ঘরে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার যে ক্রোধ, যে গর্জ্জন, যে নৈরাশ্য, যে ভীষণমূর্ত্তি, তাহা যদি আপনি দেখিতেন, তাহা হইলে আপনারও হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

অদ্রিয়াণী। —হাঁ, আচ্ছা। সাবধান, দেখিও, বলিও, রাগের মাথায় যেন তিনি মারামারি না করেন। তাহা হইলেই সমস্ত নষ্ট হইবে। আমার এই অঙ্গুরীটী লও। এইটা নিয়া তাঁহারে দাও। তাঁহারে বল, এখনই যেন তিনি একটী ভদ্রলোকের কাছে যান। নাম ঠিকানা বলিয়া দিতেছি। ভুলিবে না? —মনে করিয়া রাখিতে পারিবে।

কুব্জা।—বেশ পারিব। আমার স্মরণ শক্তি বেশ আছে। এগ্রিকোলা কেবল একবারমাত্র আপনার নামটী আমার কাছে বলিয়াছিলেন, আমি কেমন স্মরণ করিয়া রাখিয়াছি।

অদ্রিয়াণী।—বেশ, আচ্ছা। মনে করিয়া রাখ। —কাউণ্ট মণ্টোব্রন।

কুব্জা।—আমি ভুলিব না। বেশ মনে থাকিবে।— কাউণ্ট মণ্টোব্রন।

অদ্রিয়াণী।—তিনি আমার পরম উপকারী,

প্রাচীন বন্ধু। মনে করিয়া রাখ, তাঁহার ঠিকানা প্লেস্ বেগোম্, নং ৭।

কুব্জা।—মনে করিয়া রাখিলাম—প্লেস্ বেগোম, নং ৭।

অদ্রিয়াণী।—এগ্রিকোলার পিতা তাঁহার কাছে যাইবেন। আজ রাত্রেই যাইবেন। যদি তিনি বাটীতে না থাকেন, আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিও। আমার অঙ্গুরী দেখিলেই তিনি চিনিবেন। এগ্রিকোলার পিতা যাহা বলিবেন, তাহা আমি যেন নিজেই বলিতেছি, এরূপ তিনি বুঝিবেন। প্রথমাবধি যাহা যাহা ঘটিয়াছে, এগ্রিকোলার পিতা সমস্তই তিনি তাঁহাকে বলেন। মেয়ে চুরি, মেয়েরা মঠে বন্দিনী, সে মঠের নাম—ইহাই যেন তিনি বলেন। ডাক্তার বেলিনিয়ারের পাগলা গারদে পাগলিনী বলিয়া আমি বন্দিনী, একথাও যেন বলেন। কাউন্ট মণ্টোরণ বহুদর্শী বিচক্ষণ লোক, তাঁহার প্রতিপত্তি প্রচুর। তিনি অবিলম্বেই আমাকে আর ঐ মেয়ে দুটীকে এই নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন। এইরূপ উপদেশ দিয়া আপন অঙ্গুলী হইতে উন্মোচন করিয়া একটী রত্নাঙ্গুরী কুব্জা-কন্যার হাতে দিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী তাড়াতাড়ি কহিলেন, যাও ভগ্নি! যাও, আর বিলম্ব করিও না, কে কোথা দিয়া দেখিবে, অকস্মাৎ বিপদ ঘটিবে, শীঘ্র বাহির হইয়া যাও। পরমেশ্বর মঙ্গল করুন।"

কুব্জা বিদায় হইবার অগ্রে কুমারী অদ্রিয়াণী অতি মধুরস্বরে সগৌরবে কহিলেন, "ভগ্নি এগ্রিকোলা আমাদের বলিয়াছিলেন, তোমার অন্তঃকরণ আর আমার অন্তঃকরণ অবিকল একরূপ। কথাটী আমার পক্ষে পরম শ্লাঘনীয়! তোমাতে তাহার পরিচয় আজ আমি পাইলাম। তোমার হাতখানি আমাকে প্রদান কর, যথার্থ ভগ্নীর ন্যায় আমি তোমাকে বক্ষে বক্ষে আলিঙ্গন করিতে পারিলাম না, আজ বড় ক্ষোভ রহিল। অবশ্য দিন আসিবে, এ ক্ষোভ মিটিবে। আজ তুমি তোমার হাতখানি প্রদান কর।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে অদ্রিয়াণীর চক্ষে জলরেখা; হৃদকম্পনের সহিত কুব্জার চক্ষেও জলরেখা। উদ্যানের ব্যবধান কাষ্ঠফলকের ছিদ্রপথ দিয়া কুব্জা আপন কৃশ কম্পিত হস্ত ধীরে ধীরে প্রসারিত করিল, সাদরে সাগ্রহে সেই হস্ত গ্রহণ করিয়া অদ্রিয়াণী ধীরে ধীরে আপন ওষ্ঠের নিকটে তুলিলেন, ধীরে ধীরে চুম্বন করিলেন। সজললোচনে কহিলেন, "ভগ্নি! সৎপথের সাধু পরিশ্রমে এই হস্ত মহা গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে; মহা গৌরব জ্ঞান করিয়া এই হস্ত আমি চুম্বন করিলাম। স্মরণ রাখিও, যাহা যাহা বলিলাম, ভুলিও না। সময়ে সাক্ষাৎ করিয়া ভগ্নিদ্বয়ের পরিচয় দিব।"

হঠাৎ আবার এই সময় ডাক্তারের উদ্যানমধ্যে একটু দূরে কাহার পদধ্বনি কর্ণগোচর হইল। "ভয় নাই ভগ্নি! মনে রাখিও, সৎসাহস পরিত্যাগ করিও না।" সচঞ্চলে এই কথা বলিতে বলিতে কুমারী অদ্রিয়াণী একটী বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিলেন। কুব্জা চলিয়া আসিল। কেহই জানিতে পারিল না, কেহই তাহারে দেখিতে পাইল না।

মঠেশ্বরীর পুস্তকাগারে ফ্লোরাইনের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সেই আশায় কুব্জা-কন্যা সেই গৃহের নিকটে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। একটি সন্ন্যাসিনী দ্বার খুলিয়া দিল। তাহার মুখপানে চাহিয়া কুব্জা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমারী ফ্লোরাইন আমারে এখানে আনিয়াছিলেন, তিনি কি এখনও এইখানে আছেন?"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

অকস্মাৎ সাক্ষাৎ।

বিস্ময়ে কুব্জা অচলা। বিস্ময়ের সঙ্গে অকস্মাৎ আনন্দ! কৌতুক ছুটিয়া আসিতেছিল, নিকটে আসিয়া লাঙ্গুল নাড়িতেছিল, একটু দূরে দাগোবার্ট। কুক্কুরটী কৃশ হইয়া গিয়াছে, কখনও কিছু আহার করে নাই, সর্ব্বাঙ্গে ধূলা লাগিয়াছে, তথাপি আনন্দে নৃত্য করিতেছে। নাচিতে নাচিতে কুব্জার হাত চাটিয়া দিয়া কৌতুক আবার মনিবের কাছে ফিরিয়া গেল। তাহার মস্তকে করস্পর্শ করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন "ঠিক ঠিক, বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, আমার অপেক্ষাও তুমি প্রভুভক্ত। বালিকাদুটীকে আমি ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, ক্ষণের জন্যও তুমি পরিত্যাগ কর নাই। যেখানে তাহারা গেল, সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তুমি তাহাদিগকে দেখিয়াছ। বাহিরে থাকিয়া নিজেই এ পাহারা দিয়াছ। কিছুই আহার কর নাই। চোরেরা সে দুটীকে যে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়াছে, সেই বাড়ীর দ্বারে অনাহারে তুমি রহিয়াছ। তাহারা বাহির হইল না, কাজেই তাহাদিগকে তুমি দেখিতে পাইলে না, তখন আমাকে আনিবার জন্য বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছিলে। আমি আসিতেছি, দারুণ নৈরাশ্যের উপরে তোমার পদানুসরণে আশা পাইয়াছি। তুমি হতাশ হও নাই। কোথায় তাহারা আছে, তুমি তাহা জানিয়াছ। আবার আমি তাহাদিগকে কোলে লইব, তুমিই তাহার উপায় করিয়া দিতেছ। আগামী কল্যই তেইশে ফেব্রুয়ারী। তুমি না থাকিলে আমার সকল আশা ফুরাইত। কোথায় তাহারা আছে শীঘ্রই কি আমি সেখানে যাইতে পারিব! উঃ! অঞ্চলটা জনমানবশূন্য। দিনাও অবসান, দিবাকর অস্তগমনোন্মুখ, সন্ধ্যা হইবার বিলম্ব নাই।"

দাগোবার্ট চলিতেছেন, চলিতে চলিতে কুক্কুরের সহিত কথা কহিতেছেন। কুক্কুর ছুটিতেছে। ছুটিতে ছুটিতে এক লম্ফ দিয়া আর একদিকে চলিল। দাগোবার্ট তখন মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন কুব্জার সহিত এগ্রিকোলা। কৌতুক তাঁহাদের কাছে গিয়া নৃত্য করিতেছে। কুব্জাকে দেখিয়া দাগোবার্ট বলিয়া উঠিলেন, "বৎসে! এখানে তুমি কেমন করিয়া আসিলে?" এগ্রিকোলার দিকে চাহিয়া তিনি আবার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "এগ্রিকোলা! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

কুব্জা উত্তর করিল, "আশা আমাদের পথ প্রদর্শন করিতেছেন; আশা সম্মুখে আসিয়াছে। রোজা-বিলাসীর সন্ধান হইয়াছে।" এগ্রিকোলার দিকে মুখ ফিরাইয়া কুব্জা কহিল, "দাদা! শুভসংবাদ, কুমারী অদ্রিয়াণী পাগল নয়; এইমাত্র আমি তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আসিতেছি।"

"পাগল নয়?—কি সৌভাগ্য!"—এইরূপ বিস্ময়-উক্তি করিয়া ম্রিয়মাণ এগ্রিকোলা সানন্দনয়নে কুব্জার ম্রিয়মাণ বদন দর্শন করিলেন। কুব্জার হস্তধারণ করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "কি বলিতেছিলে?—সন্ধান পাওয়া গিয়াছে? বালিকারা কোথায় আছে? তুমি কি তাহাদিগকে দেখিয়াছ?"

কুব্জা।—দেখিয়াছি, দেখিয়াছি, বড় অসুখ! অতি কষ্টেই তাহারা রহিয়াছে।

আমি দেখিয়াছি, কিন্তু কথা কহিতে পারি নাই

আপন বক্ষে হস্ত ঘর্ষণ করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "বল, শীঘ্র বল, আমার দম বন্ধ হইতেছে, বক্ষঃস্থল লাফাইয়া উঠিতেছে। হায় হায়! বল, কে তাহাদিগকে চুরি করিয়াছে? কৌতুক আমাকে অনেকদূর আশ্বাস দিয়া আনিয়াছে; মেয়েদুটীকে দেখিতে পাইব, আবার বিলক্ষণ আশা জন্মিয়াছে"

কুব্জার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক এগ্রিকোলা কহিলেন, "পিতঃ! শুভদিন, শুভলক্ষণ আমি সব চতুর্দ্দিকেই শুভলক্ষণ দর্শন করিতেছি।"

পুত্রের বচনে তাদৃশ মনোযোগ না দিয়া প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় কুব্জাকন্যার হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক দাগোবার্ট কহিলেন, "চল বৎসে, চল, শীঘ্র চল, রোজী-বিলাসীকে শীঘ্র গিয়া আনি চল।"

এগ্রিকোলা।—(কুব্জার প্রতি) ভগ্নি! তুমি আমাদিগকে বাঁচাইলে। বৃদ্ধ পিতার হৃদয়ে শান্তিপ্রদান করিলে। কুমারী অদ্রিয়ানী কোথায়? কিরূপে তোমার সহিত দেখা হইল? কিরূপে তুমি তাঁহাকে চিনিলে?

কুব্জা।—দৈবগতিকে, দৈবঘটনায়। তুমি কেমন করিয়া এখানে আসিলে?

দাগোবার্ট।—(কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া) কৌতুক কেমন ব্যস্ত হইয়া ডাকিতেছে। এই খানে আসিয়া মাঝে মাঝে দাঁড়াইতেছে। এই খানেই কোন তত্ত্ব সন্ধান পাওয়া যাইবে। ঐ যে একখানা বাড়ী, ঐ বাড়ীর দিকে চাহিয়াই কৌতুক চীৎকার করিতেছে। আমি যেন বুঝিতেছি, ঐ বাড়ীতেই তাহারা আছে।

কুব্জা।—হাঁ পিতা, সন্ন্যাসিনীর মঠ। ঐ মঠেই আমি গিয়াছিলাম ঐ মঠেই আমি দেখিয়াছি। ঐ মঠেই মেয়ে দুটী বন্দিনী।

দাগোবার্ট।—তাহা আমি বুঝিয়াছি। মানুষ অপেক্ষা কুকুর ভাল। মানুষের মধ্যে কেবল তুমিই ভাল। বৎসে! এখনি আমি মেয়েদুটীকে খালাস করিব। আর বিলম্বে কাজ নাই, তুমি পথ দেখাইয়া চল।

কৌতুক ছুটিতেছে। বৃদ্ধবয়সে দাগোবার্ট ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। ভয় পাইয়া ব্যস্ত হইয়া এগ্রিকোলাকে কুব্জা কহিল,—"এগ্রিকোলা বারণ কর,—বারণ কর,—পিতাকে তুমি বারণ কর। মঠের ফটকে যেন আঘাত করেন না। সমস্তই মাটী হইয়া যাইবে।

যথার্থই সেইরূপ উপক্রম। ফটকে আঘাত করিবার নিমিত্ত দাগোবার্ট হস্ত উত্তোলন করিয়াছেন, এমন সময় এগ্রিকোলা পিতার নিকট ছুটিয়া গেলেন। হস্ত আকর্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, 'পিতঃ! দরজায় আঘাত করিবেন না। কুব্জা বলিতেছে, আঘাত করিলে সমস্তই মাটী হইয়া যাইবে।" বলিতে বলিতে কুব্জা সেইখানে দৌড়াইয়া গেল, মিনতি করিয়া কহিল, 'পিতা! এই ফটকের কাছে আমাদের থাকা হইবে না। এখনই উহারা ফটক খুলিতে পারে, খুলিলেই আমাদের দেখিতে পাইবে। সন্দেহ জন্মিবে। চলুন, আমরা একটু তফাতে—"

দাগোবার্ট।—সন্দেহ। উহারা আমাদের উপর সন্দেহ করিবে? কিসের সন্দেহ? উহারা চোর, চোরের উপরেই আমাদের সন্দেহ। চোর আবার কি সন্দেহ করিবে?"

কুব্জা।—না পিতা! মিনতি করি, এখানে আপনি দাঁড়াইবেন না। ব্যগ্রতা করি, একটু তফাতে চলুন।

এগ্রিকোলা।—হাঁ পিতঃ! কুব্জা যাহা বলিতেছে, তাহাই শ্রবণ করা উচিত। বিশেষ কারণ না থাকিলে, কুব্জা কখনই বাধা দিত না। অতি নিকটেই বলিবার্ট হাসপাতাল।

সে পথে কেহই চলে না। অতি নির্জ্জনস্থান; এক্ষেত্রে যাহা করা কর্ত্তব্য, সেইখানে যাইয়াই তাহা আমরা স্থির করিব, কেহই শুনিবে না।

দাগোবার্ট।—তোমাদের কোন কথাই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। বালিকারা ঐখানে আছে, আমি তাহাদিগকে লইয়া আসিব, কতক্ষণের মামলা? কে কি করিবে? দশ মিনিটের ধাক্কা।

কুবজা।—তা নয় পিতঃ, তা না। যাহা আপনি ভাবিতেছেন, তাহা ঠিক নয়। ব্যাপার গুরুতর। আপনি সরিয়া আসুন। লোকেরা কথা কহিতেছে আমি শুনিতে পাইতেছি।

এগ্রিকোলা।—আমিও শুনিতে পাইতেছি। আপনি সরিয়া আসুন। পরামর্শ করিয়া, বিবেচনা করিয়া যাহা হয় করা ভাল।

দাগোবার্ট একটু দূরে সরিয়া গেলেন। তিনজনে একত্র হইলেন। কৌতুক বুঝিল, দাগোবার্টকে [illegible] করা এগ্রিকোলার মতলব। সে মতলবটা [illegible] ভাল লাগিল না। যেখানে কার কুকুর, [illegible] সেই দাঁড়াইয়া রহিল, দুই তিনবার গর্জ্জন করিল। কেন ফিরিয়া যাইব, দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় [illegible] যেন ভাবিল। কিন্তু দাগোবার্ট তাহাকে ডাকিলেন না। তখন আর থাকিতে পারিল না, [illegible] করিয়া আসিয়া মনিবের পদতলে [illegible] পড়িল।

বেলা [illegible] টা। আকাশে তরল মেঘ। প্রবল বেগে বাতাস উঠিয়াছে। বায়ুবেগে আকাশের মেঘজাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। ব[illegible]র্ট হাসপাতাল সেই মঠোদ্যানের অদূরবর্ত্তী। সেদিকে লোকজন কেহই নাই। সেইদিকেই তাহারা চলিলেন। যাইতে যাইতে কুবজাকে লক্ষ্য করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন 'বল দেখি বৎসে, ব্যাপারখানা কি? অশান্ত অনলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।"

কুবজা।—বলিয়াছি, বালিকারা যে গৃহে বন্দিনী, সেই গৃহটা সন্ন্যাসিনীর মঠ।

দাগোবার্ট।—মঠ! সর্ব্বনাশ! তাহাই যেন আমি ভাবিতেছিলাম। আচ্ছা, হইলই বা মঠ, তাহাতেই বা কি? অন্য স্থান হইতে যতক্ষণের মধ্যে মেয়েদুটীকে আমি উদ্ধার করিতাম, মঠ হইতে খালাস করিতেও তদপেক্ষা বেশী সময় লাগিবে না।

কুবজা।—সত্য সত্য, কিন্তু মঠের লোকেরা চক্রান্ত করিয়া বলপূর্ব্বক মেয়েদুটীকে আটক করিয়াছে, সহজে ছাড়িবে না।

দাগোবার্ট।—ছাড়িবে না?—বল কি? নরকের কুকুর! আচ্ছা, আমি দেখিব।

এগ্রিকোলা।—(পিতার হস্তধারণপূর্ব্বক) পিতঃ! ক্ষণকাল ধৈর্য্যধারণ করুন। কুবজা কি কি বলে, সমস্তই শ্রবণ করা যাউক।

দাগোবার্ট।—কিছুই আমি শুনিব না। কি আর শুনিব? বালিকারা ঐখানে। দুই পা অগ্রসর হইলেই পাইব, ইহা আমি জানিতেছি। সহজেই হউক, অথবা ছল-কৌশলেই হউক অবশ্যই আমি উদ্ধার করিব। তুমি ছাড়িয়া দেও। এখনি আমি যাইব।

কুবজা।—পিতা! আমার কথা শুনুন। উদ্ধার করিবার সহজ উপায় আছে। সে উপায়ে, কিছুই গণ্ডগোল হইবে না। কুমারী অদ্রিয়াণী আমারে বলিয়াছেন, মঠের ভিতর বল প্রকাশ করিতে গেলেই সমস্ত চেষ্টা নষ্ট হইবে।

দাগোবার্ট।—কি তবে সে সহজ উপায়, বল। তোমার সহজ উপায় শীঘ্র শীঘ্র আমি শুনিতে চাই। বিলম্ব অসহ্য।

কুবজা।—কুমারী অদ্রিয়াণী আমার হস্তে একটী অঙ্গুরী দিয়াছেন।

দাগোবার্ট।—কে সে কুমারী অদ্রিয়াণী?

এগ্রিকোলা।—পরম দয়াবতী, মহা সম্ভ্রান্ত

মহিলা গৌরবিনী কুমারী। আমার আশ্রয়-দায়িনী বন্ধুকারিণী! তিনি জামীন দিয়া আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাঁহার কাছেও আমি একটা বিশেষ নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিতে অভিলাষ করি।

দাগোবার্ট।—আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা পরে শুনিবে। (কুবজার প্রতি) বল! অঙ্গুরীর কথা কি বলিতেছিলে? সে অঙ্গুরীতে কি হইবে? বল, শীঘ্র বল।

কুবজা।—অঙ্গুরীটী আপনি কাউণ্ট মণ্টাব্রণের নিকট লইয়া যাইবেন। ৭ নং রেন ডোন পাসে তিনি থাকেন তিনি কুমারী অদ্রিয়াণীর পরম বন্ধু। ইহার প্রতিপত্তি বিস্তর। অঙ্গুরী দেখিলেই তিনি বলিবেন, আপনি সেই কুমারীর নিকট হইতে আসিয়াছেন। সেণ্টমেরী মঠের সংলগ্ন পাগলা গারদে কুমারী অদ্রিয়াণী পাগলিনী বলিয়া বন্দিনী, একথাও আপনি তাঁহাকে বলিবেন মঠের মধ্যে মার্শেল সাইমনের কন্যারা অনিচ্ছায় বন্দিনী, একথাও আপনি অপ্রকাশ রাখিবেন না।

দাগোবার্ট আচ্ছা আচ্ছা। তাহার পর? তাহার পর কি হইল?

কুবজা।—তাহার পর কাউণ্ট মণ্টোব্রণ প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিবেন। অনিচ্ছায় বন্দিনীদিগকে খালাস করিতে ক্ষমতা-প্রাপ্ত কাউণ্ট মণ্টাব্রণ তাহাদিগকে জানাইবেন। কুমারী অদ্রিয়াণী আর মার্শেলের কন্যারা মুক্তিলাভ করিবেন কন্যারা পরশ্ব হয় ত—

দাগোবার্ট। (ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া) মরুক তোমার হয় ত। বলা বা পরশ্ব হয় ত। কোথাকার পাগলের বকা। আমি এই মুহূর্তেই মেয়ে দুটীকে আমি চাই। কল্য কিম্বা পরশ্ব। তাহাতে আমার কি কাজ?

রাখ তোমার অঙ্গুরী। আমার কাজ আমি আপনি করিব। দাঁড়াও তোমরা এইখানে। আমি চলিলাম।

এাগ্রিকোলা।—(হস্তধারণ করিয়া) পিতঃ! পিতঃ! আপনি করেন কি? সন্ন্যাসিনীর মঠ। ইহা কি আপনি ভুলিতেছেন?

দাগোবার্ট।—তুমি দুধের বালক, তুমি কি জান? সন্ন্যাসিনীর মঠ, সন্ন্যাসিনীর মঠ। পৃথিবীর সমস্ত মঠ আমার নখাগ্রে। স্পেন রাজ্যে শত শতবার মঠের চক্র আমি ভঙ্গ করিয়াছি। এখানেও তাহাই করিব। অগ্রে ভালমানুষ হইব, দ্বারে সাক্ষাত করিব, দরোয়ান বাহির হইবে। কি আমি চাই, জিজ্ঞাসা করিবে। আমি কথা কহিব না। সে আমাকে বাধা দিবে, তাহা আমি শুনিব না; সরাসর চলিয়া যাইব। মঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আগাগোড়া দেখিব। আমার মেয়েদের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিব

কুবজা।—মঠের মধ্যে সন্ন্যাসিনী আছেন।

দাগোবার্ট।—আছে আমি জানি। থাকে অনেক সন্ন্যাসিনী। সকলকেই আমি জানি। টাবাচাবা পাখীর ঝাড়ের মত কাঁ্যা ব্যা করিয়া তাহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিবে। আমি চাহিয়াও দেখিব না। রোজী-বিলাসীর নাম ধরিয়া ডাকিব। তাহারা শুনিবে, উত্তর করিবে। দরজা যদি বন্ধ থাকে, সম্মুখে যাহা পাইব, তাহারই আঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে তাহাদের দুইজনকে বাহির করিব।

কুবজা।—সন্ন্যাসিনী বাহির হইবে। সন্ন্যাসিনীরা বাধা দিবে।

দাগোবার্ট।—সন্ন্যাসিনীর বাধা?—কিসের বাধা? চীৎকার করিবে? আমি শুনিব না। দরজা আমি ভাঙ্গিব। মেয়ে-দুটীকে কোলে করিয়া বাহির হইবে। সদর দরজা

যদি বন্ধ থাকে, সেটাও ভাঙ্গিয়া ফেলিব। আর কি? ছাড়িয়া দাও। এইখানে তোমরা দাঁড়াও। দশ মিনিট মাত্র। একখানা গাড়ী এইখানে প্রস্তুত রাখ।

এগ্রিকোলা।—আপনি যদি বলপূর্ব্বক মঠের মধ্যে প্রবেশ করেন, আইন আপনাকে ধরিবে, তাহা হইলে এই সমস্ত নষ্ট হইবে।

কুব্‌জা।—মঠের মধ্যে পুরুষও আছে আমি যখন বাহির হইয়া আসি, তখন দেখিয়াছি, দ্বারবান আপন বন্দুকে গুলী পুরিতেছে। উদ্যানে মালী তীক্ষ্ণধার কাস্তের কথা বলিতেছে। অস্ত্রধারী হইয়া রাত্রিতে তাহারা দুইবার রোদ ফিরিবে, একথাও শুনিয়া আসিয়াছি।

দাগোবার্ট।—দ্বারবানের বন্দুক আর মালীর কাস্তের ভারী ভয়!

এগ্রিকোলা।—আমার আর একটী কথা। মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া আপনি তাহা শ্রবণ করুন। দরজায় আপনি আঘাত করিলেন, দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দ্বারপাল বাহির হইল, আপনার কি দরকার এ কথা জিজ্ঞাসা করিল। আপনি তখন কি উত্তর দিবেন?

দাগোবার্ট।—আমি বলিব, মঠেশ্বরীর সহিত কথা আছে। এই কথা বলিয়াই মঠের ভিতর চলিয়া যাইব।

কুব্‌জা।—মঠে আপনি প্রবেশ করিবেন। প্রাঙ্গন পার হইয়া দ্বিতীয় দরজায় পৌছিবেন; সে দরজাও বন্ধ থাকে। একজন সন্ন্যাসিনী আসিবে। কেন আপনি গিয়াছেন, সে কথা না বলিলে সন্ন্যাসিনী কদাচ দরজা খুলিবে না।

দাগোবার্ট।—তাহাকেও বলিব, মঠেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন।

কুব্‌জা।—সন্ন্যাসিনী আপনাকে চেনে না। দিল। সে উপরে গিয়া মঠেশ্বরীকে সংবাদ দিবে। ঠাকুরকে

দাগোবার্ট।—বেশ, সংবাদ দিলই যা, তাহা হইলে কি হইবে?

কুব্‌জা।—তিনি নামিয়া আসিবেন।

দাগোবার্ট।—বেশ। আসিলেনই বা, ভালই ত, আসিয়া কি করিবেন?

কুব্‌জা।—জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আপনি কি চান?

দাগোবার্ট।—কি আমি চাই? এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে? আমি তাহার মুণ্ড চাই! আমি চাই আমার মেয়েদের।

কুব্‌জা।—মেয়েরা মঠের মধ্যে বন্দিনী। তাহাদের অনিচ্ছায়, আপনারও অনিচ্ছায়। তাহারা ছাড়িবে না। সেই কারণে আপনার জন্য তাহারা সতর্ক হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে কি আপনি সন্দেহ করেন?

দাগোবার্ট।—সন্দেহ কি? নিশ্চয়ই। আমি জানি, তাহারা খুব সতর্ক। ঐ কাজ করিবে বলিয়াই তাহারা আমার স্ত্রীর মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল।

কুব্‌জা।—ইহা আপনি জানেন। তবেই ভাবুন মঠেশ্বরী বলিবেন, আপনার কথা তিনি বুঝিলেন না, মেয়েরাও মঠে নাই।

দাগোবার্ট।—আমি বলিব, আছে। সাক্ষী আমার কুব্‌জা কন্যা আর আমার প্রিয় কুকুর কৌতুক।

কুব্‌জা।—মঠেশ্বরী বলিবেন, তিনি আপনাকে চেনেন না। কোন কথার জবাব দিতেও বাধ্য নহেন। দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবেন।

দাগোবার্ট।—তৎক্ষণাৎ আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিব। শেষকালে আর একজন আসিবে? খুলিবেন, এইরূপ করিব। বজ্রপাত দেখিলাম, ইংরেজী অক্ষরে দেও।

C—তারিখ ১২ নভেম্বর ১৮৩..

দরোয়ান ছুটিয়া গিয়া পুলিসে সংবাদ দিবে, পুলিস আসিবে, মোকদ্দমার অগ্রে আপনাকে গ্রেপ্তার করিবে।

কুব্জা।—ভাবুন, তখন আপনার বালিকাদের দশা কি হইবে?

দাগোবার্ট অপ্রাজ্ঞ নহেন। পূর্ব্বাপর সমস্তই তিনি বুঝিতে পারেন। পুত্রের প্রবোধে, কুব্জার অনুনয়ে পরিণাম তিনি বুঝিলেন। কিন্তু উপায় কি? রজনী প্রভাত হইবার অগ্রেই কন্যা দুটীকে পাইতেই হইবে, না পাইলেই নয়, এই সকল চিন্তা করিয়া বারম্বার তিনি ললাটে হস্তঘর্ষণ করিলেন। নিকটে একখানা পাথরের বেঞ্চ ছিল চিন্তার দায়ে সেই বেঞ্চের উপর তিনি বসিয়া পড়িলেন। পার্শ্বে বসিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "পিতঃ! হতাশ হইবেন না। কুব্জা যাহা বলিয়াছে, তাহাই করুন, অঙ্গুরীটী লইয়া সেই কাউণ্টের কাছে যান। কল্য কিম্বা পরশ্ব, তিনটী বন্দীই নির্ব্বিরোধে মুক্তি পাইবে।"

ফ্রাঙ্কুইন ষ্ট্রীটে উপস্থিত করিতে হইবে? তথাকার বাটীতে?

দাগোবার্ট।—হাঁ, ৩ নম্বরে। তুমি কি করিয়া ঐ নম্বর জানিতে পারিলে?

এগ্রিকোলা।—একটী তাম্রদস্ত পদকে ঐ নম্বর লেখা আছে। তারিখও লেখা আছে।

দাগোবার্ট।—(সমধিক বিস্ময়ে) একথা কে তোমাকে বলিল?

এগ্রিকোলা।—কে বলিল?—হাঁ, একটু চিন্তা করিয়া বলিতেছি। (কুব্জার দিকে চাহিয়া) ভগ্নী! তুমি না এইমাত্র আমাকে বলিতেছিলে, কুমারী অদ্রিয়াণী পাগল নয়।

কুব্জা।—সত্যই কুমারী পাগল নয়। তিনি বাহিরে কাহারও সহিত কথা কহিতে পারেন, কিম্বা পত্র লিখিয়া সংবাদ দিতে পারেন, সেই স্বাধীনতা হরণ করিবার অভিপ্রায়েই তাহারা তাঁহাকে বন্দিনী করিয়াছে মিথ্যা মিথ্যা পাগল বলিয়া পাগ্‌লা-গারদে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে। কুমারী স্বয়ং ন, মার্শেল সাইমনের নও এক মহা গুপ্ত চক্রে ...রে অবরুদ্ধ।

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ...ই বুঝিতেছি। মার্শেল আগামী কল্য সেণ্ট

জান? কল্য প্রাতঃকালে তাহাদিগকে সেণ্ট ফ্রাঙ্কুইস্-বাটীতে উপস্থিত করিতে হইবে। যদি আমি উপস্থিত করিতে না পারি, যদি আমি ইহাতে অকৃতকার্য্য হই—বৎস! তাহা হইলে আমি পাপী হইব। তাহাদের স্বর্গবাসিনী জননী মৃত্যুকালে আমাকে ... কর্ত্তব্য ... করিয়া গিয়াছেন, নিঃসন্দেহ ... পরশ্ব হইতে ... পাপ আমার ... কল্য ... এই ... ভীদিকে আমি চাই। কল্য ... পরশ্ব! ... কাজে আমার কি কাজ?

বাধ... না। কো...

ফ্রাঙ্কুইন ষ্ট্রীটের ৩ নম্বর বাটীতে যে কারণে উপস্থিত হইবেন, কুমারী অদ্রিয়াণী সেই কারণে সেই উপলক্ষে সেই স্থানে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বোধ হয় এ তত্ত্ব তিনি স্বয়ং অবগত নহেন।

কুব্জা।—তাঁহাকে উপস্থিত হইতে হইবে, অথচ তিনি স্বয়ং ইহা জানেন না, হা কি প্রকারে সম্ভব?

এগ্রিকোলা।—কল্য তিনি মুক্তিলাভ

পদকে দেখিলাম, সেন্ট ফ্রান্‌সিস্ ষ্ট্রীট নম্বর ৩, তারিখ ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩২।

দাগোবার্ট।—(ব্যগ্রভাবে) সেই শীলকরা লেফাপা খোলা হয় নাই?

এগ্রিকোলা।—না। খোলা হয় নাই। অথগুমোহর দেখিয়াই আমি বুঝিলাম। সে পত্র অদ্রিয়ানী প্রাপ্ত হন নাই।

দাগোবার্ট। তাহার পর? পত্র আর পদক লইয়া তুমি কি করিলে?

এগ্রিকোলা।—কিছুই করিলাম না। যেখান হইতে পড়িয়াছিল সেখানে তুলিয়া রাখিলাম। কক্ষটী পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া দিলাম। কুমারীকে অবিলম্বেই ইহা জানাইব, তৎক্ষণাৎ আমার সেই সঙ্কল্প হইল। ঠিক সেই অবসরে পুলিশ সেই চোরা কামরায় প্রবেশ করিয়া আমাকে গেপ্তার করিল। তদবধি কুমারীকে আর আমি দেখিতে পাই নাই। কুঞ্জর নামে একখানি পত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম, বিশেষ তাহাতেও কোন ফল হয় নাই।

দাগোবার্ট।—মার্শেল সাইমনের কন্যারা যেরূপ পদক ধারণ করে, সেই পদকটীও ঠিক সেইরূপ, ইহা তুমি কি প্রকারে বুঝিলে?

এগ্রিকোলা। বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। অবিকল একরূপ বিশেষতঃ গুপ্তস্থলে আমি লুকাইবার অগ্রে কুমারী আমাকে বলিয়াছিলেন, মার্শেলের কন্যারা তাঁহার ভগ্নী হয়।

দাগোবার্ট (সবিস্ময়ে) কুমারী অদ্রিয়ানী? সেই কুমারী অদ্রিয়ানী তোমার রোজী-বিলাসীর ভগ্নী? বল কি বাপ?

কুঞ্জ।—হাঁ পিতা, কুমারী এইমাত্র আমাকেও সেই কথা বলিয়াছেন।

দাগোবার্ট।—(পত্রের মধ্যে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক)

"কেন আমি মেয়ে দুটীকে আজ এখনি খালাস করিতে এত ব্যগ্র, এখন তাহা তুমি বুঝিলে? তাহাদের জননী মৃত্যুকালে, আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, একদিন যদি বিলম্ব হয়, মেয়ে দুটীর ভবিষ্যৎ আশা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। হয় ত কল্য কিম্বা পরশ্ব, এ কথা শুনিয়া আমি অস্থির কেন, এখন তাহা তুমি বুঝিতে পারিলে; আজ রাত্রেই আমি বালিকাদের উদ্ধার করিব। মঠে যদি আগুন দিতে হয়, তাহাতেও আমি পেছু-পা হইব না।

এগ্রিকোলা।—কিন্তু পিতা। মঠে আগুন দিলে কিম্বা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইলে—

দাগোবার্ট।—থামো, থামো, সব আমি বুঝিয়াছি। তোমার মাতার গুরুজীর নামে নূতন অভিযোগ আনিবার জন্য আজ আমি আবার পুলিস মাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়াছিলাম। তিনি সাফ জবাব দিলেন, কোন প্রমাণ নাই। আমি কিছু করিতে পারিব না।

এগ্রিকোলা।—এখনও প্রমান আছে। মেয়ে দুটী কোথায় বন্দিনী, তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। অনিচ্ছায় কয়েদ, ইহা যখন জানা হইল, তখন আর ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ কি চাই? জগতের সমস্ত মঠে যতগুলি অধিষ্ঠাত্রী সন্ন্যাসিনী আছেন, তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা আইন বলবান পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট কদাচ ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

কুঞ্জ।—বিশেষতঃ কুমারী অদ্রিয়ানীর বন্ধু কাউণ্ট মন্টোরণ একজন প্রতিপত্তিশালী মহৎ লোক। তাঁহাকে আপনি বলিবেন, মেয়ে দুটীকে আর সেই গৌরবিনী কুমারটীকে আজ রাত্রেই খালাস করা চাই। আইনের ক্ষমতা যাহারা পরিচালন করেন, হেতু প্রদর্শন করিয়া তিনি অবশ্যই তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিবেন।

তাহা হইলেই আজ রাত্রের মধ্যে মেয়েরা আপনার কোলে আসিবে।

এগ্রিকোলা।—এই কথাই ঠিক। আপনি সেই কাউণ্টের কাছে যান। আমিও আর একবার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যাই। গিয়া বলি, সেণ্টমেরী মঠে মেয়ে দুটি আছে। (কুঞ্জার দিকে চাহিয়া) ভগ্নি! তুমি ঘরে যাও। শীঘ্রই আমরা গৃহে গিয়া একত্র মিলিত হইব।

দাগোবার্ট।—(কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে তাহাই হউক। তোমার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করি। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট যদি তোমাকে বলেন, রজনীপ্রভাত না হইলে আইন অনুসারে কার্য্য করিতে পরিবেন না, কাউণ্ট মণ্টোব্রণ আমাকেও যদি সেই কথা বলেন, তাহা হইলে আমি কি করিব? প্রভাতকাল পর্য্যন্ত আমি কি বুকে হাত বাঁধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব?

এগ্রিকোলা।—এমন হইবে না। আসল কথা তাঁহারা এপর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। যুক্তি দেখাইয়া বুঝাইয়া দিলে অবশ্যই তাঁহারা বুঝিবেন। আইনে যাঁহারা বাধ্য, তাঁহারা বেআইনে কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হন।

দাগোবার্ট।—আচ্ছা, আইনের বলাবল পরীক্ষা করিব। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তুমি যাও, আমিও কাউণ্টের কাছে যাই। (কুঞ্জার প্রতি) অঙ্গুরীটী আমাকে দাও, ঠিকানাটী আর একবার বল।

কুঞ্জা।—কাউণ্ট মণ্টোব্রণ বেনডম্ প্লেস, নম্বর ৭। কুমারী অদ্রিয়াণী দ্বারা আপনি প্রেরিত। ইহা যেন স্মরণ থাকে।

দাগোবার্ট।—এইবার আমার স্মরণ থাকিবে। তুমি গৃহে যাও। অবিলম্বে আমরা ফিরিব।

এগ্রিকোলা।—হাঁ পিতা, এই সঙ্কল্পই ভাল। রাজ্যের আইন নিশ্চয়ই সাধুলোকদিগকে রক্ষা করে, ইহা আপনি দেখিবেন, ইহা আপনি স্থির বিশ্বাস করিবেন।

দাগোবার্ট।—বেশ কথা! কিন্তু আইন যদি সাধুগণকে রক্ষা না করে, সাধুগণ তবে আপনারাই আপনাদিগকে রক্ষা করিবে। এখন আমি চলিলাম।

* * * *

দাগোবার্ট গেলেন কাউণ্ট মাণ্টোব্রণের উদ্দেশে; এগ্রিকোলা গেলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে; কুঞ্জা গেল আপনাদের বাসগৃহে। সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছিলেন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, রাত্রিকাল আসিয়াছে। ঘোর অন্ধকার রাত্রি।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বগৃহে সম্মিলন।

রাত্রি আটটা। সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ হইতেই আকাশে মেঘোদয় হইয়াছিল। বাতাস উঠিয়াছিল। বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারে বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। গৃহিণী গৃহে নাই। দাগোবার্টের পত্নীর গৃহে অবাধে জলঝড় প্রবেশ করিতেছে। দ্বার—গবাক্ষ উত্তমরূপে বন্ধ করা ছিল না, ঘরের ভিতর জল গিয়াছে, কাদা গিয়াছে। গৃহিণী আপনার যৎসামান্য আসবাব-পত্রগুলি পরম যত্নে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। গৃহিণী গৃহে নাই, এখন সেই

সকল জিনিসের উপর রাশীকৃত ধূলা জমিয়াছে। শয্যা বস্ত্র অপরিষ্কার ধূলায় পরিপূর্ণ; সমস্তই আলু থালু; কোন বস্তুরই শৃঙ্খলা নাই। গৃহিণী অভাবে গৃহের যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, কুব্জা-কন্যা সেই রাত্রে গিয়া তাহাই দর্শন করিল. গৃহে আলো নাই, অগ্নি নাই, কাষ্ঠ-কয়লা কিছুই নাই;—অন্ধকারে কুব্জা। আহা! অনাহারে অনিদ্রায় কুব্জা কাতরা। কোথায় শুইবে? শয়ন করা হইল না। একখানি চেয়ারের উপর কুব্জা গিয়া বসিল; ঢুলিয়া ঢুলিয়া অন্ধকারেই ঘুমাইয়া পড়িল। মুখখানি বুকের উপর কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঝুলিয়া আসিল। নিদ্রা আসিতেছে, কিন্তু নিদ্রা নয়; থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে। ঝঞ্ঝাবায়ু অনুক্ষণ গৃহগবাক্ষে আঘাত করিতেছে; তদ্ভাবলে চমকিয়া চমকিয়া কুব্জাকন্যা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। দাগোবার্ট আসিলেন কি না, এগ্রিকোলা ফিরিলেন কি না, অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে এক একবার চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ সুন্দর মুখখানি বুকের উপর ঝুলিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছে।

চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে কেবল বায়ুবিতাড়ণ-ধ্বনি আর বৃষ্টিপতনের অস্পষ্ট ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। হঠাৎ সিঁড়ির পথে ধীর মন্থর পদশব্দ কুব্জাকন্যার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। দাগোবার্ট প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বারিসিক্ত কুক্কুর কৌতুক।

কুব্জা চমকিয়া উঠিল। চেয়ার হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দাগোবার্টের নিকটবর্ত্তিনী হইল। মহা আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "পিতা পিতা! শুভসংবাদ আনিয়াছেন? আপনি কি সেই"—বলিতে বলিতে কুব্জা আর বলিতে পারিল না। দাগোবার্ট কথা কহিলেন না। কুব্জা তাহার নিকটে, বোধ হয় তাহাকে দেখিতেও পাইলেন না। পকেটে দিয়াসলাই ছিল, কম্পিত হস্তে তিনি একটী বাতী জ্বালিলেন। ক্লান্ত হইয়া, টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া দুই হস্তে মুখ চাপিয়া তিনি একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিলেন; কিয়ৎক্ষণ গৃহের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলেন, আপনা আপনি মৃদুস্বরে কহিলেন, "আর কি হাঁ, অবশ্যই করিব, অবশ্যই তাহা করিতে হইবে।"

পুনরায় পরিভ্রমণ। গৃহমধ্যে কি যেন অন্বেষণ করিতেছেন, একভাবে দাগোবার্ট ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। দুই ফুট দীর্ঘ, একটা লোহার শিক তাহার নয়নগোচর হইল। ব্যস্ত হস্তে সেই শিকটা তুলিয়া লইলেন; কতভারি কেমন শক্ত একবার পরীক্ষা করিয়া দেয়ালের উপর রাখিয়া দিলেন। তখন পর্য্যন্ত কুব্জাকে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন কি না, কুব্জা তাহা বুঝিল না। তাঁহার চাঞ্চল্য দর্শনে কুব্জা নীরবে ভয়ে ভয়ে তাঁহার গতিক্রিয়া দেখিতে লাগিলেন। দাগোবার্ট; আপন বস্ত্রাধার হইতে একজোড়া পিস্তল বাহির করিলেন, দেখিয়া কুব্জার অত্যন্ত ভয় হইল। আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সভয়ে চীৎকারে বলিয়া উঠিল—"পিতা, পিতা, আপনি কি করিতেছেন?"

এতক্ষণের পর দাগোবার্ট যেন কুব্জাকে প্রথম দেখিলেন। ত্বরিতস্বরে কহিলেন, "বৎসে, তুমি আছ? তুমি আসিয়াছ রাত্রি কত?"

কুব্জা উত্তর করিল—"এই সবে গীর্জ্জার ঘড়ীতে আটটা বাজিল।"

কুব্জার কথায় উত্তর না দিয়া দাগোবার্ট আপন মনেই মৃদুস্বরে কহিলেন সবে আটটা! আচ্ছা। এখনও বিলম্ব!

পিস্তল দুটী শিকের কাছে রাখিয়া দাগোবার্ট আবার চিন্তামগ্ন হইলেন। আবার পূর্ব্ববৎ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ভয়ে ভয়ে কুব্জ কন্যা প্রশ্ন করিল, সংবাদ কি তবে ভাল নয়?'

না।" তারস্বরে এই একমাত্র 'না' দিয়াই সৈনিক বীরপুরুষ এমন তীব্র নয়নে কুব্জার দিকে চাহিলেন যে, কুব্জা আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিল না, একধারে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া চক্ষু রহিল দাগোবার্টের গতিক্রিয়ার দিকে। রসনা নীরব। কুব্জবটী সেই সময় ধীরে ধীরে কুব্জা[illegible] কাছে গিয়া জানুর বসন চাটিতে আরম্ভ করিল। তাহারও চক্ষু রহিল দাগোবার্ট [illegible] কন্যার দিকে।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া দাগোবার্ট মসনদের [illegible] সমীপে গিয়া দাঁড়াইলেন। শয্যা হইতে [illegible]ন চাদর তুলিয়া লইলেন। মাপে কত হাত [illegible] লম্বা দিক তাহা মাপিলেন। কুব্জার নিকট [illegible] একখানা কাঁচি চাহিয়া লইয়া [illegible] কহিলেন, "[illegible] জোর করিয়া টানি [illegible]"

চাদরের [illegible] দাগোবার্টের নিজের হস্তে রহিল, [illegible] একটা দিক কুব্জা খুব জোর করিয়া টানিয়া [illegible]। কাঁচি দিয়া দাগোবার্ট সেই চাদরখানা [illegible] চারি খণ্ড করিলেন। চারি খণ্ডই [illegible] পাকাইয়া সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থী দিয়া বাঁধিলেন। পাক খুলিয়া না যায়, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে ফিতা জড়াইয়া আটকাইয়া বাঁধিলেন। লম্বা একগাছা দড়ী প্রস্তুত হইল। দীর্ঘে [illegible], প্রায় বিশ ফিট। সেই বসনরজ্জুটী খাটের উপরে রাখিয়া বীরপুরুষ যেন আবার কি [illegible] করিতে লাগিলেন। আপনা আপনি কহিলেন, "একটা হুক চাই।"

কুব্জা তাঁহার কথা শুনিতেছে, কথা অনুসারে কাজ করিতে কিন্তু ভয় তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে না। ভয়ে ভয়ে কুব্জাকন্যা পুনরায় কহিল 'এগ্রিকোলা এখনও আসিতেছেন না। বোধ হয়, শুভসংবাদ আনিবেন। বিলম্বেই শুভসংবাদ আইসে।'

প্রফুল্লস্বরে দাগোবার্ট কহিলেন, 'হাঁ হাঁ, তাই বটে। আমিও যেমন শুভসংবাদ আনিয়াছি, এগ্রিকোলাও সেইরূপ শুভসংবাদ আনিবে, কিন্তু আমার একটা হুক চাই'

কথা কহিলেন, অথচ দাগোবার্টের চক্ষু ঘুরিতেছে চতুর্দিকে। [illegible] একটা [illegible] ব্যাগ দেখিতে পাইলেন। ব্যাগটী এগ্রিকোলার স্বহস্তে নির্ম্মিত। স্বহস্তে সেই ব্যাগটী লইয়া, কুব্জাকে তিনি কহিলেন, ঐ লোহার শিক, আর কাপড়ের দড়া এই ব্যাগের মধ্যে দিয়া যাইবার সুবিধা হইবে।'

কম্পিত হস্তে আজ্ঞাপালন করিয়া কম্পিতস্বরে কুব্জা কহিল, 'এখনই কি আপনি বাহির হইবেন? এগ্রিকোলার সঙ্গে দেখা না করিয়াই কি চলিয়া যাইবেন? শীঘ্র তিনি আসিতে পারেন। আমার বোধ হয়, যেন সুসংবাদ।"

চঞ্চলার মুখের দিকে চাহিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, এখন যাইব না। এগ্রিকোলা আসুক। রাত্রি দশটার পূর্ব্বে আমি যাইব না। এখনও সময় আছে। নিরাশ হইতে হইবে, তা কি।"

কুব্জা। পিতা। তবে কি সকল আশাই গিয়াছে?

দাগো। কিছুই যায় নাই। আমার অন্তরে পূর্ণ আশা রহিয়াছে। অপরে কিন্তু পূর্ণ করিবে না, আমি নিজেই পূর্ণ করিব।

এই কথা বলিয়া বীরবর সেই ব্যাগের মুখ বন্ধ করিলেন, দেরাজের উপর পিস্তল রাখিয়াছিলেন, তাহার পার্শ্বে ব্যাগটী রাখিয়া

দিলেন,—স্তম্ভিত স্বরে কহিলেন, "এগ্রিকোলা যদি দশটার মধ্যে না আইসে, তবে আমি একাকীই যাইব। পথে আমি কিন্তু অমঙ্গল দেখিয়াছি।"

কুক্কা।—অমঙ্গল কি? অযাত্রা? লোকে কিন্তু অযাত্রাকে ভয় করে। অনেকের কাধ্যে অমঙ্গল অযাত্রার ফল ফলে।

দাগো।—কথা সত্য। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা ঐ কথাই বলেন। আমি কিন্তু বৃদ্ধা নই; তথাপি যাহা আমি দেখিয়াছি তাহাতে আমার প্রাণ চমকিয়াছে।—ভয়ে নয়, রাগে আমি চমকিয়া উঠিয়াছি

কুক্কা।—কি অলক্ষণ দেখিয়াছেন?

দাগো।—বলিব, বলিব। সময় কাটাইবার মন্ত্র চাই। ঐ—ঐ না কি বাজিল? আধ ঘন্টা বুঝি?

কুক্কা।—হাঁ পিতা! আধ ঘন্টা। ঘড়ীতে সাড়ে আটটা বাজিল।

দাগো।—এখনও দেড় ঘন্টা বাকী। শোন তবে অলক্ষণের কথা। পথে আমি আসিতেছিলাম, একটা দেয়ালের গায়ে রক্তবর্ণ অক্ষরে লেখা একখানা ইস্তাহার দেখিলাম। তাহার উপর ছবি আঁকা;—একটা কৃষ্ণবর্ণ বাঘিনী একটী শ্বেত অশ্বকে গ্রাস করিতেছে। দেখিয়াই আমার চক্ষে জল আসিল। জর্ম্মনীর সরাইখানার একটা কালবাঘিনী আমার সেই প্রিয়তম বৃদ্ধ শ্বেত অশ্বটী মারিয়া ফেলিয়াছে। সেই অশ্বটীর নাম ছিল রসিক।

রসিকের নাম শুনিবামাত্রই কুকুর কৌতুক মুখ উঁচু করিয়া গুনগুন্ ধ্বনিতে যেন ক্রন্দন করিল। চমকিত হইয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "কৌতুক! বৃদ্ধবন্ধুকে তোমার মনে আছে?"

প্রশ্নশ্রবণে কৌতুক পুনর্ব্বার গুনগুন্ ধ্বনিতে ক্রন্দন করিল; প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া যেন বলিল, "ভুলিতে পারিব না।"

কৌতুকের ভঙ্গী দেখিয়া দাগোবার্ট কাতর হইলেন; কিন্তু পরিচয় দিতে ক্ষান্ত হইলেন না। অশ্রুমার্জ্জন করিয়া কহিলেন, "সেই ইস্তাহারের নিকটে আমি অগ্রসর হইলাম। পড়িয়া দেখিলাম, সেখানে বাঘওয়ালা মোরক জর্ম্মনী হইতে পারিসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখানে একটা সিংহ ও ব্যাঘ্রের খেলা দেখাইবে। প্রকাণ্ড একটা সিংহ, বৃহৎ একটা ব্যাঘ্র। যবদ্বীপের অরণ্য হইতে ধৃত একটা ভয়ঙ্করী কালবাঘিনী। উঃ! সেই কালবাঘিনী চারি মাস পূর্ব্বে আমার অশ্বটীকে ভক্ষণ করিয়াছে। কেবল তাহাই নয়, বাঘিনীর অধিকারী সেই মোরক আরও অধিক ভয়ঙ্কর। তাহার কুচক্রে দুটী মাতৃহীনা বালিকা সমভিব্যাহারে লিপ্জিগের কারাগারে আমি কয়েদ হইয়াছিলাম।"

কুক্কা।—ওঃ! সেই ভয়ঙ্কর লোক পারিসে আসিয়াছে? সে কি আবার তোমার অপকার করিতে চায়? পিতা! তুমি সাবধান হও, যথার্থই ওটা অযাত্রা, যথার্থই অমঙ্গল।

দাগো।—অযাত্রাই হউক, অমঙ্গলই ঘটুক তাহাকে আমি দেখিব। যদি তাহাকে আমি ধরিতে পারি, পূর্ব্ব অপকারের শোধ লইব।

কথা হইতেছে, এমন সময় দ্রুতপদে এগ্রিকোলা প্রবেশ করিলেন। পুত্রের বিষণ্ণ বদন দর্শন করিয়াই দাগোবার্টের আশা উড়িল। চঞ্চলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এগ্রিকোলা বৎস! কি সংবাদ?"

এগ্রিকোলা।—(সক্রোধে) এই রকমে লোক পাগল হয়। দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

দাগো।—(কুক্কার প্রতি) শুন বৎসে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক।

এগ্রিকোলা।—পিতা! কাউন্ট মণ্টোব্রণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

দাগো।—না। তিন দিন হইল, তিনি এখান হইতে লোরেননগরে গমন করিয়াছেন। আমার শুভ সংবাদ এই। তোমার শুভ-সংবাদ কিরূপ? শীঘ্র বল, এই সবে সাড়ে আটটা, সময় আছে অগ্রে তুমি কোথায় গেলে?

এগ্রিকোলা।—পুলিস-মাজিষ্ট্রেটের নিকট।

দাগো। তিনি কি বলিলেন?

এগ্রিকোলা।—যথেষ্ট অনুগ্রহ। স্থির কর্ণে তিনি আমার সকল কথা শুনিলেন, শেষকালে উত্তর করিলেন, বালিকারা ধর্ম্ম মঠে আশ্রয় পাইয়াছে, তথা হইতে শীঘ্র তাহাদিগকে বাহির করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। বিশেষতঃ তোমার এজাহার শুনিয়া ধর্ম্মশালার পবিত্রতা নষ্ট করিতে আমি প্রস্তুত নহি। কল্য আমি উপরওয়ালাদিগের প্রতি রিপোর্ট করিব, তাঁহারা যরূপ হুকুম দিবেন, তদনুসারে কার্য্য করিব। ইহাই তিনি বলিলেন।

দাগো।—ঠিক, ঠিক। ইহা ভিন্ন আর কি? ইহা ভিন্ন আর কি আশা করা যায়? মামলা মুলতুবী করাই ত মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য।

এগ্রিকোলা।—সে উত্তর শুনিয়াও আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আজ রাত্রেই মেয়ে দুটীকে খালাস করা আবশ্যক। কল্য প্রাতঃকালে তাহাদিগকে সেণ্টফ্রাঙ্কইস্ ষ্ট্রীটে উপস্থিত করিতে হইবে, নতুবা তাহাদের ক্ষতির সীমা থাকিবে না।" মাজিষ্ট্রেট উত্তর করিলেন, "বড়ই দুঃখিত হইলাম। তোমার এজাহারে অথবা তোমার পিতার এজাহারে আমি কার্য্য করিতে পারিব না। কেন না, তোমাদের সহিত সে বালিকা দুটীর কোন প্রকার নিকট সম্বন্ধ নাই। থাকিলেও আমাকে আইন অনুসারে কার্য্য করিতে হইত। আইন অনুসারে কার্য্য করিতে বিলম্বও হয়, আড়ম্বরও অনেক। আমরা তাহা পালন করিতে একান্ত বাধ্য।"

দাগো।—ঠিক কথা। আমরা কাপুরুষ হইব,—কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক হইব, তাহাতে কোন দোষ নাই। মাজিষ্ট্রেট যাহা বলিবেন, মাথা হেঁট করিয়া তাহা পালন না করাই দোষ।

কুক্কা।—কুমারী অড্রিয়ানীর কথা তুমি মাজিষ্ট্রেটকে বলিয়াছিলে?

এগ্রিকোলা।—বলিয়াছিলাম; তাহাতেও সেই ফল। মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তোমার এজাহারের পোষকতার অন্য কোন প্রমাণ নাই। অন্যলোকের মুখে তুমি শুনিয়াছ, কুমারী অড্রিয়ানী পাগল হয় নাই। সকল পাগলেই বলে, আমরা পাগল নই। এই সকল হেতুবাদে একজন সম্ভ্রান্ত ডাক্তারের বাতুলাবাসে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন না। তিনি রিপোর্ট করিবেন বলিয়াছেন। আইনের উপদেশ মান্য করিবেন।"

দাগো।—আমি এখন নিজের আইন মান্য করিব। তুমি আসিয়া ঐ সব কথা বলিবে, ইহাও আমি জানিতাম। তথাপি দুর্ভাগ্য-বশতঃ স্থির হইয়া অত কথা আমি শুনিলাম।

এগ্রিকোলা।—আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে কিন্তু নানা বিপদ সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

দাগোবার্ট।—মাজিষ্ট্রেট তবে তোমাকে বলিয়াছেন, মেয়ে দুটীকে আজ রাত্রে আমরা পাইব না। আইনানুসারে কল্য প্রাতঃকালেও তিনি খালাস দিতে পারিবেন না?

এগ্রিকোলা।—তাঁহার কথার অর্থ তাহাই। আইনের চক্ষে বিশেষ আবশ্যকতা দাঁড়ায় না। দুই তিন দিনের মধ্যে মীমাংসা হওয়া অসম্ভব।

"তাহাই আমি শুনিতে চাই।"—এই কথা বলিয়া দাগোবার্ট উঠিয়া ব্যগ্রভাবে দাঁড়াইলেন,

ব্যগ্র-পদে নীরবে গৃহের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এগ্রিকোলা কহিলেন, "মাজিষ্ট্রেটের কথায় আমি এককালে হতাশ হই নাই। আদালতে গিয়াছিলাম। সেখানে যদি কোন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎ পাই, নূতন করিয়া এজাহার দিব, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল। সেখানে গিয়া শুনিলাম, পাঁচটার সময় আদালত বন্ধ হয়, বেলা দশটার পূর্ব্বে জজেরা বসেন না। আপনি হতাশ হইতেছেন, কুমারী অড্রিয়ানী বন্দিনী রহিয়াছেন, যদি কিছু প্রতিকার হয়, এই ভাবিয়া আমি আর [illegible] চেষ্টা করিয়াছিলাম। আদালত হইতে বাহির হইয়া একটা সৈনিক বারিকে গিয়াছিলাম। একজন কর্ণেল সেখানকার সভাপতি। আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিলাম, —দুইজন সৈনিক আমার সঙ্গে দেও, নিম্নপদস্থ একজন আফিসার তাঁহাদের সঙ্গে থাকুক, তাঁহারা আমার সঙ্গে সেণ্টমেরী-মঠে আসুক মার্শাল সাইমনের মেয়ে-দুটীকে জিজ্ঞাসা করুক, তাহারা কোথায় থাকিতে চায়। আমার পিতা তাহাদিগকে রুসিয়া হইতে আনিয়াছেন, তাঁহার কাছে তাঁহারা যাইবে, কিম্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মঠের মধ্যেই থাকিবে, সৈনিকেরা তাহা শ্রবণ করুক। বালিকারা ইচ্ছানুসারে মঠে আসিয়াছে, কিম্বা কেহ জোর করিয়া আনিয়াছে, ইহাও তাহারা জানিতে পারিবে।" আমার কথাগুলি শুনিয়া কর্ণেল বলিলেন, "অসম্ভব ব্যাপার! আপন ক্ষমতায় ধর্ম্ম সভায় প্রবেশ করিতে আমি অক্ষম।" কাজেই আমাকে ফিরিতে হইল। মাজিষ্ট্রেট যাহা বলিলেন, সৈনিক পুরুষও তাহার প্রতিধ্বনি করিলেন। এখন আর উপায় নাই।

শুভ-সংবাদের এইরূপ পরিচয় দিয়া পরিশ্রান্ত এগ্রিকোলা একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে আর একটা [illegible] শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রহস্য প্রকাশ।

এগ্রিকোলা যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন গৃহদ্বার অনাবৃত ছিল। হঠাৎ এগ্রিকোলার জননী কম্পিত ক্ষীণ দেহে দ্বার চৌকাঠের উপর দণ্ডায়মান। দাগোবার্ট, এগ্রিকোলা কুক্কা তিনজনেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলেন, গৃহিণী উন্মাদিনীর ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "আমার স্বামী, আমার স্বামী, ক্ষমা কর।"

কথা বলিতে বলিতে তিনি পড়িয়া যাইতেছিলেন, এগ্রিকোলা ধরিলেন। গৃহিণী তখন ভগ্ন পাতিত্যা বলিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "আমিই সকল অনর্থের মূল, আমার স্বামী আমাকে ক্ষমা না করিলে আমি তাঁহার পদতলে পড়িয়া থাকিব, যতক্ষণ ক্ষমা না পাই, ততক্ষণ উঠিব না।"

কাতর হইয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করিব? তুমি আমার কি করিয়াছ? কখনও কি আমি তোমাকে মন্দকথা বলিয়াছি? মেয়ে-দুটী যেদিন চুরি যায়, কেবল সেইদিন আমার ক্রোধ হইয়াছিল।

শপথ ভ.লর ভয়ে স্পষ্ট কথা তোমাকে বলিতে প রি নাই। তথাপি কে যেন আমাকে বলিয়াছিল, প।তকে যন্ত্রণা প্রদান করা, পতি ব্রতা নারীর ধর্ম্ম নয়। কারাগারে আমি করপুটে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, হে জগদীশ! আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দাও। কারাগারে যে সকল স্ত্রীলোক বন্দিনী আছে, আমার ভঙ্গী দেখিয়া, প্রার্থনা শুনিয়া, তাহারা আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। ঈশ্বরকে আমি বলিয়াছিলাম গুরুদেবের আদেশে সৎকর্ম্ম জানিয়া আমি একটী কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি। গুরুদেব! আমাদের পূজাপাত্র। তাঁহার আজ্ঞাপালনে আমার ভাগ্যে এত যন্ত্রণা কেন? হে পরমেশ্বর! যদি আমি কুকর্ম্ম করিয়া থাকি দুঃখিনী বলিয়া, অজ্ঞান বলিয়া আমার প্রতি দয়া কর। সৎকার্য্য শিক্ষা দাও।' পরমেশ্বর আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। গেব্রিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার বাসনা তৎক্ষণাৎ আমার মনে উদিত হইল। কারাগার হইতে খালাস পাইয়াই গেব্রিলের কাছে যাইব, তাঁহার উপদেশ শুনিব, সৎপরামর্শ লইব, এইরূপ সঙ্কল্প করিলাম।

দাগো।—স্বর্গীয় উপদেশ পবিত্র সঙ্কল্প। আর কাহাকেও গুরু না মানিয়া গেব্রিলকেই যদি গুরুপদে বরণ করিতে, তাহা হইলে আমিও সুখী হইতাম, তুমিও সুখী হইতে।

গৃহিণী।—গেব্রিল আমেরিকায় যাত্রা করিবার অগ্রে আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম। গেব্রিলের কাছেই পাপস্বীকার করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। শেষে আবার ভাবিলাম, আবি দুবইস রুষ্ট হইবেন। তাহা করা হইবে না। বিশেষতঃ গেব্রিল আমার স্নেহাস্পদ পুত্র। তাঁহার কাছে পাপের কথা ব্যক্ত করা ভাল নয়। সেটা ভাল দেখায় না।

এব্রি।—পুণ্যময়ি! মা! তোমার আবার পাপ? সংসারে তুমি কি কখনও কোন প্রকার পাপকর্ম্ম করিয়াছ?

দাগো।—(স্ত্রীর প্রতি) হাঁ, আচ্ছা, গেব্রিল তোমাকে কি বলিল?

গৃহিণী।—হায় হায়! কিছুদিন অগ্রে যদি গেব্রিলের পরামর্শ লইতাম, তাহা হইলে এ বিপত্তি ঘটিত না। যেই মাত্র আমি আবি দুবইসের কথা বলিলাম, তখন অমনি ধর্ম্মশীলের পবিত্র হৃদয়ে ঘোর সংশয়ের উদয় হইল। পূর্ব্বে কখনও যে সকল কথা গেব্রিল আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই, পুনঃপুন সেই সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন আমি তাঁহার কাছে মনের কপাট খুলিলাম। গেব্রিলও আমার কাছে মনের কপাট খুলিলেন। উভয়ের বাক্যসূত্রে অনেক প্রকার ভয়ঙ্কর চক্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। যাহাদিগকে আমরা পরমধার্ম্মিক বলিয়া জানিতাম, তাঁহাদের ভয়ঙ্কর কপটতা বুঝিলাম তাঁহারা গেব্রিলকে প্রতারিত করিয়াছেন, আমাকেও প্রতারণা করিয়াছেন। এরূপ কৌশলে তাঁহাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইয়াছিল যে, গেব্রিলের কথা আমিও জানিতে পারি নাই, গেব্রিলও আমার কথা জানিতে পারেন নাই।

দাগো।—সে আবার কি প্রকার?

গৃহিণী।—আমি যেন বলিয়াছি, এইভাবে পাদরী সাহেবেরা গেব্রিলকে অনেক কথা বলিয়াছিলেন, গেব্রিল যেন বলিয়াছেন, সেই ভাবে তাঁহারা আমাকেও অনেক কথা জানাইয়াছিলেন। উভয়ের কাছেই সমস্ত গোপন। গোপনে কার্য্য করাই তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। পাদরী হইয়া বিদেশে যাইবেন, প্রথমে গেব্রিলের সে ইচ্ছা ছিল না। আমি যেন ইচ্ছা

করিয়াছিলাম, গেব্রিলকে পাদ্রী করিয়া দিলে, আমার ইহকাল পরকালের মঙ্গল হইবে, পর মেশ্বরকে একটী সাধু সেবক প্রদান করিতে পারিলে আমি যেন চরিতার্থ হইব, আমার জন্ম সফল হইবে, এই কথা তাঁহারা গেব্রিলকে শুনাইয়াছিলেন। আমি কিন্তু একদিনও সেরূপ ইচ্ছাকে হৃদয়ে স্থান দিই নাই। পথে কুড়াইয়া পাইয়া আমি তাঁহাকে মানুষ করিয়াছি, আমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিলে আমি সুখী হইব, ইহা ভাবিয়াই গেব্রিল পাদরী পদে ব্রতী হইয়াছিলেন।

এগ্রি। কি ভয়ঙ্কর কথা! কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! ... যাজক পুরোহিতেরা এই পাপে পাপী! ... ঈশ্বর নামে এতদূর মিথ্যাবাদী!

গৃহিণী।—পুরোহিতেরা আমার কর্ণে ভিন্ন ভাবের বাক্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "পাদরী হইবার জন্য গেব্রিলের বড় ... এগ্রিকোলা বামারের কর্ম শিখিয়াছে, ... বল পাদরী হইবে, এই সংবাদে পাছে তুমি ... হও, তোমার মনে পাছে ঈর্ষার উদয় হয়, সেই ভয়ে গেব্রিল তোমার কাছে ... প্রকাশ করিতে পারে নাই।' এদিকে গেব্রিল যখন ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করেন, তখন আমার অনুমতি চাহিয়াছিলেন অনুমতি পাইলে সুখী হন নাই। আমি সুখী হইব, সেই বিশ্বাস অনিচ্ছায় পৌরোহিত্য কার্য্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এগ্রি—উঃ! কি ঘৃণাকর মন্ত্র! কি ঘৃণাকর কলকৌশল! তোমাদের উভয়ের ধর্ম্মবিশ্বাসে ঐ লোকেরা নিদারুণ আঘাত করিয়াছে।

গৃহিণী।—তাহা করিয়াছে। আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি কোন কথা বলি নাই, তথাপি আমি বলিয়াছি বুঝিয়া গেব্রিল পাদরী হইলেন। গেব্রিলের প্রকৃতি সর্ব্বাংশে পবিত্র; যাহারা যন্ত্রণা পায়, তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য গেব্রিলের জন্ম। সংসারে যাহারা অভাগা, তাহাদের উপকারের জন্য গেব্রিলের জন্ম। পাদরীর পদ প্রাপ্ত হইয়া গেব্রিল অকপটে ঈশ্বরের ইচ্ছা-পালন-ব্রতে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। আমি ইহার কিছুই জানিতাম না। গেব্রিল একদিনও পূর্ব্বের মূলকথাগুলি আমাকে শুনেন নাই। আজ প্রাতঃকালে আমার মুখের কতকগুলি কথা শুনিয়া সমস্ত পূর্ব্বকথা প্রকাশ করিয়াছেন। গেব্রিল স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতি, অতি সৎ, অতি বিনম্র। কখনও কাহারও দোষ ধরেন না। কিন্তু আজ দেখিলাম, রডিনের উপর আর অন্য এক জনের উপর তাঁহার ভয়ানক রাগ। সেই দুইজনের নামে গেব্রিলের মুখে নানা প্রকার অভিযোগ। ঘৃণাজনক নিন্দা।

কথাগুলি শুনিতে শুনিতে দাগোবার্টের মনে কি যেন এক পূর্ব্বকথা উদয় হইল। ললাটে হস্তঘর্ষণ করিয়া তিনি অতিশয় চঞ্চল হইলেন। এতদূর ধূর্ত্ততা-জড়িত গুপ্তচক্রের অবতারণা ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার অন্তরে পুনঃপুনঃ ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। স্বামীর দিকে চাহিয়া গৃহিণী আবার বলিতে লাগিলেন, "আজ প্রাতঃকালে গেব্রিলকে আমি বলিয়াছি, আবি ডুবইসের পরামর্শে মার্শেল সাইমনের কন্যা দুটীকে আমি পরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া গেব্রিল আমাকে ধিক্কার দিলেন। পতির অজ্ঞাতে কেন আমি এমন কার্য্য করিলাম, তিরস্কার করিয়া সেই জন্য গেব্রিল আমার বুদ্ধির নিন্দা করিলেন। আবি ডুবইসের কু-পরামর্শে আমি বিমোহিত হইয়াছিলাম, সেই জন্য গেব্রিল আমার গুরুদেবেরও অনেক নিন্দা

করিলেন। শেষে বলিলেন, 'যাও মা! স্বামীর নিকটে অপরাধিনী আছ, তাঁহার চরণে ধরিয়া আর সকল কথা স্বীকার কর।' আমার সঙ্গে আসিবার জন্য গেব্রিলের ইচ্ছা ছিল কিন্তু ধর্ম্মশালায় বন্দী, অধ্যক্ষেরা বাহির হইতে দেন না। কঠিন নিয়মে আবদ্ধ, কাজেই গেব্রিল আমার সঙ্গে আসিতে —'

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "পুরোহিতদলের যে ভয়ানক কুচক্রের পরিচয়। অম্বরের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে আমার স্মৃতিভ্রংশ হইতেছে একটী কথা এখন মনে পড়িল। বালিকার যে দিন চুরী যায়, সেই দিন তুমি তাহাকে বলিয়াছিলে, শিশু গেব্রিলকে যখন তুমি পথে কুড়াইয়া পাও, তখন তাহার গলায় একটী পদক ছিল, অঙ্গের বস্ত্র মধ্যে বিদেশী ভাষায় লেখা কতকগুলি কাগজপূর্ণ একখানি কেতাব ছিল, সেই পদক আর কাগজগুলি অবশেষে তুমি তোমার গুরুদেবকে দিয়াছিলে। তদবধি গেব্রিল আর একদিনও সে কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই?

গৃহিণী।—একদিনও না।

এগ্রি।—(সবিস্ময়ে) তবে কি গেব্রিলও তাই? যেমন আমার দয়াময়ী কুমারী অদ্রিয়ানী, যেমন আমাদের মার্শেল সাহেবের কন্যা দুটী, আমাদের গেব্রিলও কি সেইরূপ? আগামী কল্য গেব্রিলের কি সেণ্ট ফ্রাঙ্কইস ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইবার কথা?

দাগো।—নিশ্চয়। যে দিন আমি এখানে উপস্থিত হই, সেইদিন গেব্রিল বলিয়াছিলেন, অতি শীঘ্রই এক গুরুতর ব্যাপারে তিনি আমাদের সহায়তা চাহিবেন। সে কথা কি তোমার স্মরণ আছে?

এগ্রি।—এখন স্মরণ হইতেছে। তখন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু গেব্রিলের মুখে ঐ কথা শুনিয়াছি বটে।

দাগো।—দেখ দেখি, কি বিপদ। সেই গেব্রিল এখন ধর্ম্মশালায় বন্দী। শুনিলে ত, তোমার জননী বলিলেন, পাদ্রীদের উপর গেব্রিল এখন বড়ই বিরক্ত?

এগ্রি।—গেব্রিলের সাহস খুব। আপনিই ত বলিয়াছেন, গেব্রিলের পরাক্রম আপনার পরাক্রমের ন্যায় দুর্দ্দম। পাদরীগণকে ভয় করিয়া চলা, তাহার চক্ষে অসম্ভব হইবে। দেখিতেছি, বিপদ গুরুতর।

দাগো।—তোমার জননীর কথা শুনিয়া সব আমি বুঝিলাম। গেব্রিল, রোজী বিলাসী, অদ্রিয়ানী, আমি, তুমি, তোমার জননী, আমাদের সকলেই দুরন্ত পুরোহিতদলের গুপ্ত কুচক্রে বদ্ধ। পুরোহিতদলের গুপ্ত ষড়যন্ত্র, তাহাদের দুরন্ত অধ্যবসায় অতিশয় ভয়ঙ্কর। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে বহুশক্তির প্রয়োজন। দেখিতেছি, তাহারা প্রবল-পরাক্রান্ত, এতদূর ক্ষমতা তাহারা রাখে, আমি ইহার কিছুই জানিতাম না।

এগ্রি।—সত্য কথা। যাহারা ভণ্ড, যাহারা ছদ্মবেশী যাহারা পামর, তাহারা যতপ্রকার অপকার করিতে পারে, প্রকাশ্য দস্যু-তস্করেও তত পারে না। গেব্রিলের ন্যায় সাধুপুরুষেরা যেমন সৎকার্য্য করিতে পারেন, ভণ্ড ধার্ম্মিকেরা সেইরূপ দুষ্ক্রিয়ার ভয়ঙ্কর নায়ক!

দাগো।—তাহা আমি জানি। সেই জন্যই আমার ভয়। আমার মেয়ে দুটী এখন তাহাদের হাতে। আর কি আমি তাহাদের পাইব না? কোলে লইবার জন্য আর কি আমি চেষ্টা করিব না? বিনা উদ্যমে—বিনা চেষ্টায় সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিব? ওঃ! না না, তাহা আমি পারিব না। যেমন কাপুরুষ আমি

হইব না। কিন্তু তোমার জননী যে প্রকার দুষ্টচক্রের কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়াই ভয় হয়। আমার চতুর্দ্দিকেই ভয়ঙ্কর চক্র। বোধ হয় যেন, সংসারে যাহাদিগকে আমি ভালবাসি, তাহাদিগকে লইয়া আমি ঘোর অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছি, চারিদিকেই কাল-সর্প,চারিদিকেই চক্র—ফাঁদ, ইহাও যেন বুঝিতেছি, কিন্তু কোথায় কি চক্র তাহা দেখিতে পাইব? কখনও আমি মৃত্যুকে ভয় করি নাই, মৃত্যুতেই আমার ভয় হয় না, কিন্তু ঐ কালা ... গুলা আজ আমাকে বিষম ... ভয় দেখাইতেছে।

এগ্রি... সত্য পিতা। আমও ভয় পাইতেছি। ...কথার এত পরিচ্ছদ, দুষ্টচক্রের এমন মূর্ত্তি জগৎ সংসারে আছে, একদিনও আমি ইহা ... করি নাই। স্বপ্নেও কল্পনা-পথে আইসে নাই

বঙ্গরা... সহিত কুস্তা কন্যা প্রবেশ করিল। ...র পরিবর্ত্তে ইহারা কতকগুলি কাষ্ঠ আনি...েন, ঘরের এককোণে সেই কাষ্ঠ গুলি রাখি... বাজ শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হইল। চুপি চুপি ...কে বলিয়া গেল, "পত্রখানি প্রদান করিতে ভুলিও না।"

কুস্তা ... দাগোবার্টের প্রতি) একখানি পত্র ডাকে আসিয়াছে, গ্রহণ করুন।

পত্র ... করিয়াই কুস্তাকন্যা অগ্নি জ্বালিতে গেল। ... জননীকে সেই অগ্নিকুণ্ডের নিকটে ... গিয়া এগ্রিকোলা পরমযত্নে শুশ্রূষা করিতে ব্যস্ত হইলেন। দাগোবার্ট তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বৎস! দেখ দেখি, কি পত্র? আমার মাথা ঘুরিতেছে, চক্ষে ঝাপ্সা লাগিতেছে, কিছুই যেন দেখিতে পাইতেছি না।"

পিতার অনুমতি অনুসারে এগ্রিকোলা পত্রখানি গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরিত-হস্তে খাম খুলিয়া ফেলিলেন। পত্রে কেবল কয়েকছত্র মাত্র লেখা। পিতাকে শুনাইবার জন্য তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন:—

সমুদ্র
২৫এ ডিসেম্বর ১৮৩১

আমি ইউরোপে যাইতেছি। বোধ হয়, তুমি আমার স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া এতদিনে প্যারিসে পৌঁছিয়া থাকিবে। তাহাদিগকে বলিও

আর আমি লিখিতে পারিলাম না। জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল। কেবল একটী মাত্র কথা:—শীঘ্র আমি ফ্রান্সে পৌঁছিব ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখটী ভুলিও না সেই দিনটীর উপর আমার স্ত্রী পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।

তোমার চিরকৃতজ্ঞ
সাইমন।'

পত্রপাঠ শ্রবণ করিতে করিতে সহসা দাগোবার্টের বদন বিবর্ণ হইয়া আসিল ঘন ঘন তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। আসন হইতে ঢুলিয়া পড়িতেছিলেন, তাড়াতাড়ি এগ্রিকোলা আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন।

অতি অল্পক্ষণ এই ভাব। কি যেন দৈবশক্তি প্রাপ্ত হইয়া দাগোবার্ট একবার গুম্ফধারা ওষ্ঠাধর ঘর্ষণ পূর্ব্বক সবলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল। পাণ্ডুবদন লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। জ্বলন্ত উৎসাহে তিনি বলিয়া উঠিলেন, না—না—না, আমি বিশ্বাসঘাতক হইতে পারিব না,—কদাচ আমি কাপুরুষ হইব না। কালা আলখাল্লা ওয়ালারা আমাকে ভয় দেখাইতে পারিবে না। আজ রাত্রেই আমি রোজী-বিলাসীকে খালাস করিব প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা, করিবই করিব।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রবোধ-সঙ্কল্প।

মুক্ত-গাউনের হৃষ্টচক্র চিন্তা করিয়া দাগো বার্ট হয় ত বালিকাদের উদ্ধারের জন্ম দুই একদিন বিলম্ব করিতে পারিতেন, মার্শেল সাইমনের পত্র প্রাপ্ত হইয়া সে ধৈর্য্য একেবারে বিলুপ্ত হইল। পুত্রকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এগ্রিকোলা! এখন রাত্রি কত?"

এগ্রি।—এই মাত্র নয়টা বাজিল।

দাগো।—তবে তুমি আমাকে একটা হুক গড়িয়া দাও। গৃহে দেখিলাম, একটও হুক নাই। আমার শরীরের ভার সহিতে পারে, এইরূপ শক্ত করিয়া গঠন কর। দড়ী বাহিয়া উঠিয়া আমি প্রাচীর লঙ্ঘন করিব।

এগ্রিকোলার জননী স্বামীর মুখ দেখিয়া পতির বাক্য শুনিয়া বিস্ময়পূর্ণ নয়নে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। এগ্রিকোলাও সবিস্ময়ে জননীর মুখপানে চাহিলেন। ভাব দেখিয়া দাগোবার্ট কহিলেন,"কি বলিতেছ? কি ভাবিতেছ? যাহা বলিলাম, শীঘ্র তাহা আমাকে প্রস্তুত করিয়া দাও।"

এগ্রি।—একটা হুক? এ রাত্রে হুক লইয়া আপনি কি করিবেন?

দাগো। শক্ত প্রস্তুত করিয়াছি, তাকে সেই রজ্জু বাঁধিব।

এগ্রি।—বাঁধিয়া কি করিবেন?

দাগো।—মঠের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিব?

গৃহিণী। (এগ্রিকোলার প্রতি) কোন্ মঠ? উনি কোথায় যাইবেন?

এগ্রি।—আমার বোধ হয়, যে মঠে মার্শেল সাইমনের কন্যারা বন্দিনী, সেই মঠে তিনি যাইবেন। মেয়ে-দুটীকে উদ্ধার করিবেন, মঠ হইতে বাহির করিয়া আনিবেন।

গৃহিণী।—সর্ব্বনাশ! আঃ! গুপ্তভাবে ধর্ম্মমঠে প্রবেশ করিবেন?

দাগো।—তোমরা কেহ আমাকে বাধা দিও না, স্থির হইয়া আমার কথা শুন। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন আমার প্রতিজ্ঞা অটল। উপযুক্ত কারণ না থাকিলে, কদাচ আমি কোন সঙ্কল্প করি না। বনিতা অথবা পুত্র কেহই আমার সঙ্কল্প উলটাইয়া দিতে পারিবেন না। সাবধান, বৃথা বাক্যব্যয় করিও না। ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্যপালনের জন্যই আমি সঙ্কল্পবদ্ধ। যত কথা তোমরা বলিতেছিলে, তাহা তোমাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু সে সময় আর নাই, আর আমি কোন কথা শুনিব না, কোন কথা বলিব না। আজ রাত্রে আমিই এই গৃহের কর্ত্তা। কেহ আমাকে বাধা দিতে পারিবে না।

বিবি বাদোইন ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া জগৎপিতাকে ডাকিলেন, কিন্তু পতির উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে একটী কথাও বলিতে সাহস করিলেন না। কাতরে সজলচক্ষে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিলেন।

মাতার মনের ভাব বুঝিয়া পিতাকে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে এগ্রিকোলা কহিলেন, "পিতা! যাহা আপনার সঙ্কল্প, তাহা সিদ্ধ করিতে যে কত বিপদ, তাহা আপনি বুঝিতেছেন না।"

দাগো।—সমস্তই আমি বুঝিতেছি, তুমি কেবল বিপদের কথাই ভাবিতেছ। দ্বারপালের বন্দুক দেখিতেছ, উদ্যানপালের কাস্তে দেখিতেছ।

নাকে বলিয়াছেন, মঠে আজ তাহারা বেশী পাহারা বসাইবে। দিনমানে যদি আপনি বালিকাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাহারা ধরিয়া ফেলিত এই পর্য্যন্ত, বেশী অপরাধ হইত না। সে অপরাধে বিচারে আপনি মুক্তি পাইতে পারিতেন, কিন্তু রাত্রি কালে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন, নিশ্চয় গ্যালী! পিতঃ! এখন আমি সমস্তই বলিলাম, যাহা ভাল হয়, বিবেচনা করুন। আপনি যাহা করিবেন, আমিও তাহাই করিব। আপনাকে আমি একাকী যাইতে দিব না। এখনই আমি এক প্রস্তুত করিয়া লইব।

বিবি বাদেঁইনের চক্ষে অনর্গল শতধারা। ক্ষীণাঙ্গ থরহরি বিকম্পিত, কথা কহিবার সাহস নাই, শক্তি নাই, বাষ্পাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ। মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া মৃদুকণ্ঠে স্বগতবাক্যে তিনি কহিলেন, "আবি দুবইসের পরামর্শ করিয়া কি অপরাধই আমি সঞ্চয় করিয়াছি।"

ক্ষণকাল সকলেই নীরব। দাগোবাটের সঙ্কল্প ক্রমশই বদ্ধমূল। এগ্রিকোলার প্রতিজ্ঞা পিতার অনুগমন করা। গৃহিনীর আশঙ্কা পিতা-পুত্রের বিপদ। বৃদ্ধার চক্ষে জলধারা, কুব্জ অঙ্গ কম্পমান। এই অবসরে গৃহিণী চুপি চুপি বলিলেন, "আর একটী সহজ উপায়ে মেয়েদের উদ্ধার হইতে পারে। এগ্রিকোলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপায়?" গৃহিণী উত্তর করিলেন, "আবি দুবইস্ আমাদের মেয়ে দুটিকে ধর্ম্মশালায় লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু গেব্রিল অনুমান করেন, রডিনের পরামর্শেই ঐ কার্য্য হইয়াছে।"

এগ্রি।—তাহা যদি সত্য হয়, তবে ত আরও কঠিন। রডিনের কাছে প্রার্থনা করিয়া আমরা কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হইব না। আবি দুবইস্ অপেক্ষাও রডিন ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক।

গৃহিণী।—রডিনের কাছে প্রার্থনা করিতে আমি বলি না। আর একজন আবি আছে, সেই আবি আমাদের গেব্রিলের সর্ব্বময় প্রভু। তাহার অসীম ক্ষমতা।

এগ্রি।—কোন্ আবি?

গৃহিণী।—আবি আইরীণী, সাধারণ লোকে সংক্ষেপে তাহাকে আবিগ্রিণী বলে।

এগ্রি।—সত্য সত্য! সেই ব্যক্তি পাদরী হইবার অগ্রে সেনাদলের সৈনিক ছিল। তাহার কাছে বেশ যাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি—

দাগো।—(ঘৃণা-ক্রোধে অধীর হইয়া) কে?—কে? আইরীণী? ওঃ! এই বিদ্রোহের ভিতর—এই ষড়যন্ত্রের ভিতর একটা আবিগ্রিণী আছে? পূর্ব্বে সে ব্যক্তি সৈনিক ছিল? তাহার নাম এখন আবি আইরীণী?

এগ্রি।—হাঁ পিতা! মার্কুইস আইরীণী সাধারণতন্ত্র সৃজন হইবার অগ্রে সে ব্যক্তি রুসিয়ার সেনাদলে নিযুক্ত ছিল। ১৮১। খৃষ্টাব্দে বোর্ব্বনেরা তাহাকে ফরাসী সেনাদলে গ্রহণ করিয়াছিল।

দাগো।—সেই আইরীণী? এখনও সে লোক? সংসারের কুগ্রহ, মাতার কুগ্রহ, পিতার কুগ্রহ, সন্তানের কুগ্রহ! লোকটা প্রকৃতি কিরূপ, তাহা কি তোমরা জান? পাদরী হইবার পূর্ব্বে সেই লোক আমা রোজী-বিলাসীর জননীর হত্যাকারী ছিল রোজী বিলাসীর মাতাকে সেই পাষণ্ড অ বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, পাদ্রী হইবা অগ্রে সেই স্বদেশদ্রোহী পাপাত্মা স্বদেশে বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মার্শেল সা মনের সহিত দুইবার তাহার সম্মুখ-যুদ্ধ হইয় ছিল। হাঁ, মার্শেল সাইমন যখন ওয়াটারল

যুদ্ধে আহত হইয়া লিপ্‌জিগের কারাগারে বন্দী, সেই দেশদ্রোহী মার্কুইস তখন, রুস ইংরেজ উভয়ের পক্ষে সহায় হইয়া বিজয় গৌরবে পরিষ্কাত হইয়াছিল। বোর্বণের আমলে সেই পলাতক বিদ্রোহী বড় সম্মান প্রাপ্ত হয়। সে সময়েও মার্শেলের সহিত তাহার যুদ্ধ হইয়াছিল, সেটা দ্বন্দযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে দেশদ্রোহী মার্কুইস আহত হইয়া পড়ে, মার্শেল সাইমন নির্ব্বাসিত হন। সেই পলাতক বিদ্রোহী মার্কুইস আইরীণী এখন ধর্ম্ম-যাজক পাদ্রি। এখন আমি বুঝিলাম মার্শেল সাইমনের উপর বৈর-নির্য্যাতন করিবার মংলবেই সেই পাপিষ্ঠ মার্কুইস আমাদের কন্যাদুটীকে হরণ করিয়াছে। সেই দুষ্ট মার্কুইসের পরাক্রমের অধীনেই মেয়ে দুটী বন্দিনী। এখন আমার শঙ্কা হইতেছে, তাহার হস্তে মেয়ে দুটীর প্রাণ যাইবে।

এগ্রি।—উঃ! কি শুনিলাম! পিতা! সেই লোক কি তবে এত ভয়ঙ্কর? সে কি তবে বালিকা হত্যা করিতেও—

দাগো।—কি না পারে? স্বদেশের বিদ্রোহী, জন্মভূমির বৈরী, পাপরঙ্গভূমির নর্ত্তক এখন আবার ভস্মাচ্ছাদিত। তাহার অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? মার্কুইস আইরিণী সমস্ত পাপ কার্য্য সাধনে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমি যেন বুঝিতেছি, এক্ষণে সে হয় ত তুষানলে মেয়ে দুটীর প্রাণ সংহার করিতেছে। দুটীকে যখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাখিয়াছে, তখন ইহাই ত প্রাণ লইবার প্রণালীর আরম্ভ। ওঃ! মার্শেল সাইমনের কন্যারা এখন মার্কুইস আইরীণীর কবলে! আমি এখন কি করিব? গ্যালীর ভয়ে উদ্ধার করিবার চেষ্টা পাইব না? হাঃ হাঃ! গ্যালীতে আমি পদাঘাত করি। কে আমাকে গ্যালীতে পাঠাইবে? কাহাকে পাঠাইবে? বালিকাদের উদ্ধার করিতে যদি না পারি, তাহা হইলে ত আমি মরিব, তাহারা কি একটা মৃতদেহ গ্যালীতে পাঠাইবে? আজ রাত্রে যদি আমি রোজী বিলাসীকে উদ্ধার করিতে না পারি, পিস্তলের গুলীতে আপনার মাথার খুলী আমি আপনি উড়াইব। শীঘ্র শীঘ্র এগ্রিকোলা! শীঘ্র একটা হুক প্রস্তুত করিয়া লও।

বিবি বাড্‌লাইন কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া পতির চরণতলে নিপতিত হইলেন, সরোদনে কহিলেন, "তোমার পুত্রও তোমার সঙ্গে যাইবে। তোমায় যদি তাহারা ধরিয়া ফেলে, আমার এগ্রিকোলাকেও ধরিবে।"

দাগো।—ধরিতে পারে, কিন্তু গ্যালীতে পাঠাইতে পারিবে না। গ্যালী এড়াইবার জন্য আমি যাহা করিব, এগ্রিকোলাও তাহাই করিবে। আমার সঙ্গে একজোড়া পিস্তল।

গৃহিণী।—(উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া করযোড়ে) পতি যাইবেন, পুত্র যাইবে, একাকিনী আমি গৃহে থাকিব, আমার দশা তবে কি হইবে?

দাগো।—ঠিক কথা। আমি বড় স্বার্থপর! না না, এগ্রিকোলা যাইবে না, আমি একাকী যাইব।

এগ্রি।—না পিতা! কদাচ আমি আপনাকে একাকী যাইতে দিব না। যেখানে আপনি যাইবেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইব। জননীর জন্য চিন্তা কি? আমার এই সুশীলা ভগ্নীটী সমস্তই জানিলেন, সমস্তই দেখিলেন, সমস্তই শুনিলেন। তিনি আমার মনিবের কাছে যাইবেন মহাশয় মস্যুর হার্ডি পরম দয়ালু সাধুপুরুষ। কুব্জার মুখে আদ্যোপান্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া তিনি নিশ্চয়ই আমার জননীর আশ্রয়দাতা হইবেন, আহার দিবেন, বস্ত্র দিবেন, আশ্রয় দিবেন। মা আমার যতদিন

থাকেন, সেই ঘরের জানালার শীথায় কাঠের আবরণ আছে, সেই আবরণে ধূসরবর্ণ রঙ্গ দেওয়া। মধ্যে মধ্যে নীলবর্ণ শ্বেতবর্ণ ডোরা।

এগ্রি। তবে ত উত্তম নিদর্শন। সে গৃহ আমি নিঃসন্দেহ চিনিয়া লইতে পারিব।

দাগো। (কুঞ্জার প্রতি) আমার বালিকারা কোন ঘরে থাকে, তাহা কি তুমি জানিতে পার নাই?

কুঞ্জা। তাহাও পারিয়াছি। কুমারী অদ্রিয়াণীর ঘর সম্মুখ দিকে তাহাদের ঘর। দুই ঘরে দুই জন। একজন নীচের তলায়, একজন তাহার উপর তলায়। যেটী উপরে থাকে, কুমারী অদ্রিয়াণী আপন গৃহের গবাক্ষে দাঁড়াইয়া মুখ নাড়িয়া সেটীকে সংকেত করেন।

এগ্রি। গবাক্ষগুলিতে কি জাল দেওয়া আছে?

কুঞ্জা। তাহা আমি ভাল করিয়া দেখি নাই।

দাগো। থাকে থাকিবে না থাকে তাহাও ঘরগুলি চিনিয়া লইলেই যাহা করিতে হইবে তাহা আমার মনে মনে ঠিক করা আছে।

এগ্রি। তাহার হস্তে বৃহৎ এক হাতুড়ি চাপরে আর, অগ্নিতে রক্তবর্ণ লৌহ। শীঘ্র শীঘ্র ঠুক ঠুক শব্দ হইল। ঢুকটী এগ্রিকোলা সেই থলের মধ্যে রাখিলেন। ওদিকে গির্জার ঘড়িতে ঠন ঠন করিয়া দশটা বাজিল। চঞ্চল হইয়া দাগোবার্ট কহিলেন, আর তিলমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নয়, শীঘ্রই চল।'

বাগটী হাতে লইয়া এগ্রিকোলা ধীরে ধীরে একবার কুঞ্জার নিকটবর্ত্তী হইলেন। পিতার অলক্ষিতে চুপি চুপি তাহাকে বলিলেন, "কল্য যদি আমরা গৃহে ফিরিয়া না আসি, জননীকে দেখিও, যত্ন করিয়া রাখিও। মস্কুর হার্ডির কুঠীতে একবার যাইও; আমার দুঃখিনী জননীকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিলাম।"

চিরপ্রিয় কুক্কুরটীকে সম্বোধন করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "এসো কৌতুক—এসো, তুমিই আমাদের চৌকীদার।" পত্নীর দিকে ফিরিয়া প্রশান্তস্বরে দাগোবার্ট কহিলেন, "প্রিয়তমে, দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ কর। আশা প্রস্তুত করিয়া রাখ। ক্ষণিক দুটীকে লইয়া কুমারী অদ্রিয়াণীকে লইয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ফিরিয়া আসিব। আমাকে একবার চুম্বন কর, তোমার চুম্বনে নিশ্চয়ই আমার পথ সুপ্রসন্ন হইবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিবি বাগোইন নীরবে পতিপুত্রকে চুম্বন করিলেন। অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল, আবেগ সম্বরণ করিয়া পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বাগো বাট কহিলেন, "এসো এগ্রিকোলা এসো।"

লিস্তুল দুটী পকেটে রাখিয়া দাগোবার্ট দ্রুতপদে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুক্কুর, তৎপশ্চাতে সাশ্রুলোচনে এগ্রিকোলা। নিশ্বাস ফেলিয়া রোদন করিয়া বিবি বাগোইন অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, "হায় হায়! আমার দোষেই সর্ব্বনাশ হইল।" পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, আর তিনি দাঁড়াইতে পারিলেন না। অচেতন হইয়া কুঞ্জার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাচীর উল্লঙ্ঘন।

মুষলধারে বৃষ্টি। প্রবলবেগে ঝড়! রাত্রি দশটা। ঘোর অন্ধকার হওয়াই সম্ভব, কিন্তু সে রাত্রে সে সময় অল্প অল্প চন্দ্রোদয় হইতেছিল, নিশাকর চন্দ্রমা পাণ্ডুকলেবরে তরল মেঘ ভেদ করিয়া অল্প অল্প উঁকি মারিতেছিলেন, তাহাতেই পথ কিছু পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। পিতাপুত্রে দ্রুতপদে চলিয়াছেন, কুকুরটী মধ্যস্থলে ছিল, খানিকদূর গিয়া অগ্রবর্ত্তী হইল। সেই স্থান হইতে সেণ্টমেরী মঠের শ্বেতবর্ণ প্রাচীর আর উদ্যানের দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষ স্তিমিত চন্দ্রালোকে নয়নগোচর হইতে লাগিল। বিজন বনীয়াট হাঁসপাতালে যখন তাঁহারা পৌঁছিলেন, রাত্রি তখন সাদ্ধ একাদশ ঘটিকা।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। বহুক্ষণ ব্যবধানে এক একবার উদ্যানের পথে এক একখানা গাড়ীর ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনা যাইতেছিল। নিশাকালে যাহাদের বাহির হওয়া অভ্যাস, বেশী রাত্রিতে ফিরিয়া আসা যাহাদের সখ, তাহাদেরই গাড়ী সেই প্রকারের দুই একখানি গাড়ী চলিয়া যায়, তাহার পর আবার সমস্তই নিস্তব্ধ।

পথে পিতাপুত্রে একটীও কথা হয় নাই। কুকার্য্য করিতে তাঁহারা যাইতেছেন না, ইহা তাঁহারা জানিতেন। তথাপি নীরব। রাত্রিকালে চুপি চুপি দুষ্কর্ম্মসাধনে চোর ডাকাতেরা যেমন চুপ করিয়া যায়, তাঁহাদেরও সেইরূপ নীরব গতি।

পূর্ব্বে এই স্থানে যে প্রস্তরাসনে দাগোবার্ট বসিয়াছিলেন, সেই প্রস্তরখানা তিনি দেখিতে পাইলেন। ক্লান্ত হইয়া সেই বেঞ্চের উপর তিনি বসিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া পুত্রকে কহিলেন, "এই সবে সাড়ে এগারটা। এখনও আধঘণ্টা বাকি। দুই প্রহরের এদিকে মঠের মধ্যে যাইব না। তুমিও একটু উপবেশন কর। কোন পথ দিয়া কি প্রকারে যাইতে হইবে, পরামর্শ স্থির করা যাউক।"

এগ্রিকোলা বসিলেন। তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "এগ্রিকোলা, এখনও সময় আছে, আমি একাকী যাই, তুমি থাক। কি উপায়ে কাজ করিতে হইবে, তাহা আমি বেশ জানি। অগ্রে আমি একরূপ ভাবিয়াছিলাম, এখন আবার ভাবান্তর হইয়াছে। তুমি আমার সঙ্গে আসিও না। সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, সেই বিপদক্ষেত্রে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে ততই আমার ভয় আসিতেছে।'

এগ্রি —সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, ততই আমার সাহস বাড়িতেছে। ভালই হউক, মন্দই হউক, পিতার সঙ্গে আমি যাইব, পিতার কার্য্যে সহায় হইব, ইহাই আমার উৎসাহ। আমি ভয় পাইব না। বাগানের ক্ষুদ্র দ্বার দেখা যাইতেছে। দুই দিকের প্রাচীরের কোণে ঐ দ্বার। তাহা আপনি দেখিয়াছেন?

দাগো।—দেখিয়াছি, ঐ দ্বার দিয়াই আমরা উদ্যানে প্রবেশ করিব। কোন খানে সেই তক্তার বেড়া, সর্ব্বাগ্রে তাহা দেখিব।

এগ্রি।—সেই বেড়ার একধারে কুমারী অদ্রিয়ানীর থাকিবার ঘর, অপর দিকে মঠে

ণ। সেই দুই কূপে সেনাপতি সাইমনের হ্যায়।

কুকুরটী ত ন প্রভুর পদতলে শুইয়াছিল। ং কাণ খ া করিয়া উঠিয়া দাড়াইল, যেন শুনিতে লাগিল। এগ্রিকোলা কহি-ন, "কৌতুক বোধ হয় কোন প্রকার শব্দ নিতে পাইয়াছে।" আপনারাও কর্ণপাত রিয়া শুনিলে, কিন্তু বৃক্ষে বৃক্ষে কেবল তাসের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে ইলেন না। [illegible] কোলা জিজ্ঞাসা করিলেন, পতা উত্থা[illegible]র উদ্‌ঘাটিত হইলে কৌতুক আমাদের [illegible]ঙ্গ যাইবে?"

দাগো[illegible]বশ্য যাইব, উহাদের যদি হরা কুকুর [illegible], কৌতুক তাহাকে এক-বারে [illegible]। কে কোন্‌দিকে কোঁদে হয় [illegible] দেখিয়া কৌতুক আসিয়া মাদিগকে [illegible] দিবে। বিশেষতঃ বোজী নাবাকে এ[illegible]কুরটী যত ভালবাসে, তাহার বচন জানা[illegible] কোথায় তাহার আছে, [illegible] ন বলিয়া দিবে। ছেলে-[illegible] বনে মেয়েরা এড়াইতে হত, এ[illegible]ক খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহা গকে বাহির [illegible] দিত। অন্যান্য শতবার মি ইহার ঘ্রাণশক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় ইয়াছি।

মৃগাণ্ডী আওয়াজে উর্দ্ধপথে বায়ুধ্বনি [illegible] করিয়া [illegible] ঘণ্টাধ্বনি হইল। নিশা প্রহরের [illegible] পাতের প্রথম আঘাত। [illegible] কালে সকল শব্দই কিছু শুনায়, ক্রমে ক্রমে দুই, তিন, চার টি করিয়া [illegible] দ্বাদশ আঘাত সম্পূর্ণ হল। গম্ভীর বদনে দাগোবার্ট কহিলেন — আর বিলম্ব নয়। চল বৎস, চল, নিশা প্রহর।"

এগ্রিকোলা কহিলেন—"অতি সাবধানে যাইব। অতি সাহসে ভর করিব, সাহসের সঙ্গে ধূর্ত্ততা মিশাইব। চোরেরা যেমন গম্ভীর রাত্রে বড় বড় সিন্দুক ভাঙ্গিতে যায়, ঠিক সেই ভাবেই আমরা উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিব।"

পিতা পুত্রে বসিলেন। ব্যাগ হইতে এগ্রিকোলা এক বজ্জু বাহির করিয়া লইলেন। দাগোবার্টের হস্তে লৌহ শিক। উভয়ে চলি-তেছেন,—ধীরে ধীরে চলিতেছেন,—মাঝে মাঝে বসিতেছেন আর থামিতেছেন। বাত-বৃষ্টির শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ কিছু শুনিতে পাওয়া যায় কি না, তাহাই বুঝিবার জন্য মাঝে মধ্যে থামিতেছেন নিশাকর তখন জলদক্রোড় হইতে অর্দ্ধাঙ্গ বিকাশ করিয়া ধরাতলে কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকের পদার্থ সমূহ নিকটে নিকট বেশ দেখা যাইতেছে।

ক্ষুদ্র দ্বার সমীপে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। দ্বার জীর্ণ, এগ্রিকোলা কহিলেন, "সহজেই ভাঙ্গিতে পারিব এক ধাক্কার বেশী লাগিবে না। স্কন্ধ দ্বারা এগ্রিকোলা দ্বারে আঘাত করিবার উদ্যম করিতেছেন, গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া কুকুর ডাকিয়া উঠিল। অন্যদিক দিয়া পেছনে পায়ের কাছে ঘুরিয়া আসিল। একটী কথা বলিয়াই দাগোবার্ট তাহাকে থামাইলেন। পুত্রের হস্তধারণ পূর্ব্বক চুপি চুপি কহিলেন 'শব্দ করিও না। উদ্যানে কে আছে, কৌতুক তাহার গন্ধ পাইয়াছে।"

পিতাপুত্র উভয়েই ক্ষণকাল নিশ্বাস রোধ করিয়া অচল রহিলেন। প্রভুর নিবারণে কুকুর আর ডাকিল না, কিন্তু কি এক প্রকার উদ্বেগে অতিশয় চাঞ্চল্য দেখাইতে লাগিল। শব্দ কিন্তু কোন দিকেই নাই। কৌতুক সেই দ্বারের চৌকাঠের ছিদ্রপথে হেঁট হইয়া বসিয়া নাসারন্ধ্র দ্বারা কি আঘ্রাণ করিতে লাগিল।

দিকের অট্টালিকার নিম্নতলস্থ গবাক্ষের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। চারিটী গবাক্ষ। তন্মধ্যে দুটীতে জাল দেওয়া ছিল না। তথায় দাঁড়াইয়া তিনি উপর তালায় দৃষ্টিপাত করিলেন; সে তলাটা সমতল ভূমি হইতে অধিক উচ্চ ছিল না। গৃহে ও গবাক্ষেও গরাদে ছিল না। দুটী কুমারী মধ্যে যেটী সেই গৃহে আবদ্ধ, সে যদি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে দাগোবার্ট আসিয়াছেন তাহা হইলে অবিলম্বে বিছানার চাদর ঝুলাইয়া অক্লেশে উদ্যানমধ্যে নামিয়া পড়িবে। বিপদের রজনীতে ফ্যালকন্ হোটেল হইতে পলায়নের সময় দাগোবার্ট যেরূপ উপায়ে বালিকা দুটীকে নামাইয়া লইয়াছিলেন, ইহা তাহাদের মনে আছে। নামিয়া আসার উপায়ও অতি সহজ, কিন্তু মেয়েটী কোন ঘরে আছে, সেটী নির্ণয় করা কঠিন।

নিম্নতল কক্ষের কোন গবাক্ষে আঘাত করিলে বালিকা বুঝিতে পারিবে, দাগোবার্ট প্রথমে সেটী স্থির করিতে পারিলেন না। সেইটী স্থির হইলেই উপর ঘরের নিশ্চিত ঠিকানা প্রাপ্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ বিরহ। যেটী নিম্নতলে আছে, সে বালিকা অবশ্যই অন্যটীর বাসগৃহের সন্ধান বলিয়া দিবেন।

এগ্রিকোলাও ক্ষিপ্রপদে পিতার নিকটবর্ত্তী হইলেন। দাগোবার্ট কহিলেন, "মেয়েদের নাম ধরিয়া কি আমি ডাকিব? অন্যলোকে যদি শুনিতে পায়, তাহা হইলে কি হইবে? যাহাই হউক আমি ডাকিব, বিপদ ঘটে ঘটিবে। আমি চীৎকার করিয়া ডাকিব। যে কক্ষে তাহারা আছে, নিশ্চয় বুঝিতেছি তাহারা ঘুমায় নাই। আমার কণ্ঠস্বর শুনিলেই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইবে, জনালায় চাদর বাঁধিয়া নামিয়া আসিবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহাকে আমি কোলে পাইব। মঠের লোকেরা যদি আমার কথা শুনিতে পায়, কে কোথায় এতদূর আছে, কত দরজা খুলিয়া, কত বিলম্বে এখানে আসিয়া পৌছিবে, ততক্ষণে আমরা কর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিব। আরও এক কথা, তাহারা যদি দুইজন হয়, আমি আর কৌতুক তাহাদিগকে হটাইব। মেয়েদুটী লইয়া স্বচ্ছন্দে তুমি বাহির হইয়া যাইবে।

এগ্রি।—আর একটী সহজ উপায় আছে। কুমারী অদ্রিয়াণীর গৃহের সন্ধান পাইয়াছি কুব্জা বলিয়াছে, আপন গৃহের গবাক্ষ হইতে কুমারী অদ্রিয়াণী একটী বালিকার সহিত ইঙ্গিতে কথা কন। অদ্রিয়াণীর কাছেই আমি আগে যাই। তিনি নিশ্চয়ই সন্ধান বলিয়া দিবেন।

দাগো।—তাই কর,—তাই কর। শীঘ্র যাও। বেড়ার একখানা তক্তা ভাঙ্গিয়া ফেল। এই লৌহশিক তুমি লও, ইহা দ্বারা কাজ হইবে।

এগ্রি।—আপনি এইখানে থাকুন। চারিদিকে চক্ষু রাখুন, যাহা বলিলেন, তাহা আমি করিব।

শিকের দ্বারা একখানি তক্তা ভাঙ্গি[illegible] ক্ষিপ্রকারী এগ্রিকোলা নিমেষমধ্যে ডাক্তার বেলিনিয়ারের উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। অদ্রিয়ানীর গৃহের গবাক্ষের মাথায় আবরণ ছিল, তাহাতে ডোরা ডোরা দাগ; চন্দ্রালোকে দেখিবামাত্র এগ্রিকোলা তাহা চিনিলেন। সে সময় বৃষ্টিও একটু থামিয়াছিল। গৃহতলে এগ্রিকোলা উপস্থিত। গৃহ অন্ধকার, কিন্তু তাহার পাশের একটা ঘর হইতে আলো আসিতেছিল, সে গৃহের দ্বার অর্দ্ধাবৃত।

কুমারী অদ্রিয়াণী পাগল; ডাক্তার বলিয়াছেন পাগল, কুব্জা বলিয়াছে পাগল নয়, তবে কি? কুমারী অদ্রিয়াণী বন্দিনী। [illegible]

বন্দিনী কখনো নিদ্রা যাইতে পারে না। আমি সঙ্কেত করিব। মনে মনে এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া বুদ্ধিমান এগ্রিকোলা সেই গবাক্ষগাত্রে ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া ঘা মারিলেন। তৎক্ষণাৎ গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইল। কুমারী তখনও শয়ন করেন নাই, পার্শ্বগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্মুখে দর্শন দিলেন। হস্তে একটী প্রজ্বলিত বাতী। এগ্রিকোলা দেখিলেন, সুন্দর পরিচ্ছদ বিভূষিতা করুণাময়ী বালিকা! বিস্ময় বিমোহিত চিন্তাকুল বিষণ্ণ বদনে, বিষণ্ণ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিলেন। গবাক্ষপথে অদ্রিয়াণী।

এগ্রিকোলা ভাবিলেন, হঠাৎ আমাকে দেখিয়া অন্য লোক ভাবিয়া ভয়ে যদি অদ্রিয়াণী ফিরিয়া যান, তাহা হইলে সমস্তই বিফল হইবে। এই ভাবিয়া গবাক্ষ দর্পণে তিনি পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে আঘাত করিয়া সতর্কস্বরে কহিলেন- "আমি এগ্রিকোলা বাদোইন।"

কথাটী অদ্রিয়াণীর কর্ণে প্রবেশ করিল। প্রভাতে কুমারী কন্তার সহিত তাঁহার যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল তাহা স্মরণ হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, এগ্রিকোলা যেন এই রাত্রে রোজ্‌ব্লাসীকে উদ্ধার করেন। সেই কথা প্রমাণেই এগ্রিকোলা আসিয়াছেন, ইহাই স্থির করিলেন। ভাল করিয়া দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে গবাক্ষের সাবুসি খুলিয়া ফেলিলেন।

অরিলম্বে এগ্রিকোলা চুপি চুপি কহিলেন, "সময় অল্প, কাউন্ট মণ্টরণ পারিশে নাই। পিতার সহিত আমি আপনাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি।"

হৃদয়স্পর্শী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কোমলকণ্ঠে কুমারী কহিলেন, "সাধু! সাধু! আপনাদের মঙ্গল হউক। আমার উদ্ধার একটু পরে হইবে, আপনারা অগ্রে মার্শেল সাইমনের কন্তা দুটী উদ্ধার করুন।"

এগ্রি।—তাহাই আমাদের সঙ্কল্প কিন্তু কোন ঘরে তাহারা থাকে, ঠিক পাইতেছি না।

অদ্রি।—বাগানের দিকে সর্ব্বশেষের নীচের ঘর। সেই ঘরে একটী, আর ঠিক তাহার মাথার উপরতলায় আর একটী।

এগ্রি।— তবে আর চিন্তা নাই। এখনি আমরা সে দুটীকে উদ্ধার করিব।

অদ্রি।- উপর তলার ঘরটী কিছু উচ্চ। তুমি এক কর্ম্ম কর। ঐ ধারে যে নূতন গির্জ্জা নির্ম্মিত হইতেছে তাহার গায়ে ভারা বাঁধা আছে, সেই ভারার একটা খুঁটী খুলিয়া লইয়া গবাক্ষে গিয়া লাগাও সিঁড়ির কাজ করিবে।

এগ্রি।—আপনাকে তবে কখন উদ্ধার করিব?

অদ্রি।—মেয়ে দুটীকে আগে মুক্ত কর। সময় নাই, আমি বরং আরও দুই একদিন এখানে থাকিব। তাহাতে বেশী কষ্ট হইবে না।

এগ্রি।—না না, তাহা হইবে না, এই রাত্রেই তোমাকে আমি উদ্ধার করিব। কল্য প্রাতে কত প্রয়োজন আপনার, মুক্তি পাইলে কত উপকার হইবে, তাহা আপনি জানেন না, আমি কিন্তু ঠিক জানি!

অদ্রি।—বুঝিলাম না।

এগ্রি।—বুঝাইয়া বলিবার এখন সময় নাই। আপনি আসুন। জানালার দুটা গরাদে আমি ভাঙ্গিয়া ফেলি।

অদ্রি।—আবশ্যক নাই; পলাইতে আমি বেশ পারি। এখন আমার উপর ইহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কেবল সদর দরজায় বাহিরে চাবী দিয়া রাখে আর সব ঘর খোলা। সদর দরজার সেই কুলুপটা ভাঙ্গিলেই তুমি এখানে আসিতে পার।

এগ্রি।– দশ মিনিটের মধ্যেই আমি আসিতেছি। আপনি প্রস্তুত থাকুন। মেয়ে দুটীকে উদ্ধার করিয়াই এখানে আমি আসিব।

অদ্রি।– (সাশ্রুনয়নে) জানি আমি এগ্রিকোলা। আমার জন্য বিপদের মুখে আত্ম সমর্পণ করিতে প[ার] তাহা আমি জানি। আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা কতদূর সময়ে তাহা আমি তোমাকে দেখাইব। সমস্তই আমার স্মরণ আছে, সমস্তই আমার স্মরণ থাকিবে। তুমি যেমন ভদ্র, তোমার সেই বন্ধুভগিনীও সেই রূপ মহৎগুণে অলঙ্কৃতা তোমাদিগকে আমি বন্ধুরূপে পাইয়াছি। উপকার ঋণে তোমাদের কাছে আমি ঋণী হইতেছি, আমি [ধন্য]। কিন্তু দেখ মার্শেল সাইমনের কন্যা দুটীকে উদ্ধার করিবার অগ্রে আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি এখানে ফিরিয়া আসিও না।

এগ্রি।—তবে আমি চলিলাম আপনাকে শত শত ধন্যবাদ। মেয়ে দুটীকে উদ্ধার করিয়া আমরা পিতাপুত্রে [পু]নি এখানে ফিরিয়া আসিব এবং আপনাকে [উদ্ধার] করিব।

এগ্রিকোলা নূতন [সিঁড়ি]র দিকে যাইতেছেন, এমন সময় অদ্রিয়ানা গবাক্ষ রক্ষ দিয়া দেখিলেন, অগ্নিদিকে একটা মনুষ্যের ছায়া। মানুষের আকৃতি। সেই লোকটা যেন, গাছের আড়াল আবালে অতিকষ্ট চলিয়া একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইল। এগ্রিকোলা তখন অনেক দূরে [চলি]য়াছেন, ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিবার সুবিধা না পাইয়া কুমারী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। একবার মৃদুস্বরে ডাকিলেন, এগ্রিকোলা তাহা শুনিতে পাইলেন না।

তারার খুঁটী খুলিয়া লইয়া এগ্রিকোলা পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। উপর তালার গবাক্ষ গাত্রে সেই [খুঁ]টী লাগাইলেন, সেই অবসরে নিম্নতল গৃহের গবাক্ষে আঘাত করিয়া দাগোবার্ট উচ্চৈস্বরে কহিলেন– "আমি আসিয়াছি—আমি দাগোবার্ট।"

সেই গৃহে কুমারী রোজী বন্দিনী। ভগ্নীটী নিকটে নাই, বিরহ দুঃখে উভয়েরই জ্বর হইয়াছে, নিদ্রা নাই। শয্যায় শয়ন করিয়া চক্ষের জলে বালিশ ভিজাইতেছিল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সর্ব্ব প্রথমে ভয় পাইল, তাহার পর দাগোবার্টের স্বর বুঝিয়া আহ্লাদে চমকিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। দুই হস্তে নেত্র মার্জ্জন করিল, বিছানা হইতে নামিল। গবাক্ষের সারসি খুলিতে আসিতেছিল, এমন সময় উদ্যান, মধ্যে গুরুম গুরুম [বন্দুকের] শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ চীৎকার ধ্বনি, "চোর। চোর। চোর।"

[বালিকা] [মহা] [ভয়ে] আতঙ্কে কম্পিত। [পাষাণ] প্রতিমার ন্যায় গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইল। [দেখিল]। [জ্যো]ৎস্নালোকে দেখিল অনেক লোক একত্র হইয়া হাতাহাতি মহা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে, লোকেরা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, চোর! চোর! চোর! খুন! খুন!!– সকলের কণ্ঠস্বর ছাপাইয়া দাগোবার্টের কুকুরের উচ্চরব উদ্যানাকাশে ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশাকালে গুপ্তমন্ত্র।।

সেণ্টমেব মঠে সপুত্র ‌পোবাটের প্রবেশের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বডিনের কার্য্যালয়ে রডিন উপবেশন পূর্ব্বক পত্র লিখিতেছেন। এই দিন বডিন কিছু অন্যমনস্ক। রাকুইন আবি গবিণী জানিতে না পাবেন, এই প্রকারের গুপ্তবৃত্তান্ত লিখিয়া লিখিয়া গোপনে গোপনে বডিন সেই রোম নগরে প্রেরণ করেন। সে কার্য্য হইতেছিল, আবিগবিণী প্রবেশ করিলেন।

এখন যদি এই মহাপুরুষকে আমরা আবিগব্রিণী বলিব না, আবি আইরিণী বলিয়াই সম্মান দেখাইব। আবি আইরিণী রডিনের প্রভু। বডিন তাঁহার সেক্রেটরী। প্রভুর আদেশ অনুসারেই তাঁহার কার্য্য। আবি আইরিণী প্রবেশ করিয়া বডিনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অনুপস্থিতকালে কোথাও কি কিছু নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে?'

বডিন। নূতন ঘটনা অনেক আছে।"

আবি।—তা সমস্ত রিপোর্ট সন্তোষকর।

বডিন—খুব সন্তোষকর।

আবি। ...একখানি রিপোর্ট পাঠ কর।

বডিন। পাঠ করিবার অগ্রে আর একটী সংবাদ আপনাকে জানাই। দুই দিন হইল, সেই মোরক আমাদের পারিশনগরে উপস্থিত হইয়াছে।

আবি। (সবিস্ময়ে) মোরক। প্যারিশ নগরে মোরক!! আমি ভাবিয়াছিলাম, জার্ম্মণী হইতে বিদায় হইয়া মোরক সুইজলণ্ডে যাইবে, তথা হইতে দক্ষিণ দেশে যাইবার আদেশ পত্র পাইয়াছে।

বডিন। তাহা আমি জানি না। বোধ হয় অন্য কোন বিশেষ কারণে মোরক সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া থাকিবে। এখানকার নাট্যশালায় সিংহ ব্যাঘ্রের অভিনয় প্রদর্শন করা তাহার অভিপ্রায়।

আবি।—সে অভিপ্রায় কি প্রকারে আসিল?

বডিন। নাট্যশালার একজন দালাল এখানকার মার্টিন থিয়েটারে পশুক্রীড়া দেখাইবার নিমিত্ত মোরককে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। অনেক টাকা পাইবে এইরূপ আশা দিয়াছে। মোরক সে লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই।

আবি। আচ্ছা অভিনয় করুক, কিন্তু দক্ষিণ প্রদেশের অথবা বিটানী রাজ্যের ধার্ম্মিক লোকদিগকে এবং অজ্ঞব্যক্তিগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম পুস্তক বিতরণ করিয়া মোরক যে প্রকার উপকার করিতে পারিত, পারিশে কখনই সেরূপ পারিবে না।

রডিন।—মোরকের সঙ্গে একজন ইংরেজ আছে। সেই দেশে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে। এই বাড়ীর নীচের ঘরে মোরক এখন বসিয়া আছে। আজ রাত্রে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার হস্ত চুম্বন করিবে, এইরূপ তাহার ইচ্ছা। সে পূর্ব্বে আপনার কাছে চাকরী করিত, সে কৃতজ্ঞতা ভুলিতে পারে নাই।

আবি। সাক্ষাৎ। অসম্ভব। অসম্ভব! এখন আমি কত ব্যস্ত তাহা তুমি জান। হাঁ, সেণ্ট ফ্রান্সুইস্ ষ্ট্রীটে সংবাদ পাঠাইয়াছিলে?

রডিন।—পাঠাইয়াছি। বৃদ্ধ ইহুদী ভাণ্ডারী

গত কল্য উকীলের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছে। আগামী কল্য প্রাতঃকালে ঠিক ছটার সময় রাজমন্ত্রীরা সেই গুপ্তগৃহের অবরুদ্ধ দ্বার খোলসা করিয়া দিবে। গাঁথুনী ভাঙ্গিবে। একশত পঞ্চাশ বৎসরের পর সেই গৃহ মুক্ত করা হইবে।

আর্বি।—(চিন্তা করিয়া) সময় সন্নিকট। এখন আর আমাদের কোন বিষয়ে আলস্য করা উচিত নয়। এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই স্মরণ করা উচিত। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে রেনীপণ্ট ব্যাপারের যে তালিকা আমাদের আলমারীতে আছে সেইখানি পাঠ কর।

আলমারী হইতে পুরাতন তালিকা বাহির করিয়া রডিন পড়িতে লাগিলেন:

"১৬৮২ খৃষ্টাব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখে রেভারেণ্ড আলেকজান্দার বেডন এরূপ উপদেশ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পত্রের পার্শ্বে তাহার সারমর্ম্ম চুম্বকে চুম্বক লিখিত আছে ভবিষ্যতের পক্ষে তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।"

"একজন মুমূর্ষু লোক আমাদের একজন পাদ্রীর নিকটে যে সকল গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। নিগূঢ় গুহ্যকথা।'

"সংশোধিত ধর্ম্মের মতাবলম্বী সবিশেষ কার্য্যক্ষম তদবংশীয় মেরিয়স রেনীপণ্ট আমাদের পবিত্র সম্প্রদায়ের জাতশত্রু সেই ব্যক্তির ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভ্রান্তিনিবন্ধন তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবার আশঙ্কায় সে আমাদের মাতৃধর্ম্মশালায় পুনঃ প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। সংসারে তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, সেইগুলি রক্ষা করিবার অভিলাষে আবার তাহার ধর্ম্মপরিবর্ত্তন। আমাদের সম্প্রদায়ের অনেকেই সাক্ষ্য দিয়াছেন, রেনীপণ্টের ধর্ম্মত্যাগ কাপট্যপূর্ণ। বস্তুতঃ সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাহার সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি আমাদের ধার্ম্মিক রাজা চতুর্দ্দশ লুই বহুপূর্ব্বে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। মেরীয়স রেনীপণ্ট চিরজীবন গ্যালীতে খাটিবে, তাহার প্রতি এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল। গ্যালীদণ্ড ভোগ করিতে না হয়, সেই ইচ্ছায়, মেরীয়স রেনীপণ্ট আত্মহত্যা করেন। রাজাজ্ঞায় তাহার মৃতদেহ বড় রাস্তায় টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কুকুরেরা ভক্ষণ করিয়াছে।"

"ধর্ম্মের পরম বন্ধু রাজা চতুর্দ্দশ লুই সেই বাজেয়াপ্তী সম্পত্তি আমাদিগের সভায় দান করিয়া যান। এখন আমরা শুনিলাম সেণ্ট ফ্রান্সিস ষ্ট্রীটের তিন নম্বর বাটীতে পঞ্চাশহাজার স্বর্ণ ক্রাউন গুপ্তভাবে সংগৃহীত আছে। সেই সকল স্বর্ণ ক্রাউন বাজেয়াপ্ত হয় নাই, বাজেয়াপ্তীর সময় ধনস্বামী তাহা আমাদের সভাকে বঞ্চন করিবার অভিপ্রায়ে গোপন রাখিয়াছিল। ইহা চোর্য্য অপরাধের মধ্যে গণ্য।"

"একখানা বর্জ্জিত কবালা দ্বারা রেনীপণ্টের একজন ক্যাথলিক বন্ধুর নিকট সেই বাড়ীখানা বিক্রয় করা হয়। সম্পত্তি তখন বাজেয়াপ্ত হয় নাই। যিনি খরিদ করিয়াছেন, তিনি আমাদেরও বন্ধু, সুতরাং তাঁহার নামে নালিশ করিয়া সেই বাটী আমরা অধিকার করিতে পারিব না, রেনীপণ্ট ইহা জানিত। সেই বন্ধু সেই বাড়ীর দ্বারগবাক্ষ গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, রেনীপণ্টের উইলের বিধানানুসারে দেড়শত বৎসর পরে খোলা হইবে, এইরূপ আদেশ ছিল।"

"সেই পঞ্চাশহাজার স্বর্ণ ক্রাউন যাঁহাদের হস্তে রক্ষিত হইয়াছিল, এতদিন আমরা তাহা জানিতাম না। দেড়শত বৎসর পরে, রেনীপণ্টের বংশে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারাই

তাহা ভাগ করিয়া লইবে, এইরূপ মন্তব্য। পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ ক্রাউন চক্রবৃদ্ধিহারে বার্ষিক ৫৲ টাকা সুদে ৪১৫ কোটী হইয়া উঠিবে এইরূপ গণনা। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্যারি সর সেণ্ট ফ্রান্সুইস ষ্ট্রীটে যাহারা উপস্থিত হইবে, তাহারাই ঐ ধন পাইবে এইরূপ কথা। এক জন কারিকরের দ্বারা কয়েকটা তাম্রদস্তার পদক নির্ম্মাণ করান হইয়াছিল। রেনীপণ্টবংশের উত্তরাধিকারীরা পুরুষানুক্রমে এই দেড়শত বৎসর প্রত্যেকে সেই পদক একটী করিয়া ধারণ করিবে, সেই পদকের গায়ে তারিখ এবং উপদেশ খোদিত আছে। আমরা তাহা জানিতাম না। উইলের উপদেশ নির্দ্দিষ্ট দিবসে বেলা দুই প্রহরের মধ্যে যাহারা নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে, তাহারাই বিষয়াধিকারী হইবে, ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে না পারিলে সে বিষয় অধিকারী হইবে না।"

"যে লোকটা হাতে করিয়া রেনীপণ্ট পরিবারের বংশধরকে ঐ সকল পদক অর্পণ করিয়াছিল, তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর, দীর্ঘাকার, বদন সগর্ব্ব বিষণ্ণ, তাহার গাত্র কৃষ্ণবর্ণ, অদ্ভুত আকারে জোড়া। একপ্রান্ত হইতে কর্ণপ্রান্ত পর্য্যন্ত কপালের উপর সমরেখায় টানা। তাহার নাম জোসেফ। কথিত আছে, সেই ব্যক্তি হতভাগ্য সাম্যতন্ত্রবাদিগণের এবং সাতটী পদক প্রদত্ত উত্তরাধিকারীগণের সুচতুর দূত।"

"সেই পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ ক্রাউন আমাদের প্রাপ্য। এই দেড়শত বৎসরে সুদে আসলে যত হইবে, সমস্তই আমাদের প্রাপ্য। শীঘ্র না হউক, ভবিষ্যতে অবশ্যই আমরা উহা গ্রহণ করিব।"

আমাদের ধর্ম্মসমাজ অবিনশ্বর। জগদীশ্বরের মহিমা, সর্ব্বকর্তা পোপের মহিমা, বিস্তার করিবার জন্য এই সমাজের সৃষ্টি। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের সংস্রব আমাদের সংস্রব, সর্ব্বস্থানেই ধর্ম্মসভা ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া রেনীপণ্ট বংশের পুরুষ ক্রমে যেখানে যে যেমন থাকিবে সর্ব্বদা তাহাদের প্রতি নজর রাখিবার লোক নিযুক্ত রাখা হইবে। বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক অপহরণ করিবা যাহা সঞ্চয় করা হইয়াছে, যথাসময়ে ছলে, বলে অথবা কৌশলে আমরা তাহা অধিকার করিব। নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য প্রভু পরমেশ্বর মনুষ্যকে যত প্রকার শক্তি দিয়াছেন, ঐ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আমরা তত প্রকার শক্তি উৎপাদন করিব।'

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া আবি আইরিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক রডিন কহিলেন, "১৬৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময়পর্য্যন্ত রেনীপণ্ট পরিবারের বার্ষিক হিসাব এইরূপে পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করা অনাবশ্যক।"

আবি।—সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমাদের ধর্ম্মসভার ক্ষমতা অসীম। সার্দ্ধশত বর্ষকাল বাণিজ্য আমরা সমগ্র পৃথিবী করতলস্থ রাখিয়াছি। নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া রেনীপণ্টবংশের কোন কোন শাখা কোথায় গিয়া বাস করিয়াছে, সার্দ্ধশত বৎসর আমরা তাহাদের সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়াছি। পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ ক্রাউন। সামান্য কথা নয়। সার্দ্ধশত বর্ষে যাহা হইয়াছে, তাহা ত রাজঐশ্বর্য্য। সমস্তই ভাল, কিন্তু একটা বিষয়ে আমি কিছু উদ্বিগ্ন আছি। সেই ধনের অছির মুখে কোন কথা বাহির করিতে পারা যাইতেছে না। এবার কি তুমি চেষ্টা করিয়াছিলে।

রডিন।—করিয়াছিলাম। একটী কথাও পাওয়া গেল না; বৃদ্ধ ইহুদী, অত্যন্ত ধূর্ত্ত।

আবি।—সেমুয়েল নিজে কিছু বলে না, তাহার স্ত্রীও কিছু বলে না। এতধন কাহার হস্তে আছে,কাহার হস্তে দিল, উত্তরাধিকারীরা কেহই ইহা জানে না,—ইহাও অসম্ভব।

রডিন।—জানে ইহাই বা কিরূপে সম্ভব? (সেমুয়েলেরা তিন পুরুষ আছি) তিন পুরুষের মধ্যে কেহই কিছু প্রকাশ করিল না। এ বিষয়ে সকলেই যেন বোবা। ইহাতেই বোধ হয়, তাহারা জানে না।

আবি।—ঘর যখন গাঁথা হয়, তখন এই সেমুয়েলের পূর্ব্বপুরুষ উপস্থিত ছিল। সেই ব্যক্তি মেরিয়স বেনীপন্টের বিশ্বাসী কেরাণী। সে যে গুহ্য তত্ব কিছুই জানিত না, এমনটা কি সম্ভব হইতে পারে?

রডিন।—সম্ভব অসম্ভবের তর্ক এখন বৃথা। কত টাকা জমিয়াছে, তাহাই জানা দরকার। যাহারা উত্তরাধিকারী হইবে, মনে করিতেছেন, তাহারাও এ ধনের পরিমাণ কিছুই জানে না।

আবি।—যাহারা উত্তরাধিকারী হইবে, তাহাদের আমরা তফাৎ করিয়াছি। কেবল গেব্রিল একাকী আগামীকল্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে উপস্থিত হইবেন। তিনিই সমস্ত ধনের একমাত্র অধিকারী। কিন্তু গেব্রিল বলিয়াছেন, 'উত্তরাধিকারে যাহা তিনি পাইবেন, সমস্তই আমাদের সভার নামে দান করিবেন।' সভাই তবে উত্তরাধিকারিণী। কেমন ফন্দী করিয়াছি! ইহা অপেক্ষা তুমি কি আর কিছু উত্তম ফন্দী বাহির করিতে পার? মনের কপাট খুলিয়া সত্য কথা বল।

রডিন।—(নতশিরে নমস্কার করিয়া) এ বিষয়ে আমি কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারি না। যে যে উপায় আপনি করিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইলে আপনারই সুনাম, অসিদ্ধ হইলে আপনিই দুর্নামের ভাগী।

আবি আইরিনী দুইবার গ্রীবাসঞ্চালন করিলেন। মনে মনে কহিলেন,—ইহার অভিপ্রায় আমি কেনই বা জিজ্ঞাসা করি? সামান্য কেরাণীমাত্র, যাহা বলি তাহাই করে, ইহার বুদ্ধি কোথায়?

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ফাঁসুড়ে।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবি আইরিনী আপন সেক্রেটারীকে আদেশ করিলেন, "অদ্যকার রিপোর্ট পাঠ কর। প্রত্যেকের বিবরণ আমি জানিতে চাই।"

রডিন।—সন্ধ্যাকালের রিপোর্ট, এইমাত্র পাইয়াছি। প্রথম জাকুইস রেনিপন্ট লেন্সার,—দেওয়ানী কারাগারে, রাত্রি আটটার সময় সেইখানেই ছিল।

আবি।—তবে সে কল্য আসিতে পারিবে না। পড়িয়া যাও।

রডিন।—সেন্টমেরী মঠের অধীশ্বরী বড়রাণী সাবধান করিয়া দিয়াছেন, নিরাপদ থাকিবে। সেনাপতি • সাইমনের দুই কন্যাকে কঠিন পাহারায় কয়েদ হইবে। আজ রাত্রি ৯টার সময় তাহাদের কারাকূপে চাবি বন্ধ করা হইয়াছে।

উত্থানে অস্ত্রধারী প্রহরীরা সমস্ত রাত্রি বেঁাদ ফিরিবে।

আবি।—তাহারাও তবে কল্য উপস্থিত হইতে পারিবে না। কোন ভয় নাই। পড়িয়া যাও।

রডিন।— উরাণী আরও ডাক্তার বেলি-নিয়ারকে উপদেশ দিয়াছেন, কুমারী অদ্রি-য়ানীকে শক্ত পাহারায় আবদ্ধ রাখা হইবে। রাত্রি ৯টার পর। বাতুলালয়ের দ্বারে চাবিবদ্ধ ও অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে।

আবি।—অদ্রিয়াণীকেও তবে ভয় করিতে হইবে না। পড়িয়া যাও।

রডিন।—মহাত্মা হার্ডি, আমাদিগকে অধিক চেষ্টা করিতে হয় নাই; তাঁহার পরম আত্মীয় বন্ধু মস্যব [illegible]পোক আমাদের পরম হিতকারী বন্ধু হার্ডিকে তিনি আরও দুই মাসকাল বিদেশে আবদ্ধ রাখিবেন। সেনাপতি সাই-মনের পিতা তাহার সঙ্গে ছিলেন, হার্ডি তাঁহাকে বলিয়াছেন, আমি যাইতে পারিব না, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা [illegible] প্রহরের সময় আপনি সেণ্ট ফ্রান্সিস ষ্ট্রিটে [illegible] বাটীতে উপস্থিত হইবেন। উত্তরাধিকারী হইয়া দাবী করিবেন না, কি কি হয় কেবল তাহাই দেখিবেন। মার্সেলের পিতা যদি আইসেন, তাহাকেই বা ভয় কি? রেনীপন্টের উইলে লেখা আছে, উত্তরাধি-কারীরা স্বয়ং হাজির হইবেন। উকীল অথবা প্রতিনিধি দ্বারা কাজ হইবে না।

আবি। - মস্যফাও তবে নিশ্চিন্ত। কুঠী-ওয়ালা হার্ডি আমাদের প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। পড়িয়া যাও।

রডিন —রাজার জালমা। তাহাকেও কেহ হাজির করিতে পারিবে না। কিন্তু গেব্রিল অদ্য প্রাতঃকালে আমাকে এক পত্র লিখিয়াছেন, আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চান। তিনদিন প্রার্থনা করিয়াছিলেন ফল হয় নাই। পাঁচদিন তাঁহাকে কয়েদ রাখা হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়াছেন।

আবি।—কল্য তাহার অস্থিরতা দূর হইবে। যখন আমরা তাহাকে সেণ্ট ফ্রান্সিস্ ষ্ট্রীটে লইয়া যাইব, তখন তাঁহার সকল কথা শুনিব।

এই অবসরে কৃষ্ণবসন পরিহিত একজন বৃদ্ধ ভৃত্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রডিনকে কহিল, "একটী লোক আসিয়াছে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। সে বলে বিশেষ প্রয়োজন, এখনি দরকার।"

আবি।—তাহার নাম?

ভৃত্য।—নাম বলে না। সে বলে, যব-দ্বীপের সওদাগর মস্যব ভাগুয়েল তাহাকে পাঠাইয়াছেন।

আবি।—(সভয়ে রডিনের মুখের দিকে চাহিয়া) দেখ দেখ, লোকটা কে? কি বলে, শীঘ্র আসিয়া আমাকে সংবাদ দিও। (ভৃত্যের প্রতি) লোককে এই ঘরে লইয়া আইস।

এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াই আবি আইবিনী পাশের দরজা দিয়া অন্য একটা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এক মিনিট পরে নূতন লোক প্রবেশ করিল। তাহার চেহারা দেখি-য়াই রডিন চিনিলেন। ইতিপূর্ব্বে কার্দোবিলী প্রাসাদে তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন। স্মরণ হইল, চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু চিনিয়াছেন এ ভাবটা জানাইলেন না। পত্র লিখিতে লিখিতে কটাক্ষে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন দেখিয়াও যেন দেখেন নাই এই ভাব জানাইয় আর একখানা কাগজে তাড়াতাড়ি তিনি গোটাকতক কথা লিখিলেন। ভৃত্য তখন কহিল, "লোকটীকে আনিয়াছি"

মাথা হেঁট করিয়া রডিন সেই নূতন পত্র

খানা মোহর করিলেন, ভৃত্যকে বলিলেন, "লইয়া যাও। যাহার নামের চিঠি তাহাকে দিয়া জবাব আন।"

নমস্কার করিয়া পত্র লইয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। রডিন তখন নূতন লোকের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া নম্রভাবে কহিলেন, "মহাশয় আপনি কে?"

লোক।—কেন গা, তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?

রডিন।—কোথা কখনো আপনাকে আমি দেখিয়াছি, এমন ত বোধ হয় না।

লোক।—আমি কিন্তু তোমাকে চিনি। কার্দ্দিবিলী প্রাসাদে আমি তোমাকে দেখিয়াছি। সমুদ্রে যে দিন দুখানা জাহাজ ডুবি হয়, সেই দিন আমি সেখানে ছিলাম।

রডিন।—কার্দ্দিবিলী প্রাসাদে? হইতেও পারে, অসম্ভব নয়। জাহাজ ডুবির দিন আমিও সেখানে ছিলাম।

লোক।—সেইদিন আমি তোমার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলাম। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, কি চাও? আমি উত্তর করিয়াছিলাম, না ভাই এখন কিছু চাই না, ইহার পরে অনেক চাহিব। সেই দিন এখন আসিয়াছে, সেইজন্য আজ আমি তোমার কাছে অনেক চাহিতে আসিয়াছি।

রডিন।—(গম্ভীর বদনে) দেখুন মহাশয়, কথাটায় বড় গোলমাল ঠেকিতেছে। অগ্রে আমি জানিতে চাই, আপনি কে? যবদ্বীপের বাতাবিয়া নগরের মাননীয় সওদাগর ভাণ্ডায়েলের নিকট হইতে আপনি আসিতেছেন, এই ছলে আমার লোকের কাছে আপনি পরিচয় দিয়াছেন। কথাটা ঠিক কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য পুনরায় আমি প্রশ্ন করিতেছি, মহাশয় আপনি কে?

লোক।—তুমি ভাণ্ডায়েলের হাতের লেখা চেন?

রডিন।—ভালই চিনি।

লোক।—দেখ তবে।

লোকটীর সাহেবী পোষাক পরা। পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া সে তখন রডিনের চক্ষের সম্মুখে ধরিল। তাড়াটা কিন্তু আপনার হস্তভ্রষ্ট করিল না। রডিন দেখিলেন যথার্থই ভাণ্ডায়েলের হাতের লেখা। তাড়াটা হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে ব্যগ্রভাবে দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিলেন। লোক তৎক্ষণাৎ সতর্ক হইয়া সেই কাগজের তাড়াটা আপনার পকেটে লুকাইয়া ফেলিল।

অসম্ভব আচরণ দর্শন করিয়া রডিন কহিলেন, "আপনি ত দেখি বেশ লোক! ভাল দৌত্যকর্ম্ম করিতে আসিয়াছেন। আমার নামের চিঠি, আমাকে দিবার জন্য মস্যুর ভাণ্ডায়েল বিশ্বাস করিয়া আপনার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। আমার চিঠি আমাকে দিতে আপনি—"

ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া লোক বলিল, "তুমি ভাই আমাকে তুমি তুমি বল, 'আপনি মহাশয়' ওসব নেকামি ভাল লাগে না। তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই। আচ্ছা, আচ্ছা, চিনাইয়া দিতেছি। আগেকার কথা আগে শুনি, এ চিঠি ভাণ্ডায়েল স্বয়ং আমার হস্তে দেন নাই।"

রডিন।—কে তবে দিয়াছে? কিরূপে তোমার হস্তে আসিল?

লোক।—যবদ্বীপের একজন বদ্‌মাস্; তাহার নাম মহল। সে ব্যক্তি সরকারী মাশুল ফাঁকি দিত। আমি কে আমার কার্য্য কি, সে মহলটা তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া আমার দলশুদ্ধ আমাকে পুলীশের হাতে

ধরাইয়া দিবার চেষ্টা পায়। সেই রাগে আমি তাহাকে বনের ভিতর গলায় ফাঁস দিয়া খুন করি। মন্থর ভাণ্ডায়েল সেই মহলকে বিশ্বাস করিয়া তাহার হস্তে ঐ চিঠি দিয়াছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় যে জাহাজ আসিতেছিল, সেই জাহাজে সে আসিবে, ভাড়া লাগিবে না, মন্থর ভাণ্ডায়েল এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে একখানা পাস দিয়াছিলেন; মহলকে মারিয়া সেই পাস আর চিঠি আমি অপহরণ করি। স্বয়ং বিনা ভাড়ায় বিলাতী জাহাজে উঠিয়া আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

লোকটা নির্ভয়ে দম্ভ করিয়া এই পরিচয় দিয়া রডিনের মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

রডিন এতক্ষণ প্রায় হেঁট হইয়াই লোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন; লোকের ঐ ভয়ঙ্কর কথা শ্রবণ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পাণ্ডুবদন—মরা মানুষের ন্যায় পাণ্ডুবদন—কিছুমাত্র বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইল না। বিস্মিত হইয়া তিনি কহিলেন, "তোমরা তবে যবদ্বীপে ফাঁস জড়াইয়া মানুষ মার।"

লোক।—হাঁ গো, হাঁ! তাহাই ত করি। কেবল যবদ্বীপে নয়, সব জায়গাতেই ঐ রূপে মানুষ মারিয়া থাকি।

রডিন।—কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তোমার সরলতা দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছে। তোমার নামটী কি?

লোক।—আমার নাম ফিরিঙ্গি। নিজ-মুখে প্রকাশ পাইল, এই লোকটার নাম ফিরিঙ্গি। ভারতবর্ষে ইহার জন্ম। নামে যেরূপ পরিচয় হয়, জন্মেও সেইরূপ। ইয়োরোপীয় লোকের ঔরসে ভারতীয়া রমণীর গর্ভে ইহার উৎপত্তি। এই ফিরিঙ্গি অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছে। এসিয়া ও ইয়োরোপীয় সওদাগরদিগের যে সকল কুঠি কারখানা আছে, এই ফিরিঙ্গি তৎসমস্তই দেখিয়াছে। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় উত্তম কথা কহিতে পারে। ইহার বুদ্ধিচাতুর্য্যও বিলক্ষণ। বুদ্ধি-বলে লোকটা বিলাতী সভ্যতাও শিক্ষা করিয়াছে।

পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া রডিন কহিলেন, "আচ্ছা মিষ্টার ফিরিঙ্গি, এখন তোমার ইচ্ছা কি? ভয়ানক ফৌজদারী অপরাধ করিয়া তুমি আমার নামের চিঠি অপহরণ করিয়াছ, এখন আবার সেই চিঠি আমাকে দিতে চাহিতেছ না। ব্যাপার কি?

ফিরিঙ্গি।—ব্যাপার অতি সহজ। ও চিঠি আমি পড়িয়াছি। উহাদ্বারা আমার নিজের উপকার হইবে।

রডিন।—ওঃ। ভয়ঙ্কর! আমার চিঠি তুমি পড়িয়াছ? এমন কর্ম্ম তুমি যখন করিতে পার, তখন তোমাকে বিশ্বাস করিতে ভয় হয়। আচ্ছা বল দেখি, ও চিঠিতে তোমার কি উপকার?

ফিরিঙ্গি।—চিঠি পড়িয়া আমি জানিয়াছি, তুমি আমার ভাই। দেখ ভাই, তুমি আমি উভয়েই জগতের সৎকার্য্যের সেবক।

রডিন।—(সবিস্ময়ে) কি প্রকার সৎকার্য্য?

ফিরিঙ্গি।—যবদ্বীপের সওদাগর এই চিঠিতে লিখিয়াছেন, সদাই আনুগত্য, সঙ্গোপন, ধৈর্য্য, ধূর্ত্ততা, নির্ভীকতা তোমাদের ভূষণ,—তবেই হইল তুমি আমি এক। আমাদেরও ঐ সকল ভূষণ। সুতরাং পরস্পর আমাদের ভাই—ভাই সবাই। পৃথিবী আমাদের স্বদেশ, আমাদের দলস্থ লোকেরা আমাদের পরিবার। তোমাদের বিশ্বাসে রোম তোমাদের স্বামী; আমাদের বিশ্বাসে ভবানী আমাদের স্বামী।

রডিন।—ভবানীটী কে তাহা আমি বুঝিলাম না।

ফিরিঙ্গি।—তোমাদের যেমন রোম, আমাদের তেমনি ভবানী! তিনি আমাদের মহাদেবী মা ভবানীর তৃপ্তিসাধনের উদ্দেশে আমরা কার্য্য করি। তোমরা যেমন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া তোমাদের রোমরাণীর গৌরববৃদ্ধির জন্য সাধ্যানুসারে যত্ন কর। দিবা রাত্রি পরিশ্রম কর, আমরাও সেইরূপ মা ভবানীরাণীর গৌরবের নিমিত্ত দেশে দেশে* পরিভ্রমণ করিয়া থাকি।

রডিন।—তোমাদের মা ভবানীর পুত্র কাহারা?

ফিরিঙ্গি।—যাহারা দৃঢ়সঙ্কল্প অভয় হৃদয় ধৈর্য্যশীল, ধূর্ত্ত, দুর্দ্দম তাহারাই মা ভবানীর পুত্র। সৎকার্য্য দেখিবে, সিদ্ধ মনোরথ হইয়া যাহারা স্বদেশকে, মাতাপিতাকে এবং ভ্রাতা ভগ্নীকে বর্জ্জন করিতে পারে, তাহারাই মা ভবানীর পুত্র। যাহারা আমাদের দলভুক্ত নয়, তাহারাই আমাদের শত্রু।

রডিন।—তবে ত এ ধর্ম্মভাব খুব ভাল। আচ্ছা! তোমাদের মূল উদ্দেশ্য কি?

ফিরিঙ্গি।—তোমাদেরও যে উদ্দেশ্য, আমাদেরও সে উদ্দেশ্য। তোমরা সজীব দেহকে মৃতদেহ* কর, আমরাও তাই করি।

রডিন।—সজীব দেহকে মৃতদেহ?

ফিরিঙ্গি।—জীবিত মনুষ্যকে শবরূপে পরিণত করা, তোমাদের ধর্ম্মের মহাগৌরব। ঐ কার্য্যে আমাদেরও মহাগৌরব। মানুষের মরণে মা ভবানী পরম সন্তুষ্ট।

রডিন।—আমাদের ধর্ম্মার্থ তা নয়। প্রকৃষ্টপদ্ধতিতে আত্মার সংস্কার করাই আমাদের কার্য্য।

ফিরিঙ্গি।—হাঁ, এই কথাই সত্য! তোমরা আত্মাকে বধ কর, আমরা দেহকে বধ করি। এস ভাই এস,—হাত দেও! কোলাকুলি করি। আমাদের মত তোমরাও মানবশিকারী। আত্মা যদি মরে, তবে দেহ লইয়া কি কর। মানুষের গলায় দড়ি দিয়া আমরা মারি, তোমরা প্রকৃষ্টপদ্ধতিতে মার। ফলে এক কথা। আমাদের মা ভবানী, আর তোমাদের রোমরাণী, উভয়েই যুগলভগিনী।

দরকারী চিঠিখানা ফিরিঙ্গির হস্তে পড়িয়াছে, ফিরিঙ্গি তাহা পাঠ করিয়াছে, সে চিঠিতে অবশ্যই রাজকুমার জালমার কথা লেখা আছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জালমা যাহাতে পারিসে উপস্থিত হইতে না পারেন, যদিও আমি তাহার সুন্দর উপায় করিয়াছি, তথাপি কিন্তু এই ফিরিঙ্গির সহিত রাজকুমারের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা না জানিলে এককালে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না; এইরূপ চিন্তা করিয়া রডিনের মনে ভয় হইল। ফিরিঙ্গিটা যে প্রকৃতির লোক, কোন না কোন প্রকারে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটাইতে পারে। বুদ্ধিমান রডিন ইহাও বুঝিলেন; তথাপি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য না দেখাইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, 'আচ্ছা তোমাদের ভবানী আর আমাদের রোম যেন দুটি ভগ্নীই হইলেন; ইহাতে তুমি সারসংগ্রহ কি করিয়াছ?"

ফিরিঙ্গি।—কিছুই হয় না। সার অসার বুঝি না। তুমি কেবল একটি বুঝিয়া রাখ— শত্রু ভাবিয়া অবিশ্বাস না করিয়া আমাকে বন্ধু ভাবিয়া বিশ্বাস করাই তোমার উচিত।

রডিন।—তোমরা মানুষ মার। তারতো ফাঁসুরের দলের লোক তুমি। যে লোকটি

* ধর্ম্মশীল লয়লার মৃত্যুকালের মুমূর্ষু উপদেশ—যেশুৎ সম্প্রদায়ের কর্ম্মকারকেরা আপন আপন প্রভুগণের নিকটে মৃতদেহের ন্যায় জড়বৎ হইয়া থাকিবেন।

আমার নামের পত্রবাহক হইয়াছিল, তুমি তাহাকে ফাঁসী দিয়া মারিয়াছ, সেই সংবাদ আমাকে শুনাইতে আসিয়াছ। কিন্তু দেখ, মিষ্টার ফিরিঙ্গি, এখানে ফাঁসী দিয়া মানুষ মারিবার অনুমতি নাই। ভবানীপ্রেমে তুমি যদি এখানে ফাঁসুড়েগিরি কর, তাহা হইলে তোমার মাথা থাকিবে না। এখানে একটি দেবতা আছেন, তাহার নাম—"ধর্ম্মাসন বিচারালয়।"

ফিরিঙ্গি।—আচ্ছা, ফাঁসী না দিয়া যদি বিষ খাওয়াইয়া, কাহাকেও আমি মারিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে বিচারপতিরা আমার কি করিবেন?

রডিন।—তোমাকে ফৌজদারী আইন বুঝাইতে পারি, এখন সময় আমার নাই। ফল কথা এখানে তুমি কাহাকে ফাঁসী দিতে অথবা বিষ খাওয়াইতে চেষ্টা করিও না। এখন কথা হইতেছে, পত্রখানা তুমি আমাকে দিবে কি না?

ফিরিঙ্গি।—কোন্ চিঠিখানা? যাহাতে রাজকুমার আমার কথা লেখা আছে, সেইখানা? সে চিঠিতে কি আছে, যতক্ষণ তাহা জানিতে না পারি, ততক্ষণ আমি তোমার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না।

রডিন।—কেন? তুমিত অগ্রে পাঠ করিয়াছ? এখনও আমি মিনতি করিয়া তোমাকে বলিতেছি, পত্রগুলি আমাকে দেও। যদি না দিবার ইচ্ছা থাকে, চলিয়া যাও।

ফিরিঙ্গি।—খানিকক্ষণ রাখ। দুটী একটি কথাতেই তোমার বুদ্ধিস্থির হইবে। অলৌকিক ক্রিয়া ভাবিবে। বিষপান করিয়া মানুষের মরিবার কথা, এই মাত্র আমি তোমাকে বলিলাম। কিন্তু কেন জান? রাজকুমার জাল্মাকে বিষ খাওয়াইবার জন্য কার্দ্দিবিলী প্রাসাদে তুমি একজন ডাক্তার পাঠাইয়াছিলে। প্রাণে মারিবার জন্য না হউক, বেশীক্ষণ অজ্ঞান করিয়া রাখা তোমার ইচ্ছা ছিল।

রডিন।—(অদৃশ্যে কাঁপিয়া উঠিয়া) তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

ফিরিঙ্গি।—না বুঝিবারই কথা। আমি বিদেশী লোক, সামান্য লোক, গরীব লোক। ফরাসীউচ্চারণ আমার ভাল হয় না। আচ্ছা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। রাজকুমার জাল্মা যাহাতে এখানে উপস্থিত হইতে না পারেন, সেই চেষ্টা করাই তোমার সঙ্কল্প, এখন বুঝিয়াছ।

রডিন।—ও কথার কোন উত্তর নাই।

ধীরে ধীরে দ্বারে দুইবার করাঘাত। উভয়ের বাক্যালাপ বন্ধ। সেই বৃদ্ধ ভৃত্য প্রবেশ করিয়া রডিনকে সেলাম দিল। একখানা পত্র তাহার হস্তে দিয়া বিনীতভাবে কহিল, "আপনার প্রেরিত পত্রের এই জবাব।"

তাড়াতাড়ি পত্র পাঠ করিয়া তাড়াতাড়ি রডিন সেই পত্রের নীচে গুটিকতক কথা লিখিলেন। ভৃত্যের হস্তে দিয়া রডিন কহিলেন, "পূর্ব্ব পত্র যাহাকে দিয়াছিলে, এখানিও তাহাকে দিও।"

পত্র লইয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। ফিরিঙ্গি আবার বলিতে লাগিল, গত পরশ্ব রাজকুমার জাল্মা ক্ষত শরীরে আমার পরামর্শে পারিশে যাত্রা করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময় একখানি সুন্দর গাড়ী দুর্গদ্বারে পৌছিল, সঙ্গে কতকগুলি উপহার সামগ্রী। রাজকুমারের একজন অজ্ঞাত বন্ধু তাহা প্রেরণ করিয়াছিলেন। গাড়ীতে দুটী লোক, একটী সেই অজ্ঞাতবাবুর প্রেরিত, আর একটী ডাক্তার তোমার প্রেরিত। রাজপুত্রকে লইয়া সেই ডাক্তার পারিশে আসিবেন এইরূপ উপদেশ; সত্য ভাই! বড়ই দয়ার কার্য্য! পরম দয়ালু তুমি! কেমন ঠিক নয়?

রঙ্গিন।—আচ্ছা বলিয়া যাও। গল্পটা শোনাই যাউক।

ফিরিঙ্গি।—গল্প নয়,—মর্ম্মান্তিক কথা। গতকল্য কুমার জালম' সেই গাড়ীতে উঠিয়া যাত্রা করেন। ডাক্তার বলিলেন—"গাড়ীতে রাজপুত্র যদি শুইয়া না যান, ঘা বাড়িবে" এই ছল করিয়া ডাক্তার মহাশয় সেই অজ্ঞাত বন্ধুর প্রেরিত লোকটীকে গাড়ীতে উঠিতে দিলেন না। রাজপুত্রকে লইয়া তিনি নিজ গাড়ীতে বসিলেন আমাকেও বিদায় করিয়া দেওয়া ডাক্তারের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাজপুত্রের বিশেষ আগ্রহে ডাক্তার মহাশয় তৎপক্ষে কৃতকার্য্য হইলেন না, আমিও [illegible] রহিলাম। কল্য সন্ধ্যার সময় আমরা [illegible] আক্রমণ করি। ডাক্তার প্রস্তাব করিলেন, "একটা সরাইখানায় রাত্রি যাপন করা যাক। আগামী সন্ধ্যার সময় নিশ্চয়ই পারিসে উপস্থিত হওয়া যাইবে।" রাজপুত্র বলিলেন ১২ই ফেব্রুয়ারি [illegible] সরাই

ভবানীর পূজা। যাহারা আমাদের দলভুক্ত নয়, সন্ধ্যাকালে উপস্থিত [illegible]

খানায় আসিবার প্রস্তাব শুনিয়া আমার সন্দেহ হইল। ডাক্তারকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পার্শ্বের বর্ডন সাহেবকে আপনি জানেন কি না।" চমকিত ভাবে ডাক্তার যে প্রকার উত্তর দিলেন, তাহা শুনিয়া, তাহা দেখিয়া আমার সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। সরাইখানায় আমরা রহিলাম। যে ঘরে রাজপুত্র, ডাক্তার সেই ঘরে আসিয়াছেন, ডাক্তারের ঘরটা খালি আছে। চুপি চুপি আমি সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরে একটা বাক্স ছিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে অনেক রকম শিশি। একটা অহিফেন। দেখিবামাত্রই বুঝিলাম, ঠিক বুঝিতে না পারি অনুমান—অনুমানে—

রঙ্গিন।—কি তোমার অনুমানে আসিল?

ফিরিঙ্গি।—জানিবে, জানিবে,—ক্রমেই জানিবে। ডাক্তার যখন রাজপুত্রের নিকট হইতে উঠিয়া যান, তখন বলিলেন, ক্ষত অনেক আরাম হইয়াছে, কিন্তু পথশ্রমের কষ্টে প্রবল হইতে পারে। কল্য আপনাকে একটু ঔষধ খাইতে হইবে। আজরাত্রেই আমি তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিব। সে কথা আমি শুনিলাম। অদ্য বেলা পাঁচটার সময় ডাক্তার মহাশয় রাজপুত্রকে সেই ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন, রাজপুত্র ঘুমাইয়া পড়িলেন। ডাক্তার সেই সময় অত্যন্ত চাঞ্চল্য দেখাইলেন। কথা তুলিলেন, আর যাওয়া হইবে না, আর একটা সরাইখানায় থাকিতে হইবে। পথের মাঝখানে গাড়ী থামাইয়া দিলেন। রাজপুত্র ঘুমাইলেন, ডাক্তার নিকটে বসিয়া রহিলেন। কতক্ষণ ঘুমাইবেন। ডাক্তার তাহা জানিতেন, ঔষধের মাত্রা কতটুক হইবে তুমি তাহা শিখাইয়া দিয়াছিলে। ধন্য তোমার বুদ্ধি। তুমি একজন আচ্ছা পণ্ডিত লোক। সেই ঔষধটা আমিও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বেশ ফল হইয়াছে [illegible]

রঙ্গিন। (দন্তদ্বারা নখাগ্র দংশন করিতে করিতে) কি কথা তুমি বলিতেছ, আমি ত কিছুই বুঝিতেছি না। বোধ হয় তুমি পবিত্র [illegible] ভাষা উচ্চারণ করিতেছ।

ফিরিঙ্গি।—(গম্ভীরে) হিব্রুই বটে হিব্রুভাষায় গছ পেল লেখা। ধন্য প্রাণকর প্রভু যেশুর সুসমাচার। তোমার ডাক্তারে সেই ঔষধ আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়াছি যবদ্বীপে বিষবৃক্ষ অনেক জন্মে।

রঙ্গিন।—জন্মে, তাহাতে আমার কি?

ফিরিঙ্গি।—তোমার তাহাতে খুব লা[illegible] আমরা ভবানীর সন্তান, রক্তপাতে আমা[illegible] বড় ভয়। লোকের গলায় রজ্জুফাঁস জড়া[illegible]

দিই ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে না ঘুমায়,ততক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকি। যখন দেখি নিদ্রা গাঢ় হইল না, তখন যাহাতে প্রগাঢ় হয়, তাহার উপায় আমরা জানি। সেই উপায় তখন চালাই। স্বকার্য্যে আমাদের সবিশেষ নৈপুণ্য। কালসর্প আমাদের অপেক্ষা অধিক ধূর্ত্ত নহে, পশুরাজ সিংহও আমাদের অপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত নহে। রাজকুমার জালমার বাহুমূলেও ঐ নামের টীকা আছে। যবদ্বীপে বিষবৃক্ষ অনেক জন্মে, একথা বলিয়াছি। একটা বৃক্ষের ফলে একরকম দানা হয়, সেই দানা চূর্ণ করিয়া বিষ প্রস্তুত করা যায়। নিদ্রিত মনুষ্যকে সেই চূর্ণের নস্য দিলে তৎক্ষণাৎ নিদ্রা আইসে, শীঘ্র আর জাগে না, হয় ত বিষনিদ্রায় অভিভূত থাকে। নিদ্রিত লোকের পক্ষে এই ব্যবস্থা যাহারা জাগিয়া থাকে, তাহাদিগকেও ঘুম পাড়াইবার ব্যবস্থা আছে। তামাকের সহিত সেই চূর্ণ মিশাইয়া টানিতে দিলেই গাঢ় নিদ্রা জন্মে, সে নিদ্রা হইতে জাগরণেরও পূর্ব্বরূপ ক্রিয়া।

রডিন।—(অন্তরে ভয় পাইয়া) ও সব কথা আমার নিকটে কেন বলিতেছ? অত বর্ণনা আমি শুনিতে চাই না, শুনিবার সময় আমার নাই।

ফিরিঙ্গি—সময় কর,—সময় কর। একটু স্থির হইয়া শুন। তোমার মত লোককে শুনাইলেই, আমাদের বর্ণনা করিবার ক্ষমতা সার্থক হয়। শোন ভাই, এককালে বেশীমাত্রা দিতে যদি আমরা ইচ্ছা না করি, ঘুমন্তলোকের নাসারন্ধ্রে কিঞ্চিৎ বিলম্বে বিলম্বে অল্প অল্পমাত্রা প্রদান করিয়া থাকি। যতক্ষণ ঘুমন্ত রাখা আমাদের দরকার, ইচ্ছা করিলেই স্বচ্ছন্দে ততক্ষণ ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে পারি। প্রাণ যায় না। মানুষ যদি ৪৮০ ঘণ্টা কিছুই না খায়, তথাপি মরে না। এখন বিবেচনা কর, সেই স্বর্গীয় ঔষধের সঙ্গে তুলনায়, আফিং টিকটা অতি অকিঞ্চিৎকর। যবদ্বীপ হইতে কৌতুহলবশে সেই বিষার্ণ কিঞ্চিৎ আমি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। যে ঔষধের দ্বারা সেই ঔষধের ক্রম নষ্ট হয়, তাহাও আনিয়াছিলাম।

রডিন।—তাহাও আছে বুঝি?

ফিরিঙ্গি।—আছে না ত কি? মানুষ যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কতক ভাল কতক মন্দ, আমাদের ঔষধও সেইপ্রকার। আপনাতেই দেখ না, আমরা যেমন জগতে মঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করি, যাহারা আমাদের মতে চলে না, তাহার ও তেমনি অমঙ্গল ঘটায়। যবদ্বীপের লোকেরা সেই বিষবৃক্ষের শিকড়ের রসকে তুবু” বলে। বিষচূর্ণের নস্য লইলে যে নিদ্রা আইসে তুবুরস আঘ্রাণ করাইলে সেই নিদ্রা ভঙ্গ হয় প্রখর সূর্য্য যেমন জলদজাল দূর করিয়া দেয়, বিষনস্যযোগে নিদ্রিত মনুষ্যের নিদ্রাভঙ্গে তুবুরসের তদ্রূপ বীর্য্য। হাঁ, এখন কাজের কথা বলি। কল্যরাত্রে তোমার ডাক্তার অহিফেনযোগে রাজকুমার জালমাকে ঘুম পাড়াইয়া স্বয়ং আপনকক্ষে শয়ন করিতে যান আমি জাগিয়াছিলাম, কতক্ষণে ডাক্তার ঘুমাইয়া পড়ে, সেই প্রতীক্ষায় ছটফট করিতেছিলাম। ডাক্তার যখন ঘুমাইল তখন আমি চুপি চুপি গুঁড়ি মারিয়া তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম। তাহার নাসিকায় বিষচূর্ণের নস্য দিলাম। আর কোথায় যায়, গাঢ়—গাঢ়—প্রগাঢ় নিদ্রা। বোধ করি এখন পর্য্যন্তও ঘুমাইতেছে।

রডিনের অন্তরস্থ ভয় অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তাঁহার নিজের এবং বন্ধুগণের বহুযত্নপ্রসূত ফন্দী ফিকির উলটাইয়া গেল, এই ভাবিয়া সক্রোধে গর্জ্জনস্বরে তিনি বলিলেন,

"ডাকাত, এতদূর সাহস! আমাদের ডাক্তারকে বিষ দিয়াছিস্!"

ফিরিঙ্গি।—(দম্ভ করিয়া) হাঁ ভাই দিয়াছি। না দিয়া কি করি? ধূর্ত্তের সহিত ধূর্ত্ততা খেলাইতে হয়। তোমাদের ডাক্তার আমাদের রাজপুত্রকে বিষ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াছে; কাজে কাজেই আমিও তোমাদের ডাক্তারকে বিষনসো ঘুম পাড়াইয়াছি। অদ্য প্রাতঃকালে সরাইখানা হইতে আমরা বাহির হই; ডাক্তারটী সেইখানেই পড়িয়া নাক ডাকাইতে থাকেন। গাড়ীতে আমি আর রাজকুমার। আবার একটা সরাইখানায় আমরা উপস্থিত হই। তখনকে বিষচূর্ণ মিশাইয়া রাজপুত্রকে খাইতে দিই রাজপুত্রের অভ্যাসমত আলবোলা টানিয়া তিনি ঝিমাইতে থাকেন আর একবার আমি তামাক সাজিয়া দিই, রাজপুত্র ঘুমাইয়া পড়েন। সরাইখানায় তিনি নিদ্রিত রহিয়াছেন আমি তোমার কাছে আসিয়াছি। এখন কেবল আমার ইচ্ছার উপর তাঁহার চৈতন্য নির্ভর করিতেছে। তুমি যদি বল, আগামী কল্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহাকে আমি অচেতন রাখিতে পারি, অথচ আমি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিতে পারি। এখন আমি যাহা বলিব, তুমি যদি তাহাতে সম্মত হও, তাহা হইলে রাজকুমার দাদা মা আগামী কল্য কদাচও ফ্রাঙ্কইস ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। আমার প্রস্তাবে যদি তুমি সম্মত না হও, তাহা হইলে কুমার এখনি জাগিয়া উঠিবেন।

এইরূপ দীর্ঘবক্তৃতা করিয়া ফিরিঙ্গি আপন পকেট হইতে রাজকুমার জামার পদকটী বাহির করিয়া রঙিনকে দেখাইল। দর্প করিয়া বলিল, "এই দেখ, সব আমার সত্য কথা। রাজপুত্র ঘুমাইলেন, সেই অবসরে এই পদকটী আমি তাঁহার গাত্রবস্ত্র হইতে খুলিয়া লইলাম। এই পদকেই ফ্রাঙ্কইস্ ষ্ট্রীটের ঠিকানা লেখা। ইহা না পাইলে তিনি বৃথা নির্দ্দিষ্টস্থলে উপস্থিত হইবার আশা রাখিবেন না। এখন আমার শেষ কথা! প্রথমে আসিয়াই যাহা রাখিয়াছি, শেষেও তাহাই বলি তোমার কাছে আমি অনেক টাকা চাই।"

রঙিন এপর্য্যন্ত কেবল অঙ্গুলীর নখ কামড়াইতেছিলেন। রঙিনের যখন রাগ হয়, মুখে কথা ফোটে না, কেবল শীঘ্র শীঘ্র নখদংশনেই ক্রোধলক্ষণ বিকাশ পায়, ইহাই তাহার অভ্যাস। আতঙ্কে হতাশে, ক্রোধে এই তিন অবস্থাতেই রঙিন ঘন ঘন নখাগ্র দংশন করিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগ রক্তবর্ণ করেন।

অভ্যাসমত রঙিন পুনঃ পুনঃ নখদংশন করিতেছেন, এমন সময় সদর দরজায় তিনবার ঘণ্টাধ্বনি হইল। রঙিন যেন তাহা শুনিতে পাইলেন না। হঠাৎ তাঁহার নেউল নেত্র যেন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ফিরিঙ্গি তখন বুকে হাত বাঁধিয়া বিজয়ানন্দে রঙিনের মুখের প্রতি ঘৃণায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল।

রঙিনের মাথা হেঁট! রঙিন কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত নির্ব্বাক! অন্যমনস্কভাবে টেবিলের উপর হইতে একটা কলম তুলিয়া লইলেন। দন্তদ্বারা সেই কলমের পালকগুলি কামড়াইতে আরম্ভ করিলেন! ফিরিঙ্গি কি ভয়ঙ্কর কথাগুলা বলিল! লেখনীপুচ্ছ দংশনে নীরবে কেবল তাহাই চিন্তা।

একমিনিট এইরূপ। তাহার পর রঙিন হঠাৎ কলমটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ফিরিঙ্গির দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। ঘৃণার স্বরে কহিলেন, "সত্য কি ফিরিঙ্গি, তুমি আমার সঙ্গে তামাসা করিবার জন্য কৌতুকের গল্প তুলিয়াছ?

তুমি জান এটা ভদ্রলোকের বাড়ী। চিঠি চুরি করিয়াছ, ফাঁসী দিয়া মানুষ মারিয়াছ, বিষ খাওয়াইয়া মানুষকে অজ্ঞান করিয়াছ, এই সকল বড়াই করিবার জন্যই কি তুমি এখানে আসিয়াছ? কেহই তোমার ওরকম পাগলামী শুনিতে চায় না। আমি শুনিয়াছি, কেন তাহার কারণ ছিল। তোমার বে-আদবী কতদূর গড়ায় তাহাই দেখিবার জন্য। কোন দুরন্ত পাপাত্মা বকৃত মহা মহা পাপের ব্যাখ্যা করিয়া ঐরূপ গৌরব প্রকাশে সাহস করে না।

এইরূপ তর্জ্জন করিয়া রডিন আসন হইতে উঠিলেন। ঘরের একপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন, বদন ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল, কুদ্রনেত্র জ্বলিল; রডিনের অবয়বে সচরাচর এরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। মূর্ত্তি যেন নূতন। ফিরিঙ্গি এক-স্থানে দাঁড়াইয়া নীরবে চমকিতনয়নে রডিনের নূতন মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। অকস্মাৎ বদন বিকট করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ ভাই, সমস্তই আমি সত্য বলিয়াছি; ইহা প্রমাণ করিবার আর তুমি আমাকে বাধ্য করিও না।"

রডিন।—চুপ, চুপ, ফরাসীলোকেরা এত বোকা নয় যে তোর কথায় ভেড়া বনিয়া যায়। আপন মুখে বলিতেছিস্ সর্প অপেক্ষা ধূর্ত্ত, সিংহ অপেক্ষা পরাক্রান্ত! চিঠি চুরি করিয়াছিস্। তাহাতেই আমার কি ভয়। রাজকুমার জাল্মাকে ঘুম পাড়াইয়াছিস্, ইচ্ছা করিলেই জাগাইতে পারিস্। আমার ক্ষতি করিতে তোর ক্ষমতা আছে? সমস্তই গল্প কথা। ধূর্ত্ত সর্প, সাহসী সিংহ, তুই আমার কি করিতে পারিস্, আমি কেবল ২৪ ঘণ্টা সময় চাই।

ফিরিঙ্গি।—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মহা প্রলয় উপস্থিত হইতে পারে।

রডিন।—ভবিষ্যদ্বাণী বলিবার জন্য তোকে কেহ আহ্বান করে নাই। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে তুই পারিসে আসিয়াছিস্। পাপিষ্ঠ! পাষণ্ড! ডাকাত! সকলের কাছেই অপরিচিত, আমাকে কি না তুই ভাই বলিয়া ডাকিস্! আমাকেও যেন পাষণ্ড মনে করিস্। তুই এখানে এখন আমার হাতের ভিতর রহিয়াছিস্, সেটা তুই একবারও ভাবিতেছিস্ না। পাষণ্ড কাঙ্গুড়ে! এই মুহূর্ত্তেই আমি তোকে বাঁধিয়া ফেলিতে পারি। যদি বাঁধি, ২৪ ঘণ্টা যদি কয়েদ রাখি, তাহা হইলে তুই কি করিবি? তোর দ্বারা আমার কি অনিষ্ট হইতে পারে? যবদ্বীপের চিঠি, জাল্মার পদক, সেই জোরে তুই লম্ফ ঝম্ফ করিতেছিস্। এখনি আমি যদি তাহা কাড়িয়া লই, তাহা হইলে কি হয়? চক্ষের নিমিষে সমস্ত দর্প চূর্ণ হইয়া যায়। জাল্মাকে তুই কল্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অচেতন রাখিতে পারিস্, তাহাতেই বা আমার কি? তোর কথায় আমি ভয় পাই না। বিশেষতঃ সমস্তই মিথ্যাকথা! রাজকুমার জাল্মা এখানে আসিয়াছেন, তোর মুঠার ভিতর আছেন, কদাচ এ কথা সত্য নহে। যা, চলিয়া যা। এখনই এ বাড়ী হইতে দূর হ, আর যদি কখনও কোন লোককে ভেড়া বানাইবার ইচ্ছা হয়, মানুষ বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিস্। এ রডিন সে ধাতুর লোক নয়।

ফিরিঙ্গি চমকিত হইল, ভয়ও পাইল। রডিন যাহা যাহা বলিলেন, সমস্তই করিতে পারেন, ইহাও ফিরিঙ্গি বুঝিল। চিঠি কাড়িয়া লইতে পারেন, পদক কাড়িয়া লইতে পারেন, কয়েদ করিয়া রাখিতে পারেন, জাল্মার নিদ্রা যাহাতে ভঙ্গ না হয়, তাহাও করিতে পারেন, সমস্তই পারেন, তথাপি কিছু করিলেন না। বাটী হইতে চলিয়া যাইতে স্বাধীনতা দিলেন।

রডিন বাস্তবিক চাতুরী খেলিলেন। ব্যাকুল-

নরেন্দ্রে কাপ্তেনের মুখপানে চাহিয়া সক্রোধে আপনা আপনি যেন কি বকিতে লাগিলেন।

ফিরিঙ্গি।—তুমি আমাকে যাইতে বলিতেছ, আমি যাইব, কিন্তু এক মিনিট থাকিব। আমি বুঝিলাম, তুমি একজন মানুষ, তোমার কাছে কিছুই লুকাইয়া রাখা যায় না। জালমা আমাকে কিছু কিছু ভিক্ষা দেন, মনে মনে ঘৃণা করেন। তাঁহার কাছে কেবল আমার এই মাত্র প্রত্যাশা। যদি আমি বলি, আমি তোমার মন্দ করিতে পারি, তাহা করি নাই, তুমি আমাকে টাকা দাও; একথা বলিলে কেবল তাঁহার রাগ বাড়িবে, আর ঘৃণা করিবে। ইচ্ছা করিলে আমি তাহাকে খুন করিতে পারিতাম, কিন্তু সময় আইসে নাই। এখন আমি কেবল টাকা চাই। সোণার টাকার অনেক স্বর্ণ মোহর আমার দরকার। তুমি ভদ্রলোক, জাল্মাকে আমি তোমার হস্তে অর্পণ করিতে পারি, তুমি আমাকে মোহর দাও। জাল্মার কাছে আমি বিশ্বাসঘাতক হইলে তোমারই উপকার। তুমি ভাবিতেছ, আমি মিথ্যাকথা বলিতেছি, কিন্তু মিথ্যা নয়। জাল্মাকে যে হোটেলে রাখিয়া আসিয়াছি, তাহার ঠিকানা আমার কাছে লেখা আছে, এই লও। একজন বিশ্বাসীলোককে সেই খানে পাঠাও দেখিয়া আসুক। তখন তোমার ঠিক বিশ্বাস হইবে। কিন্তু ভাই এই উপকারের মূল্য অনেক, কতকগুলি সোণার মোহর আমাকে দাও।

রডিনের চক্ষের সম্মুখে একখানা ছাপা-করা কার্ড ধরিয়া ফিরিঙ্গি কহিল, "এই দেখ সেই সরাইখানার ঠিকানা ভব লইয়া জান, আমি মিথ্যা বলি নাই।

কুঞ্চনয়নের একপ্রান্ত দ্বারা রডিন কেবল ঐ ব্যক্তির গতিক্রিয়া দেখিতেছিলেন, অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। ফিরিঙ্গি কি বলিল, তাহা তিনি শুনিলেন না। ফিরিঙ্গি পুনরায় কহিল, "এই দেখ সরাইখানার ঠিকানা।" যেন চমকিয়া উঠিয়া রডিন একবার কটাক্ষে সেই কার্ডখানার দিকে চাহিলেন। যাহা যাহা লেখা ছিল কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলেন। ছল করিয়া কহিলেন, "কি ওখানা।"

ফিরিঙ্গি।—রাজকুমার জাল্মা যে হোটেলে আছেন সেই হোটেলের ঠিকানা। লোক পাঠাইয়া সমাচার লও, সত্যকথা জানিবে আমি যদি—

হাত দিয়া কার্ডশুদ্ধ ফিরিঙ্গির হাতখানা ঠেলিয়া ফেলিয়া রডিন কহিলেন, "তোমার বেয়াদবী আর সহ্য যায় না। চলিয়া যাও তোমার সঙ্গে আমার কিছু মাত্র সংস্রব নাই তোমার রাজকুমার জালমাকে আমি চিনি না। তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই আমি জানি না। তুমি বলিতেছ, তুমি আমার অপকার করিতে পার, কর। যথাসাধ্য চেষ্টা কর, আড়ম্বর কেন। যাও, এখনি এখান হইতে বাহির হও।

ঠন্ ঠন শব্দে রডিন ঘণ্টা বাজাইলে ফিরিঙ্গির ভয় হইল। ফিরিঙ্গি ভাবিল কেহ বুঝি আসিয়া তাহাকে ধরিবে। সে ভয়টা বিস্তর বেশীক্ষণ রহিল না। সেই বৃদ্ধ ভৃত্য প্রবেশ করিল।

ফিরিঙ্গির দিকে অঙ্গুলী হেলাইয়া রডিন সেই ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিলেন, "আলো ধরিয়া এই ভদ্র লোকটাকে বাহির করিয়া দেও।"

ফিরিঙ্গি চলিল। চলিতে চলিতে ফিরিয়া চাহিয়া রডিনকে বলিল, "আমার কথা শুনিলে না, সাবধান, কল্য আর আমার থাকিবে না।"

একটী সেলাম করিয়া রডিন গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, চাকরের সহিত ফিরিঙ্গি চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ মার্কুইস্ আইরিনী প্রবেশ করিল। বদন বিশুষ্ক, চিত্ত চিন্তাকুল। চঞ্চলস্বরে তিনি কহিলেন "কি করিলে কি করিলে। সব আমি শুনিয়াছি। লোকটা যাহা যাহা বলিল, সমস্তই সত্য, ঠিক আমি বুঝিতেছি। আলমা উহার হাতের ভিতর। তোমার কাছে তাড়া খাইয়া তাহার সঙ্গে মিলিতে [illegible]।"

রডিন—(সেলাম করিয়া) বোধ হয় মিলিতে পারিবে [illegible]।

আবি।—কিসে তোমার বোধ হইল? কে উহাকে বারণ করিবে?

রডিন।—আপনি দেখিবেন। বদমাস যখন এই গৃহে প্রবেশ করিল, তখনি আমি তাহাকে [illegible]য়াছিলাম। তাহার সঙ্গে কথা না কহিয়া [illegible]বকের নামে আমি একখানা চিঠি লি[illegible]। দৈত্য গলিয়াথের সঙ্গে মোরক [illegible]দের নীচের ঘরে আছে, একথা আমি আপ[illegible]ক বলিয়াছি। লোকটার সঙ্গে যখন আমি কথা কহিতেছিলাম, সেই সময় মোরকের [illegible]বাব আসিল। আবার আমি সেই পত্রে [illegible] উপদেশ লিখিয়া পাঠাইলাম, কোন ভয় নাই।

আবি। [illegible]রটা কিসে গেল? লোকটাকে যখন তুমি তাড়াইয়া দিয়াছ, তখন আর তাহাকে কে [illegible]?

রডিন। তাড়াইয়া দিয়াছি সত্য, কিন্তু বাড়ী হইতে বাহির হইতে পাইবে না। হোটেলের ঠিকানা আমি পাইয়াছি। আর তাহাকে কি [illegible]? বাহির হইবার উপক্রমে মোরক তাহাকে ধরিবে।

আবি।—[illegible]বার একটা হেঙ্গামা।

রডিন।—ফিকিরে আবার হাঙ্গামা কি? যে ফিকির না খাটাইলে নয়, কাজে কাজেই তাহাই আমাকে খাটাইতে হইয়াছে। লোকটা ২৪ ঘণ্টা কয়েদ থাকিবে।

আবি।—তাহার পর? সে যদি নালিশ করে?

রডিন।—তত বড় বদমাস্ কি কখনও নালিশ করিতে পারে? কাহার নামেই বা নালিশ করিবে। আমি তাহাকে স্বচ্ছন্দে যাইতে দিয়াছি। মোরক আর গলিয়াথ পথে তাহাকে ধরিবে, চক্ষে কাপড় বাঁধিবে, এই বাড়ীতে প্রবেশ করিবার আর একটা দ্বার আছে। ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, রাস্তায় জন-মানব নাই! সেই দ্বিতীয় দ্বার দিয়া মোরক তাহাকে নূতন অট্টালিকার একটা গহ্বরে নিক্ষেপ করিবে। কল্য রাত্রে সেই রকম চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া আবার তাহাকে রাস্তায় ছাড়িয়া দিবে। রাজকুমারের ঠিকানা আমি পাইয়াছি, তাঁহার কাছে একজন বিশ্বাসী লোক পাঠাইব। যদি তাঁহার চৈতন্য হইয়া থাকে, লোক তাঁহাকে কৌশল করিয়া অন্যস্থলে পাঠাইবে, রাজকুমার কিছুতেই কল্য সমস্ত দিনের মধ্যে ক্লাকুইস্ ষ্ট্রীটে পৌছিতে পারিবেন না।

একটু পরে সেই বৃদ্ধ ভৃত্য আবার প্রবেশ করিল। রডিনের হস্তে ছোট একটা চামড়ার ব্যাগ দিয়া বলিল, "মোরক এই ব্যাগটা পাঠাইয়া দিল।"

ভৃত্য বিদায় হইল, ব্যাগ খুলিয়া ব্যাগের জিনিসগুলি মার্কুইসকে দেখাইয়া রডিন বলিলেন, "একটা পদক, যবদ্বীপের সওদাগরের চিঠি, কার্য্যবক্স! মোরক আমার হুকুম তামিল করিয়াছে।"

আবি।—আর একটা বিপদের ভয় কোন কিন্তু লোকটাকে কয়েদ করা—

রঙিন।—আমি কি করিব। লোকটারই ত দোষ। সে যদি আমাকে চিঠিখানা অগ্রে দিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে আটক করিতাম না। যাহা হইবার হইল। এখন আমি আলমার হোটেলে লোক পাঠাই।

আবি।—কল্য প্রাতঃকালে ঠিক সাতটার সময় গেব্রিলকে তুমি ফ্রান্সুইস্ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিও। তিন দিন গেব্রিল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, সেইখানেই সাক্ষাৎ হইবে। যাহা যাহা বলিবার আছে, সেইখানেই বলিবেন।

রঙিন।—অত সন্ধ্যাকালেই সে কথা আমি তাহাকে বলিয়াছি।

আবি।—আঃ! এক প্রকার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এত বিদ্রোহ, এত ভয়, এত চিন্তা সমস্তই দূর হইল। রাত্রিটা প্রভাত হইলেই হয়। কয়েক ঘণ্টা মাত্র বাকী। কল্য প্রভাতে আমাদের চির-বাসনা পূর্ণ হইবে।

* * * *

পাঠকমহাশয় এখন ফ্রান্সুইস্ ষ্ট্রীটে চলুন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্তগৃহ।

সেণ্ট ফ্রান্সুইস্ ষ্ট্রীটের পাথরের বাড়ী। যত বড় রাস্তা, তত লম্বা প্রাচীর। এক শত পঞ্চাশ বৎসর কাল এই বাড়ীর জানালা দরজা গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। পাথরের প্রাচীরে ময়লা ধরিয়াছে। সার্দ্ধশত-বর্ষের বৃক্ষগুলি মস্তক উন্নত করিয়া বাড়ীর ছাদের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বিজন-গৃহ দেখিতেই এক প্রকার ভীষণ। বড় বড় ফটক আছে। একটা ফটকের পার্শ্বে ছোট একটী দরজা। বাড়ীর রক্ষাকর্ত্তা অভিভাবক সেমুয়েল সেই দ্বার দিয়া গতিবিধি করেন। সেই অংশে তাঁহাদের থাকিবার ঘর আছে। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে সেই ঘরে বাস করেন। পাঠকমহাশয় স্মরণ রাখিবেন, এই সেমুয়েল একজন সম্রান্ত য়িহুদী শ্রেণীগল্‌ট্‌বংশের পরম বিশ্বস্ত বন্ধু।

পার্শ্বে একটী উদ্যান। সেই উদ্যানের মধ্যস্থলে একখানা দোতালা বাড়ী। সেই বাড়ীর দরজাও সার্দ্ধশতবর্ষ কাল প্রাচীর দিয়া গাঁথা। গবাক্ষের খড়খড়িতে সীসা ঢালা। ছাদেও সীসা ঢালা। বাড়ীর মধ্যে সূর্য্যকিরণ অথবা পবনব্যজন প্রবেশ করিতে পারে না। সেই বাড়ীর ছাদের উপর ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ একটী স্ফটিক-গৃহ। স্ফটিকের পিঞ্জর বলিলেই ঠিক হয়। পিঞ্জরের চারিদিক ঢাকা; কেবল একদিকের গ্লাসের গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতটী ফোঁকর। বাহির হইতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

ইমারতের সর্ব্বত্রই সীসা ঢালা। সার্দ্ধশত বর্ষকাল মেরামত নাই। তবে বাহিরের যে যে স্থানে কিছু কিছু মেরামত আবশ্যক হয়, সেমুয়েলের তত্ত্বাবধানে মধ্যে মধ্যে তাহা হইয়া থাকে।

উদ্যানে লোকজন নাই। সেমুয়েল কেবল সপ্তাহে একবার সেই উদ্যানে প্রবেশ করেন

স্থানে বনজঙ্গল বৃদ্ধি হয়া বৃক্ষগুলি সমভাবেই আছে। শাখায় শাখায় জড়াজড়ি হইয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে দ্রাক্ষালতা উঠিয়া আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। চারিদিকেই সুন্দর সুন্দর পথ। তিনটী শিকারী কুকুর প্রতি রজনীতে সেই সকল পথে পাহারা দেয়। রেনীপণ্টের সন্তানেরা যেমন পুরুষানুক্রমে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, কুকুরেরাও সেইরূপ বংশানুক্রমে এই অবরুদ্ধ স্থানের প্রহরী; সেমুয়েলের বংশানুক্রমে প্রতিপালিত।

রেনীপণ্ট পরিবারের বংশধরেরা ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে বাড়ীতে মিলিত হইবেন, এইরূপ অবধারিত কথা, সেই বাড়ীর এখন এই অবস্থা।

যে রজনী প্রভাত হইলে ১৩ই ফেব্রুয়ারি আসিবে, সেই রজনী প্রায় অবসান। ঝড় থামিয়াছে, ঝড়ের পর প্রকৃতি যেমন শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, পারিশের প্রকৃতি এখন সেই রূপ শান্ত। বৃষ্টিও থামিয়া গিয়াছে। আকাশ দিব্য পরিষ্কার, উজ্জ্বল উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা বিভূষিত। চন্দ্রমা অস্ত যাইতেছে। স্তিমিত মৃদু কিরণ যেন বিষণ্ণভাবে সেই বিজন নিস্তব্ধ অট্টালিকার উপরে বিচরণ করিতেছে! একশত পঞ্চাশ বৎসর কাল সেই বিজন বাটীর চৌকাঠ কোন একটী নরপদার্পণে অঙ্কিত হয় নাই।

যেদিকে সেমুয়েলের বাসগৃহ, পাঠক মহাশয় সেই দিকে চাহিয়া দেখুন। একটী গৃহের গবাক্ষ হইতে উজ্জ্বল আলোক রশ্মি বহির্গত হইতেছে। আলো যেন বলিয়া দিতেছে, সেমুয়েল জাগিয়া রহিয়াছেন।

সেমুয়েলের ঘরখানি প্রস্তর নির্ম্মিত, আসবাবও বংসামান্য। বহু দিনের পুরাতন লৌহদণ্ডে বাতী জ্বলিতেছে। তাহার নিকটে একজোড়া দুনলী পিস্তল আর একখানা তীক্ষ্ণ ধার তরবারি। সে তরবারি সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘরের আর এক ধারে আর একটা বৃহৎ বন্দুক দাঁড় করান আছে। ভিত্তিগাত্রে নানা আকারের নানা রকমের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক চাবি ঝুলিতেছে। গোছা গোছা চাবিতে এক এক রিং। সেই সকল রিংএর গায়ে ভিন্ন ভিন্ন টিকিট মারা। চাবিগুলিও সেকালের পুরাতন।

গৃহমধ্যে পুরাতন ওককাষ্ঠ নির্ম্মিত একটা প্রেস। সেই প্রেসের পশ্চাদ্ভাগে একটা গুপ্ত স্প্রীং। সেই স্প্রীংটা ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা একটা সুগভীর বৃহৎ লৌহসিন্দুক দেখা যাইতেছে। ডালা খোলা। সিন্দুকের চাবিকুলুপ ইটালী দেশে ষোড়শ শতাব্দীতে বিনির্ম্মিত কল অতি চমৎকার। নূতন কলের চাবি কুলুপ তাহার কাছে অতি ছার। সিন্দুকের ডালায় খুব পুরু অদাহ্য বস্ত্র সংলগ্ন, স্বর্ণ তারে আবদ্ধ। অগ্নি লাগিয়া সিন্দুকের জিনিসগুলি যাহাতে ভস্ম না হয়, সেই নিমিত্তই ঐ অদাহ্য বস্ত্র আবরণ দিয়া রাখা হইয়াছে।

সেই সিন্দুকের ভিতর হইতে একটী বৃহৎ কাষ্ঠের বাক্স বাহির করিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখা হইয়াছে। এই বাক্সের মধ্যে নানা প্রকারের পুরাতন কাগজ পত্র! পার্শ্বে বাতি জ্বলিতেছে; সেই বাতির আলোতে বৃদ্ধ সেমুয়েল হেঁট হইয়া বসিয়া ছোট একখানি খাতা লিখিতেছেন। তাঁহার ধর্ম্ম পত্নী বার্থা একখানি হিসাবের কেতাব দেখিয়া যাহা যাহা বলিয়া দিতেছেন, সেমুয়েল তাহাই লিখিতেছেন।

সেমুয়েলের বয়ঃক্রম প্রায় ৮২ বৎসর। মস্তকে দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বেতবর্ণ কুঞ্চিত কেশ, গঠন

বর্ণ, অঙ্গ স্থূল, চক্ষু প্রদীপ্ত। এত বয়সেও কার্য্যতৎপরতা বিলক্ষণ। প্রায়ই তিনি এখন বাটী হইতে বাহির হন না।

জাতিতে ইহুদী, রেনীপণ্ট পরিবারের বর্ত্তমান অছি এই বৃদ্ধ সেমুয়েল, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। নেত্র দর্শন করিয়া বুদ্ধিমান লোকে নিশ্চয় বুঝিতে পারেন, এই বৃদ্ধ সেমুয়েল সংসারে সাধুতার আধার। ইহার চতুরতা এবং বিষয় নৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

পত্নী বার্থাও ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা। পতির বয়স অপেক্ষা বার্থার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ ন্যূন। বার্থার আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ গৌর, চক্ষু সতেজ, বদন ম্লান। মুখ দেখিলে সহসা মনে হয়, এই পতিব্রতা রমণী সর্ব্বদা যেন কোন প্রকার দারুণ বিপদসাগরে নিমগ্ন।

হিসাবের বহিখানি কোলে রাখিয়া বার্থা বসিয়া আছেন, দক্ষিণহস্তে সেই বহিখানি ধরিয়া রহিয়াছেন, বামহস্তে এক গোছা কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশ, সেই চুলগুলি একখানি পরিষ্কার চতুষ্কোণ বস্ত্রে জড়াইয়া গলদেশে নিবদ্ধ রাখা হইয়াছে, বস্ত্রের উপর স্থানে স্থানে মলিন রক্তবর্ণ দাগ; বোধ হয় যেন বহুদিন পূর্ব্বের নররক্তের ছিটা।

সেমুয়েল খাত লিখিতেছেন। একবার উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন, "১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর তারিখের সহস্র ফ্লোরিণ পরিমাণের পঞ্চসহস্র অষ্ট্রীয় মুদ্রা এক ফ্লোরিনের মূল্য ইটালীদেশে প্রচলিত এক টাকা মাত্র

অঙ্কটী পাঠ করিয়া একবার মাথা তুলিয়া বৃদ্ধ সেমুয়েল তাঁহার পত্নীর দিকে চাহিলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, "কেমন, এই অঙ্ক ঠিক ত? তোমার খাতার সঙ্গে মিলিতেছে?" বার্থা কোন উত্তর করিলেন না। সেমুয়েল পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বার্থা! কি ভাবিতেছ? যাহা বলিলাম, তাহা কি শুনিতে পাও নাই?"

গলদেশবদ্ধ কেশগুচ্ছ বাম হস্তে ধরিয়া দুঃখিনী বার্থা সজল অনিমেষলোচনে তাহাই দেখিতেছিলেন, মৃদু কম্পিতস্বরে উত্তর করিলেন "১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর; উঃ ভয়ঙ্কর দিন! সাংঘাতিক দিন!! এই দিন আমার শেষ পত্র—"

বার্থা আর বলিতে পারিলেন না! বিশাল এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যুগল হস্তে আপনার বিষণ্ণবদন আবরণ করিয়া রাখিলেন।

কম্পিতকণ্ঠে সেমুয়েল কহিলেন, "ওঃ! বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি! সংসারের নানা কার্য্যে নানা চিন্তায় পিতার মন ব্যাপৃত থাকে, কিন্তু জননীর মন সর্ব্বক্ষণ জাগরিত।"

বিষাদে এইরূপ উক্তি করিয়াই কলমটি টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃদ্ধ সেমুয়েল গালে হাত দিয়া বসিলেন, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল।

নূতন ঘটনায় পূর্ব্ব শোক উথলিয়া উঠিল, শোকাকুল হৃদয়ে বার্থা বলিলেন, "হায়! হায়! ঐ দিন আমার প্রাণাধার পুত্র আবেল জার্ম্মণি হইতে আমাদিগকে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে লিখা ছিল, "তোমার ইচ্ছানুসারে তিনি সেই টাকাগুলি, যথাস্থানে জমা দিয়াছেন, নূতন কারবার করিবার জন্য জার্ম্মণি হইতে পোলাণ্ডরাজ্যে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

নিশ্বাস ফেলিয়া সেমুয়েল কহিলেন, 'হায় হায়! বাছা আমার সেই পোলাণ্ডেই জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন! আহা! বিনাদোষে বিনাপ্রমাণে মিথ্যা অভিযোগে রুষীয় সরকার তাঁহার প্রাণবিনাশের আজ্ঞা দিয়াছিলে

বালকের মুখে একটী কথাও শ্রবণ করেন নাই! কেই বা শ্রবণ করিবেন? আমরা যে ইহুদী; ইহুদীর কথা তাঁহারা কেন শুনিবেন? ইহুদীকে যাহারা সকল পাপে পাপী মনে করেন, ইচ্ছা পাইলেই ছলে বলে কৌশলে তাঁহারা ঐরূপ প্রাণে মারেন! কোড়া মারিয়া প্রাণবধ করেন। কোড়ার আঘাতে ইহুদী মরে, তাহাতে তাঁহাদের কি।"

চক্ষের জলে ভাসিয়া বার্থা কহিলেন, "আহা! নির্দ্দয় রূপের বেত্রাঘাতে আমার পুত্রটী মরিল! সমাধি দিতে দিল না। আমাদের একজন বন্ধু সেই সময় সেখানেও ছিলেন, বহুকষ্টে বহু আগ্রহ জানাইয়া তিনি সেই মৃত বালককে কবর দিবার অনুমতি পান। কবর দিবার সময় তিনি সেই বালকের মস্তকের এক গোছা চুল কাটিয়া, বালকের অঙ্গ-রক্তসিক্ত একখানি কাপড়খানিকে বাঁধিয়া এখানে পাঠাইয়াছিলেন। সেই রক্তমাখা চুলগুলি আজিও আমার গলায় ঝুলিতেছে।" এইরূপ বিষাদোক্তি করিয়া অশ্রুমুখী বার্থা বার বার সেই চুলগুলি চুম্বন করিলেন।

সেমুয়েল কাঁদিতেছিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিলেন, "দেড়শত বৎসরকাল আমাদের বংশের মস্তকে যে গুরুভার সমর্পিত রহিয়াছে, দৃঢ়বিশ্বাসে সেই ভার হইতে আমরা মুক্ত হইবার আগেই প্রভু আমাদের পুত্রটীকে সংসার হইতে তুলিয়া লইলেন!

পৃথিবীতে এখন অবধি আর আমাদের অস্তিত্বে কি প্রয়োজন? আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধিত হইয়াছে। এই বাক্সের মধ্যে রাজসম্পদ সঞ্চিত রহিয়াছে, ঐ যে অবরুদ্ধগৃহ এই দেড়শত বৎসর সমভাবে অবরুদ্ধ রহিয়াছে, আগামী কল্য উহার দ্বার গবাক্ষ উদ্ঘাটিত হইবে; আমার পিতামহের আশ্রয়দাতার বংশধরেরা আগামী কল্য এখানে উপস্থিত হইবেন।

কথা বলিতে বলিতে সেমুয়েল আপন গৃহের গবাক্ষের দিকে মুখ ফিরাইলেন। সেই গবাক্ষ দিয়া ঐ অবরুদ্ধ অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। উষাকাল সমাগত। চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, ঐ অট্টালিকার ছাদ, ফটিকগৃহ ধুম-গৃহ যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া নীল আকাশের সমতলে মিশিয়া রহিয়াছে।

সহসা সেমুয়েলের বদন বিবর্ণ হইল। সচকিতে আসন হইতে উত্থিত হইয়া চঞ্চলস্বরে পত্নীকে তিনি কহিলেন, "বার্থা দেখ। দেখ। কি আশ্চর্য্য। কি আশ্চর্য্য। ঐ অট্টালিকার মাথার দিকে চাহিয়া দেখ! আলো জ্বলিতেছে। স্ফটিকগৃহের সপ্তছিদ্রে সমান আলো। কি চমৎকার! ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক ঐরূপ আলো দেখা গিয়াছিল।

সত্য সত্যই স্ফটিকগৃহের গবাক্ষের সপ্ত-ছিদ্রে সমুজ্জ্বল আলোক দীপ্তি! কে যেন জ্বলন্ত বাতি হস্তে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এইরূপ চমৎকার দৃশ্য।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জমা-খরচ।

সেমুয়েল দম্পতী নির্নিমেষনয়নে ক্ষণকাল সেই আলোকরশ্মির দিকে অচঞ্চলে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহাদের মনে ভয় হইল। উষা আসিয়াছে, অথচ সম্পূর্ণ অন্ধকার দূর হয় নাই, সেই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সীসকাবৃত্ত গবাক্ষের সপ্তরন্ধ্রে ঐ সপ্তরশ্মি উদ্ভাসিত। ওদিকে অট্টালিকার পশ্চাৎভাগে পূর্ব্বদিকের আকাশপটে উষাসুন্দরীর গোলাপী মূর্ত্তি।

এতক্ষণ উভয়ের মুখে কথা ছিল না, জ্রযুগলে হস্তঘর্ষণ করিয়া সেমুয়েল প্রথমে মৌনভঙ্গ করিলেন; সহধর্ম্মিণীকে তিনি কহিলেন, "বার্থা পুত্রশোকস্মরণে আমরা অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম; সেই জন্যই এই আলো দেখিয়া আমাদের ভয় হইতেছিল, বাস্তবিক ভয় করিবার কোন কারণ নাই।"

বার্থা।—কেন নাই?

সেমু।—পিতা আমাকে সর্ব্বদাই বলিতেন, মধ্যে মধ্যে অনেকদিন অন্তর তিনি ঐ গবাক্ষের পথে ঐরূপ আলো দেখিতে পাইতেন, তাহার পূর্ব্বে তাঁহার পিতাও ঐরূপ দেখিয়াছিলেন।

বার্থা।—দেখিয়াছিলেন কিন্তু কেন জ্বলে, তাহা কি তাহারা বুঝিতে পারিতেন? তোমার পিতার মুখে তুমি কি কিছু শুনিয়াছিলে? আমরা ত উহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

সেমু।—নিশ্চয় কিছু বুঝা যায় না, আমার পিতা, পিতামহ অনুমান করিতেন, গৃহতলে সুরঙ্গ পথ আছে, সেই পথে উষাকালে কোন জ্বালে, তাহাতেই ঐরূপ দেখায়। আমরা যেমন ঐ অট্টালিকার তত্ত্বাবধান করি, তাঁহারাও সেইরূপ করেন। পিতা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, ঐরূপ আলো দেখিলে ভয় পাইও না; চিন্তাকুল হইও না। তাঁহার সেই উপদেশ এখন আমার স্মরণ হইল। এ জীবনে দুইবার আমি ঐ আলো দেখিলাম।

বার্থা।—তাঁহার উপদেশ যাহাই থাকুক, আমার বোধ হয় কোন প্রকার ভৌতিক দর্শন!

সেমু।—(মস্তক সঞ্চালন করিয়া) না, না, অলৌকিক ঘটনার যুগ অতীত হইয়াছে, ভৌতিক দর্শন নহে। এই পল্লীর অনেক পুরাতন বাটীর নীচে নীচে সুরঙ্গ আছে; অনেকদূর পর্য্যন্ত তাহার সংযোগ; এক একটা সুরঙ্গ সীন নদ ও কাটাকুণ্ডের ধার পর্য্যন্ত গিয়াছে; ইহাতেই অনুমান হয়, সেই প্রকারের একটা সুরঙ্গ পথ দিয়াই ঐ গৃহে মনুষ্য প্রবেশ ক[illegible]

বার্থা।—মনুষ্য প্রবেশ করিলে[illegible] আলো হয়?

সেমু।—কারণ আছে। ঐ বাড়ীর মধ্যে দ্বিতলের উপর একটী বড় ঘর; সেই ঘরের নাম পরিতাপ-গৃহ। দ্বার গবাক্ষ প্রাচীর ভিত্তি গাঁথা; গৃহমধ্যে নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত পদার্থ আছে। ঘোরতর অন্ধকার, আলো না জ্বলিলে দেখিবার উপায় নাই। যাহারা দেখিতে আইসে, নিশ্চয়ই তাহাদিগকে আলো জ্বালিতে হয়।

দম্পতীর চারি-চক্ষু সেই সমুজ্জ্বল সপ্ত-

হইল, সূর্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে সেই সপ্তরশ্মি ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া বিলীন হইয়া গেল। স্যমুয়েল কহিলেন, "এক শত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ঐরূপ আলো অনেকবার জ্বলিয়াছিল। পুরুষানুক্রমে আমরা তিন পুরুষ যেমন এই অট্টালিকা চৌকী দিতেছি, সেইরূপ হয় ত আমাদের একের পর উত্তরাধিকারীরা পুরুষানুক্রমে অলক্ষিতে ঐ অট্টালিকা দেখিতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে আলো জ্বালিতেছে।

বার্থা।—বস্তুতঃ আমাদেরও যেমন একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, যাহারা দেখিতে আইসে, তাহাদেরও সেইরূপ কর্ত্তব্য থাকিতে পারে। কি সেই পবিত্র কর্ত্তব্য, অদ্য হয় ত প্রকাশ পাইবে।

সেমু।—(স্বাগতস্বরে) চুপ চুপ। এখনকার কর্ত্তব্য আমাদের হাতে। আজ বেলা আটটার পূর্ব্বে তাহাদের হিসাব পত্র ঠিক করিয়া রাখা চাই। [illegible] মধ্যে অতুল সম্পদের দলীল পত্র [illegible] যাহারা ইহার অধিকারী হইবেন, তাঁহাদের হস্তে অদ্য তাহা অর্পণ করিতে হইবে।

বার্থা।—[illegible] অতি শুভদিন। আহা! আজ যদি আমার ছেলেটী বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে আমি কতই সুখী হইতাম।

সেমু।—(বিষাদে) সে কথা আর মনে করিও না। ঈশ্বর দিয়াছিলেন, ঈশ্বর লইয়াছেন, বৃথা পরিতাপ! এক কাল কাঁদা এখন [illegible]। তিন পুরুষ ধরিয়া যাহার বন্দোবস্ত করিয়া আসিতেছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজ তাহা সমাপ্ত করিতে পাইব।

বার্থা।—তাহাই সত্য। আজ বেলা প্রহরের সময় ঈশ্বরের কৃপায় তোমার একটী মহৎব্রতের উদযাপন হইবে, ব্রতের দায়িত্ব হইতে তুমি মুক্তি পাইবে।

সেমু।—যাহাদের ধন, আমাদের হস্তে না থাকিয়া তাঁহাদের হস্তে থাকিলেই ভাল হইত, কিন্তু আমি তাহাদের অছি; আজ আর আমি গৌণ করিব না। আজ আমি হিসাবগুলি পরীক্ষা করিব, খাতার সঙ্গে খতিয়ান মিলাইব।

পুরাতন শোক নূতন হওয়াতে ব্রতবান সেমুয়েল ইতিপূর্ব্বে হিসাব লিখিতে লিখিতে লেখনীটি ফেলিয়া দিয়াছিলেন. এখন আবার তাহা পুন গ্রহণ করিয়া খাতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, বদন অবনত করিয়া স্নেহকাতরা বার্থা মৃতপুত্রের শোকে অভিভূত হইয়া রহিলেন।

এখন আমাদের মূল ইতিহাসের সূত্রধারণের অবসর বাঙ্গালী পাঠকমহাশয়েরা এইখানে স্মরণ করিয়া রাখুন, এই আখ্যায়িকা মধ্যে যে যে স্থলে "টাকা" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে সেই সেই স্থলের আমাদের দেশের প্রচলিত টাকা বুঝিতে হইবে না। টাকা অর্থে ফরাসীদেশ প্রচলিত ফ্রাঙ্ক মুদ্রা। এক ফ্রাঙ্কের মূল্য ইংরাজী দশ পেন্স। এই হিসাবে ফরাসী ফ্রাঙ্ককে, ইংরাজী মুদ্রার পরিমাণে আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের টাকার পরিমাণ স্থির করা যাইতে পারিবে, তাহার ব্যাখ্যা এস্থলে আমরা প্রয়োজন বোধ করিলাম না, গণিতশাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

রেনীপাে বংশের প্রস্তুমলধন পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন। স্যামুয়েল তার সহিত উপযুক্ত সুদে সেই টাকা খাটাইয়া সার্দ্ধশতবৎসরে কত হইয়াছে একটু পরেই তাহা প্রকাশ পাইবে। ফরাসী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মুখপাত্র মার্কুইস আধি আইরিনী অনুমানে অনুমানে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন চল্লিশ নিযুত ফ্রাঙ্ক। তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ যে, ক্ষতি, লোকসান, দুর্ঘটনায়,

কারবারের উচ্ছেদ ইত্যাদি বাদ দিয়া চল্লিশ নিযুত দাঁড়াইবে, ইহাও সামান্য সম্পদ নহে। বাস্তবিক যথার্থ হিসাব কিরূপ, অছি সেমুয়েলের গণনা অনুসারে তাহা আমরা দেখাইব।

১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মেরিয়স্ রেনীপন্ট পর্ত্তুগাল রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় ধর্ম্মবিরোধনিবন্ধন সেই রাজ্যের বিচারে একজন য়িহুদীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়, মাথাকাটা দণ্ড নহে, জীবন্ত দগ্ধ করিয়া প্রাণে মারিবার দণ্ডাজ্ঞা। মেরিয়স্ রেনীপন্ট অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ দেখাইয়া বহুল কষ্টে সেই য়িহুদীর প্রাণরক্ষা করেন। য়িহুদীর নাম আইজাক সেমুয়েল,—রেনীপন্ট বংশের বর্ত্তমান অছি ডেভিড সেমুয়েলের পিতামহ সেই আইজাক সেমুয়েল।

সাধুলোকেরা উপকারী লোকের মহিমা বুঝিতে পারেন। আইজাক সেমুয়েল আপন জীবনদাতার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইয়া রহিলেন। আইজাক তখন লিসবন নগরে সামান্য দালালের কার্য্য করিতেন। বুদ্ধিমান, সুচতুর, শ্রমসহিষ্ণু সত্যব্রত, সদাশয়। দালালীকার্য্যে তাঁহার যৎসামান্য আয় হইত। মেরিয়স রেনীপন্ট তৎকালে ফরাসীরাজ্যে অতুল সম্পত্তির অধিপতি ছিলেন, আইজাক সেমুয়েলকে সঙ্গে লইয়া তিনি আপন সম্পত্তির ম্যানেজার করিবেন, সদয়ভাবে এইরূপ প্রস্তাব করিলেন। য়িহুদীজাতির প্রতি খৃষ্টানজাতির ঘৃণা ও সন্দেহ সেই সময় অতিশয় প্রবল, সেইরূপ অবস্থায় মেরিয়স রেনীপন্টের সেই প্রকার উদার অনুগ্রহে আইজাক সেমুয়েল আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প হইল, চিরজীবন অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসে রেনীপন্টের অনুগত হইয়া থাকিবেন। য়িহুদীর প্রতি তাঁহার এতদূর অনুগ্রহ, এটী অসাম দয়ার কার্য্য, অসীম ঔদার্য্যের পরিচয়, বিলক্ষণরূপে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার প্রতি আইজাকের হৃদয়ে অকপট ভক্তির উদয় হইল। মেরিয়স্ রেনীপন্টও বহুগুণান্বিত মহৎ লোক, তাঁহার অন্তঃকরণও মহৎ; আইজাকের সরলতায়, আইজাকের প্রীতিভক্তিতে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। আইজাকের দ্বারা তাঁহার বিষয় আশয়ের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রেনীপন্টের বিপক্ষপক্ষ অত্যন্ত প্রবল ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। অহরহ তাঁহার প্রতি দারুণ অত্যাচার হইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুকালও আসন্ন হইয়া আসিল; মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল; তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিগুলি গেল কোথায়? – যিশুখৃষ্টের ভক্তসম্প্রদায়ের গুপ্তসভার দলস্থ পাদ্রীগণের হস্তে।

মেরিয়স্ রেনীপন্ট সংসারের সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইয়া শেষদশায় একটী গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রহিলেন। সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত; সঙ্গোপনে তিনি কেবল পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ ক্রাউন আপন হস্তে সঞ্চিত রাখিতে পারিয়াছিলেন, সেই পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন ঐ আইজাক সেমুয়েলের হস্তে সমর্পণ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একখানি উইল করেন। উইলের বয়ান এইরূপ যে "একশত পঞ্চাশ বৎসরকাল শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা সুদে ঐ পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন ক্রমাগত বিশ্বস্তপাত্রে ঋণ দেওয়া থাকিবে। আইজাকের যদি পুত্র সন্তান না জন্মে, তাহা হইলে তিনি তাঁহার একজন বিশ্বস্ত আত্মীয়কে অছি মনোনীত করিয়া তাঁহার হস্তে ঐরূপ ভার অর্পণ করিবেন। পুত্র জন্মিলে পুত্রের হস্তেই ঐ ভার থাকিবে;

ফরাসী কেনাল কোম্পানীর তিন হাজার অংশ এগারশত পোনের ফ্রাঙ্কের হিসাবে—	৩৩৪৫০০০।
নেপোলিয়নি মুদ্রা গড়ে বিয়াল্লিশ ফ্রাঙ্কের হিসাবে এক-লক্ষ পঁচিশ হাজার ডুকাট এবং চারি ফ্রাঙ্কের হিসাবে কুড়ি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডুকাট —	৯২০০০০০।
এক হাজার ফ্লোরিনের হিসাবে ছত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ফ্লোরিনে পাঁচ হাজার অষ্ট্রীয় মুদ্রা—	১১৬২০০০০।
ইংরাজী পাউণ্ড মুদ্রা বাইশ লক্ষ আট হাজার সাতশত পঞ্চাশ পাউণ্ড পঁচিশ ফ্রাঙ্ক হিসাবে—	৫৫২১৮৭৫০।
ওলন্দাজি দুকোটী অশীতি লক্ষ ষাট হাজার ফ্লোরিনে আড়াই ফ্রাঙ্ক হিসাবে—	৬০৬০৬০০০।
নগদ মজুত তহবিল ব্যাঙ্ক নোট এবং স্বর্ণ রজত মুদ্রা —	৫৩৫২৫০।

মোট ফ্রাঙ্ক ২১২১১৫০০০।

পারিস, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩২।

এই ২১ কোটি ২১ লক্ষ ৭৫ হাজার ফ্রাঙ্ক জমা হইয়াছে। চক্রবৃদ্ধি সুদের এতদূর মহিমা। স্বপ্ন সম্ভাব পাদ্রিদম্পতি চারিকোটী অনুমান করিয়াই বাকসম্পদ বিবেচনা করিয়া আহ্লাদে পরিপ্লুত হইয়াছিলেন, কিন্তু ধর্মপরায়ণ নিস্বার্থ সেমুয়েল প্রকৃত হিসাব দেখাইলেন, তাহার পাঁচগুণ অপেক্ষাও অধিক। আর আপবিনীর মনঃকল্পিত পীত রাজার সম্পদ। ইংরাজী গণিতাঙ্কের গণনায় মিলিয়নকে আমরা নিযুত বলি, অতএব; ২১২ নিযুত ১৭৫ হাজার ফ্রাঙ্ক পরিমাণ করা হইল। হিসাবটী দেখিয়া দেখিয়া সগৌরবে বৃদ্ধ সেমুয়েল বিস্ফারিতনয়নে সহধর্মিনীর মুখের দিকে চাহিলেন। বিস্ময়ে চমকিতা হইয়া বার্থা কহিলেন, "তোমার হস্তে প্রচুর টাকা জমিয়াছে, ইহাই আমি জানিতাম কিন্তু সেই পঞ্চাশ হাজার ক্রাউনে দেড়শত বৎসরে সুদে আসলে এত বাড়িয়াছে, ইহা আমি ভাবিতে পারি নাই।"

ডেভিড সেমুয়েল আপন পত্নীর নামটী ছোট করিয়া লইয়া বার্থা বলিয়া ডাকেন কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম বাথসেবা। এই সাধ্বীসতী বাথসেবা, ঐ ধনাধিককে বিস্ময়প্রকাশ করিয়া উজ্জ্বলনয়নে পতির বদন নিরীক্ষণ করিলেন; পত্নীর হস্তধারণ করিয়া সেমুয়েল বলিলেন, 'ধর্মতঃ কর্তব্যপালনে কৃতকার্য্য হইয়া আমরা পরম সন্তোষলাভ করিলাম। পরমেশ্বর আমাদের পুত্ররত্নে বঞ্চিত করিয়া যদিও কিছু নিষ্কৃপা দেখাইয়াছেন, কিন্তু এবিষয়ে, তিনি আমাদের প্রতি পরম সুপ্রসন্ন। পরমেশ্বরের কৃপাতেই আমরা তিন পুরুষ ধরিয়া এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিলাম। কোথায় কোথায় টাকা জমা রাখিলে নিরাপদ হইবে, রাজবিপ্লব এবং বাণিজ্য বিপ্লবের সময়ে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক, বিশেষ সতর্ক হইয়া আমরা তাহা ঠিক করিয়াছি। আইনে আছে, ইচ্ছামত বেশী সুদের আদান প্রদান করা যায়, লোভের বশম্বদ হইয়া আমরা কিন্তু সেইপথে যাই নাই; দেশে বিদেশে আমাদের ভাই বন্ধু যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও এবিষয়ে বেশী লোভের কবলে আত্মসমর্পণ করেন নাই; ধর্মের উপরে নির্ভর করিয়াই আমরা বিশুদ্ধপথে এতদূর পূর্ণমনোরথ হইয়াছি। আমার পিতামহের প্রতি মহানুভব মেবিয়স রেনীপন্টেরও একরূপ বিশুদ্ধভাবের উপদেশ ছিল। সেই উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া

আমার পিতা এবং পিতামহ ধর্ম্মভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন; আমিও সেই পথের অনুসরণ করিয়াছি। আমরা যদি স্বার্থপর হইতাম, তাহা হইলে এটাকা আরও অনেক বাড়িয়া উঠিত।"

বাথসেবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিস্বার্থভাবে কোং [illegible]রিতি কারবারে এত লাভ কিরূপে হয়?"

সেমুয়েল উত্তর করিলেন, "পন্থা অতি স[illegible]। বিষয়ীসংসারের সকলেই অবগত [illegible]ছেন, শতকড়া পাঁচটাকা সুদে চক্রবৃদ্ধি নিয়মে চ[illegible]শ বৎসরে আসল টাকা দ্বিগুণ হয়, এখন বি[illegible]চনা কর বেনীপণ্টের পঞ্চাশহাজার ক্রাউন চ[illegible]বৃদ্ধিহারে একশত পঞ্চাশ বৎসর ঘুরিয়াছে, এ[illegible]শত পঞ্চাশ বৎসরে দশটা চতুর্দ্দশ বৎসর আ[illegible], তাহার উপর আর ও দশ বৎসর চ[illegible]শ বৎসরে দ্বিগুণ আরও চতুর্দ্দশ বৎসরে তি[illegible]র দ্বিগুণ, এই প্রকারে দশবার পর্য্যায়ক্র[illegible]দ্বিগুণ দ্বিগুণ করিয়া এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়[illegible] সোজা কথায় আমি তোমাকে বুঝাই[illegible]ঞ্চাশ হাজার ক্রাউনের মূল্য এক ল[illegible]প[illegible] হাজার ফ্রাঙ্ক, ১৬৮২ অব্দে মেরিয়স বে[illegible]ণ্ট আমার পিতামহের হস্তে ঐ টাকা দে[illegible] চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ১৬৯৬ অব্দে তিন লক্ষ ফ্রাঙ্ক হয়; আবার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ১৭১[illegible] অব্দে ছয়লক্ষে দাঁড়ায় ১৭১৯ অব্দে আমার পিতামহের মৃত্যু হয়, তখন প্রায় দশলক্ষ হইয়াছিল। ১৭২৪ অব্দে দ্বাদশ লক্ষ, ১৭৩[illegible] অব্দে চব্বিশ লক্ষ, ১৭৫২ অব্দে (আমার জন্মের প্রায় দুই বৎসর পরে) আটচল্লিশ লক্ষ, ১৭৬৬ অব্দে ৯৬ লক্ষ; ১৭৮০ অব্দে [illegible]কোটী ৯২ লক্ষ, ১৭৯৪ অব্দে (আমার পিতার মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পরে) ৩ কোটী ৮৪ লক্ষ, ১৮০৮ অব্দে ৭ কোটী ৬৮ লক্ষ; ১৮২২ অব্দে ১৫ কোটী ৩৬ লক্ষ। ইহার পর দশ বৎসরের চক্রবৃদ্ধি সুদ সমেত ২২ কোটী ৫০ লক্ষ হওয়া সম্ভব কিন্তু অনিবার্য্য ক্ষতি খেসারত বাদে এবং অনিবার্য্য ন্যায্য ন্যায্য খরচ পত্র বাদে ২১ কোটী ২১ লক্ষ ৭৫ হাজার ফ্রাঙ্ক নিকট দাঁড়াইয়াছে; ইহার মধ্যে যাহা নগদ মজুত, তদ্ব্যতীত সমস্ত টাকার প্রতিভূ দলিল পত্র এই বাক্সের মধ্যে রহিয়াছে।"

স্থিরমনে স্থিরকর্ণে শ্রবণ করিয়া বাথসেবা কহিলেন, "বাঃ! অতি সুন্দর কারবার। কম সুদে চক্রবৃদ্ধিতে যে খাতকপীড়ন নাই, মহাজনেরও বেশী লাভ। অল্প টাকায় কারবার আরম্ভ করিলে ভবিষ্যতে প্রচুর লাভ হইয়া থাকে।"

বাক্সের তালাবন্ধ করিতে করিতে সেমুয়েল কহিলেন, "তাহাই ত হয়। ঐরূপ হয় বলিয়াই মেরিয়স্ বেনীপণ্ট ঐরূপ সহজ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। পিতা বলিতেন, তৎকালে মেরিয়স বনিপণ্টের ন্যায় বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন সুচতুর সাধু লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইত।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাথসেবা কহিলেন, "জগদীশ্বর করুন, সেই মহাত্মালোকের উত্তরাধিকারীগণ এই রাজসম্পদ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে সদ্ব্যবহার করিতে থাকুন।"

সূর্য্যোদয় হইয়াছে। গির্জ্জার ঘড়ীর ঠং ঠং শব্দে ঘোষণা করিয়া জানাইল, বেলা সাতটা।

লৌহসিন্ধুকে বাক্সটী রক্ষা করিয়া, সিন্ধুকে চাবি দিয়া সেমুয়েল বলিলেন, 'রাজমিস্ত্রীরা এখনই আসিবে। এক্ষণে বেনীপণ্টবংশের কোন্ কোন্ বংশধর আজ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। বাথসেবা কহিলেন, 'আমারও অনন্ত কৌতূহল।"

বাহির ফটকের দ্বারে তিনবার জোরে জোরে করাঘাতধ্বনি গৃহমধ্যে প্রতিধ্বনিত

হইল; চৌকীদার কুকুরেরা উচ্চকণ্ঠে ঘেউ ঘেউ রবে শুনাইয়া দিল, বাহিরে লোক আসিয়াছে।

সসব্যস্তে পত্নীর দিকে ফিরিয়া সেমুয়েল বলিলেন, 'ঐ—ঐ, মিস্ত্রীরা আসিয়াছে; উকীল বলিয়াছেন, তাঁহার একজন কেরাণী উহাদের সঙ্গে আসিবেন; তিনিও হয় ত আসিয়াছেন। আমি চলিলাম; তুমি এক কর্ম্ম কর;—টিকিট মিলাইয়া চাবিগুলি এক সঙ্গে বাঁধিয়া রাখ, শীঘ্রই আমি আসিতেছি।"

ফটকের নিকটে সেমুয়েল উপস্থিত হই লেন; খরখরি একটুকু ফাঁক করিয়া তিনি দেখিলেন, তিনজন রাজমিস্ত্রী; তাঁহাদের সঙ্গে একটী যুব ভদ্রলোক, পরিধান কৃষ্ণবসন।

ফটক খুলিয়া দিবার অগ্রে সন্দিগ্ধভাবে সেমুয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমারা কে? কি চাও?"

উকীলের কেরাণী উত্তর করিলেন, "দলীল দস্তাবেজের পরীক্ষক উকীল মহুর হুমেসনীল আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি তাঁহার কেরাণী আজ এই বাড়ীর দ্বারের প্রাচীর ভগ্ন করিতে হইবে, মিস্ত্রী আনিয়াছি; আমি স্বয়ং দাঁড়াইয়া সেই কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিব, বাড়ীর অছি সেমুয়েল সাহেবের নামে আমার মনিব একখানি পত্র দিয়াছেন, এই সেই পত্র।"

সেমুয়েল বলিলেন, "আমারই নাম সেমুয়েল। খরখরির ফাঁক দিয়া পত্রখানি আমাকে প্রদান কর, আমি দেখিব।"

কেরাণী তাহাই করিলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন বৃদ্ধলোকের কি সন্দেহ; ইহার সতর্কতা দেখিয়া হাসি পায়।

পত্রখানি লইয়া সেমুয়েল একটুকু তফাতে সরিয়া গেলেন। ধীরহস্তে খাম খুলিয়া পত্রখানি পাঠ করিলেন। সেই উকীলের লেখা আর একখানি পত্র তাঁহার পকেটে ছিল, সেই খানি বাহির করিয়া দুই পত্রের দস্তখত মিলাইলেন, সন্দেহ দূর হইল। কুকুরগুলিকে বাঁধিয়া রাখিয়া তিনি তখন ফটকের দরজা খুলিয়া দিলেন।

মিস্ত্রীগণের সহিত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া কুণ্ঠিতস্বরে কেরাণী কহিলেন, "কাণ্ডখানা কি? এতসন্দেহ কেন? কেল্লার দরজা খুলিতেও এত আড়ম্বর হয় না।"

সেমুয়েল তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, কিন্তু তাঁহার কথার একটীও উত্তর দিলেন না। কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কেরাণী কহিলেন, "কি গো লোকটী? তুমি কি কালা?"

মৃদু হাস্য করিয়া সেমুয়েল কহিলেন, "না মহাশয় আমি কালা নই; আপনার কথা আমি শুনিয়াছি; দস্তরমত কার্য্য করা আমার অভ্যাস। এই সেই বাড়ী; এই বাড়ীর দরজা আজ খুলিয়া দিতে হইবে। আর দেখুন, দক্ষিণ ধারের ঐ দ্বিতীয় গবাক্ষটীর গায়ে যে সীসা ঢালা আছে, যে সকল লোহার পাত মারা আছে, তাহাও খুলিয়া ফেলিতে হইবে।

কেরাণী।—সমস্ত গবাক্ষ খোলা হইবে না কেন?

সেমু।—আমি এই বাড়ীর রক্ষক, অছি অভিভাবক। যেমন যেমন হুকুম আমি পাইয়াছি, তদনুসারেই কার্য্য করিব।

কেরাণী।—কে তোমাকে হুকুম দিয়াছে?

সেমু।—আমার পিতা; তিনিও আমার তাঁহার পিতার কাছে ঐরূপ অনুমতি পাইয়াছিলেন। বাড়ীর অধিকারী যিনি, তিনি আমার পিতামহের অনুজ্ঞাদাতা; যতক্ষণ আমি রক্ষক আছি, ততক্ষণ আমার হুকুমসারে কার্য্য হইবে, আমি যখন রক্ষক থাকিব না, ...

...মীরা তখন যাহা ইচ্ছা, তাহাই ...ত পারিবেন।

...কেরাণী।—আচ্ছা, তবে তাহাই হউক। ...কর কথায় এই উত্তর দিয়া মিস্ত্রীগণের ...মীরা ফিরিয়া কেরাণী কহিলেন, 'ইহাই ... সাহেব কাজ; ঐ দরজা প্রাচীর দিয়া গাঁথা আছে খুঁড়িয়া দাও, আর ঐ দ্বিতীয় গবাক্ষের সীসা ও লোহা খুলিয়া ফেল।"

মিস্ত্রীরা কার্য্য আরম্ভ করিল, ঠিক সেই সময় ফটকের বাহিরে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীতে রডিন্ এবং গেব্রিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আবি গেব্রিল।

আ...র ফটকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল ...সঙ্গে রডিন প্রবেশ করিয়া সেমু...ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এই ...র ...ক।"

সে... উত্তর করিলেন "হাঁ মহাশয়, ...ই ... অভিভাবক।

গে... ক সম্মুখে দাঁড় করাইয়া পরিচয় ... কহিলেন, "ইহার নাম আবি গেব্রিল ...ট... প্রসিদ্ধ রেনীপণ্টবংশের একজন ...ন ...ধর। গেব্রিলের চেহারা দেখিয়া ...ল ...কৌতূহল সমেহদর্শনে ক্ষণকাল ...চাই রহিলেন। গেব্রিলের নয়নে বদনে ...ল ...এতার আভা বিভাসিত হইতে ...ল। ...মুয়েল কহিলেন, "এই যুবার ...জাতি ...ন করিয়া আমি পরম পরিতৃপ্ত ...ছি, আপনারা কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা ..., বেলা দশটার সময় উকীল এখানে ...বেন।" বিস্মিতনয়নে সেমুয়েলের বদন ...ণ করিয়া গেব্রিল জিজ্ঞাসা করিলেন, ...ন উকীল?" সেমুয়েল উত্তর করিলেন, ... আইবিনী সে...চয় বুঝাইয়া দিবেন।" ...ই কথা... পর সেমুয়েল আগন্তুকদিগকে সঙ্গে করিয়া আপন আবাসগৃহের নিম্নতলস্থ একটি সুন্দর কক্ষে বসাইলেন। রডিন বলিলেন, 'একটু পরেই আবি আইবিনী এইখানে উপস্থিত হইবেন, আপনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এই গৃহে লইয়া আসিবেন।'

সম্মত হইয়া বৃদ্ধ সেমুয়েল সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। গেব্রিলের বদন বিষণ্ণ অন্তরে দৃঢ়সঙ্কল্প। কয়েকদিন রডি... তাঁহাকে দেখেন নাই, চেহারার পরিবর্ত্তন দর্শ... করিয়া তাঁহার বিস্ময় জন্মিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গেব্রিলের মুখের দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন। গেব্রিল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কয়েকদিন আমি আবি আইবিনীকে গুটীকতক কথা বলিবা... ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কেন তিনি দেখা দিলে... না, তাহা কি আপনি জানেন? এই বাড়ী... উপস্থিত হইয়া আমার কথাগুলি শুনিবেন, ... কথাই বা তিনি কেন বলিয়াছেন?"

রডিন।—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমা... পক্ষে অসম্ভব। এখনই তিনি আসিবে... তাঁহার মুখেই সকল তত্ত্ব জানিতে পারিবে... তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও তিনি ইচ্ছু... উৎসুক। ...

তাহার একটী কারণ আছে। এখানে তোমার নিজের বিষয়কর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ। তথাপি সেমুয়েলের মুখে উকীলের কথা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছ।

গেব্রিল।—আপনার কথা আমি বুঝিলাম না। এ বাড়ীতে আমার কি সম্বন্ধ?

রডিন।—কি সম্বন্ধ তাহা তুমি জান না? ইহা অসম্ভব।

গেব্রিল।—সত্য বলিতেছি কিছুই আমি জানি না।

রডিন।—গত কল্য তবে তোমার ধর্ম্মমাতা তোমাকে কি কথা বলিতে আসিয়াছিলেন? আবি আইবিনীর অনুমতি না লইয়া কেন তবে তুমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলে? শিশুকালে যখন তুমি পথে পড়িয়াছিলে, তখন তোমার গাত্রবস্ত্র মধ্যে কতকগুলি কাগজপত্র ছিল, সেই কথা কি তিনি তোমাকে বলেন নাই?

গেব্রিল।—না মহাশয়, এখন সে কথা কিছুই উঠে নাই। মাতা সেই কাগজগুলি তাঁহার গুরুদেবকে দিয়াছিলেন, তাহার পর গুরুদেব সেইগুলি আবি আইবিনীর হস্তে প্রদান করেন। কিসের কাগজ, কিছুই আমি জানি না, বহুদিনের পর আপনার মুখে সেই সকল কাগজপত্রের কথা আজ আমি প্রথম শুনিলাম।

রডিন।—ঠিক বলিতেছ, তোমার ধর্ম্মমাতা কল্য সে সকল কাগজের কথা তোমাকে কিছুই বলেন নাই?

গেব্রিল।—আপনি কি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেন? দুইবার আমি আপনার মুখে এইরূপ সন্দেহ শুনিলাম। আপনার জানা উচিত, আমি কখনও মিথ্যাকথা শিক্ষা করি নাই।

রডিন।—তোমার কথায় আমি অ[illegible] করি না। কেবল কথা এই যে, আবি[illegible] বিনী তোমাকে দিনকতক বিজনবাসে রা[illegible] ছিলেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ ক[illegible] নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি তুমি তাঁ[illegible] আজ্ঞা অমান্য করিয়া তোমার ধর্ম্মমা[illegible] সেই বিজনবাসে প্রবেশ করিতে দিয়া[illegible] গোপনে তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছি[illegible] ইহাতেই কিছু সন্দেহ হয়। আর ও এ[illegible] কথা,—আমাদের ধর্ম্মশালার নিয়ম, গৃহ[illegible] অৰ্দ্ধমুক্ত রাখিতে হয়, বন্ধ করিবার অনু[illegible] নাই, তথাপি তুমি দ্বারবন্ধ করিয়া তোম[illegible] ধর্ম্মমাতার সহিত কথোপকথন করিয়া[illegible] ইহাতে তোমাকে নিয়মভঙ্গ পাপে অপর[illegible] হইতে হইয়াছে।

গেব্রিল।—মা যখন আসিয়াছিলেন, পুত্রের সহিত কথা কহিবেন মনে করিয়া আ[illegible] সেন নাই। পুরোহিতের সহিত কথা কহি[illegible] অভিলাষ, ধর্ম্মসংক্রান্ত গুপ্তকথা স্বী[illegible] করিবার অভিলাষ।

রডিন।—কি সেই সকল ধর্ম্মসং[illegible] গুহ্য কথা?

গেব্রিল।—ক্রমে আপনি তাহা জানিতে[illegible] প্রভু আইবিনীর সহিত যখন আমি [illegible] কহিব, তখন তিনি যদি আপনাকে সে[illegible] থাকিতে দেন, তাহা হইলে সেই সময় আ[illegible] সকল কথা শুনিতে পাইবেন।

রডিন।—আমাকে বলিবে না, তাঁহা[illegible] বলিবে, অথচ তাঁহার ইচ্ছা হইলে [illegible] উপস্থিত থাকিয়া তাহা শুনিতে পাইব, এ[illegible] উত্তম।

এই কথার পর অনেকক্ষণ উভয়েই নী[illegible] উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উত্তম [illegible] অন্যমনস্ক। বংশপরম্পরাগত বিষয়[illegible]

তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন প্রকার স্বার্থ আছে, সেই ভয়ে সেই পবিত্র বাসনা তিনি তোমাকে জানাইতে পারেন নাই।

গেব্রিল।—যথেষ্ট, যথেষ্ট! আর বলিতে হইবে না। বাবা! আপনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, বিপরীত কথা বলিতেছেন, ইহাতে আমার অন্তরে অত্যন্ত বেদনা লাগিতেছে। আমার ধর্ম্মমাতা কদাচ আপনার নিকটে সেরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন নাই।

আবি।—সে কি বাবাজী! না বুঝিয়া তুমি আমাকে এমন কথা বলিতেছ আমি সত্য বলিতেছি, সেই গুণবতী মহিলার অন্তরে কেবল ঐ একমাত্র বাসনা ছিল বাস করিত।

গেব্রিল। কল্য তিনি আমাকে সকল কথাই বলিয়াছেন। সমস্তই আমি বুঝিয়াছি। তিনিও প্রতারিত হইয়াছিলেন, আমিও প্রতারিত হইয়াছিলাম।

আবি।—(করুণস্বরে) আমার সাক্ষাতে তুমি এই কথা বলিতেছ? তোমার ধর্ম্মমাতার সে ইচ্ছা ছিল না, ইহা তুমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছ?

গেব্রিল।—বাবা। বড়ই কষ্টকর;—আপনার ও প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পারিব না।

আবি।—উত্তর দিতে পারিবে না! আচ্ছা, এখন তোমার মৎলবটা কি, তাহা কি তুমি আমাকে—

আইরিণীর কথা সমাপ্ত হইল না। সেমুয়েল প্রবেশ করিলেন। তিনজনের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "একটি বৃদ্ধলোক আসিয়াছেন, রডিনের সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করেন।"

সেমুয়েলের সহিত বাহির হইয়া যাইবার অগ্রে রডিন চুপি চুপি আবি আইরিণীর হস্তে একখণ্ড কাগজ দিলেন। পেন্সিলে লে[illegible] গুটীকতক কথা।

রডিন বাহির হইয়া গেলেন, পশ্চাতে সেমুয়েল। গৃহমধ্যে রহিলেন আবি আইরি[ণী] এবং আবি গেব্রিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদ-আশঙ্কা।

ভয়সঙ্কট উপস্থিত হইল। গেব্রিলের মুখে যাহা যাহা শুনিতেছেন, তাহাতে আবি আইরিণী। আশা-ভরসা উড়িয়া যাইতেছে। গেব্রিলের কথা আর শুনিবেন না, এ কথাও বলিতে পারেন না; নিজে কিছু গেব্রিলকে বলিবেন, তাহাতেও আর কিছু সাহস হয় না। উভয়-সঙ্কট! রডিন-দত্ত চিরকুটখানি তাঁহার হস্তেই রহিল, কি লেখা, আবি তাহা একবার খুলিয়াও দেখিলেন না। দারুণ ভাবনায় আকুল। রেনীপন্ট পরিবারের গচ্ছিত [illegible] আপনারা গ্রহণ করিবেন, লোভের বশে আ[illegible] বটে তাহাই, কিন্তু প্রতিবন্ধক অনে[ক] ইতিপূর্ব্বে ইতিমধ্যে যতগুলি প্রতিব[ন্ধক] দাঁড়াইতেছিল, গেব্রিলের বর্ত্তমান স[ঙ্কল্প] তৎসর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।

ইহাই আবি আইরিণীর বিষম ভাব[না।] যৈশব সভার নিয়মানুসারে গেব্রিলের সম্পত্তি কিছুই থাকিতে পারে না; যাহা

নতা দিব, ইহাও আমি পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়া রাখিয়াছি; তুমি জান, ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কাহাকেও বশীভূত রাখিতে চাহি না।

গেব্রি।—ইহাও সত্য কথা। ক্রমাগত তিনমাসকাল নির্জ্জনবাসে কঠিন কঠিন পরীক্ষার পর যখন এককালে অবসন্ন হইয়া আসিল, হাত পা চলিবার শক্তি রহিল না, তখন আপনি আমার কারাকূপের দ্বার খুলিয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি স্বাধীন হইয়াছ; যদি ইচ্ছা কর, উড়িয়া বেড়াও, যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও। [illegible] হায়! আমার শক্তি নাই, কোথায় যাইব? [illegible] কেবল আমার আত্মার এই ইচ্ছা রহিল, [illegible] অনন্ত বিশ্রাম;—সেই অপারবর্ত্তী [illegible] অঙ্গীকার উচ্চারণ করিয়া মৃতদেহের [illegible] আপনার হস্তে পতিত হইলাম।

আবি। [illegible] দেখি বাবাজী! সেই মৃত-বৎ আজ্ঞা [illegible] তুমি আজিও ক্ষান্ত হও নাই, [illegible] আলস্য কর নাই; সুতরাং ইহা [illegible] আমাদের বশীভূত থাকিবে, ততদিন [illegible] গুণের গরিমা-বৃদ্ধি হইবে, ততদিন তুমি আমাদের স্নেহপাত্র হইবে।

গেব্রি।—আপনাদের সমাজের যথার্থ উদ্দেশ্য কি, সেইটী কিন্তু আপনি সর্ব্বদা আমার নিকট গোপন রাখিয়াছেন। [illegible] আমার স্বাধীন ইচ্ছা [illegible] বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা আমাকে [illegible] করিয়াছিলেন। মুখে আমি আপনার অঙ্গীকার-বাক্য উচ্চারণ করিবার পর আপনার হস্তে আমি নির্জ্জীবের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিয়া রহিয়াছিলাম, আপনি আমাকে একটী সুপবিত্র মহৎকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন বলিয়াছিলেন, আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু শেষে এক

সাংঘাতিক ঘটনায় আমার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

আবি।—শুন বাবাজী! সে সব কথা এখন আর মনে করা বিফল।

গেব্রি।—ক্ষমা করুন্ বাবা! অবশ্যই আমি মনে করিব; অবশ্যই আমি সে সব কথা বলিব। আপনাকে তাহা শুনিতেই হইবে। যে সকল ঘটনায় আমি যেন বজ্র-সঙ্কল্প হইয়াছি, সেই সকল সত্য কথা চাপিয়া যাইতে পারি না; যাহা আমার সঙ্কল্প, তাহাও আমি এইমাত্র আপনাকে বলিয়াছি; আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া বলিব।

আবি।—বল তবে; আমার প্রবোধ-বাক্য যদি শুনিবে না, তবে বলিয়া যাও।

গেব্রি।—আমার আমেরিকা-যাত্রার ছয়-মাস পূর্ব্বে আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, অনু-তাপীগণের পাপের কথা আমি শ্রবণ করিব। কিরূপে শ্রবণ করিতে হইবে, তাহা শিখিবার জন্য আপনি আমাকে একখানি পুস্তক দিয়া-ছিলেন [illegible], একখানি পুস্তক; সেই পুস্তকে অনুতাপী যুবকগণের, যুবতী রমণীগণের এবং সাধ্বী রমণীগণের পাপের কথা যে প্রকারে প্রশ্ন করিতে হইবে, তাহা লেখা ছিল। হা পরমেশ্বর! সেই পুস্তকখানি দর্শন করিয়া আমার মনে যে ভীষণ ভাবের উদয় হইয়াছিল, জন্মে আমি তাহা ভুলিব না। রাত্রিকাল। আমি আমার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম, পুস্তকখানি আমার হস্তে ছিল। আপনি বলিয়াছিলেন, একজন ধার্ম্মিক পাদ্রী সেই পুস্তক লিখিয়াছেন, একজন মাননীয় বিশপ তাহা শোধন করিয়া সমাপ্ত করিয়াছেন। ভক্তিপূর্ব্বক সেই পুস্তকখানি আমি খুলিলাম। কি কি লেখা, প্রথমে তাহা আমি বুঝি নাই, শেষে বুঝিলাম। নিদারুণ ভয়ে, নিদারুণ

লজ্জায় আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল; আমি যেন হতজ্ঞান হইলাম,—কম্পান্বিত-হস্তে সেই ঘৃণাকর পুস্তকখানা বন্ধ করিয়া ফেলিলাম আপনার কাছে ছুটিয়া গিয়া আগ্রহাতিশয্যে আমি বলিলাম, 'না বুঝিয়া সেই পুস্তকের কয়েকটি পাতায় আমি নেত্রনিক্ষেপ করিয়াছিলাম; ভ্রমক্রমে আপনি সেই পুস্তক আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।"

আবি।—মনে কর, আমি সেই সময়ে তোমার সন্দেহ দূর করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম, যে পুরোহিত পালকেরা যাহার কথা শ্রবণ করিতে বাধ্য, তাঁহাকে সকল কথা জানিতে ও বুঝিতে হয়। সমাজের সাধারণের প্রধান প্রধান লোকেরা ঐ পুস্তক পাঠ করাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, উহাকে ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া মান্য করা উচিত।

গেব্রিল।—তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম, ভালমন্দ বিচার করিবার আমার অধিকার ছিল না, দ্বিধাশূন্য হইয়া আপনার উপদেশ আমি মান্য করিতাম। পুস্তকখানি লইয়া আবার আমি পড়িতে লাগিলাম, মনের আবেগে পাঠ করিলাম কিন্তু বাবা! এখন আমি বুঝি-তেছি তাহা পাঠ করিয়া আমি মহাপাপের পাপী হইয়াছিলাম। সংসারে যে সকল পাপ কদাচ সম্ভবে না, সেই সকল পাপের কথায় সেই ধর্ম্মপুস্তক পরিপূর্ণ।

আবি।—তুমি ধর্ম্মপুস্তকের নিন্দা করিতেছ? কেবল কল্পনার ছলনায় তুমি অন্ধ হইয়াছিলে প্রধান প্রধান পুরোহিতেরা যে পুস্তকের প্রাধান্য স্বীকার করেন, তুমি বালক, তুমি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পার নাই।

গেব্রিল।—তবে আর আমি সে কথা তুলিব না; পরের কথা বলি, সেই ভয়ঙ্কর রজনী হইতে আমি এক শক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলাম। যাজক মহাশয়েরা অনেকবার আমাকে পাগল মনে করিয়াছিলেন। যখন আমি আরাম হইলাম, তখন সেই সকল পূর্ব্বকথা যেন আমার মহা ক্লেশকর স্বপ্নবৎ মনে হইল। আপনি তখন বলিলেন, অনেক বিষয়ে আমার পরিপক্কতা জন্মে নাই; আমিও সেই সময় মার্কিনমিশনে যাত্রা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলাম, পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিয়া অবশেষে আপনি সম্মতি প্রদান করিলেন। ধর্ম্মশালার বিদ্যালয়ে সর্ব্ব-দাই আমি মাথা হেঁট করিয়া, নেত্র নত করিয়া থাকিতাম, আকাশপানে চাহিতাম না, জগতের প্রকৃতির মূর্ত্তিও দেখিতাম না অনন্যদৃষ্টিতে থাকিবার অভ্যাস হইয়াছিল। মার্কিণদেশ যাত্রা করিবার সময় মহাসাগরের বিশালতা এবং অনন্ত আকাশের প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিয়া আমার চৈতন্য হইল, মনে করিলাম, গাঢ় তিমিররাশি ভেদ করিয়া আমি তখন সমুজ্জ্বল দীপ্তিক্ষেত্রে প্রথম উপস্থিত হইলাম। মন তখন আমার স্বাধীন হইল, চিন্তা করিবার শক্তি জন্মিল, সমুচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে যেন আমি নিম্নতলের তমোময় উপত্যকা দেখিতে লাগিলাম। অদ্ভুত অদ্ভুত সংশয় তখন আমার অন্তরে উদয় হইল। আপনি আপনি তর্ক করিলাম জগদীশ্বর আমাকে যে জ্ঞান দিয়াছেন, যে শক্তি দিয়াছেন, যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, অন্যলোকে এতদিন কোন্ ক্ষমতায়, কোন্ অধিকারে, কোন্ বিবেচনায় সেই জ্ঞান ও শক্তি স্বাধীনতা হইতে আমাকে বঞ্চিত রাখিয়াছিল?

এই সময় রডিন প্রবেশ করিল। আবি আইগিনী নেত্র-সঙ্কেতে কি যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নিকটে গিয়া রডিন চুপি চুপি তাঁহাকে বলিলেন, "বিশেষ ভয়ের কারণ নাই

মার্শেল সাইমনের পিতা সম্প্রতি হার্ডির কুঠীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, একজন লোক আসিয়া আমাকে কেবল এই সংবাদ দিয়া গেল।”

অতঃপর গেব্রিলের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া রঞ্জন যেন আইরিনীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এইরূপ ভাব দেখাইলেন। আইরিনী তখন বিষাদে অধোবদন। বড়িনের দিকে না চাহিয়াই গেব্রিলকে তিনি বলিলেন, “বল বাবাজী। বল, কি সঙ্কল্প তুমি হৃদয়ে আ[illegible]ন করিয়াছ, শুনিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য [illegible] মতেছে।

গেব্রি[illegible] —আমি চার্লসটনে পৌঁছিলাম। সেখানকা[illegible] ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ অতি অমায়িক লোক। [illegible]বার সন্দেশের কথা আমি তাঁহাকে জানাইলা[illegible] বৈশব-সমাজের মত উদ্দেশ্য কি, তাহাও [illegible]সা করিলাম। অকপটে তিনি সকল ক[illegible]আমার নিকট ব্যক্ত করিলেন। আমার [illegible] বৃদ্ধি হইল। গুরুগণের প্রণীত পাপপূর্ণ [illegible] মন্ত্রগুলি আমি পাঠ করিলাম। ওঃ! তা [illegible] প্রকাশ করি[illegible], বলিতে হৃৎকম্প [illegible] প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমি দেখিলাম, চৌর্য্য, [illegible] ব্যভিচার, মিথ্যাকথা, নরহত্যা এবং রাজ[illegible]নীয় নহে,—কি কি ছলে, কি কি উপায়ে তাহা করা যাইতে পারে, এই সকল মন্ত্রপুস্তকে তাহার স্পষ্ট স্পষ্ট বিধান আছে। উঃ! আমি একজন ঈশ্বরের [illegible] বিরোধক পাপী, সুবিচার, ক্ষমা, দয়া, প্রেম বিতরণ করা আমার ব্রত, আমি কিনা ইতি পূর্ব্বে এমন [illegible] সম্প্রদায়ের অধীনে ছিলাম, তাহারা [illegible] ঐ প্রকার ভীষণ ধর্ম্মনীতির প্রবর্ত্তক! [illegible] যখন মনে হইল, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, জীবনে আর সে সম্প্রদায়ের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিব না।

কথাগুলি [illegible] করিয়া আবি আইরিনী ভয়াকুলচিত্তে অপরবর্ত্তী বড়িনের ভয়াকুল-লোচনে চঞ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই ভাবিলেন, সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইল, হস্তগত শীকারটী পলাইল।

গেব্রিল তাঁহাদিগের মুখভঙ্গী—নয়নভঙ্গী দর্শন করিবার অবকাশ পাইলেন না। উদ্বিগ্ন-চিত্তে তিনি বলিতে লাগিলেন, “বাবা! এ সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলাম বটে, কিন্তু নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারিয়া দারুণ মন-স্তাপে আমার প্রাণ দগ্ধ হইতে লাগিল। উঃ! কি পরিতাপ! এতদিন যে সম্প্রদায়কে গুরু স্থানে পূজা করিয়াছি, সেই সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, কি ভয়ঙ্কর! যে ব্রত পালন করিতে আসিয়াছি তাহার সম্মুখে কণ্টক বিস্তর। আশা হইল, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন, সেই আশা সে সময় আমার অন্তরে এক প্রকার শুদ্ধ আনন্দ বিতরণ করিতে লাগিল।

গেব্রিল যখন বিশ্বাস দেখিয়া এই কথা-গুলি উচ্চারণ করিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব-শরীর শিহরিয়া উঠিল, স্মরণ হইল, তিনি একটী পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সম-[illegible] আমেরিকায় তাঁহার [illegible] হয়। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আবার তিনি বলিতে লাগিলেন, “বাবা! আমার কর্ত্তব্যকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি, এখন আপনার নিকটে আমার এই মাত্র ভিক্ষা, আপনি আমাকে আমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তিদান করুন। অনেকবার আপনাকে এই কথা বলিবার জন্য আমি আপনার দর্শন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আপনি দর্শন দেন নাই। গতকল্য পরমেশ্বরের কৃপায় আমার [illegible] আমাকে দেখা দিয়াছিলেন, অনেকক্ষণ আমি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছি; তাঁহার

মুখে শুনিয়াছি, আপনারা চাতুরী করিয়া আমাকে পাদ্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে কুমন্ত্রণা দিয়া দুটী মাতৃহীনা বালিকাকে সন্ন্যাসিনী-মঠে বন্দী করিয়াছেন। আপনাদের সংস্রব ত্যাগ করিতে বরং আমি কিছু বিলম্ব করিতাম, কিন্তু কল্য যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আর তিলমাত্রও বিলম্ব করিব না; আমার সঙ্কল্প স্থির। দেখুন বাবা! এই মুহূর্ত্তে আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনাদের সমাজের সকলকেই অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস রাখি না। বরং বাবা আমার ন্যায় সরলচিত্ত, আত্মপ্রত্যয়, [illegible] ব্যক্তি অনেক আছেন; কি তাঁহারা করিতেছেন, মোহবশে তাহা তাঁহারা জানিতে পারিতেছেন না। জগৎপিতার নিকটে আমি প্রার্থনা করি, তিনি যেমন কৃপা করিয়া আমার চক্ষু ফুটাইয়াছেন, সেইরূপ কৃপায় তাঁহাদেরও চক্ষু শীঘ্র ফুটাইবেন।

আবি।—(দণ্ডায়মান হইয়া) তবে বাবাজী! তুমি কি এখন আমাদের সমাজের সংস্রব ত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমার কাছে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ?

গেব্রিল।—হাঁ বাবা! আপনার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, আপনিই আমাকে মুক্তিদান করুন।

আবি।—তবে বাবাজী! পূর্ব্বে তুমি আপন ইচ্ছায় সমাজে বাক্য দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তাহা কি এখন বাতিল ও না-মঞ্জুর হইবে?

গেব্রিল।—হাঁ বাবা! [illegible]

আবি।—[illegible]

আমাদের সম্প্র[illegible]

তোমার কি কোন সম্বন্ধ থাকিবে না?

গেব্রিল।—না বাবা! আপনি আমাকে প্রতিজ্ঞা-মুক্ত করুন।

আবি।—কিন্তু বাবাজী! তুমি জানিয়া রাখ সভা তোমাকে মুক্তি করিতে পারেন, কিন্তু তুমি নিজে মুক্তিলাভ করিতে পার না।

গেব্রিল।—আমি শপথ-বদ্ধ, সেই নিমিত্তই আপনার কাছে মুক্তি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। আপনি যদি মুক্তি না দেন, ঈশ্বরের চক্ষে অথবা মানবের চক্ষে কখনই আমি অপরাধী হইব না।

রডিনের দিকে চাহিয়া হতাশে ভঙ্গস্বরে আবি আইরিণী থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "ইহা ত তবে বেশ পরিষ্কার কথা।"

বাবা আইরিণীর মুখে প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবার অভিলাষে গেব্রিল অবনতনয়নে দাঁড়াইয়া আছেন, আইরিণীর মুখে বাক্য নাই, অঙ্গেও স্পন্দন নাই। রডিন দেখিলেন, সেই পেন্সিলে লেখা চিরকুটের মোড়কখানি তখনও আইরিণীর হস্তে ঠিক রহিয়াছে; দেখিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে গিয়া কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখান কি আপনি এখনও পাঠ করেন নাই?"

বিবর্ণবদনে আইরিণী উত্তর করিলেন "ও! আমার মনেই ছিল না।"

রডিনের মহা রাগ হইল। রাগটা চাপিয়া রাখিয়া শান্তস্বরে তিনি কহিলেন, "এখন আপনি ওখানা পাঠ করুন।"

হতাশে আবি আইরিণীর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছিল, চিরকুটখানি পাঠ করিবামাত্র সেই মুখ আবার আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; উৎসাহে রডিনের হস্তমর্দ্দন করিয়া আনন্দে তিনি কহিলেন, "ঠিক, ঠিক, গেব্রিল আপনার নহে, তিনি আমাদের।"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন আশা।

বিমর্ষ পাণ্ডুবদনে রক্ত সঞ্চারিত হইল। নূতন আশায়, নূতন উৎসাহে, আরক্ত উজ্জ্বল প্রশান্ত বদনে আবি আইরিণী শীঘ্র শীঘ্র আসন-গ্রহণ করিলেন। তুচ্ছজ্ঞান করিয়া রডিনের ক্ষুদ্র লিপিখানি ইতোগ্রে তিনি দর্শন করেন নাই, এক্ষণে সেই অক্ষরগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার চিত্ত উৎফুল্ল হইল। গেব্রিলকে কিছু বলিবার পূর্ব্বে মনে মনে যুক্তি খাটাইয়া কিয়ৎক্ষণ তিনি কি চিন্তা করিলেন; বাক্‌পটুতার এইবার গেব্রিলকে বিমোহিত করিতে পারিবেন, তাঁকে পরাজিত করিয়া বশে আনিতে পারিবেন, অন্তরে এইরূপ নূতন আশা জন্মিল।

রডিন এবং স্তম্ভপাত্রে ঠেস দিয়াই বিস্ফারিত নয়নে তাঁহাদের উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। আবি আইরিণীর উপর তাঁহার ক্রোধ হইয়াছে, ঘৃণা জন্মিয়াছে, সেই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে তাহারই পরিচয় হইতে লাগিল। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নয়ন আকস্মিক ক্রোধে প্রসারিত হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া প্রায় মুদিত হইয়া আসিল; তথাপি সেই সর্পনেত্রে সঘন কটাক্ষ।

. একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবি আইরিণী সুকোমল সস্নেহ-বচনে গেব্রিলকে কহিলেন, "বৎস! এতক্ষণ আমি চুপ করিয়াছিলাম, সে জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমাদিগকে তুমি ছাড়িয়া যাইবে, উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া কি তুমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ?"

গেব্রিল।—হাঁ বাবা! অতি উত্তম বিবেচনায় এই সঙ্কল্প।

আবি।—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি তুমি এই ধর্ম্মসমাজ পরিত্যাগ করিবে?

গেব্রিল।—আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে আমার কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এ বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মনের কষ্ট মনে রাখিয়া এই সমাজ আমি পরিত্যাগ করিব।

আবি।—কষ্ট হইবে, তথাপি ছাড়িয়া যাইবে, এই তোমার সঙ্কল্প। কিন্তু বাবাজী! স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সমাজ পরিত্যাগ করিবে না, যাহাতে তোমার অধিকার, তাহাও তুমি সমাজের নামে দান করিবে, এখন তবে কি আশ্রম পরিত্যাগ কর? কি বিবেচনায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর? আমি তোমাকে বলিতেছি, নিষেধ করিতেছি, সমাজের কর্ত্তাদের সমক্ষে কদাচ তুমি এ সংস্রব পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

গেব্রিল।—যখন আমি বাক্য দিয়াছিলাম, তখন সে প্রতিজ্ঞার স্বরূপ কি, তাহা আমি জানিতাম না। এখন আমার চৈতন্য হইয়াছে, সমাজ হইতে আমি বাহিরে থাকিব। এখন আমার বাসনা এই যে, পারিস হইতে বহু দূরস্থিত কোন এক পল্লীগ্রামে ধর্ম্মযাজক হইয়া গরীবের উপকার করিব। পল্লীগ্রামে কৃষকদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়; তাহারা যেন কাফ্রি ক্রীতদাসের ন্যায় অসুখে জীবন-যাপন করে। জ্ঞান নাই, শিক্ষা নাই, উপদেশ নাই। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে পল্লীযাজক হইয়া আমি তাহাদের কিছু উপকারে আসিতে পারিব, ইহা

আপনি যদি অসম্মত হন, যদি নিষেধ করেন, তাহা হইলে আমার কষ্টের—

আবি।—এই কথা? আচ্ছা, তোমার সেই ইচ্ছা-পূরণে আর আমি বাধা দিব না।

গেব্রিল।—তবে আপনি আমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা হইতে আমাকে মুক্তি দিলেন?

আবি।—সে ক্ষমতা আমার নাই। রোম নগরে আমি পত্র লিখিব। যিনি আমাদের অধিপতি, তিনি যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপেই কার্য্য হইবে। এখন কেবল এই পর্য্যন্ত হইতে পারে, যে প্রকার বাধা তা তুমি এখন গুরুভার বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, তাহা হইতে তুমি মুক্তি পাইবে, যাহা দগকে তুমি ত্যাগ করিয়া যাইতেছ, তাঁহারা তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিবেন। বৃথা পর্য্যটনে, মিথ্যা ভ্রম পোষণে আরও তুমি বেশী কষ্ট না পাও, সে জন্য তাঁহারা সমভাবে পরমেশ্বরের কৃপা চাহিবেন। তুমি ভাবিতেছ, আমাদের সম্প্রদায় হইতে তুমি বিচ্ছিন্ন হইলে, কিন্তু আমরা তাহা ভাবিব না, তোমাকে আমরা ভুলিব না; তোমাকে আমরা পর বিবেচনা করিব না; পিতৃস্নেহে তোমাকে আমরা পালন করিয়াছি, সে স্নেহ কিরূপে ভুলিব? তুমি দরিদ্র ছিলে, মাতৃ-পিতৃ-হীন শিশু, দয়া করিয়া আমরা তোমাকে কোলে লইয়াছি, তোমার দুঃখিনী ধর্ম্মমাতার গুরুভার লাঘব করিয়া দিয়াছি, ইহা তোমার স্মরণ আছে ত?

গেব্রিল।—আমি অকৃতজ্ঞ নহি

আবি।—তাহাও আমি জানি। এতদিন আমরা স্নেহাস্পদ পুত্রের ন্যায় তোমাকে আহার দিয়াছি, তোমার আত্মার মঙ্গলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছি, এখন তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছ। পরিত্যাগের অভিসন্ধি আমি একণে বুঝিয়াছি; অতএব তোমার অঙ্গীকার হইতে তোমাকে মুক্তি দেওয়া আমি কর্ত্তব্য ভাবিতেছি।

গেব্রিল।—আমার কি অভিসন্ধি আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন?

আবি।—তুমি ভয় পাইয়াছ। আমরা এখন বিপদের মুখে পড়িয়াছি, তাহা তুমি ভালই জান, কিছুই তোমার অজ্ঞাত নহে।

গেব্রিল।—বিপদ?—আপনাদের বিপদ?—কি বিপদ বাবা?

আবি।—তাহা তুমি জান না?—অসম্ভব! অসম্ভব!! আমাদের বিধিসিদ্ধ রাজগণের পতনে, রক্ষাকর্ত্তাগণের বিহনে আমরা অসহায় হইয়া পড়িয়াছি, চারিদিকে বিদ্রোহ বহ্নি জ্বলিয়াছে, অধার্ম্মিকের দল দিন দিন প্রবল হইয়া চতুর্দ্দিক্‌ হইতে আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছে, আমাদের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতেছে। ইহাতেই আমি বুঝিতে পারিতেছি, সেই সকল উৎপীড়ন হইতে মুক্তি পাইবার অভিলাষে তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ।

গেব্রিল।—(সকোপ করুণায়) বাবা! বিপক্ষের উৎপীড়নের ভয়ে?—উঃ! আপনি আমাকে এমন বিবেচনা করিবেন না। আমার হৃদয়ে তেমন ভয় আশ্রয় করে, ইহা আপনি ভাবিতে ও পারেন না।

আবি।—উঃ! কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের এই সম্প্রদায় যেরূপ শক্তিমান্‌ ছিল, ভক্তমণ্ডলী আমাদের যেরূপ অনুকূল ছিলেন, এখন যদি আমাদের সেই অবস্থা থাকিত, তাহা হইলে আমরা শত্রুপক্ষের বর্ত্তমান অত্যাচারে কিছুমাত্র ভয় না করিয়া স্বচ্ছন্দে তোমাকে খোলসা দিতাম। এখন আমরা দুর্ব্বল, প্রপীড়িত, চতুর্দ্দিক্‌ হইতে আক্রমণের ভয় আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, এ সময়ে আমরা

অবশ্যই তোমাকে আমাদের বিপদের অংশী করিয়া রাখিতে চাই; অথচ এই বিপদসময়ে তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে চাও।

গেব্রিল।—(সজলনয়নে) বাবা! বড়ই নিষ্ঠুর কথা বলিলেন, কথাও ঠিক নহে। আপনি বিলক্ষণ জানেন, আমি কাপুরুষ নই।

রডিন।—(আইরিণীর প্রতি তীব্রস্বরে) হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক্! আপনার এই প্রিয়পুত্রটী বিলক্ষণ জ্ঞানবান্ বীর পুরুষ।

রডিনের বাক্যে গেব্রিল চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার [illegible]বদনে আরক্ত আভা দেখা দিল। মস্তক অবনত করিয়া তিনি নীরব হইয়া রহিলেন। চক্ষে জল পড়িল, ক্ষিপ্র হস্তে একবার তিনি তাহা মুছিয়া ফেলিলেন।

গেব্রিলের নেত্রজল রডিনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিল না। রডিন ভাবিলেন, শুভলক্ষণ, আনন্দে উৎসাহিত হইয়া, সর্পনেত্র দুটী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তিনি তখন আবি আইরিণীর গম্ভীরবদনে কটাক্ষপাত করিলেন।

রডিনের কটাক্ষের ভাব বুঝিতে পারিয়া আবি আইরিণী কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে গেব্রিলকে কহিলেন, "তোমার প্রতিজ্ঞা হইতে তোমাকে মুক্তিদান করিতে আমাদের আর এক অভিপ্রায় আছে। তুমি হয় ত গত কল্য তোমার ধর্ম্মমাতার মুখে শুনিয়াছ, অদ্য তুমি প্রচুরধনের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এখানে আনীত হইবে। সে ধনের পরিমাণ কত, তাহা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।"

চমকিতভাবে বদন উত্তোলন করিয়া গেব্রিল কহিলেন, "এইমাত্র আমি মসূর রডিনকে বলিয়াছি, মা কেবল আমাকে ধর্ম্মতত্ত্বের কথা বলিতে আসিয়াছিলেন; আপনি বলিতেছেন উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি। বাস্তবিক সে কথা আমি কিছু জানি না, তিনিও কিছু বলেন নাই।"

আবি।—হইতে পারে তুমি জানিতে না, কিন্তু এখন বোধ হয়, তুমি জানিয়াছ। আমার বোধ হইতেছে, সেই উত্তরাধিকারের লোভেই তুমি এখন আমাদের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছ।

গেব্রিল।—আপনার এ কথার ভাব আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

আবি।—সোজা কথা। বিচ্ছেদের দুই অভিপ্রায়। প্রথমতঃ আমরা বিপদে পড়িয়াছি, এই সুযোগে তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ তোমার পূর্ব্ব-পুরুষের মধ্যে একজন অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, এক সময়ে তুমি তাহার এক অংশের অধিকারী হইবে, তাহা তুমি জানিতে না। আমরা তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছি, সেই উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ তোমার সেই ভবিষ্যতে প্রাপ্য উত্তরাধিকার আপন ইচ্ছায় আমাদের সম্প্রদায়কে দান করিয়াছ;—আমাদের উপকারের জন্য নয়, গরীবের উপকারের জন্য; এখন তুমি বুঝিতেছ, সেই সকল টাকা তুমি নিজে পাইলে সুখভোগ করিবে। সম্প্রদায়ের সহিত সংস্রব না রাখিলে সেই পূর্ব্বকৃত দান অসিদ্ধ হইয়া যাইবে।

রডিন।—আমি একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইব। আমরা বিপদ্‌গ্রস্ত, এই জন্য তুমি শপথ ভঙ্গ করিয়া তোমার মৌখিক দান ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছা করিয়াছ।

অপবাদ শ্রবণ করিয়া গেব্রিল আকাশপানে চাহিয়া সকাতরে করপুটে বলিয়া উঠিলেন, "হা পরমেশ্বর! ধিক্ আমাকে! এই কথা আমাকে শুনিতে হইল!"

আবি।—(রডিনের প্রতি) তুমি অন্যায় বলিতেছ। আমার এই প্রিয়পুত্র যদি জানিতেন, ইনি বহুধনের উত্তরাধিকারী, তাহা

করিয়াছেন, তাহার পরিশোধ এবং দরিদ্র পরিবারবর্গের প্রতিপালনার্থ আমার এই দান অর্পিত হইল ভবিষ্যতের কোন ঘটনায় ইহার পরিবর্ত্তন হইবে না। এতদ্দ্বারা আমি আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, যদি কখনও আমি সম্ভাবিত কোন কারণে ইহার অন্যথা অথবা পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমি জগতের সমস্ত সাধুলোকের আতঙ্ক, নিন্দা ও ঘৃণার স্থল হইব।

আমার পিতৃপুরুষের মধ্যে একজন ধনাধিকারীর উইল খুলিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পারিস নগরে আমি এই দানপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি।

গেব্রিল রেনীপন্ট!"

আসন হইতে উঠিয়া, মুখে একটী কথাও না বলিয়া গেব্রিল রেনীপন্ট এই দলীলখানি রডিনের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রডিন তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া সর্পনেত্রে গেব্রিলের দিকে চাহিয়া অম্লানবদনে বলিলেন, "লেখা শপথ, এই মাত্র।"

আবি আইরিনীর সেক্রেটারীর এই নির্লজ্জ ব্যবহারে গেব্রিল যেন কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। তিনি বুঝিলেন, সরল অন্তরে—পূর্ণ সাধুভাবে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যাহা তিনি লিখিয়া দিলেন, কি আশ্চর্য্য! রডিনের বিবেচনায় তাহাও প্রচুর বোধ হইল না।

তিনজনেই নিস্তব্ধ। কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, নির্ভয়ে মৌনভঙ্গ করিয়া আবি আইরিনীকে রডিন কহিলেন, "নিশ্চয়ই দুয়ের মধ্যে একটা হইবে। হয় আপনার এই প্রিয়-পুত্র এই দলীলখানিকে অখণ্ডনীয়, অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া স্বীকার করিবেন অথবা—"

সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তেজিত স্বরে গেব্রিল কহিলেন, "সাবধান! এমন লজ্জাকর প্রসঙ্গে আপনাকে কলঙ্কিত করিয়া আমাকেও ঘৃণাস্পদ করিবেন না।"

রডিন।—(অকম্পনে) আচ্ছা, যদি তুমি প্রকৃতপক্ষে এই দানপত্রের দ্বারা আমাদের সভাকে নির্ব্যূঢ়-অধিকার প্রদান করিতে প্রস্তুত, তবে এখানি আইনানুসারে সিদ্ধ করিয়া দিতে তোমার আপত্তি কি?

গেব্রিল।—কিছুই না। আমার লিখিত শপথ ও অঙ্গীকার আপনার বিবেচনায় যখন যথেষ্ট বোধ হইল না, তখন আপনি স্বচ্ছন্দে আইনানুসারে সিদ্ধ করুন্।

আবি।—দেখ বাবাজী। এখানা যদি কেবল আমার নামে দান পত্র হইত, তাহা হইলে আমি তোমার বাক্য ব্যতীত অন্য কোন মাতব্বর দলীল চাহিতাম না, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, এখানে আমি একটী ধর্ম্মসভার প্রতিনিধি, পক্ষান্তরে গরীবলোকের অভিভাবক, মনুষ্যত্বের অনুরোধে এই দলীলখানি আইন-সিদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কি জানি, গরীবেরা যদি ইহার উপর পূর্ণ নির্ভর করিতে সন্দেহ করে তাহা হইলে আমি কি করিব? পরমেশ্বর তোমাকে যখন ইচ্ছা তখনই আপন সন্নিধানে ডাকিয়া লইতে পারেন; সেরূপ ঘটনায় তোমার উত্তরাধিকারীরা যদি তোমার শপথ-প্রতিজ্ঞায় বাধ্য হইতে না চায়, তাহা হইলে বল দেখি, ভবিষ্যতে কি হইবে?

গেব্রিল।—ওঃ! ঠিক কথা। ওটা আমি ভাবি নাই। আপনি মরণ-জীবনের কথা ভুলিয়াছেন। সম্ভব বটে, সম্ভব বটে!

এই সময় সেমুয়েল প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিলেন, উকীল আসিয়াছেন। ঠিক দশটার সময় ঐ বাড়ীর দরজা খোলা হইবে।

ব্যগ্রস্বরে রডিন কহিলেন, "এইখানে লইয়া

আসুন্। তাঁহার সহিত আমাদের একটা নূতন বিষয়কর্ম্মের কথা আছে।”

সেমুয়েল বাহির হইয়া গেলেন। গেব্রিলকে রডিন কহিলেন, “বেশ হইয়াছে, ঠিক সময়েই উকীল আসিয়াছেন। স্বত্ব দান করা যদি তোমার সত্য সঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে এই উকীলের সমক্ষেই দস্তুরমত লেখা-পড়া করিয়া দাও, উকীল সাক্ষী হইবেন, ভবিষ্যতে আর কোনরূপ গোল হইবে না।”

গেব্রিল।—(আইবিণীর প্রতি) যাহা ঘটে ঘটুক্, এই [illegible]লের দ্বারা আমি ধর্ম্ম-প্রমাণে স্বত্বদান করি[illegible]ম, আপনি এখানি রাখুন্।

আবিকে দলীল অর্পণ করিয়া রডিনের দিকে ফিরিয়া গেব্রিল কহিলেন, “আপনি এখন আপনার ইচ্ছামত আইন বজায় করুন, আনন্দের সহিত তাহাতেও আমি দস্তখত করিব। কোন আপত্তি করিব না।”

উকীল প্রবেশ করিলেন। ব্যস্ত হইয়া আবি অ ইরিণী চুপি চুপি গেব্রিলকে কহিলেন, “চুপ কর বাবাজী। স্থির হও, এখন আর অন্য কোন কথায় কাজ নাই।”

উকীলের সহিত রডিনের, গেব্রিলের এবং আবি আইবিণীর কথোপকথন চলুক, পাঠক মহাশয় এখন রুদ্ধগৃহে চলুন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লোহিত-কক্ষ।

রুদ্ধ গৃহের [illegible] উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কার্য্য সমাপ্ত কারয়া [illegible] মস্ত্রীরা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে, উক[illegible] করাণীটীও কৌতুকে অধীর হইয়া দ্বারের [illegible] চাহিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় বৃদ্ধ সেম[illegible] এক তাড়া চাবী হস্তে উদ্যান পার হইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিস্ত্রী[illegible] তিনি কহিলেন, ‘উকীলমহাশয় তো[illegible]দের বেতন দিবেন, এখন তোমরা বিদা[illegible]তে পার।”

চঞ্চলস্বরে উকীলের কেরাণী কহিলেন, “না গো না, এখন আমরা যাইব না। গৃহমধ্যে নানাপ্রকার অদ্ভুত [illegible]র্থ আছে, তাহা দেখিবার জন্ত আমাদের অত্যন্ত কৌতুক জন্মিতেছে, তাহা না দেখিয়া কখনই আমরা যাইব না।”

সেমুয়েল কহিলেন, “তাহা হইতে পারে না, আমি একাকী এই গৃহে প্রবেশ করিব, আমার অগ্রে উত্তরাধিকারীরাও প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ধনাধিকারীর উইলখানি আমি অগ্রে পাঠ করিব।”

কেরাণী।—(সহাস্যে) এমন হাস্যকর আদেশ তোমাকে কে দিয়াছে?

সেমু।—আমার পিতা।

কেরাণী। পিতার আদেশ তুমি অমান্য করিতে পার না, কিন্তু আমি ব্যগ্রতা করি, একবার দাঁড়াও, ঘরের ভিতর কি আছে, দরজার ধারে দাঁড়াইয়া আমরা তাহা উঁকি মারিয়া দেখিব।

সেমু।—হাঁ হাঁ, বুঝিয়াছি, কেবল একবারমাত্র উঁকি মারিয়া দেখিবে, কিন্তু এখানে কেহ উপস্থিত থাকিতে আমি দ্বার খুলিব না।

অভিভাবকের অনিচ্ছা দেখিয়া মিস্ত্রীরা অনিচ্ছা পূর্ব্বক সোপানের দুই তিন ধাপ

অজ্ঞাত-মনুষ্য প্রবেশ করে। সেই মনুষ্যের হস্ত দ্বারাই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ভাবিতে ভাবিতে সেমুয়েল অনলাধারের নিকটে উপস্থিত হইলেন। গবাক্ষের ঠিক সম্মুখেই সেই অনলাধার। তাহার দুই পার্শ্বে দুই-খানি ছবি ঝুলিতেছে; সেমুয়েল পূর্ব্বে তাহা দেখেন নাই। উন্মুক্ত গবাক্ষপথে সে সময় সমুজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, ঐ ছবি দুখানির উপর পরিষ্কার সূর্য্য রশ্মি পতিত হইয়াছিল। ছবি দুখানি পূর্ণায়ত সুচিত্রিত। একটী পুরুষ, একটী রমণী। চিত্র

রমণীর বয়ঃক্রম অনুমান ২৫।৩০ বৎসর। পরিষ্কার পিঙ্গলবর্ণ কেশদাম, তাহা হইতে স্বর্ণবর্ণ আভা বিকীর্ণ হইতেছে। শ্বেতবর্ণ সমুচ্চ ললাট, সমুজ্জ্বল নীলনলিন নেত্রযুগল, তাহার উপর সুচিত্রিত ধনুকাকার ভ্রূযুগল। নয়নের দীপ্তি কিছু বিষণ্ণ, কিন্তু বিভীষণ গর্ব্ব-পূর্ণ। নাসিকা সরল, রন্ধ্রস্থলে কিছু বক্র, অধরে অর্দ্ধকুঞ্চিত মৃদু হাস্য, বদনমণ্ডল সামান্যগঠনে ঈষৎ দীর্ঘ, অঙ্গবর্ণ পাণ্ডু, পাণ্ডু-বদনে ঈষৎ গোলাপী আভা, গলদেশ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ বসনে সমাচ্ছাদিত।

এই ছবিখানি অগ্নিকুণ্ডের দক্ষিণ দিকে, বামদিকে আর একখানি,—সেখানিতে পুরুষ-মূর্ত্তি। মূর্ত্তি দীর্ঘাকার, বয়স অনুমান ৩০।৩৫ বৎসর। নারীমূর্ত্তি যে ভাবে চিত্রকরের শিল্প-নৈপুণ্যের পূর্ণপরিচয় প্রদান করিতেছে, এই পুরুষমূর্ত্তিতেও সেইরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় বিদ্যমান। মস্তকের কেশ, গুম্ফ-শ্মশ্রু এবং নেত্র-ভ্রূ কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রূযুগল পৃথক্‌ভাবে চক্রাকারে নিবিষ্ট না হইয়া কর্ণাগ্র হইতে কর্ণাগ্র পর্য্যন্ত যুক্তভাবে টানা। ললাটে যেন একটী কৃষ্ণরেখা সমঙ্কিত রহিয়াছে; দেখিবামাত্র এরূপ অনুমান হয়। অঙ্গের আবরণ পাটলবর্ণ, তাহার মধ্যে অঙ্গত্রাণ কৃষ্ণবর্ণ। বদন বিষণ্ণ।

দুখানি ছবির পশ্চাদ্‌ভাগেই জলদাচ্ছন্ন আকাশপট বিচিত্রিত, দূরে দূরে নীলবর্ণ পাহাড়। মূর্ত্তি দুটী যেন শূন্যপথে দাঁড়াইয়া একমনে সমগ্র নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছে, এইরূপ ভাব।

দুখানি চিত্রপটের উপরেই রৌদ্র পড়িয়াছে, তাহাতেই চিত্রমূর্ত্তি দুটী যেন আরও সমুজ্জ্বল দেখাইতেছে।

চিত্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বৃদ্ধ সেমুয়েল চমকিত হইলেন। বোধ হইল যেন সজীব। ভাল করিয়া দেখিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি চমৎকার প্রশান্ত সুন্দর বদন!" এ মূর্ত্তি কাহার? বেনীপণ্ট পরিবারের কাহারও নয়, কেন না, পিতা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিত্রমূর্ত্তিগুলি পরিতাপ-গৃহে রক্ষিত আছে। আহা! এ দুখানি ছবির বদন যেরূপ বিষণ্ণ, তাহাতে এ দুখানিও সেই পরিতাপ গৃহে রাখিলে ঠিক হইত।"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সেমুয়েল পুনর্ব্বার আপনা আপনি বলিলেন, বেলা দশটা বাজিয়াছে, আর বিলম্ব নাই; অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা আসিবেন। এই সময় সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত।

সোনার হলকরা চৌকিগুলি সেই প্রস্তর-টেবিলের চারিধারে সাজাইয়া রাখিয়া চিন্তাকুল-বদনে সেমুয়েল বলিতে লাগিলেন, "সময় নিকট-

বর্ত্তী হইতেছে। আমার পিতামহের উপকারী বন্ধুর বংশধরগণের মধ্যে আমি কেবল সেই দেবোপম সুন্দর যুবা পুরোহিতটীকে দেখিলাম। তিনিই কি তবে রেনীগল্ট পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী? আহা। তিনি একজন পাদ্রি, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বংশের বিলোপ হবে। সময় আসিয়াছে, অবিলম্বেই আমি ঐ দ্বার খুলিব, এইখানেই উইল পাঠ করা হবে, বাথসেবা এইখানে উকীলকে লইয়া আসিতেছেন।"

যেখানে ঘড়ী বাজিয়াছিল, সেই দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া সেমুয়েল ত্বরিতপদে দ্বারের দিকে চলিয়া গেলেন। দ্বারের বাহিরে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেমুয়েল সেই দ্বারে দুটী কুলুপ লাগাইয়াছিলেন, দুটী চাবী দিয়া দুটী কুলুপ তিনি খুলিলেন। দ্বার বিমুক্ত হইল। সম্মুখে সোপানের উপর গেব্রিল, এক পার্শ্বে রডিন, এক পার্শ্বে আবি আইরিণী।

বাথসেবা এবং উকীল পথ প্রদর্শন করিয়া ঐ তিনটী পুরুষকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারা পশ্চাতে আসিতেছেন।

সেমুয়েলের বদন বিমর্ষ হইল, চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া অবনত মস্তকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি কহিলেন, "আসুন,—প্রবেশ করুন।"

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উইল।

গেব্রিল, রডিন এবং আবি আইরিণী, তিনজনই সেমুয়েলের সঙ্গে লোহিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনজনের বদনেই ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকার ভাব অঙ্কিত, তিনজনের মনেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিপরীত চিন্তা।

গেব্রিল পাণ্ডুবর্ণ, বিষাদিত, চঞ্চল, সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। চিত্তভার অতি গুরুভার। বিষম চিন্তাকে তিনি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সেইদিন তিনি যাহা পাইবেন, কিম্বা ভবিষ্যতে যাহা তাঁহার হস্তে আসিবার সম্ভাবনা আছে, সমস্তই তিনি ফাদার আইরিণীর নামে লিখিয়া দিয়াছেন। উকীলেরা আইনের ডুবুরী,—দলীলপত্রে যত কিছু বাঁধাবাঁধি, কূটকজাল, আদব কায়দা এবং জটিলতা সম্ভবিতে পারে, এ ক্ষেত্রের উকীল এ ক্ষেত্রের দলীলে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে কিছুমাত্র বাকী রাখেন নাই। পাকাপোক্ত দলীল হইয়াছে তথাপি গেব্রিল চঞ্চল, তথাপি তিনি অধীর।

দলীল লিখিয়া দিয়া সাধুস্বভাব গেব্রিল কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই। বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁহার সম্ভাবিত সমস্ত স্বত্ব তিনি ধর্ম্মসভায় দান করিয়াছিলেন। দিব না বলিয়া এখন যদি তাহা অস্বীকার করিতেন, সকল লোকে তাঁহার নিন্দা করিত, অতএব আইনমত লেখা-পড়া করিয়া দিয়া গেব্রিল নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তথাপি কিন্তু তাঁহার মন চঞ্চল।

আবি আইরিণী গেব্রিল অপেক্ষাও উৎকণ্ঠিত। তাঁহার বিপদের কারণ বুঝাইবার জন্য তিনি একটী অছিলা দেখাইবার চেষ্টা করিতে-

ছেন। তাঁহার প্রিয়পুত্র গেব্রিল তাঁহাদের সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র হইবার ইচ্ছায় ইতি-পূর্ব্বে যেরূপ বাদানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়াই তিনি কাতর হইতেছেন, এই কথা বলিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। বলা কিন্তু বিফল, সমাজ-উপবনে গেব্রিল একটী প্রস্ফুটিত পুষ্প। শৈশবে যখন মুকুল, সেই সময় আতপ-শূন্য শীতল-স্থানে অবরুদ্ধ রাখিয়া উৎপীড়ন করা হইয়াছিল, মুকুলেই শুকাইয়া যাইতে পারিত। প্রতিভা-কুসুম শুকাইয়া যায় নাই, সম্প্রতি স্বাধীনতার বাতাসে নবতেজে প্রফুল্ল হইয়া সুবাস বিস্তার করিতেছে।

রডিন সুস্থির; সম্পূর্ণরূপে আত্মদমনে কৃতকার্য্য। আবি আইরিণী কম্পিত হইতেছেন, অপ্রকাশ্য ক্রোধে রডিনের ঘৃণা জন্মিতেছে। তিনি দেখাইতেছেন, সকল বিষয়েই যেন উদাসীন; কিন্তু উপস্থিত বিষয়টাতে আইরিণী অপেক্ষাও তাঁহার ঔৎসুক্য অধিক।

কেহ কাহারও দিকে চাহিতেছেন না। শৈশবে, যৌবনে আবি আইরিণী গেব্রিলকে অতি যত্নে বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছেন, চাতুরী করিয়া পাদরীর পদগ্রহণে গেব্রিলকে বাধ্য করিয়াছেন। গেব্রিল এখন বুঝিয়াছেন, গুপ্তচক্রে কোন দুরভিসন্ধি-সাধনের অভিপ্রায়েই আবি আইরিণীর ঐ প্রকার কার্য্য।

তিনজনই তিন প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন। সেমুয়েল উপস্থিত হইলেন। গেব্রিল ব্যতীত আর কোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইলেন না, ইহা দেখিয়া সেমুয়েল বিস্মিত। গেব্রিলের প্রতি সেমুয়েলের স্নেহ জন্মিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেমুয়েল ভাবিলেন, গেব্রিল একজন পুরোহিত, তাঁহার অবর্ত্তমানে রেনীপণ্টবংশ লোপ পাইবে; সুতরাং উইলকর্ত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতদিনের সঞ্চিতধন আর কোন পার্থিব ব্যাপারে বিনিয়োগ হইয়া যাইবে।

চারিজনই মৌনভাবে টেবিলের চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উকীল আসিয়া তাঁহা-দিগকে বসিতে বলিলেন। টেবিলের উপর কৃষ্ণবর্ণ-চর্ম্মাবৃত একখানি খাতা, সেইখানি উকীলকে দেখাইয়া সেমুয়েল বলিলেন, "আমি ঐ খাতাখানি এখানে রাখিয়াছি, উহাতে চাবী দেওয়া আছে, উইল-পাঠ সমাপ্ত হইলে চাবীটী আমি অর্পণ করিব, আমার প্রতি এইরূপ আদেশ আছে।"

উকীল কহিলেন, "উইলের সঙ্গে এক-খানি পত্র আছে, তাহারও মর্ম্ম এইরূপ। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে মাষ্টার টমাস্ সেমিনিয়ারের হস্তে ঐ খাতা অর্পিত হইয়াছিল। টমাস্ সেমি-নিয়ার তখনকার রাজার কাউন্সেল এবং প্যারিস বার্টিলেটের ক্ষমতা-প্রাপ্ত উকীল; তিনি তখন রয়াল প্লেসের ১৩ নং বাটীতে বাস করিতেন।"

এই কথা বলিয়া উকীল একটা রক্তচর্ম্মের পেটিকা হইতে বৃহৎ একটা পার্চমেণ্ট খাম বাহির করিলেন। সেই খামের উপর রেশম-সূত্রবদ্ধ একখানা পত্র।

সেই পত্র দেখাইয়া উকীল বলিলেন, "আপনারা বসুন, আমি এই পত্র পাঠ করি। উইল খুলিবার সময় যাহা যাহা করিতে হইবে, এই পত্র পাঠ করিলেই তাহা জানা যাইবে।"

আইরিণী, রডিন, গেব্রিল এবং উকীল, চারিজনে আসন গ্রহণ করিলেন। যেদিকে অগ্নিস্থান, গেব্রিল সেই দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিলেন; সুতরাং দেয়ালে যে দুইখানি ছবি আছে, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না।

উকীলের চেয়ারের পশ্চাতে সেমুয়েল

দাঁড়াইয়া বহিলেন। উকীল পত্র পড়িতে লাগিলেন ঃ—

"১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সেণ্টক্রাঙ্কুই স্ট্রীটের ৩ নং বাটীতে আমার উইলখানি [illegible]ইয়া যাওয়া হইবে।

বেলা ঠিক দশম ঘটিকার সময় আমার উত্তরাধিকারগণের সম্মুখে লোহিত কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে উত্তরাধিকারিগণ ঐ নির্দ্দিষ্ট দি[illegible]বে পূর্ব্বেই পারিস নগরে পৌঁছিবেন, বং[illegible] কোন্ কোন্ শাখায় কাহার জন্ম, তাঁহারা [illegible] নিজে তাহার পরিচয় দিবেন।

তাঁহা[illegible] একত্র হইলেই উইলখানি পাঠ করা হইবে। বেলা দ্বিপ্রহর পূর্ণ হইবামাত্র উত্তরাধিক[illegible]রে সঞ্চিত সম্পত্তি তাঁহাদিগকে অর্পণ কর[illegible]। আমার বংশের উত্তরাধিকারিগণ [illegible] ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলা দ্বিপ্রহরের [illegible] স্বয়ং স্বয়ং [illegible] স্ট্রীট যেন উপ[illegible], উকীল [illegible] প্রতিনিধি দ্বারা উ[illegible] হইলে বিষয়াধিকার প্রাপ্ত হইবেন না [illegible]বধি একশত পঞ্চাশ বৎসরে আমার বং[illegible]রা জীবিত থাকিবেন, তাঁহারাই সঞ্চি[illegible]র উত্তরাধিকারী।'

পত্র [illegible] করিবা উকীল অল্পকাল চুপ করিয়া র[illegible] তাহার পর গম্ভীরস্বরে বলিতে লা[illegible], মসুর গেব্রিল, ফ্রাঙ্কুইস বেনী বেনী [illegible] পুরোহিত বাবস্থাসিদ্ধ প্রমাণপত্রের দ্বারা [illegible]ইলেন, তিনি বেনীপণ্টবংশে পিতৃকুলে [illegible] করিয়াছেন। উইলকর্ত্তা মেরিয়স্ বে[illegible] সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহারও [illegible]বেন, এই গেব্রিল বেনীপট অদ্য এ[illegible] বনীপট পরিবারের একমাত্র বংশধররূপে [illegible]খানে উপস্থিত। অতএব আমি উক্ত আদেশ অনুসারে তাঁহার সমক্ষে উইলের খা[illegible] মোচন করি।"

এই কথা বলিয়া সুদীর্ঘ খামের মধ্য হইতে উকীল উইলখানি বাহির করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বিচারালয়ে সভাপতি প্রচলিত আইন অনুসারে ঐ খাম খুলিয়াছিলেন।

টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া [illegible] আইরিনী যেন হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া নিশ্বাস ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কৌতূহলবশে উইলের পাঠ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত পুরোহিত গেব্রিল একান্ত উৎসুক হইয়া রহিলেন।

রডিন একটু তফাতে বসিয়াছিলেন, জানুদ্বয়ের মধ্যস্থলে তাঁহার সেই পুরাতন টুপী সেই টুপীর খোলের ভিতর নীল রুমাল ভুর ময়লা কমালে ঢাকা একটী ঘড়ী। বাড়লের কাণ খাড়া, —এক কর্ণে তিনি শুনিতেছেন বাহিরে [illegible] শব্দ হয় কি না, আর এক কর্ণে তিনি শুনিতেছেন, ঘড়ীর কাঁটার আওয়াজ। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল চক্ষু সেই ঘড়ীর কাঁটার দিকে সংলগ্ন। [illegible] যেমন চঞ্চল হইয়া শীঘ্র শীঘ্র সময় প্রতীক্ষা করিতেছে, ঘড়ীর কাঁটাও তেমন শীঘ্র শীঘ্র চলুক, ইহাই তাঁহার ব্যগ্র অভিলাষ। কাঁটা ঘুরিয়া কখন দ্বিপ্রহরের ঘরে আসিবে, জ্ঞান ধ্যান দর্শনে অধীর হইয়া তাহাই তিনি দেখিতেছেন।

পাঁচ টি কাগজে উইল লেখা। ভাঁজ খুলিয়া উকীল তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

'হামু ডি বিলেটেনিয়স্,
ফেব্রুয়ারী ১৩ই, ১৬৮২।

আমাকে স্বধর্ম্মত্যাগী, অবিশ্বাসী, অপরাধী বলিয়া আমার বংশের আততায়ীগণ আমাকে গ্যালি-জাহাজে দাসত্ব-দণ্ডে দণ্ডিত করিবার চেষ্টায় আছে। সেই অপমান এড়াই

বার অভিপ্রায়ে অবিলম্বে আমি মৃত্যুক্রোড়ে জীবন সমর্পণ করিব।

কি দোষ আমি করিয়াছি, তাহা আমি জ্ঞাত নহি, আমার পুত্র কি দোষ করিয়াছিল, তাহাও আমি জ্ঞাত নহি, সেই অজ্ঞাতদোষে আমার পুত্রের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। পুত্রশোকে জীবনধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র, অতএব এ জীবন আমি রাখিব না।

হায়! হায়! অভাগা হেন্‌রী!—উনিশ বৎসর বয়স।—তাঁহার হত্যাকারীরা অজ্ঞাত; না,—না, অজ্ঞাত নয়; পূর্ব্বে আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাতে যদি বিশ্বাস রাখা হয়, তবে আমি বুঝিতে পারিতেছি অভাগ্য হেনরীর হত্যাকারী কাহারা।

আমার বিষয়বিভব আমার পুত্রের জন্য রাখিবার অভিলাষে, প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আমার অভক্তি, ছল করিয়া এই কথা আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম আমার স্নেহাস্পদ প্রিয়পুত্রটী যতদিন জীবিত ছিল, বাহ্য-প্রকরণে ততদিন আমি কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীর ভাব দেখাইয়াছিলাম প্রতারক শত্রুগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, আমার পুত্রের ভবিষ্যৎ আশা বিফল হইল।

শত্রুরা যখন আমার পুত্রকে মারিয়া ফেলিল, তখন আমার কপট-ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রকাশ হইয়া পড়িল, আমি আর তাহা গোপন রাখিতে পারিলাম না। আমার বিপক্ষেরা আমার সন্ধানে ফিরিতে লাগিল, আমার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল, ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া আমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। আমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল, আমাকে গ্যালি জাহাজে দাসত্ব করিতে পাঠাইবে, এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা।

যে যুগে আমরা বাস করি, এটা অতি ভয়ঙ্কর যুগ।—দারিদ্র্য, কষ্ট আর দাসত্ব! মারাত্মক স্বেচ্ছাচার আর অসহ্য ধর্ম্মপীড়ন! উঃ! এ সময় মৃত্যুই সুখময়,—মৃত্যুই অমৃতময়! জীবনপরিত্যাগ করাই সুমধুর সুখ! অনন্ত বিশ্রামই অনন্ত সুখ! সংসারের কুক্রিয়া আর দেখিতে হইবে না, সংসারের শোকসন্তাপে আর পরিতপ্ত হইতে হইবে না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি সেই অনন্তবিশ্রামসুখ উপভোগ করিব। আমি মরিব। বংশে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাদের কি হইবে, অথবা ইহার পর শুভসময়ে এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাদের কি হইবে, এই সময় তাহা একবার আমি চিন্তা করি।

আমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, কেবল পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ-ক্রাউন আমার একটী বন্ধুর হস্তে গচ্ছিত আছে মাত্র।

আমার পুত্র নাই, কিন্তু অসংখ্য জ্ঞাতিবর্গ বর্ত্তমান আছে। তাঁহারা সকলেই ইউরোপখণ্ডের নানাস্থানে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছেন। ঐ পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন এখন যদি তাঁহাদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়, তাঁহাদের বিশেষ উপকার কিছুই হইবে না; অতএব আমি তাহা অন্য প্রকারে ন্যস্ত রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

পৃথিবীতে আমি যাঁহাকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া জ্ঞান করি, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সদ্বিবেচনাতে এবং সততাতে সত্যই যিনি স্বর্গীয়গুণে বিভূষিত, আমার এমন একজন বন্ধু আছেন। তাঁহার সৎপরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে আমি কৃতসঙ্কল্প।

জীবনকালের মধ্যে দুইবার আমি সেই বন্ধুর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি,—দুইবারই বড় সঙ্কটের সময়। একবার আত্মসঙ্কট, এই

বার দেহ-সঙ্কট। দুইবারই তিনি আমাকে নিরাপদে রক্ষা করিয়াছেন।

হায় হায়! তিনি হয় ত আমার পুল-টীকেও বাঁচাইতে পারিতেন। কিন্তু যখন তিনি আসিলেন, তখন সে কার্য্য নিকাশ হইয়া গিয়াছিল। পুলটীর মৃত্যুর পর আমি সেই পরম...র দর্শন পাইয়াছিলাম।

আমার ভাগ্যের কথা সমস্তই তিনি জানিতেন। দেখা দিয়া যখন তিনি ফিরিয়া যান, তখন আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে পরামর্শ দিবার ... করিয়াছিলেন। আমি মরিব, সে সঙ্কল্প ...নি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু আমার শোক, আ...র পরিতাপ, আমার হতাশ্বাস সে সময়ে তাঁ...চক্ষে এতদূর প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ..., কথা কহিয়া তিনি আমাকে তদ্বিষয়ে ... প্রকার প্রবৃত্তি দান করিতে পারেন না...।

বড়ই ...শ্চর্য্য ব্যাপার। বলপূর্ব্বক আমি আ...নাশ বাতির করিব, সে সঙ্কল্প যখন তি... বুঝিলেন, তখন তাঁহার রসনা হইতে ক... মর্ম্মভেদী কথা বাহির হইয়াছিল। ...র কথার ভাবে আমি বুঝিয়াছিলাম, তা...র অবস্থা, আমার ভাগ্য আমার মৃত্যু এই ...যন তাঁহার নিজের বাঞ্ছনীয়।

তবে ... তিনিও বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা জ্ঞান করেন ..., বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার সাধ নাই ...বা থাকিয়া মানব-সংসারের তিনি উপ... করিতেছেন, তথাপি জীবন যেন তাঁহার ... বোধ হয়। কেন না, একবার আমি ...মুখে শুনিয়াছিলাম, নৈরাশ্য-ক্লান্তিতে ...কারে তিনি বলিয়াছিলেন, 'জীবন।—জীবন ... উঃ!—এ জীবনভার হইতে কে আমাকে মুক্তিদান করিবে?'

পরমবন্ধুর ...কথা কখনই আমি ভুলিব না। সত্যই কি তিনি তাঁহার জীবনকে ভার বোধ করিয়াছিলেন?—কেমন করিয়া বলিব? তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার শেষ কথাগুলি আমার জীবনযাত্রার পরিসমাপ্তিকল্পে বিশেষ সহায়তা করিল। মনে মনে তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া আমি বুঝিলাম, আমার মৃত্যুতে সংসারের কোন না কোন উপকার হইবেই হইবে।

আর আমি কতক্ষণ বাঁচিব? অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে। এই মুহূর্ত্তে যে কয়েকটী ছত্র আমি লিখিয়া যাইতেছি, সার্দ্ধশতবর্ষ পরে তাহার দ্বারা বিবিধ অদ্ভুত অদৃষ্ট পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারিবে। আমার বংশধরেরা যদি তৎকালে আমার উপদেশানুসারে ধর্ম্মপথে বিচরণ করে, আমার সঞ্চিতধন সদর্থে ব্যয় করে, তাহা হইলে সংসারের বিস্তর উপকার হইবে। সেই জন্যই তাহাদিগকে আমি এই সময় উপদেশ দিয়া যাইতেছি।

তাহারা আমার এই শেষ ইচ্ছা-মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। তাহারা এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। আমি এখন ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছি, তাহারা এখন ভবিষ্যতের গর্ভে বাস করিতেছে। সময়ে তাহারা আসিবে। কাহারা আমাদের বংশের বৈরী, তাহা তাহারা জানিতে পারিবে; প্রতিশোধ লইবে,—হিংসা করিয়া প্রতিশোধ লইবে না, সাধুদৃষ্টান্তে, সাধুপথে প্রতিশোধ।

আমার পিতামহ একজন কাথলিক-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক লোকের কুমন্ত্রণায় তিনি এক ধর্ম্মসভার মধ্যে লিপ্ত হন। তিনি পাদরী ছিলেন না, অথচ সেই সভার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। সভার ক্ষমতা অতি ভয়ঙ্কর, -সে সকল ক্ষমতার

কথা সাধারণে অবগত ছিল না। সভার নাম "যীশুখৃষ্টের সভা"। সেই গুপ্ত সভায় যাহারা —"

উইলের লিখিত এই কথা শ্রবণ করিয়া আবি আইবিণী অলক্ষিতে শিহরিয়া শিহরিয়া রঞ্জিনের বিকট চক্ষু দর্শন করিলেন, রঞ্জিন, স্তম্ভিতভাবে কুঞ্চিত নয়নে আবি আইবিণীর মুখপানে চাহিলেন। উইল-পাঠক উকীল সে ক্রিয়া দেখিলেন না, তিনি পড়িতে লাগিলেন:

"কয়েক বৎসর পরে আমার পিতা এই জানিতে পারিলেন, সভার উদ্দেশ্য কি, সভার লোকদিগের গুপ্ত অভিসন্ধি— সে সভা আরও ভয়ঙ্করী।

রাজা চতুর্থ হেনরীর গুপ্তহত্যার এক মাস পূর্ব্বে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে এই তত্ত্ব প্রকাশ পায়। আমার পিতামহ সেই ব্যাপারে অত্যন্ত ভয় পান। না বুঝিয়া কি ভয়ানক কার্য্যে তিনি সহায়তা করিতেছিলেন, এই সময় তাহা কতক কতক বুঝিলেন। তাহার পরেই রঞ্জন রাজার হঠাৎ মৃত্যুতে আমার পিতামহ মর্ম্মাহত হইলেন, গুপ্তসভা যখন এরূপ নৃশংস কার্য্য করিতে পারে, তখন উহার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই, ইহা ভাবিয়া তিনি সেই দিন হইতে সেই সভার সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। কেবল সংস্রব পরিত্যাগ মাত্র নহে, তিনি স্থির করিলেন, ক্যাথলিক ধর্ম্মটাই পাপপ্রবৃত্তি জন্মায়। অতএব সেই দিন হইতে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রোটেষ্টাণ্ট হইলেন।

রাজাকে যাহারা হত্যা করিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে যীশুখৃষ্টের সভার দুইজন মেম্বরের যোগাযোগ, তদ্বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ আমার পিতামহের হস্তে সংগৃহীত হইয়াছিল। সেই কারণেই আমাদের বংশের উপর যীশুখৃষ্টের সভার সভ্যগণের বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ। পিতামহের হস্তে সেই সকল প্রমাণের দলীলপত্র নিরাপদে রক্ষিত হইয়াছে, আমার এই শেষ ইচ্ছাপত্র যখন খোলা হইবে, তৎকালে সেণ্ট ফ্রান্সুই। ষ্ট্রীটে আমার বাটীর পরিত্যক্ত গৃহে আবলুসকাষ্ঠের বাক্স মধ্যে সেই সকল দলীল দৃষ্ট হইবে। সেই দলীলে রোমান অক্ষরে A, M C, D, G, অঙ্কিত আছে।

আমার পিতাও উক্ত গুপ্ত-সভার বিষনয়নে পড়িয়াছিলেন। দেবদূতীর ন্যায় একটী সুন্দরী রমণী মধ্যবর্ত্তিনী না হইলে সভ্যগণ আমার পিতার সর্ব্বনাশসাধন করিতেন, পিতার প্রাণ পর্য্যন্ত যাইত। পিতা সেই রমণীকে যথার্থই দেবতা ভাবিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেই রমণীকে আমি দেখিয়াছিলাম। রূপ স্মরণ করিয়া আমি তাঁহার এক চিত্রমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছি। আমার যে পরম উপকারী বন্ধুর কথা পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, তাঁহারও প্রতিমূর্ত্তি আমি চিত্র করিয়াছি, দুইখানি ছবিই সেণ্টফ্রান্সুইস্ ষ্ট্রীটের বাটীর লোহিত-কক্ষে রক্ষিত আছে। আমার বংশের ভবিষ্যৎ সন্তান সন্ততিগণ সেই দুই চিত্রমূর্ত্তিকে যেন ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করে।"

গেব্রিল ক্রমে ক্রমে অধিকতর অভিনিবিষ্টচিত্তে উইলের পাঠগুলি স্থিরকর্ণে শ্রবণ করিলেন। মনে মনে তিনি ভাবিলেন, আজ আমি যে প্রকারে যৈশব সভার সংস্রব ত্যাগ করিলাম, কেমন এক আশ্চর্য্য ঘটনায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে আমার একজন পূর্ব্বপুরুষ এইরূপে ঐ সভার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন! দুই শত বৎসরকাল পুরুষানুক্রমে ঐ সভার সভ্যগণ আমাদের বংশের প্রতি সমভাবে তর্জ্জন হিংসাবিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া আসিতেছে!

গেব্রিল আরও ভাবিলেন, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে আমার একজন পূর্ব্বপুরুষ যে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই ধন আমার হাতে বে আসিবে, আমি তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক অ বি আইবিনীর নামে দান করিব, সেই ধন ঐ শব-সম্ভার সিন্দুকে যাইবে, ইহাও সামান্য আ চর্য্য নহে। সেই ধনাধিকারী ও যীশু ষ্টের ভাব বিবদৃষ্টিতে পতিত ছিলেন।

উইল-পাঠক উকীল যখন দুখানি ছবির কথা পাঠ করিলেন, আবি আইবিনী এবং আবি গেব্রিল তখন সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া সেই অগ্নি-স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রমণীমূর্ত্তির দিকে নয়ন নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র গেব্রিল ভয়ে, বিস্ময়ে উচ্চ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উইলপাঠ বন্ধ রাখিয়া উকীল মহাশয় বিস্মিত-নয়নে গেব্রিলের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বেলা দ্বিপ্রহর।

চিত্র[illegible] দর্শনে গেব্রিলের চীৎকারে উইল পড়া বন্ধ [illegible]। আবি আইবিনী সভয়ে আসন হইতে উ[illegible] দ্রুতগতি গেব্রিলের নিকটে গিয়া দা[illegible]ন। গেব্রিল যেন হতজ্ঞান;—কম্পিত [illegible] দণ্ডায়মান হইয়া অনিমেষ-নেত্রে তি[illegible] সেই রমণীর চিত্রমূর্ত্তি দর্শন করিতে [illegible]ন।

স্থিরনে[illegible] দেখিয়া দেখিয়া অকস্মাৎ আপনা আ[illegible] গেব্রিল বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! [illegible] কি এমন অপরূপ রূপ-সাদৃশ্য সম্ভব হইতে পারে? সেই মুখ, সেই নেত্র, সেই [illegible] সেই কুন্তল, সেই কর্ণ, সব সেই। অ[illegible] ঠিক সেই মূর্ত্তি। সেই বিষন্ন নয়ন, সেই বি[illegible]বদন। ঠিক সেই।"

সেমুয়ল [illegible]পন্ন, উকীল বিস্ময়াপন্ন, আইবিনী বিস্ময়[illegible]। বিস্ময়াবিষ্ট-নয়নে আবি আইবিনী [illegible]ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া চকিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! বল, শীঘ্র বল, কি [illegible]য়াছে? কি [illegible]তেছ? [illegible] করিতেছ [illegible]?"

ছবির দিকে গেব্রিলের চক্ষু সমভাবে সম্বদ্ধ; কম্পিতস্বরে তিনি উত্তর করিলেন, "আট মাস অতীত হইল, আমেরিকার পর্ব্বতময় প্রদেশে একদল আদিম নিবাসীর আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করিয়া আমার মস্তকের চর্ম্ম তুলিয়া লইবার উপক্রম করিয়াছিল, আমি যেন মৃতবৎ হইয়াছিলাম, সেই সময় জগদীশ্বর কৃপা করিয়া আমার পরিত্রাণের নিমিত্ত ঐ রমণীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।"

সেমুয়েল, আইরিনী এবং উকীল, তিনজনেই একসঙ্গে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'বল কি?—ঐ রমণী?'

চিত্রদর্শনে এই অদ্ভুত ব্যাপার। সকলেই বিস্ময়াকুল। রডিন কেবল উদাসীন। রডিন অন্যমনস্ক, সম্মুখে কি হইতেছে, তিনি যেন তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। ক্রোধে, অধৈর্য্যে তাঁহার মুখের মাংস সঙ্কুচিত হইতেছে; ঘন ঘন তিনি অঙ্গুলীর নখ দংশন করিতে-

তিনি কেবল তাহাই দর্শন করিতেছেন; মনে যেন তাঁহার কতই যন্ত্রণা হইতেছে।

সবিস্ময়ে আবি আইরিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? ঐ রমণী তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন?"

ছবির প্রতি নেত্র নিবিষ্ট রাখিয়া অধিকতর কম্পিতস্বরে গেব্রিল উত্তর করিলেন, "হাঁ পিতা! ঐ রমণী। ঐ রমণী অথবা ঠিক উঁহার তুল্য রূপবতী একটী রমণী সেই সময় আমার সম্মুখে উপস্থিত হন। এই চিত্রপট যদি দেড় শত বৎসর এই গৃহে না থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় মনে করিতাম, সেই রমণীই এই। প্রকৃতির লীলা এবং ঈশ্বরের ক্রীড়া মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য।"

দাঁড়াইয়াছিলেন, এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গেব্রিল আবার চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ কাহারও মুখে কথা রহিল না। পরিশেষে আইরিণী বলিলেন, "রূপের সাদৃশ্য, ঘটনার বিচিত্রতা; ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি নাকি সর্ব্বদাই তোমার প্রাণদায়িনীকে মনে কর, সেই জন্যই তোমার অন্তরে ঐরূপ ভাবের উদয় হইতেছে।"

উকীলের পার্শ্বে রডিন দাঁড়াইয়া ছিলেন, অধৈর্য্যে তাঁহার চিত্ত দগ্ধ হইতেছিল, তীব্রস্বরে উকীলকে তিনি বলিলেন, 'উইলের সহিত এ উপন্যাসের ঘটনার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।"

উকীলও দাঁড়াইয়া ছিলেন, পুনরায় আসনগ্রহণ করিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক অদ্ভুত উপন্যাসের ঘটনাই বটে, কিন্তু ঘটনা এত আশ্চর্য্য যে, স্বভাবতঃ সকলের মনেই বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয়।"

চেয়ারের বাহুতে কনুই রাখিয়া করতলে ললাট সংস্থাপন পূর্ব্বক গেব্রিল চিন্তানিমগ্ন ছিলেন, তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া উকীল পুনর্ব্বার উইল পড়িতে লাগিলেন:—

"যীশুখৃষ্টের সভার লোকেরা আমার বংশের প্রতি ঐরূপ অত্যাচার করিতেছিলেন। আমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া তৎকালে ঐ যৈশব সভার অধিকারে ছিল। আমার মরিবার বিলম্ব ছিল না। আমি মরিলে আমার বংশের প্রতি যৈশব-সভার ঘৃণা বিদ্বেষ ফুরাইয়া যাইবে কি না, মৃত্যুকালে আমি কেবল অনন্ত মনে তাহাই ভাবিতেছিলাম।

এই দিন প্রাতঃকালে আমি আমার পরীক্ষিত প্রিয়বন্ধু আইজাক সেমুয়েলকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। আমি তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম। প্রতিদিন আমি মনে করি, তাদৃশ একটী সাধু সৎপুরুষকে সংসারে আমি বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, আমি ধন্য।

আমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবার পূর্ব্বে আইজাক সেমুয়েল বিশেষ দক্ষতা ও ন্যায়পরতার সহিত আমার বিষয় বিভব রক্ষা করিয়াছিলেন; তাহাতেই আমি তাঁহার বন্ধুত্ব পরীক্ষা করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, একটী বিশ্বস্ত বন্ধুর হস্তে আমার পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন গচ্ছিত ছিল, কেহ তাহা জানিত না, সুতরাং সে টাকা বাজেয়াপ্ত হয় নাই। আমি সেই পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন আইজাক সেমুয়েলের হস্তে অর্পণ করিলাম। তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পর্য্যায়ক্রমে সেই টাকা সুদে খাটাইয়া একশত পঞ্চাশ বৎসর পরে আমার বংশের উত্তরাধিকারিগণকে যথাবিধি বণ্টন করিয়া দিবেন।

অদ্য হইতে দেড়শত বৎসরে উপযুক্ত হারে বর্দ্ধিত হইয়া ঐ টাকা প্রচুর ধনে পরিণত হইবে। যদি কোন বিশেষ দুর্ঘটনা না হয়, তাহা হইলে একজন রাজার মত ঐশ্বর্য্য, অত

ঐশ্বর্য্য হইতে পারিবে। আমার বংশের উত্তরাধিকারীরা আমার ইচ্ছানুসারে অংশানুক্রমে তাহা প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত কার্য্যে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

একশত পঞ্চাশ বৎসরে আমার বংশের নিম্নতন সন্তান সন্ততিগণ সময়ের অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। কেহ কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ কেহ ধনবান, কেহ কেহ বিদ্বান, কেহ কেহ শিল্পী, কেহ কেহ অস্ত্রধারী বীর এবং কেহ কেহ বা সমাজের শিরোভূষণ হইয়া উঠিবে,—কেহ কেহ সামান্য অবস্থাপন্ন কারিকর হইয়া জীবনযাপন করিতে পারিবে, কেহ কেহ ভাগ্যদোষে নিতান্ত দরিদ্র অথবা বিবিধ পাপকার্য্যে রত হইয়া পড়িবে, ইহাও সম্ভব।

যাহাই হউক, আমার নিতান্ত বাসনা এই যে সন্তান-সন্ততিগণ পরিণামে একত্র সম্মিলিত হইয়া প্রভু যীশুখৃষ্টের পবিত্র উপদেশের অনুসরণ করিবে,—'পরস্পর প্রেম কর, সকলে সকলকে ভালবাস, কার্য্যক্ষেত্রে এক পরিবারভুক্ত হও।' এই মহদ্বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। কেন না, পরস্পরমিলনে জগতে মানবজাতি সর্ব্বাঙ্গসুখী হইতে পারে।

খৃষ্টধর্ম্মের সভামণ্ডলী কেবল একতাবলেই প্রকৃত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে ঐক্যবলেই তাহারা যেমন ভাল কাজ করিতে সমর্থ, নিতান্ত দুষ্ক্রিয়া সাধনেও তেমন ক্ষমতাবান।

খৃষ্টধর্ম্মের সভা সৎকার্য্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু লোভবশে সভ্যেরা ক্রমে অপরের স্বাধীনতা হরণ, অর্থ অপহরণ এবং অপরাপর অধর্ম্মজনক কার্য্যে অবলিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

উইলের এই স্থানে [illegible]

সেই সময় রাবি আইরিণী একবার গেব্রিলের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন, গেব্রিলও ভঙ্গীক্রমে একবার তাঁহার দিকে চাহিলেন। উকীল পাঠ করিতে লাগিলেনঃ—

মনুষ্যজাতির বিলোপসাধন করে, এমন কোন সভা যদি শত শত বৎসর স্থায়ী হয়, আলস্য, স্বেচ্ছাচার, ধূর্ত্ততা, স্বার্থপরতা সর্ব্বদা যদি অধিকার করে, তাহা হইতে অজ্ঞলোকদিগের সুখ শান্তি প্রাপ্তির আর কি আশা থাকিবে? কাহার দ্বারা তবে দুর্ব্বলদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইবে? জগৎপিতা পরমেশ্বর—অনন্ত জ্ঞানময় অনন্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নানা জাতিকে যে বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বাধীন প্রবৃত্তির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, কাহা দ্বারা সেই সকল গুণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে? পবিত্র প্রেম, নাম্রতা, সাধুশক্তি, সাহস এবং প্রতিভা কাহার দ্বারা উদ্দীপিত হইবে? মানবগণকে প্রকৃত ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে এবং সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটে কৃতজ্ঞ হইতে কে শিক্ষা দিবে? প্রকৃতির অসীম ঐশ্বর্য্য কে দেখাইবে? ঈশ্বর আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত স্বত্ব নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিতে কে আমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিবে? সাধুসমাজের, সাধুসভার এই সকল কর্ত্তব্য কার্য্য, অসাধু-মণ্ডলীর সমস্ত কার্য্য ইহার বিপরীত।

এক শত পঞ্চাশ বৎসর পরে আমার বংশের সন্তান সন্ততিগণকে ঈশ্বর যদি সুমতি দেন, তাহারা যদি সুশিক্ষা লাভ করিয়া, প্রচুর ধনের অধিপতি হইয়া, ধর্ম্মপথে মতি রাখিয়া, মানবজাতির উপকার সাধন করে, পরিতাপীর পরিতাপ দূর করে, দরিদ্রের দারিদ্র্যদুঃখ নিবারণে যত্নবান্ হয়, দাসত্ব ঘুচাইয়া অজ্ঞান লোকদিগকে সর্ব্ব স্বাধীনপ্রবৃত্তি দান করে,

বংশের রমণীগণ যদি সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণে বিভূষিত হয়, দয়া, দাক্ষিণ্য, মমতা, স্নেহ, ক্ষমা যদি সকলের হৃদয়ভূষণ হয়, তাহা হইলে আমার এই ইচ্ছাপত্রের ফল অতি মধুময় হইবে সন্দেহ নাই।

আমার বংশের উত্তরাধিকারীরা প্রচুর সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানপথে চলিলে সংসারের সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলসাধনে সমর্থ হইতে পারিবে; জগতে মহৎ মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইতে সমর্থ হইবে।

সর্ব্বজন-সমাদৃত ঐক্যের সেবা করিয়া সকলে মিলিয়া এই সামাজিক ষড়্‌যন্ত্রের বিলোপসাধন করিতে ক্ষমতাবান্ হইবে, ইহাই আমার ধারণা; এই ষড়্‌যন্ত্রের কুচক্রে আমার প্রাণ গেল; এই কুচক্র যদি আর দেড়শত বৎসর চলে, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না; আমার মত সকলকেই তাহার ভীষণ কবলে কবলিত হইতে হইবে।

গুপ্তদলের যে সকল কুকর্ম্ম, যে সকল গুপ্ত চক্র, যে সকল স্বেচ্ছাচার এখন খৃষ্টীয় সংসারে গুরুতররূপে আঘাত করিতেছে, সৎকার্য্য, সরলপন্থা এবং স্বাধীনতা বিস্তারের দ্বারা আমার বংশধরেরা পূর্ণসাহসে তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবে। পুণ্যগ্রহ এবং পাপগ্রহ মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইবে, মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইবে; যে পক্ষে ন্যায়, যে পক্ষে ধর্ম্ম, জগদীশ্বর সেই পক্ষকে রক্ষা করিবেন।

যে প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা আমি করিয়া চলিলাম, সে অর্থের বলে আমার বংশধরেরা মহা ক্ষমতাশালী হইবে, বহু বৎসরেও সে অর্থ ফুরাইবে না। আমার এই উইলের মর্ম্মানুসারে তাহারা যদি আবার তাহাদের বংশাবলীর জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারে, তবে এই দেড়শত বৎসরের পর আরও দেড়শত বৎসরে ধনও বাড়িবে, তাহাদের উত্তরাধিকারীরাও ক্রমশঃ নূতন নূতন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। সৎকার্য্যের এত দূর পুরস্কার;—চিরস্থায়ী পুরস্কার।

পরিতাপ গৃহে আবলুস্ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দেরাজের মধ্যে এই সভা-সংক্রান্ত কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব ও কয়েকটী অনুরোধ দেখিতে পাইবেন।

ইহাই আমার শেষ ইচ্ছা-পত্র;—ইহাই আমার শেষ আশা।

নির্ব্বন্ধসহকারে আমি অনুমতি করিতেছি, এই উইল খুলিবার দিন আমার বংশের উত্তরাধিকারিগণ স্বয়ং স্বয়ং সেণ্ট ফ্রাঙ্কইস্‌-ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইবে। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, সেই দিন সেই সময় তাহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিবে, পরস্পর পরস্পরকে চিনিবে এবং পরস্পর পরস্পরের পরিচয় পাইবে। তাহাদের সকলের সম্মুখে এই উইলখানি পাঠ করা হইবে, আমার বাক্যের তাৎপর্য্য তাহারা বুঝিবে, পরস্পরে পৃথক্ পৃথক্ না থাকিয়া সকলে একত্র মিলিয়া বাস করিবে। ইহা হইলেই তাহাদের মঙ্গল হইবে এবং আমিও বুঝিব, আমার ইচ্ছা সার্থক হইল।

আমার বংশের যাহারা ইউরোপখণ্ডের নানা স্থানে নির্ব্বাসিত আছে, ইউরোপের বাহিরেও যাহারা গিয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাদের নিকট আমি এক একটী পদক পাঠাইয়াছি। দেড়শত বৎসর পরে যে দিন আমার বংশধরেরা একসঙ্গে মিলিত হইবে সেই দিনটী আমার পদকে খোদিত আছে। যথার্থ আমার অভিপ্রায় কি, সেটী আ[illegible] তাহাদিগকে জানাই নাই, কেবল [illegible] কথা জানাইয়াছি যে, একসঙ্গে মিলি[illegible]

ক্রাউন জমা ছিল, উহা লইয়া আমি কি করিব, তাহা তিনি জানেন; কিন্তু আইজাক সেমুয়েলের নামটী আমি তাঁহার কাছে গোপন রাখিয়াছিলাম, কেন না, আমি জানিতাম, তাহা প্রকাশ হইলে তাঁহার এবং তাঁহার বংশধরগণের মহাবিপদ ঘটিবে।

এত শীঘ্র আমি মরিব, আমার সেই বন্ধুটী তাহা জানেন না, আমার উইলখানি সঙ্গে লইয়া অচিরে তিনি আমার কাছে আসিবেন; তাঁহাদের হস্তে আমি এই শীলকরা উইলখানি সমর্পণ করিব।

এই আমার শেষ ইচ্ছাপত্র ইহার বিধানানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহের ভার দয়াবান পরমেশ্বরের উপর নির্ভর রাখিলাম। প্রীতি, শান্তি, সম্মিলন এবং স্বাধীনতায় কার্য্যে জগদীশ্বর সহায় হইবেন।

পরমেশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া এই ইচ্ছাপত্রখানি আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রস্তুত করিলাম, আগাগোড়া স্বহস্তে লিখিলাম, মর্ম্মানুসারে অক্ষরে অক্ষরে ইহা প্রতিপালিত হয়, ইহাই আমার ঐকান্তিকী ইচ্ছা।

* ১৬৮২খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ত্রয়োদশ দিবসের অপরাহ্ণ পঞ্চম ঘটিকায় এই ইচ্ছাপত্রখানি লিখিত হইল।

মেরিয়স্ ডি রেনীপণ্ট।"

উকীল যতক্ষণ উইল পড়িলেন, গেব্রিল ততক্ষণ ক্রমান্বয়ে নানা প্রকার বিভিন্ন মনোভাবে চঞ্চল হইতেছিলেন। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, যীশুখৃষ্টের সভার উৎপীড়নে অপমৃত যাঁহার প্রাণান্ত হইয়াছে, তাঁহার সঞ্চিত অর্থ আবার ফিরিয়া ঘুরিয়া সেই সভার হস্তেই আসিয়া পড়িল, গেব্রিল নিজেই আবার নূতন দানপত্রের দ্বারা সেই ধন যৈশব-সভাকেই দিলেন, ইহাই গেব্রিলের বিস্ময়োৎপাদিকা প্রথমা চিন্তা। দ্বিতীয়তঃ যেরূপ সৎকার্য্য-সাধনের অভিপ্রায়ে মহাত্মা মেরিয়স্ রেনীপণ্ট অসীম ঔদার্য্যে ধন-বিনিয়োগে ইচ্ছাপত্র লিখিয়াছেন, ভিন্ন হস্তে পতিত হইলে কদাচ সে সাধু অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে না, ইহাও গেব্রিল বুঝিলেন তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, অপর কোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইলেন না, সুতরাং ষোল আনাই যীশুখৃষ্টের সভার অধিকারে আসিল, ঐ অলক্ষণা সভা ভয়ানক দুষ্ক্রিয়ায় এই বিপুল ধন নষ্ট করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ বিস্তর, ইহাই গেব্রিলের মর্ম্মান্তিক পীড়াদায়িনী দারুণ দুশ্চিন্তা।

বিপুলধন পরহস্তে গেল, যাহা তাঁহার নিজের হইত, চক্র করিয়া একটা চক্রীসভা তাহা গ্রহণ করিল, এ চিন্তা মহানুভব গেব্রিলের মহৎ অন্তঃকরণে একবারও স্থান পাইল না। টাকা তিনি চাহেন না, সংসারে গরীব হইয়াই থাকিতে চাহেন, জীবনের অবশিষ্টকাল আনন্দকর ধর্ম্মসাধনে অতিবাহিত করাই তাঁহার মনের একান্ত বাসনা।

কত চিন্তাই তখন গেব্রিলের মনে আসিল, এক এক করিয়া তাহা তিনি গণনা করিতে পারিলেন না। মেরিয়স রেনীপণ্টের মহত্ব, আশাধিক, গণনাধিক, অনুমানাধিক সঞ্চিত ধনের পরিমাণ, গৃহভিত্তিতে অপূর্ব্ব রমণীয় চিত্রমূর্ত্তি, আবি আইবিনীর সংশয়াকুল উল্লাস, বডিনের ধূর্ত্ততাসূচক আনন্দ, অভাবনীয় অপ-র্য্যাপ্ত সঞ্চিত ধনে যৈশব-সভার অধিকা- হইতে আইজাক সেমুয়েলের সদাশয়তা, বৃদ্ধা ডেভিড্ সেমুয়েলের স্নেহানুগত উদিত আ- এবং রেনীপণ্টবংশের অপরাপর উক, সেটী আ- অনুপস্থিতি, পর্য্যায়ক্রমে এই স- নাই, কেবল গেব্রিল যেন ক্ষণকাল অচঞ্চ-, একসঙ্গে মি-

এই সময় উকীলের হস্তে চামড়া-বাধা খাতার চাবীটী প্রদান করিয়া সেমুয়েল বলিলেন, "যত টাকা জমা হইয়াছে এই খাতায় আপনি তাহার হিসাব দেখিতে পাইবেন। মেরিয়স রেনীপন্ট আমার পিতামহের হস্তে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কমুদ্রা অর্পণ করিয়া যান, এক্ষণে ত পঞ্চাশবৎসরের সুদে আসলে যত টাকা হইয়াছে, তাহা আপনি দেখিবেন।"

শুনিয়া মহাবিস্ময়ে আবি আইরিণী উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার পিতামহের হস্তে? তবে কি তোমাদের বংশের পরিবারেরাই এত দিন এই সম্পত্তির অভিভাবক রহিয়াছেন?"

সেমু।—হাঁ মহাশয়। আমার পত্নী এখনি এখানে আসিবেন। তিনি একটী বাক্স আনিবেন, সেই বাক্সে সমস্ত প্রতিভূ-পত্রাদি রক্ষিত আছে, দেখিতে পাইবেন।

রডিন।—(সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে) কত টাকা জমিয়াছে?

সেমু।—হিসাবেই লেখা আছে; উকীল মহাশয় দেখিবেন। নানা প্রকার প্রতিভূপত্রে আমার জিম্মায় এখন দুইশত বারো মিলিয়ান, একলক্ষ পঁচা—'

সেবের ছোট ছোট অঙ্কে মহামান্য পাদ্রী সাহেবের ততটা বিশেষ দরকার ছিল না, সুতরাং সেমুয়েলকে অঙ্ক সমাপ্ত করিতে না দিয়া আবি আইরিণী গম্ভীরবচনে কহিলেন, "আপনি ঠিক বলিতেছেন?"

রডিন।—ঠিক?—অত টাকা?—অত টাকা?—অত টাকা?

সেমু।—হাঁ মহাশয়! যাহা আমি বলি, তাহাই ঠিক। আমার হস্তে এখন দুইশত দ্বাদশ মিলিয়ান, একশত পচাত্তর হাজার ফ্রাঙ্কমুদ্রার প্রতিভূ আছে। ঐ আমার স্ত্রী আসিতেছেন, ঐ সেই বাক্সটী আনিতেছেন।

বাথসেবা প্রবেশ করিলেন। যে বাক্সমধ্যে সমস্ত সঞ্চিত অর্থের খতপত্রাদি ছিল, সেই বাক্স আপন কক্ষদেশ হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া, পতির প্রতি সস্নেহনয়নে চাহিতে চাহিতে বাথসেবা তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কত টাকা জমিয়াছে, সেমুয়েলের মুখে তাহা শ্রবণ করিবামাত্র সকলের যেন চৈতন্য-লোপ হইল। কাহারও মুখেই ক্ষণকাল বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সেমুয়েল ব্যতীত সকলেই মনে মনে ভাবিলেন, কথাটা যেন স্বপ্নের খেলা। আবি আইরিণী এবং রডিন পূর্ব্বে অনুমান করিয়া রাখিয়াছিলেন, চল্লিশ মিলিয়ান এখন সেমুয়েল বলিলেন দুইশত দ্বাদশ মিলিয়ান, ইহা তাঁহাদিগের গণনা অপেক্ষা পাঁচগুণেরও অধিক। বিপুল সম্পদ!

উকীলমহাশয় হিসাবপত্র দেখিলেন। সেমুয়েল যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথার্থ! উকীল চমকিত হইলেন, আপনার চক্ষুকে আপনি যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

নিস্তব্ধ। — বনীপণ্টবংশের আর কোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইলেন না, এই ভাবনায় সমুয়েলও নিস্তব্ধ।

লোহিতকক্ষটী গভীর নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ধীরে ধীরে এক এক করিয়া পার্শ্বগৃহের ঘড়ীতে দ্বাদশ ঘটিকার গম্ভীরধ্বনি আরম্ভ হইল। সেমুয়েল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই উইলের নিয়ত নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবে।

রডিন, আইরিণী, গেব্রিয়েল এবং উকীল, চারিজনেই গাঢ়চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, বিস্ময়ে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল, কোন গৃহে কেমন করিয়া ঘড়ী বাজিল, তাহা তাঁহাদের খবরেই আসিল না, জানিতেই পারিলেন না।

[তৃতীয় খণ্ড।

অভিশপ্ত য়িহুদী।

অনুবাদক

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা

১১।১২ নং [illegible] স্ট্রীট, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

বঙ্গাব্দ ১৩০১।

মূল্য ১০ আনা।

মাথা তুলিয়া চাহিয়া আবার দাগোবার্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে মহাশয়? আপনি এখানে কি চান?"

দাগো।—(সক্রোধে) তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?

আবি।—না মহাশয়!

দাগো।—(ঘৃণাপূর্ব্বক চাহিয়া) মনে কর, লিপ্‌জিকনগরে যখন তুমি রূসের পক্ষ হইয়া ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে, সেনাপতি সাইমন রণক্ষেত্রে আহত হইয়া যখন অক্ষম হইয়াছিলেন, তুমি তখন তাঁহাকে অস্ত্রত্যাগ করিতে বলিয়াছিলে;—তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "বদ্‌মাইসরি! আমি বিশ্বাসঘাতকের হস্তে অস্ত্রসমর্পণ করিব না।"—রুসীয় পণ্টনের একজন দীর্ঘাকার যোধপুরুষ সেইখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহা গুড়ি দিয়া সেনাপতি সাইমন তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহারই হস্তে তরবারি অর্পণ করেন। তুমি তখন লজ্জায়,—অপমানে চক্ষু বুজিয়া মাথা হেঁট করিয়াছিলে। হাঁ, এখন মনে কর, সেনাপতি সাইমনের পার্শ্বে তখন আর একজন আহত সৈনিক ছিল, সেই আহত সৈনিক এই আমি।

আবি।—(সক্রোধে) সে কথা হইতেছে না, তুমি এখানে চাও কি?

দাগো।—আমি তোমার ভণ্ডামী ভাঙ্গিতে চাই। ঘৃণাকর কপট পাদরী! আমার গেব্রিল সর্ব্বজনপ্রিয় সাধু পুরোহিত।

আবি।—(সক্রোধে) এত বড় সাহস তোমার? এত বড়কথা তুমি বল?

দাগো।—(সক্রোধে) আরও বলিব। তুমি জুয়াচোর। মার্শেল সাইমনের কন্যাদের পৈতৃক-ধন চুরী করিয়াছ, গেব্রিলের পৈতৃক ধন চুরী করিয়াছ, জুয়াচুরী করিয়া কুমারী অদ্রিয়াণীর পৈতৃক ধন অপহরণ করিয়াছ।

গেব্রিল।—(চকিত হইয়া দাগোবার্টের প্রতি) সে কি পিতা! আপনি বলেন কি? মার্শেল সাইমনের কন্যা?

দাগো।—হাঁ বৎস! তাহারা তোমার ভগ্নী হয়;—কুমারী অদ্রিয়াণীও তোমার ভগ্নী। সেই দয়াময়ী কুমারী আমার ও এগ্রিকোলার পরম উপকারিণী আশ্রয়দায়িনী। এই প্রতারক পাদরী আইরিণী চাতুরী করিয়া তাঁহাদিগকে কয়েদ রাখিয়াছে;—একজনকে পাগলিনী বলিয়া পাগ্‌লাগারদে দিয়াছে, আর দুটীকে চুরী করিয়া সন্ন্যাসিনীর মঠে আটক রাখিয়াছে। তোমাকেও লুকাইয়া রাখিয়াছিল; আজ আমি তোমাকে এখানে দেখিতে পাইব, সে আশা ছিল না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি এখানে আসিয়াছ, তুমি এখানে উপস্থিত আছ; আমিও ঠিক সময়ে উপস্থিত হইয়াছি। আরও শীঘ্র আমি আসিতে পারিতাম, কিন্তু একটা আঘাত পাইয়াছি, বিস্তর রক্তপাত হইয়াছে, প্রাতঃকালে ঘন ঘন মূর্চ্ছা আসিয়াছিল।

গেব্রিল।—সত্যই ত হাতে বার বাঁধা! কি প্রকারে আঘাত লাগিল?

দাগো।—(এগ্রিকোলার ইঙ্গিতক্রমে) ও কিছুই নয়;—হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছিলাম। আমি আজ অনেক জুয়াচোরের জুয়াচুরী প্রকাশ করিতে আসিয়াছি।

যাঁহারা সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নির্দ্দোষী; দাগোবার্টের কথা শুনিয়া তাঁহারা মহা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা গেব্রিলের উৎকণ্ঠা অধিক। মনের আবেগে চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন, "উঃ! রেনীপণ্টবংশের আরও উত্তরাধিকারী তবে বিদ্যমান আছে। হায় হায়! আমিই তাঁহাদের বঞ্চনার হেতু হইলাম।"

এগ্রিকোলা।—তুমিই প্রবঞ্চনার হেতু?

দেয় ; ধনে আমার প্রয়োজন থাকিত না। সুখে আপনাকে দান করিয়াছিলাম, অতঃপর তাহার উপর আমি কোন প্রকার দাবী দাওয়া রাখিতাম না। কিন্তু বাবা! সে ধনে অপরের অধিকার রহিয়াছে। আমার ধর্ম্ম পিতা দূরদেশ হইতে দুটী মাতৃহীনা বালিকাকে পারিসে আনিয়াছেন, এ ধনে তাহাদের অংশ আছে; সে অংশে তাহারা বঞ্চিত হয়, তাহা আমি দেখিব না। বিশেষতঃ মূলধনের অধিকারী মৃত্যুকালে উইল করিয়া গিয়াছেন, সার্দ্ধশত বর্ষ পরে তাঁহার বংশের সন্তানেরা এই ধন প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য জাতির সেবা করিবে, দয়া, প্রেম ও স্বাধীনতা-সম্বন্ধ হইয়া তাহারা ধর্ম্মানুগত সৎকার্য্যে এই ধন ব্যয় করিবে, কত বড় মহৎ উদ্দেশ্য, আপনিও তাহা বিবেচনা করিতে পারিবেন। কয়শত বৎসর ফুল-ফল মহা গৌরবের নিদর্শন; মুহূর্ত্তে তাহা শুকাইয়া যায়, ইহা বড়ই কষ্টের বিষয়। আমার ধর্ম্ম-ভ্রাতার পরম উপকারিণী, আশ্রয়দায়িনী, কুমারী অদ্রিয়ানী এই ধনের অংশ বিধায়িনী। তিনি ইহাতে বঞ্চিতা হন, তাহাও আমি দেখিব না। ধনস্বামীর ধর্ম্মার্থে মহৎ ইচ্ছা যাহাতে পূর্ণ হয়, তাহাও আমার কর্ত্তব্য। ইহাতে যদি আমার দানপত্র বাতিল করিতে হয়, তাহাও আমি করিব

আবি।—(অধোবদনে) আমাদের ধর্ম্ম সভাকে গেব্রিল যাহা দান করিয়াছেন, তাহা আমি বল প্রকাশ করিয়া গ্রহণ করি নাই। ধনে আমার প্রয়োজন কি? আমি গরীব পাদরী, গরীব থাকিব, সাধারণ গরীবলোকের উপকারের জন্য আমাদের এই ধর্ম্মসভার সংস্থাপন। সেই সভার সঙ্কল্প সাধনার্থ আমি গেব্রিল আপন স্বত্ব দান করিয়াছেন, দানের পরিমাণ কত, দানপত্র লিখিবার সময় তাহা তিনি জানিতেন না। ইচ্ছা পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ দান; তাহা আবার সরকারী উকীলের সাক্ষাতে আইনানুসারে সিদ্ধ।

গেব্রিল।—এ সব কথা সত্য।

উকীল।—হাঁ, দানপত্রখানি আমিই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি।

দাগো।—আমিও তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু গেব্রিল কেবল গেব্রিলের নিজের স্বত্ব দান করিতে পারেন, অপরের স্বত্ব অপহরণে ইহাদিগের কল-কৌশল, গেব্রিল ইহা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

আবি।—অগ্রে আমার কথা না শুনিয়া বাদানুবাদ উপস্থিত করা উচিত হইতেছে না। আবি গেব্রিল প্রথমে বাচনিক শপথে তাহার পর আইনসিদ্ধ দলীলে এই সম্পত্তি দান করিয়াছেন এখন সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য অবগত হইয়া তাঁহার উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে। এই উকীল মহাশয় জানেন, দানপত্র লেখা হইলে গেব্রিলকে আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া আমি দ্বিতীয় "সেণ্ট ভিন্সেণ্ট পাল" বলিয়া আদর করিয়াছিলাম, গেব্রিলের বদান্যতার প্রশংসা করিয়া আমরা উভয়ে মিলিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। পরমেশ্বরের মহিমা বিস্তারের জন্যই এই দান, গেব্রিলও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।

গেব্রিল।—ইহা সত্য। আমার অংশে যত অধিক সম্পত্তিই হউক, তাহা আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক দান করিয়াছি; সে দান কখনই আমি অস্বীকার করিব না, কিন্তু যোগ আনা সম্পত্তিতে আমার অধিকার নাই, ইহা এখন আমি বুঝিলাম; অপরের স্বত্ব দান করিতে আমার কতদূর অধিকার, তাহা আপনারা ন্যায়বিচার দ্বারা বিবেচনা করুন।

আবি।—উইলের মর্ম্মানুসারে যে সময়ে

প্রকারে তাঁহাকে খালাস করিয়া আনিতে পারেন না, অনুসন্ধান লইবেন।

বাহিরের দরজায় কে আঘাত করিল। বাগদেবী তাড়াতাড়ি সংবাদ জানিতে গেলেন। উকীল বলিতে লাগিলেন ঃ—

"ম্যাজিষ্ট্রেট যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই, আমি তাহাতে কি করিতে পারি? অবশ্যই অনুসন্ধান প্রয়োজন"

দাগো।—তবে এখন কি করিবেন?

উকীল।—গেব্রিলের দানপত্রানুসারে আবি আইরিনীকে সমস্ত সম্পত্তির দলীলপত্র দখল দিব। আপনারা যাঁহাদের নাম করিতেছেন, তাঁহারা যদি আপনাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারেন, ইহার পর উপযুক্ত আদালতে নালিশ করিবেন আদালতেই তাহার মীমাংসা হইবে। এখন আমি আবি আইরিনীকে দখল না দিলে আইন অমান্য করা হইবে

গেব্রিল।—(উকীলের প্রতি) এরূপ অবস্থায় স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে আইনের ক্ষমতা নাই, অতএব আমি একটী ইচ্ছা সঙ্কল্প করিয়াছি। তাহা ব্যক্ত করিবার অগ্রে আমি আইরিনীকে আমি একটী শেষকথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমার নিজ অংশের যাহা প্রাপ্য, তাহা গ্রহণ করিয়া যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, গ্রহণ করুন, বাকী অংশগুলি এক্ষণে কোন মাতব্বর লোকের হস্তে আমানত থাকুক। যাঁহাদের নাম করিতেছি তাঁহারা যদি অতঃপর আপনাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারেন, নিজ অংশ বুঝিয়া লইবেন। আবি আইরিনী এ প্রস্তাবে সম্মত আছেন কি না?

আবি।—পূর্ব্বেও যাহা বলিয়াছি, এ প্রস্তাবের উত্তরও তাহাই। বিষয় আমার নিজের নহে; বৃহৎ দানশালার সম্পত্তি। অতএব গেব্রিল আমাকে কতক অংশ প্রদান করিতে চাহিতেছেন, তাহা কিরূপে হইতে পারে? তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না।

গেব্রিল। (উৎকণ্ঠিত স্বরে) তবে আপনি অস্বীকার করিতেছেন?

আবি।—দানধর্ম্মের অনুজ্ঞায় আমি অস্বীকার করিতে বাধ্য।

গেব্রিল।—তবে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার?

আবি।—সংসারে যত প্রকার ধর্ম্ম-সাধনের দানশালা আছে, এই ধনের দ্বারা আমরা তৎসর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবে ঈশ্বরের মহিমা বিস্তার করিতে পারিব, ইহাই আমার ধারণা, সুতরাং এ ধনের কোন অংশ বণ্টন করিয়া দিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা নাই।

গেব্রিল—তবে আপনি আমাকে উচিত কার্য্যে বাধ্য করিতেছেন। সে দান আমি অসিদ্ধ করিলাম। আমার নিজের সম্পত্তি আমি নিব, ইহাই আমার অভিপ্রেত ছিল, যাহা আমার নহে, তাহা আমি নিতে পারি না।

আবি।—সাবধান! আইনসিদ্ধ দলিল এখন আমার হাতে।

গেব্রিল।—(সাশ্রুনয়নে) তাহা আমি জানি। আমার স্বাক্ষর করা লিখিত দলীল আপনার হস্তে আছে। এখন আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জগতে যে ঘৃণা করিতে চান, করুন, জগতের সমস্ত লোকে আমাকে ঘৃণা করে করুক, জগদীশ্বর সাক্ষী, তিনি আমার বিচার করিবেন।

দাগো।—(আশ্বাসদান করিয়া) ভয় কি বৎস! ভয় করিও না, সমস্ত সাধুলোক তোমার পক্ষে হইবেন।

এগ্রিকোলা।—সত্যকথায় ভয় কি? তুমি বেশ বলিয়াছ।

রডিন।—(উকীলের প্রতি) উকীল মহাশয়! আবি গেব্রিলকে আপনি বুঝাইয়া

বলুন, উনি ইচ্ছামত মিথ্যা কথা বলিতে পারেন, কিন্তু দেওয়ানী আদালত তাহা গ্রাহ্য করিবেন না। আমি আইরিনীকে উনি যে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছেন, তিনটী কারণের মধ্যে একটী কারণে তাহা অসিদ্ধ হইতে পারে; নচেৎ কিছুতেই অসিদ্ধ হইতে পারে না।

উকীল।—হাঁ মহাশয়! তিনটী কারণে ঐরূপ দান বাতিল হয়।

রডিন।—প্রথম কারণ, দানপত্র লিখিয়া দিবার পর দাতার যদি পুত্র-সন্তান জন্মে, তাহা হইলে দান অসিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু আবি গেব্রিল বিবাহ করিবেন, উঁহার পুত্র হইবে, এ কথা বলিতে আমার লজ্জা হয়। দ্বিতীয় কারণ, যাঁহার নামে দান, তাঁহার অকৃতজ্ঞতা। আমরা নিশ্চয় জানি, গেব্রিলের নিকটে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। তৃতীয় কারণ, দাতা যে উদ্দেশে দান করেন, দানগৃহীতা ব্যক্তি সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধ করিতে যদি বিমুখ হন, তাহা হইলে দান অসিদ্ধ হইতে পারে। যদিও গেব্রিল এখন আমাদের উপর হঠাৎ অবিশ্বাস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের গৌরব বিস্তারার্থ সৎকার্য্য আমরা করি কি না, তাহা পরীক্ষার নিমিত্ত অন্ততঃ কিছুদিন আমাদিগকে সময় দেওয়া উচিত।

আবি।—(উকীলের প্রতি) গেব্রিল যাহা দান করিয়াছেন, তাহা তিনি বাতিল করিতে পারেন কি না, আপনি তাহা মীমাংসা করুন্।

উত্তরদান করিতে উকীল উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় বাথশেবা পুনঃ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে দুটী লোক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্ত প্রতিভা।

বাথশেবার সঙ্গে যে দুটী লোক প্রবেশ করিল, তাহাদের মধ্যে একজন সেই ফিরিঙ্গী। লোকটার বিশ্রী বদন দর্শন করিয়া সেমুবেল ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

রডিনের দিকে তীব্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ফিরিঙ্গী উত্তর করিল, "আজ এখানে উপস্থিত হইবার জন্য রাজকুমার জাল্‌মা ভারতবর্ষ হইতে সম্প্রতি প্যারিসে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহার গলায় একটা পদক ছিল, সেই পদকে খোদিত বর্ণাবলী দেখিয়া তিনি এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।"

গেব্রিল।—(সবিস্ময়ে) তিনিও একজন উত্তরাধিকারী? তাঁহার সহিত এক জাহাজে আমি আসিয়াছিলাম। জাহাজে তাঁহার মুখে আমি শুনিয়াছি, তাঁহার জননী ফরাসী কুলের কন্যা। রাজকুমার কেন প্যারিসে আসিয়াছেন, তাহা তৎকালে তিনি আমার কাছে ব্যক্ত করেন নাই। উঃ! সেই রাজকুমার পরম সুন্দর, তাঁহার প্রকৃতি মহৎ, বয়স অল্প; কিন্তু সাহসে মহা বীরপুরুষ! কোথায় তিনি?

রডিনের দিকে পুনরায় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ফিরিঙ্গী উত্তর করিল, "কাল রাত্রিতে রাজকুমারকে আমি এক হোটেলে শয়ন করাইয়া রাখি। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যদিও এখানে উপস্থিত হইলে তাঁহার বিশেষ লাভ হইবে, কিন্তু অন্য কোন অভিপ্রায়ে তাহা

হয় ত পরিত্যাগ করিতে তিনি বাধ্য হইতে পারেন। রাত্রে আমিও সেই হোটেলে ছিলাম। অদ্য প্রাতঃকালে যখন আমি তাঁহার ঘরে তাঁহাকে দেখিতে যাই, লোকেরা তখন বলিল, রাজপুত্র বাহির হইয়া গিয়াছেন। রাজপুত্রকে আমি বড় ভালবাসি; সংবাদটী এইখানে আনিয়া দিলে তাঁহার যদি কোন উপকার হয়, এই ভাবিয়াই আমি এখানে আসিয়াছি।"

পূর্ব্বদিন রডিন এই ফিরিঙ্গীকে ফাঁদে ফেলিয়াছিলেন। রাজকুমার জাল্মাকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে রডিন যে প্রকার চাতুরী খেলিয়াছিলেন, সে সব কথা গোপন রাখিয়া ফিরিঙ্গী কহিল, "রাজপুত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক এখানে আইসেন নাই।" গোপন করিবার কারণ এই যে, রডিনের কাছে এই ফিরিঙ্গীটা অনেক টাকা চায়;—রাজপুত্র আপন ইচ্ছায় অনুপস্থিত, এই কথা জানাইলে রডিন খুব আহ্লাদ করিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করেন, ইহাই তাহার মৎলব।

ফিরিঙ্গীর সকল কথাই যে মিথ্যা, ইহা বলাই বাহুল্য। রডিনের লোকেরা রাত্রে তাহাকে যেখানে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল, কৌশলে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া প্রভাতে ফিরিঙ্গী রাজপুত্রের হোটেলে ছুটিয়া যায়। সেখানে গিয়া শোনে, একটী পুরুষ আর একটী স্ত্রীলোক গাড়ী করিয়া হোটেলে গিয়া সেবা করিবার জন্য রাজপুত্রকে তাঁহাদের বাটীতে লইয়া আসিয়াছেন।

ফিরিঙ্গীর কথা শুনিয়া বিমর্ষবদনে উকীল কহিলেন, "সেই উত্তরাধিকারীটীও উপস্থিত হইতে পারিলেন না, বড়ই অক্ষেপের কথা। আহা! এই প্রচুর ধনে তাঁহারও স্বত্ব গেল।"

স্থিরদৃষ্টিতে রডিনের দিকে চাহিয়া ফিরিঙ্গী কহিল, "প্রচুর ধনের অধিকার।"—রডিন অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি মার্শেল সাইমনের পিতা। তাঁহাকে দেখিয়া এগ্রিকোলা শশব্যস্তে নিকটে গিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিলেন, "মস্যুর সাইমন! আপনি এখানে?"

সাইমন।—হাঁ বৎস! বিদেশ হইতে আমি এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছি। মস্যুর হার্ডিও আসিতেন, কিন্তু দৈবগতিকে আরও কিছুদিন তাঁহাকে প্রবাসে থাকিতে হইবে। তিনি শুনিয়াছেন, অদ্য এখানে তাঁহার পিতৃপুরুষের সঞ্চিত ধনাংশে তিনি কোন প্রকার অধিকার লাভ করিবেন, স্বয়ং আসিতে পারিবেন না, সুতরাং আমাকে প্রতিনিধিস্বরূপ এখানে থাকিতে—

এগ্রিকোলা।—(সবিস্ময়ে) তিনিও একজন উত্তরাধিকারী? মস্যুর ফ্রান্সিস হার্ডি তিনিও রেনীপন্টবংশের একজন?

সাইমন।—এ কি! এগ্রিকোলা! তোমার মুখ এমন বিশুষ্ক কেন? ব্যাপার কি?

দাগো।—(নিকটবর্ত্তী হইয়া) ব্যাপার বড় ভয়ানক। আপনার পৌত্রী দুটীকে সাইবিরীয়ার অরণ্য হইতে আমি এখানে আনিয়াছি। আনিয়া কি করিলাম?—এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিলাম! এই ভণ্ড পাদরীরা কুচক্র করিয়া আপনার পৌত্রীদের প্রাপ্যধন চুরী করিতেছে।

সাইমন।—(সম্মুখে যাইয়া) অঁ্যা! তুমি কি তবে সেই?

দাগো।—হাঁ মহাশয়! আমিই সেই দাগোবার্ট।

সাইমন।—(দাগোবার্টের পাণিপেষণপূর্ব্বক) তুমি?—তুমি আমার প্রিয়পুত্রের পরম প্রিয় বন্ধু;—অতি বিশ্বাসী,—অতি সৎ, পরম উপকারী বন্ধু? কি বলিতেছি তুমি?—আমার পুত্রের বন্ধু?

দাগো।—হাঁ মহাশয়!—কন্যা;—একটী নয়, দুটী;—দুটীই যমজা।

সাইমন।—আমার পুত্রের দুটী কন্যা? কোথায় তাহারা?

দাগো।—মঠে।

সাইমন। বালিকারা এক মঠে?

দাগো।—হাঁ মহাশয়! এই লোকের বিশ্বাসঘাতকতা; তাহারা বন্দিনী। তাহাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিবার জন্য এই লোক বিনাদোষে তাহাদিগকে এক সন্ন্যাসিনী মঠে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে।

সাইমন।—কোন্ লোক?

দাগো।—এই মার্কুইস্ আইরিণী।

সাইমন।—(ঘৃণাদৃষ্টিতে আইরিণীর দিকে চাহিয়া) ওঃ! তাই বটে! আমার পুত্রের সাংঘাতিক শত্রু!

এগ্রিপালা।—(মুক্তকণ্ঠে) কেবল তাহাই নহে, এই ঘাতিক লোক অনেক লোকের সর্বনাশ করিয়াছে! আমাদের সদাশয় মনিব মন্থর হার্ডি ইহার ছলনায় অতুল ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হইয়াছেন।

সাইমন।—(বিস্ময়ে) অতুল ঐশ্বর্য্য?—মন্থর হার্ডি এত তত্ত্ব জানিতেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সামান্য। তাঁহার একজন বন্ধু কোন বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে ডাকিলেন, ত্বরান্বিত হইয়া তিনি দূরদেশে চলিয়া গেলেন।

এই সকল নূতন নূতন কথায় বৃদ্ধ সেমুয়েলের আরও উদ্বেগবৃদ্ধি হইল। হয় কি?—কার্য্য রক্ষা হইয়া গিয়াছে; এখনকার প্রভুর কেবল দীর্ঘনিশ্বাস!—সেমুয়েল পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

আবি আইরিণীর চাঞ্চল্য বাড়িতেছে, আতঙ্ক বাড়িতেছে, এত অপমান সহ্য করা তাঁহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইতেছে; তথাপি অটল। নির্লজ্জ অভিনয়টা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শেষ হইয়া যায়, সেই চেষ্টায় তিনি চঞ্চলস্বরে উকীলকে কহিলেন, "আর কেন বিলম্ব? শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলুন্। লোকে যদি আমার নিন্দা করে, বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়া সগৌরবে আমি আপন পক্ষসমর্থন করিব। উত্তরাধিকারীরা অনুপস্থিত, এজন্য এই সৈনিকেরা পিতাপুত্রে ঘৃণাকর কুচক্রের কথা কেন বলে? ভারতের রাজপুত্র উপস্থিত হয় নাই, মন্থর হার্ডি উপস্থিত হয় নাই, তাহারা আপন আপন ইচ্ছায় দূরে দূরে রহিয়াছে, তাহাদের নিজের বিশ্বাসীলোকের মুখেই ত এ কথা শুনা গেল; তবে আর মিথ্যা মিথ্যা আমাদের কুচক্রের কথা ইহারা কেন তোলে? মার্শেল সাইমনের কন্যারা আর কুমারী অদ্রিয়াণী তাহাদের নিজের কোন বিশেষ ঝঞ্ঝাটে হাজির হইতে পারিল না, ইহা কি সম্ভব নয়? আসল কার্য্য অনেকক্ষণ সমাপ্ত হইয়াছে; এখন আর নূতন নূতন উত্তরাধিকারীর নাম উল্লেখ করিয়া কি ফল?—কিছুতেই আর আমার ষোল আনা স্বত্বের বাধা জন্মিতে পারে না। আর কেন বিলম্ব করেন?—উকীল মহাশয়! এখন আপনার শেষ কর্ত্তব্য যত শীঘ্র হয় শেষ করিয়া ফেলুন্।"

উকীল।—ন্যায়, ধর্ম্ম, বিচার এবং আইনানুসারে মেরিয়স্ রেনীপন্টের একমাত্র উত্তরাধিকারী আবি গেব্রিলের লিখিত দানপত্রের বলে সর্ব্বসমক্ষে আমি এই আবি আইরিণীকে ষোলআনা স্বত্বের অধিকার প্রদান করিলাম। ইনি এখন দাতার ইচ্ছানুসারে এই সম্পত্তি অবাধে ব্যবহার করিতে পারেন।

সকল আশা গেল! বৃদ্ধ সেমুয়েল, বৃদ্ধা বাথসেবা অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া চক্ষের জলে ভাসিলেন। গেব্রিল অতিশয় বিমর্ষ হইয়া

ভাবিলেন, "হায়, হায়! ঘোর মোহান্ধকারে ডুবিয়া আমি এই ভয়ানক ঘৃণাকর চৌর্য্যকার্য্যে সহায়তা করিলাম।"

বাক্সের মধ্যে যত টাকার খত পত্র ছিল, আর একবার তাহা পরীক্ষা করিয়া উকীল মহাশয় আইরিণীকে কহিলেন, "আপনি এই বাক্সটী দখল করুন্।"

মর্ম্মান্তিক কষ্টে শূন্যপানে চাহিয়া করযোড়ে সাশ্রুনয়নে গেব্রিল কহিলেন, "হে পরমেশ্বর। তোমার ধর্ম্মরাজ্যে এমন অধর্ম্মের জয়লাভ কখনই হইতে পারিবে না।"

স্বর্গ হইতে পরমেশ্বর যেন গেব্রিলের প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। ঠিক এই সময় গৃহমধ্যে এক আশ্চর্য্যঘটনা সংঘটিত।

উকীলের বাক্যে মহোৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া বিজয়আহ্লাদে রডিন্ সাগ্রহে বাক্সটী তুলিয়া কক্ষদেশে লইলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার! যে গৃহে ঘড়ী বাজিতেছিল, অকস্মাৎ সেই গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; চৌকাঠের উপর অকস্মাৎ এক অপরূপ রমণীমূর্ত্তি!

সেই রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া গেব্রিল অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেইখানেই যেন বজ্রাহতের ন্যায় অচল। সেমুয়েল এবং বাথ-সেবা জানু পাতিয়া বসিয়া ঊর্দ্ধনয়নে, ঊর্দ্ধপথে করাঞ্জলি উত্তোলন করিলেন, তাঁহাদের মন যেন নবীন আশার সঞ্চার হইল।

আর আর যাঁহারা যাঁহারা সেই লোহিত-কক্ষে উপস্থিত ছিলেন, এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে তাঁহারা সকলেই বিবেকশূন্য—হতজ্ঞান! রডিন্—সেই বিজয়ানন্দগর্ব্বিত রডিন্ থরথরি-কম্পিত গাত্রে কহিলেন, থরহরি কম্পিত হস্তে কোলের বাক্সটী টেবিলের উপরে রাখিলেন।

সকলের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। সকলেরই প্রায় নিশ্বাস বন্ধ। সকলের মনেই বিস্ময়—বিস্ময়ের সঙ্গে ভয়—ভয়ের সঙ্গে কৌতূহল। ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহলের প্রধান কারণ এই যে, দুই স্থানে দুটী একই মূর্ত্তি! যে মূর্ত্তি ছবিতে, সেই মূর্ত্তি চৌকাঠে। এই লোহিতকক্ষমধ্যে একশত পঞ্চাশ বৎসরকাল যে রমণীর চিত্রমূর্ত্তি রহিয়াছে, সেই রমণীর সজীবমূর্ত্তি এই!

মূর্ত্তিতে অভেদ! তাহার উপর মাথার টুপী, পরিহিত বসন, অঙ্গের অলঙ্কার, সমস্তই ঠিক, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন নাই। ছবিও বিষাদিনী, মূর্ত্তিও বিষাদিনী। উভয় মূর্ত্তিই অচলা।

সজীব অচলা মূর্ত্তি চলিল। কোন দিকে না চাহিয়াই চৌকাঠ হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে সেই রমণী লোহিতকক্ষে পদার্পণ করিলেন; টেবিলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; একটা আলমারীর নিকটে গেলেন। একটা যন্ত্রমধ্যে একটী গুপ্ত স্প্রীং ছিল, রমণী সেই স্প্রীঙের তার টিপিলেন,—উপর তবকের একটা দেরাজ খুলিয়া গেল। রমণী সেই তবক হইতে পার্চমেণ্ট কাগজের একটা শীলকরা লেফাপা তুলিয়া লইলেন; সেই লেফাপাটী হাতে করিয়া সরাসর টেবিলেরকাছে উপস্থিত হইলেন। উকীলের সম্মুখে গিয়া তিনি সেই লেফাপাটী ধরিলেন। উকীল নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ—হতবুদ্ধি। কলের পুতুলেরা কলে যেমন হাত মুখ নাড়ে, উকীল সেইরূপে হস্তবিস্তার করিয়া লেফাপাটী লইলেন।

কিয়ৎক্ষণ গেব্রিলের মুখের উপর কোমল বিষণ্ণ নয়ন বিন্যস্ত রাখিয়া রমণী আবার অন্য দিকে ফিরিলেন। যে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তখনও সেই গৃহের দ্বার খোলা ছিল, গজগামিনী অবনত-নয়নে সেই প্রশস্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবার অগ্রে

যখন তিনি সেমুয়েল-দম্পতীর নিকট দিয়া যান, সেই সময় তাঁহাদের দিকে একখানি হস্ত বাড়াইয়া দিলেন, তাঁহারা সেই হস্ত চুম্বন করিলেন, রমণী তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন, আর একবার গেব্রিলের দিকে চাহিলেন, তাহার পর অদৃশ্য।

রমণী আসিলেন, সকলকে দেখিলেন, উকীলের হাতে লেফাপা দিলেন, কিন্তু কাহারও সহিত একটীও কথা কহিলেন না; নীরবে আসিয়াছিলেন, নীরবেই চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর ঠিক যেন মন্ত্রপ্রভাব বিদূরিত হইল; সকলে সকলের মুখের দিকে চাহিলেন। গেব্রিল বলিয়া উঠিলেন, "ইনিই তিনি—ইনিই তিনি—ইনিই সেই দয়াময়ী রমণী—আবার ইনি এই গৃহমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এগ্রিকোলা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ তিনি গেব্রিল?—বল, শীঘ্র বল, কে ঐ রমণী ইনি?"

চিত্রে যে রমণীমূর্ত্তি আছে, সেই মূর্ত্তির সঙ্গে এই সজীব-মূর্ত্তির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য, এগ্রিকোলা তাহা দেখেন নাই; মূর্ত্তিদর্শনে গেব্রিলের ন্যায় তিনিও যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। দাগোবার্টের ও ফিরিঙ্গীরও সেই ভাব।

উত্তর প্রাপ্ত না হইয়া গেব্রিলের হস্তধারণ পূর্ব্বক এগ্রিকোলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ! কাহার কথা বলিতেছ? বল, শীঘ্র বল, কে ঐ রমণী ইনি?

অগ্নিকুণ্ডের উভয় পার্শ্বে যে দুখানি ছবি ঝুলিতেছিল, সেই দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া গেব্রিল কহিলেন, "ঐ দেখ, ঐ দুইখানি ছবি এই গৃহে দেড়শত বৎসর রহিয়াছে।"

এগ্রিকোলা, দাগোবার্ট এবং ফিরিঙ্গী একসঙ্গে মাথা তুলিয়া সেই দুই ছবির দিকে চাহিলেন। এগ্রিকোলার রসনা হইতে সহসা বিস্ময়ধ্বনি—"ঠিক বটে, ঠিক বটে—সেই বটে, সেই বটে—সেই রমণীর ছবিই এই বটে!"

পুরুষ মূর্ত্তির চিত্রপটে দৃষ্টিদান করিয়া দাগোবার্ট অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "এ কি দেখি!—এ কি দেখি!—হাঁ ত!—ইনিই ত তিনি; মার্শেল সাইমনের বন্ধু;—মার্শেল সাইমনের বার্ত্তাবহ! হাঁ, গত বৎসর সাইবিরীয়াতে এই মূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি। হাঁ, সেই বিষণ্ণমুখ, সেই সুন্দর কুন্তল, সেই জোড়া ভ্রূ;—ললাটে সেই কৃষ্ণবর্ণ বাম রেখা।

অন্তরস্থ ভয়ে বিকম্পিত হইয়া ফিরিঙ্গী আপনা আপনি বলিল, "এ কি!—আমি এ কি দেখিতেছি?—আমার চক্ষু কি আমার? এ যে সেই লোক;—কপালে সেই কৃষ্ণরেখা; ইহাকে আমরা ফাঁসী দিয়া মারিয়া, ভারতের গঙ্গাতীরে গোর দিয়াছিলাম। এ যে সেই লোক। চণ্ডীদেবীর ভগ্নমন্দিরে একজন ভবানীপুত্র আমাকে বলিয়াছিল, গঙ্গাতীরে তাহাকে পুতিয়া রাখিয়াছে;—তাহার পর আবার বোম্বাই সহরের এক ফটকের দ্বারে উহাকে দেখিয়াছে। ঐ লোক যেখানে যায়, সেইখানেই মারীভয় হয়। একশত পঞ্চাশ বৎসর সেই লোকের ছবি এই ঘরে রহিয়াছে!"

ছবির দিক্ হইতে ফিরিঙ্গী আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না; সপুত্র দাগোবার্টও অনিমেষনেত্রে সেই ছবির দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

গেব্রিলকে সম্বোধন করিয়া আবি আইরিশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমেরিকার পর্ব্বত-প্রদেশে ঐ রমণী কি তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল?"

গেব্রিল।—(শিহরিয়া) ঐ রমণীই আমার জীবনদায়িনী। সেই সময় উনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'উত্তরদেশে চলিলাম।'

আবি।—(সেমুয়েলের প্রতি) ঐ রমণী এ গৃহে কেমন করিয়া আসিল ? তোমার সঙ্গে আসিয়াছে কিম্বা তোমার পূর্ব্বে ?

সেমু।—আমি আগে আসিয়াছি ;—একাকী আসিয়াছি দেড়শত বৎসর পরে আমিই সর্ব্বপ্রথমে এই বাড়ীর দ্বার খুলিয়াছি।

আবি।—তবে ঐ রমণী কিপ্রকারে আসিল ?

সেমু।—(বাথসেবার দিকে চাহিয়া) আমি তাহা কিরূপে বলিব ?

আবি।—বলিতেই হইবে, কে ঐ রমণী ? কোথা হইতে কেমন করিয়া এখানে আসিল ?

সেমু।—আমি কি বলিব ? তবে কেবল এইটুকু বলিতে পারি, পিতা সর্ব্বদা বলিতেন, এই বাড়ীর নীচে অনেক দূর পর্য্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে।

আবি।—উঃ!—তবে আর কি! তবেই ঠিক হইয়াছে! এখন জানিতে হইবে, এখানে আসিবার উহার মৎলব কি ? ছবির সহিত রূপের মিলন, ওটা কিছুই নহে ;—প্রকৃতির খেলা অনেক রকম।

রমণীদর্শনে রডিনের বুদ্ধিলোপ হইয়াছিল। উকীলের হাতে রমণী যখন পুলিন্দা দিলেন, রডিন্ তখন ভাবিয়াছিলেন, গতিক বড় ভাল নয় ; বাক্সটা লইয়া পলায়ন করাই সুপরামর্শ। তিনি দেখিলেন, চিত্রপটদর্শনে সকলেই অন্যমনস্ক, পলায়নের উত্তম সুযোগ, চুপি চুপি আইরিণীর হাত টিপিয়, বাক্সটী কক্ষে লইয়া, দ্রুত পলায়নের উপক্রম করিলেন।

সম্মুখপথে অগ্রসর হইয়া বাধা দিয়া সেমুয়েল বলিলেন, "একটু থাকুন ; লেফাপার মধ্যে কি আছে, উকীল আগে দেখুন, তাহার পর আপনি বাহির হইয়া যাইতে পারেন।"

রডিন।—(বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া যাইবার চেষ্টায়) আবার কি ?—চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, আবি আইরিণীর বাক্স ; অবশ্যই আমি ইহা লইয়া—

সেমু—(উচ্চকণ্ঠে) তাহা হইবে না। উকীল যতক্ষণ লেফাপা না পড়েন, এ বাক্স ততক্ষণ এ ঘরের বাহিরে যাইবে না।

কথা সকলের কর্ণে গেল। রডিন্ কাজে কাজে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন ; সেমুয়েলের দিকে তাঁহার ঘৃণাপূর্ণ বিষাক্ত কটাক্ষ বিনিক্ষিপ্ত হইল।

সেমুয়েলের কথাপ্রমাণে উকীল তখন মনোযোগ পূর্ব্বক লেফাপাটী দেখিলেন, সহসা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ধন্য জগদীশ! কি দেখি! ইহাও ভাল!"

সেমু।—(ব্যগ্রভাবে) পড়ুন্—পড়ুন্! যাহা আমি ভাবিয়াছি, তাহাই বুঝি ঠিক।

আবি।—(চঞ্চল হইয়া) কিসের কাগজ ?

উকীল—উইলের ক্রোড়পত্র। দেখি দেখি,—সব বুঝি উল্টাইয়া যায়।

আবি—(দ্রুত উকীলের নিকটে গিয়া) উল্টাইয়া যাইবে ?—কিসে ?—কোন্ ক্ষমতায় ?

রডিন।—(উগ্রস্বরে) অসম্ভব! আমরা উল্টাইতে দিব না।

এগ্রিকোলা।—(ব্যগ্রস্বরে) পিতা! গেব্রিল! ঈশ্বর সর্ব্বময়! আশা যায় নাই, এখনও আশা আছে!

গেব্রিল।—(আসন হইতে উঠিয়া ব্যগ্রভাবে) কি বলিতেছ ভাই ? আশা আছে ?

এগ্রিকোলা।—(ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া) পরমেশ্বর ধর্ম্মময়! নিশ্চয়ই আশা আছে।

উকীল।—(সকলকে সম্বোধন করিয়া) আপনারা শ্রবণ করুন্। লেফাপার উপরে যাহা লেখা আছে, তাহা আমি পাঠ করি। বিধানের পরিবর্ত্তন না হউক্, উইলের মর্ম্মানুসারে কার্য্য হওয়া এখন মুলতুবী থাকিতে পারে।

এগ্রিকোলা।- (গেব্রিলের কণ্ঠবেষ্টনপূর্ব্বক) গেব্রিল। ভাই! প্রবোধ আশ্রয়ন কর। কিছুই নষ্ট হয় ন ই।

সকল.ক শান্ত করিয়া, মনোযোগ পুর্ব্বক শ্রবণ কাবিবার অনুরোধ জানাইয়া, উকীল সেই লেফ.পার শিরোলিপিখানি পাঠ করিতে লাগিলেন :—

বিলেটেনিয়স।
১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৮২, রাত্রি ১১টা।

অ[illegible] অপরাহ্ণ প্রথম ঘটিকার সময় আমি যে উই[illegible] করিয়াছি, এখানি তাহার ক্রোড়পত্র। কি কি [illegible]রণে ইহা আবশ্যক হইল, পত্রগর্ভে তাহা [illegible]ৃত আছে। মূল ইচ্ছাপত্রে যেরূপ বিধান [illegible]মি করিয়াছি, তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে [illegible]।, কেবল সময়বৃদ্ধি করিয়া উইল খুলিবা[illegible]নটী মুলতুবী করা হইল। ১৮৩২ খৃঃ জুন :[illegible] প্রথম দিবসে উইল খোলা হইবে [illegible]াড়ীখানি পুনর্ব্বার বন্ধ করিয়া রাখা হইবে [illegible] সময় যিনি অছি থাকিবেন, তাঁহা-রই হস্তে[illegible]ার বিষয় বিভব পূর্ব্ববৎ অর্পিত থাকি[illegible] ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে আমার [illegible]ধসিদ্ধ উত্তরাধিকারিগণকে তাহা বণ্টন ক[illegible] দেওয়া হইবে।

মেরিয়স্ ডি রেনীপণ্ট।

[illegible] নৈরাশ্যে শ্বেতবর্ণ হইয়া আবি আইরিণী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি এই ক্রো[illegible]পত্রের প্রতিবাদ করি, এ ক্রোড়পত্র জাল, -কখনই সত্য নহে।"

ক্রোধ, হতাশে, আত্মহারা হইয়া রডিন বলিলেন, "[illegible] স্ত্রীলোক এই উকীলের হস্তে লেফাপা দি[illegible] গেল, তাহার চরিত্রে সন্দেহ হয়। এ ক্রো[illegible]ড়পত্র জাল।"

গম্ভীরস্ব[illegible] উকীল কহিলেন, "না মহাশয়! ও কথা আপনারা বলিতে পারেন না। কুমারী দলীলের স্বত্বখত আমি মিলাইয়া দেখিয়াছি, অবিকল একরূপ। তাহা ছাড়া যে কয়েক-জন উত্তরাধিকারী অনুপস্থিত আছেন, তাঁহা-দের সম্বন্ধে অদ্য প্রাতঃকালে যাহা আমি বলিয়াছি তাহা আপনারা বুঝিবেন। আরও প্রশস্ত,— আদালতের দ্বার উন্মুক্ত, এই ক্রোড়-পত্র প্রকৃত কি না, বিচারালয়ে তাহা আপনারা মিটাইয়া লইবেন। এখন সমস্ত বন্দোবস্ত স্থগিত থাকিবে, উত্তরাধিকার বণ্টনের জন্য অদ্য হইতে সাড়ে তিন মাস সময় বৃদ্ধি হইল।

উকীলের কথা শুনিয়া রডিনের সাদামুখ লাল হইয়া উঠিল। খুব জোরে জোরে তিনি নখ কামড়াইতে লাগিলেন নখের মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

ঊর্দ্ধনেত্রে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া ভক্তিভাবে জানু পাতিয়া বসিয়া, করযোড়ে গাব্রিল বলি-লেন, "জগদীশ্বর! তুমি আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সদয় হইয়াছ, তোমার ধর্ম্মরাজ্যে অধর্ম্মের জয় না হয়, তুমি তাহার উপায় করিয়া দিয়াছি।

অত্যানন্দে দাগোবার্ট তখন এই ক্রোড়-পত্রের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। গেব্রিলকে সম্বোধন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! কি কথা বলিতেছ?"

গেব্রিল উত্তর করিবার অগ্রে এগ্রিকোলা বলিলেন, 'পিতা! সমস্তই এখন মুলতুবী। উত্তরাধিকারীরা স্ব স্ব স্বত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য আরো সাড়ে তিন মাস সময় পাইলেন। আবি আইরিনী আর রডিনের ভণ্ডামী ভাঙ্গিয়া গেল। আর আমরা ইহাদিগকে ভয় করিব না। সর্ব্বদা আমরা সাবধান হইয়া চলিব। কুমারী অদ্রিয়ানী, মার্শেল সাইমনের কন্যারা, জমস্ হার্ডি এবং ভারতবর্ষীয় রাজকুমার জালমা

অতঃপর আপনাদের প্রকৃত স্বত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এখন ইহা বুঝিলাম।

সেভ্রিল, এগ্রিকোলা, দাগোবার্ট, মার্শেল আইরনের পিতা, ধনরক্ষক অদ্বি সেমুয়েল এবং খাথলেবার আনন্দ অনির্ব্বচনীয়; লেখনী-মুখে সে আনন্দ পরিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া দুরূহ।

ফিরিঙ্গীর মুখ অন্ধকার;—ফিরিঙ্গীর মুখে কথা নাই। কৃষ্ণরেখাঙ্কিত ললাটযুক্ত পুরুষের চিত্রপটের দিকে ফিরিঙ্গীর ভ্রূভঙ্গ-নেত্র অবিরামে সমাকৃষ্ট।

সেমুয়েল যখন সেই দলীলের বাক্সটী আপন অধিকারে গ্রহণ করিলেন, সে সময় আবি আইরিনীর আর রঁডিনের বদনের যেরূপ ক্রোধারুণ ভাব, তাহা চিত্র করাও আমাদের লেখনীর অসাধ্য।

ক্রোড়পত্রের লেফাপাটী আইনসম্মত দস্তুরমত খুলিয়া দেখিবার অভিপ্রায়ে উকীল আপনার সঙ্গেই রাখিলেন। তাঁহার অনুরোধে দলীলের বাক্সটী ফরাসী ব্যাঙ্কে আমানত রাখিবার প্রস্তাবে সেমুয়েল আহ্লাদ পূর্ব্বক সম্মত হইলেন।

উপস্থিত-জনগণের মধ্যে যাঁহারা সাধু এতক্ষণ যাঁহারা মর্ম্মবেদনায় কাতর হইতে ছিলেন, তাঁহারা সুখসাগরে, আশা-সাগরে এবং আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন। রোষে, হতাশে মনমরা হইয়া আবি আইরিনী এবং তাঁহার সেক্রেটারী রডিন মাথা হেঁট করিয়া রেনীপন্ট-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

দরজায় পাদ্রীদের গাড়ী প্রস্তুত ছিল আইরিনী এবং রডিন সেই গাড়ীতে আরোহণ করিলেন; শুষ্কমুখে, সজলচক্ষে আবি আইরিনী গোঁ গোঁ করিয়া গর্জ্জন করিলেন; পাশে বসিয়া রডিন সক্রোধঘৃণায় সেই মৃতবৎ ভগ্নচিত্ত লোকটীর দিকে আড়ে আড়ে চাহিতে লাগিলেন; আপনা আপনি বলিলেন, "কাপুরুষ! নিরাশা-সাগরে ডুবিয়া গেল!"

শকটচালকের প্রতি ভগ্নস্বরে আবি আইরিনী হুকুম দিলেন, "চালাও! সেণ্ট দীজিয়ার-প্রাসাদে।"

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল; পনর মিনিটের মধ্যে বাবিলন ষ্ট্রীটে দীজিয়ার প্রাসাদে প্রাঙ্গণভূমিতে উপস্থিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আগে আগা, শেষে গোড়া।

গাড়ী দীজিয়ার প্রাসাদে পৌঁছিল। যৌরাণী তখন প্রাঙ্গণের দিকের একটী গবাক্ষে বসিয়া যবনিকা পার্শ্ব হইতে আধখানি মুখ বাড়াইয়া কি দেখিতেছিলেন। আবি আইরিনী হঠাৎ আসিলেন, ইহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া তিনি দ্রুতপদে উপর হইতে নীচে নামিলেন; অর্দ্ধসিঁড়ি নামিবামাত্র মধ্যপথে আবি আইরিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

পুরাতন প্রেমনায়কের পাণ্ডু"ও দর্শন করিয়া ভণ্ড-তপস্বিনীর গণ্ডস্থলও পাণ্ডু হইল। তিনি বুঝিলেন, সমস্ত আশাই বিফল হইয়াছে। নায়ক যখন হতাশ-নয়নে নায়িকা

মুখপানে চাহিলেন, তখন আর নায়িকার পরিকল্পিতবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

আবির পশ্চাতে রডিন। গাড়ীতে রডিন একটীও কথা কহেন নাই। ভগ্নচিত্ত আইরিণী আপনা আপনি কত কি বকিয়াছিলেন, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া হায় হায় করিয়াছিলেন, রাগে রাগে রক্তনয়নে রডিন কেবল তাহাই দেখিয়াছে।।

তিনজনে একসঙ্গে উপরে উঠিলেন। যে ঘরে বৌরাণী বসেন, তিনজনে একসঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ হইল। অতিশয় চঞ্চলা হইয়া বৌরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়া গেল?"

আইরিণীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, অধরোষ্ঠ শ্বেতবর্ণ হইয়া আসিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত হইল, স্থিরদৃষ্টে বৌরাণীর মুখপানে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা জান? আমরা অনুমান করিয়াছিলাম, চল্লিশ নিযুত, কিন্তু সত্য সত্য সেই উত্তরাধিকারের মূল্য কত, তাহা কি তুমি জান?"

বৌরাণী।—তবে বুঝি কিছুই নয়? আহা! এতদিন ধরিয়া আমরা এত চেষ্টা করিলাম, শেষটা সকলই বৃথা হইয়া গেল!

আবি।—(ক্রোধে দন্তপেষণ করিয়া) হাঁ, হাঁ, সমস্তই বৃথা হইয়া গেল! চল্লিশ মিলিয়ানের কথা নয়, দুই শত দ্বাদশ মিলিয়ান।

বৌরাণী।—(চমকিত হইয়া) দুইশত দ্বাদশ মিলিয়ান! বল কি?

আবি।—সত্যই তাই! আমি দলীল দেখিয়াছি; উকীল স্বয়ং সমস্ত খতপত্র তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন।

বৌরাণী।—দুইশত দ্বাদশ মিলিয়ান। সত্যই যে রাজসম্পদ্! —অক্লেশে তুমি ছাড়িয়া দিলে? বিরোধ করিলে না? শেষ পর্য্যন্ত [illegible] চেষ্টা করিলে না?

আবি।—চেষ্টার কিছুই বাকী করি নাই। সেই গেব্রিলটা বিশ্বাসঘাতক হইয়াছে। সে ছোঁড়া অদ্য প্রাতঃকালে বলিল, আমি আর তোমাদের দলে থাকিব না।

বৌরাণী।—কি কৃতঘ্ন।

আবি।—উকীল একখানি দানপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, বেশ বাঁধাবাঁধি করিয়া আইনমতে তাহা লেখা হইয়াছিল, সেই পাপিষ্ঠ সৈনিক আর তাহার পুত্র বিস্তর প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিল, উকীল তাহা না শুনিয়া আমাকেই সমস্ত ধনের অধিকার দিয়াছিলেন।

বৌরাণী।—(হস্তে হস্ত ঘর্ষণ করিয়া) দুইশত দ্বাদশ মিলিয়ান! উঃ! ঠিক যেন স্বপ্ন!

আবি।—তাই ত বটে! আমাদের পক্ষে সে ধনাধিকার সত্যই ত স্বপ্নের মত বটে। কিন্তু একখানা ক্রোড়পত্র বাহির হইল, সাড়ে তিন মাস মুলতুবী।

বৌরাণী।—ক্রোড়পত্রে কি আছে?

আবি।—সেটা এখনও খোলা হয় নাই। লেফাপার উপরে লেখা আছে, "সাড়ে তিনমাস মুলতুবী।" লেখা যাহাই থাকুক, উহা দেখিয়া সমস্ত উত্তরাধিকারীর সংশয় বাড়িয়াছে। এখন অবধি তাহারা খুব সতর্ক থাকিবে। আমাদের সমস্ত আশাভরসা ডুবিয়া গিয়াছে!

বৌরাণী।—কোন্ অভাগা সেই ক্রোড়পত্র বাহির করিল?

আবি।—একটা স্ত্রীলোক।

বৌরাণী।—কোথাকার স্ত্রীলোক?

আবি।—কোথাকার কে জানে? সে স্ত্রীলোকটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়ায়। গেব্রিল বলিল, আমেরিকাতে সেই স্ত্রীলোক তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছিল।

বৌরাণী।—পারিসের কক্ষগৃহে সে স্ত্রীলোক কেমন করিয়া আসিল? রেনীপন্টের উইলের ক্রোড়পত্র আছে, ইহাই বা সেই দুষ্টা স্ত্রী কেমন করিয়া জানিল?

আবি।—আমার বোধ হয়, সেই হতভাগা রিহুদী অছীটা এই সব যোগাড় করিয়াছে। তাহারা তিনপুরুষ ধরিয়া ঐ বাড়ীর রক্ষক রহিয়াছে। যদি কোন উত্তরাধিকারীর বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা দেখে, আমরা কাহাকেও লুকাইয়া ফেলিয়াছি, তাহার মনে এমন যদি কোন সন্দেহ হয়, সেরূপ অবস্থায় কি করিতে হইবে, সেমুয়েল বোধ হয়, তাহার পূর্ব্বপুরুষের নিকট তদ্বিষয়ে কোন গুপ্ত উপদেশ পাইয়া থাকিবে। কেন না, রেনীপন্ট বংশের উপর আমাদের দলের চক্ষু আছে, চিরদিন চক্ষু থাকিবে, মেরিয়স রেনীপন্ট পূর্ব্ব হইতেই ইহা জানিতে পারিয়াছিল।

বৌরাণী।—ক্রোড়পত্রখানা কি বাতিল হয় না? বাতিল করিবার জন্ত তুমি কি মোকদ্দমা করিতে পার না?

আবি।—মোকদ্দমা?—এই দুঃ-সময়ে? একখানা উইলের জন্ত মোকদ্দমা? হাজার প্রকার গোলযোগ উঠিবে, হাজার হাজার টাকা খরচ হইয়া যাইবে। মোকদ্দমায় আমরা যে জয়লাভ করিব, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? ভয়ঙ্কর কথা। একশত পঞ্চাশ বৎসর এত যত্ন, এত চেষ্টা, এত কষ্ট, শেষকালে সিদ্ধিমুখে এই ভীষণ বজ্রাঘাত!

বৌরাণী।—দুইশত দ্বাদশ মিলিয়ান! এই টাকা পাইলে আমাদের সভা দেশে বিদেশে নানা শাখা সংস্থাপন করিতে কিছুমাত্র অভাব অনুভব করিত না, বেশী কথা কি, ফ্রান্সের উপরেও আধিপত্য করিতে পারিত।

আবি।—(ভূমে পদাঘাত করিয়া) এই রকমেই রাগ বাড়ে;—এই রকম রাগে লোকে পাগল হইয়া যায়।

বৌরাণী।—তবে কি আশা ভরসা গেল? আর কোন আশা কি নাই?

আবি।—একটা আশা আছে। নিজ অংশের দান গেব্রিল অস্বীকার করিতে পারিবে না। সেটা যদি আমরা পাই, তাহাও কিছু কম নয়; অতি কম ত্রিশ মিলিয়ান।

বৌরাণী।—বাস্তবিক ইহাও অনেক। পূর্ব্বে তুমি যাহা অনুমান করিয়াছিলে, প্রায় তাহারই সমান। তবে কেন হতাশ হও?

আবি।—হতাশ কেন হই, তাহা তুমি বুঝিবে। গেব্রিল নিশ্চয়ই দানপত্র বাতিল করিবে। সে এখন আর আমাদের বাধ্য নয়, আমাদের দলের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিবে না; বিশেষতঃ সেই দুষ্ট সৈনিক-পরিবারের সঙ্গে তাহার মিলন হইয়াছে। আর আমাদের কোন আশা নাই। এখন আমার ইচ্ছা, রোম-নগরে পত্র লিখিয়া অনুমতি আনাইয়া কিছু কালের জন্ত আমি পারিস নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইব;—পারিস আর আমাকে ভাল লাগিতেছে না।

বৌরাণী।—তাইত! আমিও দেখিতেছি, কিছুমাত্র আশা নাই। তুমি—প্রিয়বন্ধু তুমি, তুমি এখন পারিস হইতে পলায়ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ।

আবি আইরিণীর আশা ভরসা, বুদ্ধিবল, তেজস্বিতা, উৎসাহ সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে, কিছুতেই তিনি আর মাথা তুলিতে পারেন না; নিরাশে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া তিনি একখানা চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িলেন।

উভয়ে এতক্ষণ এত কথা হইল, রডিন যেন কিছুর মধ্যেই নহেন, এইভাবে মৌন হইয়াছিলেন। পুরাতন টুপীটা হাতে করিয়া

গরীবের মত রডিন [illegible] নিঃশব্দে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। কথা শুনিতে শুনিতে মধ্যে মধ্যে দুই তিনবার তাঁহার রক্তশূন্য বদনে রক্ত দেখা দিয়াছিল; কুটিল পাংশু-নয়নে রক্ত আভা আসিয়াছিল। কষ্টসংযমিত মহা ক্রোধের পরিচয় তখনি তখনি কিন্তু আবার সেই আরক্ত বদন স্বভাবসিদ্ধ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

[illegible] প্রায় বসিয়া বসিয়া আবি আইরিণী বিষম [illegible] আপনা আপনি বলিলেন, "আর সহ [illegible] না, এখনই আমি রোমনগরে পত্র লিখিব। এত অপমান, এত নিরুৎসাহ, এত বঞ্চনা, [illegible] বিফলতা আমার প্রাণে সহে না, এখনি [illegible] লিখিব।"

[illegible] টেবিলের দিকে বিবশ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া, রডিনের দিকে চাহিয়া উচ্চস্বরে তিনি [illegible] করিলেন, "লেখ।"

[illegible] টুপীটী মাটীতে ফেলিয়া, আদেশ-কর্ত্তাকে [illegible] সেলাম দিয়া, নতমস্তকে মন্থরপদে রডিন [illegible] ধীরে টেবিলের সম্মুখস্থ আসনে আসি [illegible] বসিলেন,—নীরবে কাগজ-কলম লইলেন। বৌরাণীকে অভিবাদন করিয়া আবি [illegible] গম্ভীর উচ্চস্বরে রোমনগরের পত্রের [illegible] বলিতে আরম্ভ করিলেন। রডিন লিখি[illegible] লাগিলেন:—

"[illegible] আমাদের এতদিন যে আশা প্রদী[illegible] জ্বলিতেছিল, অকস্মাৎ তাহা চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। রেনীপণ্ট বংশের ধনাধিকার-ব্যাপারে আমরা সর্ব্বপ্রকার [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু শোচনীয় [illegible] পরাজিত হইয়াছি। কেবল পরাজয়মাত্র [illegible], ব্যাপার এক্ষণে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমাদের সমাজের পক্ষে বিষম কলঙ্ক। রাজা বাজেয়াপ্ত করিয়া যে সম্পত্তি আমাদের সভাকে দিয়াছিলেন, পূর্ব্ব-ধনাধিকারী প্রতারণা পূর্ব্বক তাহার এক অংশ গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, সেই অংশে আমাদের নির্বিরোধী অধিকার; তাহা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমরা সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছি, সিদ্ধ হইবার অল্পমাত্র বিলম্ব ছিল, এমন সময় দারুণ অভিঘাত পড়িল। চিরদিনের মত সে বিষয়ে আমাদের সমস্ত আশা বিফল হইল। আর তাহা মনে করা আমাদের উচিত হয় না।"

কথাগুলি বলিয়া আবি আইরিণী অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। কলম ফেলিয়া দিয়া রডিন বিরক্তবদনে আসন হইতে উঠিয়া অন্য ধারে সরিয়া গেলেন। মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া তাঁহার প্রভু কহিলেন, "কি করিতেছ?"

বিন্দুমাত্র উত্তর না দিয়া রডিন তাচ্ছিল্য-ভাবে আপন মনে বলিলেন, "এইবারই [illegible] লোকটা পাগল হইয়া গিয়াছে।"

বক্রমুখে আত্মগত এই উক্তি করিয়া, রডিন বক্রবদনে ধীরে ধীরে অগ্নিস্থানের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন।

একটু উচ্চকণ্ঠে আবি আইরিণী কহিলেন, "কি হইল? লেখনী পরিত্যাগ করিলে, আসন পরিত্যাগ করিলে, আর কি লিখিবে না?"

রডিন কথা কহিলেন না। বৌরাণীর দিকে চাহিয়া আইরিণী কহিলেন, "রডিন পাগল হইয়াছে।"

বৌরাণী কহিলেন, "উহাকে ক্ষমা কর। অত বড় বিষয়টা হাতছাড়া হইয়া গেল, তাহাতেই আমাদের বন্ধুর চিত্ত ঐ প্রকার বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে।"

টেবিলের দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া অবজ্ঞাভঙ্গীতে আইরিণী আবার রডিনকে বলিলেন, "বৌরাণীকে ধন্যবাদ দাও, আসনে আসিয়া উপবেশন কর, কলম ধর, লেখ।"

রডিন সে কথায় ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। অগ্নিস্থানের নিকটে গিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আবি আইরিনীর মুখের দিকে অনিমেষে চাহিয়া রহিলেন। মুখে একটীও কথা ন'ই। তাঁহার দৃষ্টিপাতে আবির প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনিই যেন প্রভু, আবি আইরিনী কিছুই নব, তাঁহাব তৎকালীন উগ্রমূর্ত্তি তাহাই যেন সপ্রমাণ করিল। আবজো দেখিয়া আইরিনী, বৌ রাণী উভয়েই অবাক্। তাঁহারা ভাবিলেন এই কদাকার বেঁটে লোকটার এত তেজ।

আবি আইরিনী এতদিন মনে করি তন, রডিন একজন সামান্য কেরাণী মাত্র, লিখিবার যন্ত্র মাত্র। হঠাৎ রডিনের প্রভুত্বজ্ঞাপক ভাব দেখিয়া তিনি অনুমান করিলেন, হয় ত কোন নিগূঢ় অভিপ্রায় আছে। আরও তিনি বুঝিলেন, রডিন হয় ত কতক কতক গুপ্তচর, কতক কতক বহুদর্শনে অভিমানী সহকারী, কোন কোন বিষয়ের উলট পালট করিতে রডিনের হয় ত ক্ষমতা আছে, গোপনে গোপনে হয় ত সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকের সহিত যোগ করিয়া সরাসর রোমনগরে উপরিতন সভায় পত্রাদি পাঠাইতে পারে।

রডিন বাস্তবিক প্রভুত্ব-গৌরবে পরিস্ফীত রহিলেন। আবি আইরিনী উষ্ণ মস্তিষ্ক হইলেও তখন স্থিরমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ধারণে বড় কষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া একটু সম্মানের সহিত রডিনকে তিনি বলিলেন, "আমি এতদিন আদেশ করিয়া আসিয়াছি, এখন বুঝিতেছি, আমার প্রতি আদেশ করিবার আপনার নিঃসন্দেহ অধিকার আছে।"

এ কথাতেও রডিন কোন উত্তর দিলেন না, পকেট হইতে একটা মরলা ক্ষুদ্র কেতাব বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে একখানি কাগজ তুলিয়া লইলেন। দুই দিকে টিকিট মারা,—সেই কাগজে লাটিন ভাষায় কয়েক ছত্র লেখা। রডিন সেই কাগজখানি আবি আইরিনীর হস্তে দিলেন।

কাগজখানি পাঠ করিয়া আবি আইরিনী প্রথমে একটুকু শিহরিয়া উঠিলেন, তাহার পর ভক্তিভাবে সেইখানি চুম্বন করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক রডিনের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।

আবি আইরিনী চিরদিন প্রভুত্ব ভালবাসেন, হঠাৎ তাঁহার প্রভুত্ব গেল, ক্ষমতা গেল, ইহা বুঝিয়া যুগপৎ তাঁহার ক্রোধও হইল, লজ্জাও হইল। কেবল ইহাই নহে, স্ত্রীলোকের সম্মুখে মানের খর্ব্বতা অভিমানীলোকের পক্ষে অত্যন্ত বিষম, অত্যন্ত অসহ্য। বিশেষতঃ বৌ রাণীর সহিত পূর্ব্বে তাঁহার গুপ্তপ্রণয় ছিল, যদিও অনেকদিন তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে, তথাপি একজন সুদক্ষ বিষয়ীলোক হইয়া স্ত্রীলোকের সম্মুখে অবমানিত হওয়া তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুর্ব্বিষহ বোধ হইল।

বৌরাণীর প্রকৃতি বড় চমৎকার। প্রিয়পাত্রের মনোরঞ্জন করিতে তিনি জানেন, কিন্তু বড় যদি ছোট হয়, ছোট যদি বড় হয়, তাহা দেখিয়া তাঁহার ক্লেশবোধ হয় না, আমোদ হয়। আইরিনী এত দিন বড় ছিলেন, ছোট হইলেন, রডিন ছোট ছিলেন, বড় হইলেন, ইহাতে বৌ-রাণীর আমোদ হইল। সগৌরবকৌতুকে প্রফুল্ল-নয়নে তিনি তখন রডিনকে দেখিতে লাগিলেন।

বড় বংশে জন্ম, সামাজিকতায় শ্রেষ্ঠ, অঙ্গসৌষ্ঠবে পরম রূপবান্, বহুদিন উচ্চপদে আরূঢ়, সেই আবি আইরিনী এখন পদভ্রষ্ট হইলেন। ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত অতি কুৎসিত সামান্য কেরাণী সেই রডিন এখন উচ্চপদে আরূঢ় হইলেন;—অধিক প্রতিপত্তিরি

লোকদিগের সহিত সম্বন্ধ রাখা বৌ-রাণীর চিরদিন ইচ্ছা, সুতরাং রডিন এখন তাঁহার চক্ষে গৌরবাস্পদ।

আবি আইরিণী কেরাণী হইলেন, রডিন তাঁহার প্রভু হইলেন, হঠাৎ ভাগ্যপরিবর্ত্তনে এইরূপ বিপর্য্যয় দাঁড়াইল।

বু... র রক্ত গরম হইতেছে, মুখে বাধ্যতা-স্বীকার, এই ভাবে আবি আইরিণী মৃদুবচনে রডিনকে কহিলেন, "রোম নগরে পত্র লিখিতে ছিলাম, হঠাৎ তুমি কলম ফেলিয়া দিলে, কিসে আমার দোষ হইয়াছিল ?

... ন কহিলেন, "সমস্তই দোষ। আমি তোমাকে জানিতাম। যাহা তুমি বলিতে, তাহা আমি করিতাম, কথা কহিতাম না। তোমার সঙ্গে আমার অনেকদিনের আলাপ। আমার জানা ছিল, ও পদের উপযুক্ত তুমি নও। তোমার উদ্ভাবনীশক্তি নাই, এ পর্য্যন্ত যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছ, সমস্তই কাঁচা।"

আইরিণী কহিলেন, "এখন ভৎসনা করিতেছ ... ন কিছু বল নাই। সেই ক্রোড়-পত্রং ... দি বাহির না হইত, তাহা হইলে নি... আমাদের সিদ্ধিলাভ হইত না? এখন তুমি আমাকে দোষ দিতেছ, কিন্তু তখন কি তুমি নিজে সেই সকল উপায়ে আমার সহায় ... নাই ?'

... ।— তুমি হুকুম করিয়াছ, আমি মান্য করিয়াছি, এই পর্য্যন্ত কথা। যে সকল উপায় তুমি অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহা সদুপায় নহে, অতি কুৎসিত নৃশংসাচার।

আবি।— আজ তুমি আমাকে বড়ই কঠিন কঠিন কথা কহিতেছ।

রডিন।—আমি ঠিক কথাই বলিতেছি। পবিত্র একজনকে আটক করিয়া রাখা, পরে সেই ঘরের দ্বারে চাবী দেওয়া; অবশ্যই ইহা অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব ক্ষমতা; কিন্তু বল দেখি, ইহার অধিক তুমি আর কি করিয়াছ? সেনাপতি সাইমনের কন্যা-দুটীকে লিপজিকের কারাগারে কয়েদ রাখিয়াছিলে, আবার পারিসের ধর্ম্মমঠে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছ, কুমারী অদ্রিয়ানীকে পাগলা-গারদে দিয়াছ, জাকুইস্ বেনীপন্টকে দেওয়ানী জেলে কয়েদ করিয়াছ; রাজকুমার জাল্মাকে বিষ খাওয়াইয়া অচেতন রাখিয়াছ; ইহা ছাড়া তুমি আর কি করিয়াছ? মসুর হার্ডিকে স্থানান্তর কর--হাঁ, সেই বিষয়ে তোমার কিছু বুদ্ধির বাহাদুরী আছে বটে।

আবি।—তাহা ভিন্ন আর কি আমি কিছুই করি নাই ?

রডিন।—কেন করিবে না? অনেক; কিন্তু সমস্তই মন্দ, সমস্তই অনিশ্চিত, সমস্তই ভয়ঙ্কর, সমস্তই বিপজ্জনক। জুলুম করিয়াছ। একটা জুলুম হইতে আবার একটা জবর-দস্তী বাড়াইয়া দিয়াছ। ঐরূপ করাতেই ত জগতের সমস্ত লোকে আমাদের কার্য্যকলাপ প্রকাশ্যরূপে জানিতে পারিয়াছে। গোপন রাখিবার জন্য আর কি করিয়াছ? পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেটকে ও জেলখানার অধ্যক্ষকে তোমার দুষ্কর্ম্মের উত্তরসাধক করিয়া লইয়াছ।

আবি।—(কটাক্ষে বৌ রাণীর ভঙ্গী দেখিয়া সসম্ভ্রমে) মহাশয়! আপনি উচ্চপদ লইয়াছেন, আমিও আপনাকে সম্মান করিতেছি, আপনি কিন্তু বড় বড় শক্ত কথা বলিতেছেন। জটিল জটিল কার্য্যে আমি অভ্যস্ত হই নাই।

রডিন।—(কর্কশভাবে) সংসারের অনেক কার্য্য তোমার শিখিতে বাকী আছে; অনেক কার্য্যে তুমি অভ্যস্ত হও নাই, কিন্তু সেগুলি অভ্যাস করিতে হইবে। এতদিন তুমি মনে মনে জানিতে, তুমি একজন বড়লোক,

তোমার ক্ষমতা অসীম, তোমার বুদ্ধি অগাধ; কিন্তু সেটা তোমার ভুল। যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি পূর্ব্বে গরম হইয়াই থাকিতে, অক্লেশে রক্তপাত করিতে, সেই ঝাঁজটা এখনও আছে. যাহাতে ঠাণ্ডা হইয়া বুদ্ধি স্থির রাখিতে পার, এখন হইতে তাহাই শিখিতে হইবে। যুদ্ধে তোমার বেশ দক্ষতা ছিল, চালাকীতে, রসিকতাতে বেশ পাণ্ডিত্য ছিল; পর্ব্ব-উৎসবে, কামিনী-জনের মজ্‌লীসে বেশ আমোদ করিতে পারিতে, তাহাতেই তোমার মাথা নষ্ট হইয়াছে। অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, এখন তুমি আর নিজের বুদ্ধিতে কিছু করিতে পারিবে না, একজনের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। এই দেখ আমি,—আমাকে কেহই ভালবাসে না, কাহারও ভালবাসা পাইতেও আমি চাহি না, ভাল কাপড় পরিয়া জাঁকজমক আমি দেখাই না, দেখিতেও আমি অত্যন্ত কুৎসিত, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মসভার কার্য্যে আমি অটল, মনুষ্যত্ব আমাতে ঠিক আছে

বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আবি সাহেবের পুরাতন প্রেমনায়িকাটী কুৎসিত রডিনকে মানসিকগুণে পরমসুন্দর দেখিতে লাগিলেন।

সর্ব্বদা ঘাড় বাঁকাইয়া কথা কহা, ঘাড় বাঁকাইয়া চলা রডিনের অভ্যাস, সেটা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বলিলেও বলা যায়। মূর্ত্তি দেখিয়া, কথা শুনিয়া আবি সাহেবের ভয় হইল সাহসে ভর করিয়া তিনি কহিলেন, "ও মহাশয়! বড়াই করিলেই ক্ষমতার পরিচয় হয় না, কার্য্যে আমরা আপনাকে পরীক্ষা করিব"

রডিন।—(মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক) কোন্ কার্য্যে পরীক্ষা হইবে, তাহা তুমি জান?—কত দূর নীচাশয়তার যে কার্য্য তুমি পরিত্যাগ করিয়াছ, সেই কার্য্যে? রেনিপণ্ট-ব্যাপারে তুমি একেবারে হতাশ হইয়া গিয়াছ, কিন্তু দেখিও, সেই কার্য্য আমি সুফলপ্রদ করিব; আশ্চর্য্যপ্রকারে উদ্ধার করিয়া তুলিব।

আবি।—(চমকিত হইয়া) তুমি?—উদ্ধার করিবে তুমি?

রডিন।—আমি।

আবি।—কিন্তু তাহারা তোমার চাতুরী বুঝিয়া লইয়াছে।

রডিন।—তাহাই ত ভাল, এইবার আমি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিব।

আবি।—কিন্তু তাহারা এখন প্রত্যেক বিষয়ে সন্দেহ করিবে।

রডিন।—তাহাই ত ভাল। সিদ্ধিকার্য্য যাহা কঠিন, তাহারই সুফল সুনিশ্চিত।

আবি।—গেব্রিলের দানপত্র বোধ হয় আইনসিদ্ধ নহে। তাহা সিদ্ধ, এই কথা বলাইতে তুমি কি আবি গেব্রিলকে রাজী করিবার আশা এখনও রাখ?

রডিন।—দুইশত দ্বাদশ মিলিয়ান মুদ্রা তাহারা আমাদিগকে ঠকাইয়া লইতে চায় আমি কিন্তু সেই সমস্ত মুদ্রা আমাদের ধর্ম্ম-সভার সিন্দুকে তুলিব।

আবি।—কথা পরিষ্কার বটে, কিন্তু নিতান্তই অসম্ভব।

রডিন।—যদি কিছু সম্ভব বলিতে হয়, তবে আমার এই কথা অবশ্যই সম্ভব হইবে। এক দুইশত দ্বাদশ মিলিয়ান মুদ্রা আমাদের হইবে, ঐ টাকার জোরে আমরা ফরাসী-রাজ্য অধিকার করিব। ঘুষ দিয়া পারি, পুরস্কার দিয়া পারি, মূল্য দিয়া পারি, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট উল্টাইয়া ফেলিব, না হয় ত গৃহযুদ্ধ বাধাইয়া দিব; সাধারণ তন্ত্রের বদলে রাজতন্ত্র বসাইব। যদি না পারি, সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়া যাইব।

বৌরাণী।—(করতালি প্রদান করিয়া)

বাহবা—বাহবা—বাহবা! ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট কথা আর কি আছে?

বডিন —স্পষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না। অত টাকা যদি রেনীপন্ট-বংশে যায়, তাহা হইলেই আমাদের সর্ব্বনাশ। দলে দলে আমাদের [illegible] শত্রু বৃদ্ধি হইবে। আমাদের ধর্ম্মকে রসাতলে দেওয়া মেরিয়স্ রেনীপন্টের ইচ্ছা ছিল; তাহার বংশের সন্তানেরা যদি [illegible] বিষয় পায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই ইচ্ছা [illegible] করিবে। প্রথমে ধর মার্শেল সাইমন [illegible] এই বীরপুরুষ এখন আপন কন্যাদের নামে [illegible] দণ্ডায়মান। রাজ্যের প্রজালোক সকলেই তাহাকে ভালবাসে। মার্শেল [illegible] হইয়াছে, তাহাতে তাহার অহঙ্কার [illegible] নাই। প্রজাপুঞ্জের নিকটে তাহার প্রতিপত্তি [illegible], কেন না, জাতীয় গৌরবের [illegible] বোনাপার্ট-প্রিয়তা এবং সামরিক তেজস্বি [illegible] স্বাধীন পুত্রের হৃদয়ে জাগরুক [illegible] মার্শেল সাইমন এ সম্বন্ধে মহাপ্রবল থাকিবে। দ্বিতীয়, ফ্রান্সিস্ হার্ডি,— [illegible] স্বাধীনচিত্ত, উদারাশয় কুঠীয়ালের [illegible] উন্নতির বন্ধু, কারিকরগণের চিরকাল উপকারী প্রভু, তাঁহার ক্ষমতা অতুল। তৃতীয়, আবি গেব্রিল,—ধর্ম্মশীল পুরোহিত [illegible] বন্ধু, ভ্রাতৃভাবে উৎসাহদাতা। [illegible] ধর্ম্মব্রতে সুখ, শান্তি, পরস্পর প্রীতি [illegible] গেব্রিলের আন্তরিক কামনা; গেব্রিলের [illegible] প্রজাগণ মহোৎসাহ প্রাপ্ত হইবে। চতুর্থ, কুমারী অড্রিয়ানী কার্ডোবিলী, সৌন্দর্য্য [illegible] পূর্ণপ্রতিমা, দয়া-দাক্ষিণ্যের নির্ম্মল [illegible], বুদ্ধিমতী, অভয়-হৃদয়, মহৎ বংশে জন্ম, [illegible] সাধারণ হিতেচ্ছা সর্ব্বক্ষণ বলবতী, কল্পনাকুশল কবি। সেই তেজস্বিনী কুমারী অনন্তই আমাদের মহাভয়স্থান হইবে। পঞ্চম, রাজকুমার জাল্মা;—নির্ভীক, বীর, দুঃসাহ কার্য্যে অগ্রসর, সভ্যতায় বঞ্চিত, স্নেহবিদ্বেষে [illegible] তৎপর। যে কেহ তাঁহাকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবে, সে তাঁহাকে নিশ্চয়ই বশীভূত করিতে পারিবে। ষষ্ঠ, [illegible] রেনীপন্ট,—যদিও তাহার নিজের কোন পদার্থ নাই, তথাপি তাহার হৃদয়ের ভাব উচ্চ, শ্রমজীবীদলের মঙ্গলে তাহার সমধিক উৎসাহ, সাধারণ শ্রমজীবীগণকে পরামর্শ প্রদান করিতে তাহার বিলক্ষণ দক্ষতা আছে। এখন বিবেচনা কর, ঐ সকল লোক যদি একত্র মিলিত হইয়া, ঐ অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তবে হইলে আমরা কোথায় দাঁড়াইব? তাহারা শুনিয়াছে, আমরা তাহাদের পৈতৃক ধন চুরি করিতেছি, এই বিশ্বাসে তাহাদের ক্রোধ অতিশয় ভয়ানক হইবে, টাকার বলে তাহারা শতগুণে প্রবল হইবে, মুখামুখি আমাদের সঙ্গে মহা সংগ্রাম বাধাইবে, আমরা তখন কি করিব? এ পর্য্যন্ত আমরা যত শত্রুপক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছি, উহারা তদপেক্ষা মহা প্রবল, মহা ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের ধর্ম্মসভা এমন বিপদের মুখে আর কখনও পতিত হয় নাই। ই, জীবন-মরণের পরীক্ষা। তাহারা আসিয়া আক্রমণ করুক, আমরা আত্মরক্ষা করিব, সেই ভরসায় চুপ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য হইতেছে না, আমরাই অগ্রে আক্রমণ করিয়া রেনীপন্টের বংশ নাশ করিব, সমূলে নিপাত করিব, তাহার পর ঐ রাশীকৃত অর্থ অধিকার করিয়া লইব।

বডিনের এই দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বৌ-রাণী হতবুদ্ধি হইলেন; আবি আইগ্রিনী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বৌরাণীর মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহারও যেন বুদ্ধিলোপ। একটু

চিন্তা করিয়া রডিনকে তিনি বলিলেন, "আমাদের সভাকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে মেরিয়ন্ রেনীপণ্ট এত ফন্দী করিয়া গিয়াছে, সত্য বলিতেছি, এটা আমি বিবেচনা করি নাই। তাহার উত্তরাধিকারীরা সত্য সত্যই ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া উঠিবে। বিপদ ভয়ানক। এখন কি করা কর্ত্তব্য?'

রডিন।—সে কি মহাশয়? এতক্ষণের পর আপনার মুখে এই প্রশ্ন? - ভাবুন, অশিক্ষিত স্থিরপ্রতিজ্ঞ বীরকুমার ডাগ্‌মার সঙ্গে খেলিতে হইবে; ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রা আত্মসম্মানিনী অভিমানী কাল্কোবিনের সঙ্গে খেলিতে হইবে, সরলা সুবুদ্ধিমতী রেজীনিলাপের সঙ্গে খেলিতে হইবে;—সাধু সরলচিত্ত শিল্পী হার্ডির সঙ্গে খেলিতে হইবে—দেবতুল্য পবিত্রাত্মা গেব্রিলের সঙ্গে খেলিতে হইবে পশুধর্ম্মপরায়ণ নির্ব্বোধ জাকুইস রেনীপণ্টের সঙ্গে খেলিতে হইবে এখন আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি করা কর্ত্তব্য?

আবি।—সত্য কহিতেছি, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

রডিন। তাহা আমি বুঝিয়াছি। তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যবহারেই তাহাই প্রকাশ পায়। আচ্ছা, বিবেচনা কর, ছিদ্রমাস অতীত হইবার পূর্ব্বে ঐ রেনীপণ্ট-পরিবারের দুর্দান্ত লোকেরা যদি আমাদের কাছে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া দয়া ভিক্ষা করে, যে সভার নামে তাহাদের এত ভয়, সেদিন সম্প্রতি যে সভা হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, সেই সভায় প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তাহারা যদি লালায়িত হয়, তাহা হইলে তুমি কি বলিবে?

আবি।—তাদৃশ পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

রডিন।—অসম্ভব? পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে তুমি নিজে কি ছিলে?—অধার্ম্মিকের শিরোমণি, মাতালের শিরোমণি, লম্পটের শিরোমণি। সংসার তোমাকে জানিত;—সংসারে তোমার তুল্য দুরাচার বড় বেশী ছিল না। তথাপি শেষকালে তুমি আমাদের দলে মিশিয়াছ, তোমার ধন-দৌলত আমাদের হইয়াছে। রাজগণকে আমরা জয় করিয়াছি, রাজপুত্রগণকে জয় করিয়াছি, পোপদিগকে পরাভব করিয়াছি। দূর হইতে যে সকল প্রতিভা কাঞ্চনের ন্যায় ঝকমক করিত, সেই সকল প্রদীপ্ত আলো আমরা নির্ব্বাণ করিয়াছি। নূতন পুরাতন উভয় জগৎ আমরা শাসন করিয়াছি, চতুর্দ্দিকের ঘোরতর শত্রুতা অতিক্রম করিয়া আজি পর্য্যন্ত আমরা আমাদের সভাকে পূর্ণগৌরবে সজীব, ধনশালী এবং জয়প্রদ করিয়া রাখিয়াছি। এত সৃষ্টি আমরা করিয়াছি, আমরা কি এখন সামান্য একটা পরিবারের দুষ্ট সন্তানগণকে দমন করিতে পারিব না? যাহারা আমাদের সভাকে নষ্ট করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে, প্রাণাধিক আমাদিগকে লাঞ্ছনা করিবার জন্য যাহারা চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে অধীনে আনিতে আমরা কি অক্ষম হইব? বল প্রকাশে নিষ্ঠুরাচরণ না করিয়া কোমল-কৌশলে আমরা কি সে অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিব না? মানব বিপুল একতাসূত্রে পরস্পরের যে ধ্বংস-শক্তি গ্রথিত আছে, তাহা তুমি জান না। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বিশেষতঃ একজন পরম বন্ধুর সহায়ে অতি সহজেই আমাদের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইতে পারিবে।

আবি।—(সভয়ে) কে সেই বন্ধু?

রডিন।—(উত্তর না দিয়া) হাঁ, সেই ভয়ঙ্কর বন্ধু আমাদের সহায়তা করিতে আসিতেছে, নানা প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রূপান্তর সঙ্গে করিয়া আনিতেছে; সে বন্ধু কাপুরুষের

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নতন লোক।

নগরপ্রান্তে ক্লভিস ষ্ট্রীট একটী বিজনপল্লী। সেই পল্লীতে একখানি বাড়ী। দুইধারে দুই সারি গৃহ, মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ। ঐ সকল গৃহে কখনও কখনও দুই একজন ভাড়াটীয়ালোক বাস করে। নিম্নতলে একখানি মুদীর দোকান; সেই দোকানের অদ্ধাংশ মাটীর নীচে গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য দোকানী একটী স্ত্রীলোক, নাম আর্শেনী। দোকানে জ্বালানী-কাঠ, কয়লা, তরি-তরকারী এবং দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রীত হয়।

আবি আইরিণী যেদিন দুর্ভাগ্যক্রমে রডিনের কেরাণী হইয়াছেন, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে বেলা নয়টার সময় বৃদ্ধা আর্শেনী আপন দোকানের উপর সোপানে বসিয়া জিনিষপত্র সাজাইতেছেন, ধারের একধারে দুগ্ধের কড়া, অপর ধারে কতকগুলি তরকারী। তাহার মধ্যে হরিদ্রাবর্ণ কপিশাক। নিম্ন-সোপানের গহ্বরমধ্যে ক্ষুদ্র একটী লোহার উনুনে অগ্নি জ্বলিতেছে।

বাড়ীখানি রাস্তার ধারে। সদর দরজার পার্শ্বেই দোকান, সুতরাং বৃদ্ধা দোকানীকে সেই বাড়ীর দরোয়ানের কার্য্য করিতে হয়। সহসা ছোট একটী সুন্দরী যুবতী হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া মৃদুপদে সেই দোকানে প্রবেশ করিল। পাঠকমহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, এই হাস্যময়ী যুবতীটী সেই রোজ পম্পন, গর্ব্বিণী রাণী-মাতালীর প্রিয়সঙ্গিনী।

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই রোজ পম্পন দোকানে আসিয়াছে, সাজ গোজ করে নাই, কেশবিন্যাস করে নাই, টুপী পরে না পায়ে জুতাও নাই। সেই বেশে তাহাকে দেখিয়া কৌতুকে সহাস্যবদনে আর্শেনী কহিলেন, "কি গো রোজ! আজ যে তুমি এত সকালে? গত রাত্রে কোথাও বুঝি নাচের মজ্‌লীস ছিল না?"

রোজ।—না মা। ও কথা আর বলিও না, নাচিতে আর আমার মন যায় না। আহা! সিফাইস সারা রাত কেবল কাঁদিয়াছে। কিছুতেই শান্ত হইতে পারে না, কিছুতেই তাহার মন প্রবোধ মানে না। আহা! যাহাকে ভালবাসে, সে কিনা কারাগারে কয়েদ।

দোকানী।—দেখ রোজ। সিফাইসের কোন কথা আমি তোমাকে বলিব, কিন্তু বাছা! রাগ করিতে পারিবে না।

রোজ।—কেন মা?—আমি কি কখনও কোন কথায় রাগ করি?

দোকানী।—ফিলিমন ফিরিয়া আসিয়া আমাকে তিরস্কার করিবে, সেটা কি তুমি একবারও ভাব না?

রোজ।—তিরস্কার?—তোমাকে?—কেন, কি জন্য তিরস্কার করিবে?

দোকানী।—তাহার যে ঘরে তুমি থাক, সেই ঘরের জন্য।

রোজ।—কেন মা? ফিলিমন ত বলিয়া গিয়াছে, সে যতদিন এখানে থাকিবে না, তত দিন আমি স্বচ্ছন্দে তাহার দুটী ঘর দখল করিতে পারিব।

দোকানী।—তুমি থাকিবে, তাহাতে

কোন কথা নাই ; সেই ঘরে তুমি সিফাইসকে আনিয়া রাখিয়াছ, তাহাতেই গোল।

রোজ।—না আসিলে সিফাইস্ যায় কোথা? বন্ধুটী কয়েদ হইয়াছে, ঘরভাড়া অনেক বাকী, সুতরাং সিফাইস আপন বাসায় যাইতে পারে না, কাজে কাজেই আমি তাহাকে এখানে আনিয়াছি। ফিলিমন ফিরিয়া আসিলে স্থান চেষ্টা করিয়া দেখিব।

দোকানী।—আনিয়া ত ভালই করিয়াছ, ফিলিমন যদি রাগ না কর, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার।

রোজ। রাগ করিবে কিসের জন্য? আমরা তাহার জিনিষ পত্র নষ্ট করিব? আহা! কতই জিনিষ তাহার আছে গো! সবেমাত্র একটা পেয়ালা ছিল, সেটাও আমি কল্য ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি—সেই জন্য আজ আমাকে এই নূতন জিনিষে করিয়া দুগ্ধ লইতে হইবে দেখ।

এই বলিয়া খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া রোজ আপন বস্ত্রমধ্য হইতে বৃহৎ একটা পানের গ্লাস বাহির করিয়া আর্সেনীকে দেখাইল ;—খুব বড় গ্লাস, সে গ্লাসে প্রায় এক সের জল ধরে।

হাসিয়া আর্সেনা বলিলেন, "ও মা! এতো গ্লাস, যেন একটা কাচে গড়া রণশিঙ্গা।

রোজ।—দোকানে বাচ খেলিয়া ফিলিমন এই গ্লাস বকসিস পাইয়াছে, এটার নাম ফিলিমনের আনন্দপাত্র।

দোকানী।—ঐ আনন্দপাত্রে তুমি দুগ্ধ লইবে, সর্ব্বনাশ! আমার বড় লজ্জা হইতেছে।

রোজ।—আমারও লজ্জা হইতেছে। সিঁড়িতে যদি কাহারও সঙ্গে দেখা হয়, সে যদি দেখে, আমার হাতে এই রোমান সামাদান, তাহা হইলে আমি হাসিয়া লুটোপুটী খাইব, গ্লাসটা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, ফিলিমন আসিয়া আমাকে গালাগালি দিবে।

দোকানী।—সিঁড়িতে কাহারও সঙ্গে দেখা হইবে না। প্রথম তালায় যে থাকে, সে অনেকক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছে ; দোতালা যে থাকে, সে এখনও নিদ্রিত ; সে অনেক বেলায় উঠে।

রোজ। হাঁ, ভাড়াটের কথায় আমার একটা কথা মনে পড়িল। পশ্চিমের দোতালায় একটা ঘর না খালি আছে? ফিলিমন ফিরিয়া আসিলে সেই ঘরে আমি সিফাইসকে রাখিবার ইচ্ছা করি।

দোকানী।—আছে বটে একটা ছোট ঘর,—সেই অদ্ভুত বুড়লোকটী যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের মাথার উপর।

রোজ।—ওহো! ঠিক কথা। সেই চার্লমান দুটী ঘর লইয়া আছে ঘর লইয়া বুড়ো ওখানে করে কি, তাহার কি কিছু সন্ধান পাইয়াছ?

দোকানী।—না মা! কিছুই জানি না। আজ ভোর বেলা আসিয়াছিল, আমার জানালা ঠেলিয়াছিল, তাহার নামে কোন চিঠি আসিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমি বলিলাম, আইসে নাই। আবার আসিব বলিয়া লোকটী তখনই চলিয়া গেল।

রোজ।—রাত্রে বুঝি ঘরে থাকে না?

দোকানী।—একদিনও না। বোধ হয়, আর কোথাও থাকে। চার পাঁচদিন অন্তর দিনের বেলা আসিয়া খানিকক্ষণ ঐ ঘরে কাটাইয়া যায়।

রোজ।—যখন আসে, তখন আর কেহ সঙ্গে থাকে না?

দোকানী। কেহই না ;—সর্ব্বদাই একাকী।

রোজ।—(মৃদু হাসিয়া) মেয়েমানুষ

দোকানী।—সত্যকথা। দুষ্ট পুরুষেরাই গরীব যুবতীগণকে নষ্ট করে। স্ত্রীলোকের সপ্তদশ বর্ষ চিরদিন থাকে না;—অসময়ে পুরুষেরাই —

রোজ।—(রাস্তার দিকে চাহিয়া) ও কে? লিলী মোলীন। এত সকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে? এখানে কি করিতে আসিতেছে?

রোজপম্পন এইখানে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া সলজ্জবদনে একধারে সরিয়া দাঁড়াইল। লিলী মোলীন আসিলেন অদ্ভুত চেহারা, ঢিলা কোর্ত্তার ভিতর দিয়া ভুঁড়ি উঁচু হইয়া আছে, টুপীটি মাথার এক দিকে হেলিয়া গিয়াছে, নাসিকা বক্রবর্ণ হইয়াছে, চক্ষু ঢলিতেছে। এক হস্তে ব্রেক ও এক গাছ মোটা বেতের ছড়ী। স্কন্ধের উপর বন্দুকের ন্যায় সেই ছড়ীগাছটা সংস্থাপিত রহিয়াছে।

দোকানের দ্বারের চৌকাঠের উপর পদার্পণ করিয়া দোকানীকে কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে লিলী মোলীন যেমন অগ্রসর হইতেছিলেন, অমনি সেই সময় দেখিলেন, সম্মুখে রোজ পম্পন।

দেখিয়াই দুই বাহু বিস্তার করিয়া লিলী মোলীন সকৌতুকে রোজ পম্পনকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিলেন। রোজ পম্পন লজ্জা পাইয়া পাছু হটিয়া গেল।

লিলী মোলীন কহিলেন, "কি নির্ব্বোধ দেখ। পিতার ন্যায় পত্রাতী চুম্বনে আমি অভিলাষী, মেয়েটা কি না সরিয়া পলাইল।

রোজ।—পিতৃচুম্বন।—ফিলিমন ব্যতীত আর কাহারও মুখে আমি কদাচ পিতৃচুম্বন গ্রহণ করি না। ফিলিমন কল্য আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছে। পত্রের সঙ্গে এক ঝুড়ি ফল, একজোড়া রাজহংসী, এক বোতল গৃহজাত ব্রাণ্ডী আর একটা ইলিশমাছ আসিয়াছে। কি হাস্যকর উপহার! ব্রাণ্ডীটা আমি রাখিয়াছি, আর সব জিনিস বদল দিয়া একজোড়া পায়রা লইয়াছি।

লিলী।—বেশ, বেশ, বেশ! ব্রাণ্ডীটা আমারা দুজনে পান করিয়া আমোদ করিব। সাতশ টাকা লইয়া ফিলিমন ঘরে আসিবে, ব্রাণ্ডী খাইয়া দুজনে আমরা আগু বাড়াইয়া লইব। (পকেটে টাকা বাজাইয়া) দেখ পম্প। তোমায় আমায় দুজনে আমোদ করিব,—আজ, কাল, পরশু। কেমন, অরাজী নও ত, রাজী আছ ত?

রোজ।—সে আমোদে যদি কোন দোষ না থাকে, তুমি যদি বাপের মত ব্যবহার করিতে পার, তাহা হইলে আমি না বলিব না।

লিলী।—বাপের মতন?—তুচ্ছকথা! আমি তোমার ঠাকুরদাদা হইব, ঠাকুরদাদারও বাবা হইব,—তোমার পরিবারের সাতপুরুষ হইব। পবিত্র আমোদ।—ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইব, খানা খাইব, তাস খেলিব, নাচের মজলীসে নৃত্য করিব, নিশাকালে আবার পান ভোজন সমাপ্ত করিব। কেমন, ইহা কি পবিত্র আমোদ নয়? ইহা হইলে হইবে ত?

রোজ।—হইবে, কিন্তু একটী কথা। সিফাইস্ আমাদের সঙ্গে যাইবে। অত্যন্ত মনের কষ্টে আছে, আমোদ-প্রমোদে তাহার মনটা একটু ভাল হইবে।

লিলী।—আচ্ছা, সিফাইস্ও যাইবে।

রোজ।—(সকৌতুকে) তুমি বুঝি অনেক টাকা পাইয়াছ?

লিলী।—(সকৌতুকে) সমস্ত সুন্দর সুন্দর, গোলাপী গোলাপী, রোজপম্পনের দল অপেক্ষা আমি ভাগ্যধর হইয়াছি! আমি এখন একখানি ধর্ম্মপত্রিকার সর্দ্দার

সম্পাদক ;—এত বড় মানীর পদ, তাহার উপযুক্ত জাঁকজমক দেখান চাই। একমাসের বেতন অগ্রিম, মাসের মধ্যে ছুটী তিন দিন। ত্রিশ দিনের মধ্যে সাতাইশ দিন আমি ঋষি হইয়া থাক। ধর্ম্মপত্রিকা যেমন ভারী, যেমন গম্ভীর, আমিও সর্ব্বদা ঠিক সেইরূপ ভারী ও সেইরূপ গম্ভীর হই।

রো।—পত্রিকা? তুমি এখন পত্রিকা লেখ? বাঃ!—পত্রিকাতে কিন্তু ভাঁড়ামী করিতে নয়।

লি।—হয় বটে, কিন্তু সকলের পক্ষে নয়। যাহারা টাকা দেয়, তাহারা খুব ধনবান্ ধর্ম্মসেবক। পত্রিকা যদি দংশন করিতে পারে, ছিন্ন করিতে পারে, দগ্ধ করিতে পারে, চূর্ণ করিতে পারে, ধ্বংস করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা তাহা গ্রাহ্য করে না। (উচ্চ হাস্য করিয়া) আমার এখন ভারী তেজ,—ভারী উৎসাহ। ভাল ভাল সুস্বাদু মদ খাইয়া আমি আমার ... তেজ উৎসাহ প্রকাশ করিব।

ভাল মদ কিরূপে খাইতে হয়, সেম্পিন বোতলের কাক কেমন করিয়া খুলিতে হয়, দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া লিলী মৌলী ক্রমে সেইখানে তাহার নমুনা দেখাইল। রোজপম্পন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল,—জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সেই পত্রিকার নাম কি?"

লিলী।—'প্রতিবাসীর প্রতি প্রেম।'

রোজ।—বাঃ! দিব্য নামটী।

লিলী।—চুপ কর, চুপ কর। আরও নাম আছে,—'প্রতিবাসীর প্রতি প্রেম', অথবা 'অবিশ্বাসী বিনাশক', 'উদাসীন-দমন', 'পাষণ্ডদলন'।—পত্রিকার শিরোমন্ত্র—'যাহারা আমাদের দলের নয়, তাহারা আমাদের বিপক্ষ ;—প্রবল শত্রু।

রোজ।—বাঃ!—নর্ত্তক-নর্ত্তকীর দল।

লিলী।—(অঙ্গুলীতাড়নে ভয় দেখাইয়া) দুষ্ট মেয়ে। ঐ কথার বুঝি এই উত্তর?

রো।—আচ্ছা, যদি তুমি পাষণ্ডদলনে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে বিবি কলম্বীকেও দলন করিতে হইবে, কেননা, বিবি কলম্বী একরকম উদাসিনী। তাঁহাকে যদি দলন কর, তোমার বিবাহের কি উপায় হইবে?

লিলী।—পত্রিকা বরং আমাকে বিবাহ-ব্যাপারে উৎসাহদান করিবে। বোধ কর, সর্দ্দার সম্পাদক,—কত বড় উচ্চ পদ; ধর্ম্মসেবকেরা আমার প্রশংসা করিবে, প্রতিপালন করিবে এবং আশীর্ব্বাদ করিবে। সেণ্টি কলম্বীকে আমি বিবাহ করিব, তার দেখি, কত সুখেই আমি জীবন কাটাইব।

দোকানে একজন ডাকহরকরা আসিয়া উপস্থিত। দোকানীর হাতে একখানি চিঠি দিয়া সে বলিল, "মস্যর চার্ম্ম্যান।"

হরকরা চলিয়া গেলে পর রোজপম্পন বলিয়া উঠিল, "সেই লোক—সেই লোক—সেই অপরূপ বৃদ্ধলোক। পত্রখানা বুঝি অনেক দূর হইতে আসিল?

লিলী।—(পত্রের ডাকমোহর দেখিয়া) ঠিক অনুমান—ঠিক অনুমান! ইটালী হইতে আসিল, রোম হইতে আসিল। তুমি কাহার কথা বলিতেছ? কে সেই অপরূপ বৃদ্ধলোক?

রোজ।—একটী বেঁটে লোক, বয়স অনেক, ঘাড় বাঁকা; সেই লোকটী এই বাড়ীতে দুটী ঘর ভাড়া লইয়াছে। রাত্রে কিন্তু ঘরে থাকে না, নিদ্রাও যায় না। সময়ে সময়ে দিনের বেলা আসে, অনেকক্ষণ থাকে। কাহাকেও সে ঘরে প্রবেশ করিতে দেয় না, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কি করে, কেহই তাহা জানিতে পারে না।

তাহার একধার হইতে একখণ্ড কাটিয়া লইলেন, দিয়া একটী মূলা দুই খণ্ডে কাটিয়া একখণ্ডে একটী ছিদ্র করিলেন, ছিদ্রমধ্যে কিঞ্চিৎ লবণ রাখি। পুনর্ব্বার দুইখণ্ড একত্র করিলেন; রুটীখণ্ড আর সেই মূলাটী পূর্ব্বোক্ত চুপড়ীর কফিপাত্র উপরে রাখিলেন। ইহার পর দোকানের উনুন হইতে কিঞ্চিৎ অগ্নি লইয়া একটী ক্ষুদ্র মাটীর ভাঁড়ে রাখিলেন, অগ্নিভাণ্ডটীও সেই চুপড়ীর উপর সংস্থাপিত হইল।

এক একটী করিয়া গণিয়া আটটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রা দোকানীর হস্তে দিয়া, চুপড়ী লইয়া [illegible]র চার্লমান আপন ঘরে চলিয়া গেলেন। একটু পরে চুপড়ীটী ফেরত দিলেন।

দ্বারের চাবী খুলিয়া বৃদ্ধলোকটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দোতালা ঘর, জিনিস-পত্র কিছুই নাই। দ্বিতীয় ঘর অন্ধকার; সেটীকে ঘর না বলিয়া গহ্বর বলাই উপযুক্ত।

ঘরের মধ্যে সামান্য একটা বিছানা, তাহার উপর একখানা পোকাকাটা কম্বল; ছোট একটা [illegible] একটা পোকাকাটা মেজ, একটা [illegible] উনুন। বিছানার নীচে একটা পুরাতন [illegible]; এই পর্য্যন্ত আসবাব।

ছোট একটা অপ্রশস্ত গবাক্ষ। সম্মুখে উচ্চ অট্টালিকা ব্যবধান থাকাতে সে গবাক্ষ দিয়া গহ্বরে [illegible] আলোক প্রবেশ করে না, বাতাসও পায় না। জানালায় পর্দ্দা নাই, দুইখানা ছেঁড়া ছেঁড়া সূতিরুমাল এক সঙ্গে জোড়া দিয়া জানালার গায়ে গায়ে ঝুলান রাখা হইয়াছে। যেমন গহ্বর, তাহার উপযুক্ত পর্দ্দা। ঘরের দেয়ালে ঝুলকালী মাখা, ছাদ ফাটা। দ্বারের ভিতর দিকে চাবী দিয়া ছাতা টুপী বিছানার উপর ফেলিয়া মহর চার্লমান গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। চুপড়ীটী নামাইয়া মূলাটী টেবিলের উপরে রাখিলেন, হাঁটু গাড়িয়া উনুনের কাছে বসিয়া অনেক কষ্টে আগুন জ্বালিলেন, ফুৎকার দিবার সময় তাঁহার মুখের সমস্ত শিরা উঁচু হইয়া উঠিল। একরকম অদ্ভুত দৃশ্য।

টেবিলের উপর ঢাকন চাই। কোথায় পাওয়া যায়? যে দুখানা ছেঁড়া রুমাল জানালায় পর্দ্দার কাজ করে, জানালায় তখন আর কেহ উঁকি মারিবে না ভাবিয়া বৃদ্ধ সেই দুখানা রুমাল খুলিয়া টেবিলের উপরে বিছাইলেন; আহারের অগ্রে ডাকের চিঠিখানি বাহির করিলেন। তাহার পর আরও কতকগুলা কাগজ এবং নানা প্রকার জিনিষ টেবিলের উপরে রাখিলেন। একতাড়া কাগজের ভিতর একটী রৌপ্যনির্ম্মিত পদক;—অনেক দিনের পুরাতন, রূপার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, পদকবাঁধা ফিতাটীও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এই পদকের সঙ্গে আর একটী পদক। সেটী তাম্র-দস্তা-বিনির্ম্মিত। অচেতন জাম্মার অঙ্গবস্ত্র হইতে ফিরিঙ্গী যেটী চুরি করিয়াছিল, সেটী সেই। দুটী পদক পকেটে রাখিয়া মহর চার্লমান পরমানন্দে মস্তক সঞ্চালন করিলেন। তাঁহার পকেট হইতে একটী রূপার ঘড়ী বাহির হইল। রোম নগর হইতে আগত সেই পত্রখানি টেবিলের উপর ছিল, ঘড়ীটীও তিনি সেই পত্রের পার্শ্বে রাখিলেন। আশা এবং সংশয়, আতঙ্ক এবং কৌতুহল, এই চারিভাব একত্র করিয়া মহর চার্লমান্ সেই পত্রখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা। এক প্রকারের চিন্তা নহে, এক স্রোতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনেক চিন্তা। পত্রখানি পাঠ করিবার ইচ্ছা আসিল, চিন্তা অবসানে খাম খুলিবার আগ্রহ জন্মিল, সাহস হইল না; তুলিয়া লইয়াছিলেন, আবার টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন। পত্রে কি আছে,

নিশ্চয়তা নাই; হারি কি জিতি, জুয়া খেলিবার সময় জুয়ারী যেমন সেই চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে, আগ্রহ আছে, লোভ আছে, আশঙ্কা আছে, যন্ত্রণা আছে অথচ না খেলিলেই নয়, প্রাণ যেন ছটফট করে, এ ব্যক্তিও তখন চিঠি পড়িবার জন্য সেইরূপ অবস্থা-প্রাপ্ত।

সার্দ্ধ নবম ঘটিকার সময় পত্র পড়াই ভাল। ঘড়ী দেখিয় মন্থর বুঝিলেন, সাড়ে নয়টা বাজিতে ৭ মিনিট বাকী। অদৃষ্টবাদী লোকের বিশ্বাস বিচিত্র। মন্থর ভাবিলেন, সাড়ে নয়টা'র সময় পত্র খুলিলেই মঙ্গল সমাচার প্রাপ্ত হইবেন।

সাত মিনিট বাকী। এই সাত মিনিট কিসে কাটে? মন্থর চার্লম্যান সেই গহ্বরের মধ্যে পায়চারী আরম্ভ করিলেন। একবার এক স্থানে দাঁড়াইলেন, দেয়ালের গায়ে দুখানা পুরাতন ছবি ঝুলিতেছিল, চিত্র নৈপুণ্যের তারিফ করিয়া মন্থর সেই ছবি দুইখানি দেখিতে লাগিলেন। গহ্বরের মধ্যে ঐ দুইখানিই মনোহর। ছবি দু'খানি রোম নগরের শিল্পীর হস্তে চিত্রিত।

প্রথমখানিতে একটী ছিন্নবসনা স্ত্রীলোক। হাতে একটী ঝুলী কাঁধদেশে ক্ষুদ্র একটা শিশু। একজন কদাকার বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেই শিশুর হস্তরেখা পরীক্ষা করিতেছে। সেই বৃদ্ধা জ্যোতিষবিদ্যা জানে, বিশুর ভাগ্যগণনা করিয়া যাহা বলিয়াছে, বড় বড় নীলবর্ণ অক্ষরে ছবির গাত্রে তাহা লেখা রহিয়াছে:— "সারা পাপ।" (এই শিশু পোপ হইবে)।

দ্বিতীয় ছবিতে একটী বালক। তাহারও পরিহিত বস্ত্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চেহারা ভাল নয়, কিন্তু মুখখানি সুন্দর। বালক একখানা পাথরের উপরে বসিয়া আছে, হাতের কনুই জানুদেশে সংলগ্ন, ক্ষুদ্র চিবুক করতলে বিন্যস্ত। বালকের চতুর্দ্দিকে শূকরের পাল;—বালক শূকর চরায়, এইরূপ চিত্র। বালকের বদন বিষণ্ণ, কিন্তু নয়নের দীপ্তিতে বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতা প্রকাশ পাইতেছে। ছবির নীচে একটা মণ্ডলের মধ্যস্থানে বৃদ্ধ মনুষ্যের মস্তক; চক্ষু দেখিলে বৃদ্ধ বোধ হয়, কিন্তু মুখাকৃতি বালকের ন্যায়। তলভাগে খোদিত আছে পঞ্চম সিক্সটনের যৌবনকাল;—দৈববাণী। প্রবাদ এইরূপ যে, পঞ্চম সিক্সটনের জননী এই দৈববাণী শুনিয়াছিলেন যে, এই বালক যৌবনকালে শূকর চরাইবে, কিন্তু তাহার পর পোপ হইবে।

ছবি দেখিতে দেখিতে দর্শকলোকটী এত অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন যে, কোথা দিয়া সময় গেল, কিছুই জানিতে পারিলেন না; মনে কিন্তু উচ্চ আশার সঞ্চার হইল।

লোকটী নাম ভাঁড়াইয়া আছে, এ কথা সত্য। এই চার্লম্যান্ সত্য আর কেহই নহে, নামান্তরে রডিন। এই বুদ্ধিমান্ চতুরলোক গোপনে থাকিয়া আবি আর্হিবিনীর কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, সভার আদেশে সেই নগরে এই নির্জ্জন বাসা লইয়াছেন। এই নির্জ্জন বাসা হইতে রোমনগরের বড় বড় ক্ষমতাবান্ লোককে গোপনে গোপনে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন; রোম হইতেও পত্রাদি প্রাপ্ত হন। আজিকার পত্র রোম হইতে আসিয়াছে। পাঠ করিবার সময় উপস্থিত।

ছবি দর্শন করিয়া ফিরিয়া রডিন সেই টেবিলের কাছে আসিলেন। তখনও সাড়ে নয়টা হয় নাই। রডিন এই সময় আহারের আয়োজন করিলেন। দোয়াত-কলমের পার্শ্বে রুটীখণ্ড এবং মূলাখণ্ড রাখিলেন; পকেট হইতে একখানা ভোঁতা ছুরী বাহির করিয়া মূলারুটী কাটিয়া কাটিয়া পেটুকের ন্যায় খাইতে লাগিলেন। চক্ষু রহিল ঘড়ীর কাঁটার দিকে।

ঘড়ীর কাঁটা সাড়ে নয়টার ঘরে ঠেকিল, রঙিন শাহ শীঘ্র কম্পিত-হস্তে পত্রের খাম খানি খুলিলেন।

দুইখানা চিঠি। প্রথমখানা পাঠ করিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক ছুরীর বাঁট দিয়া টেবিলের উপর আঘাত করিলেন; ময়লা হাতের উল্টা-পীঠ দিয়া চাঠখানা এক ধারে সরাইয়া ফেলিলেন। [illegible] শীঘ্র চিঠি পাঠ করিলেন। আনন্দ উথলিল। এক হাতে রুটী, এক হাতে লবণ-সিক্ত মু[illegible]ও।

প[illegible] চলিতেছে। হাতের মুলা হাতেই আছে, [illegible]তর রুটী মুখে উঠিতেছে না। অনেক [illegible] পাঠ করা হইল। আহ্লাদে আসন হইতে উঠিয়া রঙিন দ্রুতগতি জানালার কাছে ছুটিয়া [illegible]লেন। সাঙ্কেতিক অক্ষরে লেখা পত্র, ঠিক [illegible] বুঝা হইল কি না, জানালার আলোতে [illegible] করিয়া দেখিলেন, সেইরূপ চেষ্টা। [illegible] করিয়াই লেখা হইল। পত্রের যেরূপ [illegible]গা বা [illegible] মহানন্দপ্রদ, রঙিন ততদূর [illegible] রেন নাই।

পত্র[illegible]ক অসীম ক্ষমতা প্রদান করি[illegible]য়াছে। [illegible]নতায় অনেক রাজা-মহারাজার মনে [illegible] হয়। কিরূপ লোকে সেরূপ ক্ষমতা পায়? বড়লোকে পায়, সাধুলোকে পায়, লে[illegible] দস্যু-তস্করে পায় এবং নিতান্ত হীন অ[illegible] হইতে যাহারা বড় হইয়া উঠে, ত[illegible] পায়। সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া র[illegible] আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিবেন, সাধুতা খাটাইবেন, ধূর্ত্ততা খেলাইবেন, কা[illegible] উপর বল প্রকাশ করিতে হইবেন, এইরূপ আশা জন্মিল। কি কার্য্য উদ্ধারের জন্য?—রেনীপণ্ট-পরিবারের টাকা-গুলি যৈশবীরভাতে প্রদান করা।

আহ্লাদটা প্রকাশ করা হয় কোথা? একটু চিন্তা করিয়া পত্রখানা হস্তে লইয়া রঙিন সে শূকরবক্ষক বালকের ছবির নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন, চিত্তোল্লাসে চিত্রকরা বালককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই রে! তোমার কপালেও যাহা, আমার কপালেও হয় ত তাহাই। আমিও হয় ত পোপ হইব।"

আশঙ্ক এইরূপে উচ্চে তুলিয়া রঙিন আবার টেবিলে আসিয়া বসিলেন আহ্লাদে ক্ষুধা বাড়িল। শরীরে যত শক্তি, দাঁতে যত শক্তি, সর্ব্বশক্তি একত্র করিয়া শুষ্ক মুলা ও শক্ত রুটী শীঘ্র শীঘ্র খণ্ড খণ্ড করিয়া রঙিন সেই-গুলিকে জঠরানলে আহুতি প্রদান করিলেন। ভক্ষণ করিবার সময়েও স্থির রহিলেন না, তাঁহার গর্ব্বিকণ্ঠ হইতে গম্ভীর আওয়াজে একটী প্রাচীন গীত বিনির্গত হইল।

আহ্লাদে জঠরানল জ্বলিয়াছিল, আহ্লাদে আহুতি প্রদান করা হইল। আহ্লাদে রঙিন উন্মত্ত। সম্মুখের গৃহশ্রেণীর একটী ত্রিতলকক্ষের গবাক্ষের পর্দ্দা অর্দ্ধোন্মুক্ত হইয়াছে সেই উন্মুক্ত পথে অদ্ধাঙ্গ আবরণে দুখানি মুখ বাহির হইয়াছে, রঙিন তাহা দেখিতে পান নাই। একখানি ক্ষুদ্র মুখ হোজপম্পনের, একখানি বৃহৎ মুখ লিলী মৌলীনের।

রঙিনের গহ্বরের গবাক্ষে আর সেই ত্রিতল কক্ষের গবাক্ষে সমসূত্র দর্শন। গহ্বরের ভিতর রঙিন যাহা করিতেছেন, উপরগৃহের নর্ত্তকনর্ত্তকীর চারিচক্ষু অবাধে তাহা দর্শন করিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অভাবনীয় সাক্ষাৎ।

সকল দেশের কবিগণ আনন্দকে, শোক দুঃখকে এবং প্রেমকে সমুদ্রের সঙ্গে উপমা দেন। রডিনের আনন্দসমুদ্র তরঙ্গিত হইয়াছে। সুকঠিন কর্ম্মী-সুলভ সুধানন্দ শান্তি হইয়াছে। বৃহৎ একখানা কাগজ লইয়া সাপ্তাহিক পত্রে রডিন দীর্ঘ দীর্ঘ পত্র লিখিতেছেন। মনের বেগ যখন দুর্দ্দম হয়, রডিন তখন অতি দ্রুত লেখনী চালনা করেন।

অতি দ্রুত লেখনী চালিত হইতেছে। মনে তাঁহার যত প্রকার ভাব উদয় হইতেছে, সে সব সঙ্গে ঐক্য করিয়া রডিন তাহা লিখিতেছেন। ইহ-সংসারে যত প্রকার নিষ্ঠুরকার্য্য,—যত প্রকার বিপরীত কার্য্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিদ্বেষে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, [illegible] শ্লাঘা করিয়া রডিন সেই সকল কার্য্যের গুণব্যাখ্যা করিতেছেন।

রডিন পত্র লিখিতেছেন। যাহারা নরহত্যা করিয়াছে, তাহাদের প্রশংসা, যে অভাগারা প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের নিন্দা ঐরূপ গুণ [illegible] অল কাথলিক পোলা-[illegible] হেরেটিক বলিয়া—নাস্তিক বলিয়া হত্যা করিয়াছিল। রোমপন্থী হত্যাকারিগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া হত ব্যক্তিগণকে অভিশাপ দিয়াছেন। সাধু পাদরী আলবানীর পোষিত [illegible] দয়াদল ধর্ম্মবর্জ্জিত উন্নতিশীল সম্প্রদায়কে মনোমত পঙক্তিতে কাটিতে পারে নাই। অনেক লোকের গলা কাটিয়াছিল, তথাপি যত আবশ্যক, তত পারিয়া উঠে নাই।

রডিন যখন এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন, সেই সময় একটী সুমধুর গীত তাঁহার শ্রুতিমূলে প্রবেশ করিল। গীতের ভাব এইরূপ:—

"কি কুকর্ম্ম করিতেছ ভাব নাকি মনে?
জান নাকি জাগরিত জগতের পতি?
সতত তাঁহার দৃষ্টি এ ভব সংসারে—
সর্ব্ব-অন্তর্যামী তিনি বিশ্বমূলাধার।
জনম লভিয়া ভবে করিতেছ খেলা,
হাসিছ নাচিছ সুখে যাঁহার কৃপায়,
তাঁহারে মানসমাঝে করিও স্মরণ,
সর্ব্বকাল সর্ব্বকার্য্যে সাক্ষী জগদীশ,—
সাধু নরে কৃপাশীল, কৃপাসিন্ধু নাম।"

গান শুনিয়া রডিনের রাগ হইল। লেখনী পরিত্যাগ করিয়া বিরক্ত-বদনে রডিন ক্ষণকাল বসিয়া রহিলেন। রমণীকণ্ঠনিঃসৃত সুস্বর সঙ্গীতধ্বনি; সে সঙ্গীতে রডিনের পত্র লেখা বন্ধ হইল। কে গীত গাইতেছে জানিতে না পারিয়াও রডিন মনে মনে তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। গীতধ্বনি নিস্তব্ধ হইলে রডিন পুনর্ব্বার হৃদয়টী দৃঢ় করিয়া নিষ্ঠুর ভাব লিখিতে লাগিলেন। জগতে যাহা কিছু দুষ্ট লোকের শ্লাঘাপূর্ণ—যাহা কিছু সাধুলোকের ঘৃণাকর—কষ্টকর, তাহাই রডিনের পত্রে নির্দ্দিষ্ট। আবার কতকদূর লেখা হইলে আবার একটী গীত উঠিল। সে গীতেও সাধু লোকের পুরস্কার, অসাধুর তিরস্কার, ঈশ্বরের মহিমা-বিস্তার।

সে গীতে রডিন বড় একটা কর্ণ দিলেন না; আত্মশ্লাঘা করিয়া উপসংহার লিখিলেন রেনীপণ্ট-ব্যাপারে আমি কৃতকার্য্য হইব, আমি

তুমি? হা আমার কপাল! এমন সুন্দরী প্রতিবাসিনী আমার, ইহাকে আমি একদিনও দেখি নাই।

রোজ।—(অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া) হাঁ গো মধুর রডিন। ঐ সম্মুখের দোতালা ঘরে আমি থাকি,—ছয়মাস আছি।

রডিন।—(চিন্তা করিয়া) তবে বুঝি তুমি সেই মধুর গীতটী গাহিতেছিলে? শুনিয়া আমি ভারী সুখী হইয়াছি।

রোজ।—(মৃদু হাসিয়া) মধুর রডিন। তুমি বেশ ভদ্রলোক।

রডিন।—(গম্ভীরবদনে) তোমার ঘরে আর কে কে থাকে?

রোজ।—(সলজ্জবদনে) আমার ঠাকুর-দাদা ফিলিমন, ঠাকুরমা আর মাতালী রাণী।

রডিন ভাবিতেছিলেন, বাজ পক্ষ্যান তাহার সন্ধান কিরূপে জানা যায়। রাণী-মাতালীর নাম শুনিয়া সে সন্দেহ গেল। রাণী-মাতালীকে বশীভূত রাখা রডিনের ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাটী তখন জাগিল। রাণী-মাতালীর ভগ্নী সেই কুব্জা কন্যা (কুব্জাকে রডিন ভয় করেন) সেণ্টমেরী মঠের অধিষ্ঠাত্রীর সঙ্গে কুব্জা দেখা করিয়াছিল, কুমারী অদ্রিয়ানীর পলায়নে পরামর্শ দিয়াছিল, কুব্জা নিশ্চয়ই রডিনের দলকে বিপদে ফেলিতে পারে, রডিনের মনে তদবধি সর্ব্বদাই এই ভয়। মনের ভাব গোপন রাখিয়া রোজ পম্পনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার কথা বলিতেছ? একটী কুব্জা কন্যার ভগ্নীর ডাকনাম রাণী-মাতালী। সেই রাণীটি কি তোমার বাড়ীতে থাকে?

রোজ।—(চমকিয়া) এই যে তবে তুমি জান? সেই বটে, সেই বটে। রাণী-মাতালী তাহার ডাকনাম বটে। আসল নাম সিফাইস; আমার পরম প্রিয়সখী।

রডিন।—(সকৌতুকে) তুমি বুঝি তাঁহাকে খুব ভালবাস?

রোজ।—(মৃদুস্বরে) ভগ্নীর তুল্য ভালবাসি। আহা! সিফাইস্ এখন বড় অভাগিনী। আচ্ছা, তুমি বৃদ্ধলোক—একজন মানীলোক, রাণী-মাতালীকে তুমি কেমন করিয়া চিনিলে? ওঃ! বুঝিয়াছি,—বুঝিয়াছি, তুমি বুঝি তবে নাম ভাঁড়াইয়া আছ?

রডিন।—(বিমর্ষবদনে) কি বলি বাছা! আমার মুখে হাসি আইসে না। তোমাদের রাণী-মাতালীকে আমি চিনি না, তবে আমার একটী বন্ধুলোক—দিব্য যুবাপুরুষ সেই মাতালীকে—

রোজ।—(সাগ্রহে) কে?—কে? বন্ধুলোক কে? জাকুইস রেনীপণ্ট?

রডিন।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) হায় হায়! জাকুইস রেনীপণ্ট—অভাগা এখন ঋণদায়ে কারাগারে বাস করিতেছে। কল্য আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম।

রোজ।—(করতালি দিয়া) কল্য তুমি দেখা করিয়াছিলে? কি শুভসংবাদ! এসো এসো, শীঘ্র এসো, আমাদের ঘরে এসো, সিফাইস্ তাঁহার জন্য দিনরাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা [illegible]

রডিন।—(ম্লানবদনে) সিফাইসকে [illegible] সংবাদ আমি দিব। আহা! জাকুইস্ পাগলামী করিয়া কষ্ট পাইতেছে, তবুও আমি তাহাকে ভালবাসি। এ সংসারে তেমন পাগলামী কাহার না আছে?

রোজ।—(সচঞ্চলে) আমরাও সেই ক[illegible] বলি। চল চল, শীঘ্র চল।

রডিন।—(ব্যগ্রভাবে) আরও আ[illegible] কথা আছে। জাকুইস্ পাগলামী করিত সেই জন্য আমি তাহাকে ভালবাসি। পরের উপকারের জন্য দয়াবশে যাহারা অকাতরে অর্থ দান করে, তাহাদিগকে লোকে পাগল বলে

বলুক, কিন্তু অন্তরে তাহাদের বিলক্ষণ সার আছে। তাদৃশ লোকের অন্তঃকরণ অতি উচ্চ।

রোজ।—(মোহিত হইয়া) তুমি ত দেখি খুব ভাললোক! এসো তবে, সিকাইস্‌কে ঐ শুভসংবাদ জানাও।

রডিন।—(ম্লানবদনে) কি আর নূতন কথা বলিব? জাকুইস্ কারাগারে, সিকাইস্ ইহা জানেন; তবে আর আমি কি শুভসংবাদ দিব? বেচারা যাহাতে কারামুক্ত হয়, তাহাই এখন আমার দেখা কর্ত্তব্য।

রোজ।—(ব্যগ্রভাবে) আহা! তাই কর, তাই কর। জাকুইস্‌কে কারামুক্ত কর। আমরা উভয়ে তোমাকে চুম্বন দিব। আমিও চুম্বন করিব, সিফাইস্‌ও করিবে।

রডিন।—(মৃদু হাসিয়া) আ পাগলী! চুম্বন কি মাঠে ছুড়িয়া ফেলিতে দেয়?—আমাকে চুম্বন দেওয়া আর বাতাসে চুম্বন উড়াইয়া দেওয়া দুই সমান। আরও জান, আমি যখন কোন সৎকার্য্য করি, তজ্জন্য কোন পুরস্কার লই না।

রোজ।—(সকাতরে) তবে তুমি জাকুইস্‌কে খালাস করিয়া আনিবে?

রডিন।—(মাথা নাড়িয়া ম্লানবদনে) ইচ্ছা ছিল আনিব, খুব ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু এখন সব উল্টাইয়া গেল।

রোজ।—(সচকিতে) কিসে গেল?

রডিন।—(গম্ভীরবদনে) ঐ যে তুমি আমাকে রডিন বলিয়া ঠাট্টা করিতেছ। আমি যেন দেখিতেছি, কে যেন তোমাকে শিখাইয়া দিয়াছে, যাহার চার্লম্যানের কাছে গিয়া তাহাকে রডিন বলিয়া ডাক, আচ্ছা মজা হইবে।

রোজ।—(মৃদুস্বরে) এ কথা ঠিক। তুমি রডিন, ইহা আমি মনেও ভাবি নাই। মানুষের এ রকম নাম কেহ কল্পনা করিতে পারে না।

রডিন।—(ক্ষুব্ধস্বরে) যে তোমাকে শিখাইয়া দিয়াছে, সে ভাবিয়াছে, খুব তামাসা করা গেল; কিন্তু সেই তামাসাতে যে জাকুইস্ রেনীপণের কত ক্ষতি হইল, তামাসাপ্রিয় লোকটি তাহা জানিল না।

রোজ।—(কাতর হইয়া) চার্লম্যান না বলিয়া আমি তোমাকে রডিন বলিয়াছি, এই দোষেই কি সব নষ্ট হইল?—জাকুইসের উপকার করিতে তুমি ইচ্ছা করিয়াছিলে, তামাসা শুনিয়া সেই ইচ্ছা কি তুমি পরিত্যাগ করিলে?

রডিন।—(যাইতে উদ্যত হইয়া) এ কথা শুনিয়া তুমি কি করিবে?—জাকুইসের জন্য আমার বড় ক্ষোভ রহিয়া গেল, পথ ছাড়, এখন বড় ব্যস্ত আমি।

রোজ।—(ক্ষুন্নমনে) যে লোকটি আমাকে রডিন বলিয়া তোমাকে ডাকিতে শিখাইয়া দিয়াছে, যদি আমি তাহার নাম বলি, তাহা হইলে তুমি জাকুইসকে উদ্ধার করিবে ত?

রডিন।—(গম্ভীরবদনে) আমি কাহারও গুহ্যকথা জানিতে চাহি না। যাহারা ঐরূপ শিখায়, তাহারা ভয়ানক লোক। যদিও জাকুইসের ভাল আমি চাই, কিন্তু তা বলিয়া শত্রুবৃদ্ধি করিতে পারি না।

রোজ।—ভাব না বুঝিয়া নাকালী শুনিলে তোমার শত্রুবৃদ্ধি হইবে, ইহার মর্ম্ম আমি বুঝিলাম না। একটা ঠাট্টার কথায় এত কাণ্ড হয়, ইহাতে আমি বড় দুঃখিত হইলাম। কিরূপে ঠাট্টা উঠিল, সরলভাবে তাহা আমি বুঝাইব।

রডিন।—(অন্যমনস্কভাবে) হাঁ, সরলভাবে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যায়।

রোজ।—(ম্লানবদনে) লিলী মৌলীন শিখাইয়া দিয়াছে। লিলী মৌলীন সর্ব্বক্ষণ তামাসা ভালবাসে। সে তোমাকে রাস্তায় দেখিয়াছিল। দোকানী বলিয়াছিলেন, তোমার নাম চার্লম্যান; লিলী বলিল, তা নয়; উহার

নাম রডিন; মজা করিতে হইবে। তুমি তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে রডিন বলিয়া ডাক। সেই কথা শুনিয়াই আমি তোমারে রডিন বলিয়াছি। রাগ করিও না; তামাসাকে তামাসাই মনে কর; জাকুইস্‌কে উদ্ধার কর; আমার কথা রাখ।

রডিন।—(উদাসীনভাবে) ওঃ সেই ডেম্‌মোলীন তোমাকে ঠাট্টা শিখাইয়াছে?

রোজ।—(সংশোধন করিয়া) তাহার নাম ডেম্‌মোলীন নয়,—ডুমোলীন। সেই লোকটী ধর্ম্মপত্রিকা সম্পাদন করে। ধার্ম্মিক লোকের গুণ গাহিয়া টাকা লয়। তাহার আর এক নাম লিলীমোলীন। সে বলে, সে নিজেও একজন ঋষি। লিলীমোলীন যদি ঋষি হয়, তবে ত তাহার মুরব্বীরা এক একজন মাতাল ঋষি—মিথ্যাবাদী ঋষি।

রডিন।—লোকটী বেশ আমুদে।

রোজ।—খুব আমুদে।

রডিন।—(চিন্তা করিয়া) বয়স বোধ হয়, চল্লিশের মধ্যে, খুব মোটা, মুখখানাও বোধ হয়, বেশ লাল।

রোজ।—বেশ লাল। লাল সরাপ গেলাসে রাখিলে গেলাস যেমন লাল দেখায়, তেমনি লাল;—ঘোর লাল।

রডিন।—তবে ঠিক বটে মশুর ডুমোলীন। তাহার তামাসায় আমি কিছু মনে করি না। ডুমোলীন আমাদের দরের লোক।

রোজ।—তবে তুমি জাকুইস্‌কে উদ্ধার করিবে?

রডিন।—চেষ্টা করিব।

রোজ।—লিলীমোলীন যাহা আমাকে শিখাইয়া দিয়াছে, তোমারে আমি তাহাই বলিয়াছি, লিলীমোলীনের নাম করিয়াছি, এ কথা তাহাকে বলিও না।

রডিন।—কেন বলিব না? সর্ব্বদা সত্য-কথা বলাই ভাল।

রোজ।—লিলী কিন্তু তোমার কাছে তাহার নাম বলিতে নিষেধ করিয়াছে।

রডিন।—নিষেধ তুমি মানিলে না, এই ভয়?—কেন? তুমি ত মন্দ অভিপ্রায়ে তাহার নাম প্রকাশ কর নাই। আচ্ছা, যদি বলিতে না চাও, বলিও না। সেটা তোমার ইচ্ছা।

রোজ।—জাকুইস্‌কে খালাস করিবে? সিফাইস্‌কে এ কথা আমি বলিব?

রডিন।—বলিও, কিন্তু বেশী আশা দিও না। নিশ্চয় আমি খালাস করিতে পারিব, এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি না; যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু জাকুইস্ যতদিন কয়েদ থাকিবে, সিফাইস্ ততদিন কষ্ট না পায়, তাহার উপায় আমি করিয়া দিব।

রোজ।—টাকা দিয়া সাহায্য করিবে?

রডিন।—যৎকিঞ্চিৎ। অদ্যই আমি তাহা পাঠাইব। সিফাইস্ যদি সৎপথে থাকে, ইহার পর আরও দিব।

রোজ।—আহা! সত্যই তুমিই সিফাইসের পরম বন্ধু। তোমার নাম রডিন হউক কিম্বা চার্লমান হউক, তাহা আমি ধরি না; কল-কথা, লোক তুমি খুব ভাল।

রডিন।—খোসামোদ করিও না। পরমেশ্বর সকলই করেন। যখন তুমি আমার ঘরের দরজা ঠেলিলে, তখন আমি বড় বিরক্ত হইয়া ছিলাম; কিন্তু দেখ, কি আশ্চর্য্য, তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া পরমেশ্বর আমাকে আর কেমন একটী সৎকর্ম্ম করাইলেন। সিফাই আজ সন্ধ্যাকালে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে, ভবিষ্যতে আরও পাইবে। পৃথিবীতে অদ্যাপি অনেক ভাললোক আছে।

রোজ।—তোমাতেই তাহার প্রমাণ।

রডিন।—আমি কিছুই নই, যুবক-যুবতীরা সুখে থাকে, ইহাই বৃদ্ধলোকের আনন্দ।

রোজ।—(সজলনয়নে) আমি আর সিকাইস্ উভয়েই অভাগিনী। সংসারে ভাগ্যবতী অনেক আছে; কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ ভাল। যদি তোমার কখন অসুখ হয়, আমাদের খবর দিও, আমরা গিয়া দাসীর ন্যায় সেবা করি; ফিলিমন তোমার জন্য জলে অনলে প্রবেশ করিবে; জাকুইস্ তোমার উপকারের জন্য প্রাণ দিবে।

রডিন।—যাহাদের অন্তঃকরণ ভাল, তাহাদের কথাই এইরূপ। আচ্ছা, এখন ফিরে আবার সাক্ষাৎ হইবে।

চুপড়ীটী হস্তে লইয়া, ছাতাটী বগলে করিয়া রডিন্ সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিলেন। রোজ পম্পন বলিল, "চুপড়ীটী আমার হাতে দাও, তুমি আমার হাত ধর, সিঁড়ি অন্ধকার, বুড়োমানুষ, পড়িয়া যাইবে।

রোজ পম্পন চুপড়ী লইল, রডিন তাহার হাত ধরিলেন, দুইজনে উপর হইতে নামিয়া পাঁচতলা পার হইলেন। তথা হইতে তেতালার সিঁড়ি চাহিয়া রোজপম্পন আপন কক্ষের গবাক্ষ রডিনকে দেখাইল। লিগী মৌলীন তখনও গবাক্ষে মুখ বাড়াইয়া উঁকি মারিতেছিলেন, রডিন তাঁহার প্রকাণ্ড মুখ দেখিয়া সস্নেহসংকেতে একখানি হস্ত তরঙ্গিত করিলেন। লিগী ভাবিলেন, ভয় দেখাইলেন;—তৎক্ষণাৎ গবাক্ষপথ হইতে মুখখানি সরাইয়া লইলেন।

রডিন।—(মৃদু হাসিয়া) আহা! বেচারা ভয় পাইয়াছে; ঠাট্টা করিয়াছিল কি না,আমি শুনিতে পারিয়াছি, সেই ভয়েই লুকাইল। তুমি গিয়া বল, কোন ভয় নাই। সিকাইসকে গিয়া বল শুভ সংবাদ।

রডিনের হাত ছাড়াইয়া রোজপম্পন দ্রুতপদে, লম্ফে লম্ফে, আপন মহলের সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। রডিন চীৎকার করিয়া বলিলেন,"আরে পাগলী! আমার চুপড়ী লইয়া পলাইলি? দাঁড়া, দাঁড়া, চুপড়ী দিয়ে যা!"

শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া রডিনের হস্তে চুপড়ী দিয়া রোজ পম্পন বলিল,"ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। খোসখবর লইয়া যাইতেছি আহ্লাদে অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম, কিছু মনে করিও না।"

লম্ফে লম্ফে রোজ পম্পন উপরঘরে উঠিয়া গেল। রডিন দোকানে আসিলেন চুপড়ীটী ফেরত দিয়া দোকানীকে তিনি নমস্কার করিলেন।

দোকানী।—(প্রফুল্লবদনে) মূল্যটী ভাল হইয়াছিল?

রডিন।—চমৎকার মূল্য। তেমন মূল্য আর আমি কখনও খাই নাই।

দোকানী।—এবার আসিলে আরও ভাল দেখিয়া দিব।

রডিন।—(নমস্কার করিয়া) নিকটে এখানে ডাকঘর কোথায় আছে?

দোকানী।—সমান যাও; বামের গলী। দুইখানা বাড়ীর পর।

রডিন।—সহস্র ধন্যবাদ।

দোকানী।—(সকৌতুকে) ডাকঘরে পত্র দিবে? প্রেমপত্র বুঝি? মধুর প্রেম কার নামে মধুর প্রেমপত্র।

রডিন।—হাঃ হাঃ হাঃ! আমার আপনি কৌতুক করিলেন, আপনাকে ধন্যবাদ।

দোকানীকে নমস্কার করিয়া রডিন আপন গন্তব্যপথে চলিলেন। পাঠকমহাশয় সময় আর একবার ডাক্তার বৈলিনিয়ার বাতুলালয়ে চলুন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অদ্রিয়াণী এবং রুডিন।

উইলশর্তনের পূর্ব্ব-রজনীতে মঠের উদ্যানে যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠকমহাশয় তাহা অবগত হইয়াছেন। তদবধি ডাক্তার বেলিনিয়ার আপন যুবতীগণের পরামর্শে কুমারী অদ্রিয়াণীকে কঠিন পাহারায় কয়েদ রাখিয়াছেন। কুমারী ইতাগ্রে নীচের ঘরে থাকিতেন, এখন তাঁহাকে দোতালার একটী ঘরে রাখা হইয়াছে। দাসী-রক্ষয়িত্রী চারজন, দরজায় চাবী বন্ধ; কেহ আর তাঁহাকে দেখিতে পায় না।

১৩ই ফেব্রুয়ারী বিফল হইয়া গিয়াছে। রুডিনের বন্ধুগণ সাড়ে তিনমাস অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন, কুমারী অদ্রিয়াণী সে সংবাদ অবগত নহেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে চতুর্থ ঘটিকার সময় তিনি বাতুলালয়ের নির্জ্জন কক্ষে একাকিনী বসিয়া আছেন—পাগলের ন্যায় শয্যাগত নহে, আপন মনোনীত বেশভূষায় সুসজ্জিতা। মনে নানাপ্রকার উৎকণ্ঠা। চক্রান্তের ফাঁদে পড়িয়া পাগলাগারদে তিনি কয়েদ [illegible] তাঁহাকে পাগলিনী বলিয়া [illegible] হইয়াছে [illegible] কষ্ট, [illegible] মুখখানি মলিন হইয়া রহিয়াছে, কবে খালাস পাইবেন, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। ডাক্তার বেলিনিয়ারের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ মর্ম্মপীড়া দিতেছে, তথাপি তিনি মনে করিতেছেন, বেলিনিয়ারের মতিভ্রম ঘটিয়াছে। বৌরাণী আর আইরেণী তাঁহাকে যেমন যন্ত্রণা দিয়াছেন, ডাক্তার হইয়াও বিশেষ তত্ত্ব না লইয়া তিনি সেই পরামর্শের গোলাম হইয়াছেন। ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলে ডাক্তার হয় ত অপ্রতিভ হইবেন, কঠিনপ্রাণে হয় ত দয়ার সঞ্চার হইবে, তাঁহাকে খালাস করিবার জন্য ডাক্তার হয় ত যত্নবান্ হইতেও পারেন। কুমারী অদ্রিয়াণী আপন মনে এক একবার এইরূপ আশা আন্দোলন করিতেছেন, এক একবার বেলিনিয়ারের উপর অতিশয় ক্রোধ জন্মিতেছে। ক্রোধের সময় সুন্দরীর সুন্দর বদনে মৃদু মৃদু হাস্যরেখাও দেখা যাইতেছে। বাতুলালয়ে সুশীলা কুমারীর এইরূপ ভাব।

মনে শান্তি নাই, অন্তরে সুখ নাই, চিন্তার বিরাম নাই। কপালে করবিন্যাস করিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী শয়নকক্ষে বসিয়া আছেন, সহসা গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একটী লোক প্রবেশ করিল। কুমারী মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, ডাক্তার বেলিনিয়ার।

ডাক্তার যখন অদ্রিয়াণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন বেশ প্রসন্নবদনে আইসেন, বেশ শিষ্টাচার দেখান। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই ডাক্তার [illegible] বিদ্যুদ্‌গতিতে কুমারী অদ্রিয়াণীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, [illegible] বদনে কহিলেন, "ধন্য জগদীশ! অনেকটা উপশম। চক্ষু আর তত লাল নাই, দৃষ্টিতে তাদৃশ চাঞ্চল্য নাই, মুখের বর্ণও অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। দেখিয়া আশা হয়, শীঘ্রই আরাম হইতে পারিবেন।"

"ফের?—ফের ঐ কথা?"—অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কুমারী অদ্রিয়াণী কহিলেন, "ফের?—ফের তোমার মুখে ঐ সব কথা? তুমি আমারে

ভাবিয়াছ কি?—অন্যলোকের কুমন্ত্রণায় তুমি আমাকে পাগল বলিয়া পাগলাগারদে আনিয়াছ, কয়েদ করিয়া রাখিয়াছ, তাহারা যাহা বলিতেছে বুদ্ধিবিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া তাহাই তুমি পালন করিতেছ, তোমার কি একটুকু লজ্জা হয় না? দেখ ডাক্তার। আমি তোমাকে বন্ধু বলিয়া জানিতাম, অকপটে বিশ্বাস করিতাম, অর্থলোভে তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ। ডা[illegible]র! কত টাকা তাহারা তোমাকে দিয়াছে, ক[illegible] টাকা দিবে বলিয়াছে?—কিছুই দিবে না[illegible] তাহাদের মৎলব তুমি জান না। তাহারা তো[illegible] বর্ব্বর বানাইয়াছে। তুমি এক কর্ম্ম ক[illegible] আমাকে ছাড়িয়া দাও; আমি পাগল নই[illegible] তাহা তুমি বেশ জান, কেন আর যন্ত্রণা দা[illegible] ছাড়িয়া দাও, বনের পাখী, বনে উ[illegible]য়া যাই। যাহাদের মোহনমন্ত্রে তুমি অন্ধ ত[illegible]য়াছ, তাহারা তোমাকে যত টাকা দিবে [illegible] করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছে, আমি ত[illegible] দ্বিগুণ দিব—চারি গুণ দিব—যত তু[illegible], ততই দিব, ছাড়িয়া দাও।”

[illegible]ক্তার।—(হস্ত বিস্তার করিয়া) অদ্রি[illegible]য়াণী! আমি তোমাকে কন্যার মত স্নেহ করি, মায়ের মত ভক্তি করি, বশম্বদ হইয়া তোমার আজ্ঞা পালন করি, ইহা তুমি অস্বীকার করিতে পার না। অনেকবার আমি দেখিয়াছি, অলক্ষণে তুমি উত্তেজিত হইয়া উঠ, যখন হাস্য করিবার কোন কারণ থাকে না, [illegible]য়া হাসিয়া তখন ঘর ফাটাও, আপন [illegible], আপন ঐশ্বর্য্য, আপন সবলতা ব্যাখ্যা [illegible] সময় তুমি অত্যন্ত চঞ্চলা হও; সে [illegible] আমি বড় ভাল বুঝিতাম না, [illegible] না করিলে সেই সব লক্ষণে তোমার রোগ [illegible]বে, চিত্ত বিকারপ্রাপ্ত হইবে, ইহা আমি [illegible]বিতাম। মনে বড় কষ্ট হইত, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতাম না। বাতুলালয়ে চল, আরাম করিব, এ কথা বলিলে কিছুতেই তুমি সম্মত হইতে না, বরং আমার উপর তোমার অত্যন্ত রোগ হইত, সেই জন্যই আমি কিছু বলি নাই। তাহার পর যখন তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া মিস্‌টারের বাড়ীতে আসিতে চাহিলে, তখন মনে মনে তুষ্ট হইয়া নিজের গাড়ী করিয়াই তোমাকে এখানে আনিলাম। কার্য্যে একটু কৌশল প্রকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার অভিপ্রায় মন্দ ছিল না। তোমাকে আরোগ্য করিলে আমি সুখী হইব, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল। এখানে আনিয়া কত যত্নে তোমার চিকিৎসা করিতেছি, তাহাও তুমি জানিতেছ, অনেক দূর আরামও হইয়াছে, আর কিছু দিন—

অদ্রিয়াণী —(সক্রোধে বাধা দিয়া) ডাক্তার! বাচালতা ছাড়! তোমার সব কথা আমি বুঝিয়াছি। পরের পরামর্শে তুমি আমার শত্রু হইয়াছ, তথাপি তোমাকে আমি ক্ষমা করিব। এখন আমার কথা এই যে, এই নরককুণ্ড হইতে কবে আমি মুক্তি পাইব তাহাই জানিতে চাই।

ডাক্তার।—(অবনতমুখে) মুক্তি একদিন অবশ্যই পাইবে। সেজন্য আমি তোমাকে—

অদ্রিয়াণী —(উচ্চস্বরে) কবে?

ডাক্তার।— সে কথা আমি ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয়, অচিরেই তুমি আরাম হইয়া আপন গৃহে—

অদ্রিয়াণী।—(দৃঢ়স্বরে) অত শত আমি বুঝি না, আজই—এই দণ্ডেই এই মুহূর্ত্তেই তুমি আমাকে এখান হইতে বাহির করিয়া দাও। যাহাদের মন্ত্রণায় তুমি আমাকে এখানে আনিয়াছ, তাহাদিগকে আমি বিলক্ষণ শিক্ষা দিব, বাহির হইয়াই তাহাদের নামে আমি নালিশ করিব।

ডাক্তার।—(ভয় দেখাইয়া) না না না, খবরদার—খবরদার! অমন কর্ম্ম করিও না; নালিশ করিও না। নালিশ করিলে দুটী লোক মহাবিপদে পড়িবে।

অদ্রিয়াণী।—(উজ্জ্বলনেত্রে চাহিয়া) কোন্ দুটী গো?—জ্যেঠাই মা বুঝি?—মাকু ইস্ আইরিণী বুঝি?

ডাক্তার।—(চঞ্চলস্বরে) না না না, তাঁহারা নয়;—যাঁদের তুমি ভালবাস, তাঁহারাই দুজন,—বৃদ্ধ দাগোবার্ট আর তাঁহার পুত্র অত্রিকোলা।

অদ্রিয়াণী।—(চঞ্চলে চিন্তা করিয়া) হাঁ হাঁ, ভাল কথা। তাঁহাদের কি হইয়াছে? সে রাত্রিতে তাঁহারা উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, উদ্যানে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহারা ত আঘাত পান নাই? ধাত্রীদের জিজ্ঞাসা করি, কেহই কিছু উত্তর দেয় না। যুদ্ধে ত তাঁহারা আঘাত পান নাই?

ডাক্তার।—(সুবিধা পাইয়া) দাগোবার্টের হাতে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, তাহারা কিন্তু পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। পুলিশ তাহাদের অন্বেষণে আছে। তুমি যদি তোমার জ্যেঠাইমার নামে নালিশ কর, তাহা হইলে ঘুমন্ত বাঘ জাগাইয়া দেওয়া হইবে,—অনধিকারপ্রবেশকারী, রাত্রিকালে দাঙ্গাকারী, আসামীদের নামে ওয়ারীন্ জারী হইবে; তাহারা ধরা পড়িয়া ভয়ানক শাস্তি পাইবে। নালিশ যদি—

ডাক্তারের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে দ্রুতবেগে একজন ধাত্রী প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, দুটী লোক আসিয়াছে, এই কুমারীর সঙ্গে দেখা করিতে চায়।

ভয়ে, সন্দেহে, সচকিতে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তাহারা?—কে তাহারা?—তাহাদের নাম কি তাহা তুমি শুনিয়াছ?"

ধাত্রী।—নাম বলে না;—একজন বলে, আমি মাজিষ্ট্রেট।

অদ্রিয়াণী।—(সাগ্রহে) যাও ধাত্রী, শীঘ্র যাও, তাঁহাদিগকে লইয়া আইস। তাঁহারা আমার বন্ধু হইবেন, বোধ হয়, তাঁহারা আমারে নিশ্চিতই উদ্ধার করিবেন।

ডাক্তার বেলিনিয়ারের মুখ বিশুষ্ক হইল। হঠাৎ একজন মাজিষ্ট্রেট কেন আসিলেন, ইহার মর্ম্ম তিনি বুঝিতে পারিলেন না। অদ্রিয়াণীর সঙ্গে দেখা করিতে চান, অদ্রিয়াণী তাঁহাদিগকে আসিতে বলিলেন, বাধা দিতে পারিলেন না, অগত্যা চিন্তাকুলবদনে ধাত্রীকে তিনিও মৃদুস্বরে বলিলেন, "যাও, লইয়া আইস।"

ধাত্রী চলিয়া গেল। ডাক্তার তখন অদ্রিয়াণীকে বলিলেন, "মাজিষ্ট্রেট বোধ হয়, আসামী খুঁজিতে আসিয়াছেন। দাঙ্গাকারীরা তোমাকেও বাহির করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহারা কে, তুমি অবশ্য জান, তোমাকেই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন বোধ হয়।'

মৃদু হাসিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "তুমি অতি বুদ্ধিমান্, তোমার অনুমানকেও ধন্যবাদ! মাজিষ্ট্রেটেরা এই রকমেই আসামী অন্বেষণ করেন বটে। তোমার ভয় নাই, তোমারে তাঁহারা কিছুই বলিবেন না। ব্যাপার আমি কতক কতক বুঝিতে পারিতেছি। লর্ড মণ্টোরণ আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, কোন সূত্রে তিনি শুনিয়া থাকিবেন, আমি তোমার বাতুলালয়ে বন্দিনী, তিনি হয় ত আমারে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে মাজিষ্ট্রেটকে সঙ্গে করিয়া এই বাতুলালয়ে আনিয়াছেন।"

ডাক্তার কহিলেন, "তাহাই যদি হয়, তথাপি তুমি চুপ করিয়া থাকিও। যাহা বলিতে হয়, আমিই বলিব। এইমাত্র আমাকে যাহা বলিতেছিলে, খবরদার, মাজিষ্ট্রেটের

কাণে সে কথা ভুলিও না; তোমার সেই দুটীলোক পাকে চক্রে বিপদে পড়িবে।”

হাস্য করিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, “আমার যাহা মনে আছে, আমি তাহাই করিব, যাহা বলিব তা আছে, তাহাই আমি বলিব। তোমার কাছে শিক্ষা করিয়া হাকিমলোকের সহিত কথা কহিতে হইবে, এমন ভাবনা আমি এক্ষণ বও ভাবি নাই।”

ডাক্তার বলিলেন, “তোমার হৃদয়ে অনেক দয়া... ব করিয়া যদি সেই দুটী লোকের প্রতি ... দয়া দেখাও, তাহা—”

বলিতে বলিতে দ্বারের দিকে চাহিয়া থা... সচকিতে তিনি চুপি চুপি বলিলেন, “চুপ—চুপ! ঐ তাহারা আসিতেছে।”

... সহিত মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রবেশ ক...। দেখিয়া অদ্রিয়াণী ভাবিলেন, ... কে?” লর্ড মন্টোব্রণ আসিতেছেন ... হৃদয়ে উল্লাস আসিয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ সংশয়ে পরিণত হইল।

... রের মুখে অন্যপ্রকার ভাব। তিনি ... মাজিষ্ট্রেটর সঙ্গে রডিন। ব্যাপার ... রডিন্, আমি অাইরিণীর আজ্ঞাবহ ... গত কল্য আমি আংলিণী হুকুম ... ছেন, অদ্রিয়াণীকে গৃহ মধ্যে পাহারায় ... রাখিতে হইবে, আজ আবার ... একজন মাজিষ্ট্রেট সঙ্গে লইয়া ... উপস্থিত। বোধ হয়, খালাস ... অভিপ্রায় নয়।

ঐরূপ চিন্তা করিয়া বেলিনিয়ার ক্ষণকাল ... চালতে লাগিলেন। আমি অ.ই- ... অজ্ঞাতে রডিন এখানে আসিয়াছেন, ... তাহা জানিতেন না।

...র নিকটে দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রম-সন্দেহে রডিন অদ্রিয়াণীর দিকে চাহিয়া মাজিষ্ট্রেটকে দেখাইলেন। অদ্রিয়াণীর রূপ দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট এককালে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিমোহিত; একস্থানে দাঁড়াইয়া তিনি কেবল পিপাসুনয়নে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুমারী কার্দোবিলীর মনোহর রূপরাশি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। রডিন চুপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ডাক্তার বেলিনিয়ার রডিনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কি একপ্রকার ইঙ্গিত করিলেন। রডিন বুঝিলেন, ইঙ্গিতে প্রশ্ন—মাজিষ্ট্রেট এখানে কেন?

রডিন যেন ডাক্তারকে চিনিলেন না, কিম্বা তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিলেন না, এই ভাবে অবাক হইয়া ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিলেন। তদ্দর্শনে ডাক্তারের মহা বিস্ময় জন্মিল। রডিন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, “কি তুমি আমাকে বলিতে চাও ডাক্তার?”

ডাক্তার ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইলেন। মাজিষ্ট্রেট সন্দিগ্ধভাবে রডিনের দিকে মুখ ফিরাইলেন। রডিন কহিলেন, “আমি আসা অবধি এই ডাক্তারটী হাত মুখ নাড়িয়া আমাকে অনেক প্রকার ইসারা করিতেছেন। কিছুই আমি বুঝিতেছি না। বোধ হয়, গোপনে আমাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা। আমার কিছুই গোপন নাই, যাহা কিছু বলিবার থাকে, সকলের সমক্ষ প্রকাশ্যে স্পষ্ট করিয়া বলুন।”

ডাক্তার বেলিনিয়ার স্পষ্ট করিয়া কি বলিবেন, কেনই বা রডিন ঐ কথা বলিলেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। উদাসনয়নে চাহিয়া নত বদনে নীরব হইয়া রহিলেন।

গৃহ নিস্তব্ধ। মাজিষ্ট্রেট বিস্ময়াপন্ন। রডিনের কথায় ডাক্তার কোন উত্তর করিলেন না ইহা দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট কটমট চক্ষে ডাক্তারের দিকে চাহিলেন।

ডাক্তার বেলিনিয়ার ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন, একটু সামলাইয়া রডিনকে বলিলেন, "এই ভদ্রলোকটী (ম্যাজিষ্ট্রেট) অকস্মাৎ এখানে আসিয়াছেন, অভিপ্রায় কি, এতক্ষণ চুপ করিয়া রহিয়াছেন, ইহারই বা কারণ কি, ইঙ্গিত করিয়া তাহাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

রডিন উত্তর করিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "কেন আমি চুপ করিয়া আছি, এই গরবিণী কুমারীকে তাহা বলিব। যদি দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা চাহিব।"

এই কথা বলিয়া কুমারী অদ্রিয়ানীকে অভিবাদন পূর্ব্বক তিনি কহিলেন, "ঠাকুরাণী! আমার কাছে এক ভয়ানক নালিশ উপস্থিত, নালিশের কারণ যথার্থ কি না, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত এতক্ষণ আমি নীরবে আপনার মুখ-চক্ষু নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, অঙ্গভঙ্গী পরীক্ষা করিতেছিলাম, এখন বুঝিলাম, অভিযোগ নিঃসন্দেহ সম্পূর্ণ।"

বিনম্র-প্রশান্তস্বরে ডাক্তার বেলিনিয়ার কহিলেন, "আপনার পরিচয় শ্রবণ করিতে আমি অভিলাষ করি।"

ম্যাজি। -আমি ম্যাজিষ্ট্রেট। যে বিষয় আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, আমি তাহার তদন্ত করিতে আসিয়াছি।

ডাক্তার। —(সেলাম করিয়া) কি বিষয় আপনার কর্ণগোচর হইয়াছে?

ম্যাজি। (গম্ভীরস্বরে) আপনার নামে অভিযোগ। কঠিন কথা বলিব না, আপনি ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। চিকিৎসকের কার্য্য আর ধর্ম্মযাজক পুরোহিতের কার্য্য প্রায় তুল্যমূল্য, ক্রমক্রমে আপনি একটী রোগিনীর ব্যাপারে সেই পদের অপব্যবহার করিয়াছেন। বিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞ সুচিকিৎসক বলিয়া আপনার প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু উপস্থিত কার্য্যটী আপনার পক্ষে তাহার অনুরূপ হয় নাই।

ডাক্তার।—(সগর্ব্বে) যখন আমি সকল কথা শুনিব, বিজ্ঞানশাস্ত্রে আমার অভিজ্ঞতা কতদূর, ব্যবসায়ে আমার সম্ভ্রম কতদূর, তখন তাহা আমি সপ্রমাণ করিতে পারিব।

ম্যাজি।—(অদ্রিয়ানীর প্রতি) মা! আপনাকে কি কেহ ছলনা করিয়া এ বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছে?

ডাক্তার।—(উচ্চকণ্ঠে) মহাশয়! যে ভাবে আপনি কথা তুলিলেন, তাহা আমার পক্ষে অতিশয় অপমান।

ম্যাজি।—(উগ্রস্বরে) আপনাকে আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, আপনি কেন উত্তর করেন? আমি ম্যাজিষ্ট্রেট, যাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাহা আমি ঠিক জানি, আপনাকে শিখাইয়া দিতে হইবে না।

অদ্রিয়ানী।—(সসম্ভ্রমে) এক্ষণে যাহা আমি বলিব, তাহা কি প্রকৃতপক্ষে দস্তরমত অভিযোগ বলিয়া গণ্য হইবে?

ম্যাজি। —অবশ্য হইবে। আমি এখানে সত্যনির্ণয় করিতে আসিয়াছি। সত্য যাহাতে বাহির হয়, প্রত্যেক কথায় আমি তাহারই চেষ্টা করিব, কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইব না।

অদ্রি—(স্থিরসঙ্কল্পে) ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি এখানে অবরুদ্ধ আছি, এস্থান হইতে মুক্তিলাভ করা আমার প্রয়োজন, ইহাই আমার অভিযোগ। বোধ করুন, অভিযোগ প্রমাণিত হইল, এখন আমার জিজ্ঞাসা এই যে, এখান হইতে বাহির হইয়া যদি আমি মোকদ্দমা চালাইতে না চাই, মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে পারিব কি না?

ম্যাজি।—আপনি তুলিয়া লইতে পারিবেন, কিন্তু আপনার এই মোকদ্দমার সঙ্গে সমাজের

যদি কিছু সংস্রব থাকে, সমাজ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সমাজের অনুকূলে হাকিমেরা আইনমত মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন।

আ[illegible]।—আমি কি তখন অপরাধীগণকে ক্ষমা করিতে পারিব না? তাহাদের কৃত অপরাধ আমি যদি ভুলিয়া যাই, যন্ত্রণার কথা যদি আবি[illegible] না করি, তাহা হইলেও কি মোকদ্দমা চ[illegible]বে?

[illegible]।—আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনি ভুলি[illegible] পারেন, ক্ষমা করিতেও পারেন; কিন্তু সমা[illegible] তা পারিবে না। কোন দুষ্টলোকের ছলকৌ[illegible]লে আপনি যন্ত্রণা পাইলেন, ইহা যদি সব [illegible] হয়, আমি বোধ করি, তাহাই ঠিক, সেরূপ অবস্থায় সমাজ কদাচ মোকদ্দমা ছাড়ি[illegible] না। যেরূপ সততা দেখাইয়া আপনি মনো[illegible] ব্যক্ত করিতেছেন, যেরূপ শান্ত হইয়া [illegible]নি কথা কহিতেছেন, তাহাতে আপন[illegible] মর্যাদা প্রকাশ পাইতেছে; অভি[illegible]ক, সত্য, ইহাও আমি বিলক্ষণ বুঝি[illegible]।

[illegible]।—(একটু স্থির হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) [illegible]শয়! আপনার সমীপে কিরূপ এজাহার হইয়াছে, তাহা আমরা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

ম্যা[illegible]।—(সক্রোধে) এজাহার এইরূপ যে, কুমারী অদ্রিয়াণী কাদেম্বিনীকে ছলে ভুলাইয়া বাতুলাশ্রমে আটক রাখা হইয়াছে।

ডাক্তার।—(চিন্তা করিয়া) সে কথা সত্য; [illegible] নহে। ছলে ভুলাইয়া এই কুমারীকে এখানে আনা হইয়াছিল।

ম্যা[illegible]।—[illegible]বে তুমি স্বীকার করিতেছ?

ডাক্তার।—হাঁ মহাশয়! কোন ব্যক্তির যখন চিত্তবিকারের উপক্রম হয়, সে যখন নিজে তাহা বুঝিয়া উঠিতে না পারে, তখন তাদৃশ ব্যক্তিকে ঐরূপ উপায়ে চিকিৎসাগৃহে আনয়ন করিতে আমরা প্রায়ই বাধ্য হই।

ম্যা[illegible]।—আমি শুনিয়াছি, কুমারী অদ্রিয়াণীর তাদৃশী অবস্থা হয় নাই; চিকিৎসকের সহায়তা ইহার আবশ্যক ছিল না।

ডাক্তার।—(বুদ্ধি স্থির করিয়া) সেটা মহাশয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা; অনুমানে অথবা অন্য কোন প্রকারে সে বিষয়ের তর্ক-বিতর্ক চলে না।

ম্যাজি।—বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে তর্ক-বিতর্ক চলে, ইহা ঠিক; কিন্তু যখন তোমরা কুমারী অদ্রিয়াণীকে এখানে আনয়ন করিয়াছ, তখন ইহার বুদ্ধিশক্তি, বিচারশক্তি, বিবেকশক্তি, সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ ছিল।

ডাক্তার।—(বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া) কি মৎলবে তবে আমি ইহাকে এখানে আনিয়াছি?—পসার মাটী করিবার আশঙ্কা মাথায় রাখিয়া একটী সম্ভ্রান্ত কুলকন্যাকে গারদে রাখায় আমার কি লাভ?

ম্যাজি।—লাভের কথাও আমি শুনিয়াছি। টাকার লোভে ইহার পরিবারের কোন কোন লোক কুমন্ত্রণা করিয়া তোমাকে বাধ্য করিয়াছিল, সেই কুহকে পড়িয়া তাঁহাদের পরামর্শেই তুমি ইঁহাকে এখানে আনিয়া কষ্ট দিয়াছ।

ডাক্তার।—(সতেজগর্ব্বে) এত বড় অপবাদ দেয়, এত বড় সাহস কাহার? আমি একজন সম্ভ্রান্তলোক, একটা জঘন্য কুচক্রে আমি বাণিকার, এমন কথা বলে, কাহার এতদূর স্পর্দ্ধা?—কে সে?

রডিন।—(অটলভাবে) আমি।

ডাক্তার।—(যেন বজ্রাহতের ন্যায় দুই পা হটিয়া) তুমি?

রডিন।—(তীক্ষ্ণস্বরে) হাঁ, আমি—আমিই তোমার নামে নালিশ করিয়াছি।

মাজি।—হাঁ, এই ভদ্রলোকটী অদ্য প্রাতঃকালে আমার নিকটে গিয়া কুমারী অদ্রিয়াণীর অনুকূলে অনেক কথা বলেন, অনেক প্রমাণ দেন। আমি আসিয়া কুমারীকে এখান হইতে খালাস করিয়া দিই, তাহাই ইঁহার প্রার্থনা।

মাজিষ্ট্রেটের পশ্চাতে রডিন দাঁড়াইয়াছিলেন, কুমারী অদ্রিয়াণী ভাল করিয়া তাঁহার মুখ দেখিতে পান, সেই অভিপ্রায়ে মাজিষ্ট্রেট সম্মুখ হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। কুমারী অদ্রিয়াণী বৃদ্ধ রডিনের মুখ দেখিলেন। এ ঘরে এতক্ষণ একবারও রডিনের নাম প্রকাশ হয় নাই, কুমারী ইতিপূর্ব্বে কখনও এই রডিনকে চক্ষেও দেখেন নাই; মধ্যে মধ্যে শুনিতেন, রডিন নামে আবি আইরিণীর একজন সেক্রেটারী আছে, সে বড় দুষ্টলোক। এখন শুনিলেন, সেই সেক্রেটারী রডিন তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা। রডিনের মুখপানে তিনি বারম্বার চাহিলেন। যুগপৎ বিস্ময়, কৌতূহল, হিতেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে অদ্রিয়াণী যদি রডিনের বিকট বদন, কুৎসিত গঠন, মলিন বসন দর্শন করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার মনে বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হইত; এখন তাহার বিপরীত। কুব্জাকে মনে পড়িল;—বিকলাঙ্গী, ছিন্নবসনা, দুঃখিনী কুৎসিতা কুব্জা। সেই কুব্জার অন্তঃকরণে কত দয়া, কত মহত্ত্ব;—কুৎসিত রডিনও বাহ্য অবয়ব অপেক্ষা অন্তরে মহৎ, ইহাই অদ্রিয়াণী ভাবিলেন।

ধূর্ত্ততায় দক্ষ, নির্ভীকতায় নিপুণ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে পণ্ডিত ডাক্তার বেলিনিয়ার অকস্মাৎ যেন আকাশ হইতে পাতালে নামিলেন। তিনি ভাবিলেন, সেই রডিন্;—কুমারী অদ্রিয়াণীকে কয়েদ করিবার প্রথম দিন যে রডিন গৃহদ্বারের ছিদ্রপথে মুখ বাড়াইয়া কুমারীর প্রতি কিছুমাত্র দয়া প্রকাশ করিতে ডাক্তারকে সঙ্কেত করিয়াছিল, সেই রডিন—সেই রডিন আজ—সেই মহা নিষ্ঠুর, মহাধূর্ত্ত, আবি আইরিণীর দুষ্টকার্য্যের প্রধান সহায়, সেই রডিন আজ কুমারী অদ্রিয়াণীকে খালাস করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট আনিল! অহো! কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! সেই নিষ্ঠুর রডিনের হৃদয়ে আজ কতই দয়া, কতই মমতা, কতই ঔদার্য্য! সে আবার কবে?—যে দিনের পূর্ব্বদিন আবি আইরিণী কুমারী অদ্রিয়াণীকে অধিকতর কঠিন নিয়মে কয়েদ রাখিবার আজ্ঞা পাঠাইয়াছেন, সেই দিন—সেই দিন! উঃ! সেই দিন এই রডিনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

ডাক্তার আরও ভাবিলেন, রডিন নিশ্চয়ই আবি আইরিণীর বিশ্বাস নষ্ট করিয়াছে; নিশ্চয়ই অনেক টাকা ঘুস দিয়া অদ্রিয়াণীর বন্ধুগণ আবি আইরিণীর দুরন্ত সেক্রেটারীকে কিনিয়া লইয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে ডাক্তার সাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল। ক্রোধে অধীর হইয়া সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে রডিনকে তিনি কহিলেন, "তুমিই তবে, তুমিই তবে বিশ্বাসঘাতক হইয়া আমার নামে নালিশ করিয়াছ?—সেই তুমি—যে তুমি কিছু দিন পূর্ব্বে—"

বলিতে বলিতে ডাক্তার হঠাৎ থামিয়া গেলেন; বিবেচনা আসিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, রডিনের উপর রাগ করিলে নিজের অপরাধ সাব্যস্ত করা হইবে। এই বিবেচনায় একটু থামিয়া, একটুকু চিন্তা করিয়া রডিনকে তিনি আবার বলিলেন, "মহাশয় রডিন্! আপনি তুমি যে ভীষণ কার্য্য করিলে, পৃথিবীতে এমন কার্য্য আর কেহ করিতে পারে, এমন বিশ্বা

আমার ছিল না। কি লজ্জা—কি লজ্জা! কি নিদারুণ কলঙ্ক!"

সদম্ভস্বরে রড়িন কহিলেন, "আমি ভিন্ন এ কলঙ্ক বিমোচন করিতে আর কাহার অধিকার? কুমারী অদ্রিরাণীর প্রতি—আরও কতিপয় নিরীহ প্রাণীর প্রতি অত্যাচার করিবার অভিপ্রায়ে যে ভয়ঙ্কর ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে, সম্প্রতি আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। আমার সৌভাগ্য, ঠিক সময়ে এ তত্ত্ব আমি জানিতে পারি নাই। যখন জানিলাম, তখন আমার কর্ত্তব্য কি হইল?—ভদ্রলোক আমি, সাধুলোক আমি, কাজে কাজেই মাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিলাম, ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আনিলাম।"

ভয়ার্ত্ত, ভগ্নস্বরে মাজিষ্ট্রেটকে সম্বোধন করিয়া ডাক্তার কহিলেন, "এই লোক কেবল আমার নামে নালিশ করিতেছে না, দুঃসাহসে মত্ত হইয়া ও—"

আরও উচ্চকণ্ঠে, আরও অধিক সাহসে ডাক্তারকে থামাইয়া রড়িন কহিলেন, "আবি আইবিনীর নামেও আমি নালিশ করিতেছি; রাণী দীদিমণির নামেও আমি নালিশ করিতেছি,— দুষ্ট ডাক্তার, তোমার নামেও আমি নালিশ করিয়াছি। তোমরা কেবল এই কুমারী অদ্রিরাণীকে কয়েদ করিয়া ক্ষান্ত হও নাই, মার্শেল সাইমনের দুটী কন্যাকেও চুরী করিবার মতলবে, আটক রাখিয়াছ। কেমন, এখন বুঝিলে আমার স্পষ্টকথা?"

রড়িনের কথায় প্রতিধ্বনি করিয়া অদ্রিরাণী কহিলেন, "হায় হায়! ঠিক কথা! সেই দুটী বালিকাকে কিতাই আমি দেখি;—আহা! তাহারা চক্ষের জল ভাসিয়া ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে দূরে হইতে আমাকে দুঃখ জানায়!"

মার্শেল সাইমনের কন্যাদুটীর সম্বন্ধে নূতন নালিশ,—রড়িনের নামে এই নূতন নালিশ শ্রবণ করিয়া ডাক্তারের বুকে যেন নূতন বজ্র বাজিল। তিনি তখন নিশ্চয় বুঝিলেন, দুষ্ট রড়িন শত্রুদলে মিশিয়াছে। শীঘ্র শীঘ্র এই অসহ্য ব্যাপারের অবসান অভিলাষে মাজিষ্ট্রেটকে তিনি কহিলেন, "ঐ সকল ঘৃণাকর অভিযোগে ঘৃণা করিয়া নিস্তব্ধ থাকাই আমার পক্ষে উচিত। ধর্ম্মতঃ জ্ঞানবিশ্বাসে সর্ব্বদাই আমি কর্ম্ম করি। আজ প্রাতঃকালে কুমারী অদ্রিরাণীকে আমি বলিয়াছি, শীঘ্রই তিনি আরাম হইবেন, শীঘ্রই তাঁহাকে এ বাড়ী হইতে তাঁহার নিজ বাটীতে আমি পাঠাইয়া দিব। এ কথা যখন আমি বলি, তখন এখানে আর কেহ ছিল না। কুমারীকে জিজ্ঞাসা করুন, সত্য সত্য এই কথা আমি—

পুনর্ব্বার ডাক্তারকে থামাইয়া সবস্তে রড়িন কহিলেন,"তাহাতে হইয়াছে কি?—ধরা যাউক্, বলিয়াছ তুমি কুমারীকে ঐ কথা, সত্যবাদিনী কুমারীও যেন স্বীকার করিলেন, বলিয়াছ তুমি ঐ কথা, কিন্তু তাহাতে তোমার উপকার কি?—বলিয়াছ বলিয়াই কি তুমি নির্দ্দোষী? ঐ কথাতেই কি তোমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইবে?—কখনই না—কখনই না।"

ডাক্তার।—(রড়িনের প্রতি) অনেক কথা তুমি বলিতেছ; তোমার মৎলবটা কি?

রড়িন।—মৎলব তোমাদের ভণ্ডামী ভাঙ্গিয়া দেওয়া। এইমাত্র তুমি কি বলিলে? কুমারী একাকিনী ছিলেন, তুমি আসিয় বলিয়াছ, শীঘ্র তুমি আরাম হইবে। এ কথার অর্থ কি?—কুমারী যেন এখনও পাগল, ইহাই কি ঐ কথার অর্থ নয়?

মাজি।—(ডাক্তারের প্রতি) কুমারী আরাম হইয়াছেন, এই কথা তুমি বলিয়াছ, তবে এখন ইঁহাকে স্বগৃহে পাঠাইয়া দিতে পার?

ডাক্তার।—এখনও সম্পূর্ণ আরাম হন নাই। আপনি খালাস দিতে পারেন, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আর কিছু উপসর্গ হয়, তজ্জন্য আমি দায়ী হইব না।

রডিন।—তুমি ত সকল বিষয়েই দায়ী হও। রোগ হয় নাই, তথাপি চিকিৎসা করিতে আনিয়াছ। যদি সত্যকথা বল, তাহাতেও তুমি অপরাধী; সমস্তই মিথ্যা বলিতেছ। এই তোমার চিকিৎসাশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য! ছি—ছি—ছি। আমি তোমাকে শতবার বলিতেছি, ছি ছি—ছি।

ডাক্তার।—আমি বলিতেছি, ম্যাজিষ্ট্রেট পক্ষপাত করিতেছেন। অকারণে একটা লোক আমার এতাধিক নিন্দাবাদ করিতেছে, তিনি বারণ করেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেট।—সত্য নির্ণয় করা আমার প্রয়োজন। উপস্থিত ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্কে সত্য আরও পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। তন্নিমিত্তই আমি চুপ করিয়া আছি। এখন তুমি আমার কাছে বল, কুমারীকে গৃহে যাইবার অনুমতি দিতে পার কি না?

ডাক্তার।—বলিয়াছি ত, ভবিষ্যতে যদি কিছু হয়, আমি দায়ী হইব না।

রডিন।—না না না, দায়ী হইতে হইবে না। এ দুঃখীনা কুমারী আর তোমার সাধু সাহায্যের প্রত্যাশা রাখিবেন না।

ম্যাজি।—ডাক্তার যদি স্ব ইচ্ছায় কুমারীকে গৃহে পাঠাইয়া দেন, তবে আর আমার এখানে আইনানুসারে বাধ্য করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইবে না।

ডাক্তার।—কুমারী অদ্রিয়ানী খালাস পাইলেন। ইনি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনা।

ম্যাজি।—উত্তম। এখন কেবল একটী কার্য্য বাকী রহিল। পাগল অনুমান করিয়া কুমারী অদ্রিয়ানীকে তুমি পাগলা-গারদে আটক রাখিয়াছিলে কি না, আইনানুসারে তাহার তদন্ত হইবে; কি তোমার বলিবার আছে, তাহা আমরা শুনিব।

ডাক্তার।—উত্তম। যাহা আমি করিয়াছি, তাহাতে আমার নিজের জ্ঞান বিশ্বাসের অন্যথা হয় নাই।

ম্যাজি।—বিচারে তুমি নির্দ্দোষ হইলেই ভাল। (অদ্রিয়ানীর প্রতি) আপনি এখানে যতদূর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাহা অনুভব করিয়া আমার অতিশয় কষ্টবোধ হইতেছে; এক্ষণে আপনি ডাক্তার বেলিনিয়ারের নামে ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিশ করিতে পারেন, অথবা আইন ইঁহাকে জবাবদিহী করিতে বাধ্য করিবে। আর একটী কথা। এই মহৎ রডিন দয়াবশে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে উদ্ধার করিতে যত্নবান্; ইঁহার ইচ্ছা, আপাততঃ আপনি মার্শেল সাইমনের কন্যাদুটীকে আপন আশ্রমে স্থানদান করেন। সেই দুটী কন্যা সেণ্টমেরী মঠে আটক আছে, আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে চলিলাম।

অদ্রি।—মার্শেল সাইমনের কন্যারা প্যারিসে উপস্থিত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইবামাত্র সে দুটীকে আমি আমার বাটীতে আনিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সম্পর্কে তাহারা আমার ভগ্নী হয়। তাহাদিগকে নিজ বাটীতে রাখিয়া ভগ্নীর ন্যায় যত্ন করিব, ইহা আমার পরম সুখের বিষয় হইবে।

ম্যাজি।—(ডাক্তারের প্রতি) মার্শেল সাইমনের কন্যাদুটীকে আমি এখানে আনিব, ইহাতে আপনি সম্মত আছেন?

ডাক্তার।—আহ্লাদের বিষয়। আমার এই গৃহ এক্ষণে কুমারী অদ্রিয়ানীর নিজ গৃহস্বরূপ। আমি ইঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। আমি

তাহা ছাড়া আপনার প্রচুর সম্পত্তি ফাঁকী দিয়া লওয়া তাঁহাদের প্রধান মৎলব।

অদ্রি।—(সবিস্ময়ে) আমার?—আমার প্রচুর সম্পত্তি? কি প্রকার?

রডিন।—আপনি তাহা জানেন না। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সেণ্ট ফ্রান্সিস স্ট্রীট আপনার পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত অতুল বিভবে আপনি অধিকারিণী হইতেন।

অদ্রি।—তারিখ আমি জানিতাম না, বিশেষ বিবরণও জানিতাম না [illegible] নাগতিকে [illegible] আমার [illegible] পড়ে, তাহাতে জানিতে [illegible] পূর্ব্বপুরুষ

রডিন।—অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ঐ তারিখে তাহা বণ্টন করিয়া লইবেন, এইরূপ উইল।

অদ্রি।—ইঃ বুঝিলাম

রডিন্।—ঐ ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সমস্ত উত্তরাধিকারীর উপস্থিত হইবার কথা। যাহারা উপস্থিত হইতে না পারিবেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। অতএব আপনাকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে উহারা কৌশলজাল বিস্তার করিয়া আপনাকে [illegible] আটক করাইয়া রাখিয়াছিল।

অদ্রি।—[illegible] ডাক্তারের [illegible] সঙ্গে ষড়যন্ত্র [illegible] করিয়াছে। অর্দ্ধোক্ত তাঁহাকে [illegible] মার্শেল সাইমনের কন্যা ও আমার ন্যায় উত্তরাধিকারিণী সেই কারণে সে দুটীকেও তাঁহারা কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন।

রডিন।—কেবল আপনারাই তিনটী নহেন, আরও উত্তরাধিকারী বিদ্যমান।

অদ্রি।—(সবিস্ময়ে) আর কে?

রডিন।—ভারতবর্ষের একজন রাজকুমার, তাঁহার নাম জাল্মা। তিনিও উপস্থিত হইতে না পারেন, সেই মৎলবে বিষ খাওয়াইয়া তাঁহাকে অচেতন রাখিয়াছিল।

অদ্রি।—উঃ! কি ভয়ঙ্কর! আমি শুনিয়াছি, কুমার জাল্মা অতি মহৎ, অতি সাধু, তাঁহারেও বঞ্চনা? তিনি প্রাণগতিকে ভাল আছেন ত? এখন তিনি কোথায় তাহা কি আপনি জানেন?

রডিন।—নিশ্চিত ঠিকানা জানি না, কিন্তু তিনি প্যারিসে আসিয়াছেন, ইহা জানি। খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব, এমন আশাও রাখি। সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত তাদৃশ রাজকুমার দুষ্টলোকের চক্রে কষ্ট পান, ইহা [illegible] সততার আবেশ। তাঁহার দেশের [illegible] সমুচ্চ, মহত্ত্বগুণে তাঁহার অন্তরও সেইরূপ সমুচ্চ।

অদ্রি।—আহা! বিদেশ—নিঃসহায় নিঃসম্বল। এ অবস্থায় তিনি কোথায় থাকিবেন? ব্যগ্রতা করি, আপনি তাঁহার সন্ধান করুন, কালবিলম্ব করিবেন না। শুনিয়াছি সম্পর্কে তিনিও আমার ভাই হন।

রডিন।—আহা! বালক—বালকই বৈ আর কি? আঠার উনিশ বৎসর বয়স, ভাল মন্দ কিছুই জানেন না; সরলতার মণির সকলের উপরেই বিশ্বাস, না জানি, কি বিপদেই পড়িবেন। ভারতভূমি হইতে প্যারিসে আসিয়াছেন, সে দেশের সঙ্গে তুলনায় প্যারিস তাঁহার পক্ষে নরক।

অদ্রি।—দয়া করুন, দয়া করুন, অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে বাহির করুন, সকল বিপদ হইতে আমি তাঁহাকে রক্ষা করিব। যথার্থ রাজপুত্রের মত সুখে রাখিব।

রডিন।—রাজপুত্রের মত থাকাই তাঁহাকে শোভা পায়। কি চমৎকার রূপ! সে রূপ

দেখাইয়া ভিতরে ভিতরে ভণ্ডামী খেলা সেই দলের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য।

অদ্রি।—আবার আপনি দলের কথা বলিতেছেন, দলটা কি প্রকার?—দলের ভিতর কে কে আছে?

রঙিন।—তাহা আমি ব্যাখ্যা করিতে পারিব না। দলের মধ্যে অসংখ্য লোক, ক্রমাগত একমাস বকিলেও সকল কথা আপনাকে বুঝাইয়া বলা আমার পক্ষে অসাধ্য। বিশেষতঃ দুষ্ট লোককে সর্ব্বদা ভয় করিয়া চলিতে হয়।

অদ্রি।—কি এত ভয়? দলশুদ্ধ কথা যখন আপনি বলিতেছেন, তখন দলের কথা বলিতে এত ভয় কেন? এখানে অন্য লোক নাই, আমি মাত্র শুনিব, আমার মুখ। আর কেহ শুনিতে পাইবে না, তবে আপনি কেন এত ভয় করিতেছেন?

রঙিন।—অন্য কেহ এখানে নাই বটে, কিন্তু মা! আপনি জানেন না, ভয়ঙ্কর ভয়ের গুপ্তকথা শুনিবার সময় ঘরের দেয়ালগুলিরও কাণ হয়।

অদ্রি।—দেয়ালের কাণ মনুষ্যের কাণ? কোন কথা লইয়া যাইতে পারিবে না। আমি শুনিব, শুনিয়া রাখিব, আমার প্রয়োজন আছে।

রঙিন।—(চুপি চুপি) একান্তই যদি শুনিবেন, কাজেই আমাকে বলিতে হইল। রোম নগরে যীশুখৃষ্টের সভা নামে একটা গুপ্তসভা আছে। জগতের সর্ব্বত্র, প্রধান প্রধান নগরে সেই সভার অনেক শাখা আছে। প্রত্যেক শাখায় উহাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গুপ্ত গুপ্ত দূত আছে, গুপ্ত গুপ্ত দূতী আছে, তাহারা দলপতিগণের আজ্ঞা পালন করে। দলপতিরা—শিষ্যেরা, দূতেরা, সকলেই যেসুত ধর্ম্মাবলম্বী।

অদ্রি।—(হাস্য করিয়া) এই কথা?—এই কথার জন্য এত গোপন?—এই কথার জন্য এত ভয়?—আজিও কি জগতে যেসুত-সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে? পূর্ব্বে ছিল বটে, অনেক দিন হইল তাহা লোপ পাইয়াছে; এখন আর বৈশব-সংসারে যেসুত নাই।

রঙিন।—(শিহরিয়া চুপি চুপি) বেশ আছে, গোপনে গোপনে চলে। বাহিরে সকলে জানিতে পারে না, ভিতরে ভিতরে কার্য্য হয়। ও সব কথা আপনি ছাড়িয়া দিন। আপনার নিজের কথাই আলোচনা করুন্। রাজকুমার আলম্মা পরম সুন্দর, সন্ধান করিয়া আমি তাঁহাকে বাহির করিব, আপনার কাছে আনিয়া দিব, আপনি তাঁহাকে সুন্দর প্রাসাদে রাখিবেন। মার্শেল সাহেবের কন্যা দুটীকে নিকটে রাখিয়া ভগিনীর ন্যায় যত্ন করিবেন। আপনি ধনবতী, গুণবতী, দয়াবতী, আপনার অন্তঃকরণ মহৎ, আপনার বাকশক্তি চমৎকার। আপনার হৃদয় সরলতার সমুদ্র, আপনাকে [illegible] করিয়া আমি ধন্য হইলাম।

অদ্রি।—আপনি ত আমারে এই প্রথম দেখিলেন, আমিও আপনাকে এই প্রথম দেখিলাম, আমার অন্তরের ভাব ইতিমধ্যে আপনি কিরূপে জানিলেন?

রঙিন।—তাহাও আপনি শুনিতে চান? তবে তাহা অপ্রকাশ রাখিব না। যে দিন সন্ধ্যাকালে আপনাকে ডাক্তার বেলানিয়ার এখানে আনিয়া কয়েদ করে, সেই দিন বৈকালে আপনার জ্যেঠাইমার গৃহে তাঁহার বন্ধুগণের সভা হইয়াছিল। সে কথা আপনার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, সেই সভায় উপস্থিত হইয়া যে প্রকারে আপনি হৃদয়োচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার সরলতা অতি প্রশংসনীয়রূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

অদ্রি।—আপনি ত সেখানে উপস্থিত

অধিষ্ঠাত্রী এই কুব্জাকে কর্ম্ম দিতে চাহিয়াছিলেন, কুব্জা অস্বীকার করিয়াছিল, অদ্রিয়াণীর প্রতি সুশীলা কুব্জার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে, রডিন পূর্ব্বেই তাহা শুনিয়াছিলেন। অদ্রিয়াণীর কাছে কুব্জা যেরূপ আদর পাইল, সাক্ষাৎ ত রডিন তাহা দেখিলেন। তাহার অন্তর শূল বাজিল, চক্ষে যেন বিষ লাগিল, কি হইল অদ্রিয়াণী কিম্বা কুব্জা তাহা বুঝিবার অগ্রে রডিন আবার শীঘ্র শীঘ্র আত্মসংযম করিলেন। অদ্রিয়াণীর প্রতি কুব্জার ভক্তি, কুব্জার প্রতি অদ্রিয়াণীর স্নেহ, রডিনের চক্ষে ইহা সহ্য হইল না পূর্ব্বকথা শুনিয়া কুব্জাকে তিনি শত্রু ভাবিয়াছিলেন, এখন আবার দৃঢ় হইল। কুব্জা নিশ্চয়ই অনর্থ ঘটাইতে পারে, রডিন মনে মনে ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন।

অত্যধিক আদর প্রাপ্ত হইয়া কুব্জা অশ্রু প্রবাহে অভিসিক্ত হইল বিচিত্র রেশমী রুমালে অদ্রিয়াণী স্বহস্তে তাহার নেত্র জল মুছাইয়া দিলেন। রুদ্ধস্বরে কুব্জা কহিল "আপনার দয়া অসীম, আপনার তুল্য দয়াবতী রমণী ইহ সংসারে দ্বিতীয় নাই "

রডিন এই সময় নিকটে আসিলেন। তাঁহার মুখপানে চাহিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "দেখুন্ মহাশয়। এই একটী অমূল্য ধন, অদ্যই এই ধন আমি প্রাপ্ত হই। ছি, আমি ইহাকে যেমন ভালবাসি আপনিও সেইরূপ ভালবাসুন "

কুব্জাকে সেলাম করিয়া রডিন কহিলেন, "চেহারায় অথবা অবস্থায় সকল বিচার হয় না গরীবের ভিতর অমূল্য ধন থাকে, সাক্ষাতে আমি দেখিলাম। আপনি ইহাকে ভালবাসেন, আমিও সগৌরবে ভালবাসিব।"

মুখ তুলিয়া কুব্জা তখন রডিনের মুখ দেখিল, শবের ন্যায় রক্তশূন্য মুখ দেখিয়া কুব্জা চমকিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য! কুব্জা ইতিপূর্ব্বে কখনও রডিনকে দেখে নাই, রডিন হাসিতেছেন, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া কুব্জার ভয় হইল। প্রথমদর্শনেই রডিনকে কুব্জার ভয়, কুব্জাকে দেখিয়াও রডিনের ভয়। কি যেন বিপদ ঘটিবে— এইরূপ আশঙ্কা করিয়া কুব্জা অনিমেষে রডিনের বিকটমুখ দেখিতে লাগিল। কাহার বিপদ ঘটিবে, কুব্জা তাহা বুঝিল, যাঁহাদিগকে সে ভালবাসে, যাঁহারা তাহাকে ভালবাসেন, এই কদাকার মনুষ্য তাঁহাদিগকে বিপদে ফেলিবে, ইহাই কুব্জার আশঙ্কা। আতঙ্কে আতঙ্কে অদ্রিয়াণীর কাছে সরিয়া গেল, কিন্তু শঙ্কাকুল চক্ষু রহিল রডিনের মুখের দিকে। রডিনও অনিমেষনেত্রে কুব্জার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রডিনের চাহনি দেখিয়া অদ্রিয়াণীর বিস্ময় জন্মিল।

মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রডিন কুব্জাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইতিপূর্ব্বে তুমি না একবার সেণ্টমেরী মঠে গিয়াছিলে? ঠিক ঠিক। তুমিই বটে!'

এই কথা বলিয়া অদ্রিয়াণীর দিকে চাহিয়া রডিন পুনর্ব্বার কহিলেন, "এই দুঃখিনী বালিকা খুব তেজস্বিনী। যেমন মেয়ে আমরা দেখিতে চাই, ঠিক সেইরূপ মেয়ে এটি। যখন ইহার কাজ কর্ম্ম ছিল না, সেই সময় ঐ মঠের অধিশ্বরীর নিকটে এই কন্যা উপস্থিত হইয়াছিল। মঠেশ্বরী ইহাকে একটী কর্ম্ম দিয়া গুপ্তদূতীর কাজ করাইতে চাহিয়াছিলেন। বিশেষ মর্য্যাদা জানাইয়া এই কন্যা তাহাতে নারাজ হয়।

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "কি লজ্জা! এই নিরীহ বালিকাকে গুপ্তদূতীর কাজ করিতে বলা কতদূর লজ্জাকর, মঠেশ্বরী তাহা বুঝিতেন না জানিতেন না।"

সজলনয়নে কুঞ্জা বলিল, "সত্যই তিনি আমাকে জানিতেন না। ভাবিয়াছিলেন, আমি গরীব, কাজকর্ম্ম নাই, যে কোন কাজ পাইলেই আমি চরিতার্থ হইব। হা পরমেশ্বর! পাপকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ! তেমন জীবনে কি প্রয়োজন?"

এই প্রসঙ্গে, অন্য প্রসঙ্গে কুঞ্জার সঙ্গে রডিনের অনেক কথা হইল, মধ্যে মধ্যে প্রণয় প্রসঙ্গও উঠিল। অদ্রিয়াণীকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া এক এক কথায় তাঁহাকে সাক্ষী মানিয়া [illegible] ভঙ্গীক্রমে কুঞ্জার প্রশংসা করিলেন, কুঞ্জার বুদ্ধিকে অনেক উচ্চ তুলিলেন, [illegible]র মেয়ের ধর্ম্মজ্ঞান কত প্রবল, ব্যাখ্যা [illegible] আপনা আপনি বিস্তর শ্লাঘা প্রকাশ [illegible]লেন। কোন কোন কথায় কুঞ্জা [illegible] হইল, কোন কোন কথায় লজ্জা পাইল, [illegible] কোন কথায় দুই একটা উত্তর করিল [illegible] কোন কথায় মাথা হেঁট করিয়া নীরব [illegible] রহিল।

[illegible] কথা হইল। কথার মধ্যে এগ্রি[illegible] কোন [illegible] প্রশংসা উঠিল। রডিনের মুখে এগ্রি[illegible] প্রশংসা! কুঞ্জা তাহা শ্রবণ করিয়া [illegible] হইল, কিন্তু এক একবার মাথা হেঁট করিল।

[illegible] দিয়া অদ্রিয়াণী কুঞ্জাকে কহিলেন, '[illegible]! আমি এখান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া [illegible] তোমার কোন ভাবনা নাই। তোমা[illegible] আমি পুরস্কৃত করিব, এগ্রি-কো[illegible] পুরস্কার পাইবেন। শুভসময়ে তুমি এখানে [illegible] মিলিয়াছ, আমি তোমাকে প্রিয়[illegible] করিয়া আপনার কাছে রাখিব, আর [illegible] কোন কষ্ট থাকিবে না।"

[illegible] হইয়া কুঞ্জা কহিল "এত অনুগ্রহ আমার উপর? আমি কি আপনার সহচরী হইবার যোগ্যা? পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমি আপনার দাসী হইয়া থাকিব। আপনি বলিলেন, শুভসময়ে আমি এখানে আসিয়াছি, অন্যপক্ষেও শুভ সময়ের লক্ষণ।"

অদ্রিয়াণী—কি লক্ষণ বুঝিয়াছ?

কুঞ্জা—অদ্য প্রাতঃকালে মসূর দাগোবার্ট একখানি পত্র পান, এইখানে আসিবার আমন্ত্রণ। পত্র পাঠ করিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন, মার্শেল সাইমনের কন্যাদের উদ্ধার করিবার পরামর্শ। আমাকে তিনি কহিলেন, 'কুঞ্জা! তুমিও আমার সঙ্গে চল, মেয়ে দু'টীকে তুমি ভালবাসিয়াছ, আমি তাহাদের কোলে পাইব; দেখিয়া তুমি খুসী—"

রডিন এই সময় চুপ করিয়াছিলেন। অদ্রিয়াণী তাঁহার বদনে কটাক্ষপাত করিলেন। মস্তক চালন পূর্ব্বক রডিন কহিলেন, "হুঁ, হাঁ, সেই পত্র আমি লিখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে দস্তখত করি নাই, কেন লিখিয়াছি তাহাও প্রকাশ করি নাই। কি জন্য গোপন, এখনই তাহা আপনি জানিবেন।"

অদ্রি।—(কুঞ্জার প্রতি) ভগি! তবে তুমি একাকিনী আসিলে কেন?

কুঞ্জা।—(সসম্ভ্রমে) ঐ যা! আমি এখানে আসিলাম, আপনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। ভয়ের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

রডিন্।—কিসের ভয়?

রডিনের প্রশ্নে উত্তর না দিয়া অদ্রিয়াণীর দিকে চাহিয়া কুঞ্জা বলিল, "আপনি এখানে আছেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, সে পত্র আপনি লিখিয়াছেন। দাগোবার্টকে তাহাই বলিলাম, তিনিও তাহাই ভাবিলেন। উভয়ে আমরা এক সঙ্গে বাহির হই, এই বাড়ীর দ্বারদেশে আসিয়া দ্বারপালকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন,

দাগো।—(গম্ভীরস্বরে) মা! আপনার কথায় বাধা দিয়া আমি অপরাধী হইতেছি, কিন্তু এই লোকটাকে দেখিয়া এখনও আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে।

অদ্রি।—(রডিনের দিকে চাহিয়া করুণবচনে) এ লোকের পরিচয় যদি আপনি পান, তাহা হইলে বুঝিবেন, ইহার কোন দোষ নাই।

দাগো।—(রডিনের প্রতি) এই করুণাময়ী মহিলার অনুগ্রহে আজ তোর প্রাণ রক্ষা হইল। দূর হ।—এখনই এখান হইতে চলিয়া যা!—যদি থাকিস, আমার হস্তে তোর নিস্তার থাকিবে না!

রডিন।—(ম্লানবদনে প্রস্থানোদ্যত হইয়া)।

দাগো।—(ভূতলে পদাঘাত করিয়া) খবরদার! এখানে যদি থাকিস, যাহা আমি করিব, তাহার জন্য আমি দায়ী হইব না।

অদ্রি।—(করুণস্বরে) মহাশয়! আপনার এই মহাক্রোধের কারণ কি?—মানুষের চেহারা দেখিয়া দোষ গুণের বিচার করিতে নাই। আপনি স্থির হউন, যাহা আমি বলি, শ্রবণ করুন।

দাগো।—(নিবারিত কণ্ঠে) স্থির হইব?—মা! আপনি আমাকে স্থির হইতে বলেন?—কেমন করিয়া স্থির হইব?—বাহজ্ঞান আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি কেবল এখন একটীমাত্র চিন্তা করিতে পারি, মার্শেল সাইমন, তিনি—সেই মহাপুরুষ আসিতেছেন,—শীঘ্রই মার্শেল সাইমন প্যারিসে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

অদ্রি।—(সবিস্ময়ে) আসিতেছেন?—মার্শেল সাইমন?—সত্য?

দাগো।—কল্য সন্ধ্যাকালে আমি তাঁহার একখানি পত্র পাইয়াছি, শীঘ্রই তিনি আসিবেন। বন্দরে নামিয়াছেন। এই হতভাগা বদমাস্ লোকদিগের কুচক্রজাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে; আজ তিনদিন সেই মেয়ে দু'টীকে খালাস করিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছি, কৃতকার্য্য হইতেছি না, দুষ্টলোকেরা ভগ্নমনোরথ হইয়া ক্ষান্ত হইতেছে না? এই লোকটা ক্রমাগত কুমন্ত্রণা দিতেছে, ইহারা আবার নূতন প্রকার ফন্দী আঁটিতেছে। যাহাই করুক্, সকল বিষয়েই আমি প্রস্তুত!

রডিন।—(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) মহাশয়! আমার একটী—

দাগো।—(দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া) দূর হ।—দূর হ! এই মানবতী কুমারী এখানে যদি না থাকিতেন, এক মুষ্ট্যাঘাতে আমি তোকে নিপাত করিতাম।

রডিন।—(অদ্রিয়াণীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া শান্তবদনে) যাইতেছি মহাশয়! যাইতেছি। যাইতেই ত ছিলাম, হঠাৎ আপনি আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

যাইবার উপক্রমে মৃদুপদে অদ্রিয়াণীর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া রডিন তাঁহার কাণে কাণে কহিলেন, দুর্ভাবনায় এই বীরপুরুষের মস্তিষ্ক ঘটিয়াছে, আমার কথা ইনি শুনিতে পারিবেন না, আমি যাই, আমার থাকিবার প্রয়োজন নাই আপনি ইঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবেন, সহজেই ইঁহাকে হস্তগত করা যাইবে।"

এই কথা বলিয়া দাগোবার্টের অলক্ষিতে পকেট হইতে একটা পুলিন্দা বাহির করিয়া অদ্রিয়াণীর হস্তে দিলেন;—কহিলেন, 'এইটী আপনি এই সৈনিকপুরুষকে দিবেন, ইহাই আমার উত্তম প্রতিশোধ।"

কুটিলনয়নে দাগোবার্টের দিকে চাহিতে চাহিতে রডিন বাহির হইয়া গেলেন। দাগোবার্ট চিন্তামগ্ন হইয়া বক্ষপরিকরে অবনত-মস্তকে গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া —

আশ্চর্য্য সংঘটন। দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া তিনি কহিলেন, "পারিসে আসিয়া শ্রী পুত্রে দেখিয়াছি; মার্শেল সাইমনকে দেখিব, ইহা আমার পরমানন্দ। তদ্ব্যতীত এই লকেটী সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য। মা! আপনার সম্মুখে সেই লোকের আমি দুরবস্থা করিয়াছি, ভাল করি নাই সে লোকটী যথার্থই ভালমানুষ, তাঁহাকে আমি ফিরাইয়া আনিব, তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিব, তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ দিব।

এই অবসরে অদিয়াল কহিলেন, "ঐ লি লকেটী আমার হস্তে দিবার সময় সে কটী আমার কাণে কাণে বলিয়া দিয়াছে, সেই তাঁহার উত্তম প্রতিশোধ।

ব্যস্ত হইয়া দাগোবার্ট কহিলেন "যথার্থই তাহাই। এখনই আমি চলিলাম, এখনই তাহাকে আমি ফিরাইয়া আনিব।

বলিয়াই তিনি ক্রতগতি গৃহ হইতে বাহির হইয়া উপর হইতে নীচে নামিলেন, নীচের সিঁড়িতেই রডিনকে পাইলেন, ব্যগ্রভাবে রডিনের হস্ত আকর্ষণ করিয়া চঞ্চলস্বরে কহিলেন, "মহাশয়! উপরে আসুন—উপরে আসুন।"

দাঁড়াইয়া প্রশান্তবদনে রডিন কহিলেন, "এই সময় আপনার মুখে এই কথা। এইমাত্র আপনি আমাকে উপর হইতে তাড়াইয়া দিলেন, বার বার বলিলেন, 'দূর হও! দূর হও!' আবার এখন বলিতেছেন, উপরে চলুন, কোন কথাটী আমি মান্য করিব?"

দাগো।—আমি কুকার্য্য করিয়াছি। যখন আমি কুকার্য্য করি, বুঝিতে পারিলেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকি। কুমারীদের সাক্ষাতে আমি আপনার অপমান করিয়াছি, কুমারীদের সাক্ষাতেই ক্ষমা চাহিব, ক্ষমা করুন, আপনি আমার সঙ্গে উপরে চলুন।

রডিন।—(শান্তস্বরে) বাধিত হইলাম। কিন্তু মহাশয়! এখন আমি বড় ব্যস্ত।

দাগো।—সহস্র কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও আমি আপনাকে ছাড়িব না; এখনই আপনাকে উপরে যাইতে হইবে। নতুবা—নতুবা না,—এখনই আমার সঙ্গে আপনাকে উপরে যাইতে হইবে। আমার প্রাণোপম প্রিয় বস্তু—রাজসম্ভ্রমের নিদর্শন পদক আপনি আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, আপনার পূজা না করিলে সে আনন্দ আমার পূর্ণ হইবে না। আসুন আপনি।

উভয়ে উপরে চলিলেন। যাইতে যাইতে মনের আবেগে দাগোবার্ট কহিলেন, "কেবল ঐ পদকটী প্রত্যর্পণ করিয়া আপনি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, এরূপ নহে, আরও আমি অন্য কারণে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। সেই রূপাময়ী কুমারী আমাকে বলিলেন, মার্শেল সাইমনের কন্যাদুটীকে আপনি আমার হস্তে প্রদান করিবেন। ধন্য পরমেশ্বর! বলুন বলুন্ কথা কি সত্য?—সত্যই কি আপনি আমার কোলের নিধি দুটীকে আমার কোলে আনিয়া দিবেন?

রডিন।—(ধূর্ত্ততায় মৃদু হাসিয়া একটু পূর্ব্বে গর্জ্জন, একটু পরেই সাগ্রহ প্রশ্ন। আপনি বেশ লোক। আমি সত্য বলিতেছি, অতি শীঘ্রই আপনি হারানিধি কোলে পাইবেন।

দাগো।—ব্যগ্রস্বরে) আজি আমি পাইব! আজই আপনি সে দুটীকে আমার কোলে আনিয়া দিবেন?

রডিন।—চেষ্টা সেই প্রকার। এখন দেখা যাউক্, কতদূর সিদ্ধ হয়।

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে উপরে উঠিলেন। দাগোবার্ট যেন বিজয়ী পুরুষের ন্যায় জোরে টানিয়া টানিয়া বৃদ্ধ যেসুৎকে উপরে

লইয়া তুলিলেন; সানন্দে উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "পাইয়াছি! পাইয়াছি! ভাগ্যক্রমে সিঁড়িতেই দেখা হইয়াছিল, আদর করিয়া আনিয়াছি।"

রডিন।—আদর করিয়া আনিতে পারেন নাই, টানিয়া হিঁচড়াইয়া আনিয়াছেন। শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়াছেন।

দাগো।—(গম্ভীরস্বরে) এখন আমি এই কুমারী [illegible] সমক্ষে স্বীকার করিতেছি, আপনার [illegible] দান করিয়া আমি বড় কুকর্ম্ম করিয়াছি, ক্ষমা [illegible] হইতেছি; আহ্লাদ পূর্ব্বক বলিতেছি, আপনার কাছে আমি উপকার-ঋণে ঋণী। যখন [illegible], তখন আমি অবশ্যই পরিশোধ করি[illegible] নিশ্চিন্ত থাকি না।

[illegible]ন। কি উপকার আমি করিয়াছি? কোন [illegible] কথা আপনি বলিতেছেন?

[illegible]—(পদকটী রডিনের চক্ষের কাছে ধরিয়া) [illegible] উপকার! এই পদক। এই পদক [illegible] পক্ষে কত পূজ্য, তাহা আপনি [illegible] না।

[illegible] ইহা দ্বারা আপনি ধনরত্ন লাভ করি[illegible] এইরূপ অনুমান হয়। সেই জন্য [illegible] আমি আনিয়াছিলাম, স্বহস্তেই আপনা[illegible], সেইরূপ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপ[illegible] [illegible] তাড়না করিলেন, তাই [illegible] ভয়ে ভয়ে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার [illegible] নাই।

[illegible]।—অপ্রস্তুত হইয়া সে কথা আর মনে [illegible] না। সত্যই আমি আপনা আপনি [illegible] অনুতপ্ত হইয়াছি।

[illegible]।—ঐ পদকটী তবে সামান্য নয়, উহা আপনার মহাপূজ্য?

দাগো।—(পদক চুম্বন করিয়া) মহাপূজ্য! মহাপূজ্য! [illegible] আমার রাজনিদর্শন। যিনি দিয়াছেন, তিনি আমার ইষ্টদেব, তাঁহার [illegible]স্পর্শে ইহা পবিত্র।

রডিন।—(সসম্ভ্রমে পদক দর্শনের ভান করিয়া) নেপোলিয়ন—মহাবীর নেপোলিয়ন; স্বহস্তে তিনি এই সম্মান-নক্ষত্রটী স্পর্শ করিয়াছিলেন!—সেই বিজয়ী হস্তদ্বারা আপনি ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন?

দাগো।—সগৌরবে) হাঁ মহাশয়। সম্রাট্ নেপোলিয়ন স্বহস্তে এইটী আমাকে দিয়াছেন। পঞ্চমবার যখন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হই, সম্রাট্ সেই সময় এই পবিত্র পদক আমার বক্ষঃস্থলে পরাইয়া দেন। রুধিরপ্লাবিত বক্ষঃস্থল, পদক স্পর্শে আমি শান্তিলাভ করি। অনাহারে যদি আমার প্রাণ যাইবার উপক্রম হয়, তথাপি ভক্ষ্যদ্রব্যের অন্বেষণ না করিয়া এই পদক আমি বক্ষে ধারণ করিব। আসন্নকালেও এই পদক বুকে বাঁধিয়া মরিব।

রডিন।—সকম্পনে) তবে ত এতৎস্পর্শে আমার হস্ত পবিত্র হইল। মহামহা নিধি। আজ অতি শুভদিন। আজ প্রাতঃকালে শুভবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্যই আমি আপনার নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম।

দাগো।—অধিক বিস্ময়ে) কোন্ পত্র?—সেই বেনামী চিঠি? সে পত্রখানি কি আপনি লিখিয়াছিলেন?

রডিন।—আমিই লিখিয়াছিলাম আবার আইবণী পাছে কোন নূতন ফাঁদ প্রস্তুত করে, সেই ভয়ে নাম স্বাক্ষর করি নাই, বিশেষ কোন কথাও তাহাতে লিখি নাই।

দাগো।—তবে কি আমি মেয়ে দুটীকে আজ প্রাপ্ত হইব?

রডিন।—(প্রসন্নবদনে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক) হইবেন।

অদ্রি।—(সহাস্যবদনে) মেয়ে দুটীকে তব

...আপনি এখনই প্রাপ্ত হইবেন। দেখুন্ দেখি, এই ভদ্রলোকের আমি প্রশংসা করিয়াছিলাম, তাহা কি অকারণ ?

দাগো।—(সানন্দে) অগ্রে কেন ইনি সে কথা বলেন নাই ?

রডিন।—প্রবেশ করিয়াই অগ্রে আপনি গলা টিপিয়া আমার দম বন্ধ করিয়াছিলেন।

দাগো।—আবার কেন সে কথা ? কন্যাদের জন্ম আমি জ্ঞানহারা হইয়াছিলাম। বিশেষতঃ আপনি এত ভদ্রলোক, ইহা আমি জানিতাম না। পূর্ব্বে আমি আইরিনীর সঙ্গে আপনাকে দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই প্রথম দর্শনে—

রডিন।—(অদ্রিয়াণীকে অভিবাদন করিয়া) এই গুণবতী কুমারী আপনাকে বলিবেন, আমি অন্ধকারে ছিলাম। না জানিয়া আমি সেই বিশ্বাসঘাতকের বহুতর কুকার্য্যে সহায়তা করিয়াছি; তাহার পর ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের ভিতর হইতে সুপথ দেখিতে পাই, তদবধি কুপথ পরিত্যাগ করি। সত্যপথে আসিয়াছি। যাহা সত্য, যাহা সৎ যাহা ধর্ম্মানুগত, এখন আমি তাহারই অনুসরণ করি।

অদ্রি।—(প্রফুল্লবদনে দাগোবার্টের দিকে চাহিয়া) যাহা ইনি বলিতেছেন, সমস্তই সত্য।

রডিন।—(গম্ভীরবদনে) পত্রে আমি স্বাক্ষর করি নাই, পাছে কোন সন্দেহ হয়, সেই ভয়ে নাম অপ্রকাশ মঠে যাইতে না লিখিয়া এখানে আসিতে লিখিয়াছিলাম। তাহার কারণ এই যে, মঠের দরওয়ানে অথবা তথাকার লোকেরা যদি আপনাকে চিনিতে পারে, তাহা হইলে বিপদ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল।

অদ্রি।—(সচকিতে) ডাক্তার বেলিনিয়ার সব জানেন। ভয় দেখাইয়া তিনি আমারে বলিয়াছিলেন, চক্রীদের নামে যদি আমি নালিশ করি, তাহা হইলে সপুত্র দাগোবার্ট নিতান্তই বিপদে পড়িলেন।

রডিন।—সে ভয় নাই। যাহা করিতে হয়, আমি ব্যবস্থা করিয়া দিব। এই বীরপুরুষ এক্ষণে নিরাপদ।

অদ্রি।—(সানন্দে) সকলদিকেই মঙ্গল। একজন সদাশয় মাজিষ্ট্রেট একটু পূর্ব্বে মার্শেল সাইমনের কন্যাদুটীকে আনিবার জন্য মঠে গিয়াছেন; এইখানেই আনিবেন। আমার বাড়ীতেই আপাততঃ তাহারা থাকিবে। মহৎ দাগোবার্ট! আপনার সম্মতি ব্যতিরেকে সে কার্য্যে আমি সম্মত হইতে পারি না; কেন না, তাহাদের গর্ভধারিণী সে দুটীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

দাগো।—স্বচ্ছন্দে আপনি মাতৃহীনা মেয়ে দুটীর মাতৃস্থানীয়া হইতে পারেন; কিন্তু আমার একটী প্রার্থনা। যে ঘরে তাহারা থাকিবে, আমি দিবারাত্রি সেই ঘরের দরজায় বসিয়া থাকিব। তাহারা যদি আপনার সঙ্গে কোথাও বেড়াইতে যায়, আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইব, দূর হইতে তাহাদের প্রতি নজর রাখিব। আমার একটী কুকুর আছে? তাহার নাম কৌতুক। সেই কুকুরটী আমা অপেক্ষাও উত্তম রক্ষাকর্ত্তা; কুকুরের ন্যায় আমিও মেয়ে দুটীকে চৌকী দিব। মার্শেল সাইমন এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে আর আমার চৌকী দিবার প্রয়োজন থাকিবে না। অচিরেই তিনি আসিবেন।

রডিন।—মার্শেল সাইমন শীঘ্র আসিলেই ভাল হয়, আবি আইরিনী জব্দ হয়। তাঁহার মেয়ে দুটীর উপর সে ব্যক্তি—সেই নিষ্ঠুর ব্যক্তি যত দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তিনি আসিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবেন।

দাগো।—(শিহরিয়া) আবি আইরিনীর ভাগ্যে কি আছে, তাহা আপনি জানিতেছেন

আহ্লাদে ও কথাটা আমার মনেই ছিল না। পদকটী আপনার হস্তে কিরূপে আসিল?

রডিন।—তাহাই ত বলিতেছি। লিপ্‌-জিকে মোরকের সঙ্গে আবি অ্যাইবিনীর যোগাযোগ। মোরক আপনার এই পদকটী চুরি করিয়া প্যারিসে পাঠাইয়াছিল।

দাগো।—এতদিনে প্রকাশ পাইল। কাগজ পত্র, পদক, টাকা, সমস্তই সেই সব ইনানা হইতে চুরি যায়। আমি ভাবিয়াছিলাম দুর্ভাগ্য, অন্য চোর চুরি করিয়াছে

রডিন।—(ঈষৎ কম্পিত স্বরে) অন্য চোর নয়, মোরক চোর। মোরকের একজন চেলা, তাহার নাম গলিয়, সেই ব্যক্তি আপনার বাসা হইতে অন্ধকার-রাত্রিতে ঐ সকল জিনিষ চুরি করিয়া মোরককে দিয়াছিল, মোরক উহা এখানে আবি আইবিনীর নিকট পাঠাইয়াছিল। আবি আইবিনীর আদেশেই সেই চৌর্য্যকাণ্ড হইয়াছিল, তাহা আমি বেশ জানি। গত পরশ্ব আবি আইবিনীর আলমারীর জিনিষ পত্র দেখিতে দেখিতে আমি ঐগুলি প্রাপ্ত হই; আপনার পদক, আপনার দলীলপত্র, ইহা বুঝিতে পারিয়া সংগোপনে আপন পকেটে রাখিয়াছিলাম, আনিয়া দিয়াছি।

অঙ্গ্রি।—আপনি ভালই করিয়াছেন। চোরে যাহা লইয়াছিল, আপনি তাহা উদ্ধার করিয়াছেন, ইহাতে আপনার পুণ্যলাভ হইবে। কিন্তু আবি আইবিনী কি ভয়ঙ্কর ক্ষমতাই পরিচালন করেন। স্বদেশে প্রতিপত্তি বরং সম্ভব, বিদেশে এতাধিক প্রভুত্ব সাধারণ বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। ইতিপূর্ব্বে আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার অল্প অল্প সন্দেহ ছিল, এখন সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া গেল। আপনার সমস্ত বর্ণনাই অখণ্ড সত্য।

রডিন।—(স্বগত ভাবে) কি আমি বলিযাছি—কি আমি বলিয়াছি! আপনি সে সব কথা মনে রাখিবেন না, সে সব কথা আর মুখে আনিবেন না;—কে কোথা দিয়া শুনিবে, বিপদের উপর বিপদ্ ঘটিবে।

কুব্জা এতক্ষণ একপাশে দাঁড়াইয়া রডিনের সব কথা শুনিতেছিল, আড়ে আড়ে এক একবার তাহার দিকে চাহিতেছিল। দেখিয়া অবধি লোকটার প্রতি তাহার যে ঘৃণা জন্মিয়াছে, তাহা কমিতেছে না, ক্রমেই বরং বাড়িয়া উঠিতেছে। মুখ দেখিলে ভয় হয়, কুব্জা সেই মুখ বারবার দেখিতেছে, ঘৃণার সঙ্গে তাহার হৃদয়ে ভয়েরও সঞ্চার হইতেছে।

রডিন একটী সুপণ্ডিত ধূর্ত্ত। তাহার ধূর্ত্ততার জয় প্রায় সর্ব্বত্র। সকলের অলক্ষ্যে তিনিও এক একবার কুব্জার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন। কুব্জার মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার মনেও বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতেছে। রডিন ভাবিতেছেন, এ ছুঁড়ীকে বশীভূত করিতে না পারিলে সকল প্রকার চাতুর্য্য সকল স্থলে সুসিদ্ধ হইবে না, ছুঁড়ী অতিশয় বুদ্ধিমতী। ইহার তেজস্বিতাও কম নয়, ভয় দেখাইয়া ইহাকে নিরস্ত করা কঠিন হইবে, আদর করিতে হইবে।

ভাবিয়া ভাবিয়া খানিকক্ষণ মৌন থাকিয়া রডিন মনে মনে একটা নূতন ফন্দী আঁটিলেন। শঠশক্তি কুব্জা কন্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি একটী দুঃখিনী ভগ্নী আছে।"

কুব্জা প্রথমে চমকিয়া উঠিল। দুঃখিনী ভগ্নী কেন বলে, সরলা প্রথমে তাহা বুঝিতে পারিল না। লজ্জা হইল,—লজ্জায় বদন অবনত করিয়া লজ্জাবতী মনে মনে ভাবিল, সম্প্রতি যাহাকে রাণীর ন্যায় আমোদিনী দেখিয়াছি, কুৎসিত আমোদে যাহার অহঙ্কার

দুটীকে মারিয়া ফেলিবে! কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ!

হস্তদ্বারা নয়নাবরণ করিয়া দাগোবার্ট একখানা চেয়ারের উপর হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িলেন। সকলের মুখেই উৎকণ্ঠা! ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি পুনঃপুন প্রশ্ন, ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখে কেবল ঐ একমাত্র উত্তর। উদ্বেগে, চিন্তায়, বিমর্ষে সকলেই অন্যমনস্ক। পুনর্ব্বার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সম্বোধন করিয়া অদ্রিয়াণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মঠের বিবির যখন দুঃসাধ্য অস্বীকার, তখন আর কি করা যায়?—কি উপায়ে মেয়ে দুটীকে উদ্ধার করা যায়?—মঠে নাই, কোথায় অন্বেষণ করিয়া বাহির করা যায়?—(অনুমানে রডিনের প্রতি) আপনি ইহার উপায় করুন;—আপনি আমাদের পরম হিতৈষী,—আপনি আমাদের পরমবন্ধু, আপনি আমাদের দেবদূত, আপনি ভিন্ন—"

বলিতে বলিতে কুমারী অদ্রিয়াণী ব্যগ্রভাবে মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিলেন;—রডিন নাই। অদ্রিয়াণী জানিতেন, রডিন তাঁহার পশ্চাতেই দাঁড়াইয়া আছেন, এখন কিন্তু দেখিতে পাইলেন না; গোলমালের সময় কোথা দিয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িয়াছেন, কুমারী তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই। চঞ্চলা হইয়া কুব্জাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রডিন কোথায়? এখান হইতে কোথায় গেল?"

ঘরের চতুর্দ্দিকে চক্ষু ঘুরাইয়া কুব্জা উত্তর করিল, "দেখিতে পাইতেছি না, ঘরের মধ্যে নাই, পলায়ন করিয়াছে! চেহারা দেখিয়াই আমি বুঝিতেছিলাম, লোকটা ভয়ানক ধূর্ত্ত—ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক!"

অদ্রি।—(সচিন্তিত-বদনে) না না,—এমন হইতে পারে না। বিশ্বাসঘাতক যদি হইবে, তবে অত কথা কেন বলিতেছিল, আমারেই বা উদ্ধার করিতে কেন আসিয়াছিল?

ম্যাজি।—তাই ত! লোকটা অকস্মাৎ গেল কোথা? তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিলে বিশেষ তত্ত্ব জানা যাইত। লোকটা অনেক দিন আবি আইরিনীর কেরাণী ছিল, ঘরের খবর অনেক জানে; মেয়ে দুটীকে কে কোথায় লুকাইল, রডিন এ সময় এখানে থাকিলে অনেকটা সন্ধান বলিয়া দিতে পারিত। আচ্ছা, আমি এখন চলিলাম, যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়া মেয়েদুটীকে বাহির করিতে যত্ন করিব;—ত্রুটি হইবে না।

অদ্রিয়াণীকে অভিবাদন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বিদায় হইলেন। নির্ঘাত-সংবাদে শোকাকুল হইয়া দাগোবার্ট এতদূর হতজ্ঞান হইয়াছিলেন যে, সম্মুখে এত কথা হইল, কিছুই তিনি শুনিতে পাইলেন না। রডিন চলিয়া গিয়াছে তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না।

সকলেই নিস্তব্ধ। দাগোবার্টকে সঙ্গে লইয়া অদ্রিয়াণী স্বয়ং মেয়েদুটীর অন্বেষণে বাহির হইবেন, এইরূপ সঙ্কল্প, বিকশিত-নয়নে কুব্জার মুখের দিকে চাহিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন সিঁড়িতে দ্রুত-বিক্রান্ত বলবান্ পুরুষের পদধ্বনি। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কে একজন সাগ্রহে গম্ভীর আওয়াজে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কোথায় তিনি—কোথায় তিনি?"

কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া দাগোবার্ট যেন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চমকিত হইয়া উঠিলেন; ব্যস্তভাবে আসন হইতে উঠিয়া উচ্চ চীৎকার করিতে করিতে দ্বারের দিকে ছুটিলেন।

দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। চৌকাঠের উপর মার্শেল সাইমন দণ্ডায়মান।

নবম পরিচ্ছেদ।

মার্শেল সাইমন।

[illegible]নীর ডিউক মার্শেল পিসরী সাইমন যখন [illegible]হমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার নয়নে বদনে বিসদৃশ চাঞ্চল্য বিদ্যমান। দাগো[illegible]টকে দেখিয়া তিনি আনন্দে বাহু বিস্তার করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এই আমার বন্ধু,—এই আমার প্রিয়তম প্রাচীন বন্ধু!"

[illegible]রতম বন্ধুকে প্রগাঢ় অনুরাগে আলিঙ্গন করিয়া সজলনয়নে কম্পিতকণ্ঠে, মার্শেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিরাপদে ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্যারিসে পৌঁছিতে পারিয়াছিলে ত?"

দাগো।—হাঁ সেনাপতি! পৌঁছিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এক্ষণে চার মাসের জন্ম সমস্ত কার্য্য [illegible]তুবী রহিয়াছে।

সাইমন।—আমার স্ত্রী?—আমার পুত্র?

[illegible]—(অবনতবদনে নীরব)

[illegible]—(বিস্ময়ে, চঞ্চলে) তাহারা কি তবে [illegible] নাই?—আমি তোমার বাড়ীতে গিয়াছিলাম, লোকেরা বলিল, তুমি এখানে আসিয়াছ। আমার স্ত্রী-পুত্র কি তোমার সঙ্গে আইসে নাই?

প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া দাগোবার্টের কণ্ঠশুষ্ক হইল, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া আসিল, ললাটে দরদরধারে ঘর্ম্মবারি প্রবাহিত হইল; কথা কহিবার শক্তি রহিল না। হস্ত দ্বারা ঘর্ম্মধারা মার্জ্জন পূর্ব্বক শুষ্ককণ্ঠে তিনি কেবল ধীরে ধীরে দুইবার উচ্চারণ করিলেন, "সেনাপতি—সেনাপতি!"

সাইমন।—(আতঙ্কে মিত্র-হস্ত আকর্ষণ করিয়া) এ কি! এ কি! তোমার ভাব দেখিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে।

দাগোবার্টের স্তম্ভনদর্শনে ব্যথিত হইয়া কুমারী অদ্রিয়াণী বিরসবদনে মার্শেল সাইমনের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। চঞ্চল কোমলকণ্ঠে মৃদুভাষে কহিলেন, "মার্শেল! আমি কুমারী কার্ডোবিলী; আপনার কন্যারা আমার পর নয়, আমার ভগ্নী হয়।"

চমকিত হইয়া মার্শেল সাইমন সেইদিকে মুখ ফিরাইলেন; কুমারীর অপরূপ রূপ দেখিয়া সুমধুর স্বর শুনিয়া তাঁহার চমৎকার জ্ঞান হইল। চমকিতস্বরে তিনি কহিলেন, "মা! আমার কন্যারা তোমার ভগ্নী হয়?"

অদ্রি।—(চকিতস্বরে) হাঁ মার্শেল! মনোমোহিনী যমজ সহোদরা!

সাইমন।—(অতুলানন্দে) যমজ সহোদরা? একটীর বদলে দুটী?—কি আনন্দ! কি আনন্দ! তাহাদের জননী কি ভাগ্যবতী! মা! তোমার নিজের কথা কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কেবল আমার নিজের কথাই কহিতেছি, অভদ্রতা করিতেছি, কিছু মনে করিও না; আমার মনের ভাব তুমি বুঝিতে পারিতেছ। আজ সপ্তদশ বর্ষকাল আমি দেশত্যাগী; আজ আমি দেশে আসিয়াছি; দুটী প্রিয়বস্তু দেখিব, এই আমার আশা; এখন তিনটী প্রিয়বস্তু দর্শন করিব। যে শুভসংবাদ তুমি দিলে, তাহার জন্য আমি তোমার কাছে পরম কৃতজ্ঞ রহিলাম। তুমি আমাদের আপনার; এই বাড়ীখানি তোমার; আমার স্ত্রী-কন্যারা কি তোমার বাড়ীতেই আছে? হঠাৎ আমাকে দেখিলে অত্যানন্দে তাহারা অজ্ঞান হইতে পারে, সেই জন্য কি শীঘ্র

দাগোবার্টের দিকে ফিরিয়া সবে মাত্র মার্শেল সাইমন এই কয়েকটী সতেজবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, ঠিক সেই সময় বালিকা-দুটীর হস্তধারণপূর্ব্বক রডিন সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত। মার্শেল আসিয়াছেন, রডিন তাহা জানিতেন না। সহসা মার্শেলকে দেখিয়া তাঁহার অন্তরে বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দের সঞ্চার হইল। রডিনের সঙ্গে মেয়েদুটীকে দেখিয়া আনন্দে অদ্রিয়াণী দ্রুতপদে নিকটবর্ত্তিনী হইলেন, শ্রদ্ধা সহকারে রডিনকে কহিলেন, "আমি বুঝিয়াছি, আপনি আমাদের দেবতা, এখনও আপনি দেবদূতের কার্য্য করিতেছেন।"

মেয়েদুটীর করধারণপূর্ব্বক মার্শেলকে দেখাইয়া সস্নেহে রডিন কহিলেন, "বৎসে! ইনি তোমাদের পিতা। ইনিই মহাবীর মহাশয় মার্শেল সাইমন।"

সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়া মার্শেলকে সম্বোধন পূর্ব্বক অদ্রিয়াণী কহিলেন, "মহাশয়। এই আপনার কন্যারা আসিয়াছে।

মার্শেল তখন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন, সম্মুখে ফিরিয়াই দেখিলেন, অপরূপ রূপ! অপূর্ব্ব স্নেহরস বীরহৃদয় বিগলিত হইল। কন্যারা ঝাঁপ দিয়া তাহার কোলে উঠিল। বাতুলালয়ের বিষাদগৃহ তখন আনন্দ গৃহের শোভা ধরিল। আলিঙ্গন চুম্বন, লোমহর্ষণ, জয়োচ্চারণ, আনন্দক্রন্দন এবং ঘন ঘন হৃদয়-কম্পনে সেই আনন্দগৃহ পরিপূরিত। ঐ সকল ধ্বনি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ধ্বনি সে সময় কাহারও মুখে উচ্চারিত হইল না, কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না।

রডিন তখন দরজায় ঠেস দিয়া নির্নিমেষ-লোচনে ঐ দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন। কুমারী অদ্রিয়াণী দ্রুত তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সানন্দস্বরে কহিলেন, "আসুন সম্মুখে আসুন! যে শুভকার্য্য আপনি সম্পাদন করিলেন, তাহার পুরস্কার লাভ করুন।"

দাগোবার্ট দেখিলেন, সেই রডিন এই মেয়েদুটীকে পিতৃক্রোড়ে আনিয়া দিলেন, রডিনের প্রতি তখন তাঁহার আরও ভক্তি-বৃদ্ধি হইল, ছুটিয়া গিয়া রডিনের কাছে তিনি হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন, করযোড়ে গুম্ভিত স্বরে বলিলেন, "মহাশয়। কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা আমি ভাবিয়া পাইতেছি না। আপনার কৃপায় বিপদের অবসান হইল, আপনি আমাকে বাঁচাইলেন।"

সকলের দিকে চাহিয়া রডিন কহিলেন, "আপনারা আমাকে বেশী প্রশংসা করিতেছেন, এত প্রশংসার যোগ্য আমি নই। মার্শেলকে বলুন, তাঁহার এই সুখ সন্দর্শনে আমার শ্রম সফল জ্ঞান হইল। আমি পরম সুখী হইলাম, আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইলাম।"

অদ্রি।—(সাগ্রহে) এখন আপনি যাইবেন না, নিকটে আসুন, মার্শেল আপনাকে দেখুন, আপনার পরিচয়লাভ করুন।

দাগো।—(সবিনয়ে) একটু থাকুন, একটু থাকুন। আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা করিয়াছেন, মার্শেল আপনাকে দেখুন।

রডিন।—(অদ্রিয়াণীর প্রতি) ভাল কার্য্য পরমেশ্বরই করেন, আমা দ্বারা যাহা হইল, পরমেশ্বরই তাহা করিলেন। এখনও ভাল কার্য্য বাকি আছে। কুমার জালমার অন্বেষণ করিতে হইবে। আমার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই, এখন আমি চলিলাম। শুভদিনের আশা করিয়াছিলাম, সত্যই আজ শুভদিন। আজি আইরিণীর চাতুরীজাল ছিন্ন হইল, বাতুলালয় হইতে আপনি মুক্তিলাভ করিলেন, এই সম্মানিত সৈনিকপুরুষ (দাগোবার্ট) আপনার অপহৃত রাজপদক পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, এই কুমা-

কন্যা সকলের রক্ষাকারিনী হইলেন, মার্শেল সাইমন আপনার কন্যাদুটী কোলে পাইলেন। আজিকার এ আনন্দ আমাদের সকলের পক্ষেই সমান। এই শুভসম্মিলনে—এই শুভসংঘটনে আমি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এখন আমি [illegible] লিলাম, —বিদায়—বিদায় সময়ান্তরে পুনর্বার আবার সাক্ষাৎ হইবে।

[illegible] অদ্রিয়াণীর দিকে, দাগোবার্টের দিকে, [illegible] কন্যার দিকে এবং সানন্দ [illegible] মার্শেল সাইমনের দিকে বিদায়সূচক [illegible] পূর্ব্বক বড়িন তথা হইতে বাহির হইলেন। মেয়ে দুটীকে ক্রোড়ে লইয়া মার্শেল সাইমন সজলনয়নে পুনঃপুন চুম্বন করিতে ছিলেন, সম্মুখে কি কি হইল, কে কি [illegible], কিছুই দেখিলেন না, কিছুই শুনিলেন না; মহানন্দে অন্যমনস্ক।

* * * * *

এক ঘণ্টা পরে কুমারী অদ্রিয়াণী, মার্শেল সাইমন, তাঁহার দুটী কন্যা, দাগোবার্ট এবং কুকু মাংগসিক আনন্দ ডাক্তার [illegible] বাটী পরিত্যাগ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজকুমার জাল্ম্রা।

[illegible] কুমারী অদ্রিয়াণী কার্দোবিলী-বাতুলা[illegible]তে মুক্তিলাভ করিবার তিন দিন পরে [illegible]টের একখানি সুন্দরবাটীতে রাজকুমার [illegible]।

[illegible] এই বাটীতে আনয়ন করিয়াছেন, কুমার তাহা জানেন না, কেবল এইমাত্র শুনিয়াছেন [illegible] একটী দয়াশীল অজ্ঞাত বন্ধু।

[illegible] একটী সুন্দর কক্ষ। ভারতবর্ষীয় [illegible] বিলাসকক্ষ যেরূপ উপকরণে সজ্জিত, এই কক্ষটীও সেইরূপ সুন্দর সুন্দর মহামূল্য উপকরণে সুসজ্জিত। ছত্রতলে চন্দ্রাতপ মধ্যে মধ্যে স্থূল রেশমী-সূত্রে আবদ্ধ [illegible] সম্মিলনস্থলে সোনার ঝালর [illegible] নথী লণ্ঠন সেই সকল লণ্ঠনে ভারতীয় [illegible] সুগন্ধি তৈল বাতী জ্বলে।

[illegible] —প্রায় দ্বিতীয় ঘটিকা। [illegible] পূর্ব্বে সেই গৃহমধ্যে সূর্য্যদীপ্তি প্রবেশ করে নাই, এই [illegible] আলো হইয়াছে। পার্শ্বে একটী কৃত্রিম উদ্ভিদগৃহ, সেই গৃহের দ্বার স্ফটিকনির্ম্মিত। দ্বারের উপর সুবিচিত্র পর্দ্দা ফেলা। উদ্ভিদগৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [illegible] বৃক্ষ, কদলীবৃক্ষ, [illegible] বৃক্ষ এবং ভারতজাত অপরাপর সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ বিরাজিত [illegible] পুষ্পকুঞ্জ।

সেই উদ্ভিদ গৃহের তরুলতা [illegible] করিয়া বিলাসকক্ষে অল্প অল্প সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতেছে, গৃহের নীল, লোহিত ও হরিদ্বর্ণের দীপাধারে সেই রশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া মনোহারিণী শোভা বিকাশ করিতেছে।

গৃহের একধারে অগ্নিকুণ্ড সুদীর্ঘ সময়ের সেই অগ্নিকুণ্ডের [illegible] উপরে উত্থিত হইয়া অল্প অল্প বিলীন হইতেছে। চন্দনধূপের সুবাসে এবং সজ্জার পরিমলে গৃহটী সর্ব্বক্ষণ আমোদিত, সর্ব্বশেষেই প্রীতিকর।

আলোক প্রবেশ করিতেছে, তথাপি গৃহের সমস্ত বস্তু পরিষ্কার পরিষ্কার দেখা যাইতেছে

আমার প্রবৃত্তি জন্মে। তাদৃশী রমণীর নিকট পবিত্রতা শিখিতে সাধ হয়।

ফিরিঙ্গী।—(বিকট হাসি হাসিয়া) পবিত্র! পবিত্র! আহা! কি পবিত্র!

জাল্মা।—(হুকুমের স্বরে) হাসিলি কেন গোলাম? হাসিবার কারণ কি?

ফিরিঙ্গী।—হুজুর বলিতেছেন, এখানকার লোকেরা সভ্য। যৌবনে সুপবিত্র সভ্যপুরুষ একবার বিবাহ করিলে, মর্ম্মে মর্ম্মে জর্জ্জর হয়; লোকে তাহাকে উপহাস করে।

জাল্মা।—মিথ্যাকথা। সে যদি পবিত্র সুন্দরী খাঁটিয়া লইতে না পারে, তাই উপহাস্যাস্পদ হয়।

ফিরিঙ্গী।—তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগে, মরণাধিক আঘাত। দয়া-মমতাশূন্য হইয়া লোকে তাহাকে হাসিয়া উড়ায়

জাল্মা।—মিথ্যাকথা—মিথ্যাকথা! তুই এ সব গল্প কাহার মুখে শুনিয়াছিস?

ফিরিঙ্গী।—শুনিতে হয় নাই, চক্ষে দেখিয়াছি। ফরাসী স্ত্রী। পারিসী কামিনী আমি অনেক দেখিয়াছি পণ্ডিচারীতে পারিসী কামিনী আমি অনেক দেখিয়াছি;—জাহাজে আপনি যখন সেই যুবাপাদ্রীর সঙ্গে কথা কন, তখন আমি নিজ চক্ষে ঝাঁক ঝাঁক পারিসী সুন্দরী দর্শন করিয়াছি।

জাল্মা।—আমাদের দেশের সুলতানেরা নিজের পবিত্রতা রাখিতে পারেন না, অথচ পবিত্র কামিনী বাঞ্ছা করেন, এখানকার সভ্যলোকেরাও কি সেই প্রকার?

ফিরিঙ্গী।—তাহা অপেক্ষাও বেশী; কিন্তু পায় না। পবিত্র রমণী এ রাজ্যে বড় কম।

জাল্মা।—রমণীরা তবে করে কি?

ফিরিঙ্গী।—পুরুষেরা যাহাতে জগতের চক্ষে হাস্যাস্পদ না হয়, বিবাহের অগ্রে রমণীরা তাহারই চেষ্টা করে।

জাল্মা।—(হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া উগ্রস্বরে) সভ্যপুরুষেরা সুন্দরী কামিনীকুলকে মারিয়া ফেলে, এ কথা কি মিথ্যা?

ফিরিঙ্গী।—আজ্ঞে হুজুর! আমরাও যেমন করি, ইহারাও তাহাই করে; কুলস্ত্রীকে ধর্ম্মপথের বাহিরে দেখিলেই প্রাণে মারে।

জাল্মা।—সভ্যজাতিও তবে এমন স্বেচ্ছাচার?—কেন তবে তাহারা রমণীগণকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ না রাখে? অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিলে রমণীগণ অবিশ্বাসিনী হইতে পায় না সভ্যজাতি ইহা কি বুঝিতে অক্ষম?

ফিরিঙ্গী।—কি জানেন হুজুর! ইহাদের সভ্যতার নাম অসভ্যতা, ভারত যাহাকে অনাচার বলে, ইহাদের কাছে তাহাই সদাচার।

জাল্মা।—(বিমর্ষভাবে) যদি সত্য হয়, তবে ত বড়ই আক্ষেপের কথা! তোর কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে। প্রস্ফুটিত কুসুমে দুই ফোঁটা শিশির পড়িলে যেমন শোভা হয়, উজ্জ্বল অগ্নিশিখায় আর দুটী আলোকরশ্মি মিশিলে যেমন সুন্দর দীপ্তি হয়, পরিণয় সূত্রে গাঁথা প্রথম পবিত্র প্রণয়ে পবিত্র প্রেমসুধা মিশিলে তেমনি গৌরব হইয়া থাকে।

ফিরিঙ্গী।—আপনি উচ্চ অঙ্গের প্রেমের কথা কহিতেছেন। আপনি রূপবান্, ধনবান্, যৌবনগৌরবে সবিশেষ বলীয়ান। আপনি যদি এই পারিসের মোহিনীকুলকে প্রেমচক্ষে দর্শন করেন, এখনি দেখিবেন, শত শত সুন্দরী কামিনী অর্দ্ধনিমীলিত-নয়নে আপনার উজ্জ্বল নয়নের ভাস্বরদীপ্তি হরণ করিবে। একজনকে ভালবাসিয়া তখন আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। একজনের প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় যত সুখ, সহস্র সহস্র সুন্দরী-পরিবেষ্টিত

বিলাসভবনে প্রেমসিন্ধু মন্থন করা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখপ্রদ। প্রেমনয়নে যদি আপনি পারিসর সুন্দরীকুঞ্জ দর্শন করেন, দেখিবেন, সহস্র সহস্র প্রেমিকা সুন্দরী আপনার ঐ চরণের দাসী হইবে। রাত্রিকালে জাগ্রত স্বপ্নে আ... যে আপনি যে সকল ভূতের ছায়া দেখেন, সত্য ...ত তাহারা ভূত নহে, পারিসের প্রেমপিপা...নী, পরিমলবাহিনী, পরীজাদী-স্বরূপি... বেশসুন্দরী কামিনী। রাজকুমার! আপনি ভা...র্ষের একটী রাজকুলরবি। এখানে আ... দেখিবেন, এই পারিস-সরোবরে সহ... সহস্র পদ্মিনী। এই পারিসের জগমো... কামিনী-কুল রূপলাবণ্য-বিকাশে, মো... কটাক্ষসন্ধানে, সুন্দর কৌশলে, সুন্দ... সুন্দর যুবাপুরুষের চিত্তহরণে যেমন সু...; জগতের কোন স্থানে কোন সুন্দরী কা... তাদৃশ নৈপুণ্য নাই। অন্তর্দৃষ্টিতে ... হে না, রিপুপরবশে প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ কর...দের ধর্ম্ম।

...নে একাগ্র হইয়া রাজকুমার জালমা প্রা...রোধ করিয়া ফিরিঙ্গীর মুখে প্রেমের কথা ...লেন। পূর্ব্বভাব তিরোহিত হইয়া গেল। রাজ...র পূর্ব্বে ভাবিতেন, সর্ব্বসুখপ্রসবিনী, স্নেহম... সুপবিত্র জননী;—রাজকুমার পূর্ব্বে ভাবি...ন, শিশিরবিন্দু পরিশোভিত প্রভাতের প্রফু... সুবাসিত পদ্মফুল;—রাজকুমার পূর্ব্বে ...বিতেন, পূর্ণচন্দ্র-বিভূষিত তারকামালা-পরি...ত, মেঘরাগ-বিরহিত, সুবিমল নীলাকাশ;—রাজকুমার পূর্ব্বে ভাবিতেন, অর্দ্ধমুকুলি... বিশুদ্ধ-লজ্জারাগরঞ্জিত, নব বিবাহিতা পবিত্রকুমারীর পবিত্র বদনমণ্ডল;—ফিরিঙ্গীর মুখে অসম্ভ... প্রেমের অলস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া এখন আর তাঁহার সে ভাবনা রহিল না; বদনের পূর্ব্বভাব অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইল। ভাবিতে ভাবিতে রাজকুমারের মুখকমল এক একবার শিশিরসিক্ত কমলের ন্যায় পরিম্লান হইয়া আসিত, নয়নে বিষাদ-লহরী খেলিত। এখানকার ভাব কিরূপ?—হৃদয়ে প্রেমশিখা প্রদীপ্ত, বদন প্রেমরাগে আরক্ত, রিপু-সংক্রমণে নয়নযুগল বিদ্যুৎপ্রভায় প্রজ্বলিত। কুমার যেন এখন চতুর্দ্দিক্ প্রেমময় দেখিতে লাগিলেন। নিজের সর্ব্বশরীর যেন প্রেমময়;—অন্তরে প্রেম, বদনে প্রেম, নয়নে প্রেম, মানসেও অপরূপ প্রেমের মূর্ত্তি। যে প্রেম রাজকুমার এতদিন অন্তরে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, সে প্রেমকে আর এখন তিনি ঢাকা দিয়া রাখিতে পারিলেন না। ব্যাঘ্রের ন্যায় কৌচ হইতে লম্ফ দিয়া উঠিয়া সবিক্রমে ফিরিঙ্গীর গলা চাপিয়া ধরিলেন;—বীরবিক্রমে কহিলেন, "তোর কথায়, তোর প্রত্যেক কথায় অমৃতমাখা বিষ।"

কিছুমাত্র অপ্রসন্নতা প্রকাশ না করিয়া ফিরিঙ্গী কহিল, "হুজুর! আপনার এ গোলাম চিরদিন আপনার গোলাম। আমার জীবন আপনার হস্তে, এ জীবন আপনার নিকট চিরবিক্রীত।"

মিনতি শুনিয়া মৃদু হাসিয়া রাজপুত্র তখন ফিরিঙ্গীর গলা ছাড়িয়া দিলেন, উত্তেজিতস্বরে কহিলেন, "গোলাম! আমি যেন তোর ওষ্ঠপুটে ঝুলিতেছি; তোর সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মিথ্যাকথা গ্রাস করিতেছি!"

ফিরিঙ্গী।—মিথ্যাকথা হুজুর?—একটীও না। একবার সেই মোহিনী-কুলের নয়নপথবর্ত্তী হইয়া দেখুন, তাহারাও আপনার নয়নে আসুক; যাহা যাহা আমি বলিয়াছি, সেই মোহিনীদের মোহনকটাক্ষ তাহা আপনাকে ঠিক ঠিক বুঝাইয়া দিবে।

জালমা।—কি! সেই সকল মোহিনী আমাকে ভালবাসে?—আমাকে? জলস্থলে আমি ভ্রমণ করিয়াছি, বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছি,

সেই আমি। পারিসের সুন্দরী কামিনীগণ সত্যই কি আমাকে ভালবাসে?

ফিরিঙ্গী।—হাঁ হুজুর। সেই জন্যই ভালবাসে। যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, বনে আপনি বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, পারিসের সুন্দরী সেই জন্যই আপনার চরণপূজা করিবে।

জাল্মা।—এটাও তোর মিথ্যা কথা।

ফিরিঙ্গী।—না হুজুর। একটিও মিথ্যা না। তাহারা দেখিবে, তাহাদের কোমল পাণিপুট অপেক্ষা আপনার পাণিপুট আরও সুকোমল।—এই পাণিপুট এত দিন নরপশুর শোণিতে অভিষিক্ত হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া তাহারা গাঢ় অনুরাগে এই পাণিপুট চুম্বন করিবে। ভারতের অরণ্যে দন্তে ছোরা ধরিয়া হস্তে বন্দুক লইয়া, ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্রের গহ্বরে আপনি মৃদু হাস্য করিয়াছেন, পারিসের সুন্দরীরা সেই কথা স্মরণ করিয়া আপনার এই সুকোমল হস্ত বারংবার চুম্বন করিবে।

জাল্মা।—কিন্তু আমি বনবাসী আমি একজন অসভ্য।

ফিরিঙ্গী।—শুদ্ধ সেই জন্যই তাহারা আপনার পায়ে পড়িবে। আপনাকে দেখিয়া তাহারা ভয়ও পাইবে, মোহিতও হইবে। আপনি রাজপুত্র, আপনি তরুণ যুবা, আপনি তরুণ প্রেমিক, আপনাকে দেখিয়া তাহারা উন্মাদিনী হইবে। আজ আপনি কোমলচিত্ত, শান্ত, বিনম্র কল্য আপনি ভয়ঙ্কর, উগ্র, সন্নিহান, পরন্তু আপনি প্রেমাসক্ত নাবিক, প্রেমরিপুর অধীন, ইহা তাহারা দেখিবে; ইহা তাহারা বুঝিবে, সেইরূপ হওয়াও আপনার উচিত। সেইরূপ হইলেই অচিরে আপনি তাহাদের হৃদয়ের ঈশ্বর হইতে পারিবেন। দুটী চুম্বনের মধ্যে একটী গর্জ্জন, দুইবার মৃদু হাস্যের মধ্যে একবার খরধার তরবারির চকমকী, ইহা দেখিলেই তাহারা আনন্দে, প্রেমে, আতঙ্কে কাঁপিয়া কাঁপিয়া আপনার পায়ে ধরিবে। তখন আর তাহারা আপনাকে মানুষ ভাবিবে না,—আরাধ্য, উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিবে।

জাল্মা।—(হস্তবিস্তার করিয়া) সত্য?—এতদূর?—সত্যই কি তুই তাই ভাবিস?

ফিরিঙ্গী।—(হস্তবিস্তার করিয়া) খুব সত্য হুজুর। খুব সত্য। যাহা আমি বলিলাম একটী কথাও মিথ্যা না,—এক বিন্দুও না। আপনিও জানিতেছেন, আপনিও বুঝিতেছেন, সত্য ভিন্ন মিথ্যা আমি বলি না।

জাল্মা।—(গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে) ও! এখন আমার জ্ঞান আছে কি না, আমি অজ্ঞান হইয়াছি কি না, প্রমত্ত মূর্চ্ছা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে কি না, সত্য ফিরিঙ্গী সত্য আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তথাপি যেন বুঝিতেছি, তোর সব কথাই সত্য। আমি যেন আরও বুঝিতেছি, উন্মাদিনী হইয়া তাহারা আমাকে ভালবাসিবে। কেন না, আমিও যেন নবীন প্রেমে উন্মত্ত হইয়া [illegible] আমি হাসিব, আমোদী হইব, [illegible] তাহারাও সানন্দ প্রেমে ভয় পাইয়া কম্পিত হইবে। গোলাম! এ কথা কি সত্য নয়? সত্য সত্য আমার প্রেম কি সুখাবহ—ভয়াবহ নয়? ও! রমণী! মোহিনী! প্রেমে উন্মাদিনী! আমাকে দেখিয়া আসিবে, আমাকে দেখিয়া কাঁপিবে! মোহিনী! তাহাকে দেখিয়া আমি হাসিব, তাহাকে দেখিয়া কাঁপিব! রমণী! ও! কোথায় সেই রমণী? কে সে? গোলাম! তুই জানিস্? স্বপ্নে আমি যাহারে দেখি, সেই কি সেই? সত্য কি আমি তাহারে দেখিতে পাইব?

বেলা দশটা। কুমারী অদ্রিয়াণী এত বেলা পর্য্যন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন, অল্পক্ষণ হইল গাত্রোত্থান করিয়াছেন। বালিসে ঠেস দিয়া ঈষৎ বক্রগ্রীবায় শয্যার উপর তিনি বসিয়া আছেন। এক একবার নয়ন-বিকাশ করিয়া গৃহ শয্যার পুষ্পগুলির প্রতি, হরিৎ পত্রের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেছেন। মুখখানি ভরি হাসি, কপোলে গোলাপী রেখা। নিদ্রাভঙ্গে সরলা সুন্দরীর যেরূপ লাবণ্য বিস্তার হইয়াছে, তাহা চিত্র করা সুনিপুণ চিত্রকরেরও অসাধ্য।

লাবণ্য অতি চমৎকার, অথচ এই লাবণ্যের ভিতর সেই সুন্দর বদনে অল্প অল্প বিষাদের ছায়া। কুমারীর অন্তরে যেন কোন প্রকার নিগূঢ় ভাব ক্রীড়া করিতেছে, বিষাদাবৃত প্রফুল্লবদনে তাহারই পরিচয়। কৈশোর কাল হইতে তাঁহার মনে মনে বাসনা, স্বাধীন হইয়া একাকিনী থাকিবেন, এতদিনের পর এখন সেই বাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছে। কুমারী অদ্রিয়াণী সর্ব্বসুখ-পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বতন্ত্র গৃহে একাকিনী বাস করিতেছেন, নিশাকালে নিদ্রাভিভূতা হইবার অগ্রে তথাপি তাঁহার মনে কি এক প্রকার ভাবনা উপস্থিত হয়। তিনি যেন মনে করেন, সুখ তাঁহার এখনও পূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। প্রভাতে জাগরিতা হইয়া শয্যার উপর বসিয়া আছেন, এখনও সেই চিন্তা আসিতেছে। কেবল একাকিনী এই সুখের অধিকারিণী হইয়া তাঁহার মনে তৃপ্তি আসিতেছে না। এক, উপযুক্ত অংশী হইলে সুখরাশি সম্পূর্ণ হয়, ইহাই তিনি আপন মনে মনে ভাবিতেছেন।

চিন্তার খেলা অনেক প্রকার। সুন্দরীর এখনকার চিন্তার সচঞ্চল ভাব। পারিস নগরে অনেক সুন্দর সুন্দর যুবাপুরুষ তিনি দেখিয়াছেন, সেইগুলি মনে পড়িতেছে। মনের পটে সুন্দর সুন্দর যুবাপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিতেছেন, ভাল লাগিতেছে না। স্মৃতিপথে হঠাৎ উদয় হইল, রাজকুমার জালমা।

রাজকুমার জালমাকে তিনি রাজার ন্যায় সাজাইয়া রাজ-প্রাসাদোপম রমণীয় গৃহে রাখিয়াছেন। যাহা যাহা রাজকুমারের প্রয়োজন, বিশেষ যত্নে তাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, অন্তরে অন্তরে পরিতোষ জন্মিয়াছে। বাহ্যাঙ্গের সৌষ্ঠব সমস্তই ঠিক হইয়াছে, কিন্তু অন্তরাঙ্গের কি একটী অভাব, তাহা স্থির হইতেছে না। রাজকুমার জালমা ভবিষ্যতে তাঁহার হৃদয়ের অধীশ্বর হইবেন, কুমারী অদ্রিয়াণী বাস্তবিক সে ভাবনা হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছেন।

সুন্দরী ভাবিতেছেন, অর্দ্ধ-অসভ্য বালক। নবযৌবনে নববিপুর অধিকার; কেহ ইহাকে পোষ মানাইতে পারে নাই, পুষিলে কিন্তু পোষ মানে। এমন অবস্থায় অন্ধকার অরণ্য হইতে এই সুপ্রদীপ্ত সুসভ্য চক্রে সমাগত হইয়াছে। শক্ত শক্ত পরীক্ষায় কত প্রকার ভাবান্তর প্রাপ্ত হইবে, এখন তাহা কে বলিতে পারে? ভাবনায় আসিল, অর্দ্ধ অসভ্য। কিন্তু সেই অর্দ্ধ-অসভ্যকে পূর্ণ সভ্য করিয়া লইতে কুমারীর ইচ্ছা হইল না। তিনি মনে করিলেন,—না, সঙ্কল্প করিলেন, দুই তিন মাসের পূর্ব্বে রাজপুত্রকে দেখা দিবেন না, পরিচয় দিবেন না। রাজপুত্র এখন যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন, ভালপথেই চলুন, কিম্বা মন্দপথেই চলুন, স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া হইবে না। সঙ্কল্প হইল বটে, কিন্তু পারিসের সমাজে নানা বিপদের আশঙ্কা। এককালে অনর্গল ছাড়িয়া দেওয়া উচিত বোধ হয় নাই। অতএব কাউণ্ট মণ্টোব্রণকে তিনি বলিয়াছেন, সহরের প্রধান প্রধান সমাজে রাজপুত্রকে তিনি পরিচিত

করিয়া দিবেন, সময়ে সময়ে আবশ্যকমত সংপরামর্শও দান করিবেন।

কাউণ্ট মণ্টোব্রণকে তিনি আরও বলিয়াছেন, আমার সঙ্কল্প টলিবে না। পারিসের সৌখীন-মণ্ডলীতে কুমার জাল্মার প্রথম উদয়ে যে ভাবের আবির্ভাব হইবে, কল্পনায় তাহা বুঝা যায়। ভারতবর্ষের রাজকুমার, উনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম, অপরূপ সৌন্দর্য্য, বংশসুলভ গৌরব। নবীন কেশরীশাবককে বনবাস হইতে গ্রামে ধরিয়া আনিলে তাহার যেরূপ দুর্দ্দম বিক্রম প্রকাশ পায়, এই রাজপুত্রেরও সেইরূপ বিক্রম। পারিসের চঞ্চলা বিলাসিনীকুল যেমন চক্ষে তাহাকে দেখিবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটিবে; তাহা ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কাউণ্টকে তিনি আরও বলিয়াছেন, "নগরের অনেক সুন্দরী কামিনী যাহাকে ভালবাসিবার জন্য লালায়িতা হইবে, তাহাকে লাভ করিবার আশে আমি অনুরাগিণী হইব, সম্মুখে গিয়া দেখা দিব, এমন প্রবৃত্তি আইসে না। সুন্দরী কামিনীরা ব্যাঘ্রশাবকের নখরাঘাতে উপস্থিত হইতে ভয় পাইবে না; কিন্তু আমার ভয় আছে। রাজপুত্রকে আমি আর এক প্রকারে ভালবাসি। সম্পর্কে তিনি আমার ভাই হন, তাঁহার রূপলাবণ্য মনোহর, তাঁহার সাহস-পরাক্রম প্রায় অতুল্য; বিশেষতঃ ইউরোপের লোকের ন্যায় ভয়ঙ্কর পোষাক তিনি পরিধান করেন না। এই সকল কারণে কুমার জাল্মাকে আমি ভালবাসি। অতগুলি গুণ একাধারে প্রায় চরাচর ঘটে না; তথাপি আমি তাঁহাকে শীঘ্র দেখা দিব না।"

এই সকল কথা বলিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী কাউণ্ট মণ্টোব্রণকে আরও বলিয়াছেন, "আপনি দার্শনিক পণ্ডিত নহেন; আমার অভিনব দার্শনিক পণ্ডিত বন্ধু রজিন আমাকে যাহা বলিয়াছেন, আপনিও তাহা গ্রাহ্যানুগত বলিবেন। পণ্ডিত বলিয়াছেন, অগ্রগণ্য বড় লোকেরা রাজপুত্রের গৃহে আসিয়া দেখাসাক্ষাৎ করুন, বাজে লোকে যেন সেখানে প্রবেশাধিকার না পায়; কিছুদিন এইরূপ চলুক।"

কাউণ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বনবাসী ব্যাঘ্র কি বেশীদিন পারিসে থাকিবে?" কুমারী উত্তর দিয়াছিলেন, "সে বিষয় আমি ইহার পর বিবেচনা করিব। যাঁহাদিগকে আপনি রাজপুত্রের নিকট লইয়া যাইবেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজপুত্রের চরিত্র সম্বন্ধে অবশ্যই মতভেদ হইবে, তাহা শ্রবণ করিয়া আমি সুখী হইব। কোন কোন পুরুষ যদি রাজপুত্রকে ভাল বলে, কোন কোন স্ত্রীলোক যদি মন্দ বলে, তাহা হইলে আমি আশা হারাইব না। এই প্রকারে মতভেদ শুনিয়া আমি বুঝিয়া লইব, ব্যাঘ্র এখানে বেশী দিন থাকিবে, কিম্বা অল্পদিন থাকিয়াই চলিয়া যাইবে।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সুন্দরী অবসন্নশরীরে শয্যার উপরে শুইয়া পড়িলেন; হাত-দুখানি মাথার উপর তুলিলেন। কিয়ৎক্ষণ উঠিবার সামর্থ্য রহিল না। তুষার সন্নিভ দুগ্ধফেননিভ শয্যাস্তরণে যেন একটী পাষাণ-প্রতিমা পতিত রহিল।

অনেকক্ষণ এই ভাব। সহসা শয্যা-শায়িনী সুন্দর ললাটে অঙ্গুলীমর্দ্দন পূর্ব্বক সচকিতে উঠিয়া বসিলেন। ঘণ্টাধ্বনি হইল। দুই দিকের দুটী গজদন্তনির্ম্মিত দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। বস্ত্রাগারের দ্বারে জজেটী আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার অগ্রে অগ্রে সোণার বগলসপরা কুকুর ছানাটী আহ্লাদে ডাকিতে ডাকিতে কুমারীর পদতলে আসিয়া দাঁড়াইল। স্নানাগারের দ্বারে সহচরী হেভী আসিয়া দেখা দিল।

পরম সুন্দর-নববস্ত্র-পরিহিতা হেভীকে

দর্শন করিয়া অদ্রিয়াণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখী ক্লোরাইন কোথায় ?"

হেডী।—দুই ঘন্টা হইল, নীচে নামিয়া গিয়াছে। কোন একটা বিশেষ কার্য্যের জন্য আহূত হইয়াছিল।

অদ্রি।—কে ডাকিয়াছিল ?

হেডী।—সেই যে মেয়েটী আপনার চিঠি-পত্র লেখে, সেই কুব্জা সুন্দরী। আজ খুব ভোরে কুব্জা সুন্দরী বাটী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়াই ক্লোরাইনকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে।

অদ্রিয়াণী বুঝিলেন, আমার পরমবন্ধু বড়িন কোন কার্য্যানুরোধে কন্যা-কন্ঠাকে রাখিয়া থাকিবেন, সেইজন্যই গিয়াছিল, আর কিছুই না। এই কথা ভাবিয়া তিনি হাসিয়া হেডীকে শয্যার নিকট আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর দুই ঘন্টা অতীত। স্নান করিয়া, পোষাক পরিয়া, কুমারী অদ্রিয়াণী ঐ দুটী সহচরীকে বিদায় দিলেন। কুব্জাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কুব্জার সঙ্গে যখন তাঁহার কথা হয়, তখন আর কেহ সেখানে থাকিতে পায় না।

দ্রুতপদে কুব্জা-কন্যা সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদ্রিয়াণীর নিকট দাঁড়াইল। তাহার বদন বিবর্ণ, অঙ্গ সকম্প, নেত্র সজল। কম্পিতকণ্ঠে কুব্জা কহিল, "মা মা। যাহা আমি বলিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে! আপনি প্রতারিত হইয়াছেন —লোকটা বিশ্বাসঘাতক হইয়াছে।

অদ্রি।—(চমৎকৃত হইয়া) কে প্রতারণা করিল ?—কে বিশ্বাসঘাতক হইল ?

কুব্জা।—বড়িন [illegible]

শুনিয়াই নূতন বিস্ময়ে অদ্রিয়াণী শিহরিয়া উঠিলেন;—বিস্ময়াকুলনয়নে নীরবে কুব্জার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কুব্জার আর সে মলিন বসন নাই; দয়াময়ী প্রিয়বৎসলা অদ্রিয়াণী তাহাকে নূতন পোষাক দিয়াছেন। সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ ঘাগরা, তাহার উপযুক্ত অপরাপর অলঙ্কার। পাশ্চাত্য-লোকেরা কৃষ্ণবর্ণকে শোকবর্ণ বলেন; সে বর্ণের বসনে কুব্জার মুখশ্রী অতি উজ্জ্বল হইয়াছে। আজ কুব্জাকে কতই সুন্দরী দেখাইতেছে। ছিন্ন মলিনবসনের পরিবর্ত্তে সমুজ্জ্বল নূতন বসন পরিধান করিয়া কুব্জার মনে অহঙ্কার হয় নাই; কৃষ্ণবসনে তাহার প্রতিবিম্ব বিমর্ষবদন বিষাদেরই বিভাসিত হইতেছে। তখনও সর্বাঙ্গ কুব্জা কাঁপিতেছে। অবয়বের চাঞ্চল্য দেখিয়া অধিকতর বিস্ময়ে কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা তুমি বলিতেছ ?"

কুব্জা।—বড়িন বিশ্বাসঘাতক হইয়াছে।

অদ্রি।—বড়িন ?—অসম্ভব!

কুব্জা।—বিন্দুমাত্র অসম্ভব নয়, প্রথম যে দিন আমি বড়িনকে দেখি, তখনই আমার ভয় হইয়াছিল, প্রাণ আমার কাঁদিয়াছিল। লোকটা কি করিবে, কি ঘটাইবে, তাহাই আমি ভাবিয়াছিলাম। [illegible]

অদ্রি।—[illegible] জন্য ভয় পাইয়াছিলে ?

কুব্জা।—জানি না মা—জানি না আপনার জন্যই কিন্তু ভয় হইয়াছিল, কিছুতেই সেই ভয়টা আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, বড়িন দয়া করিয়া আমার জননীর জন্য টাকা দিল, [illegible] তাহার ভয় কমিল না, [illegible] বেশী হইল।

অদ্রি।—(চিন্তা করিয়া) বড় আশ্চর্য্য। এটী কিন্তু সংস্কারের ধর্ম্ম। যাহার প্রতি ঘৃণা থাকে, তাহাকে দেখিলেই ঘৃণা হয়, কল্পনায় যাহার নামে ভয় থাকে, তাহাকে দেখিলেই ভয় হয়; ইহা মানুষের স্বভাব। সে কথা ধরি না,

কিন্তু সন্দেহটা সত্য বলিয়া কিরূপে তোমার প্রতীতি জন্মিল?

কুঞ্জ।—কল্য আমি রডিনের টাকা লইয়া আমার ভগ্নীকে দিতে গিয়াছিলাম, ভগ্নীকে দেখিতে পাইলাম না। দোকানীকে বলিয়া আসিলাম, ভগ্নীকে বলিবেন, কল্য আমি আবার আসিব। আজ প্রাতঃকালে আবার গিয়া যাহা শুনিলাম ও দেখিলাম, তাহা শুনিলে আপনি—

অদ্রি।—(সাগ্রহে) বল বল, থামিলে কেন? কি সেখানে দেখিবার আসিয়াছ?

কুঞ্জ।—(সলজ্জবদনে) আমার ভগ্নী একটী যুবতীর আশ্রয়ে রহিয়াছে। সে যুবতীর চরিত্র ভাল নয়। তুর্যোলীন নামে এক ব্যক্তি না যুবতীকে বলিয়া দেয়, এই বাড়ীতে রডিন আছে, রডিন এখানে নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিতেছে, তাহার নূতন নাম চার্মিনান।

অদ্রি।—এ কথা ত রডিন নিজমুখেই আমাকে বলিয়াছে। নূতন কি? কোন এক বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া রডিন সেই বিজন স্থানে গুপ্তবাসা লইয়াছে।

কুঞ্জ।—তাহাই করিয়াছে, কিন্তু গত কল্য আইরিণী সেই বাসাতে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল।

অদ্রি।—(সবিস্ময়ে) আবার আইরিণী?

কুঞ্জ।—হাঁ হাঁ। ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রডিন দুইঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছিল।

অদ্রি।—বোধ করি, তোমার শুনিবার ভুল হইয়াছে।

কুঞ্জ।—ভুল কিরূপে হইবে? আমি শুনিলাম, কালবেলা আইরিণী গিয়াছিল, রডিনকে দেখিতে পায় নাই। একখানা চিরকুট কাগজে আপনার নাম লিখিয়া দোকানীর কাছে রাখিয়া আসিয়াছিল। দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিবে, ইহাও সেই চিরকুটে লেখা ছিল। যে যুবতীর কথা আমি বলিতেছি, সেই যুবতী সেই চিরকুট দেখিয়াছে, কৌতুহলবশে আইরিণীকে দেখিবার জন্য দোকানের মধ্যে অপেক্ষাও করিয়াছিল। সত্য সত্যই দুই ঘণ্টার মধ্যে আবার আইরিণী ফিরিয়া গিয়া রডিনের গৃহে তাহার সহিত দেখা করিয়াছে।

অদ্রি।—(শিহরিয়া) না, না, অসম্ভব। এমন হইতে পারে না। সে যুবতী হয় ত চিনিতে পারে নাই।

কুঞ্জ।—অগ্রে আমিও তাহাই মনে করিয়াছিলাম। আমি আইরিণীর চেহারা কেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যুবতী ঠিক ঠিক বলিল। ঠিক ঠিক মিলিল।

অদ্রি।—তাই ত, তবে ত আর কিছুই সন্দেহ হইতে পারে না।

কুঞ্জ।—দুই ঘণ্টা পরে আইরিণীর সঙ্গে রডিনও বাসা হইতে বাহির হইয়া আইসে। বিদায় হইবার সময় আইরিণী বলিয়া গিয়াছে, "যেমন যেমন কথা হইল, কল্য আমি তদনুসারে তোমাকে পত্র লিখিব।"

অদ্রি।—(ললাটে হস্ত ঘর্ষণ করিয়া) তাই ত, আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছি। তোমার কথায় অবিশ্বাস হয় না। কিন্তু রডিন নিজে তোমাকে সেই বাড়ীতে পাঠাইয়াছিল। আইরিণীর সঙ্গে তাহার গুপ্তপরামর্শ হইবে, তাহা তুমি জানিতে পারিবে, ইহা ভাবিয়াও রডিন তোমার কাছে গুপ্তস্থানের কথা গোপন করে নাই। বিশ্বাসঘাতকে কি এমন অবোধের, এমন অচতুরের কার্য্য করে?

কুঞ্জ।—তাহাও সত্য; কিন্তু ঐ দুটো লোক যেরূপ পরামর্শ করিয়াছে, তাহা আপনার পক্ষে বিপদসূচক, সেই কারণে ভয় পাইয়া আমি তাড়াতাড়ি সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

অদ্রি।—(শঙ্কিতবদনে) এত শীঘ্র ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত রডিন আমাকে ডাক্তার বেলিনিঘারের গারদ হইতে মুক্ত করিয়াছে। আমার সাক্ষাতে আবি আইবিণীর যথোচিত নিন্দা করিয়াছে মার্শেল সাইমনের কন্যা দুটীকে খালাস করিয়া দিয়াছে, কুমার কালমা যেখানে ছিলেন, সন্ধান করিয়া তথা হইতে তাঁহাকে আনিয়া আমার ইচ্ছামত স্থানে বাসা দিয়াছে। এ সকল কথা কি সত্য নয়?

কুব্জা।—কথা সকলই সত্য কিন্তু দুষ্টলোকের মনের ভিতর কি কি মৎলব, কি কি অভিসন্ধি লুক্কায়িত থাকে, তাহা কি আমরা জানিতে পারি?

অদ্রি —গুপ্ত মৎলব জানা যায় না বটে, কিন্তু একটা মৎলব ত বুঝা যায়। গরীবলোকে কাহারও কোন উপকার করিলে, পুরস্কার প্রত্যাশা করে, রডিন গরীবলোক অথচ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ।

কুব্জা।—নিঃস্বার্থভাবে উপকার করিয়াছে, তাহার মধ্যে স্বার্থ গুপ্ত নাই, ইহা অনুমান করাও ভয়ের কথা।

অদ্রি।—আচ্ছা, বিশ্বাসঘাতক কেন হইবে তাহাও একবার ভাবা উচিত আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য আইরিণীর সঙ্গে গুপ্তভাবে যোগাযোগ। আমাকে বিপদে ফেলিবে কিন্তু কিরূপ?—কি অভিপ্রায়ে? আমার ভয় কি?—আইরিণীর নামে—আমার জ্যেঠাইমার নামে আমি নালিশ করিব, ইহা কি রডিন জানে না?

কুব্জা।—জানে সব; কিন্তু ভিতরে ভিতরে কি কারখানা, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আপনিই বা কি বুঝিলেন? তাহারা উভয়ে উভয়ের হিংসা করে, উভয়ে উভয়ের নিন্দা করে, তবে কেন গুপ্ত পরামর্শ করিবার জন্য একসঙ্গে মিলিত হইয়াছিল? অবশ্যই কু মৎলব আছে। বিশেষতঃ কেবল আমার মনেই সন্দেহ হইয়াছে, আমিই কেবল ভয় পাইতেছি, এমনও নয়, এমন বিবেচনা করিবেন না।

অদ্রি।—আর কে তবে?

কুব্জা।—সখী ফ্লোরাইন।—আজ প্রাতঃকালে যখন আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসি, আমার শুষ্কমুখ দেখিয়া ফ্লোরাইন কাতরা হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ফ্লোরাইন আপনাকে আন্তরিক ভক্তি করে, সকল কথা আমি তাহাকে বলিয়াছি। রডিন আইরিণী একত্র, এ কথা শুনিয়া ফ্লোরাইনও ভয় পাইয়াছে। ফ্লোরাইন আমাকে বলিয়াছে, এখন আপাতত কুমারীকে এই সংবাদ দিয়া উদ্বিগ্ন করিবার প্রয়োজন নাই, দুই তিন ঘণ্টা অগ্রপশ্চাতে বিশেষ অনিষ্ট হইবে না, আরও কিছু গুপ্তসন্ধান আমি লইব। এই কথা বলিয়াই একখানা গাড়ী আনাইয়া ফ্লোরাইন বাহির হইয়া গিয়াছে, বলিয়া গিয়াছে, বিলম্ব হইবে না, এখনই ফিরিবে।

অদ্রি।—(মৃদু হাস্য করিয়া) ফ্লোরাইনটী বেশ মেয়ে,—পরম বিশ্বাসপাত্রী। কিন্তু উপস্থিত ঘটনায় তোমার ন্যায় তাহারও চিত্তবিভ্রম হইয়া থাকিবে, ইহাই আমার বোধ হয়।

কুব্জা।—যাহারা দেখিয়াছে, তাহাদের কিন্তু দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে নাই।

অদ্রি।—হ'তে পারে,—আবি আইরিণী আপন ইচ্ছায় রডিনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, এটাও হয় ত সম্ভব হইতে পারে। আবি আইরিণী এখন রডিনকে ভয় করে, কোথায় রডিন থাকে, সন্ধান করিয়া হয় ত রডিনকে প্রসন্ন করিতে গিয়া থাকিবে।

কুঞ্জা।—অনুকূল যুক্তি আপনি যতই আনুন, আমার মন কিন্তু কিছুতেই ভালর দিকে ফিরিতে চায় না। পশু-পক্ষীর যেমন স্বভাব-সিদ্ধ বুদ্ধি আছে, ঈশ্বর আমাকে সেইরূপ এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন; আমার অবস্থা আর আপনার অবস্থা স্মরণ করিলেই আপনি সেটী বুঝিতে পারিবেন। আমি গরীব, আমি কুরূপা আমি কুজাঙ্গী, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে আপনাকে কে বলিয়া দিয়াছিল? আমি গরীব, সামান্য বংশে আমার জন্ম; আমাকে আপনি সখী বলিয়া ডাকিবেন, আমাকে আপনি ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিবেন, আমার পাশে বসিয়া আমার সহিত একসঙ্গে ভোজন করিবেন, এ প্রবৃত্তি আপনারে কে দিয়াছিল?—আমি গরীব, শারীরিক শ্রম আমার জীবিকা, আমার কাজকর্ম্ম নাই, কাজকর্ম্ম আমি অন্বেষণ করিয়া বেড়াই; আপনি আমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া আদরিণী ভগ্নীর তুল্য কাছে কাছে রাখিয়াছেন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন; কে আপনাকে সেইরূপ দয়ার কার্য্য করিতে শিখাইয়াছিল?—ঈশ্বর—জগতের সর্ব্বময় কর্ত্তা, সর্ব্বাধিপতি, সর্ব্বমঙ্গলময় জগদীশ্বর, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃজন করিয়াছেন, তিনি কেমন, তিনি কোথায়, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু জগতের ক্ষুদ্র একটী কীটাণু পর্য্যন্ত তাঁহার করুণার ছায়ায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, —জীবলোকেই তিনি আহার দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। জগতের পিতা তিনি, আমি গরীব, আমাকে তিনি একটী প্রকৃতিসিদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; সেই বুদ্ধিপ্রভাবে আমি বুঝিতে পারিতেছি, রডিন আপনাকে প্রতারণা করিয়াছে।

এইরূপ যুক্তিগর্ভ বচনবিন্যাসে বুদ্ধিমতী কুজা কন্যা অদ্রিয়াণীর মন টলাইয়া বিস্ফারিত-নয়নে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সত্য সত্যই অদ্রিয়াণীর মন টলিল। এই গরীবের কন্যার বুদ্ধি অতি চমৎকার, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য উপলক্ষে অদ্রিয়াণী ইতি-পূর্ব্বে তাহা বুঝিয়াছিলেন। তথাপি এমন মনদস্ত পূর্ণ সুললিত বক্তৃতা তাহার মুখে তিনি একদিনও শ্রবণ করেন নাই। বক্তৃতা সত্য সত্যই অদ্রিয়াণীর মনে সংশয় জন্মাইয়া দিল। কুজার সঙ্গে যখন তিনি কথা কন, তখন আর কাহাকেও নিকটে থাকিতে দেন না, ইহার প্রকৃত হেতু কি, তাহা কেবল তিনি ভিন্ন আর কেহই অনুভব করিতে পারে না। কুজার অতগুলি কথায় তিনি কিছু উত্তর করিবেন, এইরূপ উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় ফ্লোরাইন প্রবেশ করিল।

ফ্লোরাইনের বদনেও সভয় লক্ষণ বিদ্যমান। তদ্দর্শনে কুমারী অদ্রিয়াণী সন্দিগ্ধ হইয়া ত্বরিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফ্লোরাইন! সংবাদ কি? তুমি এখন কোথা হইতে হইতে আসিতেছ?"

ফ্লোরা।—দীঞ্জিয়ার প্রাসাদ হইতে।

অদ্রি।—(চমকিতভাবে) সেখানে তুমি কি করিতে গিয়াছিলে?

ফ্লোরা।—(কুজার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া) আজ প্রাতঃকালে ইনি আমাকে একটা ভয়ের কথা বলেন; কোন লক্ষণ দর্শনে ইঁহার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাহাও প্রকাশ করেন। শুনিয়া আমারও ভয় হয়। আবি আইরিণীর সঙ্গে রডিনের সাক্ষাৎ, সেটা আমি বড় ভাল বুঝিলাম না, বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিল। আমি বিবেচনা করিলাম, দীঞ্জিয়ার-প্রাসাদে দিনকতক রডিনের যাওয়া আসা চলিতেছে। এরূপ গতিকে রডিনের বিশ্বাস-

ঘাতকতায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

অদ্রি।—(সচকিতে) সত্য কি দীজিয়ার-প্রাসাদে রডিনের গতিবিধি আছে?

ফ্লোরা।—গ্রীষ্মনিকেতন হইতে জিনিষ-পত্র এখানে আনিবার জন্য আমি সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকি। প্রবেশ করিবার সময় গ্রীবরিসের অনুমতি লইতে হয়। কাজেকাজেই প্রাসাদের মধ্যে যাইবার সুবিধা পাই।

অদ্রি।—(ব্যগ্রভাবে) তার পর? তার পর?

ফ্লোরা।—প্রাসাদে গিয়া রডিন কি করে, গ্রীবরিসের মুখ হইতে তাহা বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম; গ্রীবরিস্ ভারী সাবধান, একটী কথাও পাই নাই।

কুক্সা।—গ্রীবরিস তোমাকে সন্দেহ করে, পূর্ব্বেই ইহা বুঝা গিয়াছে।

ফ্লোরা।—গ্রীবরিসকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রাসাদের মধ্যে রডিন আইসে, সম্প্রতি তাহাকে তুমি দেখিয়াছ? এই প্রশ্নে গ্রীবরিস যেরূপ উত্তর দিল,তাহা কেবল গোল-মাল মাত্র;—কাটা কাটা ছাড়া ছাড়া কথা। কোন কথা পাইলাম না। তথা হইতে গ্রীষ্ম-নিকেতনে চলিলাম। কুঞ্জবাটিকায় প্রবেশ করি-তেছি, এমন সময় দেখি, রডিন চুপি চুপি উদ্যানের ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রাসাদাভিমুখে যাইতেছে। কেহ তাহাকে দেখিতে না পায়, এইরূপ সাবধান।

কুক্সা।—(অদ্রিয়ানীর প্রতি) শুনিলেন মা! এখন বিশ্বাস হইবে ত?

অদ্রি।—(ক্রোধারক্তনয়নে) দীজিয়ার-প্রাসাদে রডিন! ভয়ঙ্কর কথা! আচ্ছা, আচ্ছা, তাহার পর?

ফ্লোরা।—রডিনকে দেখিয়া আমি পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলাম। রডিন প্রাসাদে গেল, আমিও নিকেতনে প্রবেশ করিলাম; একটী গবাক্ষের খড়খড়ীর ফাঁক দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিলাম। রাস্তায় একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী। অল্পক্ষণ পরে রডিন ফিরিয়া গিয়া সেই গাড়ীতে উঠিল; কোচ্‌মানকে হুকুম দিল, ৩৯ নং ব্লাঙ্কি ষ্ট্রীট।

অদ্রি।—সেই বাড়ীতেই বুঝি, ভারতবর্ষীয় রাজকুমার জাল্‌মা আছেন?

ফ্লোরা।—সেই বাড়ী।

অদ্রি।—(চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ, রাজ-পুত্রের সঙ্গে রডিনের আজ সাক্ষাৎ করিবার কথা আছে বটে।

ফ্লোরা।—রডিন আপনাকেও প্রতারণা করিতেছে, রাজপুত্র জাল্‌মার সঙ্গেও চাতুরী খেলিতেছে। আপনার অপেক্ষা রাজপুত্রকে ভুলাইয়া লওয়া রডিনের পক্ষে অতি সহজ।

অদ্রি।—(দণ্ডায়মান হইয়া সক্রোধে) কি লজ্জা! কি লজ্জা! এমন বিশ্বাসঘাতকতা আমি কল্পনাও করি নাই; এখন অবধি সকল বিষয়েই আমাদের সন্দেহ হইবে!

কুক্সা।—(কম্পিত হইয়া) মা! মা! ইহা কি ভয়ঙ্কর নয়?

অদ্রি।—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর! লোকটা কি গো! কেন তবে সে আমারে মুক্তিদান করিল? কেন তবে মার্শেলের মেয়ে দুটীকে খালাস করিয়া আনিল? কেন তবে আবি আইরিণীর নিন্দা করিল? এ সকল চিন্তা করিলে জ্ঞান থাকে না। ফন্দী অতলস্পর্শ! ওঃ! সংশয়টা কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক! ফ্লোরাইন! শীঘ্র গাড়ী প্রস্তুত করিতে বল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের শেষে উল্লিখিত হইয়াছে, রাজকুমার জাল্‌মার উদ্যানের ফটকে একখানি চমৎকার গাড়ী আসিয়া লাগিল। পাঠক-মহাশয় বুঝিতে পারিলেন, কুমারী অদ্রিয়ানীর

আদেশ কোরাইন তৎক্ষণাৎ গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিল, ঐ সেই গাড়ী।

গাড়ী হইতে নামিয়া কোরাইন অগ্রে উদ্ভিদ গৃহে প্রবেশিল; তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া আসিয়া কুমারীকে কহিল, "রডিন আসিয়াছে, পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়াছে, দুইজনে কথা হইতেছে।"

[illegible]য়াণীও নামিলেন। কোরাইনকে সঙ্গে লইয়া নিঃশব্দে উদ্ভিদ গৃহে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে যবনিকার অন্তরালে দাঁড়াইয়া র[illegible]র সহিত রাজপুত্রের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

[illegible]ন আসিয়াছেন। কলের স্প্রীং পর্দ্দা টা[illegible] দিয়া ফিরিঙ্গী বাহির হইয়া গিয়াছে। গৃ[illegible] কেবল রডিন আর রাজপুত্র। ফিরিঙ্গীর সা[illegible] কথোপকথনে মনের আবেগে রাজকুমার ত[illegible]তে অন্যমনস্ক ছিলেন যে, রডিনের প্র[illegible] কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। [illegible]রিঙ্গী যখন দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যা[illegible] সেই শব্দে রাজপুত্রের চৈতন্য হইল। [illegible]ন গৃহের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন; [illegible]নকে দেখিলেন, শশব্যস্তে গদী হইতে উ[illegible] রডিনের অভ্যর্থনা করিলেন, চুম্বন করিবার জন্য রডিনের হস্তধারণ করিলেন, কিন্তু [illegible]ন সরিয়া গেলেন; চুম্বন করিতে দি[illegible]।

[illegible] কহিলেন, "আমার তন্দ্রা আসিয়াছি[illegible], আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আপনি আসিয়াছেন জানিতে পারি নাই। আসন হইতে উ[illegible]ই, ক্ষমা করিবেন।"

শিষ্টাচার জানাইয়া রডিন কহিলেন, "ক্ষমা চাহিতে হইবে না, আমি আপ্যায়িত হইয়াছি। তুমি উপবেশন কর, তামাক খাও।"

রডিনের শিষ্টাচারে রাজপুত্র ভুলিলেন না। কাছে না বসিয়া রডিনকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া স্বয়ং একখানি স্বতন্ত্র চেয়ারে উপবেশন করিলেন, তামাক খাইতে লাগিলেন।

রডিন।—রাজকুমার! তোমার নম্রতা দর্শনে আমি সুখী হইলাম। যাহাতে তুমি এ বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার, তোমার অজ্ঞাতবন্ধুর সাহায্য তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ যত্ন করিব। তাব, তুমি যেন তোমার স্বদেশে—ভারতবর্ষে স্বগৃহেই রহিয়াছ।

জালমা।—(বিনম্র গম্ভীরস্বরে) এখানকার অনেক বস্তু দেখিয়া স্বদেশ আমার মনে পড়িতেছে, পিতাকে মনে পড়িতেছে যাঁহাকে আমি পিতৃতুল্য ভক্তি করি (মার্শেল সাইমন), তাঁহাকেও মনে পড়িতেছে।

মার্শেল সাইমন প্যারিসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, রডিন এ সংবাদ রাজকুমারকে প্রদান করেন নাই, সুকৌশলে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া হস্তবিস্তার পূর্ব্বক রাজপুত্র কহিলেন, "মহাশয়! আপনি আসিয়াছেন, আমি পরম সুখী হইয়াছি।"

রডিন।—হা রাজকুমার! তুমি সুখী হইয়াছ, তাহা আমি বুঝিয়াছি; তুমি বুঝিয়াছ, আমি তোমাকে কারামুক্ত করিতে আসিয়াছি। পূর্ব্বে আমি বলিয়াছিলাম, আপাততঃ তোমাকে কিছুদিন বিজন পল্লীতে, নিভৃত নিবাসে রাখিব, আমার সেই ইচ্ছা কেবল তোমার উপকারের জন্য।

জালমা।—বলুন, কল্য আমি কি বাহিরে যাইতে পারিব?

রডিন।—বাধা নাই। যদি ইচ্ছা হয় অদ্যই যাইতে পার।

জালমা।—(চিন্তা করিয়া) এখানে অবশ্য

আমার আত্মীয়লোক আছেন, তাহা না থাকিলে এমন স্থরম্য প্রাসাদে কে আমাকে রাখিল? এ প্রাসাদ আমার নিজের নয়।

রডিন।—নিশ্চয়ই আত্মীয়লোক আছেন। ভাল ভাল আত্মীয়লোক।

জালমা।—(সহসা আসন হইতে উঠিয়া) আস্থন্।

রডিন।—(সবিস্ময়ে) কোথায় রাজ-কুমার? কোথায় যাইবেন?

জালমা।—বন্ধু দর্শনে। তিন দিন বিলম্ব করিয়াছি, আর পারি না।

রডিন।—স্থির হও রাজকুমার। উপবেশন কর, আমার অনেক কথা বলিবার আছে।

জালমা।—(উপবেশন করিয়া) বলুন্।

রডিন।—তোমার বন্ধুলোক এখানে আছেন, ইহা সত্য; বেশী না থাকুন, একটী আছেন। বন্ধু অতি দুর্লভ।

জালমা।—আপনি তবে কি?

রডিন।—তবে তোমার দুটী বন্ধু। আমি একটী আর অজ্ঞাত একটী। তাঁহাকে তুমি জান না, শীঘ্র জানিতে পার, এমন ইচ্ছাও তাঁহার নয়।

জালমা।—কি জন্য?

রডিন।—তোমার প্রতি বন্ধুত্বের যেরূপ নিদর্শন তিনি দেখাইতেছেন, অজ্ঞাত থাকিলে তাহাতে তিনি যেরূপ সুখানুভব করিবেন, জানা-শুনা হইলে তত সুখী হইবেন না।

জালমা।—সৎকার্য্য করিয়া গোপন থাকিবার ইচ্ছা কেন?

রডিন।—এক এক সময় গোপন থাকা আবশ্যক হয়।

জালমা।—তাঁহার বন্ধুত্বে আমি উপকৃত হইতেছি, তবে কেন তিনি আমাকে দেখা দিবেন না?

রডিন।—পূর্ব্বেই ত আমি বলিলাম অজ্ঞাত থাকায় তাঁহার যত সুখ, জানা-শুনা হইলে হয় ত তাঁহার সেরূপ সুখ থাকিবে না।

জালমা।—কে আমার বন্ধু, আমি তাহা জানিতে পারিলে তিনি সুখী হইবেন না?

রডিন।—বোধ হয়, তিনি নিজের বিবেচনায় এইরূপ মনে করেন।

জালমা।—(সগর্ব্ব উগ্রস্বরে) আমার সঙ্গে দেখা করিলে হয় ত তাঁহার মানের লাঘব হইবে, অথবা আমার কাছে মুখ দেখাইতে তাঁহার মনে ঘৃণার উদয় হইবে, ইহাই যেন অনুমান হয়। তিনি হয় ত মনে করেন, আমি তাঁহার দর্শনোপযুক্ত পাত্র নই। মহাশয়! সমতুল্য ব্যক্তির নিকট হইতেই আমি উপকার প্রত্যাশা করি, আমার সমকক্ষ ব্যক্তির নিকটেই আমি আতিথ্যস্বীকার করি, যিনি আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তাঁহার দাতব্য আমি কেন গ্রহণ করিব? এ বাড়ীতে আমি থাকিব না। এখনই এ গৃহ আমি পরিত্যাগ করিব। (দৃঢ়সঙ্কল্পে গাত্রোত্থান)।

রডিন।—(ভয় পাইয়া) কি কর রাজ-কুমার! কি কর? আমার কথা শুন। অত চঞ্চল, অত অধীর হইলে চলিবে না। যদিও আমরা তোমার রমণীয় জন্মভূমির স্মরণসূচক নানা বস্তু এখানে আহরণ করিয়াছি; কিন্তু বাস্তবিক তুমি ইউরোপের গর্ভে—ফ্রান্সে—এই পারিস নগরীর মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছ। ইহা বিবেচনা করিলে বোধ হয়, তোমার সঙ্কল্প শিথিল হইবে। আমার কথা শুন;—বিনয় করিয়া বলিতেছি, শুন।

জালমা।—(স্থির হইয়া নম্রস্বরে) হাঁ পিতা! আপনার কথাই ঠিক। আমি এখন আমার স্বদেশে নাই। এখানকার আচার-ব্যবহার সমস্তই বিভিন্ন। অবশ্যই আমি ইহা স্মরণ

রাখিব। আমার কি করা কর্ত্তব্য, এখন আমি তাহা বিবেচনা করিব।

বডিন।—(ধূর্ত্ততা গোপন করিয়া) বিবে না কর।

জালমা।—(ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) বিবে না করিলাম।

বডিন।—(সাগ্রহে) ফল?

জালমা।—জগতের কোন দেশে, কোন কালে, কোন মানীলোক অপর কোন মানী-লোকের পক্ষে বন্ধুত্ব গোপন করেন না।

বডিন।—(আতঙ্কিত হইয়া) বোধ কর, সেই বন্ধুটী প্রকাশ হইলে যদি কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে?

জালমা।—(নীরবে ঘৃণা-বিস্ময়ে বডিনের প্রতি দৃষ্টিপাত)।

বডিন।—কেন তুমি নিরুত্তর, তাহা আমি বুঝিয়াছি। সাহসী পুরুষেরা বিপদের ভয় রাখে না, এ কথা সত্য, কিন্তু বিবেচনা কর, বন্ধুটী প্রকাশ হইলে তোমার নিজের যদি কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কি তাহা অপ্রকাশ থাকা ভাল নয়?

জালমা।—ভয় পাইয়া আমি কাপুরুষের ন্যায় তাঁহার কাছে অজ্ঞাত থাকিব, যে বন্ধু এমন বিবেচনা করেন, সে বন্ধুর হস্তে কিছুমাত্র সাহায্য আমি গ্রহণ করি না।

বডিন।—প্রিয়তম রাজকুমার! স্থির হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর।

জালমা।—আর আমি কিছুই শুনিব না। আমি চলিলাম;—বিদায়!

বডিন। তবু—তবু—একটু বিবেচনা কর।

জালমা। (রাজমর্য্যাদায়) বিবেচনা আমি করিয়াছি। যাহা বলিবার, তাহা আমি বলিয়াছি। (বেগে দ্বারের দিকে অগ্রসর)

ফিরিবার পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, রাজপুত্র পাছে গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হন, সেই ভয়ে গমন-পথে বাধা দিয়া চূড়ান্ত সঙ্কল্পে বডিন কহিলেন, "সে বন্ধুটী যদি স্ত্রীলোক হন?"

জালমা।—(থামিয়া সচকিতে) স্ত্রীলোক? আমার সেই বন্ধুটী কি তবে স্ত্রীলোক?

বডিন।—হাঁ, স্ত্রীলোক। তিনি তোমার উপকার করিতে চাহেন, অথচ দেখা দিতে চাহেন না, ইহা কি তাঁহার পক্ষে বিবেচনা-সিদ্ধ কার্য্য নয়?

জালমা।—(কম্পিতস্বরে) স্ত্রীলোক?—এই প্যারিস নগরীর রমণী?

বডিন।—হাঁ রাজকুমার! একান্তই যদি বলিতে হইল, তবে বলি। তোমার সেই বন্ধুটী প্রকৃতই পারিস নগরীর কুলমহিলা; মহিমান্বিতা গৃহিণী;—বিশুদ্ধ ধর্ম্মাভরণবিভূষিতা। বয়সের মর্য্যাদা বুঝিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করা উচিত।

জালমা।—(কল্পনায় হতাশ হইয়া) তবে কি তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধা?

বৃদ্ধ বডিন পরিহাসের ভঙ্গীতে মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "খুব বুড়ো নয়, তবে কিনা, আমার চেয়ে কিছু বড়।"

কথা শুনিয়া রাজপুত্রের নৈরাশ্য আইসে কি ক্রোধ উদ্রেক হয়, তাহাই দেখিবার জন্য বডিন সুস্থিরনয়নে তাঁহার পানে এক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুই আসিল না, কিছুই হইল না; সম্পূর্ণ ভাবান্তর। কিছু পূর্ব্বে নবীন প্রেমস্বপ্নে রাজ-পুত্রের চিত্ত বিমথিত হইতেছিল, বডিনের কথা শুনিয়া সে চিত্তবিকার তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার কোমলহৃদয়ে পবিত্র ভক্তি-শ্রদ্ধার উদয় হইল প্রশান্ত-নয়নে বডিনের বদন নিরীক্ষণ করিয়া তিনি কহিলেন, "তবে সেই রমণীটী আমার মা হন।"

রডিন।—ঠিক ভাবিয়াছ। তোমার মা হন, সেই সম্ভ্রান্ত মহিলাটীরও বাস্তবিক সেই ইচ্ছা। কেন তাঁহার এত স্নেহ তোমার উপর, তাহা কিন্তু আমি বলিব না। কেবল এই-মাত্র বলিব, স্নেহ অকপট, হেতুও গৌরবাত্মক। গোপনীয় কথা কি, তাহা বোধ হয়, তুমি জানিতে চাহিবে না। স্ত্রীলোক যুবতীই হউন্ অথবা বৃদ্ধাই হউন, তাঁহাদের অন্তরের গুপ্ত-কথা চিরদিন পবিত্র,—চিরদিন মাননীয়।

জাল্মা—সন্দেহমাত্র নাই। অবশ্যই আমি মান্য করিব। না দেখিয় পরমেশ্বরকে যেমন আমরা ভক্তিশ্রদ্ধা করি, না দখিয়া সেই বর্ষীয়সী মহিলাকেও আমি সেইরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিব

রডিন।—এইরূপ ধৈর্য্যধারণ করিলেই রাজপুত্রের উপযুক্ত কার্য্য হয়। এখন আমি কাজের কথা বলি। তোমার সেই বন্ধুটী, যিনি তোমার ম, তাঁহার যাহা ইচ্ছা, স্থির হইয়া তাহা শ্রবণ কর। এই বাড়ী এখন তোমার,—যত দিন ইচ্ছা, ততদিন তুমি এই-খানে থাকিতে পার। ফরাসী কিঙ্কর, এক খানি গাড়ী, তদুপযুক্ত অশ্ব তোমার আজ্ঞাধীন থাকিবে। তুমি রাজার পুত্র, রাজভোগের উপযুক্ত, রাজবিলাসের উপযুক্ত যাহা কিছু তোমার প্রয়োজন, তাহা তুমি পাইবে; তোমার বন্ধু—তোমার সেই অজ্ঞাত বন্ধু নিয়মিতরূপে তৎসমস্ত প্রদান করিবেন। তাহা ছাড়া,—তোমার নিজ খরচের জন্য আপাততঃ একটী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পার্শ্বগৃহে আমি একটী বাক্স রাখিয়াছি, তাহার মধ্যে পাঁচ শত (লুইস *) মুদ্রা আছে। মাসে মাসে এইরূপ পাঁচশত মুদ্রা প্রাপ্ত হইবে। তাহাতে যদি না কুলায়, আমাকে বলিও, আরও পাঁচ শত বৃদ্ধি করিয়া দিব।

জাল্মা।—মাসিক পাঁচ শত মুদ্রায় আমার নিজ খরচ কুলাইবে না।

রডিন।—মনে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখিও না। মায়ের কাছে লজ্জা কি? যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে, স্বচ্ছন্দে মনের কথা প্রকাশ করিও। তিনমাস পরে তুমি প্রচুর বিভবের উত্তরাধি-কারী হইবে। যদি কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, এই তিন মাসের অগ্রিম টাকা সেই সম্পত্তি হইতে অক্লেশে পরিশোধ করিতে পারিবে। তিন মাসে যদি তোমার বেশী খরচও হয়,—চার হাজার টাকার অধিক হইবে না,—প্রাপ্ত ধনের সঙ্গে তুলনায় তাহা কিছুই নহে। মনে তোমার যত সখ থাকে, সাধ মিটাইয়া খরচ করিও, কোন চিন্তা নাই। আমাদের এই পারিস-নগরী সর্ব্বপ্রকার বিলাসের রঙ্গভূমি। জগতে এমন বিলাসস্থান আর কোথাও নাই। এই মহাবিলাসস্থানে নিত্য নিত্য তোমাকে ক্রীড়া করিতে হইবে। যেরূপ সমৃদ্ধি দেখাইলে রাজ-পুত্র বলিয়া মানায়, সেইরূপ সমৃদ্ধি আমরা যোগাইব। তুমি সাধু, তোমার পুণ্যপ্রতাপে তোমার পিতার ডাকনাম ছিল, সাধুর পিতা। সেই জন্য বলিতেছি, মায়ের কাছে চক্ষুলজ্জা রাখিও না। যাহা যখন প্রয়োজন, অবাধে তাহা তখনই—

জাল্মা।—অবশ্য আমি বেশী টাকা চাহিব। আমি রাজপুত্র; রাজারা যেমন গৌরবে থাকেন, সেইরূপ গৌরবে আমিও থাকিতে চাই।

মনের ভাব প্রকাশ করিতে রাজকুমার কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। ভারতের রাজকুমারেরা আপনাদের শোভাসমৃদ্ধি অপেক্ষা অসীম দানশীলতায় জগতে প্রসিদ্ধ। বেশী টাকা

* লুইস (*Louis*)—ইংরাজী কুড়ি শিলিং অথবা এক পাউণ্ডের তুল্য।

খবরের ইঙ্গিত পাইয়া বড়িনও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন না। প্রসন্নবদনে তিনি কহিলেন, "যাহা তুমি বলিতেছ, তাহাই হইবে। এক্ষণে তুমি নূতন জগতে প্রবেশ করিতেছ, উৎকৃষ্ট দ্বার দিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে। তোমার আশ্রয়দাত্রী মাতার একজন মহা[illegible] বহুদর্শী বন্ধু কাউণ্ট মণ্টোব্রণ তোমাকে সঙ্গে করিয়া বড় বড় জায়গায় লইয়া যাই-[illegible] বড় বড় লোকের সহিত পরিচিত [illegible] দিবেন।"

[illegible]মা।—আপনি আমাকে কপরিচিত [illegible] দিবেন না?

[illegible]নে।—আহা! রাজকুমার! আমার [illegible] দেখ! আমি কি [illegible] কার্য্যের উপ[illegible]? না,—না, কখনই না, কিছুতেই না। [illegible] নির্জ্জনে বাস করি, সংসারের সহিত [illegible] সম্বন্ধ আমি পরিত্যাগ করিয়াছি [illegible] পরিচিত হইয়া তুমি তুষ্ট হইতে পা[illegible] আর দেখ, এখানকার কতক [illegible] তোমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য ফাঁদ [illegible] বাধিয়াছে। কাউণ্ট মণ্টোব্রণের সহিত [illegible] স্থানে গতিবিধি করিলে সেই সকল [illegible]লোকের চক্রভেদ করিতে তুমি সমর্থ হইবে। এখানে যেমন তোমার বন্ধু আছেন, তেমনি অনেক শত্রুও আছে। শত্রুরা তোমার হিংসা করে, নিন্দা করে, তোমার [illegible] লইয়া পরিহাস করে। তাহারা কপটাচারী কাপুরুষ, বলিতে কি, সেই সকল দুরাত্মার পাপপ্রবৃত্তি যেরূপ উগ্র, তাহাদের ক্ষমতাও তদ্রূপ ভীষণ। মুখামুখি তাহাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তুমি পারিয়া উঠিবে না,—যাহাতে তাহাদের সম্মুখে পড়িতে না হয়, তাহারই চেষ্টা করিও,—নিরাপদ হইবার জন্য পলায়ন করিও।

সংসারে শত্রু আছে, বিপদে ফেলিবার জন্য তাহারা ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে, বড়িন বলিলেন, তাহাদের ভয়ে পলায়ন করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া কুমার আলমারের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল; সুন্দর-বদনে নীলোৎপল-নেত্র আরক্ত হইয়া যেন অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল, মানুষের মুখমণ্ডলে তাদৃশ ভীষণ প্রতিহিংসা, দ্বেষ, ক্রোধশিখা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজকুমার আল্-মার প্রফুল্ল বদনে তখন এই প্রকার অভূতপূর্ব্ব বীরভাব পরিলক্ষিত হইল। স্কন্ধ পরি-বেষ্টন পূর্ব্বক বক্ষঃ ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া ভীষণ ক্রোধে অধর দংশন করিতে করিতে রাজপুত্র তখন একবারে করালব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মূর্ত্তিদর্শনে বড়িন অকস্মাৎ আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকারস্বরে বলিলেন, "এ কি রাজকুমার? এ কি বিরাট্ ভাব? তোমাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে।"

রাজপুত্র কথা কহিলেন না। সম্মুখদিকে একটুকু ঝুঁকিয়া ক্রোধে হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করি-লেন, শ্বাপদসিংহের ন্যায় চলিতে লাগিলেন; তাঁহার মুখের দিকে তখন চাহিতে যথার্থই বড়িনের ভয় হইল। এই অবসরে আল-বোলার মুখনলটী স্খলিত হইয়া তাঁহার পদ-তলে পতিত হইল। ক্রোধে তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিকম্পিত হইতেছিল, সক্রোধে এক পদাঘাতে তিনি সেই কাঞ্চননির্ম্মিত সুন্দর সুদৃঢ় নলটী একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

বড়িন।—(সভয়ে) কি করিলে রাজ-কুমার? কেন এমন করিতেছ?

আলমার।—এইরূপে আমি আমার কাপুরুষ শত্রুগণকে চূর্ণ করিব।

সদর্পে এইরূপ উক্তি করিয়া রাজপুত্র এক

পক্ষে গৃহের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন। কম্পিতচরণে গৃহের চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিতে করিতে যেন কোন অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে ক্রোধকম্পিত হস্তমুষ্টি আরক্ত মুখবিবরে প্রবেশিত করিলেন। রক্তপিপাসু শীকারী ব্যাঘ্র যে প্রকারে লাঙ্গুল দুলাইয়া কাননের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, সেই সুসজ্জিত গৃহমধ্যে দুর্জ্জয় কোপাবিষ্ট রাজপুত্রের সেই প্রকার পরিক্রমণ।

বীরপুরুষের ক্রোধ। ভারতের রণক্ষেত্রে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় এই বীরকুমারের এই প্রকার ক্রোধ হইত, ভারতের ভীষণ অরণ্যে মৃগয়া করিবার সময় এই বীরকুমারের এই প্রকার ক্রোধ হইত, পারিসরাজধানীর মধ্যেও কাপুরুষ বৈরীকুলের কথা শুনিয়া এই বীরকুমারের এই প্রকার ক্রোধ হইল। ক্রোধে কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিকৃতি ঘটিল না, মুখশ্রী বরং আরও অধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল।

রডিনের হৃদয়ে দুরভিসন্ধি গুপ্তভাবে অবস্থিত। রিপুপ্রাবল্যে রাজকুমারের ঐরূপ ভীমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া রডিনের সেই হৃদয়ে এক প্রকার গুপ্ত আনন্দ আশ্রয় লইল। রডিন বুঝিলেন, এইরূপ ভয়ঙ্কর ক্রোধের পরিণামফলও অবস্থানুসারে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে।

সে আনন্দ কিন্তু রডিনের অন্তরে বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। অচিরক্ষণমধ্যেই রাজপুত্রের ভীষণ ক্রোধের শান্তি হইয়া আসিল। ক্ষণমাত্রেই তিনি বুঝিলেন, বিফলে বৃথা ক্রোধাড়ম্বর। আপনা আপনি লজ্জা পাইয়া, লজ্জিত বালকের ন্যায় মাথা হেঁট করিয়া তিনি নয়ন অবনত করিলেন। গম্ভীরস্বরে রডিনকে তিনি কহিলেন, "বাবা! অদ্যই আপনি আমাকে আমার শত্রুগণের সমক্ষে লইয়া চলুন্।

রডিন।—কেন রাজকুমার? কি অভিপ্রায়ে? সেখানে গিয়া তুমি কি করিবে?

জাল্মা।—কাপুরুষগণকে সংহার করিব।

রডিন।—সংহার করিবে? মনেও করিও না।

জাল্মা।—ফিরিঙ্গী আমার সহায় হইবে।

রডিন। মনে কর, এ তোমার সেই গঙ্গাতীর নয়;—ইচ্ছা করিলেই এখানে কেহ অদগ্র ব্যাঘ্রের ন্যায় শত্রুবধ করিতে পারে না।

জাল্মা।—একজন রাজার হিতাকাঙ্ক্ষায় যাহারা অপরের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, ধর্ম্মতঃ তাদৃশ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়; যাহারা বিশ্বাসঘাতক, যাহারা কাপুরুষ, যাহারা লুকাইয়া শত্রুতা করে, তাদৃশ শত্রুগণকে কুকুরের ন্যায় মারিয়া ফেলিতে হয়।

রডিন।—(গম্ভীরস্বরে) আহা। রাজকুমার। তোমার পিতার নাম ছিল সাধুর পিতা, দুষ্ট কাপুরুষ জানোয়ারগণকে বধ করিয়া তুমি কি আনন্দ পাইবে?

জাল্মা।—যাহারা বিপদ ঘটাইতে পারে, প্রকৃতিতে যাহারা ভয়ঙ্কর, তাহাদিগকে সংহার করাই সংসারের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য।

রডিন।—তবে কি তুমি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে চাও?

জাল্মা।—প্রতিহিংসা কি? জিঘাংসাপরবশ হইয়া সর্পের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় না, সর্পের উপর প্রতিহিংসা আমার নাই, সর্পকে আমি পদতলে দলন করি।"

রডিন।—কিন্তু প্রিয়তম রাজকুমার! এখানে ঐ প্রকারে শত্রুদলন করিতে পারা যায় না। অভিযোগের যদি কোন কারণ থাকে—

জাল্মা।—(রঙিনকে থামাইয়া) অভিযোগ? স্ত্রীলোকেরাই অভিযোগ করে; বালকেরাই অভিযোগ করে। পুরুষেরা বাহুবলে প্রহার করেন।

রঙিন।—সেরূপ প্রহার করা গঙ্গাতীরে চলে, এখানে চলে না। এখানকার সমাজের প্রণালী স্বতন্ত্র। কেহ যদি তোমাকে উৎপীড়ন করে, সমাজ সে বিষয় আপনাদের হাতে গ্রহণ করেন, সমাজ অভিযোগ শ্রবণ করেন, সমাজ সাক্ষীগণের সাক্ষ্য লন, সমাজ বিচার করেন; যদি প্রকৃত হেতু দেখিতে পান, সমাজ নিরপেক্ষভাবে অপরাধীর দণ্ডবিধান করেন।

জাল্মা।—আমার নিজের বিরোধে, আমি নিজেই বিচারপতি, আমি নিজেই দণ্ডদাতা।

রঙিন।—স্থির হও রাজকুমার! স্থির হও! আমার কথা শুন! মনে কর, শত্রুগণের হস্ত হইতে তুমি মুক্তি পাইয়াছ। সেই তোমার অজ্ঞাত বন্ধুটী—সেই বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকটী, যিনি তোমার পক্ষে স্নেহময়ী মাতা, তিনি তোমাকে শত্রুগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, শত্রুগণকে ক্ষমা করিতে তিনি তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন যদি এমন হয়, তাহা হইলে তুমি কি কর?

জাল্মা।—(অবনতমস্তকে নিরুত্তর।)

রঙিন।-(উৎসাহ পাইয়া) দেখ রাজকুমার। আমি তোমার শত্রুগণের নাম জানি, তোমাকেও তাহা বলিতাম; কিন্তু একটু ইঙ্গিতমাত্র শুনিয়া তুমি ওরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইলে, তাহা দেখিয়া আর বলিতে ইচ্ছা নাই। আমি নাই আর বলিব না।—তবে হাঁ, তোমার সেই অজ্ঞাত মাতা যদি বলিতে বলেন, তাহা হইলে বলিব; তিনি যদি না বলেন, তাহা হইলে আমি চুপ করিয়া থাকিব।

বীরকুমার সকোপদৃষ্টিতে রঙিনের মুখপানে চাহিলেন। এই সময়ে ফিরিঙ্গী আসিয়া রঙিনকে কহিল, "একটী লোক আসিয়াছে, একখানা পত্র আনিয়াছে, আপনার নামেই পত্র। লোক বলে, আবি আইরিনী সেই পত্র দিয়াছেন। পত্রখানা আনিব কি?"

রাজপুত্রের অনুমতি-প্রতীক্ষায় রঙিন তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। রাজপুত্র সম্মতিসূচক মস্তকসঞ্চালন করিলেন। উৎসাহিত হইয়া রঙিন সেই পত্র আনিবার জন্য ফিরিঙ্গীকে অনুমতি দিলেন। ফিরিঙ্গী চলিয়া গেল; অল্পক্ষণমধ্যেই একখানা পত্র আনিয়া রঙিনের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার গৃহ হইতে বাহির হইল।

এক হস্তে পত্র লইয়া অপর হস্তে রঙিন আপন অঙ্গবস্ত্রের সর্ব্বস্থান টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন, আষ্টে পৃষ্ঠে পার্শ্বে, সমস্ত পকেট অন্বেষণ করিলেন। বদন বিবর্ণ হইল, কপালে হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাব দেখিয়া রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?"

চিন্তিতবদনে রঙিন কহিলেন, "চস্‌মাখানা ভুলিয়া আসিয়াছি। বড় জরুরী পত্র। এখনি পাঠ করা আবশ্যক। এখানে এমন কেহই নাই যে, পত্রখানি পড়িয়া আমাকে শুনায়।"

কৌতূহলবশে রাজপুত্র কহিলেন, "আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমিই উহা পাঠ করিতে পারি।"

রঙিন প্রথমে সম্মত হইলেন না। শেষে একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তোমাকে এরূপ অনুরোধ করা আমার ধৃষ্টতা। তুমি যদি ইচ্ছা করিয়া পড়িতে চাও, পড়, বাধিত হইব; বড় জরুরী পত্র।"

রাজপুত্রের হস্তে পত্র অর্পণ করিয়া রঙিন পদ্রুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষিপ্রহস্তে খাম খুলিয়া রাজপুত্র উচ্চকণ্ঠে পত্র পড়িতে লাগিলেন :—

"অদ্য প্রাতঃকালে আপনি দীঘিয়ার-প্রাসাদে গিয়াছিলেন, বৌরাণীর সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছে, যতদূর আমি শুনিলাম, তাহাতে বোধ হইল, আপনি আবার নূতন প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে ব্যগ্র।

আমি একটী শেষ প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি। কল্য ক্লভিস-ষ্ট্রীটে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া আমি যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা যেমন বিফল হইয়াছে, এ প্রস্তাবও সেইরূপ বিফল হইবে বুঝিয়াও আমি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

কল্য আমি আপনাকে অনেক কথা বলিয়াছি। পত্র লিখিব বলিয়াছিলাম, লিখিতেছি, যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন।

প্রথমে একটী পরামর্শ। সাবধান থাকিবেন! যাহা আপনার সঙ্কল্প, তাহা যদি সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে মান থাকিবে না!—নির্ব্বোধের ন্যায় যাহাদের উপকার করিতে আপনি প্রবৃত্ত, তাহারাই আপনাকে ঘৃণা করিবে। যে যে কৌশল আপনি অবলম্বন করিতেছেন, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলে তাহারা আপনার দফা সারিবে। আপনাকে নষ্ট করিবার হাজার হাজার উপায় তাহাদের হাতে আছে। তাহারা বুঝিবে, মূল কুচক্রের ভিতর আপনি জড়িত, এখন সেই চক্র প্রকাশ করিতেছেন। ভাল মৎলবে এ কার্য্য আপনি করিতেছেন না, ধূর্ত্ততা করিয়া ভালমানুষ সাজিতেছেন, ইহাও তাহারা বুঝিবে।"

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া রাজপুত্র মুখ ফিরাইয়া রঙিনের দিকে চাহিলেন। রঙিন বলিলেন, "হাঁ আমার কথাই বটে।"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাহাদের উপকার করিয়াছেন ?"

রঙিন বিপাকে ঠেকিলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কতকগুলি নূতনকথা ভাবিয়া লইলেন; আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, 'বলিতেছি—গরীব লোকের—জনকতক গরীব-লোকের—খুব গরীব তাহারা—একদল প্রবল-পক্ষ গোটাকতক মোকদ্দমা বাধাইয়া তাহাদিগকে জের্‌বার করিতেছিল। সেই প্রবল-পক্ষকে আমি জানিতাম। তাহাদের শঠতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছি—গরীবের উপকার করিয়াছি—যদিও নিজে আমি গরীব, তথাপি সাধ্যমতে গরীবের পক্ষেই সর্ব্বদা যোগ দিয়া থাকি। সে সব কথা পরে বলিব, এখন তুমি তার পর পাঠ কর।"

রাজকুমার আবার পত্র পড়িতে লাগিলেন ;—"আপনি যদি সঙ্কল্পিত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তাহা হইলে পদে পদে আপনার বিপদের সম্ভাবনা। যাহাদিগকে আপনি এখন বন্ধু বলিয়া ভাণ করিতেছেন, তাহাদের দ্বারা আপনার কিছুমাত্র উপকার হইবে না। তাহাদিগকে আপনি ভুলাইতে পারেন; কেননা, উপকার করিয়া প্রত্যুপকার চাহেন না ;—কেন চাহেন না, তাহাও আপনি বুঝাইয়া বলিতে পারেন না। ইহাতেই তাহারা বুঝিতে পারিবে, ভিতরে ভিতরে দুষ্ট মৎলব আছে।

এরূপ অবস্থায় আমরা আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতে চাই, আপনার নূতন বন্ধুরা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ভবিষ্যতে পুরস্কার দিতে স্বীকার করিবে। সে অনেক দূরের কথা, আমরা হাতে হাতে পুরস্কার দিব। স্পষ্ট কথা বলা ভাল। এই রাত্রে—রাত্রি দ্বিপ্রহরের

পূর্ব্ব পারিস পরিত্যাগ করিয়া আপনি দূর-দেশে চলিয়া যান। অঙ্গীকার থাকুক, ছয় মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন না।

জর্ম্মণীতে আমাদের একজন বন্ধু আছেন। তাঁহার বাড়ীতেই আপনি থাকিবেন। সেখানে আপনার অনাদর হইবে না, কিন্তু বন্ধু আপনাকে ছয় মাস আটক করিয়া রাখিবেন। [illegible] এখান হইতে মাসে মাসে হাজার টাকা [illegible] হইব। যাইবার সময় অগ্রিম দশহাজার [illegible] পাইবেন। ছয়মাস পূর্ণ হইলে আরও [illegible] হাজার টাকা দিব, ছয়মাসের পরে আমরা [illegible]কে সুখী করিব, সম্ভ্রম গৌরবে স্বাধীন [illegible] আপনি বাস করিতে পারিবেন।

কার্য্য কারণের ভাব আপনি বুঝিতে [illegible]রেন। পারিস হইতে আপনাকে আমরা [illegible] চাই কেন, তাহাও আপনি বুঝিলেন। [illegible] তফাৎ করাই যুক্তিসিদ্ধ। আপনি [illegible] ভয়ানক শত্রু নহেন, কিন্তু অত্য[illegible]নক। প্রথম চেষ্টায় আপনি সিদ্ধ[illegible] হইয়াছেন, তাহা বলিয়া আহ্লাদ [illegible] করিবেন না। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যাহা [illegible] বলিয়াছেন, তাহা আইনানুসার [illegible]। যিনি আপনার এজাহার লইয়াছেন, তিনি পক্ষপাত করিয়াছেন, তজ্জন্য [illegible] তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া যাহা করিতে হয়, তাহা আপনি করুন। [illegible] যাহা লিখিলাম, যাহাকে লিখিলাম এবং [illegible] দিলাম, তাহা আমরা জানি। বেলা [illegible] সময় আপনি এই পত্র প্রাপ্ত হইবেন, চতুর্থ ঘটিকার সময় এই পত্রের নীচে স্বহস্তে [illegible] মন্তব্য লিখিয়া যদি আপনি আমার কাছে না পাঠান, তাহা হইলে আপনার সহিত আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। আগামী কল্য [illegible] যুদ্ধ বাধাইব।"

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে রাজপুত্রের অনুমতি লইয়া রডিন ঘণ্টা বাজাইলেন। ফিরিঙ্গী প্রবেশ করিল। রাজপুত্রের হস্ত হইতে পত্রখানা গ্রহণ করিয়া রডিন প্রথমে মাঝামাঝি ছিঁড়িলেন, তাহার পর করমর্দ্দনে গুটী পাকাইয়া ফিরিঙ্গীর হাতে দিলেন,—কহিলেন, "লইয়া যাও, যে লোক পত্র আনিয়াছিল, তাহার হস্তে ইহা প্রদান করিয়া বলিও এ [illegible] গর্ব্বপূর্ণ লজ্জাশূন্য পত্রের ইহাই প্রকৃত প্রত্যুত্তর।"

ছিন্ন পত্রের গুটী পাইয়া ফিরিঙ্গী বিদায় হইল। রডিনের পানে চাহিয়া রাজপুত্র কহিলেন, "এরূপ উত্তর পাইয়া তাহারা ভয়ানক যুদ্ধ বাধাইবে।"

রডিন—হাঁ রাজকুমার! ভয়ানক যুদ্ধই হইতে পারে। কিন্তু আমি তাহার তুল্য লোক নহি। আমার শত্রুগণ ভীরু, কাপুরুষ, দুষ্টাচার, সেইজন্য তাহাদিগকে বধ করিতে আমি ইচ্ছা করি না। দেশের আইনকে ঢালস্বরূপ করিয়া আমি যুদ্ধ করি। রাজকুমার! এ বিষয়ে তুমি আমার অনুকরণ করিও।

জাল্মা।—(বিরক্তবদনে) যুদ্ধে কাহার অনুকরণ করিতে হয়, যুদ্ধক্ষেত্রেই আমি তাহা বিবেচনা করি।

রডিন—(চিন্তাকুল হইয়া) না রাজপুত্র। আমার ভুল হইয়াছে। যুদ্ধসম্বন্ধে আর আমি তোমাকে ঐরূপ পরামর্শ দিব না। তোমার সেই অজ্ঞাত মাতা যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। কল্য আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইব। তোমার শত্রুগণের নাম বলিয়া দিতে যদি তিনি সম্মত হন, নামগুলা তোমাকে আমি বলিব।

জাল্মা।—(গম্ভীরবদনে) উদ্দেশে যাঁহাকে আমি মা বলিয়াছি, বীরাঙ্গনা বলিয়া তাঁহাকে কি আমি সম্মান করিতে পারি?

রডিন।—(করতালি প্রদান পূর্ব্বক মহোৎসাহে) তিনি—পৃথিবীতে তিনি অতুল বীরাঙ্গনা! সত্য যদি তুমি তাঁহার গর্ভজাত পুত্র হইতে, সত্য যদি তুমি এমন কোন একটা বিপদে ঠেকিতে, একদিকে নীচতা-স্বীকার, একদিকে মৃত্যু অঙ্গীকার, সে অবস্থায় তিনি নিশ্চয়ই পরামর্শ দিতেন, "মর।—তোমার সঙ্গে আমিও মরিব।"

জাল্‌মা।—(মহোৎসাহে) ওঃ! যথার্থ বীরাঙ্গনা!—আমার গর্ভধারিণী জননীও এই রূপ ছিলেন।

রডিন।—(যবনিকার সমীপবর্ত্তী হইয়া সেইদিকে কটাক্ষপাত পূর্ব্বক মহোল্লাসে) তোমার আশ্রয়দাত্রীকে কল্পনায় যদি আনিতে ইচ্ছা কর, মনে কর, স্বয়ং তিনি নির্ভীকতা, ন্যায়পরতা আর রাজভক্তি মূর্ত্তিমতী। বীর পুরুষের ন্যায় তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার মহত্ত্ব, জীবনে কখনও তিনি মিথ্যাকথা বলেন নাই, জীবনে কখনও একটী মনোভাব গোপন করেন নাই, অপরা রমণীদের ন্যায় ছলনা চাতুরী কখনও তিনি শিক্ষা করেন নাই।

মহিমা শ্রবণে রাজপুত্রের নেত্রযুগল প্রদীপ্ত হইল। উৎসাহ-গৌরবে উজ্জ্বল মুখমণ্ডল আরও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ যবনিকা প্রান্তের আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া বিমুগ্ধস্বরে রডিন কহিলেন, "সদাত্মন! নয়নে তোমার আত্মা বিকশিত হয়, ইহাই আমি দেখিতে ভালবাসি। তাহা যে তুমি বুঝিতে পারিতেছ, ইহাই শ্লাঘনীয়। মহচ্চরিত্র লোকের মহৎ অন্তঃকরণে যেরূপ মহাভাবের উদয় হয়, সেই ভাবে সেই মহানুভবা ধর্ম্মশীলা রমণীকে পূজা করা কর্ত্তব্য।"

জাল্‌মা।—(মহোল্লাসে) আপনি যথার্থই বলিতেছেন। যথার্থই আমি তাঁহাকে পূজনীয়া গৌরবিণী জ্ঞান করিতেছি। ইহসংসারে আমার জননী বিদ্যমান নাই, অথচ তাদৃশী মহদাশয়া একটী মহিলা আছেন, ইহা আমার পরম ভাগ্যের ফল।

রডিন।—হাঁ, সত্যই তিনি আছেন। তাপিতের সন্তাপ দূর করিবার জন্য, নারীজাতির গৌরববিস্তারের জন্য সত্যই তিনি বাঁচিয়া আছেন। সত্যের গৌরবের জন্য, মিথ্যার বিদলনের জন্য সত্যই তিনি বাঁচিয়া আছেন। একদিন তিনি আমাকে একটী কথা বলিয়াছিলেন, জীবনে সে কথা আমি ভুলিব না। তিনি বলিয়াছিলেন, "যাহাকে আমি ভালবাসি, যাহাকে আমি সমাদর করি, যদি কখনও তাঁহার উপর সংশয়—"

রডিন এই আরব্ধবাক্য সমাপ্ত করিতে পারিলেন না। বাত্যাবেগে যেমন বৃক্ষপত্র আন্দোলিত হয়, সহসা সেইরূপ বেগে পর্দ্দাটা কাঁপিয়া উঠিল, স্প্রীংটা ছিঁড়িয়া গেল, পর্দ্দা খসিয়া পড়িল। যিনি প্রকাশ হইলেন, সময়ের চঞ্চলতায় তাঁহার মাথার টুপীটা খসিয়া পড়িল, উপরের অঙ্গাভরণ খুলিয়া গেল। মূর্ত্তিমতী বিম্বাধরীর ন্যায় সমুজ্জ্বল রূপ গৌরবে দ্বারপথে কুমারী অদ্রিয়াণী।

রূপ দেখিয়া কুমার জাল্‌মা এককালে হতবুদ্ধি। গৃহসজ্জার সুবিমল পুষ্পপত্রাবলীর মধ্যস্থলে বিদ্যাধরী বিরাজিতা। রাজপুত্র ভাবিলেন, "সত্য না স্বপ্ন! আমি কি জাগরিত না নিদ্রিত! কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না।"

বিস্ফারিতনয়নে, সভক্তি করযোড়ে, সম্মুখে অর্দ্ধ-কুব্জাকারে রাজপুত্র দাঁড়াইলেন; দেবতার নিকট উপাসনা করিবার সময় যেমন ভাব হয়, সেইভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কুমারী অদ্রিয়াণীও লোহিতরাগরঞ্জিত অধরে লজ্জিত হইয়া উদ্ভিদ-গৃহের চৌকাঠের

উপর দণ্ডায়মানা ;—এ গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না।

[illegible] ডিন যেন বিস্ময়াপন্ন হইয়া একটু নিকটে গিয়া কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মা! মা! আপনি এখানে?"

[illegible] কলস্বরে অভ্রিয়াণী কহিলেন, "শেষকালে আপনি যে কথাটী বলিতেছিলেন, সেইটী আমি সত্য করিতে আসিয়াছি। আমার মনে য[illegible] কোন প্রকার সংশয়ের উদয় হয়, যাহা [illegible] উদয়, মুক্তকণ্ঠে তাহার সাক্ষাতেই তাহা [illegible] প্রকাশ করি। আজ আমি ঠকিয়াছি, [illegible]নাকে পরীক্ষা করিতে আমি এখানে আ[illegible]ছি। যখন আপনি আবি আইরিণীর প্র[illegible] উত্তর দেন, তখন আপনার সরলতার নূ[illegible]পরিচয় আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার স[illegible]র কথা তুলিয়া আপনি যখন খোসামোদ ক[illegible]হলেন, তখন আমার সন্দেহ হইয়া-ছি[illegible] টা আমার ভুল। ক্ষমা করিবেন।'

[illegible]কে এই কথাগুলি বলিয়া, রাজপুত্রের দি[illegible] য়া বিত্তাধরী বলিলেন, "রাজকুমার! আ[illegible] নার ভগ্নী হই, আর আমি তোমার কা[illegible] পর থাকিব না। আমি কুমারী অভ্রি-য়াণী কার্দোবিলী।—জননীর হস্তে কোন দা[illegible] গ্রহণে যেমন তুমি সঙ্কুচিত হইতে না, সেইরূপ অসংকোচে ভগ্নীদত্ত যৎকিঞ্চিৎ উপহার গ্র[illegible] করিবে এইরূপ আমার আশা।"

[illegible]জপুত্র একটীও উত্তর করিলেন না। অ[illegible] রূপলাবণ্য দেখিয়া তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। দর্শনপিপাসা ক্রমশই [illegible]। অনিমেষনয়নে রূপ দেখিতেছেন, তৃপ্তি হইতেছে না। যতবার দেখিতেছেন, ততবারই পিপাসাবৃদ্ধি হইতেছে। রাজপুত্র ভা[illegible]তেছেন, বিধাতার কি অলৌকিক সৃষ্টি! [illegible]তের সমস্ত রূপরাশি একাধারে!

বস্তুতঃও সত্য। জগতের দুটী অনুপম রূপলাবণ্য মুখামুখি দণ্ডায়মান। রূপের আদর্শ, সরলভাব আদর্শ, সৌন্দর্য্যের আদর্শ। উভয়েই উভয়ের রূপ দেখিতেছেন। কুমারের চক্ষে কুমারীর চক্ষু মিলিত হইবামাত্র কুমারীর সর্ব্ব-শরীরে যেন বিদ্যুৎ চমকিল। একবার নয়ন অবনত করিয়া পুনরায় তিনি সতৃষ্ণনয়নে রাজ-পুত্রের মুখ দেখিলেন। পুনর্ব্বার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিল পলকশূন্য নয়নে রাজপুত্র অবাক্ হইয়া অভ্রি-য়াণীর অপরূপ নেত্রসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে-ছেন, মুখে একটীও কথা নাই। কুমারকে এই প্রকার নির্ব্বাক্ দর্শন করিয়া কুমারী অতিশয় চঞ্চলা হইলেন; কম্পিতস্বরে রডি-নকে বলিলেন, "যাহা আমি অঙ্গীকার করি-য়াছি, পুনর্ব্বার রাজকুমারকে তাহা আপনি শুনাইবেন, আমি এখানে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারি না।

এই কথা বলিয়া কুমারী অভ্রিয়াণী মুখ ফিরাইয়া উদ্ভিদ-গৃহের দিকে পদচালন করি-বার উপক্রম করিলেন। শীকার পলাইবার উপক্রমে ব্যাঘ্র যেমন লম্ফ দিয়া অগ্রসর হয়, কুমার কাল্মা সেইরূপ ব্যাঘ্র-লম্ফনে গর্জ্জন করিয়া কুমারীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তৎকালীন তাঁহার বদনের সমুজ্জল আরক্ত আভা সন্দর্শনে অকস্মাৎ ভয় পাইয়া কুমারী উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে দুই পা হটিয়া আসিলেন।

এই সময় রাজপুত্রের চৈতন্য হইল। পূর্ব্বাপর সব কথা মনে পড়িল। লজ্জা পাইলেন, চক্ষে জল আসিল, কণ্টকিত অঙ্গ কম্পিত হইল। দ্রুতগতি অভ্রিয়াণীর চরণতলে বসিয়া করযোড়ে কাতরবচনে তিনি কহিলেন, "যেয়ো না—যেয়ো না!—একটু থাকো—থাকো! আমাকে পরিত্যাগ করিও না!—তোমাকে

দেখিবার জন্য আমি অনেকদিন আশা করিয়া রহিয়াছি!"

ভাব দেখিয়া, মিনতি শুনিয়া, অপ্রিয়াণীর আরও ভয় হইল। উদ্ভিদ্-গৃহের দিকে চাহিতে চাহিতে রাজপুত্রকে তিনি বলিলেন, "রাজকুমার! এখানে আমার অধিকক্ষণ অবস্থান করা নিতান্তই অসম্ভব।"

জালমা।—(অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে) আবার তুমি আসিবে? আবার আমি তোমারে দেখিতে পাইব?

অপ্রি।—(কম্পিতস্বরে) আবার?—ওঃ! না,—কিছুতেই না—কিছুতেই না।

নিরাশ উত্তরে রাজপুত্র হতজ্ঞান। সেই অবসরে সুবিধা পাইয়া বিধবারাণী চঞ্চলচরণে উদ্ভিদ-গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিতে দেখিতে তরুপত্রের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ফ্রেরাইন তাড়াতাড়ি কুমারীর সঙ্গিনী হইবার চেষ্টা করিতেছিল সেই সময় রডিন দ্রুতপদবিক্ষেপে তাহার নিকটে গিয়া কাণে কাণে কহিলেন, 'কল্য সেই বুড়ীর দফা নিকাশ করিব।"

কথা শুনিয়া ফ্রেরাইন কাঁপিয়া উঠিল। রডিনের বাক্যে উত্তর না করিয়া দ্রুতপদে স্বামিনীর অনুসরণ করিল।

অপ্রিয়াণী চলিয়া গেলেন, হুঁস নাই। রাজকুমার করপুটে জানু পাতিয়া সমভাবেই বসিয়া রহিলেন। বদনে ক্রোধের লক্ষণ নাই, আশার লক্ষণ নাই, উৎসাহের লক্ষণ নাই, নীরবে তিনি কাঁদিলেন। রডিন যখন নিকটে আসিলেন, তখন আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া কম্পিত পদে কৌচের নিকটে গিয়া অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িলেন। নয়ন বিমুদিত।

রডিন অগ্রসর হইয়া সস্নেহে কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "হায় হায়! যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল! কুমারীর সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ না হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল আমি বলিয়াছিলাম বৃদ্ধা, কেন বলিয়াছিলাম, তাহা তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ?'

জালমা উত্তর করিলেন না। হাত-দুখানি বক্ষে ছিল, জানুর উপর নামিল। মুখ তুলিয়া সজলনয়নে রডিনের মুখের দিকে তিনি একবার চাহিলেন। রাজপুত্র তখনও কাঁদিতেছিলেন।

মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক রডিন পুনর্ব্বার কহিলেন, "কুমারী অপ্রিয়াণী ভুবনমোহিনী সুন্দরী। তোমারও তরুণ বয়স, তুমিও রূপবান্। একবার দেখা হইলেই নবপ্রেমে মজিবে, ইহা আমি জানিতাম, সেই নিমিত্তই সাবধান হইয়াছিলাম, এই বিপত্তি যাহাতে না ঘটে, তাহারই চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু হায় হায়! আমার চেষ্টা বিফল হইল। বিপত্তি কেন বলিলাম, তাহার কারণ তুমি কিছু বুঝিয়াছ? হায় হায়! প্রিয়তম রাজকুমার! ঐ কুমারী অপ্রিয়াণী এই নগরের একটী রূপবান্ যুবাপুরুষের প্রেমে সাংঘাতিক উন্মাদিনী।"

হৃদয়ে কে যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল, রডিনের নির্ঘাতবাক্যে রাজকুমার সেইরূপ বেদনা অনুভব করিয়া মর্ম্মভেদী নিনাদ চীৎকার করিয়া কৌচের উপরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

একবার হেঁট হইয়া রডিন নীরবে রাজপুত্রের চেতনাশূন্য মুখখানি দেখিলেন; অন্তরে গুপ্ত আনন্দ সজীব হইয়া উঠিল, ধূলামাখা আস্তীনে ধূলামাখা টুপীটী পাড়িয়া মাথায় দিয়া চুপি চুপি বাহির হইয়া গেলেন, অন্তরানন্দে বলিতে বলিতে গেলেন, "ঔষধ ধরিয়াছে—ঔষধ ধরিয়াছে!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্য কি ?

রাত্রি ৯টা। কুমারী অদ্রিয়াণীর নূতন-বা র একটী শয়নকক্ষে ফ্লোরাইন প্রবেশ ক রাছে। হস্তে একটী জলন্ত বাতী। হস্ত ক া ত, বদন আরক্ত।

কুব্জা-কন্যা এই কক্ষে শয়ন করেন। পাশা-পাশী ঘর, দুই দিক্ দিয়া প্রবেশের পথ। দরজা দিয়া উদ্যানে প্রবেশ করা যায়, দরজা দিয়া প্রাঙ্গণে আসিতে হয়। প্রাঙ্গ-দিকের দরজা দিয়াই সাহায্যপ্রার্থী লোকেরা কুব্জার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে। কুমারী অদ্রিয়াণীর দানশালার ব্যবস্থার কুব্জার প্রতি অর্পিত হই-য়াছে, এ সংবাদ পাঠকমহাশয় পূর্ব্বেই অব-গত হইয়াছেন। এই মহলে কুব্জা-কন্যা পরম সুখে বাস করে। ঘরগুলিও দিব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সম্ভ্রমমত সজ্জিত। এই মহলের একটী শয়নকক্ষে বর্ত্তিকা-হস্তে ফ্লোরাইন। কোন প্রকার শুভসংবাদ লইয়া ফ্লোরাইন আসিয়াছে, লক্ষণে এমন বোধ হইল না; যেন ভয় ভয়! অতি সতর্কে পা টিপিয়া টিপিয়া ফ্লোরাইন চলিতেছে; এক একবার থমকিয়া দাঁড়াইতেছে; সভয় সাবধানে কাণ পাতিয়া কি শুনিতেছে।

একটা তাকের উপর বাতীটী রাখিয়া ফ্লোরাইন চঞ্চলচক্ষে গৃহের চতুর্দ্দিক্ একবার নিরীক্ষণ করিল; তাহার পর অতি সাব-ধানে টেবিলের নিকটে গেল। টেবিলের উপর কতকগুলি পুস্তক সাজানো, দেরাজের চাবী খোলা, ফ্লোরাইন একে একে দেরাজ-গুলির আবরণ খুলিয়া তাহার মধ্যে কি কি আছে খুঁজিয়া দেখিল। দান পাইবার প্রার্থ-নায় দরিদ্রলোকেরা যে সকল দরখাস্ত করি-য়াছে, সেই প্রকারের খানকতক দরখাস্ত। কুব্জার স্বহস্তলিখিত খানকতক স্মারকলিপি; খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফ্লোরাইন তাহাই দেখিল। দরকার নাই, ফ্লোরাইন তাহা চাহে না, ফ্লোরাইন তাহা খুঁজিতে আইসে নাই। পুস্ত-কাধারের নীচে তিনটী কাগজের বাক্স, ফ্লোরা-ইন তাহার মধ্যেও উদ্দিষ্ট বস্তু পাইল না। এক ধারে একটা দেরাজযুক্ত সিন্দুক, সেটী খুলিয়াও ফ্লোরাইন কিছু পাইল না।

শয্যায় শয়ন করিলে যেদিকে পা থাকে, সেই দিকের দেয়ালে একটী ক্ষুদ্র দ্বার। সেই দ্বার দিয়া বস্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে হয়। ফ্লোরাইন সেই দ্বার দিয়া বস্ত্রাগারে প্রবেশ করিল। একটা বৃহৎ আল্না, সেই আল্নায় গায়ে কুব্জা-কন্যার নূতন নূতন পোষাক ঝুলি-তেছে। সেই আল্নার নীচে একটা পুরাতন তোরঙ্গ ফ্লোরাইন সাবধানে সেই তোরঙ্গ খুলিয়া দেখিল, ছোট একটা পুঁটুলী। সেটাও ফ্লোরা-ইন খুলিল। তাহার মধ্যে দুঃখিনী কুব্জার সাবেক পুরাতন ছিন্নবস্ত্রগুলি জড়াইয়া বাঁধা।

দেখিয়া ফ্লোরাইনের কষ্ট হইল। পর-ক্ষণেই সে কষ্ট ভুলিয়া গেল। ফ্লোরাইন এখানে কি করিতে আসিয়াছে?—রাডনের হুকুম তামিল করিতে। পরের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতে আইসে নাই। জিনিষগুলি যথাস্থানে রাখিয়া ফ্লোরাইন পুনর্ব্বার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

পূর্ব্বে শয়নকক্ষে যে যে আধারে অন্বেষণ করিয়া ফ্লোরাইন কিছু পায় নাই, এবা

অন্বেষণ করিতে করিতে টেবিলের উপর প্রচ্ছন্ন একটী ক্ষুদ্র বাক্স দেখিতে পাইল। সেই বাক্সে একখানি খাতা। তাহার পত্রে পত্রে তারিখ দেওয়া দেওয়া নানাপ্রকার বিবরণ লেখা। ফ্লোরাইন কতক কতক পাঠ করিল। অনেক পাতা, সমস্ত পাঠ করিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি খাতাখানা পকেটে ফেলিল, আবার কি ভাবিয়া বাহির করিয়া যেখানকার খাতা, সেইখানে রাখিয়া দিল।

ফ্লোরাইন ভাবিল, কর্ত্তব্য কি?—এডিনের সহিত দ্বিতীয়বার পরামর্শ না করিলে কর্ত্তব্য অবধারণ হইবে না; সুতরাং বার্ত্তাটী হস্তে লইয়া ফ্লোরাইন চুপি চুপি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল, কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না। কুব্‌জা তখন ঘরে ছিল না।

রজনী প্রভাত হইল। আপন শয়নকক্ষে কুব্‌জা একাকিনী একখানি চেয়ারে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছে, পার্শ্বে অগ্নি জ্বলিতেছে। গবাক্ষের যবনিকা ভেদ করিয়া গৃহমধ্যে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতেছে। যবনিকা ভেদ করিয়া সম্মুখের বৃহৎ উদ্যানের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রভূমি নয়নগোচর হইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ। দেয়ালে একটী ঘড়ী আছে, অবিরাম টুংটাং শব্দ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে মাত্র।

নিস্তব্ধ গৃহে নিস্তব্ধ কুব্‌জা আপনার বর্ত্তমান সুখের অবস্থা আলোচনা করিতেছে। কি কষ্টই ছিল, দয়াবতী কুমারীর অনুগ্রহে কি সৌভাগ্যই হইয়াছে। আসনে, বসনে, শয়নে, উপবেশনে, কার্য্যকরণে এবং গৃহাদির বিভূষণে সুখের মূর্ত্তি সমুজ্জ্বল। কল্পনায় সুখ আসিতেছে, সরলার মনে কিন্তু অহঙ্কার আসিতেছে না।

কুব্‌জা চিন্তা করিতেছে। সহসা একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া সংবাদ দিল, "মা! একটী ভদ্রলোক আসিয়াছেন, দেখা করিতে চান, তিনি বলেন, তাঁহার নাম এগ্রিকোলা।"

নাম শুনিয়াই কুব্‌জা আনন্দে কলধ্বনি করিয়া, শশব্যস্তে উঠিয়া বহিঃকক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। দ্বারেই এগ্রিকোলা ছিলেন, কুব্‌জা আলিঙ্গন করিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাঁহার ক্ষুদ্র মুখখানি রক্তিম করিয়া দিলেন। মুখ তুলিয়া চাহিয়া কুব্‌জা শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, "ভ্রাতঃ! ভ্রাতঃ! তোমার কপালে ওটা কি? কিসের কালাপটী?—তোমাকে কি আঘাত লাগিয়াছে?"

এগ্রি।—ও কিছুই নয়! সামান্য আঁচড় মাত্র। সে কথা আমি তোমারে ইহার পরে বলিব। এখন আমি একটা বিশেষ গুরুতর কথা তোমারে জানাইতে আসিয়াছি। শুনিয়া তুমি আমাকে পরামর্শ দিবে, কর্ত্তব্য কি?

কুব্‌জা।—তবে আমার ঘরে চল। সেখানে আর কেহ থাকিবে না, আমরা দুজনে পরামর্শ করিব।

এগ্রি।—(গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক) বাঃ!—বেশ হইয়াছে, ইহাই তোমার উপযুক্ত। যেমন সুন্দর অন্তঃকরণ তোমার, তাহার উপযুক্ত সুন্দর গৃহেই তুমি বাস করিতেছ। দয়াময়ী কুমারী অদ্রিয়াণী তোমারে এইরূপে সুখী করিয়াছেন। কি মহৎ অন্তঃকরণ! কি উদারপ্রকৃতি! গতকল্য তিনি আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, আমি তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছি, তজ্জন্য সেই পত্রে পুঞ্জ পুঞ্জ কৃতজ্ঞতা পরিবর্ষিত হইয়াছে। সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র উপহার;—ক্ষুদ্র একটী সোণার আল্‌পিন। মূল্যের নিমিত্ত তাহা আদরণীয় নহে, তাঁহার জননী সেই আল্‌পিনটী ধারণ করিতেন,

সেই কারণে তাঁহার পক্ষে মহামূল্য, আমার পক্ষে আদরণীয়।

কুঞ্জ।—কুমারীর দয়ার সীমা নাই। তাঁহার করুণায় আমি পৃথিবীতে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছি। কিন্তু তোমার কপালে ওটা কি?—কি আঘাত লাগিয়াছে?

এগ্রি।—সে কথা পরে বলিতেছি। এখন যে অত্যন্ত গুরুতর, সেই বিষয়ে তোমার পরামর্শ লওয়া অগ্রে আবশ্যক।

কুঞ্জ।—কি এমন গুরুতর ব্যাপার?

এগ্রি।—তুমি জান, আমাদের গেব্রিপ [illegible]নি ক্ষুদ্র গ্রামে ধর্ম্মপ্রচারক হইয়াছেন। [illegible]র জননী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন, পিতা [illegible]ন মার্সেল সাইমনের আবাসবাটীতে [illegible]র কন্যাটীকে লইয়া বাস করিতেছেন। [illegible]ও আমাদের সেই সাবেক বাসায় থাকি [illegible] কারিকরগণের জন্য আমার সদাশয় [illegible] মস্যুর হার্ডি একটী প্রশস্ত অট্টালিকা [illegible] করাইয়াছেন, সেই বাড়ীতেই আমি [illegible] আজ প্রাতঃকালে বেলা ৯টার সময় [illegible] হইতে ভোজন গারে আমি যাইতেছি, [illegible]খি, একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী হইতে নামি[illegible] একটী রমণী আমাদের কুঠীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। রমণী যুবতী,—সুন্দরী [illegible] বদনে অ[illegible] অবগুণ্ঠন ছিল, মুখখানি আমি দেখিলাম, দিব্য সুন্দর, কিন্তু কিছু বিষণ্ণ। এ[illegible]র সৌখীন স্ত্রীলোকেরা যেরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করেন, সেইরূপ পরিচ্ছন্ন। বিষণ্ণবদন দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া নিকটে গিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি চান?"—কম্পিতকণ্ঠে রমণী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এই কুঠীতে কর্ম্ম কর?" আমার নিশ্চয়াত্মক উত্তর শ্রবণে রমণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মস্যুর হার্ডি কি সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছেন?

আমি উত্তর করিলাম, "তিনি এখনও গৃহে ফিরিয়া আইসেন নাই।" সজলনয়নে, কম্পিতস্বরে রমণী কহিলেন, "কল্য রাত্রে তিনি গৃহে আইসেন নাই? শুনিলাম একটা কলের চাকায় তাঁহার অঙ্গ কাটিয়া গিয়াছে।"—বিস্মিত হইয়া আমি কহিলাম, "সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আজিও তিনি ফিরিয়া আইসেন নাই, কল্য কিম্বা পরশ্ব আসিবার কথা আছে।"—নেত্রমার্জ্জন করিয়া রমণী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 'তিনি প্রত্যাগত হন নাই?—কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হন নাই, ইহা তুমি নিশ্চয় জান?'—আমি উত্তর করিলাম, "নিশ্চয় জানি; তাঁহার কোন বিপদ হইলে আমি কি আপনার সহিত এরূপ নিরুদ্বেগকণ্ঠে কথা কহিতে পারিতাম?"—শ্রবণে তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, আমাকে ধন্যবাদ দিয়া, মুখে ঘোমটা টানিয়া দিয়া, ধীরে ধীরে তিনি ফিরিলেন; যে গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, সেই গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। তফাতে দাঁড়াইয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, এ রমণী অবশ্যই মস্যুর হার্ডির মঙ্গলাথিনী, মিথ্যা একটা জনরব শুনিয়া, ভয় পাইয়া এখানে তত্ত্ব লইতে আসিয়াছিলেন।

কুঞ্জ।—(বিমুগ্ধভাবে) মস্যুর হার্ডির সঙ্গে সে রমণীর নিঃসন্দেহ প্রণয়সম্বন্ধ আছে। কুঠীতে তাঁহার তত্ত্ব লইতে আসিয়া তিনি ভাল কর্ম্ম করেন নাই।

এগ্রি।—সত্য কথা। রমণীর অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া আমিও তাহাই বুঝিয়াছি। তিনি গাড়ীতে উঠিলেন, একটু পরেই দেখি, প্রাচীরের কেন্দ্র হইতে আর একখানা গাড়ী বাহির হইল। কোচবাক্সে কোচুয়ানের কাছে একটী লোক বসিয়া ইঙ্গিত করিতেছে, "আগের গাড়ী যে দিকে গেল, সেই দিকে চালাও!"

কুঞ্জ।—(উদ্বিগ্নমনে) নিশ্চয়ই পশ্চাতে

লোক লাগিয়াছে। শেষের গাড়ীখানা নিশ্চয়ই সেই রমণীর অনুসরণ করিল।

এগ্রি।—সন্দেহমাত্র নাই। অন্য পথ দিয়া ঘুরিয়া দ্রুতপদে আমি রমণীর গাড়ীর সমীপবর্ত্তী হইলাম। খড়খড়ীর ফাঁক দিয়া রমণীকে চুপি চুপি কহিলাম, "সাবধানে যাইবেন;—পশ্চাতে শত্রু;—গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা গাড়ী আসিতেছে।"

কুব্জা।—তোমার সে কথায় রমণী কি উত্তর করিল?

এগ্রি।—উত্তর শুনিলাম না। কেবল এইটুকু শুনিলাম, হতাশে রমণী বলিয়া উঠিলেন, "হা পরমেশ্বর!"—গাড়ী চলিয়া গেল। একটু পরেই পশ্চাতের গাড়ীখানা আমার সম্মুখে আসিল। কোচ্‌ম্যানের পার্শ্বে যে লোকটা বসিয়াছিল, সে অত্যন্ত মোটা, মুখখানা বেজায় লাল। রমণীর গাড়ীর সঙ্গে আমি ছুটিয়াছিলাম, সে তাহা দেখিয়া সন্দেহ করিয়াছিল, কট্‌মট্‌ চক্ষে আমার দিকে চাহিয়াছিল।

কুব্জা।—মস্থর হার্ডি কবে ফিরিয়া আসিবেন?

এগ্রি।—কল্য কিম্বা পরশ্ব। এখন তুমি আমাকে সৎপরামর্শ দাও। আমার এখন কর্ত্তব্য কি? সেই রমণী—সেই রমণীর সঙ্গে নিশ্চয়ই মস্থর হার্ডির ভালবাসা আছে। বোধ হইল, সে রমণী সধবা। কেননা, পশ্চাতে গাড়ী আসিতেছে শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। এখন আমি করি কি? এ বিষয়ে আমাকে সৎপরামর্শ দেয়, তুমি ভিন্ন এমন লোক আর কেহই নাই।

কুব্জা।—(একটু চিন্তা করিয়া) ভাই এগ্রিকোলা! তোমার কথা শুনিয়া একটা কথা আমার মনে পড়িতেছে। কর্ম্ম পাইবার প্রত্যাশায় যেদিন আমি সেণ্টমেরী মঠে যাই, সেইদিন মঠের বড়বিবি আমাকে বলিয়াছিলেন এক বাড়ীতে কর্ম্ম করিয়া দিবেন, সেখানে আমারে গুপ্তদূতীর কার্য্য করিতে হইবে।

এগ্রি।—ওঃ! কি পাপীয়সী!

কুব্জা।—হাঁ, সেই বড়বিবি যেখানে আমার কর্ম্ম করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, সেই বাড়ীর গৃহিণীর নাম ফ্রিমণ্ট কি ব্রিমণ্ট, তাহা আমার মনে নাই। তাঁহার এক সধবা কন্যা আছে, একজন কুঠীওয়ালা সর্ব্বদাই সেই কন্যার কাছে যাওয়া আসা করেন।

এগ্রি।—সেই কুঠীওয়ালাই তবে আমাদের মস্থর হার্ডি।

কুব্জা।—ঠিক তাই। মঠের বড়বিবি ঠিক ঐ নামটী আমারে বলিয়াছিলেন। এখন আমার বোধ হইতেছে, তোমাদের কুঠীতে যে রমণী আসিয়াছিল, সেইটী সেই ফ্রিমণ্টের কন্যা।

এগ্রি।—সে বাড়ীতে তোমারে গুপ্তদূতী রাখিয়া, মঠের বড়বিবির কি লাভ হইত?

কুব্জা।—তাহা আমি জানি না। বোধ হয়, বড়বিবির সেই মৎলব এখনও আছে। লোকেরা হয় ত গাড়ীতে সেই মেয়েটীকে ধরিয়াছে, কুযশ রটাইয়া দিয়াছে। ওঃ! কি ভয়ানক কথা!

এগ্রি।—আমার বোধ হয়, কোন একজন পাদ্‌রী ঐ বড়বিবির সঙ্গে যোগ করিয়া এই সব ভয়ঙ্কর কাণ্ড করিতেছে।

কুব্জা।—তোমার মনের কথা কি, স্পষ্ট করিয়া বল। তোমার কপালে ওটা কিসের আঘাত, সেই কথাটী আগে বল।

এগ্রি।—সে কথাও বলিতেছি। বলিবার পূর্ব্বেই ভাবিতেছি, সেই রমণীর ঘটনার সঙ্গে আরও অনেক ঘটনার যোগাযোগ।

কুব্জা।—অনেক ঘটনা কিরূপ?

এগ্রি।—দিনকতক হইল, আমাদের কুঠী-

বাটীর নিকটে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড হইতেছে। ইতিমধ্যে আমাদের একটা পর্ব্বোৎসব ছিল। আমরা উপবাসী ছিলাম। আমাদের কুঠীর প্রায় এক মাইল দূরে বিলিয়ার নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। পারিস হইতে একজন পাদরী সেই গ্রামে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছে। লোকে বলে, সেই পাদরটী দেখিতে খুব সুশ্রী। তিনি যখন যখন বক্তৃতা করেন, তখন কেবল আমাদের হার্ডি সাহেবকে গালি দেন ?

কুব্জা।—উঁহাকে গালাগালি কেন ?

এগ্রি।—আমাদের কার্য্যপ্রণালী, আর ...দের উপকারের জন্য হার্ডি সাহেব এক... নিয়মাবলী ছাপাইয়াছেন। সেই নিয়মাবলীর মধ্যে সাধারণ ভ্রাতৃভাব এবং ধর্ম্মভাবের অনেকগুলি উপদেশ আছে। জগতের সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে যাহা যাহা সার, হার্ডি সাহেব উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন। তাহা দেখিয়া ঐ প্রচারক পাদরী বলেন, কোন ধর্ম্মে হার্ডি সাহেবের বিশ্বাস নাই। বেদীর উপর দাঁড়াইয়া প্রকাশ্য বক্তৃতায় আমাদের মনিবের নিন্দা করিয়া পাদরী বলেন, হার্ডির কুঠীটা সকল প্রকার অধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল। রবিবারে ঐ কুঠীর কারিকরেরা বক্তৃতা শুনিতে যায় না, স্ত্রী পুত্র লইয়া সরাইখানায় মদ খায়, ছোট ছোট বাগানে চাস করে, গল্পের পুস্তক পড়ে এবং সকলে মিলিয়া কারখানা-বাড়ীতে নাচিয়া গাইয়া আমোদ করে। পাদরী আরো বলেন, আমরা সকলেই নাস্তিক ; এই নাস্তিকের কুঠীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের দুর্ব্যবহারে দেশের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ হইবে। দেশব্যাপী বিসূচিকা (কলেরা) প্রবল হইয়া দেশ ছারখার করিবে।

কুব্জা।—মূর্খ লোকদিগকে এইরূপ ভয়ঙ্কর কথায় ভয় দেখাইলে, সত্য সত্যই সাংঘাতিক ফল উৎপন্ন হইবে।

এগ্রি।—ঐ পাদ্রি সাহেবটী তাহাই চান।

কুব্জা।—বল কি ?

এগ্রি।—শুন না।—প্রতিবাসী মূর্খ লোকে ঐ পাদরীর কথায় আমাদের কুঠীর উপর ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আমরা সুখে আছি, তাহারা কষ্টে আছে, সেই জন্য অনেকদিন অবধি আমাদের উপর তাহাদের মর্ম্মান্তিক ঘৃণা ও হিংসা ছিল। এখন সেই ঘৃণানল ও হিংসানল প্রবল হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পাদরীর বক্তৃতা সেই অনলে আহুতি দিতেছে। পল্লীর বদমাস লোকেরা এবং ব্যারণ ত্রিপদের কুঠীর দুশ্চরিত্র অলস কারিকরেরা আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য দল বাঁধিয়াছে। উভয়পক্ষে সম্প্রতি দুই তিনটা দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। একটা দাঙ্গায় একজন আমার কপালে একখানা পাথর ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল তাহাতেই এই আঘাত হইয়াছে।

কুব্জা।—(চঞ্চল হইয়া) বেশী লাগে নাই ত ?

এগ্রি।—না।—আমাদের মনিবের শত্রুরা কেবল বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছে না, ভয়ানক ভয়ানক কাণ্ড করিতেছে।

কুব্জা।—কি প্রকার ?

এগ্রি।—জুলাই মাসে আমি আর আমার সহচরগণ তিনবার সাধারণতন্ত্রপক্ষে যোগ দিয়াছিলাম। এখন কিন্তু অনেক বিবেচনা করিয়া অনুধাবনে নিরস্ত আছি। নিরস্ত থাকা সকলের ইচ্ছা নয় ; থাকিতেও পারে না ; কিন্তু মার্শেল সাইমনের পিতা জ্ঞানগর্ভ উপদেশে আমাদিগকে বুঝাইয়া রাখিয়াছেন। কয়েকদিন হইল, আমাদের কুঠীর প্রাচীরে, অঙ্গনের চকে, উদ্যানে, বৃক্ষগাত্রে আমরা

এক প্রকার ছাপা কাগজ দেখিতে পাইতেছি। তাহাতে লেখা আছে;—"তোরা স্বার্থপর কাপুরুষ; কপালক্রমে তোরা একজন ভাল মনিব পাইয়াছিস্; প্রতিবাসী ভ্রাতৃগণের কষ্টে তোদের ভ্রূক্ষেপ নাই;—তাহাদের উপকারে তোদের প্রবৃত্তিও নাই; তোরা কেবল আপনাদের সুখেই মত্ত হইয়া রহিয়াছিস্।"

কুব্জা।—ওঃ! কি ভয়ঙ্কর ধূর্ত্ততা!

এগ্রি।—ধূর্ত্ততার ফলও ফলিতেছে। দলের অনেকগুলি কারিকরও সেই বিজ্ঞাপন দেখিয়া বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। এতদিন আমাদের বেশ ঐক্য ছিল, এখন দলাদলি দলাদলি বাধিয়াছে। সেই নূতন পাদরী ঐ বিজ্ঞাপনের জন্মদাতা। আমাদের কারখানাটী নষ্ট করা তাহাদের মৎলব। কারখানার কর্ত্তা হার্ডি সাহেব। সেই যে যুবতী রমণীটী আমাদের কুটীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি উৎপীড়ন হইতেছে, সেটা কেবল হার্ডি সাহেবকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত। এখন বিবেচনা কর, কতদিকে হার্ডি সাহেবের কত রকম শত্রু।

কুব্জা।—তাহাই ত দেখিতেছি। ব্যাপার সহজ নয়, আমারে তুমি পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমার পরামর্শ এই যে, হার্ডি সাহেব এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার কাছে সকল কথা তুমি খুলিয়া বল। যুবতীর কথাটীও গোপন রাখিও না, মনিব বলিয়া লজ্জা করিও না; কেন না, হার্ডি সাহেব একাকীই এই সকল ব্যাপারের প্রতীকারের কর্ত্তা।

এগ্রি।—ঐ কথাই শক্ত। রমণীর সঙ্গে তাঁহার গুপ্তপ্রেম, তাহা পর্য্যন্ত জানিবার আমি চেষ্টা করিতেছি, ইহাই তিনি ভাবিবেন।

কুব্জা।—কিন্তু কি করিবে? রমণীর পশ্চাতে যদি দুষ্টলোক না লাগিত, তাহা হইলে আমি তোমারে এ পরামর্শ দিতাম না। তাঁহার গাড়ীর সঙ্গে যখন শত্রুর গাড়ী ছুটিয়াছে, তখন তাঁহার মহাবিপদ্। অতএব, হার্ডি সাহেবকে সতর্ক করা উচিত। আমরা অনুমান করিতেছি, রমণী সধবা, বাস্তবিক তাহাই সম্ভব। এ অবস্থায় তোমার মনিবকে সকল কথা না জানাইলে বিপদ আরও বাড়িবে।

এগ্রি।—ঠিক কথা। তোমার পরামর্শ অনুসারেই আমি কার্য্য করিব। মনিব আসিলে সকল কথাই তাঁহারে আমি বলিব। এখন আমার আর একটী অনুরোধ। কল্য তুমি একবার আমাদের কারখানা-বাড়ীতে যাইও। আর একটী বিশেষ পরামর্শ আছে। কখন্ যাইতে পারিবে?

কুব্জা।—আমার আশ্রয়দায়িনী কুমারীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাঁহার অনুমতি না লইয়া, তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আমি এখন দিতে পারিব না।

এই অবসরে ক্লোরাইন প্রবেশ করিয়া কুব্জাকে বলিল, "ঠাকুরাণী তোমাকে ডাকিতেছেন। যদি এখন কোন বিশেষ কার্য্য না থাকে, আমার সঙ্গে চল।"

কুব্জা উঠিয়া দাঁড়াইল। এগ্রিকোলাকে বলিল, "বেশ সুবিধা হইয়াছে। তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা কর; শীঘ্রই আমি আসিতেছি। কবে কোন্ সময় আমি তোমাদের কারখানায় যাইতে পারিব, ঠাকুরাণীর অভিপ্রায় জানিয়া আসিয়া তোমায় জানাইব।"

ক্লোরাইনকে সঙ্গে যাইতে হইল না। কুব্জা একাকিনী গৃহ হইতে বাহির হইল, এগ্রিকোলার নিকটে ক্লোরাইন রহিল।

এগ্রি।—কুমারী অত্রিয়াণীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করা আমার অভিলাষ; কিন্তু পাছে অনধিকার প্রবেশ হয়, এই ভয় করিতেছি।

ফ্লোরা।—আজ তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ আছে। আজ আর অপর কেহই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতেছে না! তিনি একটু সুস্থ হইলে আপনি স্বচ্ছন্দে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ করিবেন।

কুব্জা ফিরিয়া আসিল; প্রফুল্লবদনে এগ্রিকোলাকে বলিল, "আগামী কল্য বেলা তৃতীয় ঘটিকার সময় তুমি যদি এখানে আসিতে পার, সন্ধ্যাকালে আবার আমারে রাখিয়া যাইবে, ইহা যদি স্বীকার কর, তবে আমি কল্য ঐ সময় তোমার সঙ্গে তোমাদের কুটীরে যাইতে পারি।"

এগ্রি।—তাহাই আমি আসিব। সেই কথাই ভাল। কল্যই তোমাকে লইয়া যাইব।

এগ্রিকোলা বিদায় হইলেন। কুব্জা পুনর্ব্বার কুমারী অদ্রিয়ানীর গৃহে প্রবেশ করিল,—রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সেইখানে রহিল। তাহার পর আপন শয়ন কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া কক্ষের দ্বারে চাবী বন্ধ করিয়া দিল। মনে নানা প্রকার দুর্ভাবনার উদয়।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ফ্লোরাইন গুপ্তবাক্স হইতে যে খাতাখানি বাহির করিয়াছিল, কুব্জা সেইখানি বাহির করিয়া টেবিলের উপরে রাখিল। যে পর্য্যন্ত লেখা ছিল, সেই পাতাটী খুলিয়া পূর্ব্বরাত্রির লেখাগুলির প্রতি একবার কটাক্ষপাত পূর্ব্বক তাহার নীচে আরও কতকগুলি নূতনকথা লিখিল। লিখিতে লিখিতে চক্ষের জল আসিল; লেখা সমাপ্ত হইলেও নয়নে হস্তাবরণ দিয়া কুব্জা নীরবে রোদন করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কুব্জার গুপ্তখাতা।

সংসার প্রকৃতি পুরুষের লীলাভূমি। মানুষেরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, শৈশবে বাল্যক্রীড়া করে, যৌবনে নবজীবন ধারণ করে, প্রৌঢ়াবস্থায় জ্ঞানবুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করে, বার্দ্ধক্যে আবার যেন অবোধ—অজ্ঞান শিশু হইয়া পড়ে। শৈশবের খেলা সরল, যৌবনের খেলা কুটিল। স্ত্রীপুরুষে পরস্পর প্রণয়সম্বন্ধ হয়,—গোপনেও হয়, প্রকাশ্যেও হয়, কাহারও কেবল মনে মনেই থাকে। আমাদের কুব্জা-কন্যার এখন প্রণয়-সম্বন্ধে কিরূপ দাঁড়াইল, পাঠক-মহাশয় তাহা অল্প অংশ জানিয়া রাখুন।

গেব্রিল, এগ্রিকোলা, কুব্জা তিনজনেই এগ্রিকোলার জননীর নিকটে একসঙ্গে প্রতিপালিত। শিশুকালে যেরূপ ভালবাসা থাকে, পরস্পরের প্রতি পরস্পর সেইরূপ ছিল। এগ্রিকোলা স্বভাবসিদ্ধ সরলতায় গেব্রিলকে সহোদরতুল্য এবং কুব্জাকে সহোদরাতুল্য ভাল বাসিতেন। কুব্জার শরীরে যখন যৌবনের অঙ্কুর হয়, কুব্জা তখন এগ্রিকোলাকে প্রকাশ্যে ভ্রাতৃভাবে ভালবাসিত, মনে মনে প্রেমভাবে পূজা করিত। এগ্রিকোলা সুপুরুষ, কুব্জা বিকলাঙ্গী। অবয়বগত এই তারতম্য-নিবন্ধন, কুব্জা আপন মনোভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। লোকে উপহাস করিবে, ঘৃণা করিবে, লজ্জা দিবে, সেই ভয়ে মনের অনুরাগ মনে মনেই রাখিয়া দিত।

হৃদয়ে যেদিন এগ্রিকোলার প্রতি রস

অনুরাগের প্রথমসঞ্চার, কুব্জা সেইদিন একটী নির্জ্জন-গৃহে বসিয়া একখানি খাতা বাঁধিল,—যেভাবে, যে সূত্রে যে ক্ষণে প্রণয়-ভাবের আবির্ভাব, সেই খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় কুব্জা তাহা লিখিয়া রাখিল। তদবধি যে সময়ে যে উপলক্ষে সেই মনোগত প্রেমভাবের অনুকূল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, দিন দিন কুব্জা তাহা তারিখ দিয়া দিয়া ঐ খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছে। এগ্রিকোলা ভগ্নী বলিয়াই কুব্জাকে ভালবাসেন, কুব্জার মনের ভাব তিনি কিছুই অবগত নহেন। অবগত হইবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না। কুব্জার মনের কথা কুব্জা ভিন্ন আর কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই। খাতাখানি কুব্জা সর্ব্বদা অতি সংগোপনে যত্ন করিয়া রাখিত। কষ্টের অবস্থাতেও যেরূপ, অদ্রিরাণীর অনুগ্রহে এখন ভাগ্য ফিরিয়াছে, এখনও সেইরূপ সংগোপন। খাতাখানির নাম কুব্জা-কন্যার রোজনামা। তাহাতে কেবল প্রণয়ানুরাগ লেখা ছিল, এমন কথাও নহে,—এগ্রিকোলার সম্বন্ধে যেখানে যেদিন কিছু নূতন ঘটনা হইয়াছে, কুব্জার সাক্ষাতে যেদিন যে কেহ যে কোন ঘটনা উপলক্ষে এগ্রিকোলার সুখ্যাতি করিয়াছে, অনুরাগে অনুরাগে কুব্জা সে কথাগুলিও বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার দিয়া ঐ রোজনামায় লিখিয়া রাখিয়াছে। যাহারা এগ্রিকোলার গুণকীর্ত্তন করিয়াছে, রোজনামায় তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া কুব্জা তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসেই কুব্জার সেই রোজনামা-খাতাখানি পরিপূর্ণ।

ফ্লোরাইন সেই খাতা অন্বেষণ করে। কেন করে?—খুঁজিয়া খুঁজিয়া গুপ্তস্থান হইতে খাতাখানি বাহির করিয়াছিল, পকেটে ফেলিয়াছিল, আবার রাখিয়া দিয়াছে; ব্যাপার কি? আভাষ পাওয়া গিয়াছে, রডিনের উপদেশে ফ্লোরাইন ঐ কার্য্য করিতেছে। একটী দুঃখিনী কন্যার হৃদয় গত অনুরাগের কথায় খাতাখানি পরিপূর্ণ। রডিন এ খাতা লইয়া কি করিবেন?—কি করিবেন, রডিন জানে আর পরমেশ্বর জানেন।

এগ্রিকোলার আমন্ত্রণ অনুসারে কুব্জা-কন্যা নব পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া হার্ডি সাহেবের কুঠীতে গমন করিয়াছে। তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিবে না, উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ফ্লোরাইন গুপ্তভাবে কুব্জার শয়নকক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই রোজনামা-খাতাখানি বাহির করিল। সেইখানে বসিয়াই কয়েকটী পাতার ঠাঁই ঠাঁই পাঠ করিল। মাঝে মাঝে কম্পিত হইল। এগ্রিকোলার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা উপলক্ষে ফ্লোরাইন তখন অদ্রিরাণীর নিকটে অনুকূল সংবাদ দিয়াছিল। এগ্রিকোলার মুক্তিসংবাদ লইয়া কুব্জা যখন অদ্রিরাণীর আবাসে উপস্থিত হয়, ফ্লোরাইন তৎকালে তাহাকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। অদ্রিরাণী তখন পাগ্‌লা-গারদে কয়েদ। এগ্রিকোলা একটী গুহ্য-গুপ্তসংবাদ প্রদান করিতে চান, সে বিষয়ে ফ্লোরাইন কুব্জাকে সুপরামর্শ দিয়াছিল, সে কথাগুলিও ঐ রোজনামায় লেখা আছে। ফ্লোরাইন যখন সেই অংশ পাঠ করে, তখন নেত্রজল সংবরণ করিতে পারে নাই। না পারিলে কি হয়, রডিনের আদেশ, খাতা লইয়া রডিনকে দিতে হইবে; খাতা লইয়া ফ্লোরাইন প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল। চলে চলে চলে বা হস্তদ্বয় কাঁপিল, পদদ্বয় কাঁপিল, সর্ব্বশরীর কাঁপিল;—এত জোরে কাঁপিল যে, ফ্লোরাইন বাধ্য হইয়া ক্ষণকাল টেবিল ধরিয়া ভাল সাম্‌লাইল। একজন বৃদ্ধ পাদরীর আদেশানুসারে

কার্য্য করিতেছে, তাহা বলিয়া তাঁহার চিত্তের সমস্ত সাধুভাব বিলুপ্ত হয় নাই। খাতাখানি হাতে করিয়া ফ্লোরাইন ভাবিল, কি অসঙ্গত কুকর্ম্মই আমি করিতেছি!—গরীবের গুপ্তধন চুরি করিতেছি! আমার এই বিশ্বাসঘাতকতায় কুব্জা কন্যার হৃদয়ে সাংঘাতিক আঘাত লাগিবে। রডিন আমাকে কেন এ কুকর্ম্ম করিতে বলিলেন? স্ত্রীলোকের গুপ্তখাতায় তাঁহার কি প্রয়োজন?

এই সময় ফ্লোরাইনের স্মরণ হইল, রডিন তাহার হস্তে একখানা শীলকরা পত্র দিয়াছে। কুব্জার গৃহে সেই পত্র রাখিতে হইবে। পত্রে কি আছে, তাহা ফ্লোরাইন জানে না; কিন্তু অনুমানে বুঝিল, ইহাও এক প্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র। কুমার জাল্মার গৃহ হইতে কুমারী অ্যাড্রিয়ানী যে দিন ভয় পাইয়া বাহির হন, সেই দিন সেই সময় রডিন তাহার কাণে কাণে বলিয়াছিলেন, "এইবার সেই কুঁজীটাকে নির্ম্মূল করিতে হইবে।"

এই সময় সেই কথা ফ্লোরাইনের স্মরণ হইল। কথাটার অর্থ কি?—সাংঘাতিক কথা!—ফ্লোরাইন অনেক ভাবিল, কিন্তু কালের গতিকে বাধ্য, খাতাখানি রাখিয়া আসিতে পারিল না। যেখানে সেই খাতাখানি লুকান ছিল, সেই শীলকরা পত্রখানি সেইখানে রাখিয়া, অঞ্চলাবরণে খাতাখানি লইয়া ভয়াকুল-চিন্তাকুলা ফ্লোরাইন বিরসবদনে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাত্রি দশটা। হার্ডি সাহেবের কুঠী হইতে কুব্জা আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিল; আসিয়াই দ্বারের ভিতরদিকে চাবীবন্ধ করিল। বিষণ্ণবদনে অশ্রুপূর্ণনয়নে একখানি কৌচের উপর বসিয়া অনেকক্ষণ কুব্জা কাঁদিল। বন্ধুর ভবন হইতে প্রত্যাগতা হইয়া কুব্জা কাঁদিল কেন, পাঠকমহাশয় সংক্ষেপে তাহার পরিচয় শ্রবণ করুন।

এগ্রিকোলার বিবাহ। দূরদেশ হইতে একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক সম্প্রতি হার্ডি সাহেবের কুঠীতে আসিয়াছে; তাহার একটী পরমসুন্দরী কন্যা আছে। কন্যার নাম এঞ্জিলা। কয়েক-দিন এগ্রিকোলা সেই এঞ্জিলাকে দেখিয়াছেন, উভয়ে আলাপ-পরিচয় হইয়াছে, উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ জন্মিয়াছে। এঞ্জিলার জননীও এগ্রিকোলাকে কন্যাদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কুব্জা পছন্দ করিয়া না দিলে এগ্রিকোলার বিবাহ করা হইবে না, অতএব এঞ্জিলাকে দেখাইবার জন্য এগ্রিকোলা তত আগ্রহে কুব্জাকে কুঠীবাটীতে লইয়া আসিয়াছিলেন। এঞ্জিলাকে দেখিয়া কুব্জার হৃদয়ানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধিমতী সরলা সে অনল হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া এগ্রিকোলার বিবাহে সম্মতি দিয়া আসিয়াছে। অন্তরের ভালবাসার এগ্রিকোলা;—এগ্রিকোলা যাহাতে সুখে থাকেন, প্রাণ দিয়াও কুব্জা তাহা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু এগ্রিকোলা আমার হইল না, আর একজন আসিয়া এগ্রিকোলার হৃদয় অধিকার করিল, এই মর্ম্মান্তিক যাতনায় ঘরে আসিয়া কুব্জা কাঁদিতেছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ কুব্জা কাঁদিল। এগ্রিকোলাকে ভালবাসিয়া অবধি দৈনিক ঘটনাগুলি রোজনামায় লিখিয়া রাখিতেছে, আজিকার ঘটনাটীও মর্ম্মভেদী—সাংঘাতিক ঘটনা, পরের প্রেমে এগ্রিকোলাকে বিসর্জ্জন, এগ্রিকোলার বিবাহের জন্য নব নায়িকা-নির্ব্বাচন, এই ঘটনাটীও সেই রোজনামায় লিখিয়া রাখিতে হইবে। কাঁদিতে কাঁদিতে কুব্জা উঠিল; যেখানে গুপ্তখাতা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল; অন্বেষণ করিল; খাতা নাই।—শিরে যেন বজ্রপাত হইল! খাতার বদলে সেইখানে একখানি শীলকরা চিঠি!

কিসের চিঠি?—কে লিখিল?—কে রাখিয়া গেল?—গৃহে কে প্রবেশ করিয়াছিল? এই চিন্তায় কুব্জা ক্ষণকাল হতজ্ঞান। নিজের নামে শিরোনামা, কাজে কাজেই গ্রহণ করিতে হইবে, খাম খুলিতে হইবে, পাঠ করিতে হইবে। কম্পিতহস্তে কুব্জা সেই চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া কম্পিতচরণে ফিরিয়া আসিয়া চৌকীর উপরে বসিল; শিরোনামার হস্তাক্ষর ভাল করিয়া দেখিল; কাহার হস্তের লেখা, চিনিতে পারিল না;—চক্ষের জলে ঝাপ্‌সা লাগিতেছে, এই ভাবিয়া বসনাঞ্চলে দুই তিনবার নেত্র মার্জ্জন করিল; আবার ভাল করিয়া দেখিল; অক্ষর চিনিতে পারিল না।

কণ্ঠতালু বিশুষ্ক; মূর্চ্ছা আইসে, এইরূপ অবস্থা। আশঙ্কাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহসা যেন কেমন একপ্রকার শক্তি সঞ্চারিল; সেই শক্তিপ্রভাবে কুব্জা স্খলিতহস্তে শীলমোহর ভাঙ্গিয়া চিঠিখানা খুলিল। খুলিবামাত্র চিঠির ভিতর হইতে পাঁচশত টাকার ব্যাঙ্কনোট সরিয়া পড়িল। চিঠিতে লেখা ছিল:—

"কুমারি! এগ্রিকোলাকে তুমি ভালবাস, তোমার রোজনামাতে তাহা পাঠ করিয়া আমি আমোদিত ও চমৎকৃত হইলাম। এগ্রিকোলাকে তুমি ভালবাস, এগ্রিকোলা নিঃসন্দেহ তাহা জানে না; তাহাকে এই বিষয় জানাইয়া আনন্দলাভ করিব, ভালবাসা বুঝিয়া এগ্রিকোলা তোমাকে ভালবাসিবে, অবশ্যই তাহা সুখের হইবে। অতএব জানাইবার কৌতূহল আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

রোজনামার লিখিত নির্ঘণ্টগুলি অতি মনোহর। অপরাপর ব্যক্তিবর্গকেও আমি তাহা জানাইয়া দিব; না জানাইলে তাহারা হয় ত এই মনোহর বৃত্তান্তের রসগ্রহণে বঞ্চিত থাকিবে। উহার নকল, অথবা কতক কতক সারোদ্ধার করিয়া দেখাইলে বুঝিবার পক্ষে সকলের সুবিধা না হইতে পারে; অতএব আমি উহা মুদ্রাযন্ত্রে ছাপাইয়া লইব, তাহা হইলে সকলেই এক এক খণ্ড প্রাপ্ত হইবে। কেহ কেহ কাঁদিবে, কেহ কেহ হাসিবে, কতকগুলি লোকে উচ্চভাব মনে করিবে, কেহ কেহ পরিহাস ভাবিবে। মানব-জীবন এইপ্রকার। তোমার এই রোজনামা পাঠ করিয়া সহরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে।

সকলের মুখে প্রশংসাপাঠ শ্রবণ করিতে তুমি অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পার, এই বাড়ীতে আসিয়া আদর পাইবার অগ্রে তুমি ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতে, এখন ইচ্ছা

করিলে সেই দয়াবতী দানশীলা মহিলার ন্যায় সুন্দর সুন্দর পোষাক পরিধান করিতে পার, কিন্তু তোমার বক্র অঙ্গে তাহা মানাইবে না; অতএব তোমার এই রোজনামার মূল্যস্বরূপ একখানি পাঁচশত টাকার নোট আমি এই পত্র-মধ্যে দিলাম। যদি তুমি দশমুখে সুখ্যাতি প্রকাশ করিতে অভিলাষিণী না হও, নির্জ্জনে থাকিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই পাঁচ শত টাকায় তোমার অনেক উপকার হইবে। আগামী কল্য এতক্ষণের সময় তোমার রোজ-নামার সহস্র সহস্র মুদ্রিতখণ্ড নগরময় প্রচারিত হইয়া পড়িবে।

তোমার

এক প্রতিবাসিনী ভগিনী।

প্রকৃত মাদরবাঞ্চ।"

শিক্ষিতা, উপহাস-রসিকা স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিয়াই বিদ্রূপাত্মক, গর্ব্বপূর্ণ, ইতরভাবাপন্ন, চিঠিখানা লিখিয়াছে, ইহাই কুব্জা বুঝিল। লিখিবার আসল মৎলবটা যাহা, এতদ্দ্বারা তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে, ইহাও কুব্জা ভাবিল। ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া কুব্জা তখন কেবল এক নিশ্বাসে বলিয়া পরমেশ্বরকে ডাকিল।

কি করা কর্ত্তব্য, ক্ষণকালের মধ্যেই অভা-গিনী তাহা স্থির করিয়া লইল। আহা! জন্মাবধি কত কষ্টের পর এই দয়াময়ী রমণীর প্রাসাদে আশ্রয় পাইয়াছিল, চিরদিনের মত তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্তও আর এ গৃহে অবস্থান করা উচিত নহে।

কুমারী অদ্রিয়াণীকে এই বিষয় জানাইয়া প্রতীকারের চেষ্টা করা যায়, দুঃখিনী কুব্জা সে কথাটা একবারও ভাবিল না। না জানাইয়া চলিয়া গেলে দয়াবতীর নিকটে অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে, ইহাও কুব্জা ভাবিল না। জানাইয়া চলিয়া যাইবার সময় গৃহমধ্যে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে, এই ভয় তাহার মনে উদয় হইল। এই ঘৃণাকর পত্রখানা কে লিখিয়াছে, গুপ্তখাতা-খানি কে চুরী করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্যও কুব্জা তিলমাত্র বিলম্ব করিল না।

কুমারী অদ্রিয়াণী তাহাকে প্রিয়ভগ্নীর ন্যায় আদর যত্ন করেন, তাহা দেখিয়াই এই বাড়ীর একজন সখী হিংসাবশে এই কার্য্য করিয়াছে, ইহাই কুব্জার মনে হইল। হায় হায়! বুকের রক্ত দিয়া খাতাখানি লেখা। স্নেহময়ী জননীর নিকটেও কুব্জা তাহা প্রকাশ করিত না; সেই খাতার লিখিত পবিত্র প্রেমভাব ইহারা এখন বাজারে বাজারে ছাপাইয়া দিবে, পরের প্রাণে ব্যথা দিয়া আমোদ করিতে যাহারা ভালবাসে, সেই সব ছাপা কাগজ দেখিয়া তাহারা নাক-মুখ বাঁকাইয়া হাস্য করিবে, কুব্জার ব্যথিত প্রাণে কদাচ তাহা সহ্য হইবে না; অতএব চুপি চুপি অবিলম্বে প্রস্থান করাই তাহার সঙ্কল্প হইল।

দৃঢ়সংকল্প-আরূঢ় হইয়া কুব্জা উঠিয়া দাঁড়া-ইল। চক্ষে আর বিন্দুমাত্র জল নাই। কোথা হইতেই বা আসিবে? পূর্ব্বদিন হইতে কুব্জা অনবরত অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে। এখন আর কাঁদিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কম্পিতহস্তে ক্ষুদ্র একখানি কাগজে গুটিকতক কথা লিখিল। কথাগুলি এই :—

"শ্রীমতী কুমারী অদ্রিয়াণী কার্ম্মোবিলী আমার উপকারের জন্য যত কিছু করিয়াছেন, তাহার পুরস্কার—পরমেশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এ গৃহে আমি আর থাকিতে পারি না, পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। কুমারী আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ব্যাঙ্কনোট;—গরীব বলিয়া ভিক্ষুকলোকে ব্যাঙ্কনোট দান করিয়াছে, এই ভাবিয়া ঘৃণা-জ্ঞানে নোটখানা কুব্জা টেবিলের উপরেই

রাখিয়া দিল; নোটের কাছে এই ক্ষুদ্র চিঠি-খানি রাখিল; আগুন জালিয়া সেই ঘৃণাকর চিঠিখানা পোড়াইয়া ফেলিল। যে সুসজ্জিত-গৃহে এত সুখভোগ করিতেছিল, কাতরনয়নে সেই গৃহের সকল দিকে একবার চাহিল; জন্মের মত বিদায়, মনে মনে এই কথা বলিল; চক্ষে কিন্তু জল আসিল না।

কুব্জা এখন যায় কোথায়?—দুঃখ-যন্ত্রণার ক্রোড়ে। জন্মাবধি যতদূর দুখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিয়াছে, এখনকার দুঃখযন্ত্রণা তদপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর হইবে। কেননা, এগ্রিকোলার জননী এখন গেব্রিলের সঙ্গে স্থানান্তরে গিয়াছেন, ইত্যগ্রে তাঁহার আশ্রয়ে পবিত্র মাতৃস্নেহের ক্রোড়ে দুঃখিনী কুব্জা জুড়াইত; এখন আর সে আশ্রয় নাই।

তবে কুব্জা যায় কোথায়?—একাকিনী, সম্পূর্ণ একাকিনী;—নিরাশ্রয়—নির্ব্বান্ধব, কোথায় গিয়া দাড়াইবে? সহচরী কেবল এক দুশ্চিন্তা—এগ্রিকোলার প্রতি ভালবাসা; সেই ভালবাসার কথা লইয়া সকললোকেই হাসিবে, হয় ত এগ্রিকোলা নিজেও হাসিবেন; কুব্জার ভাগ্যে ভবিষ্যতের গর্ভে এই ছিল!

ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কুব্জার অন্তরে দারুণ ভয়ের আবির্ভাব। মনে অকস্মাৎ এক দুর্ব্বাসনার উদয়—সঙ্গে সঙ্গে কম্প। এক-প্রকার বিরস আনন্দে কুব্জার সর্ব্বশরীর বিকুঞ্চিত হইল।

কুব্জা যাইতেছে; গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। অগ্নিকুণ্ডের নিকট দিয়া যাইবার সময় দেয়ালের দর্পণে কুব্জার প্রতিবিম্ব পড়িল। কুব্জা দেখিল, নবীন কৃষ্ণবসনে অঙ্গাবৃত। দেখিয়াই চমকিল; শিহরিয়া শিহরিয়া ভাবিল, "কি করিতেছি! এ পোষাক ত আমার নয়; ইহা যদি আমি লইয়া যাই, ইহারা মনে করিবে, আমি চোর!"

দুঃখিনীর মুখে একটু শুষ্ক হাসি আসিল। একটী জলন্ত বাতী হস্তে লইয়া বস্ত্রাগারে প্রবেশিল। পূর্ব্ব দারিদ্র্যের নিদর্শনস্বরূপ পুরাতন বাক্সমধ্যে পুরাতন ছিন্নবস্ত্র রাখিয়া দিয়াছিল, বাহির করিল; নূতন বস্ত্র ছাড়িয়া সেই ছিন্ন-বস্ত্র পরিল। এই সময় অনেকক্ষণের পর দুটী চক্ষে দর দর অশ্রুধারা বহিল।

পুরাতন ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া দুঃখিনী কুব্জা সেই গৃহের মধ্যস্থলে জানু পাতিয়া বসিল। করযোড়ে কম্পিতস্বরে গৃহস্বামিনীর উদ্দেশে সকাতরে বলিল, "দয়াময়ি! পরমযত্নে আপনি আমাকে রাখিয়াছিলেন, দয়া করিয়া আপনি আমাকে হিতৈষিণী ভগ্নী বলিয়াছিলেন; হায়! আজ আমি জন্মের মত বিদায় হইলাম!"

বারাণ্ডায় মানুষের পায়ের শব্দ হইল। কুব্জা তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাণ পাতিয়া শুনিল। বাগানের দিকে যে বারাণ্ডা, সেই বারাণ্ডার দ্বারের কাছে পদশব্দ। কুব্জা ভয় পাইয়া অতি দ্রুতপদে প্রাঙ্গণের দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দরোয়ান সজাগ হইয়া ফটকের দ্বার খুলিয়া দিল; অভাগিনী কুব্জা সেই রাত্রিকালে সুখময় কার্ন্দে বিনীর নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া গেল।

কুব্জা গেল, উদ্যানের দিকের দ্বার দিয়া ফ্লোরাইন তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। আহা! একটু পূর্ব্বে আসিলে হয় ত উপকার হইত। ফ্লোরাইন সেই খাতাখানি ফিরাইয়া আনিয়াছিল।

আর আনিলে কি হইবে!—দুঃখিনী কুব্জা জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে। কুমারী অদ্রিয়ানী একটী পরম হিতৈষিণী প্রিয়পাত্রী হারাইয়াছেন। একটী শত্রু বিদায় করিয়া রডিন

এখন নিষ্কণ্টক হইয়াছেন। সত্য সত্যই রডিন ঐ কুব্জাকে অত্যন্ত ভয় করিতেন।

বস্ত্রাগারে বাতী জ্বলিতেছিল, ক্লোরাইন অগ্রে সেইখানে গেল;—দেখিল, একখানি চেয়ারের উপর কুব্জার পরিহিত নূতন পোষাক পড়িয়া রহিয়াছে; পুরাতন তোরঙ্গটা খোলা, পুরাতন বস্ত্রগুলি নাই।

ক্লোরাইনের হৃদয়ে আঘাত লাগিল; চঞ্চলপদে কুব্জার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; সেখানে দেখিল, টেবিলের উপর কাগজ পত্র ছড়ানো, একধারে একখানা পাঁচশত টাকার নোট আর কুমারী অদ্রিয়াণীর নামে ক্ষুদ্র একখানা চিঠি। সেই চিঠিখানি পাঠ করিয়াই ক্লোরাইন বুঝিল, রডিনের আজ্ঞাপালনের জন্য সে নিজেই এই বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছে;—অবলা কুব্জা জন্মের মত কার্দোবিলী-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ক্লোরাইন তখন আর কি করে, তথা হইতে বাহির হইয়া কুব্জার খাতাখানি রডিনের হস্তে সমর্পণ করাই স্থির বিবেচনা করিল; তার জন্য একটু নিশ্বাস ফেলিল। কুকর্ম্মে কুকর্ম্মের আসক্তি বাড়ে; একটী কুকর্ম্ম অপর একটী কুকর্ম্মকে সম্মুখে আনিয়া যোগায়। ক্লোরাইন ভাবিল, কুব্জা এখানে থাকিলে তাহার বিশ্বাসঘাতকতাটা যত ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইত, কুব্জা অবিদ্যমানে এখন আর তত ভয়ানক হইবে না।

কুব্জার পলায়নের দুইদিন পরে কুমারী অদ্রিয়াণী রডিনের নিকট হইতে একখানি পত্র পান। ইত্যগ্রে তিনি রডিনকে যে পত্র লিখিয়াছেন, এইখানি তাহার প্রত্যুত্তর। কুব্জা পলায়ন করিয়াছে, কারণ প্রকাশ নাই, এই সংবাদটী রডিন ঐ প্রত্যুত্তরপত্রে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। পত্র এই:—

"মানবতী কুমারী! একটী বিশেষ কার্য্যানুরোধে অদ্য প্রাতঃকালে আমাকে হার্ডি সাহেবের কুঠীতে যাইতে হইবে। তজ্জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। সেই কুব্জা মেয়েটী কি জন্য পলাইয়া গিয়াছে, সেই কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সত্য বলিতেছি, আমি তাহার কিছুই জানি না। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ভবিষ্যতে সত্য তথ্য প্রকাশিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার বেলিনিয়ারের বাতুলালয়ে আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, এখানে একটা গুপ্তসভা আছে; সেই সভার অধীনে অনেক গুপ্তচর আছে, যাহাদের উপর নজর রাখা আবশ্যক, সেই সকল গুপ্তচর ছদ্মবেশে তাহাদের আশে পাশে বেষ্টন করিয়া থাকে; সেই কথাটী আপনি এখন স্মরণ করুন।

আমি কাহারও নামে দোষ দিতেছি না; কেবল সত্য ঘটনাগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সেই কুব্জা মেয়েটা আমার বিস্তর নিন্দা করিয়াছিল;—আমার নামে অনেক গ্লানির কথা বলিয়াছিল; কিন্তু আপনি জানেন, আমি আপনার একজন অতি বিশ্বাসী অনুগত কিঙ্কর। কুব্জা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল, তাহার কিছুমাত্র সম্বল ছিল না, অথচ তাহার টেবিলের উপর পাঁচশত টাকার নোট পাওয়া গিয়াছে। দয়া যতদূর দেখাইতে হয়, অনুগ্রহ যতদূর করিতে হয়, সেই মেয়েটার জন্য আপনি তাহা করিয়াছেন। কিন্তু দেখুন, মেয়েটা চুপি চুপি পলাইয়া গেল, আপনাকে একটা মুখের কথাও বলিয়া গেল না।

মেয়েটা কেন পলাইল, তৎসম্বন্ধে আমি কোন প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারি না; কেন না, প্রমাণ ব্যতিরেকে কাহাকেও দোষী বলিতে চিরদিন আমি অনিচ্ছুক; কিন্তু

আসিয়াছে। আপনি বিবেচনা করুন, সর্ব্বদা সাবধান থাকুন, মেয়েটার পলায়নে বোধ হয়, আপনি একটা মহা বিপদের হস্ত অতিক্রম করিয়াছেন। এখন অবধি আপনি সকলকে সরলভাবে বিশ্বাস করিবেন না, সকলকেই সন্দেহ করিবেন, সর্ব্বক্ষণ হুঁসিয়ার থাকিবেন। এই ক্ষুদ্র পরামর্শদাতা আপনার বিশ্বস্ত গরীব কিঙ্কর—

রঙিন।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বাঘের বাসা।

রবিবার প্রাতঃকাল বিলিয়ার গ্রামের এক শুঁড়ীখানার দুটী লোক বসিয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছে। পূর্ব্বে প্রকাশ আছে, হার্ডি সাহেবের কুঠীর অদূরেই বিলিয়ার গ্রাম।

এই গ্রামের অধিকাংশ লোক পাথরের খনিতে কাজ করে;—স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া পাথর কাটে। পরিশ্রম করিতে তাহারা কাতর হয় না, কিন্তু যাহাদের কার্য্য, তাহারা শ্রমানুরূপ বেতন প্রদান করে না; কাজেই শ্রমজীবিদলের ভয়ানক কষ্ট।

হার্ডি সাহেবের কুঠীর কারিকরেরা সুখে আছে, এই সকল পাথরকাটা লোকেরা কষ্ট পাইতেছে, ব্যারণ ত্রিপদের কুঠীর লোকেরাও দস্তুরমত বেতনের অভাবে কষ্ট-ভোগ করে, এই সকল কারণে হার্ডি সাহেবের কুঠীর ধ্বংস-সাধনে তাহাদের অনেকেই উগ্র—ব্যগ্র; হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা ঐ কুসঙ্কল্পের নিদান। তাহার উপর নূতন পাদ্‌রীর মানিস্চক বক্তৃতা। লোকেরা কাজে কাজেই হার্ডির কুঠী ভাঙ্গিবার জন্য ক্ষেপিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মূর্খতা এবং দরিদ্রতা সর্ব্বদাই নানা দুষ্কার্য্যের উৎপাদক। দরিদ্র অবস্থায় লোকে হঠাৎ রাগিয়া উঠে, মূর্খতা সেই সুযোগে নানা দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজনা করে। মূর্খ এবং দরিদ্র-লোকেরা একত্র হইয়া পাথরকাটা লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়াছে। দুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন পাথরকাটা লোকেরাই বেশী কষ্ট পায়। তাহাদিগকে দুষ্কার্য্যে উত্তেজনা করিলে তাহারা ভয়ানক ভয়ানক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইতে পারে; খুন করিতেও পিছু-পা হয় না।

নূতন পাদ্‌রীর বক্তৃতায় গ্রামের স্ত্রীলোকেরা ভয়ানক উত্তেজিতা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের স্বামী-পুত্রেরা যখন মদের দোকানে বসিয়া মদ খায়, তাহারা তখন গির্জ্জাঘরে পাদ্‌রীর বক্তৃতা শুনিতে যায়। পাদ্‌রী বলেন, কলেরা আসিয়া দেশ নষ্ট করিবে। হার্ডির কুঠীতে নাস্তিকের দলের বাস, নাস্তিকেরা সকল প্রকার দুষ্কর্ম্ম করে, সেই জন্য পরমেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া কলেরা পাঠাইতেছেন। পুরুষেরা হিংসা-বিষে জরজর, স্ত্রীলোকেরা কলেরার ভয়ে অভিভূতা। কলেরা আসিয়া তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণকে গ্রাস করিবে, হার্ডি সাহেবের কুঠী সেই কলেরা আহ্বানের কেন্দ্রস্থল, ইহাই তাহারা সত্য ভাবিয়া লইয়াছে।

ব্যারণ ত্রিপদের কুঠীর জনকতক বদ্‌মাস-লোক এই দলে যোগ দিয়া ভয় বাড়াইয়া তুলিয়াছে। হার্ডির কুঠীর কারিকরদিগের

মধ্যে অনেকে তথায় কর্ম্ম লইবার অগ্রে একটা সম্মিলিত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দলের লোকের ডাকনাম কুম্ভীর। পাথরকাটা লোকদিগেরও একটা দল আছে, সেই দলের লোকের ডাকনাম নেকড়ে বাঘ। পূর্ব্বে এই দুই দলের উদ্দেশ্য ভাল ছিল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে হিংসা, দ্বেষ ও জিঘাংসার আধিক্য হেতু উভয়দলে বৈরভাব জন্মিয়াছে। তন্নিবন্ধন, [illegible] সময়ে ভয়ানক কটাকাটি—ভয়ানক মারামারি হইয়া যায়।

গত সপ্তাহে নেকড়ে বাঘেরা নানা কারণে উত্তেজিত হইয়া কুম্ভীরদলের সহিত কলহ বাধাইবার অছিলা অন্বেষণ করিয়াছিল। [illegible]ভীরের দল সচরাচর মদের দোকানে যায় না, সপ্তাহের মধ্যে একদিনও প্রায় কারখানা-[illegible] পরিত্যাগ করে না, কাজেই বাঘেরা [illegible] বাধাইবার সুবিধা পায় নাই। রবি-[illegible] প্রতীক্ষা করিতেছিল।

[illegible]দের দলে এমন অনেক লোক আছে, [illegible] সময়মত পরিশ্রম করিয়া কাজ-কর্ম্ম [illegible] নির্ব্বিরোধে থাকিতে ভালবাসে, দাঙ্গা-[illegible] মত্ত হইতে চায় না। এবারকার [illegible] ব্যাঘ্রদলের সঙ্কল্পেও তাহারা যোগ [illegible] নাই। ভীষণ ব্যাঘ্রেরা তজ্জন্য প্রতিবেশ-পল্লীর অলস, নিরাশ্রয়, দাঙ্গাবাজ গুণ্ডাগণকে [illegible] করিয়া আনিয়াছে।

[illegible]পার-গ্রামের এখন এইরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থা। এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত দুটী লোক শুঁড়ীর দোকানে বসিয়া মদ খাইতেছে।

যে ঘরে তাহারা আছে, সে ঘরে আর কেহ নাই; আর কেহ না যায়, সর্দ্দার দোকান-দারকে এইরূপ উপদেশ দিয়া রাখিয়াছে। দুইজনের মধ্যে একজন যুবাপুরুষ, পোষাক-পরিচ্ছদ [illegible] ভাল, কিন্তু মাৎলামীর দরুণ পরি-চ্ছদের পারিপাট্য নাই। কাপড়ে ঠাঁই ঠাঁই মদের দাগ, মাথার চুল রুক্ষ, চক্ষু রক্তবর্ণ, ফাঁ[illegible]টে;—লক্ষণে বোধ হয়, পূর্ব্বরাত্রে গঞ্জিকা-মদিরায় বিষম মত্ত থাকাতে এক-বারও নিদ্রা হয় নাই। তাহার কণ্ঠস্বর একবার মোটা হইতেছে, একবার সরু হই-তেছে। গোঁয়ারী ধরিয়াছে, সেইজন্য আবার প্রভাতে মদ খাইতে বসিয়াছে।

তাহার সঙ্গী লোকটা মদের গ্লাস হাতে করিয়া তাহাকে বলিল, "ভাই! এই তোমার স্বাস্থ্যপান করি।"

প্রথম।—তোমার স্বাস্থ্য পান কর। তুমি যেন ভূতের মত কট্‌মট্‌ করিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিয়াছ।

দ্বিতীয়।—আমি?—আমি ভূত?

প্রথম।—ভূত না ত কি?

দ্বিতীয়।—কিসে আমি ভূত?

প্রথম।—ভূত না হইলে আমাকে তুমি কেমন করিয়া চিনিলে?

দ্বিতীয়।—কেন হে; তুমি কি আমাকে চেন না?

প্রথম।—আমি দেনার দায়ে কয়েদ ছিলাম, এ কথা তোমাকে কে বলিল?

দ্বিতীয়।—কেন?—আমি কি তোমাকে জেলখানা হইতে খালাস করি নাই?

প্রথম।—কেন তুমি খালাস করিয়াছ?

দ্বিতীয়।—আমার মন ভাল, সেই জন্য।

প্রথম।—তুমি আমাকে বড়ই ভালবাস? কেমন ভালবাসা জান?—কসাইখানায় লইয়া যাইবার সময় কসাই যেমন বলবান্ বৃষকে ভালবাসে, সেইরকম।

দ্বিতীয়।—হাঃ হাঃ! তুমি পাগল নাকি?

প্রথম।—বিশেষ মৎলব না থাকিলে, কেহ কি কখনও পরের জন্য লক্ষ টাকা দান করে?

দ্বিতীয়।—সত্যই আমার মৎলব আছে।

প্রথম।—কি সে মৎলব?—আমাকে লইয়া তুমি কি করিবে?

দ্বিতীয়।—রসিক সঙ্গী করিব। ভাল-মানুষের মত রাশি রাশি টাকা তুমি খরচ করিবে। গতরাত্রে যেমন আমোদ হইয়াছে, রোজ রাত্রে সেইরকম আমোদ করিব। ভাল ভাল মদ, ভাল ভাল মেয়েমানুষ, ভাল ভাল উদ্যান! এটা বুঝি বড় মন্দ বাণিজ্য?

প্রথম।—(চিন্তা করিয়া) জেলখানা হইতে আমাকে খালাস করিবার সময় তুমি আমার কাছে সে পত্রখানা কেন লিখাইয়া লইয়াছিলে? আমার প্রিয়তমা নায়িকাকে আমি লিখিব, এ জন্মে আর দেখা হইবে না, এই ভয়ঙ্কর কথা লিখিতে কেন আমাকে বাধ্য করিয়াছিলে?

দ্বিতীয়।—ছি! ছি! এখনও তুমি তাহাকে মনে করিতেছ?

প্রথম।—চিরদিন মনে করিব।

দ্বিতীয়।—তোমার ভুল। তোমার প্রিয়তমা নায়িকা এখন পারিস হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তুমি খালাস পাইবার অগ্রেই আমি দেখিয়া আসিয়াছি, তোমার প্রিয়তমা নায়িকা দূরদেশে যাইবার জন্য ডাকগাড়ীতে আরোহণ করিল।

প্রথম।—কারাগারে আমি মরিতাম, সয়তানকে আত্মসমর্পণ করিতাম, তাহাই তুমি ভাবিয়াছিলে, সেই জন্যই আমার কাছে গিয়াছিলে; কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার প্রাণ তুমি লও নাই, আমার সিফাইসরক কাড়িয়া লইয়াছ। ওঃ! সহস্র বজ্র! সহস্র বজ্র! কেন তুমি এমন কর্ম্ম করিলে?

দ্বিতীয়।—যে লোক তোমার মত উপপত্নীকে ভালবাসে, সে কখনই মানুষ নয়। যখন প্রয়োজন পড়ে, তখন তাহার কিছুমাত্র উদ্যম থাকে না।

প্রথম।—কি রকম প্রয়োজন?

দ্বিতীয়।—এসো, মদ খাও!

প্রথম।—তুমি আমাকে বেজায় ব্রাণ্ডী খাওয়াইয়াছ।

দ্বিতীয়।—বাঃ!—আমার দিকে একবার চাও দেখি!

প্রথম।—চাহিলেই ত ভয় হয়। বোধ হয় যেন সয়তানী ব্যাপার! এক বোতল ব্রাণ্ডী উজাড় করিয়াও তুমি একটু টল না! লোহার পেট, পাথরের মাথা!

দ্বিতীয়।—অনেক দিন আমি রুসদেশে ছিলাম। সেখানে রোজ রোজ মদ খাইয়া ভাজা ভাজা হইতাম।

প্রথম।—এখানে কেবল একটু গরম হও। আচ্ছা, লে আও! মদ্ লে আও! কিন্তু খুব ঠাণ্ডা সরাপ!

দ্বিতীয়।—দূর্ হতভাগা! ঠাণ্ডা সরাপ ত ছেলেরা খায়, সেরী পোর্ট ত মেয়েরা খায়;—আমাদের মত পুরুষ যাহারা, তাহারাই কেবল ব্রাণ্ডী খায়।

প্রথম।—আচ্ছা, তবে ব্রাণ্ডীই আনো। ব্রাণ্ডী কিন্তু জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দেয়।—মাথায় আগুন জ্বলে! চতুর্দ্দিকেই যেন নরকের অগ্নিশিখা দর্শন করি!

দ্বিতীয়।—বেশ ত;—তাহাই দেখিতে আমি ভালবাসি।

প্রথম।—হাঁ, তুমি বলিতেছিলে, উপপত্নীকে আমি বড় ভালবাসিতাম। প্রয়োজন পড়িলে উদ্যম দেখাইতে হয়, কি প্রকার প্রয়োজন?

দ্বিতীয়।—খাও খাও—মদ খাও!

প্রথম।—একটু বিলম্ব কর। অপর লোকের অপেক্ষা আমি বেশী পাগল নই।

তোমার আধা-আধি কথায় আমার কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ হইয়াছে।

দ্বিতীয়।—কি শিক্ষা করিয়াছ ?

প্রথম।—তোমার মনে হইতে পারে, আমি একজন কারিকর ছিলাম, আমার অনেকগুলি ... ছিল, আমার শরীরে কোন দোষ ছিল না, সকলেই আমাকে ভালবাসিত, তুমিই আমাকে ... করিয়াছ।

দ্বিতীয়।—তার পর ?

প্রথম।—তুমি অবশ্যই দাঙ্গা-হাঙ্গামার ... পতি ;—বিদ্রোহের ব্যবসাদার।

দ্বিতীয়।—তার পর ?

প্রথম।—যাহারা বন্দুকে গুলী সন্ধান ...র, সেই রকম কোন বেনামী দলের অন্বেষণে ...ন ঘুরিতেছ।

দ্বিতীয়।—তুমি বুঝি কাপুরুষ ?

প্রথম।—জুলাই মাসে আমি অনেক ... পোড়াইয়াছি।

দ্বিতীয়।—এখন আর কিছু পোড়াইতে ... না ?

প্রথম।—সে রকম বন্দুক ছুড়িয়া কোন ... নাই। তিন দিন যুদ্ধ করিয়াছিলাম, ... শি, একজোড়া পোড়া পা'জামা ; ...কটা আধপোড়া জ্যাকেট।

দ্বিতীয়।—হার্ডি সাহেবের কুঠীর অনেক ...কেই কি তুমি জান ?

প্রথম।—ওঃ! সেই জন্যই বুঝি তুমি ...কে এখানে আনিয়াছ ?

দ্বিতীয়।—হাঁ হাঁ, সেই কুঠীর অনেককেই তুমি এখানে পাইবে।

প্রথম।—হার্ডির কুঠীর কারিকরেরা দাঙ্গা করিতে আসিবে ?—না না, কখনই না, তাহারা দাঙ্গা করিতে কখনই আসিবে না। তাহারা বেশ সুখেই আছে। তুমি ঘুষ খাইয়াছ।

দ্বিতীয়।—আসে কি না আসে, এখনই দেখিতে পাইবে।

প্রথম।—আবার আমি তোমাকে বলিতেছি, তাহারা বেশ সুখে আছে। তাহাদের কিসের অভাব ?

দ্বিতীয়।—আর বুঝি লোক নাই ? তাহারা সুখে আছে, আর বুঝি কেহ কষ্টে নাই ?—যাহারা তাহাদের মত ভাল মনিব পায় নাই, দারিদ্র্যপীড়নে যাহারা পেটের জ্বালায় মরে, তাহারা কি তাহাদের সাহায্য চাহে না ? যদি চাহে, তাহারা কি কালা হইয়া থাকিবে ? হার্ডি সাহেব ভদ্রলোক, এই পর্যন্ত কথা। সকলে একত্র হইয়া দড়ী ধরিয়া টান দাও, সকলেই হার্ডির তুল্য ভদ্রলোক হইতে শিখিবে, অথচ শুদ্ধ সকলেই বেশ সুখে থাকিবে।

প্রথম।—যাহা তুমি বলিতেছ, তাহা সত্য। দড়ী ধরিয়া টানা—অর্থ কিনা দাঙ্গা করা। সে দাঙ্গায় আমার পুরাতন মনিব ব্যারণ ত্রিপদের তুল্য নিষ্ঠুর মনিব-লোকেরা কদাচ সাধু হইবেন না। আমার যে এখন এই দশা, আমি যে এখন এই রকম অকর্ম্মণ্য, ইহার মূল কারণ সেই ব্যারণ ত্রিপদ! তিনিই আমার এ দুর্দ্দশা করিয়াছেন।

দ্বিতীয়।—হার্ডির কারিকরেরা আসিতেছে, তুমি তাহাদের সখা, প্রতারণা করিও না, তাহারা তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে। তোমাতে আমাতে দু'জনে বুঝাইয়া প্রবৃত্তি দিয়া তাহাদিগকে—

প্রথম।—কিসের প্রবৃত্তি দিব ?

দ্বিতীয়।—তাহারা সেই কুঠী পরিত্যাগ করুক। সে কুঠীতে থাকিয়া তাহারা অহঙ্কার শিখিতেছে, স্বার্থপর হইতেছে, ভ্রাতৃগণকে ভুলিয়া যাইতেছে।

প্রথম।—যদি তাহারা সে কুঠী পরিত্যাগ করে, তবে কি খাইয়া বাঁচিবে?

দ্বিতীয়।—আমরা তাহার উপায় করিয়া দিব। যে দিন জয়লাভ হইবে, সেই শুভদিনে আমরা সকলকেই সুখী করিব।

প্রথম।—শুভদিন না আসা পর্য্যন্ত তাহারা কি করিবে?

দ্বিতীয়।—গত রাত্রিতে তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাই করিবে।—মদ খাইবে, হাস্য করিবে, গান করিবে এবং গোপনে গোপনে অস্ত্রশিক্ষা করিবে।

প্রথম।—সেই কারিকরগণকে কে এখানে আনিবে?

দ্বিতীয়।—একজন ইতিমধ্যে তাহাদিগকে পরামর্শ দিয়াছে, তাহারা অনেক কাগজ ছাপাইয়াছে, ভ্রাতৃগণের প্রতি উদাসীন, তজ্জন্য তাহারা অনুতাপ করিতেছে। কেমন, এখন তুমি আমার সহায়তা করিতে পার কি না?

প্রথম।—আমি তোমার সহায়তা করিব? আপনাতেই আপনি আমি নাই, আমার আবার সহায়তা!—জগতে আমি কেবল এক সিফাইস্ চিন্তা করি; আর কিছুই আমি জানি না, গ্রাহ্যও করি না। জানি, আমি কুপথে ফিরিতেছি, তুমি আবার আরও কুপথে লইয়া যাইতে চাহিতেছ;—আচ্ছা, গোলা ঘুরিতেছে, ঘুরিয়া আসুক! যে পথ দিয়াই হউক, নরকে যাইতে হইবে। তুচ্ছকথা! এসো এখন মদ খাও!

দ্বিতীয়।—গত রাত্রির কৌতুকটা আগে খাও! গত রাত্রে যাহা হইয়াছে, তাহা কেবল শিক্ষানবিসী।

প্রথম।—কিসের গঠন তোমার?—আমি তোমাকে দেখিতেছি,—একবারও তোমার লজ্জা হয় না, একবারও তুমি হাস্য কর না, একবারও তোমার মুখের ভাব বদল হয় না। বোধ হয়, তোমার সর্ব্বশরীর লোহার গঠন।

দ্বিতীয়।—আমি পঞ্চদশ বর্ষের খোকা নই। আমাকে হাসাইতে অনেক মদ চাই। আজ রাত্রিতে আমি হাসিব।

প্রথম।—তবে বুঝি ব্রাণ্ডী খাইয়া হাসিবে? তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে। আজ রাত্রে তুমি হাসিবে!

কথা বলিতে বলিতে যুবা মাতাল উঠিয়া দাঁড়াইল। পা টলিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, বিলক্ষণ মাতাল।

গৃহদ্বার অবরুদ্ধ ছিল, কে একজন করাঘাত করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া দিল, দোকানী প্রবেশ করিল। গৃহের লোকেরা প্রশ্ন করিল, "সংবাদ কি?"

দোকানী উত্তর করিল, "একটী যুবাপুরুষ আসিয়াছে, নাম বলিতেছে, অলিভিয়ার। মোরকের সঙ্গে দেখা করিতে চায়।"

পাঠকমহাশয় এখন শুনিলেন, পূর্ব্বোক্ত দুই মাতালের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম মোরক। দোকানীর কথা শুনিয়া মোরক কহিল, "যাও, তাহাকে লইয়া আইস।"

দোকানী চলিয়া গেল। প্রথম ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া মোরক কহিল, "অলিভিয়ার, ইনি আমাদেরই দলের একজন; কিন্তু একটী আসিয়াছে। আমি ভাবিয়াছিলাম, অনেক লোক একসঙ্গে আসিবে, তাহা আসিল না। অলিভিয়ারই একাকী আসিল। তুমি কি অলিভিয়ারকে চেনো?"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "অলিভিয়ার?—হাঁ চিনি, দিব্য চেহারা। বেশ ঠাণ্ডা, বেশ সুন্দর।"

মোরকের সহিত যিনি কথা কহিতেছিলেন, যাঁহাকে মদ খাওয়াইবার জন্য মোরক তত পীড়াপীড়ি করিতেছিল, পাঠক-মহাশয় নিশ্চয়

ঐ যাহারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছে, তাহারা তোমার উপর জুলুম করিত না, নিশ্চয়ই তাহারা তোমার বন্ধু হইত। এখনও যদি স্বতন্ত্র হও, এখনও যদি দল হইতে পৃথক্ হও, তাহা হইলেও উহারা তোমার বন্ধু।

অলি।—এটা তবে মানুষধরা ফাঁদ!—হার্ডি সাহেবের অর্দ্ধেক লোককে ফাঁদের মুখে দাঁড় করাইয়া বাকী অর্দ্ধেক লোককে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা! তুমি ভাবিয়াছিলে, ঐ সকল দাঙ্গাবাজ লোকের সঙ্গে মিলিয়া আমরা বড় কুঠীর বিপক্ষে—

অলিভিয়ারের কথা সমাপ্ত হইল না। ভয়ঙ্কর জয়ধ্বনি, ভয়ঙ্কর চীৎকার, ভয়ঙ্কর হল্লায় মদের দোকানখানা কাঁপিয়া উঠিল। যে ঘরে ঐ তিনটী লোক কথা কহিতেছিল, হঠাৎ সেই ঘরের দরজা ঠেলিয়া কম্পিত কলেবরে দোকানদার প্রবেশ করিল;—তাড়াতাড়ি [illegible] কহিল, "[illegible] কি [illegible] হার্ডি [illegible]

"কুঠীয়েরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করুক্, না পারে ত আমাদের দলে আসিয়া মিশুক্।"

অলিভিয়ারের হস্তধারণ করিয়া একটা গবাক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া দোকানদার সভয়ে বলিল, "এই পথ দিয়া পালাও, সার্সী খোলা আছে; একলম্ফে নীচে পড়, অধিক উচ্চও নহে; কিছুমাত্র আঘাত লাগিবে না।"

"পালাই কি থাকি" অলিভিয়ার এইরূপ চিন্তা করিতেছে। ব্যস্ত হইয়া দোকানদার পুনর্ব্বার অধিক আতঙ্কে বলিতে লাগিল, "ঐ-ঐ—ঐ!—ঐ তাহারা প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখনি হল্লা করিয়া উপরে উঠিবে। শীঘ্র পালাও! তুমি একাকী, তাহারা দুইশত, একাকী তুমি কি করিবে? শীঘ্র পলায়ন কর, শীঘ্র ঝম্প দাও!"

বাস্তবিক বাঘের দল উপরে উঠিতেছিল তাহাদের পদভরে কাষ্ঠের সিঁড়ি কম্পিত হইতেছিল। ঘন ঘন চীৎকার করিয়া বাঘে [illegible]

[illegible] হার্ডির কুঠী পরিত্যাগ করে, বাঘের স[illegible] যদি যোগ দেয়, তবেই তাহাদের নিস্তার [illegible] কিছুতেই নাহে।"

অলি।—আমি ঠিক অনুমা[illegible] আমাদের ধরিবার জন্য ফাঁদ!

জাকু।—আমাকেই [illegible] কি ফাঁদ পাতিয়াছি?—

মদের দোকানে [illegible] বাঘের দল সং[illegible]

[illegible] বসিয়াছিলেন [illegible] সেই ঘরে আসিে [illegible] দলবদ্ধ হইয়া ভীষ [illegible] বড়ঘরের দরজা ভাঙি [illegible] উপায় নাই দেখিয়া দোকা[illegible] [illegible]য় অলিভিয়ারকে জানালা দি[illegible] [illegible]য়া দিয়া; ক্ষিপ্র-হস্তে জানাল[illegible] [illegible]ী বন্ধ করিল। মোরক সেই স[illegible]

ছুটিয়া বড়ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্যাঘ্রদলের জনকতক দলপতি সেই সময় সেই ঘরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছে, বাকী ব্যাঘ্রেরা প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বজ্রস্বরে চীৎকার করিতেছে। কেহ কেহ ঠেলাঠেলি করিয়া দোতালার সিঁড়িতে উঠিতেছে।

ঘরের মধ্যে আট-দশ জন মাতাল। সকলেই ব্যাঘ্র। একে তাহারা বিকটাকার, তাহার উপর মদ খাইয়াছে, তাহার উপর ক্রোধ হইয়াছে, চেহারা আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে; তাহাদের আস্ফালনও অতি ভয়ঙ্কর। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তেই বড় বড় লাঠী।

একজন সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকার, সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলাকার, সর্ব্বাপেক্ষা বিকট বদন তাহার। দেহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্;—মাথায় একখানা রক্তবর্ণ ছেঁড়া রুমাল জড়াইয়া সেনাপতিত্ব করিতেছে। রুমালের দুই ধারের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ঝালরগুলা স্কন্ধ পর্য্যন্ত [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রধান [illegible] লোকে তাহার নাম দিয়াছে "পাথর-বীর।" লোকটা বাস্তবিক পাথরে খনিতে [illegible]কাটা কাজ করে, নামটা নিতান্ত অসার্থক হয় নাই।

পাথরবীরের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দোকানদারের অত্যন্ত ভয় হইল। সে পাছে পদাঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া কোটঘরে প্রবেশ করে, সেই ভয়ে দোকানদার তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলিয়া দিয়া নম্রস্বরে বলিল, "দেখ ভাই! দেখ, এ ঘরে কেহই নাই, একটাও কুম্ভীর আইসে নাই!"

লাল গোল চক্ষে উঁকি মারিয়া পাথর-বীর বলিল, "সত্যই ত এ ঘরে কেহই নাই। তবে তাহারা গেল কোথা? শুনিয়াছিলাম, এ ঘরে বারোটা কুম্ভীর আছে, সেগুলাকে লইয়া আমরা হাড়ির কুঠী মারিতে যাইব ভাবিয়াছিলাম;—গেল কোথা? দলে যদি না মিশিত, বাঘের দাঁতে কত জোর, এখনই তাহারা দেখিত;—কিন্তু গেল কোথা?"

একজন বলিল, "যদি না আসিয়া থাকে এখনই আসিবে। আমরা এখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব।"

মোরক বলিল, "বাঘেরা যদি কুম্ভীর দেখিতে চায়, তবে কেন সেই নাস্তিক বদমাস-দলের কুঠীর চতুর্দ্দিকে লম্ফ দিয়া গর্জ্জন করুক [illegible] এমন গর্জ্জন [illegible] তাহারা [illegible]

[illegible]

আমাদের সঙ্গে!—কাহারা [illegible] খানেই দেখিবে।

একদল ব্যাঘ্র।—কে বলে?—কুম্ভীর দেখিয়া বাঘেরা ভয় পায়, এমন কথা কে বলে?

[illegible]র।—সে কথায় কাজ কি? যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর! সব দফা শেষ কর!

[illegible]ব্যাঘ্র।—আর আমারা সহিতে পারি [illegible] সুখে থাকিবে, আমরা কষ্ট [illegible] ইহা হইবে না।

দ্বিতীয় ব্যাঘ্র।—কুন্তীরেরা বলিয়াছে, পাথরকাটা লোকেরা পশু! কুন্তীরেরা তাহাদের চামড়া খুলিয়া টুপী বানাইবে।

তৃতীয় ব্যাঘ্র।—তাহারা গির্জ্জায় যায় না, তাহাদের বাড়ীর মেয়েরাও যায় না। তাহারা পুতুল পূজা করে, তাহারা কুকুর!

চতুর্থ ব্যাঘ্র।—পুরুষেরা রবিবারে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারে, কিন্তু মেয়েরা কেন গির্জ্জায় যায় না?—বড় ঘৃণার কথা!

পঞ্চম ব্যাঘ্র।—এই জন্যই আমাদের পাদরী বলিয়াছেন, তাহাদের পাপেই দেশে ভয়ঙ্কর কলেরা আসিবে!

ষষ্ঠ ব্যাঘ্র।—সত্য কথা! পাদরী তাঁহার পবিত্র বক্তৃতায় ঐ কথা বলিয়াছেন।

সপ্তম ব্যাঘ্র।—আমাদের রমণীগণ তাহা শুনিয়াছে।

অষ্টম ব্যাঘ্র।—মার্—মার্—কুন্তীর মার্!

কুন্তীর—নৃত্য।—তাহারা ফেরেলের.... দূপে...

গ্লাস দেখিয়াই মোরক চটিয়া গেল। মুখ বাঁকাইয়া চীৎকারস্বরে বলিল, "কি গেলাস? আমাদের মত পাকালোকে কি গেলাসে করিয়া মদ খায়?"

কথা বলিয়াই সেই ব্যাঘ্র-নর্ত্তক একটা বোতলের গলা ভাঙ্গিয়া বোতলশুদ্ধ গালে ঢালিল, এক নিশ্বাসে আধখানা শেষ করিয়া পাথরবীরের হস্তে দিল।

বোতল হস্তে লইয়া পাথরবীর বলিল, "আচ্ছা বন্দোবস্ত! এই বন্দোবস্তই বীর-ব্যাঘ্রের উপযুক্ত। সকলেই বোতলে খাও! বোতলে খাইলে বাঘের দাঁতে খুব ধার হয়।"

সকলের হস্তেই মোরক এক একটা বোতল দিল। সকলেই মদ খাইতে লাগিল। জাকুইস্ ভাবিলেন, মহা রক্তপাতের সূত্রপাত! বহুলোকের প্রাণ যাইবে!

ভিড় কমিতে লাগিল। নেকুড়েবাঘেরা মাতাল হইয়া মদের দোকান হইতে দলে দলে

পরামর্শ দিয়া খুনোখুনি বাধাইলে! আমি কিন্তু উহার মধ্যে নাই।

মোরক।—(দোকানীর প্রতি) ব্রাণ্ডী দাও! আমরা এইবার এই সকল পরাক্রান্ত নেকুড়ে ব্যাঘ্রের স্বাস্থ্য পান করিব।

দোকানীর সম্মুখে মোরক গোটা... টাকা দিল, দোকানী তাহা লইয়া দো... গেল, একটু পরেই গোটাকতক বো... গোটাকতক গ্লাস আনিয়া হাজির...

প্রকার:—

কি ভয় কি ভয় রণে কি ভয় কি ভয়!
জানি না ভয়ের কথা, জয় পরাজয়॥
...নি যাহা করি কিছু গ্রাহ্য নাই।
...রিতে পারি তাই দেখা চাই॥
...মন মহারাজ, তাঁহার সন্তান,
আমরা কি করি ভয় নরবলিদান?
যুদ্ধ কর যুদ্ধ কর মাতাইয়া প্রাণ।
বিজয়-উল্লাসে মাতি গাও এই গান!

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন। এঞ্জিলা উন্মুখী হইয়া এগ্রিকোলাকে জিজ্ঞাসিলেন, "স্ত্রীলোকটী কেমন এক রকম চিন্তাকুলা, বিরসবদনা, তাহা তুমি লক্ষ্য করিয়াছ ?"

এগ্রি।—দেখিয়াছি। বোধ হইয়াছে যেন চক্ষেও ফোঁটা ফোঁটা জল।

এঞ্জিলা।—উনি কাঁদিতেছেন। আহা! বোধ হয়, বড় কষ্টে পড়িয়াছেন। বোধ হয়, [illegible] হার্ডির নিকটে কিছু সাহায্য প্রত্যাশা [illegible]ন। এ কি, এগ্রিকোলা! হঠাৎ তোমার [illegible] ভাবনা উপস্থিত হইল ?—তোমারেও যে [illegible] দেখিতেছি! কারণ কি ?

বৃদ্ধাকে দেখিয়া এগ্রিকোলার মনে একটা [illegible]বের উদয় হইয়াছিল। তিন দিন পূর্ব্বে [illegible] যে যুবতীর রমণীটী কাঁদিতে কাঁদিতে [illegible]র কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন, [illegible]র গাড়ীর পশ্চাতে অন্য গাড়ী ছুটিয়াছিল, [illegible] যুবতী সঙ্গে এই বৃদ্ধার কোনরূপ সংস্রব [illegible] ইহাই এগ্রিকোলা ভাবিতেছিলেন। [illegible] এঞ্জিলার প্রশ্নে উত্তর দিলেন, "ঐ [illegible] দেখিয়া আমার একটা পূর্ব্বকথা স্মরণ [illegible] সে কথাটী আমি তোমাকে বলিতে [illegible]ব না ; অপরপক্ষের গুহ্য কথা।"

[illegible]লাও সেই গুহ্যকথা শুনিতে চাহিলেন [illegible] প্রসঙ্গে কথোপকথন চলিতে লাগিল। [illegible]বসরে একখানা ডাকগাড়ী আসিয়া [illegible]র প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। গাড়ীতে [illegible] হার্ডি এবং তাঁহার অভিনব বিশ্বাসঘাতক [illegible] বন্ধু মসুর [illegible]সাক।

[illegible] পরে একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী [illegible] হইতে নাচিতে নাচিতে কুটীর [illegible]সর হইতে লাগিল। সে গাড়ীতে [illegible]ডিন।

[illegible] হইতে নামিয়া মসুর হার্ডি ঐ বন্ধুর সহিত আপন উপবেশনকক্ষে প্রবেশ করিলেন। দুই বন্ধুতে কথা হইতে লাগিল।

হার্ডি।—দেখ মার্শেল! আমি যেন কতই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। এই কুটী ছাড়িয়া প্রবাসে গেলেই আমার কষ্ট হয়।

বন্ধু।—(সলজ্জবদনে) আহা! কেবল আমার জন্যই তোমাকে ততদূর ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।

হার্ডি।—তুমিও ত আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলে—তোমারও কি কষ্ট হয় নাই ?—তুমি সঙ্গে না থাকিলে আমার কষ্টের আর সীমা থাকিত না। তুমি ছিলে বলিয়াই কৌতুকে কৌতুকে মনের সুখে ভ্রমণ করিয়াছি।

বন্ধু।—তোমার কাছে আমি কত ঋণে ঋণী, তাহা পরিশোধ করিতে আমার সাধ্য নাই। পরিশোধ হইবে না।

হার্ডি।—সে কি কথা ? বন্ধুতে কি পৃথক্ ভাব থাকে ? বন্ধুরা পরস্পর সম সাহায্যপ্রার্থী।

বন্ধু।—মহৎ অন্তঃকরণ! মহৎ অন্তঃকরণ!

হার্ডি।—ও কথা বলিও না। উভয়েই আমরা সুখী, উভয়ের স্নেহে ও উপকারে উভয়েই আবদ্ধ ; ইহাই বন্ধুত্বের সুস্বাদু ফল।

বন্ধু।—সত্য, কিন্তু তোমার মত বন্ধু যাঁহার নাই, বল দেখি, পৃথিবীতে তাঁহার আর কি সুখের প্রত্যাশা ?

হার্ডি।—কাহার কাছে আমি যে সুখের [illegible] ঋণী ? এখানে আসিয়া যে সুমধুর স্নেহরসে [illegible]মি অবগাহন করি, স্নেহময়ী জননীবিয়োগে[illegible]পর তেমন স্নেহ আর কোথাও পাই নাই। জ[illegible]নী আমার সর্ব্বশক্তিময়ী ছিলেন, তাঁহার শক্তি[illegible]ই আমি শক্তিমান্ ; তাঁহার সেই স্নেহ স্মরণ করিয়াই আমি মানসিক শক্তিতে বিপদের সহিত যুদ্ধ করি।

বন্ধু।—[illegible]

অনুরাগ, যেরূপ উত্তম, যেরূপ অধ্যবসায়, শুভক্ষণে সিদ্ধিলাভেও তুমি সেইরূপ ভাগ্যবান্।

হার্ডি।—আমার বল, বীর্য্য, সাহস, অধ্যবসায় সমস্তই আমার মা। কৃতঘ্ন, নীচাত্মা লোকের প্রতারণায় ভগ্ন-হৃদয় হইয়া যখন আমি মায়ের কাছে যাইতাম, আদর করিয়া তখন তিনি কোমল গম্ভীরস্বরে বলিতেন, "যাহারা অকৃতজ্ঞ, যাহারা প্রতারক, তাহারাই যন্ত্রণাভোগ করিবে; তোমার কি? দুরাত্মা লোকদিগকে দয়া কর, যাহারা মন্দ করে, তাহাদের দোষ ভুলিয়া যাও; নিজে কেবল শুভকার্য্যই চিন্তা কর।"—ভাব দেখি বন্ধু! স্নেহময়ী জননীর সেই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ভিন্ন কিসের জোরে আমি বাঁচিয়া আছি? জননীর স্নেহশক্তিতেই আমি সজীব। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মাতৃস্নেহ আমাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। বন্ধু! তুমি আমার পরম সুহৃদ, তোমাকেও আমি স্নেহময়ী জননীর মত ভাবি, তোমার বন্ধুত্বেও আমি শক্তি প্রাপ্ত হই।

বন্ধু।—আমাকে অত উচ্চ প্রশংসা করিও না। ও সব কথা ছাড়িয়া দাও। ওসব কথায় প্রয়োজন নাই। মাতৃস্নেহের ন্যায় আর একটী মধুরস্নেহের আলোচনা কর।

হার্ডি।—বুঝিয়াছি তোমার মনের কথা। তোমার কাছে আমার কিছুই গোপন নাই মধুরস্নেহের আলোচনাতেও তোমার সৎপরামর্শ আবশ্যক। সেই মোহিনীকে আমি নিরন্তর হৃদয়ে চিন্তা করি, সংসারে আর কাহাকেও আমি তেমন ভালবাসিতে পারি না; প্রাণ থাকিতে পারিবও না। মোহিনী মার্গারেট আমার কি রত্ন, মা তাহা জানিতেন না; অথচ মা সর্ব্বদাই আমার কাছে মার্গারেটের গুণকীর্ত্তন করিতেন। তাহাতেই আমার চক্ষে মার্গারেট আরও পবিত্রদেবীরূপে প্রতীয়মান হয়।

বন্ধু।—উভয়েই তোমরা সমান। মার্গারেটের মাতৃভক্তিও চমৎকার।

হার্ডি।—সে কথাও সত্য। সে প্রেমে যেমন সুখ, তেমনি যাতনা। মার্গারেট কতবার অকপটে আমাকে বলিয়াছে, "তোমার জন্য আমি সংসারের সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু জননীর জন্য তোমারেও পরিত্যাগ করিতে পারি।"

বন্ধু।—পরমেশ্বর না করুন, তেমন দুর্দ্দৈব কখনই ঘটিবে না। তুমিই বলিয়াছ, তাহার জননী তাহাকে আমেরিকায় পাঠাইতে সম্পূর্ণ নারাজ। মার্গারেটের স্বামী আমেরিকায় গিয়া চিরপ্রবাসী হইয়াছে, মার্গারেটকে ভুলিয়া গিয়াছে, তবে আর তোমার ভাবনা কি?

হার্ডি।—কিছুই ভাবনা নাই, কিছুই আমি ভাবি না। এ প্রেম চিরস্থায়ী, সে বিশ্বাস বিলক্ষণ।

বন্ধু।—কি হেতুতে দৃঢ়বিশ্বাস?

হার্ডি।—সে কথা তোমাকে বলা উচিত কি না, তাহা আমি জানি না।

বন্ধু।—কেন বন্ধু?—আমি কি কখনও অবিবেচকের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি? তুমি কি কখনও আমাকে বিশ্বাসভঙ্গ করিতে দেখিয়াছ?

হার্ডি।—ছি ছি বন্ধু! ও কথা কেন মনে কর? কখনই আমি তোমাকে সন্দেহ করি না। তবে কি জান, সুখ যতদিন পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন আমি সুখের কথা কাহাকেও বলিব না; বলিতে ইচ্ছাও করি না।

একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, "একটী বৃদ্ধ আসিয়াছে, জরুরীকাজের জন্য দেখা করিতে চায়।"

হার্ডি।—(ঈষৎ চঞ্চল হইয়া) এত শীঘ্র আচ্ছা, কি বল বন্ধু?

সম্মতি দিয়া বন্ধুটী উঠিয়া অন্যগৃহে যাইবার উদ্যম করিতেছিলেন, মৃদু হাস্য করিয়া হার্ডি

কহিলেন, "না না, উঠিতে হইবে না; তুমি এখানে থাকিলে বরং অল্পক্ষণের মধ্যেই নূতন-লোকের সঙ্গে কথোপকথন শেষ হইয়া যাইবে।

বন্ধু।—যদি বিষয়কর্ম্মের কথা হয়?

হার্ডি।—হইলই বা। সমস্তই আমার প্রকাশ্য; গুপ্তপরামর্শ নাই। (ভৃত্যের প্রতি) ঐ লোকটীকে আসিতে বল।

ভৃত্য।—ডাকগাড়ীর কোচুয়ান জানিতে চায়, সে এখন চলিয়া যাইতে পারে কি না।

হার্ডি।—পারে না। থাকিতে বল। একে পারিসে লইয়া যাইবে।

ভৃত্য বিদায় হইল। একটু পরে রডিন প্রবেশ করিলেন। মসুর রেসাক্ তাঁহাকে দেখিলেন। রডিনকে তিনি চেনেন না। তাহার সঙ্গে রডিনের দলের যে সকল গুপ্ত ... হইয়াছিল, তাহা অপরলোকের দ্বারা।

দুই বন্ধুকে সেলাম করিয়া, দুই বন্ধুর মুখ ...য়া প্রশ্নচ্ছলে বিনীতভাবে রডিন কহি-... "মসুর হার্ডি?"

লোকটার বিকট চেহারা আর মলিন বেশ ... হার্ডি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, ভিক্ষা ... আসিয়াছে; কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ সরলতা-... সংযমে স্থিরতর করিয়া সদয়ভাবে কহি-লেন, "আমার নাম হার্ডি; আমার কাছে আপনি কি চান?"

রডিন।—আমার কিছু গোপনীয় কথা ... আছে।

হার্ডি।—বলিতে পারেন। ইনি আমার ... অভেদভাব।

রডিন।—কিন্তু আপনার সহিত নির্জ্জনে কথা ... আমার ইচ্ছা।

মসুর রেসাক্ পুনরায় অন্য গৃহে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া রডিনকে সম্বোধন পূর্ব্বক হার্ডি কহি-লেন, "যাহা আপনি বলিবেন, তাহা আমার কথা কি আপনার নিজের কথা?"

রডিন।—আমার কথা নহে। সমস্তই আপনার সম্পর্কে।

হার্ডি।—তবে আর চিন্তা কি? আপনি বলুন। এই বন্ধুর নিকট আমার কিছুই গোপন নাই।

রডিন।—ঠিক কথা। আপনার সুখ্যাতি করিয়া লোকে যাহা বলে, সমস্তই যথার্থ। সেই নিমিত্তই যাবতীয় সাধুলোকে আপনাকে ভাল-বাসেন। আমিও একজন সাধুলোক; আমি আপনার একটী উপকার করিতে আসিয়াছি।

হার্ডি।—কি উপকার মহাশয়?

রডিন।—আপনাকে ঠকাইবার মৎলবে, একজন একটা জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে; সেটী প্রকাশ করিয়া আপনাকে সতর্ক করা।

হার্ডি।—অসম্ভব! আপনি অবশ্য প্রতা-রিত হইয়াছেন।

রডিন।—আমার প্রমাণ আছে।

হার্ডি।—প্রমাণ?

রডিন।—হাঁ মহাশয়! প্রমাণ,—লিখিত প্রমাণ। তাহা আমার সঙ্গেই আছে। যাহাকে আপনি প্রিয়মিত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই ব্যক্তিই আপনাকে প্রতারণা করিয়াছে।

হার্ডি।—সেই লোকটীর নাম?

রডিন।—তাহার নাম মসুর মার্শেল রেসাক্।

শুনিবামাত্র মসুর রেসাক্ চমকিয়া উঠি-লেন; প্রফুল্লবদন শুষ্ক হইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল; মুখে কথা বাহির হইল না;—কেবল থতমত খাইয়া কহিতেছিলেন, "মহা—"

বন্ধুর মুখের ভাব দেখিলেন না, বন্ধুকে কথা কহিতেও দিলেন না; সকম্পে তাঁহার হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক মসুর হার্ডি দারুণ ঘৃণা-ক্রোধে

রডিনকে কহিলেন, "কি বলেন মহাশয়?—মস্যুর ব্রেসাকের নামে অপবাদ?—আপনি তাঁহাকে জানেন?"

রডিন।—আমি তাঁহাকে কখনও চক্ষে দেখি নাই।

হার্ডি।—তবে?—তবে আপনি কি বলিয়া অপবাদ দেন?—ইনি আমাকে প্রতারণা করিয়াছেন, কোন্ সাহসে আপনি এমন কথা বলেন?

রডিন।—দুটী কথা।—এক ব্যক্তি একজনকে গুপ্তভাবে খুন করিতেছে, কোন ধার্ম্মিক-লোক যদি তাহা দেখেন, খুন খুন বলিয়া সাহায্যপ্রার্থনা করা কি তাঁহার উচিত হইবে না?—বিদ্রোহসূচক এমন কতকগুলা অপরাধ আছে, আমার চক্ষে তাহা নরহত্যা সদৃশ গুরুতর বলিয়া বোধ হয়;—সেই নিমিত্ত আজ আমি এক গুপ্তহন্তা আর তাহার লক্ষ্য শীকারের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

হার্ডি।—(অধিক চমৎকৃত হইয়া) গুপ্তহন্তা?—গুপ্তহন্তার লক্ষ্য শীকার?

রডিন।—আপনি অবশ্যই মস্যুর ব্রেসাকের হাতের লেখা চেনেন?

হার্ডি।—অবশ্য।

রডিন।—(পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া হার্ডির হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক) তবে এইখানা একবার পাঠ করুন্।

পত্রের প্রতি একবার দৃষ্টিদান করিয়া মস্যুর হার্ডি তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ বন্ধু ব্রেসাকের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন,—দেখিলেন, ত্রাসে লজ্জায়, অপমানে ব্রেসাকের বদন রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছে; আসনে বসিয়া বসিয়া ব্রেসাক কাঁপিতেছেন।

গতিক দেখিয়া হার্ডি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু! হঠাৎ কি জন্ত এ প্রকার রূপান্তর—ভাবান্তর?"

বন্ধু কথা কহিতে পারিলেন না। জানিয়া শুনিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, জানিয়া শুনিয়া আবার সেই বন্ধুর কাছে নির্লজ্জের ন্যায় মুখ দেখাইয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছেন, এ অবস্থায় কি কথাই বা তিনি বলিবেন?

হার্ডি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার্শেল! কি কারণে নীরব; আমার কথার উত্তর করিতেছ না কেন?"

কিছুই যেন বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপ ভাণ করিয়া—বিস্ময় প্রকাশ করিয়া রডিন কহিলেন, "মার্শেল!—তবে ইনিই কি মার্শেল মস্যুর ব্রেসাক?—ওঃ!—আগে যদি জানিতাম, তাহা—"

হার্ডি।—(বন্ধুর প্রতি) মার্শেল! এই লোকের কথা কি শুনিতে পাইতেছ না? ইনি বলিতেছেন, তুমি আমার কাছে বিশ্বাসঘাতক হইয়াছ?—কি উত্তর কর?

প্রশ্ন করিয়াই তিনি ব্রেসাকের একখানি হস্ত সজোরে আকর্ষণ করিলেন। হস্ত যেন বরফের মত ঠাণ্ডা!—ভয় পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই হস্ত ছাড়িয়া দিলেন;—সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি ব্যাপার! লোকটা কথা কহে না যে!"

রডিন।—আমি তবে মস্যুর ব্রেসাকের সম্মুখেই উপস্থিত; তবে আমি ইঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারি, মস্যুর রডিনের নামে শিরোনাম দিয়া প্যারিসের অর্সিন ষ্ট্রীটে ইনি অনেকগুলা পত্র লিখিয়াছিলেন কি না?—যদি পারেন, যদি সাহস হয়, অস্বীকার করুন্।

ব্রেসাক এককালে নির্ব্বাক্!—সরলচিত্ত হার্ডি তখনও বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না।—রডিনদত্ত পত্রের প্রথম কয় পংক্তি তিনি মনে মনে পাঠ করিলেন,—সমাপ্ত করিতে হইল না,—বুদ্ধি

যেন লোপ পাইয়া গেল। মাথা ঘুরিতে লাগিল, হস্ত কম্পিত হইল, কম্পিত হস্ত হইতে পত্র খানা পদতলে পড়িয়া গেল। ক্রোধ, ঘৃণা, অপমান এককালে তাঁহার চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিল; চীৎকার করিয়া বলিলেন, "নরাধম! এই তোমার কার্য্য?"

সক্রোধে হস্ত উত্তোলন করিয়া বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে প্রহার করিতে উদ্যত;—হঠাৎ যেন স্তব্ধ হইল। চিরশান্ত সদয়-হৃদয় হার্ডি বিচলিত হইয়া আপনা আপনি বলিলেন, "না মারা হইবে না;—ইহাকে মারিলে আমার হস্ত কলঙ্কিত হইবে।"

মারিতে যেন দিবেন না, এই ভাব জানাইয়া রডিন দ্রুতপদে হার্ডি সাহেবের নিকটবর্ত্তী হইলেন। রডিনের দিকে ফিরিয়া হার্ডি কহিলেন, "নরাধম কাপুরুষকে প্রহার করা উচিত হয় না, ইহাকে আমি মারিব না;—আপনি একজন বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষকে চিনাইয়া দিলেন, তজ্জন্য সাদরে আমি আপনার হস্তমর্দ্দন করিব।"

অকস্মাৎ দ্বারের বাহিরে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। ঝন্ ঝন্ শব্দে দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীলোক কাঁদিতেছেন! "এখনি আমি দেখা করিব, এখনি আমি তাঁহাকে সেই কথা জানাইব, কেহ আমারে বাধা দিতে পারিবে না," অশ্রুমুখী স্ত্রীলোক ঘরের চারিদিকে চাহিয়া বারম্বার এইরূপ কথা বলিতেছেন।

বৃদ্ধাকে দেখিয়া, বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, বৃদ্ধার ক্রন্দনে বিগলিত হইয়া, হার্ডি তখন যেমন এক প্রকার বিমোহিত হইলেন। রডিনকে ভুলিলেন, রেসাককে ভুলিলেন, ঘৃণাকর বিশ্বাসঘাতকতা ভুলিলেন, সমস্তই ভুলিয়া গেলেন;—একদৃষ্টে বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া কম্পকণ্ঠে কহিলেন, "মা! তুমি এখানে? এমন অবস্থায় কেন?—হইয়াছে কি?"

বৃদ্ধা।—আর কি বলিব! ভয়ঙ্কর বিপদ! আমি যেন—

হার্ডি।—ভয়ঙ্কর!—কি?—মার্গারেট? মার্গারেট কোথায়?

বৃদ্ধা।—চলিয়া গিয়াছে।

সহসা পদতলে বজ্রপাত হইলে লোকে যেমন ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ে, মস্যুর হার্ডি সেইরূপ বিহ্বল হইয়া উদাসকণ্ঠে কহিলেন, "কি! গিয়াছে?—মার্গারেট চলিয়া গিয়াছে?"

বৃদ্ধা।—(অস্পষ্টস্বরে) সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! তিনদিন হইল, তাহার মাতা তাহাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

হার্ডি।—(কাতরকণ্ঠে) গিয়াছে?—মার্গারেট পলাইয়া গিয়াছে! না, না, বিশ্বাস হয় না; তুমি হয় ত ঠিক জান না! যায় নাই,—যায় নাই—মার্গারেট! মার্গী—

হতাশ অন্তরে পুনঃপুন এই কথা বলিতে বলিতে মস্যুর হার্ডি যেন উন্মত্তের ন্যায় গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। ফটকে ডাকগাড়ী প্রস্তুত ছিল, উন্মত্তের ন্যায় সেই গাড়ীতে আরোহণ করিলেন কোচ্ম্যানকে হুকুম দিলেন, "চালাও!—পারিস; যত শীঘ্র পার,—চালাও!—উড়িয়া যাও!"

ডাকগাড়ীর অশ্বেরা বিদ্যুদ্গতিতে রাজধানীর দিকে ছুটিয়া চলিল। এদিকে বায়ুগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে শত শত ব্যাঘ্রগর্জ্জন অদূরে সমুত্থিত হইল। নেকড়েবাঘেরা ভীমরবে চীৎকার করিতে করিতে কুঠীর দিকে ধাবিত হইতেছে।

রডিনের আর একটা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। করালবদন ব্যাদান করিয়া কালরাত্রি

কলেরা পারিসনগরে প্রবেশ [illegible] অনন্ত উৎসাহে রঙিন তাহা কামনা করিয়াছিলেন। ভৈরবীচক্রের ঘোরে অভাগিনী রাণী মাতালী ঐ কলেরাকে আহ্বান করিয়াছিল, সেই কাল-রূপী কলেরা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে পারিস রাজধানীতে প্রবেশ করিতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরিব্রাজক য়িহুদী।

নিশাকাল সমাগত। জ্যোৎস্না রজনী। ধরণী কৌমুদীময়ী। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। নীল-পটে উজ্জ্বল উজ্জ্বল হীরকখণ্ড চন্দ্রমাসঙ্গী তারকামালা। উত্তরদিক্ হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে;—সোঁ সোঁ শব্দে যেন অমঙ্গল আহ্বান করিতেছে;—ক্রমশই বেগ বৃদ্ধি। পর্ব্বতের উপর ঝড় বহিতেছে।

পর্ব্বতশিখরে একটী মনুষ্য। চন্দ্রকিরণে সেই মনুষ্যের সুদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পর্ব্বতভূমির অনেকদূর পর্য্যন্ত অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। পথিকের পদতলে সুন্দরী পারিস নগরী। অট্টালিকা-শিখর, প্রাসাদ-শিখর, গম্বুজ শিখর এবং মন্দির শিখর হইতে রক্তবর্ণ ধূমরাশি নীলাকাশে সমুত্থিত হইয়া সমস্ত দিঙ্মণ্ডল রক্তবর্ণ করিতেছে। এই সুখময়ী নগরীর নৈশদীপমালা প্রজ্বলিত হইয়া উন্নত মস্তকে আকাশপথ দর্শন করিতেছে। কোলাহলময়ী, আনন্দময়ী পারিস নগরী এখন সুষুপ্ত।

পথিক আপনা আপনি কথা কহিতেছে। প্রথম কথা—"না!—তাহা হইবে না! ঈশ্বর তাহা হইতে দিবেন না। দুইবার হইয়া গিয়াছে, তাহাই চূড়ান্ত। পাঁচশত বৎসর অতীত হইল, সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বেশ্বরের হস্ত আসিয়াখণ্ডের গর্ভস্থল হইতে তাড়াইয়া আমাকে এখানে আনিয়াছিলেন। আমি একাকী;—শত শত দিগ্বিজয়ী রাজার অসংখ্য সৈন্যসামন্ত যাহা করিতে পারে না, আমি একাকী [illegible]পেক্ষা শতগুণে বেশী শোক, বিলাপ, নৈরাশ্য, বিপদ, বিরহ, মৃত্যু আমার পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছি; তাহার পরেই এই পারিস নগরীতে প্রবেশ; এ নগরীও প্রায় ছারখার হইয়াছিল!

দুইশত বৎসর হইল, সর্ব্বশক্তিমানের সেই শক্তিমান্ হস্ত আমাকে পৃথিবী পর্য্যটন করাইয়া আবার এইখানে আনিয়াছিল। সেবারেও পূর্ব্বের ন্যায় মহামারী,—পূর্ব্বের ন্যায় সমস্তই ছারখার! আমার ভ্রাতৃগণের উপরেই প্রথম আক্রমণ। বিষম দারিদ্র্যপীড়নে, অবিশ্রান্ত দারুণ পরিশ্রমে যাহারা নিতান্ত অবসন্ন ছিল, তাহারাই অগ্রে মরিল!

আমার হতভাগ্য ভ্রাতৃগণ! আমা হইতেই তাহারা মহাদুর্দ্দশাগ্রস্ত! আমি কে?—জেরুজিলেমের একজন সামান্য মজুর। প্রভু আমাকে অভিসম্পাত করেন। আমাকে অভিশাপ দিয়া তিনি সমস্ত শ্রমজীবী বংশাবলীকে অভিশপ্ত করিয়াছেন;—সেই বংশাবলী নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, পৈতৃকবিষয়ে নিরন্তর বঞ্চিত হইতেছে, নিরন্তর দাসত্ব করিতেছে; বিশ্রাম নাই, পুরস্কার নাই, আশা নাই, আমার ন্যায় নিরন্তর পর্য্যটন করিয়া ফিরিতেছে;—অবশেষে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, সকলেই দাসত্বভার স্কন্ধে লইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে!

ও!—আবার আমি! পাঁচশত বৎসরের মধ্যে এই তৃতীয়বার আবার আমি সেই পর্বতের উপর উপস্থিত হইয়াছি;—শিখরে উঠিয়াছি। আমার পদতলে পারিসনগরী। এবারেও হয় ত আমি আতঙ্ক আনিয়াছি, ধ্বংস আনিয়াছি, মৃত্যুকেও হয় ত সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।

এই অভাগ্যবতী নগরী!—আনন্দঘোরে তাহারা,—নিশাকালের মদিরা-প্রমদায় তাহারা,—কিছুই জানে না! ওঃ! সম্মুখে আমি উপস্থিত, প্রবেশদ্বারে আমি দণ্ডায়মান, নগরবাসীরা এ সংবাদটাও রাখে না।

কিন্তু না,—না!—এবারে আমার আগমনে তেমন দুর্দ্দৈব ঘটিবে না। প্রভু এবারে ফরাসীরাজ্যে লইয়া আসিয়াছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আমাকে লইয়া যান নাই, গ্রামকে গ্রাম জনশূন্য হইতেছে, তেমন দুর্ঘটনা এবারে দেখি নাই;—পথে পথে মরণাস্থ জনগণ দেখি নাই।

আরও এক শুভলক্ষণ! সেই ভূতটা আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে! সেই ভূত—কাল-সবুজ—রক্তনেত্র—সেই ভূত! এবারে ফরাসীভূমি স্পর্শ করিবামাত্র সেই ভূত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে; ঠেলিয়া ঠেলিয়া লইয়া আসিত, এবারে আর আমার উপর তাহার পরাক্রম নাই। তবে কেন—তবু কেন চতুর্দ্দিকে আমি মৃত্যুমুখ দেখিতেছি?—তবু কেন চতুর্দ্দিকের বাতাস আমার নাসারন্ধ্রে মৃত্যুগন্ধ আনয়ন করিতেছে? অবিশ্রান্ত বায়ু বহিতেছে, বাতাস আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, বাতাসের নিশ্বাসে যেন বিষমাখা আছে। এই বাতাস মহামারী বহিয়া দেয়।

প্রভুর কোপ কমিয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে কেন আমি এখানে?—যাহাদিগকে ভয় দেখাইবার ইচ্ছা, ইচ্ছাময় হয় ত তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্যই এবার আমাকে এখানে আনিয়াছেন!

ওঃ! না, না!—মারীভয় আনিবে না! দয়াময় প্রভু অবশ্যই দয়া করিবেন। হায় হায়! জগতের অপরাপর নগরী অপেক্ষা এই নগরীতে আমার ভ্রাতৃগণের সংখ্যাও অধিক, তাহাদের দুরবস্থাও অসীম! আমি কি তাহাদের দ্বারে মারীভয় আনিব? না,—না! দয়াময় প্রভু অবশ্যই দয়া করিবেন। আমার ভগ্নীর সাতটী বংশধর এক্ষণে এই নগরীতে একত্র হইয়াছে, তাহাদের সাহায্য করা নিতান্তই আবশ্যক, তৎপরিবর্ত্তে আমি কি তাহাদের সম্মুখে মৃত্যু আনয়ন করিব?—না!—কখনই না,—কখনই না!

সেই রমণী!—আমার ন্যায় সেই রমণীও জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যটন করিতেছে। বংশের সন্তানগণের শত্রুদলের ষড়যন্ত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া সেই রমণী আবার জগৎ পর্য্যটনে নির্গত হইয়াছে। আহা! তাহার সহিত আমি মিলিত হইতে পাই না। নিকটে আইসে আইসে এইরূপ হয়, ঠিক সেই সময় সেই অদৃশ্য হস্ত তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়;—যেন ঘূর্ণাবায়ুতে উড়াইয়া লইয়া যায়। যাহাদিগকে রক্ষা করিতে আইসে, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার অবসর পায় না। কিয়ৎক্ষণ থাকিবার জন্য করযোড়ে কতই মিনতি করে, সমস্তই বৃথা হয়। তিলক্ষণমাত্রও থাকিতে পায় না। দয়াময়! আমি যেন থাকিতে পাই, যে সৎকার্য্য করিতে আসিয়াছি, তাহা যেন আমি সমাপ্ত করিতে পারি।

"কিছুদিন—অতি অল্পদিন মাত্র!—আমি সম্মুখপথে অগ্রসর হইব;—তাহারা অতল

জলে ডুবিতেছে, আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিব,"—রমণী এই সকল কথা বলিয়া কতই কাকুতি-মিনতি করিয়াছিল, কেহই শুনিল না, আমি শুনিলাম। রমণী কহিল, 'সেই সন্তান-গণের এখনও নূতন নূতন বিপদের আশঙ্কা আছে,দিন দিন সেই আশঙ্কার বৃদ্ধি হইতেছে!'

প্রভু! আমার বংশের অভাগ্য সন্তান-সন্ততিগণ শত শত বর্ষকাল ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহারা কি এখন সে যন্ত্রণার কোপানল হইতে পরিত্রাণ পাইবে? ক্ষমাময়! তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া আমারে কি ক্ষমা করিবে? দণ্ডদাতা! তাহাদিগকে দণ্ড দিয়া আমাকেও কি আরও দণ্ড দিবে? ইচ্ছাময়! তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের চরম ইচ্ছা-পত্রের মর্ম্মপালন করিয়া তাহারা যাহাতে সুখী হইতে পারে, তাহাদিগকে তুমি সেইরূপ সুমতি দাও! হে ঈশ্বর! সৃষ্টি রক্ষা কর। তাহা-দের পূর্ব্বপুরুষের চরম ইচ্ছা-পত্রের উপদেশ, দানধর্ম্ম, ব্রতধর্ম্ম, পরোপকারধর্ম্ম, একতা-ধর্ম্ম;—প্রভু! তাহারা যেন সেই প্রচুর সম্পত্তি লাভ করিয়া সদ্ভাবে একত্র সম্মিলনে সেই মহৎ উপদেশ পালন করিতে সমর্থ হয়। সেই পথে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দাও; তদ্দ্বারা বোধ হয়, আমার এই দুর্ব্বহ পাপেরও সম্পূর্ণ প্রায়-শ্চিত্ত হইতে পারিবে।

সর্ব্বেশ্বর! আমার ভগ্নীকুলের সন্তান-গুলিকে রক্ষা কর! যাহাতে তাহারা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণসাধনে তৎপর হয়, তাহাদিগকে এমন ক্ষমতা প্রদান কর! স্বর্গীয় মনুষ্য-পুত্রের মহৎ উপদেশ,—পরস্পর ভ্রাতৃভাবে প্রেম কর! এই স্বর্গীয় বাক্য যেন তাহাদের জীবনপথের লক্ষ্য হয়, সেই উপদেশের বলে যেন তাহারা একতা-সূত্রে মিলিত হইয়া কপট পাদ্রীগণকে পরাভব করিতে পারে। সেই ভণ্ড পুরোহিতেরা বিভু-পুত্রের এই মহার্ঘ উপদেশ—প্রেম, শান্তি, আশা, এই তিন মহার্থবাক্যকে পদতলে দলন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঘৃণা, দৌরাত্ম্য, আর নিরাশা প্রচার করিতেছে। জগতের ধনবান্ লোকেরা—ক্ষমতাবান্ লোকেরা সেই কপটা-চার পাদ্রীগণকে সাহায্য করিতেছে, তাহারাই ঐ ভণ্ড ধার্ম্মিকগণের দুষ্কর্ম্মের সাথী। তাহারা আমার দুর্ভাগ্য ভ্রাতৃগণের মুখপানে চাহে না, শত শত বর্ষ তাহারা দারিদ্র্যযাতনায় অস্থির হইয়া ফিরিতেছে। হে পরাৎপর প্রভু! জগতে দরিদ্রলোকেরাই কেবল অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিবে, জনকতক লোক সুখে থাকিবে, অনন্তদেব! ইহাই কি তোমার অনন্ত ইচ্ছা?

ইহা ত ধর্ম্মের অবমাননা!—ইহা ত ঈশ্বরের নামে নিন্দা! পরমেশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রভু! দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর! আমার ভগিনী-কুলের শ্রমজীবী কারিকর হইতে বীর্য্যবান্ রাজপুত্র পর্য্যন্ত সকলগুলিকে শত্রুকবল হইতে মুক্ত করিয়া দাও! দুরন্ত পাদ্রীগণ যাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, পদে পদে যাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, আমি তাহাদিগকে একত্র করিতে পারি, তাহাদিগকে আশা দিতে পারি, তুমি দয়া করিয়া আমাকে সেইরূপ অনুমতি প্রদান কর। হে প্রভু! তোমার শক্তিমান্ হস্ত পুনর্ব্বার আমাকে এখানে আনিয়াছে। কি অভিপ্রায়ে,তাহা আমি জানি না। যাহাতে তোমার কোপের শান্তি হয়, আমি যাহাতে তোমার ক্রোধের লক্ষ্য না হই, তাহাই তুমি কর! আমার স্বধার্পণে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তোমার কোটি কোটি পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, শোক-বিলা-পের উচ্চধ্বনি উঠিয়াছে, জগতের দশাংশ

জীব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডের একাংশ হইতে অপরাংশ পর্য্যন্ত শোকের যবনিকা পড়িয়াছে। আমি আসিয়াখণ্ডের এক কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর তুষারাবৃত মেরুকেন্দ্র পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছি, মৃত্যু আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছে! প্রভু! পৃথিবীর বিলাপধ্বনি শূন্যে উঠিতেছে, তাহা কি তুমি শুনিতেছ না? দয়াময়! সকলের প্রতি দয়া কর! আমার প্রতিও দয়া কর! একটীদিন দয়া করিয়া এমন একটী দিন আমাকে অবসর দাও, যে দিনে আমি আমার ভগ্নীকুলের সন্তানগুলিকে একত্র করিয়া নিরাপদে রক্ষা করিতে পারি।”

পরিব্রাজক য়িহুদী এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পর্ব্বতোপরি জানু পাতিয়া বসিল; করযোড়ে আকাশপানে চাহিয়া দুইবাহু ঊর্দ্ধে তুলিল।

সহসা প্রবলবেগে বায়ু বহিল। সহসা মহা ঝটিকার সমুত্থান! সভয় চীৎকারে, কম্পিত-স্বরে পরিব্রাজক ডাকিল, “হে দয়াল প্রভু! রক্ষা কর! ভীষণ মৃত্যু ঐ ঝটিকার সঙ্গে মিলিত হইয়া ভীষণগর্জ্জন করিতেছে। আমার বোধ হইতেছে যেন, একটা ঘূর্ণীবায়ু আমাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া লইতেছে দয়াময়! তবে কি তুমি আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিবে না? ভূত — ঐ ভূত!—আবার কি আমি সেই ভূত দর্শন করিতেছি? তাই ত!—ওঃ! তাহার কালো বদন, বিরাট দন্ত! তাই ত, ভূতের ঐ মুখখানা কাঁপিতেছে, ভূতের রক্তবর্ণ চক্ষু বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে, দূর্ হ—দূর্ হ! ওঃ! ভূতের সেই ঠাণ্ডা হাত আবার আমাকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। প্রভু! দয়া কর—প্রভু! দয়া কর! সেই ভয়ঙ্কর মহামারী আবার আসিতেছে। আমি কি এই ভীষণ মহামারীকে সঙ্গে করিয়া এই নগরে লইয়া যাইব? আমার হতভাগ্য দরিদ্র ভ্রাতৃগণ কি সর্ব্বাগ্রে এই নিদারুণ মহামারীর কবলে কবলিত হইবে? দয়াময়! দয়া কর, দয়া কর!

বিশ্বময়! এই পর্ব্বতশিখরে আর আমি আমার পা ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। ওঃ! আসিতেছি; সেই ভূত আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। মৃত্যুবাহী ঝটিকা যেমন দ্রুতগামী, ভূত আমাকে তেমনি দ্রুত আকর্ষণ করিতেছে, আমি যেন নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি।

দয়াময়! আমার ভগ্নীকুলের সন্তানগুলিকে রক্ষা কর! তাহাদের প্রতি দয়া কর! আমি যেন তাহাদের নিদ্রা হইতে বাধা না হই, তাহারা যেন তাহাদের বিপক্ষের উপর জয়লাভ করিতে পারে।

এ কি! আমি যে উড়িতেছি! পর্ব্বত যেন উড়িতেছে! তুমি যেন উড়িতেছ! নগরের ফটকে আসিয়া আমি উপস্থিত হইয়াছি! এখনও—প্রভু! প্রভু! এখনও সময় আছে, মহানগরী বিনিদ্রিত;—এই নিদ্রিত নগরবাসীগণের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। তাহারা যেন হতাশদর্শনে, মৃত্যুদর্শনে ক্রন্দন করিতে করিতে জাগরিত না হয়। প্রভু! নগরফটকের দ্বার আমি স্পর্শ করিতেছি প্রভু! তবে তোমারই এই ইচ্ছা!—তাহাই হইয়াছে! পারিস! তোমার বক্ষঃস্থলে ভীষণ মহামারী ভর করিয়াছে! ওঃ! আমি,—এখনও—এখনও আমি অভিশপ্ত—অভিশপ্ত—অভিশপ্ত!”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সপ্ত সন্তান।

পরিব্রাজক য়িহুদী পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ যাহা বলিল, তাহা আমরা শুনিলাম। তাহার স্ত্রীকুলের সাতটী সন্তান এক সময়ে পারিসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,—শ্রমজীবী হইতে রাজপুত্র পর্য্যন্ত সাতটী। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এক একটীর পদক-নিদর্শনে তাহারা পারিসে আসিয়াছে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে ঐ পদক-প্রসাদে তাহারা একত্র।

সপ্তম রাজকুমার। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া রাজ্যলোভে যুদ্ধ করিয়াছেন, সেই যুদ্ধে এই রাজপুত্রের পিতা জীবন-বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্যটী অধিকার করিয়া লইয়াছেন,—সম্বলের মধ্যে এখন কেবল রাজপুত্রের উপাধি আছে, "রাজকুমার জালমা।"

পদকের অঙ্কিত আদেশানুসারে যেদিনে রাজকুমার পারিসে আসিতে বাধ্য, ঠিক সেই দিনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে ব্যাঘাত পড়িয়াছিল। পরিশেষে সমুদ্রে জাহাজডুবীতে আরও বিলম্ব হয়। তথাপি তিনি ১৮৩২ অব্দের দ্বিতীয়মাসে ফরাসীরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় সন্তান একটী রূপবতী কুমারী। পদকের বিবরণ কিছুই জানিতেন না, দৈবগতিকে অবশেষে তাহা প্রকাশ পায়। সাতটী সন্তান কোন গতিকে একত্র হইতে না পারে, এই অভিসন্ধিতে তাঁহাদের বিপক্ষেরা ঐ কুমারীকে একটা পাগলা-গারদে কয়েদ রাখিয়াছিল, ১৩ই ফেব্রুয়ারীর পরদিন তিনি তথা হইতে খালাস পাইয়াছেন।

কুমারী কেবল একাকিনী কয়েদ ছিলেন না। সম্রাট নেপোলিয়ানের প্রিয় সেনাপতি মার্শেল সাইমন। নির্ব্বাসিতা জননীর গর্ভে তাঁহার দুটী কন্যা জন্মে, বৃদ্ধ সৈনিক দাগোবার্ট নানা বিপদ্ অতিক্রম করিয়া সে দুটীকে পারিসে লইয়া আইসেন, তাহারাও পদক ধারণ করে। বংশের বিপক্ষেরা সে দুটীকেও সন্ন্যাসিনীর মঠে কয়েদ রাখিয়াছিল।

আর একটী উত্তরাধিকারী মশ্যর হার্ডি। ইনি একজন জনহিতৈষী সুপ্রসিদ্ধ কুঠীয়াল বিপক্ষদলের পরামর্শে ব্রেসাক নামে তাঁহার এক প্রিয়বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কপটছলনায় তাঁহাকে পারিস হইতে দূরে দূরে লইয়া বেড়াইয়াছিল, সেই কারণে তিনিও ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

ষষ্ঠ উত্তরাধিকারী জাকুইস্ রেনীপণ্ট। ইনি পূর্ব্বে কারিকর ছিলেন, শেষে মাতাল হইয়া অকর্ম্মণ্য হন। কৌশলে ঋণজালে জড়াইয়া শত্রুরা তাঁহাকে দেওয়ানী কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

সপ্তম উত্তরাধিকারী গেব্রিল।—পদকের কথা তিনি কিছুই জানিতেন না। অনাথ অবস্থায় শিশুকালে দাগোবার্টের স্ত্রী তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিলেন। পরিশেষে পাদ্রীরা তাঁহাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি সেই পাদ্রীদের প্রিয়পাত্র। ১৮৩২ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী

তারিখে সেই গেব্রিল একাকী ৩ নং ক্রাকুইস্ ষ্ট্রীট উপস্থিত হইয়া রেনীপণ্ট-উইলের সমস্ত সম্পত্তি পাদ্রীদের সভার নামে দানপত্র লিখিয়া দেন। পাদরীরা একপ্রকার বল পূর্ব্বক লিখাইয়া লন।

জেসুত-সম্প্রদায়ের পাদরীদলে অনেক থাক। তাঁহাদের অধীনে অনেক প্রকার গুপ্তচর। সাতজন উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করিয়া, গেব্রিলের নিকট দানপত্র লিখাইয়া লইয়া পাদরীদের মহানন্দ হইয়াছিল। পারিসে আবি আইরিণী তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। রডিন নামে এক বৃদ্ধ পাদরী তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন, দানপত্র হস্তগত করিয়া রডিন আপন বুদ্ধিবলে প্রধানের পদ লইয়া আবি আইরিণীকে সেক্রেটারী করেন। ইহার পরেই রডিন একটী ভালমানুষ সাজেন। বাতুলালয় হইতে কুমারী অদ্রিয়াণীকে তিনি মুক্ত করিয়া দেন, মঠ হইতে মার্শেল সাইমনের কন্যাদ্বয়টীকে খালাস করিয়া আনেন, অন্বেষণ করিয়া রাজকুমার জাল্‌মাকে বাহির করিয়া অদ্রিয়াণীর বাটীর মধ্যে উত্তম নিকেতনে রাখেন। অদ্রিয়াণীর সঙ্গে একদিন দৈবযোগে জাল্‌মার সাক্ষাৎ হয়। অদ্রিয়াণীর জন্ম-সম্বন্ধে রডিনের এক ভয়ঙ্কর মতলব ছিল। অদেখায় রূপগুণ শ্রবণে জাল্‌মার প্রতি অদ্রিয়াণী অনুরাগিণী হন, নূতন নিকেতনে অদ্রিয়াণীকে প্রথম দেখিয়া তাঁহার প্রতিও রাজপুত্রের অনুরাগ জন্মে; রডিন তাহা বুঝিয়াছিলেন। বিরহানলে উভয়কে দগ্ধ করা রডিনের মৎলব। গোপনে তিনি রাজপুত্রকে বলেন, কুমারী অদ্রিয়াণী পারিসের একজন রূপবান্ যুবার প্রেমে উন্মাদিনী। ঐ ভাবে গোপনে তিনি অদ্রিয়াণীকেও বলেন, পারিসের সুন্দরী মহলের একটী যুবতী কামিনীর প্রেমে কুমার জাল্‌মা উন্মত্ত। রডিনের এই গুপ্ত অভিসন্ধিতে মিথ্যা রটনার ফলে ঘোর অনর্থ উৎপাদিত হয়।

রডিন মহা ধূর্ত্ত। মস্যূর হার্ডিকেও তিনি ছাড়েন নাই। পূর্ব্বে নিজে পরামর্শ দিয়া মস্যূর ব্লেসাককে পাদরীদলের গুপ্তচর করিয়াছিলেন, সেই পরামর্শে মস্যূর ব্লেসাক প্রিয়-বন্ধুকে প্রতারণা করিয়াছিলেন, পরিশেষে সেই রডিন সেই ব্লেসাককে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মস্যূর হার্ডির ঘৃণাপাত্র করিয়া দেন। একটী সধবা রমণীকে মস্যূর হার্ডি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, রডিন পরামর্শ দিয়া সেই রমণীকে আমেরিকায় স্বামীর নিকটে পাঠান। মস্যূর হার্ডির প্রাণে বিষম বেদনা লাগে। পাদরীদলের ফাঁদে পড়িয়া তিনি পরিণামে যেন পাগল হইয়া যান।

পাঠকমহাশয় বুঝিতে পারিতেছেন, আবি আইরিণী অপেক্ষা এই রডিন সহস্রগুণে ধূর্ত্ত এবং কূট-বুদ্ধিবলে সাংঘাতিক অনিষ্টের নিদান। ক্রমে ক্রমে যতদূর অগ্রসর হইবেন, ততই এই রডিনের নীচাশয়তা, নৃশংসতা, নির্দ্দয়তা এবং সয়তান তুল্য ধূর্ত্ততার নানাপ্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। রেনীপণ্ট-বংশের সপ্ত-সন্তানকে প্রবঞ্চনা করিয়া রডিন পরিশেষে যাহা যাহা করিলেন, উপসংহার-অংশে পাঠকমহাশয় তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্যাঘ্রে-কুম্ভীরে।

সুন্দরী মার্গারেটকে লইয়া তাঁহার জননী পারিস হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এই নির্ঘাত-সংবাদ অবগত হইয়া মস্থর হার্ডি তৎক্ষণাৎ ভগ্নচিত্তে ডাকগাড়ীতে উঠিয়া পারিস নগরে যাত্রা করিলেন, পাঠক-মহাশয় এই পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছেন, তাহার পর কি হইল, এই-খানে দেখুন্।

কুঠীর বাহিরে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ। শত শত নেকৃড়েবাঘ মগুপানে প্রমত্ত হইয়া রণসজ্জা করিয়া হার্ডির কুঠীবাড়ী আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। তাহাদের উৎকট গম্ভীর-গর্জ্জনে সমস্ত পল্লী বিকম্পিত হইতেছে। পাদ্রীদলের দুরন্ত দুষ্কেরা নূতন নূতন দাঙ্গাবাজ লোককে ভাড়া করিয়া আনিয়া বাঘের দলে মিশাইয়া দিয়াছে। ব্যারণ ত্রিপদের কুঠীর মজুরেরা এই দারুণ বিদ্রোহানলে ঘন ঘন বাতাস দিতেছে।

রডিন কুঠী হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে আপনার গাড়ীতে উঠিতেছেন। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, মার্শেল সাইমন আপন পিতার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে কারিকর-নিবাসের দিকে গমন করিতেছেন।

দেখিয়াই রডিনের আহ্লাদ হইল। মনে মনে তিনি কহিলেন, "বেশ হইয়াছে, এইবার যোজ-পম্পনকে হস্তগত করিতে পারিলেই একটা কাণ্ড চূড়ান্ত হয়।"

রডিন গাড়ীতে উঠিলেন। সেই সময় ভীষণ বায়ুগর্জ্জনের সঙ্গে ব্যাঘ্রদলের সমর-সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশিল। তাহাতেও রডিনের অন্তরে মহানন্দ।

পিতার সহিত মার্শেল সাইমন উদ্যানে। পিতাকে সম্বোধন করিয়া মার্শেল কহিলেন, "পিত! আমার মনে একটুও সুখ নাই, মেয়ে-দুটী সর্ব্বদাই বিমর্ষ;—সর্ব্বক্ষণ কি যেন তাহারা ভাবে। প্রথম প্রথম আমাকে দেখিয়া তাহাদের আনন্দের সীমা ছিল না, এখন দেখি সম্পূর্ণ ভাবান্তর। কল্য দেখিলাম, দুজনেই তাহারা কাঁদিতেছে। আমি গিয়া কোলে করিয়া লইলাম, কেন কাঁদে, জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা উত্তর করিল না, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপ্রবাহে আমার মুখ ভাসাইয়া দিল।"

কাতর হইয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিয়াছ?"

মার্শেল।—এক একবার মনে হয়, জননীর জন্যই তাহারা ভাবে; আমাকে পাইয়া বোধ হয়, সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে নাই। কল্য বিলাসী আমাকে বলিয়াছিল, "আহা! এই সময় যদি মা থাকিতেন, তাহা হইলে আমরা কতই সুখী হইতাম।"

বৃদ্ধ।—হইতে পারে, কিন্তু আমার বোধ হয়, তাহাদের দুঃখের আরও কোন কোন বিশেষ কারণ আছে।

মার্শেল।—থাকাই সম্ভব। আমি সর্ব্বদা নিকটে না থাকিলে সে গুপ্তভাব বুঝিয়া লওয়া সহজ নয়,—নিতান্ত অসাধ্য।

বৃদ্ধ।—সর্ব্বদা তুমি নিকটে থাকিবে না কেন? নিকটে থাকিও—

মার্শেল।—আগে আমার কথা শুনুন, তখন বুঝিবেন। পারিসে আমি থাকিতে পারিতেছি না, কর্ত্তব্যানুরোধে শীঘ্রই আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। কেন আমি এত শীঘ্র আপ-

নাকে পরিত্যাগ করিয়া, মেয়ে দুটীকে ছাড়িয়া আর একটী সন্তানকে একাকী রাখিয়া দূরদেশে চলিয়া যাইব, এখনই তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন।

বৃদ্ধ।—আর কোন্ সন্তান?

মার্শেল।—আমার ভারতীয়বন্ধুর পুত্র, ভারতবর্ষের রাজকুমার।

বৃদ্ধ।—রাজকুমার জালমা?—তাঁহার ? তাঁহার জন্ম ভয় কি?

মার্শেল।—ভয়ের কারণ হইয়াছে। কুমারী অদ্রিয়াণীর প্রতি হঠাৎ তাঁহার এতদূর অনুরাগ হইয়াছে যে, অদ্রিয়াণী-বিরহে কুমার যেন জ্ঞানহারা পাগল।

বৃদ্ধ।—এই তোমার ভয়?—সে কি? কুমারের বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষমাত্র, এ বয়সে প্রণয়ের অনুরাগে অনেকেই উন্মত্তপ্রায় হয়।

মার্শেল।—হয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনি শুনেন নাই। কল্য তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলাম; দেখিলাম, তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, ক্রোধে আকার বিকুঞ্চিত, একখানা ছোরা হস্তে লইয়া একখানি লোহিতবর্ণ আসনের রক্তবস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছেন;—হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া বলিতেছেন, "রক্ত! আমি রক্তপাত করিব!" বিস্মিত হইয়া আমি কহিলাম, "এই অজ্ঞান ক্রোধ কাহার উপর?"—কুমার উত্তর করিলেন, "সেই লোকটাকে আমি সংহার করিতেছি!"

বৃদ্ধ।—তবে ত বড় ভয়ানক কথা বটে! কোমল সাধু অন্তরে এমন ক্রোধের আবির্ভাব! ব্যাপারটা কি?—কোন্ লোকটার কথা?

মার্শেল।—দুষ্ট রডিন তাঁহাকে বলিয়াছে, "কুমারী অদ্রিয়াণী আর একজনকে ভালবাসেন।" সেই মিথ্যাকথায় বিশ্বাস করিয়া রাজকুমার সেই মিথ্যা লোকটাকে কাটিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এক একবার অদ্রিয়াণীর উপরেও তাঁহার রাগ হয়। গতিক দেখিয়া আমি তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র সরাইয়া ফেলিয়াছি। কেন না, যবদ্বীপ হইতে যে লোকটা তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে, সে আমাকে বলিয়াছে, "রাজকুমার এক একবার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।"

বৃদ্ধ।—(কম্পিত হইয়া) তবে ত যথার্থই ভয়ঙ্কর! এ অবস্থায় সর্ব্বক্ষণ তোমার নিকটে থাকা আবশ্যক।

মার্শেল।—(ম্লানবদনে) থাকা আবশ্যক, কিন্তু পারি কৈ?—একটী প্রধান ধর্ম্মব্রতের অনুরোধে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া, মেয়ে দুটীকে পরিত্যাগ করিয়া, উন্মত্তপ্রায় রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে দূরদেশে যাইতে হইতেছে।

বৃদ্ধ।—(সচকিতে) ধর্ম্মব্রত?—কি ধর্ম্মের ব্রত?

মার্শেল।—(ভক্তিভাবে) তিনি—যিনি আমাকে সংসারে উন্নত করিয়াছেন, যিনি আমাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, যিনি আমাকে মহা গৌরবে "ডিউক" উপাধি দিয়াছেন, যিনি আমাকে বীরমর্য্যাদায় ফ্রান্সরাজ্যের মার্শেল করিয়াছেন, জীবনের সমস্ত সন্ত্রমের জন্য সমস্ত বিষয়ে যাঁহার কাছে আমি ঋণী, চিরকৃতজ্ঞ থাকিবার জন্য যাঁহার কাছে আমি ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—শপথবদ্ধ, তাঁহার নামেই আমার ধর্ম্মব্রত।

বৃদ্ধ।—(গম্ভীরবদনে) নেপোলিয়ান?

মার্শেল।—(ভক্তিভাবে) সেই নামে আমার নমস্কার। তাঁহার পুত্র মহা বিপদাপন্ন। যাঁহাকে পিতৃমুকুট প্রদান করিবার জন্য ফ্রান্সের রাজভক্ত অধিবাসীবর্গ মহা ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিল, অকৃতজ্ঞ পিশাচেরা যাঁহার বিরুদ্ধে

অবস্থান হইয়াছিল, যাঁহার জন্ম বিদ্রোহী হইয়া আমি বৈরীদলনে তরবারি ধারণ করিয়াছিলাম, সেই পুত্র এখন বিদেশে মহা বিপদে নিপতিত। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, বিদেশে তিনি মহা বিপদাপন্ন;—তাঁহার দুর্লভ জীবন সঙ্কটাপন্ন।

বৃদ্ধ।—(সবিস্ময়ে) দ্বিতীয় নেপোলিয়ান? রোমের রাজা?

মার্শেল।—(সকাতরে) নেপোলিয়ান?—না, তিনি আর এখন নেপোলিয়ান নহেন। রাজা?—না, তিনি আর এখন রাজাও নহেন। অষ্ট্রীয়াবাসীরা এখন তাঁহার আর একপ্রকার নূতন নাম দিয়াছে;—নেপোলিয়ান নামে তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে ভয় আছে; ফ্রান্সের ভক্তিভাজন রাজকুমারকে তাহারা এখন অশেষবিধ যন্ত্রণা দিয়া প্রাণে মারিবার চেষ্টা পাইতেছে; আমি তাঁহাকে উদ্ধার করিতে যাইব।

বৃদ্ধ।—উদ্ধার করিয়া কি করিবে?—এখানে আনিবে!—এখানে আনিয়া তাঁহাকে ফ্রান্সের রাজা করিবে?

মার্শেল।—কি করিব, ঈশ্বর তাহা আমাকে বলিয়া দিবেন। আপনার স্মরণ হয়, কতবার আমি আপনাকে বলিয়াছি, শিশু-রাজকুমার যখন শিশু-দোলায় বিনিদ্রিত, সেই সময় সম্রাট্ একদিন আমার হস্তধারণ করিয়া সেইখানে লইয়া গিয়া বলেন, "স্নেহ-বিশ্বাসে আমার প্রতি তুমি যেরূপ বন্ধুত্ব দেখাইয়াছ, এই পুত্রের প্রতিও সেইরূপ দেখাইও। যে কেহ আমাদিগকে ভালবাসে, সে অবশ্যই আমাদের বালককে ভালবাসিবে।"

বৃদ্ধ।—হাঁ, সে কথা আমার মনে আছে। কিন্তু অষ্ট্রীয়নীড়ন হইতে রাজপুত্রকে মুক্ত করিয়া যদি তুমি ফ্রান্সের রাজা করিবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র বুঝাইবে—বিদ্রোহ ঘটিবে।

মার্শেল।—তাহা ঘটিবে না। আপনি কি মনে করেন, ফ্রান্স এখন ঘুমাইয়া রহিয়াছে?—আমাদের প্রিয়ভূমি ফ্রান্স কি রাজভক্তি ভুলিয়া গিয়াছে? পিতা! রাজভক্ত ফ্রান্স কি সম্রাট্ নেপোলিয়ানের মহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে?—কখনই না,—কখনই না! হায় হায়! কাল ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সম্রাট্ যখন হেলেনা-দ্বীপে নির্ব্বাসনে যান, আমি তখন সঙ্গে যাইবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। নিষ্ঠুর ইংরাজ আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই; জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আমি সপ্তদশ বর্ষ নির্ব্বাসিত ছিলাম। এখন অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অষ্ট্রীয়া হইতে সম্রাট্-কুমারকে উদ্ধার করিয়া আমি স্বদেশে আনয়ন করিব, এ বিষয়ে আমার আর কেহ পরামর্শদাতা নাই;—আপনি আমার পরমগুরু, করযোড়ে আপনার কাছে পরামর্শ চাহিতেছি, এক্ষেত্রে এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য?

বৃদ্ধ সাইমন উত্তর করিবার অগ্রে হঠাৎ একটী লোক দরজা ঠেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাতরকণ্ঠে বৃদ্ধকে বলিল, "মহুর সাইমন! মহুর সাইমন! বিভ্রাট্ উপস্থিত! নেকড়ে-বাঘেরা দলবদ্ধ হইয়া আমাদের কুঠী লুঠ করিতে আসিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে দলে দলে সহরের গুণ্ডারা আসিয়া জুটিয়াছে। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, মার্—মার্—কুঠীর মার্—কুঠীর মার্!"

যথার্থই সেই কলরব নিকটবর্ত্তী হইল। আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মার্শেল সাইমন কহিলেন, "একটু পূর্ব্বে আমিও এই কলরব শ্রবণ করিয়াছি।"

যে লোকটী আসিয়া সংবাদ দিল, সেই লোকটী সেই অলিভিয়ার। নিকটে চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অলিভিয়ার কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "গুণ্ডারা দুইশত অপেক্ষাও অধিক। আমাদের কারিকর লোকেরা অনেকেই আজ রাজধানীতে গিয়াছে, উর্দ্ধসংখ্যা চল্লিশজন আমরা এখানে আছি; অত লোকের সম্মুখে আমরা কি করিব! নেকড়েবাঘেরা বড় বড় লাঠি লইয়া বড় বড় পাথর লইয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। আমাদের স্ত্রীলোকেরা ছোট ছোট পুত্র-কন্যা লইয়া ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আপনাদের ঘরের ভিতর পলায়ন করিতেছে।"

শত শত লোকের বিকট চীৎকারে গৃহের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহারা তিন জনে সসব্যস্তে উদ্যানে বাহির হইয়া পড়িলেন। মার্শেল কহিলেন, "কুঠীতে লোকসংখ্যা যখন এত কম, তখন তোমরা চতুর্দ্দিকের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া—"

কথা সমাপ্ত হইল না। ব্যাঘ্রদলের ভীষণ-চীৎকারে সমস্ত গৃহের দ্বার জানালা ঝনঝন্ শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহারা যে উদ্যানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সেই উদ্যানের একদিকে একটা সুদীর্ঘ প্রাচীর;—প্রাচীরের পরপারে প্রশস্ত ক্ষেত্র।

চারিদিকে পাথর পড়িতে লাগিল। দাঙ্গা-বাজেরা বড় বড় পাথর ছুঁড়িয়া ঘরের সার্সী, খড়খড়ি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল, বাগানের ভিতরেও কতকগুলা পাথর আসিয়া পড়িল। ভাগ্য যখন বিরূপ হয়, মানুষের অজ্ঞাতে তখন অভাবনীয় বিপদ আসিয়া পড়ে। প্রাচীরের উপর দিয়া বৃহৎ একখানা পাথর আসিয়া মার্শেল সাইমনের বৃদ্ধ পিতার মস্তকে পতিত হইল, রুধিরাক্ত কলেবরে তিনি মার্শেলের ক্রোড়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। দ্বিগুণ উচ্চস্বরে বাহিরে চীৎকার উঠিল, "মার্, মার্, মার্—কুম্ভীর মার্—কুম্ভীর মার্!"

সেইস্থান প্রাচীরের সংলগ্ন কারিকর নিবা-সের একটা নূতন মহল। প্রমত্ত বাঘেরা সেই দিকেই বেশী জনতা করিয়াছে; পথে আসিবার সময় দুইখানা মদের দোকানে তাহারা আশ মিটাইয়া মদ খাইয়াছে; সেই মদের ঘোরে ভয়ঙ্কর বদমাস্ দল আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথমবারের প্রস্তরবৃষ্টি শেষ হইলে লাঠি-গুলা দাঁতে কামড়াইয়া গুণ্ডারা আবার হেঁট হইয়া পাথর কুড়াইতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ প্রাচীরের গায়ে লাঠি রাখিয়া হাতে মুখে পাথর তুলিতে লাগিল। দলে কেবল পুরুষ-মাত্র নহে; বিকটাকার, ছিন্নবসনা, রুক্ষকেশা রাক্ষসী তুল্য স্ত্রীলোকেরাও পাথর হাতে করিয়া বিকট চীৎকার করিতেছে। একটা রাক্ষসী ভয়ানক দীর্ঘাকৃতি, স্থূলাঙ্গী, রক্তনয়না, ভয়ঙ্করী, মুখে একটাও দাঁত নাই, মাথায় একখানা রুমাল বাঁধা, একহাতে লাঠি, এক হাতে বৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর। সঙ্গীলোকেরা তাহাকে গৌরব করিয়া শিবোলী বলিয়া ডাকে;—পাঠক-মহাশয়ও স্মরণ রাখুন তাহার নাম শিবোলী।

ভয়ঙ্করী শিবোলী গম্ভীর কর্কশস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "কুঠীর মেয়েমানুষগুলাকে আমি কামড়াইব!—আমি তাহাদের রক্তপান করিব।"

বাহবা দিয়া ব্যাঘ্রদল বলিয়া উঠিল, "বাহবা শিবোলী! বাহবা! সাবাস্ শিবোলী! সাবাস্! শিবোলী তুই অমর হ!"—বাহবা পাইয়া শিবোলী রাক্ষসী আরও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিল।

একটা বেঁটেলোক উচ্চৈঃস্বরে কুঠীর লোকদিগকে গালাগালি পাড়িতেছে। তাহার মুখখানা ঠিক বেজীর মুখের মত, সেই মুখে আগাগোড়া গালপাট্টা দাড়ী। তাহার হাতে লাঠিও নাই, পাথরও নাই। একটা চাকা-মুখো লোক তাহার সম্মুখে গিয়া সানাইস্বরে বলিল, "এই হাতভাগা কুঠীর কারিকরেরা দেশে কলেরা আনিতেছে, তুমি উহাদিগকে প্রহার দিবে না? উহারা পাপিষ্ঠ কুকুর, উহাদিগকে তুমি নিপাত করিবে না?"

বিকটহাসি হাসিয়া বেজীমুখো বলিল, "দেখনা—দেখনা, আমি উহাদিগকে গুলী করিব।"

এই বলিয়া সেই বেজীমুখো লোকটা হেঁট হইয়া একখানা বড় পাথরে টান দিল, সেই সময় তাহার কক্ষদেশ হইতে ছোট একটা ব্যাগ মাটীতে পড়িয়া গেল।—ব্যাগটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া বগলে রাখিয়া লোকটা বলিল, "চুপ চুপ! এইবার আমাদের পাথরবীর বক্তৃতা করিবেন।"

বড় বড় মন্দিরের চূড়া যেমন ছোট ছোট প্রাচীর অপেক্ষা অনেক উচ্চ, প্রকাণ্ড পাথরবীরের মাথাটাও সেইরূপ দলস্থ সমস্ত লোকের মস্তক অপেক্ষা অনেক উচ্চ, সেই মস্তকে একখানা ছেঁড়া রুমাল বাঁধা।

পাথরবীর গর্জ্জন করিয়া বলিল, "বাঘেরা গর্জ্জন করিয়াছে, এখন শুনা যাক্, কুমীরেরা কি বলে; দেখা যাক্, কখন তাহারা যুদ্ধ আরম্ভ করে।"

চোরের মোক্তারের ন্যায় চীৎকার করিয়া বেজীমুখো লোকটা বলিল, "কুমারীগুলাকে আমরা কুঠীর ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিব, ফাঁকা জমীতে লড়াই করিব, তাহা না হইলে অনধিকার প্রবেশ হইবে।"

শিবোলী চীৎকার করিয়া বলিল, "কিসের অনধিকার?—ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক কুঠীর পোকা মাকড়গুলাকে আমি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইব।"

উৎসাহ পাইয়া বেজীমুখো আবার চেঁচাইয়া বলিল, "কুঠীর মাগীগুলা বলে, প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরা সকলেই বেজায় মাতাল।"

শিবোলী বলিল, "নূতন বাড়ীতে বসিয়া তাহারা সব মজার মজার গান গায়,—সোজা মুখে গায়,—আমরা তাহাদের অপর মুখে গাওয়াইব,—রক্ষা কর,—দয়া কর।"

মধ্যস্থ হইয়া পাথরবীর কহিল, "এখন তোমরা একটু থামিয়া থাক, এক পশলা পাথরবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, একটু পরে আর এক পশলা হইবে, তখনও যদি বাহির না হয়, দরজা ভাঙ্গিয়া কুমীরগুলাকে আমরা গর্ত্ত হইতে টানিয়া বাহির করিব।"

বেজীমুখো বলিল, "সেই পরামর্শই ভাল, টানিয়া বাহির করাই ভাল। তাহা হইলে আর কুঠীর ভিতর একটাও থাকিবে না, আমরা বিলক্ষণ মজা পাইব।"

বজ্রগর্জ্জনে পাথরবীর কহিল, "বাহির যদি না হয়, বাহির করিতে যদি না পারি, তাতেই বা ক্ষতি কি? বীরপুরুষেরা যেখানে সেখানে যুদ্ধ করিতে পারে। ঢালু ছাদের উপর আমরা যুদ্ধ করিতে পারি, প্রাচীরের মাথার উপর দাঁড়াইয়া আমরা লড়াই করিতে পারি। কিসে আমরা পিছু পা?—কিসে আমরা ডরাই?"

জনকতক লোক এক সুরে বলিল, "দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব, রাজ-অট্টালিকা দেখিব, বেটাদের ভজনালয় নাই, পাদ্রী বলিয়াছে তাহারা নরকে যাইবে। কেন তাহারা অট্টালিকায় বাস করিবে?—কেন আমরা কুকুরের

গর্ত্তে থাকিব? ঘরে ঘরে গান করে, ঘরে ঘরে নাচে, এইবার পাথরের ঝুড়ী মাথায় দিয়া বেশ করিয়া নাচাইব।"

গর্জ্জন করিয়া পাথরবীর বলিল, "ছোড়ো পাথর!—ছোড়ো পাথর! এবার যদি বাহির না হয়, ভাঙ্গো দরজা!"

আবার পাথরবৃষ্টি আরম্ভ হইল। পাথর ছুড়িয়া গুণ্ডারা সেই নূতন বাড়ীর সমস্ত জানালা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোকেরা ছেলে কোলে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এ ঘর ও ঘর ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

শিরোমণি চীৎকার করিয়া বলিল, "পিপীলিকা বাহির হইতেছে, মারো পাথর! মাগীরা অহঙ্কার করিয়া বলে, ঘরের ভিতর আসিতে কাহারও সাহস নাই! মার পাথর!"

গুণ্ডারা ভগ্ন গবাক্ষপথে পাথর ছুড়িতে [illegible] করিল। একটী স্ত্রীলোকের কপালে [illegible] বাজিল, স্ত্রীলোকটী ঘুরিয়া পড়িল। [illegible] জয়ধ্বনি করিয়া বলিল, "বহুৎ—বহুৎ আচ্ছা! শিরোমণি! চিরঞ্জীবী [illegible]" পাথরবীর বজ্রস্বরে বলিল, "আগুন [illegible] দাও!—ধূঁয়া দিয়া সকলের [illegible] হইতে বাহির কর!"

[illegible]দের পাশে প্রকাণ্ড সদরদরজার সম্মুখে গিয়া কপাটের গায়ে জোরে জোরে হাতুড়ী দিতে লাগিল। কপাট ভাঙ্গিল না। হঠাৎ কে ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিল। সম্মুখে দ্বারপথে জনকতক কারিকর, তাহাদের হস্তে বড় বড় শীক্‌, সাঁড়াসী, বড় বড় লাঠী। এগ্রিকোলার হস্তে প্রকাণ্ড একটা লোহার হাতুড়ী।

পাথরবীরকে সম্মুখে দেখিয়া গম্ভীরস্বরে এগ্রিকোলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

বজ্রস্বরে পাথরবীর উত্তর দিল, "যুদ্ধং দেহি!"—দলের লোকেরাও প্রতিধ্বনি করিল, "যুদ্ধং দেহি—যুদ্ধং দেহি!"

মুদ্গর-হস্তে এগ্রিকোলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাহিরের লোকের গতিরোধ করিতেছেন। পাথরবীর তাঁহাকে বলিল, "এই সব নেকড়ে-বাঘ আসিয়াছে, লড়াই চায়।"

এগ্রি।—কাহার সঙ্গে?

পাথর।—কুম্ভীরের সঙ্গে।

এগ্রি।—এখানে কোন কুম্ভীর নাই, আমরা জনকতক শান্ত কারিকরমাত্র। তোমরা বিদায় হও।

পাথর।—নেকড়েবাঘেরা বিদায় হয় না! ইহারা তোমাদের শান্ত কারিকরগুলিকে ভক্ষণ করিবে।

এগ্রি।—নেকড়েরা এখানে কাহাকেও ভক্ষণ করিতে পারিবে না, তাহারা কেবল ছোট ছোট ছেলেদের ভয় দেখাইতে পারে।

"ওঃ! তাই নাকি ভাবিয়া রাখিয়াছ?" মুখ বাঁকাইয়া, নাক তুলিয়া পাথরবীর ইহা বলিয়াই প্রকাণ্ড একখানা পাথর এগ্রিকোলার মুখের কাছে নাড়াইল!—নৃত্য করিয়া কহিল, "দেখ দেখি, এটাও কি হাসির কথা?"

"এটা?"—বিকট হাস্যভঙ্গীতে এই কথা বলিয়া এগ্রিকোলা লোহার মুদ্গর ঘুরাইয়া, তাহা ছুঁড়িয়া পাথরবীরের হাতের পাথরখানা দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

পাথর।—লোহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লোহা চাই। তুমি লোহার মুগুর আনিয়াছ, আমিও লোহার মুগুর ধরিব।

এগ্রি।—তাহাই ধর। তোমরা আমাদের গবাক্ষ ভাঙ্গিয়াছ, স্ত্রীলোকগুলিকে ভয় দেখাইয়াছ, দুই জনকে জখম করিয়াছ, কুম্ভীর প্রাচীন কারিকরকে হয় ত খুন করিয়াছ, ইহাতেও কি পিপাসা মিটে নাই?

পাথর।—না,—নেকড়েবাঘের বেশী ক্ষুধা! তোরা বাহির হইয়া আয়! ময়দানে আমরা লড়াই করিব।

জনতার লোকেরাও প্রতিধ্বনি করিয়া, জয়ধ্বনি করিয়া, লাঠী নাচাইয়া, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিল, "আয়, আয়, আয়! ময়দানে লড়াই করিব।

এগ্রি।—আমরা লড়াই চাই না, গৃহ আমরা ত্যাগ করিব না। তোরা যদি এই চৌকাঠ পার হইয়া আসিস্, বাড়ীর ভিতর আমাদের আক্রমণ করিস্, হাতে হাতে প্রতিফল পাইবি!

সদর্পে এই কথা বলিয়া এগ্রিকোলা আপন মাথার টুপীটা চৌকাঠের উপরে ফেলিয়া দিয়া নির্ভয়ে দ্বারপথে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পাথর।—বাড়ীর ভিতরেই হউক্ অথবা অন্য স্থানেই হউক্ লড়াই আমরা করিবই করিব। বাঘেরা কুম্ভীরের মাংস ভক্ষণ করিবেই করিবে। আয়—আয়!

ভীষণ পাথরবীর এইরূপে আয়্ আয়্ বলিয়া এগ্রিকোলার মস্তক লক্ষ্য করিয়া লোহার মুগুর তুলিল। এগ্রিকোলা এক লম্ফে ঘুরিয়া গিয়া পাথরবীরের বক্ষঃস্থলে মুদ্গর-প্রহার করিলেন। পাথরবীর ঘুরিয়া পড়িল, তখনি আবার উঠিয়া এগ্রিকোলার প্রতি সক্রোধে ধাবিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাঘের দল, গুণ্ডার দল ঝাঁকে ঝাঁকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। মহলের যে দিকে স্ত্রীলোকেরা থাকে, শিরোলী সেই দিকে আগে আগে ছুটিল। দেখাদেখি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ গুণ্ডা ছুটিয়া ছুটিয়া চলিল। ঘরের জিনিসপত্র ভাঙ্গিবে, সম্মুখে যাহা পায়, তাহা চুরী করিবে, ইহাই তাহাদের মৎলব।

ত্রাস—ত্রাস—ত্রাস! সকল ঘরের অবলারাই মহা ত্রাসে ক্রন্দন করিতে করিতে ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে দরজা বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল। একটী সুন্দরী যুবতী একখানি ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সাশ্রুনয়নে, করপুটে, কাতর-বচনে বলিতে লাগিল, "ওগো, তোমরা দয়া কর! আমরা বড় দুঃখিনী! আমার মাকে তোমরা মেরো না!"

হাঁ করিয়া যেন গ্রাস করিতে যাইয়া বিকট-স্বরে শিরোলী বলিল, "তোরে আগে নিকাশ করি, তার পর তোর মা!—নেকড়েবাঘের হাতে—বাঘিনীদের দাঁতে আজ আর কাহারও নিস্তার নাই।"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া যে যুবতী ঐরূপ দয়াভিক্ষা করিতেছিল, সেই যুবতী এঞ্জিলা। ভয়ঙ্করী শিরোলী যুগল হস্তের দীর্ঘ দীর্ঘ নখের দ্বারা এঞ্জিলার সুন্দর বদন আঁচড়াইয়া রক্তপাত করিবার উপক্রম করিল। তথাপি এঞ্জিলা সকাতরে বলিতে লাগিল, "ওগো, তোমরা দয়া কর। আমার মাকে তোমরা মেরো না!"

কেহই সে করুণা শুনিল না। পাছু হটিতে হটিতে এঞ্জিলা ক্রমে ক্রমে ঘরের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইল। শিরোলী তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। পশ্চাতে যাহারা ছিল, তাহারাও ভিড় করিয়া ভয়ঙ্করবেশে এক এব[illegible] হই করে গৃহমধ্যে প্রবেশিল। এঞ্জিলারে ধরিয়া শিরোলী লাঞ্ছনা করিতেছে, অবশি[illegible] বাঘিনীরা নাচিতে নাচিতে লাঠি ঘুরাইয়া ঘরে[illegible] আয়না, ঘড়ী, বাসন, লণ্ঠন সমস্তই ভাঙ্গিয়া চু[illegible] করিতেছে। পাশের ঘরে এঞ্জিলার জননী কন্যাটীকে বিপদাপন্না দেখিয়া সেই স্নে[illegible] বৎসলা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে একা[illegible] গবাক্ষে মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করি[illegible] লাগিলেন;—

"ওগো! তোমরা কে কোথায় আছ? পেত্নীরা আসিয়া আমার মেয়েটীকে খুন করিয়া ফেলিতেছে! শীঘ্র আইস—শীঘ্র আইস; রক্ষা কর—রক্ষা কর—রক্ষা কর!"

এগ্রিকোলা তখন সদর দরজার বাহিরে পাথরবীরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। এক [illegible] যায়গায় দশজন। এগ্রিকোলার পৃষ্ঠের [illegible] দশজন গুণ্ডা ঘন ঘন মুষ্ট্যাঘাত করি[illegible]; বীরপিতার বীরপুত্র বীর-বিক্রমে [illegible] ঘুরাইয়া—দুই বারে পদাঘাত করিয়া আক্রমণকারিগণকে দূরে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। পাথরবীর অকুতোভয়; প্রকাণ্ড লৌহ[illegible] হস্তে লইয়া লম্ফে লম্ফে এগ্রিকোলাকে [illegible] চেষ্টা করিতেছে; এগ্রিকোলাও যুদ্ধ-কৌশলে আপন মুদ্গরের দ্বারা বিপক্ষের [illegible]-লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন। মুদ্গরে [illegible] অনেকক্ষণ যুদ্ধ। ঘাত-প্রতিঘাতে [illegible] চূর্ণ হইয়া গেল। মল্লযুদ্ধ আরম্ভ [illegible] বড় বড় সাপেরা যেমন জড়াজড়ি করে, [illegible] যেমন ঢুসাঢুসি করে, বলবান্ বৃষেরা [illegible] গুঁতাগুঁতি করে, পর্ব্বতের উপর মত্ত [illegible] যেমন শুণ্ডে শুণ্ডে যুদ্ধ করে, সেই [illegible] উভয়ে অনেকক্ষণ মল্লযুদ্ধ।

এগ্রিকোলাকে পদাঘাত করিবার মৎলবে পাথরবীর সক্রোধে প্রকাণ্ড বামপদ উত্তোলন করিল, এক চক্র ঘুরিয়া এগ্রিকোলা কৌশলে [illegible] সেই পা-খানা জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া আপন কক্ষদেশে আট্‌কাইলেন, রাক্ষসের বাম হস্তখানাও এক হস্তে চাপিয়া ধরিলেন। পাথরবীর [illegible]; এক পায়ে ভর দিয়া সোজা হইয়া সমান দাঁড়াইয়া এক হস্তে এগ্রিকোলার মুখে ঘুসী মারিতে আরম্ভ করিল; চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "নিস্তার নাই—নিস্তার নাই! কুম্ভীরের [illegible] বার ভাঙ্গিবার জন্য আজ আমার বজ্রমুষ্টি লৌহময়; আজ তোর নিস্তার নাই! তোর সব দাঁতগুলা ভাঙ্গিয়া দিব, আর তোকে এ জন্মে কিছুই চর্ব্বণ করিতে হইবে না।"

দন্ত করিয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "আমি তোর পা খানা ভাঙ্গিয়া দিব, আর তোকে এ [illegible] খাবা পাতিয়া চলিতে হইবে না।"

বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্য। কেবল শত্রুর পা-খানা আরও জোরে আকর্ষণ করিয়া এগ্রিকোলা ঘন ঘন মোচড় দিতে লাগিলেন, দারুণ যন্ত্রণায় পাথরবীর বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল; অন্য উপায় না দেখিয়া সে তখন হাঁ করিয়া, মুখ বাড়াইয়া এগ্রিকোলার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিল। দংশনে ব্যথিত করিয়া এগ্রিকোলা অগত্যা তাহার পা-খানা ছাড়িয়া দিলেন। পাথরবীর তখন মহা আক্রোশে সর্ব্বশরীরের ভর দিয়া এগ্রিকোলার বুকে চাপিয়া পড়িল। এগ্রিকোলা ভূতলে পড়িয়া গেলেন, পাথরবীর তাঁহার বুকের উপর উঠিয়া বসিল, বামহস্তে গলা টিপিয়া ধরিল।

ওদিকে গবাক্ষপথে এগ্রিকোলার জননী বার-বার করুণস্বরে ডাকিতেছেন, রক্ষা কর, রক্ষা কর! ইহারা আমার মেয়েটীকে খুন করিয়া ফেলিল।"

স্বর এগ্রিকোলার কর্ণে প্রবেশ করিল। নিজের যাতনা তখন তিনি ভুলিলেন। এগ্রিকোলার প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণ অত্যন্ত আকুল হইল। মিনতি করিয়াও বিপক্ষকে তিনি বলিলেন, দয়া করিয়া আজি আমাকে ছাড়িয়া দাও, কল্য আসিয়া পুনরায় আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব।"

বিকট হাস্য করিয়া পাথরবীর কহিল, "আজ আমার বড় ক্ষুধা! আজ আমি তোরে খাবই খাব! কল্য আসিয়া যুদ্ধ করিব কি? আমি নেকড়ে বাঘ, বাসি মাংস খাই না ঠাণ্ডা

মাংস খাই না, টাট্‌কা খাব—টাট্‌কা খাব! গরম গরম সদ্য খাব!"

আরও জোর করিয়া সেই রাক্ষসটা এগ্রিকোলার বুকে হাঁটু দিল, আরও জোরে করিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। এগ্রিকোলা হাঁপাইতে লাগিলেন, কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন, "দয়া কর দয়া কর! শীঘ্রই আমি ফিরিব।"

পাথরবীরের হৃদয় পাথর, সে হৃদয়ে দয়া নাই। দয়া-প্রার্থনায় বধির হইয়া সে আরও জোরে জোরে দমক্ দিতে লাগিল।

এই সময় বিধাতা সুপ্রসন্ন। হঠাৎ পাথরবীরের উরুদেশে বলবন্ত কুকুরের তীক্ষ্ণদন্ত বিদ্ধ হইল, তাহার প্রকাণ্ড মস্তকে পশ্চাৎ হইতে ঘন ঘন লগুড়াঘাত হইতে লাগিল। দংশনে প্রহারে অবসন্ন হইয়া এগ্রিকোলার বুকের উপর হইতে পাথরবীরটা ভূমিতলে গড়াইয়া পড়িল,—মাথায় পাছে আরও লাঠি পড়ে, সেই ভয়ে মাথার কাছে বাম হস্ত তুলিয়া নিবারণের চেষ্টা পাইতে লাগিল।

আর লাঠি পড়িল না। এগ্রিকোলা গা ঝাড়া দিয়া উঠিলেন, লাঠিও থামিল, কুকুরও সরিয়া গেল।

কুকুর কোথাকার?—লাঠিই বা কাহার? পূর্ব্বে প্রকাশ আছে মার্শেল সাইমন যখন একাকী কুঠিবাড়ীতে আইসেন, তখন পিতাকে বলিয়াছিলেন, দাগোবার্ট গাড়ী করিয়া মেয়ে-দুটীকে লইয়া আসিতেছেন। দাগোবার্ট আসিয়াছেন, পাথরবীরের মাথায় দাগোবার্টের লাঠী রাক্ষসের উরুদংশক দাগোবার্টের কুকুর।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া এগ্রিকোলা কহিলেন, "পিতা! আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিলেন। এখন দেখি দেখি, আমি এঞ্জিলার প্রাণরক্ষা করিতে পারি কি না!"

দাগোবার্ট কহিলেন, "শীঘ্র যাও! শীঘ্র যাও! অবলাকে বাঁচাও! অনেকগুলি রমণী বিপদের মুখে পতিত!"

এগ্রিকোলা দৌড়িলেন;—লম্ফে লম্ফে নারীমহলের উপরে গিয়া উঠিলেন। পাথরবীরটা রণভূমিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল।

শিবোলীর সঙ্গে আরও অনেক নরনারী গুণ্ডা নারীমহলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই সিঁড়ির পথ আটকাইয়া মহাজনতা করিতেছিল। দুই হাতে তাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া এগ্রিকোলা ভীষণ-মূর্ত্তিতে এঞ্জিলার প্রবেশ করিলেন। এঞ্জিলা তখন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া প্রাণের ভয়ে রোদন করিতেছিল, বাঘিনী শিবোলী দুই হস্ত বিস্তার করিয়া আসিয়া এঞ্জিলাকে আঁচড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। এগ্রিকোলা তাহার পক্ককেশ আকর্ষণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্দিকে টানিয়া আনিলেন, এক হেঁচ্‌কা টানে সটান তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। ক্রোধে রক্তমুখী হইয়া শিবোলী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। এগ্রিকোলার সঙ্গে আরও অনেক কারিকর আসিয়াছিল, এগ্রিকোলা যখন হতচেতনা এঞ্জিলাকে তুলিয়া বসাইয়া সংজ্ঞা-সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সঙ্গী কারিকরেরা তখন মল্লরঙ্গে মুষ্টি যষ্টি চালাইয়া শিবোলীর দলকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল।

পাথরবীরের সঙ্গে এগ্রিকোলার যখন যুদ্ধ হয়, বাঘের দলের অনেকেই তখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। কেননা, রডিনের প্ররোচনায় কতকগুলি ভালমানুষ কারিকর বিভ্রান্ত হইয়া বাঘের দলে মিশিয়াছিল, এখন তাহাদের চৈতন্য হইল; মনে মনে পরিতাপ আসিল। বাঘের দল পরিত্যাগ করিয়া এখন তাহারা কুম্ভীরের দলে যোগ দিল।

একটা বাঘ ইতিপূর্ব্বে অলিভিয়ারের সঙ্গে লড়াই করিতে লাগিয়াছিল, একটু শান্ত হইয়া সে বলিল, "আর আমি যুদ্ধ করিব না। এখন আর এখানে বাঘও নাই, কুমীরও নাই। বাঘেরা কেবল লুটপাট করিতে আসিয়াছিল, না বুঝিয়া অনিচ্ছায় আমরা তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলাম। এই পাথরবীরটাই সকল অনর্থের মূল, আর আমরা উহার কথা শুনিব না। টাকার লোভ দেখাইয়াছিল, আমরা উহার কাছে টাকা আদায় করিব।"

শান্ত শান্ত বাঘেরা স্বচ্ছন্দে কুম্ভীরের দলে মিশিল। দুষ্ট দুষ্ট গুণ্ডারা আরও দৌরাত্ম্য করিবার চেষ্টায় ছিল, কারিকর লোকেরা তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

সেই বেঙ্গীমুখো লোকটা ব্যারন ক্রিপের একজন গুপ্তচর। তাহার উৎসাহে একদল ... হাডিসাহেবের কারখানাঘরের দিকে ... চলিল কারখানায় প্রবেশ করিল, সেখানে ... জিনিসপত্র ছিল, তাহারা দেখিয়া ... তৎসমস্তই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতে লাগিল। ... ভাঙ্গিল, যন্ত্র ভাঙ্গিল, ভাল ভাল আসবাব ... যে সকল লৌহ সরঞ্জাম আর প্রস্তুত ... ছিল, তাহাও লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া দিল; ...ই আর অবশিষ্ট রাখিল না। হাডি সাহেবের খাতাপত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া, ...তলে দলিয়া গবাক্ষপথে বাতাসে উড়াইয়া ...। এই সকল কার্য্য করিয়া তাহারা ঘোর... হাসিয়া হাসিয়া বানরের মত নাচিয়া নাচিয়া কুৎসিত কুৎসিত খেউড়-গীত গাইতে আরম্ভ করিল। ন্যাক্‌ড়াপরা স্ত্রী-পুরুষ গুণ্ডারা হাতাধরি করিয়া, মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল।

এদিকে এই কাণ্ড হইতেছে, ওদিকে অন্য একটী গৃহে মার্শেল সাইমনের বৃদ্ধপিতা মরণাপন্ন! একটী তক্তার উপর তিনি শুইয়া আছেন, সর্ব্বাঙ্গ রুধিরপ্লাবিত, মস্তকের শুভ্র-কেশের উপর কপাল পর্য্যন্ত পটীবাঁধা, বদন শুষ্ক, নিশ্বাস নিরুদ্ধ, নেত্র পলকশূন্য। বৃদ্ধ অচেতন। দ্বারদেশে জনকতক বিপন্ন কর্ম্মচারী মৌনভাবে দণ্ডায়মান। শয্যাপার্শ্বে মার্শেল সাইমন বিষণ্ণবদনে দাঁড়াইয়া পিতার শুষ্কমুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। একজন ডাক্তার নিকটে বসিয়া রক্তাক্ত বৃদ্ধের স্পন্দ নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন।

মার্শেলের কন্যা রোজা ... শয্যাতলে জানু পাতিয়া করপুটে ... চক্ষের জলে ভাসিতেছে। গৃহের এক পার্শ্বে বক্ষে হস্ত বদ্ধ করিয়া বিষণ্ণবদনে ... দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দিবা অবসান প্রায়, সন্ধ্যা হইবার অতি অল্পমাত্র বিলম্ব।

গৃহমধ্যে কাহারও মুখে কথা নাই, গভীর নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে কোন রোগী-বিলাসীর দীর্ঘনিশ্বাসে আর থাকিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ সাইমনের যাতনাসূচক কণ্ঠস্বর।

মার্শেল সাইমনের চক্ষে জল নাই। এক একবার তিনি শুষ্ক উদাসমনে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিতেছেন, পিতার অবস্থা কিরূপ, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে ডাক্তারকে কেবল তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

চিকিৎসাবিদ্যায় অতি ... মার্শেলের পিতার আসন্নকালের চিকিৎসক সেই ডাক্তার বেলিবিয়ার। এতক্ষণ তিনি অধোবদনে চুপ করিয়াছিলেন, হঠাৎ এক ... মুখ তুলিয়া মস্তকসঞ্চালন করিলেন। মার্শেলের চক্ষু অবিচ্ছেদে তাঁহার মুখের দিকে ... ছিল, ভাব দেখিয়াই সাগ্রহে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঁচিবার আশা আছে কি?"

ডাক্তার।—বোধ করি আছে। নাড়ী

ডুবিয়াছিল, এখন পুনরায় যেন একটু একটু সঞ্চার হইতেছে।

মার্শেল।—আঃ! তবে বাঁচিবেন। (পিতৃ সম্বোধনে) পিতা! পিতা! আপনি কি আমার কথা শুনিতেছেন?

বৃদ্ধ একবার ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন। একখানি হস্ত ঈষৎ সঞ্চালিত হইল। চৈতন্য আসিতেছে, এমন লক্ষণও কিছু কিছু উপলব্ধি হইল। আনন্দে অধীর হইয়া মার্শেল কহিলেন, "পিতা! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন?"

বৃদ্ধ।—(ক্ষীণস্বরে) কে?—পিয়ারী! পিয়ারী!—তুমি এখানে আছ? তোমার হাতখানি আমাকে দাও।

মার্শেল।—ধন্য পরমেশ্বর! পিতা বাঁচিয়া আছেন, আর ভয় নাই, প্রাণরক্ষা হইয়াছে।

পিতার হস্তে হস্ত প্রদান করিয়া মার্শেল সাইমন আনন্দে সেই হস্ত পুনঃপুন চুম্বন করিলেন। এই সময় আবার গুড়ুমের ভীষণ চীৎকার কর্ণগোচর হইল। উত্তেজিত ক্ষীণস্বরে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "আবার সেই গোল!—আবার সেই গোল! এখনও কি তাহারা যুদ্ধ করিতেছে?"

মার্শেল।—যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। গোলমাল ক্রমশই থামিতেছে। আপনার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, এখন আর আপনি অন্যদিকে কান দিবেন না, অন্যদিকে মন রাখিবেন না, বেশী কথা কহিবেন না।

বৃদ্ধ।—(অতি ক্ষীণস্বরে) পিয়ারী! একটী গুরুতর বিষয়ে তুমি আমার পরামর্শ চাহিতেছিলে, কি তোমার কর্ত্তব্য, তাহা বলিবার জন্য আমার প্রাণ কাঁদিতেছে। তোমাকে সৎ উপদেশ না দিয়া যদি আমি মরি, সে মরণে আমি সুখী হইব না। শুন বৎস!—প্রিয়-বৎস! তুমি আমার মহৎ সন্তান, ধর্ম্মতঃ একটী মহৎ কর্ত্তব্যপালনে তুমি বাধ্য, আলস্য করিও না; দ্বিধা পরিত্যাগ করিয়া—

এইখানে কথার অত্যন্ত জড়তা হইল; কিছুই প্রায় বুঝা গেল না। মার্শেল কেবল এই কটী কথা বুঝিলেন,—"দ্বিতীয়—নেপোলিয়ান—ধর্ম্মশপথ—অমর্য্যাদা—আমার পুত্র!"

বৃদ্ধ নীরব হইলেন! কাতরনয়নে মার্শেল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। রাত্রি আসিল। রাত্রিকালে বহুলোকের ভয়ঙ্কর চীৎকারধ্বনি সমুত্থিত হইল, "আগুন!—আগুন!—আগুন!"

কারখানা-ঘরে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! যে ঘরে আশু জ্বলনশীল দ্রব্যজাত সঞ্চিত ছিল, বেজীমুখো লোকটা গুঁড়ি মারিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া আগুন ধরাইয়া দিয়াছে!

একটু দূরে সদর রাস্তায় রণভেরী বাজিয়া উঠিল। তদ্দ্বারা ঘোষণা হইল, সহর হইতে একদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অগ্নিনির্ব্বাণ করিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার চেষ্টা করিল, কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। কুটীর চতুর্দ্দিকে আগুন ছড়াইয়া পড়িল। আকাশে মেঘ ছিল না, উজ্জ্বল উজ্জ্বল নক্ষত্র শোভা পাইতেছিল। উভয় দিক্ হইতে শীতল বায়ু ভীমবেগে ভোঁ ভোঁ শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল।

এই সময় কুটীবাড়ীর উদ্যানের প্রাচীরের বাহিরের ক্ষেত্র পার হইয়া ধীরে ধীরে একটী লোক আসিতেছিল। লোকটী অপর আর কেহই নহে, মসুর হার্ডি স্বয়ং।

মর্ম্মান্তিক প্রতিকূল ঘটনায় মসুর হার্ডি একান্ত অবসন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার শরীরের সমস্ত রক্ত গরম হইয়াছিল, ঠাণ্ডা বাতাসে যদি কিছু শীতল হয়, এই ভাবিয়া তিনি পদব্রজে

কুঠীবাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। সম্মুখের ভূমির উচ্চতায়—প্রাচীরের উচ্চতায় দূর হইতে তিনি অগ্নিকাণ্ড দেখিতে পান নাই।

এই কুঠীবাড়ী তাঁহার কারিকর-লোকের বৈকুণ্ঠস্থান। হার্ডি সেই পরম রমণীয় দিব্য বিরস্থানের দেবতা।

মন্থর হার্ডি পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়াছেন। অগ্নিশিখা ইতিমধ্যে একটু নস্তব্ধ হইয়াছিল, এই সময় প্রবলতেজে জ্বলিয়া উঠিল। কারখানা হইতে শিখা উঠিয়া তন কারিকর-নিবাসে আগুন ধরিয়া গেল। আকাশময় আলো। প্রথমে শ্বেতবর্ণ, তাহার পর রক্তবর্ণ, অবশেষে তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়া প্রচণ্ড অগ্নিশিখা সমস্ত নভোমণ্ডল প্রদীপ্ত করিল। মন্থর হার্ডি যেন হতচেতন হইয়া সেই কাণ্ড দেখিলেন। অসীম ধূমরাশি স্ফুলিঙ্গ-যুক্ত হইয়া আকাশপথ ব্যাপিল। চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইয়া উঠিল। হার্ডি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখান পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া গেল।

প্রচণ্ডবেগে উত্তরানিল প্রবাহিত হইতেছে। বজ্রগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলনশীল কুঠীবাড়ীর অন্তভেদক ফটাফানি হার্ডিসাহেবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

যাদুকর।

কুঠীবাড়ী ভস্ম হইবার কয়েকদিন পরে স্ট্রীটে এক অভিনব দৃশ্য। যে বাড়ীতে ন কিছুদিন বাসা লইয়াছিলেন, সেই বাড়ীতে ফিলিমনের ঘরে রোজপম্পন অধিষ্ঠিত করে। ফিলিমন আজিও বিদেশ হইতে ফিরিয়া আইসে নাই। বেলা দ্বিপ্রহর। রোজপম্পন একাকিনী। অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া রোজপম্পন আহার করিতেছে, অকস্মাৎ দ্বারে করাঘাত। দ্বারের ভিতর দিকে অর্গলবদ্ধ ছিল, আহার করিতে করিতে রোজপম্পন জিজ্ঞাসা করিল, "কে ওখানে?"

বাহির হইতে উত্তর হইল, "বন্ধু। অতি প্রাচীন বন্ধু! ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তুমি বসিয়া আছ কেন?"

স্বর চিনিয়া রোজপম্পন বলিল, "লিলীমোহিনী!—তুমি আসিয়াছ?—অসময় কেন তুমি এখানে?"

লিলী।—সে কথা বলিব, শীঘ্র দরজা খোল, সময় যায়।

রোজ।—একটু দাঁড়াও, আমি সং সাজিয়া বসিয়া আছি।

লিলী।—কি সাজিয়াছ বাসকে? সেই সাজ আমি দেখিব। বোধ হয়, বড় সুন্দরী সাজিয়াছ। কন্দর্পদেব যত প্রকার গোলাপফুল দিয়া আপনার রত্নাসন সুশোভিত করেন, তুমি গোলাপ—সব রকম গোলাপ অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর!

রোজ।—যাও—যাও! তোমার ধর্ম্মের কাগজে উপবাসধর্ম্ম প্রচার কর; ধর্ম্মনীতি ঘোষণা কর। ও সব কথা একাকার নয়।

লিলী।—দ্বারে দাঁড়াইয়া কতক্ষণ কথা কহিব? আজ আমি তোমাকে একটা শুভসংবাদ দিতে আসিয়াছি; আশ্চর্য্য ঘটনা, শুনিয়া তুমি চমকিয়া যাইবে।

রোজ।—কি উৎপাত! দাঁড়াও একটু! কাপড় পরি।

লিলী।—লজ্জা তোমার? আমি তোমার লজ্জাভঙ্গ করিব না, তুমি জান, আমি একজন সভ্য সম্পাদক। যে বেশে তুমি আছ, সেই বেশেই তোমাকে দেখিতে আমি ভালবাসি।

রোজ।—গির্জ্জাবালারা এমন রাক্ষসকে কেমন করিয়া আদর করে, আমি কেবল দিন-রাত্রি বসিয়া বসিয়া তাই ভাবি।

তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া রাজপঙ্কজ দরজা খুলিয়া দিল। লিলী মৈদান প্রবেশ করিল। চক্ষু মটকাইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া, সভ্য সম্পাদক কহিল, "হিহিহি! বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছ? তিনদিন বাসা ছাড়িয়া কোথায় ছিলে?"

রোজ।—কল্য রাত্রিতে আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। তুমি বুঝি, ইহার মধ্যে এখানে আসিয়াছিলে?

লিলী।—রোজ আমি আসিয়াছি। দিনে দুইবারও আসিয়াছি, তোমার সঙ্গে আমার ভারী গুরুতর কথা আছে।

রোজ।—ভারী গুরুতর?—তবে আর আমি হাসিয়া বাঁচিব না।

লিলী।—(আননে বলিয়া) একটীও হাসির কথা নহে।—ভারী গুরুতর। আচ্ছা, এই তিনদিন তুমি কোথায় ছিলে?

রোজ।—(জলপাই খাইতে খাইতে) সম্পাদক! একটা জলপাই খাবে?

লিলী।—এই বুঝি তোমার উত্তর? বুঝি-য়াছি—বুঝিয়াছি! এইবারে নিশ্চয়ই ফিলিমনের কপাল ভাঙ্গিয়াছে!

রোজ।—কেবল নিন্দার কথা! ফিলি-মনের কপালের সঙ্গে আমার ভ্রমণের কোন সম্বন্ধই নাই। আমি গিয়াছিলাম, আমার একটী সখীকে দেখিতে। তাহাদের বাড়ীতে একজন মরিয়াছে, সেই জন্য রাত্রে সে একঘরে একা থাকিতে ভয় পায়। আমি আমোদ করিতে যাই নাই, একটী সখীর উপকার করিতে গিয়া বরং আর একটী সখী হারাইয়াছি। দুঃখিনী সিফাইস্ পলাইয়া গিয়াছে।

লিলী।—বাঃ! আমি বলি ফিলিমনের কথা, তুমি আন সিফাইসের কথা! বাঃ! এ তামসা ত বড় মন্দ নয়!

রোজ।—আমি ভাই যদি মিথ্যা বলি, আমায় যেন বাঘে খায়। হাঁ,—ভাল কথা, মার্টিন থিয়েটারে বাঘ নাচিবে, বাঘে মানুষে খেলা হইবে, একখানা টিকিট জোগাড় করিয়া তুমি আমারে সঙ্গে লইয়া যাইবে? লোকে বলে, তেমন আশ্চর্য্য তামাসা এদেশে আর কখনও হয় নাই।

লিলী।—বাঃ রসিকে! পাগল না কি! আমি হইলাম ধর্ম্মপত্রিকার সুধীর সম্পাদক, তুমি হইলে সুরসিকা যুবতী সুন্দরী; তোমাকে বগলে করিয়া আমি থিয়েটারে যাইব, লোকে দেখিয়া কি বলিবে?

রোজ।—বুদ্ধি নাই?—সং সাজিবে।—সেই প্রকাণ্ড নাকটা ঐ নাকের উপর বসাইবে, পা-জামার উপর ছাগলের ছাল পরিবে, ভালুকের লোমের টোপর মাথায় দিবে; তাহা হইলে কে আর তোমারে চিনিবে?

লিলী।—ও সব সঙের কথা ছেড়ে দাও! তুমি এখন কোন রকমে জোড়া খাখা আছ কি না বল?

রোজ।—(বাম হস্ত বিস্তার করিয়া, দক্ষিণ হস্তে একটা সুপারী মুখে দিয়া) মাইরি না! যে দিব্য করিতে বল, তাহাই আমি করিব। আমি একাকিনী। (সম্পাদকের পকেটে দৃষ্টি-পাত করিয়া) ও বাবা! কত বড় পকেট

তোমার ?—ফুলিয়া উঠিয়াছে ! ও পকেটে কি আছে বল দেখি ?

লিলী।—(গম্ভীরবদনে) আছে কিছু,—আছে কিছু ! যা আছে, তোমারই জন্য।

রোজ।—(সকৌতুকে) আমার জন্য ?

লিলী।—(মুখ ভারী করিয়া) রোজপম্পান ! তুমি একখানা গাড়ী নেবে ?—রাজবাড়ীতে থাকিবে ? রাণীর মত পোষাক পরিবে ?

রোজ।—এই আবার সেই ঠাট্টা ! আচ্ছা, এখন একটা জলপাই খাবে ? না, খাও ত আমি খাই। কেবল একটামাত্র অবশিষ্ট আছে।

কথার কর্ণপাত না করিয়া লিলী মৌলীন আপন প্রকাণ্ড পকেট হইতে একগাছি হীরক-খচিত স্বর্ণবলয় বাহির করিয়া রোজপম্পানের চক্ষের সম্মুখে ধরিলেন।

রোজ।—(করতালি দিয়া) বাঃ ! বাঃ ! চমৎকার বালা ! উপরে আবার কাজ করা ; দুটা সবুজনেত্র সাপ আপনার লাঙ্গুল কামড়াইতেছে ! ফিলিমনের প্রতি আমার ভালবাসার এই নিদর্শন।

লিলী।—করিও না—করিও না ! ফিলিমনের নাম করিও না।—নামটা শুনিলেই আমার রাগ হয়।

রোজপম্পান চুপ করিল। লিলী মৌলীন সেই বালাগাছটী তাহার সুন্দর হস্তে পরাইয়া দিলেন। হাসিয়া হাসিয়া রোজপম্পান যেন আটখানা হইল ; হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "সর্দ্দার লিলীবর ! কেহ বুঝি তোমারে সওদা করিতে পাঠাইয়াছে ?—কেমন সওদা করিয়াছ, তাহাই বুঝি পরীক্ষা করিতে আসিয়াছ ? বাঃ ! চমৎকার জিনিস !"

লিলী।—(প্রফুল্লবদনে) রোজপম্পান ! তুমি একজন চাকর রাখিবে ?—অপেরা থিয়েটারে প্রধান আসন লইবে ?—মাসে হাজার টাকা নিজ খরচ গ্রহণ করিবে ?

রোজ।—(সুপারী চিবাইতে চিবাইতে বালা ধরিয়া) আবার ঠাট্টা ! আবার ঠাট্টা ! সর্ব্বদাই এক রকম। আর কি কিছু নূতন কথা জান না ?

লিলী মৌলীন এইবার পকেট হইতে একছড়া হার বাহির করিয়া রোজপম্পানের গলায় দোলাইয়া দিলেন।

রোজ।—(উজ্জ্বলচক্ষে একবার বালা, একবার হার, একবার সম্পাদকের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) বাহবা ! বাহবা ! চমৎকার হার ! ভাই সম্পাদক ! তোমার পছন্দ খুব ভাল। কিন্তু এই সকল গহনা দেখাইয়া তুমি আমারে ভুলাইতে পারিবে না !

লিলী।—(গম্ভীরবদনে) রোজপম্পান ! এ সব ত তুচ্ছ সামগ্রী, তুমি যদি আমার পরামর্শ মতে চল, মহামূল্য রত্নলাভ হইবে।

রোজ।—(সবিস্ময়ে চাহিয়া) কি সব কথা তুমি বলিতেছ ?—পরামর্শ তোমার কি ?

লিলী মৌলীন উত্তর করিলেন না। পুনর্ব্বার পকেট হইতে সাচ্চা গোটাদার একখানা ওড়না বাহির করিয়া রোজপম্পানের স্কন্ধে ঝুলাইয়া দিলেন।

রোজ।—কি চমৎকার !—কি চমৎকার ! এমন জিনিস আমি আর কখনও চক্ষেও দেখি নাই। কি কারিকুরি ! কি নক্সা ! কি জড়াও কাজ ! অতি অপরূপ ! ভাই সম্পাদক ! তোমার ওটা ত পকেট নয়, মস্ত একখানা দোকান ! এ সব জিনিস তুমি পাইয়াছ কোথায় ? (জোররবে হাস্য করিয়া) ঠিক—ঠিক—ঠিক ! লেডী কলম্বীর বিবাহের যৌতুক ! ঠিক পছন্দ করিয়াছ। অতি সুন্দর ! অতি সুন্দর !

লিলী।—(সকৌতুকে) কলম্বীকে আমি

বিবাহ করিব, সে কথা সত্য; কিন্তু এ সব অমূল্য রত্ন আমি কিরূপে কিনিব?—আমার অত টাকা কোথায়? এ সব জিনিস তোমার। সত্য বলিতেছি, আমার কথা যদি তুমি শুন, একদিনে রাজরাণী হইবে; চিরকাল রাজরাণী হইয়া সুখে থাকিবে।

রোজ।—(অতি বিস্ময়ে) যাহা তুমি বলিতেছ, সত্যই কি তাই?—সত্যই কি তুমি আমারে রাজরাণী করিবে?

লিলী।—অলঙ্কার দেখিয়া বিবেচনা কর না!

রোজ।—আর একজনের কাছে কি আমারে লইয়া যাইবে?

লিলী।—একটু স্থির হও। আমি তোমাকে অধর্ম্ম করিতে বলিব না, এটা তোমার বিশ্বাস হয়? আমি ধর্ম্ম পত্রিকার সম্পাদক; ধর্ম্ম আমার নিত্য পালনীয়। ফিলিমনের প্রাণে যাহাতে ব্যথা লাগে তেমন কর্ম্ম আমি কদাচ করিব না।

রোজ।—তবে কি কোন বড়লোক আমারে বিবাহ করিতে চান?

লিলী।—বিবাহ?—আইনের কথা? বটে, বটে!

রোজ।—(সবিস্ময়ে) তবে কি বিবাহ নয়?

লিলী।—না।

রোজ।—তবে তিনি আমারে লইয়া কি করিবেন?

লিলী।—দেখিবেন, আর ভালবাসিবেন। সুন্দরী কামিনী দেখিতে তিনি ভালবাসেন।

রোজ।—ফিলিমনের কাছে আমি অবিশ্বাসিনী হইব না?

লিলী।—না।

রোজ।—যিনি আমারে মহামূল্য জিনিস দিবেন, তাঁহারে আমি কি দিব?

লিলী।—কিছুই না।

রোজ।—তবে কি করিতে হইবে? সেখানে গিয়া তবে আমি কি করিব?

লিলী।—ভাল ভাল পোষাক পরিবে, ভাল ভাল গহনা পরিবে, ভাল ভাল গাড়ি চড়িয়া বেড়াইবে, মনের সাধে আমোদ আহ্লাদ করিবে। আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে চল, ইচ্ছা না হয়, এইখানে থাক। আমি কিন্তু বলি, একবার চল। দিনকতক থাকিয়া দেখ। মন যদি না বসে, স্বচ্ছন্দে ঘরে ফিরিয়া আসিও। জোর করিয়া কেহ তোমাকে আটক রাখিবে না।

কথাগুলি বলিয়াই লিলী মৌলীন একটি গবাক্ষের কাছে ছুটিয়া গেলেন, বিলাসিনীও সঙ্গে সঙ্গে গেল। রাস্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লিলী মৌলীন বলিলেন, "দেখ দেখ কেমন সুন্দর গাড়ী! ঐ গাড়ী তোমার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঐ গাড়ী তোমার।"

রোজ।—আমার গাড়ী?—আমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে?—তবে কি আজই আমারে যাইতে হইবে?

লিলী।—এখনই।

রোজ।—কোথায় আমারে লইয়া যাইবে?

লিলী।—আমি কি জানি?

রোজ।—তুমি জান না?

লিলী।—না, আমি জানি না, কোচ্‌ম্যান জানে।

রোজ।—তবে যাওয়া যাক্। তাহারা ত আর আমারে খাইয়া ফেলিবে না, দোষ কি?

লিলী।—তবে চল। বিলম্বে কাজ নাই; শুভক্ষণে শুভযাত্রা কর।

ঘরের এধার ওধার ছুটিয়া ছুটিয় "রোজপম্পন আপনার ছোট ছোট পোষাকগুলি, মাথার ফুলদার টুপীটী, ছোট ছোট অঙ্গুরীগুলি

সংগ্রহ করিল। এই সময় লিলী মৌলীন সেই বৃহৎ পকেট হইতে একখানা মহামূল্য সুদৃশ্য কাশ্মীরী রুমাল বাহির করিয়া সুন্দরীর সুন্দর বক্ষোদেশ সাজাইয়া দিলেন।

রোজপম্পন আহ্লাদে অগ্রবর্ত্তিনী। পশ্চাতে লিলী মৌলীন। দ্রুতগতি তাঁহারা সিঁড়ি দিয়া নামিলেন, সম্মুখদ্বারে দোকানী বৃদ্ধা আসেনী সেই দোকানের দ্বারে বসিয়াছিল, রোজপম্পন তাহার হস্তে ঘরের চাবীটী দিয়া বলিল, "আমি চলিলাম, শীঘ্র ফিরিব।" একটু সরিয়া আসিয়া লিলী মৌলীনের কাণে কাণে রসিকা বলিল, "ফিলিমনের কি হবে?"

বিরক্ত হইয়া কর্ণে হস্ত দিয়া লিলী মৌলীন কহিলেন, "ও নাম করিও না, করিও না! কর্ণ যেন জ্বলিয়া যায়।"

রোজ।—সত্য ভাই! ইতিমধ্যে ফিলিমন যদি ফিরিয়া আইসে, ইহারা তাহাকে কি বলিবে? কতদিন আমি সেখানে থাকিব?

লিলী।—বোধ হয় তিন চার মাস।

রোজ।—বেশী না?

লিলী।—বোধ হয় না।

রোজ।—ওঃ! তবে ভাবনা নাই। (দোকানীর দিকে ফিরিয়া) মা আসেনী! ফিলিমন যদি আসে, বলিবেন, একটা কার্য্যের অনুরোধে আমি বাহিরে গিয়াছি, কিছু যেন মনে না করে। আমার পাখীগুলিকে যেন খাবার দেয়।

লিলী মৌলীনের সহিত রোজপম্পন হাসিতে হাসিতে গাড়ীতে উঠিল। লিলী মৌলীন হাসিলেন না। তিনি ভাবিলেন, কোথায় লইয়া যাইতেছি, কেন লইয়া যাইতেছি, সেখানে ইহার কি হইবে, সত্য সত্য কিছুই আমি জানি না। তাহারা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই আমি করিলাম। শেষে যাহার ভাগ্যে যাহা থাকে, কার্য্যক্ষেত্রে ফলিবে, হুকুম তামিল করিয়া আমি এখন প্রাণ ভরিয়া হাসি।

রুভিস্ ষ্ট্রীট পার হইয়া গাড়ীখানা নক্ষত্রবেগে দক্ষিণদিকে ছুটিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমানল।

সবুজ-মখমল-মণ্ডিত একখানি কৌচের উপর শ্রীমতী কুমারী অদ্রিয়াণী গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন; অর্দ্ধশায়িত ভাবে উপবেশন। পরিধান সুচিক্কণ কৃষ্ণবসন; মুখমণ্ডল গাঢ়তর চিন্তামেঘে সমাচ্ছন্ন।

চিন্তা তখন তাঁহার অন্তরে অনেক প্রকার। তন্মধ্যে এক চিন্তা কুঞ্জা-কন্যার অদর্শন। কুমারী ভাবেন, এত ভালবাসিলাম, এত যত্ন করিলাম, অভাগিনী থাকিল না; সঙ্গোপনে দুঃখিবেশে প্রস্থান করিল; যাইবার সময় আমায় একটী মুখের কথাও বলিয়া গেল না।

এইখানে বলিতে হইল, প্রস্থানের অগ্রে অশ্রুমুখী কুঞ্জা আন্তরিক যাতনায় অদ্রিয়াণীর উদ্দেশে একখণ্ড কাগজে যে দুই ছত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, বডিনের পরামর্শে, বডিনের দূতী ফোরাইন সে টুকু অদ্রিয়াণীকে দেয় নাই; মুখে কেবল এইমাত্র বলিয়াছিল যে, কুঞ্জার টেবিলের উপর একখানা ৫০০ টাকার ব্যাঙ্কনোট পাওয়া গিয়াছে। কুঞ্জা গরীব,

৫০০ টাকা কোথায় পাইয়াছিল, অদ্রিরাণীর মনে সেই সংশয় জন্মাইবার জন্যই ঐ কথা। কেবল কথাই বা কেন, সম্মুখে বসিয়া একদিন স্তভিন তাঁহাকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন "সংসারে কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। সকলের প্রতি সন্দেহে সন্দেহে নজর রাখিও।" কুমারী অদ্রিরাণী এখন সেই গুপ্ত উপদেশের সুফল অনুভব করিতেছেন।

নানা চিন্তায় অদ্রিরাণী বিব্রত। মন যাহাতে একটু ভাল থাকে, সর্ব্বদা তিনি তাহার চেষ্টা করেন, কিন্তু স্থির থাকিতে পারেন না, মন প্রবোধ মানে না। বিলাসের সামগ্রী, শিল্পজাত সুন্দর সামগ্রী সর্ব্বদা সন্দর্শন করিতে চিরদিন অদ্রিরাণী অনুরাগিণী; যেখানে তিনি বসিয়া আছেন, সেই কোচের পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন আধারে নানা প্রকার ফুলগাছ, গাছে গাছে সুন্দর সুন্দর ফুল; উপরিভাগ হরিদ্বর্ণ, মধ্যভাগ নানা লোহিত-বিরঞ্জিত; আবলুস-নির্ম্মিত টিপয়ের উপর দুটী তিনটী বাদ্যযন্ত্র;—একটী টেবিলের উপর নানা প্রকার রঙের বাক্স; চিত্র নৈপুণ্যের আদর্শস্বরূপ অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্রপট।

এই সকল সুখ সরঞ্জাম ব্যতীত চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি নূতন নূতন পুস্তক বিকীর্ণ। তিন দিন পূর্ব্বে কুমারী সেই পুস্তকগুলি কিনিয়া লইয়াছেন। কোচের উপর কতকগুলি এবং নিম্নভাগে গালিচার উপর কতকগুলি সংরক্ষিত। আশ্চর্য্য এই যে, পুস্তকগুলির আকার ভিন্ন ভিন্ন, চিত্র ভিন্ন ভিন্ন, বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, গ্রন্থকারও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সকল পুস্তকের নির্দিষ্ট এক প্রকার।

অন্যমনস্কভাবে বসিয়া বসিয়া কুমারী একখানি নূতন পুস্তক হস্তে তুলিয়া লইলেন, একটী স্থান খুলিয়া একটী পাতা পড়িলেন, ভাল লাগিল না;—ক্রমশই পাতা উল্টাইতে লাগিলেন; আর-একটী স্থান বাহির করিলেন, মনোযোগ দিয়া পড়িলেন, অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। একবার সমাপ্ত করিয়া আবার পড়িলেন; প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক অক্ষর ভাল করিয়া দেখিলেন, মনে এক প্রকার অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইল, শরীর অবশ হইয়া আসিল; কাঁপিয়া কাঁপিয়া পুস্তকখানি হস্তস্খলিত হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া গেল; জানিতে পারিলেন না। ভাবে অদ্রিরাণী সুন্দরী এতদূর বিভোর।

ভাবে চিত্ত গদগদ, অথচ ভাবময়ী বিমনা; কি যেন ভাবিতে ভাবিতে উদাসনয়নে তিনি একবার গৃহের ইতস্ততঃ নেত্রসঞ্চালন করিলেন। একটী গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি পড়িল, তৎক্ষণাৎ চমকিত হইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষের দিকে চলিলেন। সমীপে একটী প্রস্তরাধার, তাহার উপর একখানি প্রতিমা;—সোনার কন্দর্পদেব। কুমারী অদ্রিরাণী একটু দূর হইতে সেই কন্দর্পমূর্ত্তি দর্শন করিলেন, নয়ন পরিতৃপ্ত হইল না, শরীরে সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব হইল। মূর্ত্তিখানি স্পর্শ করিবার জন্য তিনি দুইবার হস্ত বিস্তার করিলেন, দুইবারই ভয়ে ভয়ে হাত গুটাইয়া লইলেন, পাছে কেহ দেখে, এইরূপ আশঙ্কা। চঞ্চলনয়নে চারিদিকে চাহিলেন; আবার পূর্ব্ব ইচ্ছা বলবতী হইল; সম্মুখে একটু সরিয়া গিয়া সুকোমল অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা প্রতিমার সুপ্রশস্ত স্বর্ণললাট একবার স্পর্শ করিলেন; সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; শরীরের মধ্যে যেন চপলা চমকিল। আর তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; মন্থরগতিতে ফিরিয়া

...সিয়া কৌচের উপর শয়ন করিলেন। অশ্রুপ্রবাহে পদ্ম-নেত্রদুটি প্লাবিত হইল।

চাঞ্চল্যকে পোষণ করিয়া বাহিরে ধৈর্য্য দেখাইতে এই বুদ্ধিমতী কুমারী চিরদিন সুশিক্ষিতা। মনের আবেগ মনেই রহিল, কোমল-করপল্লবে তৎক্ষণাৎ নেত্রজল মার্জ্জিত করিলেন, আর একবার উন্মীলিত নয়নে প্রতিমাখানি দর্শন করিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, "উত্তম প্রতিরূপ!—ভারতের মেয়েদের প্রতিরূপ!—রথের উপর দাঁড়াইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন! পরিধান সিংহচর্ম্ম, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুই ব্যাঘ্র তাঁহার রথ টানিতেছে। ভারতের কামদেব মানুষের উপর জয়লাভ করেন, অরণ্যের দুরন্ত পশুদের উপরেও জয়লাভ করেন। কন্দর্পের প্রতিরূপ!—আর—আর—আর—আর কাহার প্রতিরূপ?"

এই সময় পার্শ্বদ্বার দিয়া চুপি চুপি জর্জ্জেটী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এখন কাউণ্ট মণ্টোরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন?"

চকিতা হইয়া কুমারী প্রশ্ন করিলেন, "আমি গৃহে আছি, তুমি কি এ কথা তাঁহারে বলিয়াছ?"

কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতা হইয়া জর্জ্জেটী উত্তর দিল, "বলিতে নিষেধ ছিল না।"

ঈষৎ মৃদু হাস্য করিয়া অদ্রিয়ানী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে যাও, লইয়া আইস!"

জর্জ্জেটী বাহির হইয়া গেল, একটু পরেই কাউণ্ট মণ্টোরণকে সঙ্গে লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিল। ব্যবধানকাল মধ্যে উত্তমরূপে নয়ন শুষ্ক করিয়া কুমারী অদ্রিয়ানী আপন মর্য্যাদাসূচক ভঙ্গীতে কৌচের উপর বসিয়াছিলেন। কাউণ্ট প্রবেশ করিবামাত্র দণ্ডায়মান হইলেন পরম-সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। কাউণ্ট মণ্টোরণকে তিনি পিতৃতুল্য সম্মান করেন, এ কথা বলাই বাহুল্য।

উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিলেন। বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া জর্জ্জেটী বিদায় হইল। কাউণ্ট মণ্টোরণ একটী নিশ্বাস ফেলিয়া প্রথমেই কহিলেন, "যে তত্ত্ব লইতে আসিয়াছি, ঠিক তাহা জানিতে পারিব।"

কাউণ্ট মণ্টোরণ বৃদ্ধ, মস্তকের সমস্ত কেশ সুপক্ক,—বয়স ষষ্টিবর্ষ। সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম, শিক্ষাও তদনুরূপ;—সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, রাজনীতিতে প্রবীণ, লোকাচারে সুপণ্ডিত, পারিবারিক কার্য্যে সুদক্ষ, সময়বিশেষে রসিকতাতেও পরিপক্ক। ক্ষণকাল অদ্রিয়ানীর মুখপানে চাহিয়া একটী বিষাদ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মণ্টোরণ কহিলেন, "বৎসে! আমি সুখী হইলাম না।"

অদ্রি।—(মৃদু হাসিয়া) কিসের কথা? হৃদয়ের?—একজনের না বহুলোকের?

কাউণ্ট।—একজনের।

অদ্রি।—(মৃদু হাসিয়া) আশ্চর্য্য! আপনি এত বড় লোক হইয়া পাত্র নিক্ষেপ ভুলিয়া রমণী-হৃদয়ের খেয়ালের কথা জানেন?

কাউণ্ট।—আমার মনে সুখ নাই। প্রিয় বৎসে! তুমিই আমার অসুখের কারণ।

অদ্রি।—(মৃদু হাসিয়া) মহাশয়! আপনি আমার গৌরব বাড়াইতেছেন।

কাউণ্ট।—তাহা নয়। আমার ভুল। সত্যকথা শুন। সুন্দরী হইয়া তুমি আপন সৌন্দর্য্যে অবহেলা করিতেছ, ইহাই আমার অসুখের কারণ। আজ কয়েকদিন দেখিতেছি, তোমার মুখখানি শুষ্ক, সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত, পূর্ব্বের ন্যায় স্ফূর্ত্তি নাই, মনে যেন কি আছে, অথচ ফুটিয়া কিছু বল না।

অদ্রি।—হৃদয়ের ভাবগ্রহণে আপনার

বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনি ঠকিয়াছেন। আমি চিন্তাযুক্ত নই আমার মনে কিছুই নাই; বাচালতা করিয়া বলি, আজ আমি যেমন প্রফুল্ল সুন্দরী হইয়াছি, এমন আমি একদিনও ছিলাম না

কাউণ্ট।—আমি ত তাহা দেখি না। সে মিথ্যাকথাটা তোমারে কে বলিয়াছে?—একজন স্ত্রীলোক?

অদ্রি।—(চমকিয়া) কেহ বলে নাই, আমার মন আমাকে বলিয়াছে সত্য কথাই বলিয়াছে। যদি বুঝিতে পারেন বুঝুন।

কাউণ্ট।—তুমি বলিতেছ, গৌরব বাড়িয়াছে, সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে, তাহা কিরূপ? অন্তরের যাতনায় কি অবয়বের সৌন্দর্য্য বাড়ে? আচ্ছা, তাহাই যেন হইল কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমার বদন বিমর্ষ, মনে যেন কোন প্রকার দুর্ভাবনা দৌরাত্ম্য করিতেছে। তুমি অসুখী আছ। বৎসে! তোমাকে অসুখী দেখিলে আমার প্রাণে ব্যথা লাগে।

অদ্রি।—ব্যথা দূর করুন। আমি বেশ সুখে আছি; কোন অসুখ নাই। এখন আমি স্বাধীন,—সম্পূর্ণ স্বাধীন।

কাউণ্ট।—স্বাধীন হইয়াই যন্ত্রণাভোগ করিতেছ। অসুখী হইবার জন্যই তুমি স্বাধীন হইয়াছ।

অদ্রি।—চুপ করুন, চুপ করুন। আপনি আমাদের সেই পুরাতন কলহের কথা তুলিতেছেন। এখনও যেন আমি দেখিতেছি, আপনি আমার জ্যেঠাই-মার মতানুসারে বলিতেছেন, আমি আইরিনীর বন্ধু হইয়াছেন।

কাউণ্ট।—সে বন্ধুত্ব কেমন, তাহা জান? রাজতন্ত্রে সাধারণতন্ত্রে যেমন বন্ধুত্ব উভয়ের ধ্বংসের নিমিত্তই সেই বন্ধুত্ব। লোকে বলিতেছে, তোমার সেই বিষধরী জ্যেঠাই-মা আজ দিনকতক আপন বাটীতে একটা সভা করিতেছে, ষড়যন্ত্র আঁটিতেছে।

অদ্রি।—কেন করিবেন না? পূর্ব্বে তিনি আপনাকে জ্ঞানরাজ্যের দেবী বলিয়া অভিমান করিতেন, এখন তিনি তপস্বিনী হইয়াছেন।

কাউণ্ট।—তোমার জ্যেঠাই-মাকে তুমি যাহা বল, তাহা ঠিক। তিনি ঐরূপ সম্মান পাইবার যোগ্যই বটে, কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার মতের সহিত আমার মতের মিল হয়। তিনি তোমাকে একাকিনী থাকিতে দিতে ইচ্ছা করেন না, আমিও করি না।

অদ্রি।—তাহা আমি জানি।

কাউণ্ট।—জান যদি, তবে এমন কর কেন? এখন তুমি যেমন স্বাধীন, ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে বেশী স্বাধীন তুমি থাক, তাহাই আমার ইচ্ছা। সেইজন্য আমি তোমাকে পরামর্শ—

অদ্রি।—বিবাহ করিতে?

কাউণ্ট।—তা না ত কি? স্বাধীনতা থাকিবে, সুখেও থাকিবে, সকলই থাকিবে; কেবল কুমারী—কান্দোবলী নামের পরিবর্ত্তে আমরা তোমাকে তোমার উপযুক্ত স্বামীর গৌরবাস্পদ নামে আহ্বান করিব, এইমাত্র মনের অভিলাষ।

অদ্রি।—কিন্তু সেই হাস্যকর স্বামীর ধৃষ্টতার জন্য দায়ী কে হইবে?—আমি?—আমি পারিব না। ভালই হউক্ অথবা মন্দই হউক্, আমার নিজের কার্য্যের জন্য কেবল একাই আমি দায়ী। যে নাম এখন আমি ধারণ করি, তাহাতেই আমার গৌরব। নাম আমার নয়, আমার পিতৃবংশের নামের সম্ভ্রম খাটো করিতে আমি অক্ষম। যে নাম আমার আছে, তাহাই আমার ভাল।

কাউণ্ট।—কেবল তুমি ভিন্ন জগৎ-সংসারে এমন কথা আর কেহ বলিতে পারে না।

অদ্রি।—(হাস্য করিয়া) কেন? "একটী নিরীহ কুমারী একজন স্বার্থপর পুরুষের পদ-তলে দলিত হইয়া যাইবে, একটা রাক্ষসের উত্তম অর্দ্ধাঙ্গ হইবে, ইহা আমার পক্ষে ভয়ঙ্কর বোধ হয়। একটী নবপ্রস্ফুটিত গোলাপ-ফুল একটা ভয়ঙ্কর কণ্টকবৃক্ষ আশ্রয় করিবে, ইহা ভাবিয়া কেহ কি কখনও সুখী হইতে পারে? লোকে বলে, দাম্পত্য-সুখ;—কথাটা শুনি-লেই বুকের ভিতর হইতে হাসি আসিয়া আমার ওষ্ঠপুটে দেখা দেয়। (উচ্চ হাস্য)

অদ্রিয়াণীর ভাব দেখিয়া কাউণ্ট মণ্টোব্রণ ক্ষণকাল যেন গোলমালে ঠেকিলেন। ক্ষণকাল নীরবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মনে ভাবিলেন, এই রকম ভাব দেখিয়াই হয় ত তাহারা ইহাকে পাগল মনে করিয়া থাকিবে। ভাবিতে ভাবিতে তিনি এদিক্ ওদিক্ কটাক্ষ-পাত করিলেন। কুমারীর আশে পাশে যে সব পুস্তক ছড়ানো ছিল, তাহার একখানি লইয়া দেখিতে দেখিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! পাগলী! এই আবার নূতন পাগলামী! আচ্ছা, বোধ কর, তোমার বয়স যদি বিংশতি বৎসর হইত, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে বিবাহ করিতে, তাহা হইলে তোমার নাম হইত, লেডী মণ্টো-ব্রণ।—কেমন হইত না?"

অদ্রি।—বোধ হয়।

কাউণ্ট।—বোধ হয় কেন? আমাকে বিবাহ করিলে কি তুমি আমার নাম ধারণ করিতে না?

অদ্রি।—(ঈষৎ হাসিয়া) মহাশয়! যাহা হইবে না, বৃথা অনুতাপের জন্য সে সব কথার আলোচনা কেন?

অদ্রিয়াণীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন, অথচ ভঙ্গীক্রমে চারি পাঁচখানা পুস্তক উল্টাইয়া উল্টাইয়া কাউণ্ট মণ্টোব্রণ তাহার নামাঙ্ক পাঠ করিতেছেন। হঠাৎ তিনি চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, প্রথমখানি ভারতবর্ষের নূতন ইতি-হাস;—দ্বিতীয়, ভারত-ভ্রমণ,—তৃতীয়, ভার-তীয় পত্রাবলী;—চতুর্থ, ভারত-পর্যটন;—পঞ্চম, হিন্দুস্থানের স্মৃতি;—ষষ্ঠ, ভারতদর্শনে ভ্রমণকারীর মন্তব্য।

সমস্ত পুস্তকে এইরূপ ভারত ভারত দর্শন করিয়াই কাউণ্ট মণ্টোব্রণ চমকিলেন। অদ্রি-য়াণী বুঝিলেন, সমস্ত পুস্তকে একদেশের বিব-রণ দেখিয়াই, এই পণ্ডিতের আশ্চর্য্যজ্ঞান হইতেছে। বুঝিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি কহি-লেন, "মহাশয়! পুস্তকগুলি দেখিয়া আপনি এরূপ চমকাইলেন কেন?"

উত্তর না করিয়া চিন্তাকুল-নয়নে কাউণ্ট মণ্টোব্রণ কেবল অনিমেষে অদ্রিয়াণীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একবার কেবল আপন মনে মৃদুস্বরে কহিলেন, "না—না, তাহা নিতান্তই অসম্ভব!"

অদ্রি।—এ কি মহাশয়! আপনার স্বগত-বাক্য আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না?

কাউণ্ট।—বৎসে! যাহা আমি বিস্ময়-জ্ঞানে দেখিতেছি, তাহাতে সত্যই আমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হইতেছে।

অদ্রি।—কি আপনি দেখিতেছেন?

কাউণ্ট।—ভারতবর্ষের প্রতি তোমার এই সব নূতন নূতন অনুরাগ। হঠাৎ এরূপ নবানুরাগের কারণ আমি অনু—

অদ্রি।—(বাধা দিয়া) ভূগোলের কথা? তাহাই আপনি ভাবিতেছেন? অমন হইয়া থাকে। আমার এই তরুণবয়স, অধ্যয়নের সময়, অবকাশকালে চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া ঐ প্রাচীনদেশের বিবরণ আমি পাঠ করি। বিশেষতঃ, আমার স্বসম্পর্কীয় একটী

তাই আসিয়াছেন তিনি ভারতবাসী রাজকুমার। অতএব তাঁহার সৌভাগ্যশালী জন্মভূমির কিছু কিছু বিবরণ জানিতে আমার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। শুনিয়াছি, ভারতবর্ষ অসভ্যদেশ;—সেই অনার্য্যদেশজ ও অসভ্য রাজকুমারের সহিত কিরূপে আমার ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ জন্মিল, তাহাও জানিতে আমার আগ্রহ।

কাউণ্ট।—(তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া) আমার বোধ হয়, রাজকুমারের সম্বন্ধে তুমি কর্কশভাবে কথা কহিতেছ।

অদ্রি।—কর্কশ না, উদাসীনভাবে।

কাউণ্ট।—কিন্তু তাঁহার প্রতি ভিন্নভাবে সম্মান দেখান উচিত।

অদ্রি।—বোধ হয়, সেটা অপরের পক্ষে।

কাউণ্ট।—কিন্তু রাজকুমার বড় অসুখে আছেন। সে দিন তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, ম্লানমুখ দেখিয়া অন্তরে আমি বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম।

অদ্রি।—(উদাসীনভাবে) সে সব কথা শুনিয়া আমি কি করিব?

কাউণ্ট।—আমি ভাবিয়াছিলাম, তাঁহার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া তোমার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইবে।

অদ্রি।—দয়া?—আমার কাছে?—আপনি তামাসা করিতেছেন। যুবাবয়সে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি যদি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তাহার উপায় কি?—সে ক্ষেত্রে আমি দয়া করিয়া কি করিব?

কাউণ্ট।—কথা তবে সত্য! প্রিয়বৎসে! আমার কাছে সকল কথা তুমি সত্য বলিতেছ না, আমার একজন বন্ধুর নিকটে যে ভাব তুমি ব্যক্ত করিয়াছ, আমার কাছে তাহা গোপন করিতেছ। বৎসে! বড় ব্যথা পাইলাম, বড় কষ্ট দিলে।

অদ্রি।—আমি আপনার কথা বুঝিলাম না।

কাউণ্ট।—ভাল করিয়া বুঝিবে?—আরও স্পষ্ট করিয়া বলিব? আচ্ছা, শ্রবণ কর। অভাগা রাজপুত্রের আর কোন আশা নাই; বুঝিলাম, তুমি আর একজনকে ভালবাস। কয়েকদিন তুমি সর্ব্বক্ষণ কি চিন্তা করিতেছ বদন দিন দিন বিবর্ণ হইতেছে, সর্ব্বক্ষণ অন্যমনস্ক থাকিতেছ, এ সকল কিসের লক্ষণ? নিশ্চয়ই নব-প্রেমের লক্ষণ, নিশ্চয়ই তুমি নব-প্রেমে কাহারও প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছ, প্রেমানল নিশ্চয়ই তোমার হৃদয়কে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ করিতেছে।

অদ্রি।—স্ত্রীলোকের হৃদয়ের কথা যদি কেহ প্রকাশ করে, কদাচ তাহাকে হিতৈষী প্রিয়বন্ধু বলা যাইতে পারে না। আপনি আজ আমার সাক্ষাতে যে ভাবে কথা কহিলেন, তাহাতে আমার বিস্ময়জ্ঞান হইল।

কাউণ্ট।—বৎসে! রহস্যভেদের ভয় নহে। অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তোমাদের উভয়ের দৈহিক, মানসিক ভাব দর্শনে, যাহা আমার অনুমানে আসিয়াছে, তাহাই আমি প্রকাশ করিয়াছি। প্রণয়ের উপর সেই রাজকুমারের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার পুত্রস্নেহ জন্মিয়াছে। তাঁহার মঙ্গল চিন্তা করিতে হয়, অমঙ্গলে ভয় পাইতে হয়, সেই জন্যই আমি এত কথা কহিতেছি।

অদ্রি।—বয়সের ধর্ম্মে রাজপুত্র একটী রমণীর প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে আমার কি?

কাউণ্ট।—তোমার কি? তোমার জন্যই রাজকুমার পাগল! তুমি একজন অপর পুরুষকে ভালবাস, এই কথা শুনিয়া রাজপুত্রের প্রেমের আশা উড়িয়া গিয়াছে।

শুনিলাম, ইতিমধ্যে দৈবাৎ তিনি আত্মঘাতী হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অদ্রিয়াণীর পাণ্ডুবদনে অকস্মাৎ আরক্ত আভা দেখা দিল। তৎক্ষণাৎ আবার ওষ্ঠপুট শ্বেতবর্ণ হইয়া গেল, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বিকম্পিতস্বরে তিনি কহিলেন, "তবে কি সত্য? "তবে কি রাজপুত্র আমারেই ভালবাসেন?"

কাউণ্ট।—সত্য বলিতেছি, বৎসে তোমার প্রেমেই রাজপুত্র পাগল।

অদ্রি।—আপনি বুঝিতে পারেন নাই আমার জন্য নয়, যাঁহাকে তিনি ভালবাসেন, তাঁহার প্রেমেই তাঁহার ঐ দশা।

কাউণ্ট।—রাজপুত্র অপরা রমণীকে ভালবাসেন, এ মিথ্যা কথা তোমাকে কে বলিল?

অদ্রি।—রডিন।

কাউণ্ট।—(চমকিত হইয়া) রডিন? ওঃ! ই রডিন আবার রাজপুত্রকে বলিয়াছে, তুমি ারের প্রেমে উন্মাদিনী।

অদ্রি।—(শিহরিয়া) সেই রডিন? ওঃ! ন তবে ত সর্ব্বনাশ করিতে পারে।

এই সময় একজন ধীরে ধীরে গৃহদ্বারে াঘাত করিল ঘূর্ণিত-নয়নে চাহিয়া অদ্রিয়াণী কিতা হইলেন।

ফ্লোরাইন প্রবেশ করিল। অদ্রিয়াণী চকিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাদ ফ্লোরাইন?"

ফ্লোরাইন উত্তর করিল, "রডিন আসিয়াছিলেন, আপনার এখন অবসর নাই শুনিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন, বলিয়া গেলেন, আধঘণ্টার মধ্যে আবার তিনি এখানে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

অদ্রিয়াণী উত্তর করিবার অগ্রে কাউণ্ট মণ্টোব্রণ কহিলেন, "আসিলেই এখানে লইয়া আসিও। (অদ্রিয়াণীর প্রতি) কি বল বৎসে! তোমার অভিপ্রায় কি?"

রডিনের বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া ক্রোধারক্ত-নয়নে অদ্রিয়াণী কহিলেন, "এই সময় তাঁহাকে এখানে আনয়ন করা ভাল। আপনি এখানে রহিয়াছেন; এই সময় সেই লোকটাকে—"

সক্রোধে মণ্টোব্রন কহিলেন, "বৃদ্ধ বদমাস্! বটে বদমাস! দেখিয়া অবধি সেই ঘাড়বাঁকা লোকটার উপর আমার ভয়ানক সন্দেহ। (সহচরীর প্রতি) আসিবামাত্র তাহাকে তুমি এখানে লইয়া আইস।"

ফ্লোরাইন বিদায় হইল।

অকস্মাৎ অদ্রিয়াণীর সৌন্দর্য্যশোভা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন, অকালে মেঘ আকাশে পূর্ণ-চন্দ্রকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, মেঘ সরিয়া গেল, পূর্ণ দীপ্তি প্রকাশ করিয়া নির্ম্মলবদনে পূর্ণ-চন্দ্র হাসিল।

"রডিনের বিশ্বাসঘাতকতায় আর কি ভয়? উভয়ের মনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর কোন মনুষ্য আর এভাবের অভাব ঘটাইতে পারিবে না। এ বিশুদ্ধ প্রেমভাবে বাধা উৎপাদন করা মানুষের সাধ্য নয়।"—মনে মনে সুন্দরী অদ্রিয়াণী ইহাই স্থির করিলেন।

ফ্লোরাইন বাহির হইয়া যাইবামাত্র অদ্রিয়াণী গাত্রোত্থান করিয়া বিকসিত-নয়নে, প্রফুল্লবদনে কাউণ্ট মণ্টোব্রণের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার তখনকার মূর্ত্তি দেখিয়া কবিকল্পনা বলিতে পারিত, আকাশের মেঘের উপর দেবী সৌদামিনী বিচরণ করিতেছেন।

সুস্বরে যেমন বীণা বাদিত হয়, সেইরূপ সুমধুর মোহনস্বরে অদ্রিয়াণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজপুত্রকে আমি কখন দেখিতে পাইব?"

কাউণ্ট।—বোধ হয় কল্য।

অদ্রি।—কল্য?—তাহার পূর্ব্বে নহে? ওঃ! কত কথাই আমার জিজ্ঞাসা করিবার আছে!—কল্য!—এই কল্য যেন আমার পক্ষে দীর্ঘ একটী যুগ! এই কল্য যেন আমার পক্ষে আনন্দময় সাম্বৎসরিক শুভদিন! আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করিব; অদ্যকার রজনী প্রভাত হউক, কল্য আমি আমার মনের সাধ পূর্ণ করিব।

এই কথা বলিয়া কুমারী হস্তা-নেত্র-ভঙ্গীতে ইঙ্গিত করিয়া কন্দর্পদেবের প্রতিমার নিকটে লইয়া গেলেন, মধুরস্বরে কহিলেন, "দেখুন্ দেখি, কি চমৎকার রাজপুত্রের চেহারা ঠিক এই রকম নয়?"

কাউণ্ট।—তাই ত! আশ্চর্য্য!

অদ্রি।—(মৃদু হাসিয়া) আশ্চর্য্য! আপনি বলেন আশ্চর্য্য! কিসে আশ্চর্য্য?—দেবতা, বীর—সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, ইঁহার সহিত কুমারের আত্মার উপমা কি অস্বাভাবিক হইতে পারে?

কাউণ্ট।—(বিমুগ্ধ হইয়া) অকপট অনুরাগে যথার্থই তুমি রাজপুত্রকে ভালবাস। আজ আমি যদি এখানে না আসিতাম, তাহা হইলে না জানি কি অনর্থই হইত।

অদ্রি।—কি হইত, তাহা আমি বলিতে পারি না। হয় ত, আমি মরিতাম। প্রাণে আমার সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছিল। যে প্রেমানলে আমি পুড়িয়া মরিতাম, সেই প্রেমানল এখন আমার সঞ্জীবনী সুধা হইল!

কাউণ্ট।—(কম্পিত হইয়া) ভয়ঙ্কর কথা! এই প্রেমানল তুমি বুকের ভিতর চাপিয়া রাখিয়াছিলে?

অদ্রি।—কি করিব?—প্রথম দর্শনে তাঁহার প্রতি আমার উগ্র অনুরাগের সঞ্চার হয়। যখন শুনিলাম, রাজপুত্র আর একজনকে ভালবাসেন, তখন আমার জীবনের সমস্ত আশা ফুরাইল। প্রেমের আশা ফুরাইল না, প্রেমানল নিবিল না। আমি তখন কি করিলাম?—হৃদয়ে তাঁহার প্রতিমা আঁকিলাম: যাহা যাহা দেখিলে তাঁহাকে মনে পড়ে, যে যে বস্তু আমি ভাল বলিয়া ভালবাসি, তৎসমস্ত আমি আমার আশে পাশে সাজাইয়া রাখিলাম। সুখের উপকরণ নয়, কিন্তু তথাপি সেগুলি দেখিয়া দেখিয়া আমি একপ্রকার তীব্র আনন্দ অনুভব করি।

কাউণ্ট।—হাঁ হাঁ, ভারতের পুস্তক লইয়া ঘরে তুমি লাইব্রেরী সাজাইয়াছ, ইহার মর্ম্ম আমি এখন বুঝিলাম।

অদ্রিরাণী কথা কহিলেন না। পুস্তকাধার হইতে একখানি নূতন পুস্তক লইয়া মণ্টোব্রণের হাতে দিলেন; সানন্দে মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "এইখানি পাঠ করুন্,—যদি ইচ্ছা হয়, ডাকিয়া ডাকিয়া বলুন, আমি শুনিব।"

পুস্তকের কোন্ স্থানটি পাঠ করিতে হইবে, কোমল অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা কুমারী তাহা দেখাইয়া দিয়া সগৌরবে কৌচের উপর বসিলেন, বামকরতলে বামকপোল বিন্যস্ত রাখিয়া, সম্মুখদিকে একটু ঝুঁকিয়া, পুস্তকের পাঠ শুনিবার জন্য নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। বিশ্রান্ত-নীলোৎপল-নয়ন যুগল ভারতীয় কামদেবের প্রতিমার দিকে সমাকৃষ্ট রহিল। কাউণ্ট মণ্টোব্রণ পাঠ করিতে লাগিলেন। ভারত-পর্য্যটনকারী আপন মন্তব্যে এই স্থানে লিখিয়াছেন:—

"১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যখন আমি বোম্বাই নগরে ছিলাম, তথাকার ইংরাজেরা তখন আমাকে প্রায় সর্ব্বদাই বলিতেন, একটী যুবা বীরপুরুষ, পরম সুন্দর—অসম-সাহসী—"

এইখানে মণ্টোব্রণ থামিয়া গেলেন, অসভ্য দেশের একটী অসভ্যলোকের নাম তিনি

উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। ভাব বুঝিয়া অদ্রিয়াণী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "রাজাসিংহ।"

"সগৌরবে ঈষৎ হাসিয়া মণ্টোব্রণ কহিলেন, "কি চমৎকার স্মৃতিশক্তি!"—আবার তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

"রাজাসিংহের পুত্র রাজকুমার আলম্‌ সমসাহসী বীরপুরুষ। রাজাসিংহ মণ্ডীরাজ্যের রাজা। ইংরাজেরা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। অবর্ত্তী পর্ব্বত-প্রদেশে ঐ রাজার সহিত ইংরাজের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া কর্ণেল ড্রেকসাহেব আমার আগে রাজকুমার আলম্‌মার বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কুমারের কৈশোরাবস্থা অতিক্রান্ত হয় নাই, অথচ সেই অল্পবয়সে প্রশস্ত রণক্ষেত্রে তিনি যেপ্রকার নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়াছেন, যুদ্ধে যেরূপ সাহস দেখাইয়াছেন, তাহা অতি বিস্ময়কর। সেই পুত্রের গৌরবে তাঁর ডাকনাম হইয়াছে, সাধুর পিতা। কর্ণেল ড্রেক ইংরাজী সেনাদলে একজন সুদক্ষ সেনানায়ক। গতকল্য তিনি আমার সাক্ষাতে বলিয়াছেন যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত হইয়া, কুমার আলম্‌মার হস্তে বন্দী হইয়া তিনি—"

এইখানে কাউণ্ট মণ্টোব্রণ আবার থামিলেন। অসভ্যদেশের একটী অসভ্য গ্রামের নাম তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। অদ্রিয়াণী বলিয়া দিলেন, "সম্‌পাবাদ।"

বহু প্রশংসা করিয়া কাউণ্ট কহিলেন, "দেশের লিখিত নামগুলি পর্য্যন্ত তুমি বেশ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছ! তোমার পুস্তক পাঠ সার্থক।"—সলজ্জবদনে অদ্রিয়াণী কহিলেন, "পাঠ করুন, পাঠ করুন। আরও অনেক জানিতে পারিবেন।" কাউণ্ট মণ্টোব্রণ পাঠ করিতে লাগিলেন ঃ—

"যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত হইয়া, কুমার আলম্‌মার হস্তে বন্দী হইয়া তিনি সম্‌সাবাদ গ্রামের শিবিরে নীত হন। কুমার আলম্‌মা সেখানে তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া পরম যত্নে আরাম করিয়াছিলেন। পুত্র যেমন পিতার সেবা করে, কুমার আলম্‌মা সেইরূপে আন্তরিক যত্নের সহিত বন্দী বৈরী কর্ণেল ড্রেকের সেবা করিয়াছিলেন। কর্ণেল ড্রেক সেইখানে রাজকুমার আলম্‌মার গুণপরীক্ষার অনেক প্রকৃষ্ট প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন।

এক যুদ্ধে কুমারের সঙ্গে একটী ছোক্‌রা নোকর ছিল, রাজকুমারের আজ্ঞা লইয়া সেই ছোক্‌রা একটী অশ্বারোহণে তাহার সঙ্গে গিয়াছিল। বালকের বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র। যুদ্ধে আসিবার সময় তাহার মাতা রাজপুত্রের হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিয়াছিল, 'এটীকে তুমি আপনার ভাই বলিয়া জানিও।' রাজপুত্র তাহাতেই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। যুদ্ধে কিন্তু সেই বালক গুরুতর অস্ত্রাঘাতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তাহার ঘোড়াটী মারা যায়; রাজপুত্র সেই অচেতন দেহ আপন অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া এক জঙ্গলের দিকে ধাবিত হন। বিপক্ষেরা পশ্চাতে তাড়া করে, একটা বন্দুকের গুলী রাজপুত্রের অশ্বগাত্রে বিদ্ধ হয়। জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াই অশ্বটী পড়িয়া যায়। সে অবস্থায় কি হয়, বালকটীকে কোলে করিয়া রাজকুমার ঘোর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করেন। ইংরাজসৈন্যেরা সেখান পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল, অনেক অন্বেষণ করিয়াছিল, দেখিতে পায় নাই। বালককে কোলে করিয়া রাজকুমার দিবারাত্রি পদব্রজে চলিয়া পিতার শিবিরে উপস্থিত হন। অশ্ব পতিত হওয়াতে বালকের একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শিবিরে পৌছিয়া রাজপুত্র আপন পিতাকে বলিয়াছিলেন, 'এই বালকের মাতা আমারে ইহাকে

ভ্রাতৃভাবে দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই নির্দেশ আমি পালন করিয়াছি।'

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া কাউণ্ট মণ্টোব্রণ বলিয়া উঠিলেন, "অতি চমৎকার চরিত্র!" অদ্রিয়াণীর চক্ষে জল আসিল, হস্তদ্বারা নেত্র-মার্জ্জন করিয়া কন্দর্পমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "আর একটু পাঠ করুন্, আর একটু পাঠ করুন্! আরও মহত্ত্ব দেখিবেন।"—কাউণ্ট মণ্টোব্রণ আবার আরম্ভ করিলেন:—

"আর একবার রাজকুমার (লইয়া) দুইজন কাফ্রীদাস সমভিব্যাহারে দুটী ব্যাঘ্রশাবক ধরিবার জন্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাঘিনী তখন দূরবনে চরা করিতে গিয়াছিল। একজন কাফ্রী একটা অপ্রশস্ত সুড়ঙ্গ দিয়া ব্যাঘ্রগুহায় প্রবেশ করে, বড় বাঘ ধরিবার জন্য একটা গাছ কাটিয়া ফাঁদ প্রস্তুত করিতে আর একজন কাফ্রী নিযুক্ত ছিল। গুহাটি অনেক দূর উচ্চ, ফাঁদ পাতিবার জন্য রাজপুত্র স্বয়ং তাহার উপর উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেছেন, এমন সময় ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রগর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইল। দুই তিন লম্ফে বাঘিনী গুহামুখে আসিয়া রাজকুমারের সহচর কাফ্রির মাথাটা কামড়াইয়া ধরিল, বৃক্ষটা তাহার হস্ত হইতে গুহামুখে পড়িয়া গেল; পথ রুদ্ধ হইল, বাঘিনী প্রবেশ করিতে পারিল না। ছানা ধরিবার জন্য যে ভৃত্যটী গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারও বাহির হইবার পথ রহিল না।

রাজকুমার কি করিলেন?—দাঁতে ছোরা কামড়াইয়া ধরিয়া, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এক হস্তে কুঠার ধরিলেন, সাটিনের কটিবন্ধটীর একধার একটা পাথরে বাঁধিয়া অপর দিকটা গুহার ভিতর ঝুলাইয়া দিলেন। বাঘিনী তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছিল, রাজকুমার লম্ফ দিয়া তাহার মস্তকে দুই কুঠারাঘাত করিলেন। বাঘিনী মরিয়া গেল। দুইজন ভৃত্যকে উদ্ধার করিয়া ব্যাঘ্রশাবক লইয়া রাজপুত্র গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।"

এই পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়া কাউণ্ট মণ্টোব্রণ পরম উৎসাহে বলিলেন, "প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় বটে।"—গম্ভীর-বদনে অদ্রিয়াণী কহিলেন, তবে যে আপনি বলিতেছিলেন, কন্দর্পের সহিত এই রাজপুত্রের কিছুতেই তুলনা হইতে পারে না?"

অপ্রস্তুত হইয়া কাউণ্ট কহিলেন, "আর আমি তেমন কথা বলিব না, এখন আর বিস্ময় প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই।"

অদ্রিয়াণী কহিলেন, "কেবল রূপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হই না। কুমার জালমার ঐরূপ বীরত্ব ও মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া, মনে মনে আমি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছি।"

কাউণ্ট।—উত্তম করিয়াছ। যোগ্যপাত্রে মন সমর্পণ করিয়াছ। এখন তোমার ইচ্ছা কি? এখন তুমি কি করিতে চাও?

অদ্রি।—পরামর্শ প্রদান করুন!

কাউণ্ট।—এক পরামর্শ আমার প্রথম। তোমার সেই দুঃশীলা জ্যেঠাই মা জনকতক দুষ্ট পাদ্রীর সহিত যোগ করিয়া তোমারে পাগল বলিয়া পাগ্‌লা-গারদে রাখিয়াছিল, ডাক্তার বেলিনিয়ারকেও মন্ত্রবলে মুগ্ধ করিয়াছিল, এখন তুমি তাহার প্রতিশোধ লও।

অদ্রি।—কিরূপ প্রতিশোধ ভাল মানায়?

কাউণ্ট।—যে সকল পাগল তোমারে পাগল ভাবিয়াছিল, তাহাদের পাগ্‌লামী ঘুরাইয়া দাও। রাজকন্যার মত সজ্জা করিয়া, সুন্দর শকটারোহণে রাজপথে বাহির হও; ময়দানে হাওয়া খাও; মধুরসম্ভাষণে সকলকে

মোহিত কর ; অনাথকে—নিরাশ্রকে আশ্রয় দাও ; গরীবের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ দয়া দেখাও। এইগুলি আগে কর, তাহার পর আমি তোমারে ভারতবর্ষে লইয়া যাইব।

অদ্রি।—(সবিস্ময়ে) ভারতবর্ষে ?

কাউণ্ট।—(সহাস্যে) হাঁ, বৎসে! ভারতবর্ষে। সেই ভারতবর্ষের অরণ্যে, ভারতবর্ষের ব্যাঘ্র, ভারতবর্ষের সিংহ, ভারতবর্ষের রাজপুত্র, সব তুমি সেইখানে দেখিতে পাইবে।

অদ্রি।—(ফুল্লনেত্রে চাহিয়া) ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

কাউণ্ট।—(সহাস্যে) মার্টিন থিয়েটারে বাঘের নাচ, বাঘের খেলা, বাঘে মানুষে যুদ্ধ। আমরা দেখিতে যাইব ;—তুমি যাইবে, আমি যাইব, আমার ভ্রাতুষ্কন্যা যাইবেন, তাঁহার স্বামীও যাইবেন। সকলেই আমরা একসঙ্গে—

আর বলা হইল না। ফ্লোরাইন আসিয়া সংবাদ দিল, রডিন উপস্থিত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

তুমিই বুঝি সেই ?

গৃহমধ্যে রডিন প্রবেশ করিলেন। অদ্রিয়াণীর দিকে এক কটাক্ষ, কাউণ্ট মণ্টোব্রণের দিকে এক কটাক্ষ ;—দুই কটাক্ষপাতেই রডিন বুঝিলেন, বড় বিপাকেই ঠেকা গেল। বাস্তবিক উভয়ের মুখ দর্শন করিয়া রডিনের মনে ভয় হইল।

লোকের প্রতি যখন বিরাগ উপস্থিত হয়, অতীত কার্য্যস্মরণে মনে যখন উৎকট ঘৃণা আইসে, কাউণ্টমণ্টোব্রণের প্রশান্তবদন তখন এক প্রকার ভীষণভাব ধারণ করে। দেয়ালে ঠেস দিয়া অন্য দিকে মুখ করিয়া অদ্রিয়াণীর সহিত তিনি কথা কহিতেছিলেন, রডিন আসিয়া সেলাম করিলেন, তিনি তাহাতে লক্ষ্যও করিলেন না।

অদ্রিয়াণী প্রফুল্লনয়নে কন্দর্পমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন, মুখের ভাবে ক্রোধ অথবা ঘৃণার লেশমাত্র নাই, মুখে বরং মৃদু মৃদু হাস্যের সঞ্চার আছে। সর্পের ন্যায় ধীরবক্রগতিতে রডিন গিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন। গৌরবিণী কুমারীর ফুল্ল-নয়ন প্রদীপ্ত হইল। নয়নে বদনে শ্লেষলক্ষণ ক্রীড়া করিতে লাগিল।

রডিন যেন দমিয়া গেলেন। লোকে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করে, রডিনের প্রকৃতির লোকের তাহা বরং সহ্য হয়, কিন্তু শ্লেষ-পরিহাসের ছায়া তাহারা সহিতে পারে না। লোকে বিপদে পড়িয়া পায়ের কাছে মাথা কুটে, বক্ষে করাঘাত করে, চক্ষের জলে ভাসিতে থাকে, তাহা দেখিতে রডিনের বড় আমোদ হয় ;—যাহাদিগকে ভোগা দিয়া ভুলাইয়া স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ, তাহারা যদি মুখের উপর দিব্য সপ্রতিভভাবে হাস্য-কৌতুক করে, তাহা দেখিলে ভিতরে ভিতরে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যায়, অন্তরে অন্তরে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

কাউণ্ট মণ্টোব্রণ প্রথমেই আগুন জ্বালিলেন। স্কন্ধের উপর দিয়া মুখ ঘুরাইয়া কটাক্ষ-ঈক্ষণে রডিনকে তিনি বলিলেন, "আঃ!

পরোপকারী ভদ্রলোক! আঃ! হিতব্রতধারী মহাশয় লোক! আপনি আসিয়াছেন?"

পরিহাসের হাসি হাসিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "আসুন, আসুন। আর একটু নিকটে আসুন! সর্ব্ববন্ধুর শিরোমণি! দার্শনিক পণ্ডিতের আদর্শ! মিথ্যা-প্রবঞ্চনার চিরশত্রু! আমি আপনারে আজ সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিব।"

হাসিবার চেষ্টা করিয়া পীতবর্ণ দাঁত দেখাইয়া গদগদস্বরে রডিন কহিলেন, "মানবতি! আপনি আমারে যাহা দিবেন, তাহাই আমি গ্রহণ করিব। প্রাপ্ত হইবার অযোগ্যপাত্র হইলেও আমি তাহা মস্তকে ধারণ করিব। কিন্তু অগ্রে আমি জিজ্ঞাসা করি, অত সাধুবাদ—অত ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য আজি আমি কিসে হইলাম?"

অদ্রি।—আপনার অতুল্য অনুভবশক্তির প্রভাবে। তাদৃশী শক্তি সচরাচর দুর্লভ।

কাউণ্ট।—আপনার সত্যবাদিতার প্রভাবে। সে গুণটীও নিতান্ত অল্প নহে।

রডিন।—(অদ্রিয়াণীর প্রতি) মানবতি! আমার অনুভবশক্তির পরিচয় আপনি কিসে পাইয়াছেন? (কাউণ্টের প্রতি) মহাশয়! আমার সত্যবাদিতার নিদর্শন আপনি কি দেখিয়াছেন?

অদ্রি।—অনুভবশক্তির পরিচয় কিসে? কেন?—কেহ যাহা বুঝিতে পারে না, আপনি অনায়াসে অনুভবে তাহার মর্ম্মভেদ করেন। বেশী কথা কি, স্ত্রীজাতির হৃদয়ের অন্তস্তলে যাহা নিহিত থাকে, অসীম অনুভবশক্তির প্রভাবে আপনি তাহা অক্লেশেই বুঝিয়া লইতে পারেন।

রডিন।—আমি?—আমি বুঝিতে পারি?

অদ্রি।—পারেন বৈ কি!—জানিতে পারিয়া আহ্লাদিত হন। আহ্লাদ আসে কেন জানেন?—সে অনুভবের ফল অতি মধুময়।

কাউণ্ট।—মহাশয় রডিন! আপনার সত্যবাদিতায় অলৌকিকক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

রডিন।—(উভয়ের দিকে কটাক্ষ চালাইয়া) উপকার করিলাম, ইহা না জানিয়াও যদি সৎকার্য্য করা যায়, তাহাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু আপনারা আজ আমাকে কি উপলক্ষে এত প্রশংসা করিতেছেন, তাহার কারণ কিছু—

অদ্রি।—(ঈর্ষার সহিত) কৃতজ্ঞতায় বাধ্য হইয়া আমি আপনারে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। কুমার জাল্‌মাকে আপনি বলিয়াছেন, আমি নবপ্রেমে উন্মাদিনী! ভালই করিয়াছেন। আপনার অনুভবশক্তির তারিফ করিতে হয়। ঠিক সত্যকথাই আপনি টানিয়া বাহির করিয়াছেন।

কাউণ্ট।—আরও আপনি এই স্নেহময়ী কুমারীকে বলিয়াছেন, রাজকুমার জাল্‌মা পরপ্রেমে পাগল! বহুৎ আচ্ছা, ধন্য আপনার সত্যবাদিত্ব!

রডিন এককালে থতমত খাইয়া গেলেন। কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়াই পাইলেন না। ওষ্ঠ দংশন করিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "শুনিবেন আমার মনের কথা?—যাঁহার প্রেমে আমি উন্মাদিনী, তাঁহার নাম রাজকুমার জাল্‌মা।"

কাউণ্ট।—যাহার প্রেমে রাজকুমার পাগল, তাঁহার নাম শ্রীমতী কুমারী অদ্রিয়াণী কার্দ্দোবিলী।

সাপের লেজে বাড়ি পড়িল। রডিন ক্ষণকাল যেন জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন। সমস্ত ফিকির প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, ভবিষ্যতে কি দাঁড়াইবে, সেই ভাবনাই প্রবল হইল। পুনর্ব্বার শ্লেষ করিয়া অদ্রিয়াণী কহি-

লেন, "আমাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের প্রকৃত হেতু কি, এখন কি আপনি তাহা বুঝিতে পারিলেন ? আপনার চতুরতাকে শত ধন্যবাদ ! আমাদের মঙ্গলে আপনি আন্তরিক যত্ন করেন, সেই যত্নকেও শত ধন্যবাদ ! আমার মনের ভাব কি, রাজপুত্র তাহা বুঝিলেন ; রাজপুত্রের মনের ভাব কি, আমি তাহা বুঝিলাম ; অতএব আমরা উভয়ে এক্ষণে আপনার কাছে অনন্তঋণে ঋণী ।"

রডিনের প্রত্যুৎপন্নমতি যোগাইল। তিনি অচল পাষাণের ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। মুখে একটীও কথা নাই। পরম-যোগে মৌনব্রতাবলম্বী যেন একটী মুনি।

শত্রুর অটলতা দেখিয়া কাউণ্ট মণ্টোব্রণের অন্তরে ক্রোধ হইল। কুমারী অদ্রিয়াণী যদি সেখানে উপস্থিত না থাকিতেন, তাহা হইলে ভদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যভাষায় তিনি সে ভাব দেখাইতেন।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া অদ্রিয়াণীর পানে চাহিয়া রডিন কহিলেন, "যাহা আপনারা বলিতেছেন, তাহাতে কিছু ভুল হইয়াছে। [illegible] জালমার প্রতি আপনার যে প্রকার অনুরাগ, জীবনে কখনও আমি সে কথা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই।"

অদ্রি।—সে কথা সত্য। কুমার জালমা আমার প্রেমে দগ্ধীভূত হইতেছেন, এই কথা যখন আপনি আমারে বলেন, গাম্ভীর্য্য-মর্য্যাদা রক্ষণে আপনি এতদূর সাবধান হইয়াছিলেন যে, কুমার মনে মনে আমারে ভালবাসেন, সে কথা আপনি একবারও মুখে আনেন নাই ! তদ্বিপরীতে বরং বলিয়াছিলেন, আমারে তিনি ভালবাসেন না, আর একজনের প্রেমে তিনি পতঙ্গের ন্যায় [illegible] অনুরাগী।

কাউণ্ট।—সেইরূপ মর্য্যাদা দেখাইয়া আপনি রাজকুমারকে বলিয়াছিলেন, অপরের প্রেমে কুমারী অদ্রিয়াণী অনুরাগিণী, তোমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা নাই, জন্মিবার সম্ভাবনাও অত্যল্প।"

রডিন।—(বিরসকণ্ঠে) দেখুন মহাশয় ! মানুষের প্রেমের কথা আলোচনা করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই।

কাউণ্ট।—(সগর্ব্বে) এইবার—এইবার ! এই কথাটা হয় আপনার অহঙ্কার, না হয় বেশী ভদ্রতা। আপনি যদি আপনার মঙ্গল চান, অমন কথা আর মুখে আনিবেন না। আপনার কথায় যদি আমরা বিশ্বাস করিতাম, সেই কথা যদি সকলকে জানাইতাম, তাহা হইলে আপনার বিস্তর ক্ষতি হইত। যে ক্ষুদ্র ব্যবসাটী আপনি চালান, তাহাতে আর সম্ভ্রম থাকিত না।

রডিন।—(সগর্ব্বে) আপনার কাছে আমি শিক্ষানবিসী করিতে আসি নাই ; আপনার ও সব ভুয়াকথা শুনিতেও চাহি না।

কাউণ্ট।—(ঘৃণাপূর্ব্বক) দেখ রডিন ! নির্লজ্জ বদমাসলোকদিগকে দমন করিবার শত শত পন্থা বিদ্যমান আছে।

শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে অদ্রিয়াণী এই সময় একবার কাউণ্টের দিকে কোমল কটাক্ষপাত করিলেন। সে ইঙ্গিত না দেখিয়াই রডিন একটু নম্রস্বরে কহিলেন, "আমার মত গরীব বৃদ্ধলোককে বৃথা ভয় দেখাইয়া আপনার কি লাভ ?—দ্বিতীয়তঃ—"

কাউণ্ট।—(বলিতে না দিয়া) দেখ রডিন ! তোমার মত গরীব বৃদ্ধলোক বয়সের দোহাই দিয়া দুষ্কর্ম্ম করে, তাহাতে কেবল বয়সের অবমাননা করা হয়। তোমার মত লোকেরা যেমন কাপুরুষ, তেমনি দুরন্ত।

তোমার ন্যায় লোকদিগকে বেশী শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। বয়সের কথায় আরও বলি, শীকারী আর পুলিসের লোকেরা বৃদ্ধব্যাঘ্রকে আর বৃদ্ধ তস্করকে সসম্ভ্রমে সেলাম দেয়। এ কথা তুমি সত্য বলিয়া স্বীকার কর কি না?

রডিন।—(শান্তভাবে) বৃদ্ধ ব্যাঘ্র অথবা বৃদ্ধ চোরের দৃষ্টান্ত না তুলিয়া আপনি স্মরণ করিবেন, আমি শীকারীও নই, পুলিসও নই। যিনি যাহা বলেন, জীবনে আমি তাহা কখনও খণ্ডন করিতে চেষ্টা করি না, ইচ্ছাও রাখি না।

কাউন্ট।—কখনই চেষ্টা কর না?

রডিন।—কখনই না। যখন আমি করি, তাহাই যথেষ্ট। যখন আমি দেখিলাম, এই সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া কুমার জালমার অন্তরে ভয়ানক উগ্র অনুরাগ প্রবল হইয়া উঠিল, তখন আমি—

অদ্রি।—(বাধা দিয়া মৃদু হাসিয়া) রাজকুমার প্রেমানুরাগী হইয়াছিলেন, ইহা আপনি জানিতেন; আমারে দেখিয়া রাজকুমারের উগ্র অনুরাগ হইয়াছিল, ইহা আপনি জানিতেন, নিজমুখে স্বীকার করিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল, আপনি আমার কতদূর অপকার করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন। এখন উভয়ে আমরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুখে থাকিব, সেই সুখ দেখিয়া দেখিয়া আপনি বিষানলে দগ্ধ হইবেন; তাহাই আপনার উপযুক্ত শাস্তি।

রডিন।—আমি তিরস্কারও চাহি না, শাস্তিও চাহি না। যাহা আমি করিয়াছি, ভবিষ্যতে ফল দেখিয়া তাহার ভাল-মন্দের বিচার হইবে। আপনি অপর একজন পুরুষকে ভালবাসেন, রাজপুত্রকে আমি এ কথা বলিয়াছি সত্য; রাজকুমার অপর একটী রমণীকে ভালবাসেন, আপনাকে আমি এ কথা বলিয়াছি সত্য; কিন্তু তাহা কেবল আপনাদের উভয়ের উপকারের জন্য। আপনার প্রতি আমার যেরূপ স্নেহ জন্মিয়াছে, তাহাতে আপনার উপকার অন্বেষণ করাই আমার কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে আপনার জন্য আমি যাহা যাহা করিয়াছি, তাহা ভুলিয়া আজ আপনি আমাকে তিরস্কার করিলেন, ইহাতে আমার বড় বিস্ময় জন্মিল। অভিযোগ করিতেছি না, অপরাধখণ্ডনের চেষ্টা করা যেমন আমার অনভ্যাস, অভিযোগ উপস্থিত করাও সেইরূপ অনভ্যাস।

কাউণ্ট।—বাঃ!—দিব্য একজন বীরপুরুষের কথা! যে সকল দুষ্কর্ম্ম তুমি করিয়াছ, তাহার সাফাই দিতে চাও না, কেহ তোমাকে সেই কথা বলিলে অভিযোগ করিতেও চাও না! ধন্য সহিষ্ণুতা!

রডিন।—আমি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি? আপনি কি হিঁয়ালী পাঠ করিতেছেন?

কাউণ্ট।—(সক্রোধে) কি!—হেঁয়ালী পাঠ?—দুষ্কর্ম্ম তুমি কর নাই?—মিথ্যাকথা বলিয়া একটী রাজপুত্রকে নিরাশা-সাগরে ডুবাইয়াছ! তোমার মিথ্যাকথার কুহকে রাজপুত্র দুইবার আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রডিন! ইহা কি কিছুই নহে? মিথ্যাকথা বলিয়া সেইরূপে এই সুশীলা কুমারীকে তুমি অসীম যন্ত্রণা দিয়াছ। আজ আমি আসিয়া প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ না করিলে নিরাশানলে ইনিও হয়ত আত্মপ্রাণ আহুতি দিতেন। রডিন! ইহা কি কিছুই নহে?

রডিন।—আচ্ছা, মহাশয়! নিরাশানলে দগ্ধ হইয়া ইঁহারা প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিবেন, কি অভিসন্ধিতে?—কি উপকারের প্রত্যাশায় আমি তাহার হেতু হইয়াছিলাম, তাহা কি আপনি আমারে বলিতে পারেন?

কাউণ্ট।—(ত্বরিতস্বরে) বড় একটা উপকারের প্রত্যাশা সন্দেহ নাই; ভয়ানক

ফন্দী সন্দেহ নাই। কিন্তু কি যে উপকার, কি যে ফন্দী, তুমিই তাহা জান, সজ্জনের কাছে গোপন। পরের বিপদে, পরের অমঙ্গলে, পরের দুঃখে, পরের যন্ত্রণায় যাহাদের আনন্দ, যাহাদের উপকার, যাহাদের লাভ, তুমি নিশ্চয়ই তাহাদের দলের একজন।

রডিন —(সেলাম করিয়া) আপনি বেশী কথা বলিতেছেন। আচ্ছা, লাভ যদি থাকে, সেই লাভেই আমি পরম সন্তুষ্ট।

কাউন্ট।—তোমার নির্লজ্জতায় আমি বিমোহিত হইব না। ব্যাপার গুরুতর, অত বড় বিশ্বাসঘাতকতা, অত বড় ধূর্ত্ততা, কিছুতেই উপেক্ষিত হইতে পারে না। রাণী দিজিয়ার আমাদের এই কুমারী অদ্রিয়াণীকে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা করেন, সেই রাণীর কুপরামর্শে তোমরা এই সকল দুষ্টরঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছ না, তাই বা কে বলিতে পারে ?

বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক অদ্রিয়াণী এই সকল কথা শুনিতেছিলেন। কি একটা গূঢ়-তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িল, ইহা বুঝিয়া তিনি সহসা চমকিয়া উঠিলেন। বিনা ক্রোধে, সরল-ভাবে রডিনকে তিনি বলিলেন, "আমরা শুনিয়াছি, সুখের প্রেমে অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদিত হয়, ইহা সত্য বলিয়াই আমার পূর্ণ বিশ্বাস। একটু চিন্তা করিয়া, কতকগুলি পূর্ব্বঘটনা স্মরণ করিয়া আমি বুঝিতেছি, যাহা আপনি করিয়াছেন, তাহাতে এক নূতন তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।"

রডিন।—কি নূতন তত্ত্ব প্রিয়ম্বদে ?

অদ্রি।—আমি যাহা বুঝিয়াছি, কয়েকটী পূর্ব্বকথা মনে করিয়া দিলেই আপনিও হয় ত তাহা বুঝিবেন। সেই দুঃখিনী কুঞ্জকন্যা সাধুতার আদর্শ দেখাইয়া আমার প্রতি ভক্তি করিত, অকপট স্নেহভক্তির অনেক প্রমাণ আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাহার মনে কিছু-মাত্র কপটতা ছিল না। আপনি বুঝিবেন, সেই কন্যাটী আপনাকে ঘৃণা করিত। অকস্মাৎ সেই দুঃখিনী আমার গৃহ হইতে পলাইয়া যায়, সেই উপলক্ষে আপনি আমার কাছে তাহার অনেক দোষের কথা কীর্ত্তন করেন। এই শ্বশুর মণ্টোব্রণ আমারে কন্যাতুল্য স্নেহ করেন, ইনিও আপনাকে ভাল লোক বলেন না। আমাদের মধ্যে যাহাতে মনোমালিন্য জন্মে, পদে পদে আপনি সে চেষ্টা করিয়াছেন। অব-শেষে রাজকুমার জাল্মা। আমার প্রতি রাজ-কুমারের প্রেমানুরাগ জন্মিয়াছিল, ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা খেলাইয়া আপনি সেই অনু-রাগ নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এ সকল চক্র খাটাইবার আপনার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আমি জানি না বটে, কিন্তু স্পষ্ট বোধ হয়, ভয়ানক দুষ্ট মৎলব।

রডিন।—(তীব্রস্বরে) এ কি !—এ কি ! আমি আপনার যত উপকার করিয়াছি, দেখি-তেছি আপনি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন।

অদ্রি।—কি উপকার ? — ডাক্তার বেলি-নিয়ারের পাগ্‌লা-গারদ হইতে আপনি আমারে খালাস করিয়াছেন, ইহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনি যদি সেরূপ দয়া প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে আমার এই পিতৃতুল্য বন্ধু কাউন্ট মণ্টোব্রন শীঘ্রই হউক, অথবা কিছু বিলম্বেই হউক্ নিশ্চয়ই আমারে সেই অন্ধকূপ হইতে মুক্ত করিয়া আনিতেন।

কাউন্ট।—ঠিক কথা, বৎসে !—ঠিক কথা ! বন্ধু দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হইত, তোমার শত্রুরা সেই কার্য্য করিয়া অগ্রে বাহা-দুরী লইতে গিয়াছিল।

রডিন।—(তীব্রকণ্ঠে) তুমি জলে ডুবিয়া মরিতেছিলে, অনেক বিলম্বে তোমাকে তুলিত,

আমি যথাকালে শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছি, সে জন্য আমার কাছে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করাটা অন্যায় হয় বটে!

অদ্রি।—(মৃদু হাস্য করিয়া) উপমাটা ঠিক হইল না। পাগ্‌লা-গারদ একটা নদী নহে, আপনি যদিও ডুবুরীর কার্য্য করিতে পারেন কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনার সাঁতার দিবার প্রয়োজন হইত না। গারদের দ্বার আপনা আপনি মুক্ত হইয়া যাইত।

কাউন্ট।—(হাস্য করিয়া) ঠিক বলিয়াছ, বৎসে!—ঠিক বলিয়াছ!

অদ্রি।—(রডিনের প্রতি) আপনি কেবল আমারেই কারামুক্ত করিয়াছেন, এমন নয়, মার্শেল সাইমনের মেয়েদুটীকেও আপনি উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু মহাশয়! আমি বোধ করি, আপনি যদি অতদূর কষ্ট স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে কন্যাপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিদেশীয় ডিউকের চেষ্টা কদাচ বিফল হইত না। আরও, বৃদ্ধ দাগোবার্টের সম্রাট্‌দত্ত সম্ভ্রমপদক আপনি ফিরাইয়া দিয়াছেন, তাহাও এক চমৎকার উপকার বটে! তাহা ছাড়া আবি আইগ্রিণীকে এবং ডাক্তার বেলিনিয়ারকে আপনি ভণ্ড-ধার্ম্মিক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। না করিলেও, আমি নিজে তাহাদের ভণ্ডামী ধরিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। যাহা হউক্, যাহা যাহা আপনি করিয়াছেন, তাহাতে আপনার বিশেষ পাণ্ডিত্যের—বিশেষ বুদ্ধিমত্তার, বিশেষ চাতুর্য্যের পরিচয় হইয়াছে।

কাউন্ট।—সাপ হইয়া কামড়াও, রোজা হইয়া ঝাড়াও, এই তোমার বাণিজ্য। এই বাণিজ্য-ব্যাপারে যাহারা ঠকে, সরলমনে তাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, "রডিন! তুমিই বুঝি সেই?"

স্পষ্ট স্পষ্ট উক্তি শ্রবণ করিয়া রডিনের অন্তরাত্মা একবার কাঁপিল। অবয়বের চাঞ্চল্য কিছুই লক্ষিত হইল না; পুরাতন টুপীটী হাতে করিয়া নতমস্তকে বারংবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মট্‌কাইতে লাগিলেন। ইহাতেই যাহা কিছু চাঞ্চল্য অনুমিত হইল। আর একটী লক্ষণ নূতন;—রক্তশূন্য নেউলনেত্র প্রায়ই সর্ব্বদা অর্দ্ধমুদিত থাকে, এই সময় সহসা সেই দুইচক্ষু বিকসিত হইল, কেন্দ্রে কেন্দ্রে রক্ত ছুটিল। অদ্রিয়াণীর দিকে ফিরিয়া নমস্কার করিয়া অকম্পিতস্বরে তিনি কহিলেন, 'সুপরামর্শ এবং সরলতা সর্ব্বত্র আদরণীয়।"

অদ্রি—(উত্তেজিত-স্বরে) দেখুন্ মহাশয়! সুখের প্রেম অবিচ্ছেদে প্রেমিকগণকে অপূর্ব্ব ক্ষমতা প্রদান করে। মনুষ্যদের ক্ষমতা, নূতন উৎসাহ, নূতন সাহস এবং নূতন তেজস্বিতা সেই প্রেম হইতে উৎপন্ন হয়। যখন হয়, প্রেমিক তখন বিপদের নামে উপহাস করে, অপরের ছলনা-চাতুরী ধরিয়া ফেলে এবং হিংসা-বিদ্বেষকে তুচ্ছজ্ঞানে উড়াইয়া দেয়। যুগল-প্রেমিকের যুগল-হৃদয়ে স্বর্গীয় আলো বিকাশ পায়, সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, চক্রী-লোকের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া ফেলে। দেখুন, ভারতবর্ষের কথায় আজকাল আমি কিছু আমোদ পাই,—ভারতবর্ষে পথিকেরা যখন পথে পথে নিশাকালে নিদ্রা যায়, তখন তাহারা শয়নস্থানের চারিধারে আগুন জ্বালে। যতদূর আলো যায়, ততদূরে বিষধর কীট, পতঙ্গ, সর্পাদি ঘেঁসিতে পারে না। কেননা, তাহারা অন্ধকার ভালবাসে, আলো দেখিলে ভয় পায়।

রডিন।—(অঙ্গুলী মট্‌কাইতে মট্‌কাইতে রক্তচক্ষু খুলিয়া) এই উপমার অর্থটা আমার ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হইল না।

অদ্রি।—(মৃদু হাসিয়া) তবে আর একটু

পরিষ্কার করিয়া বলি। বোধ করুন, শেষকালে আপনি আমার আর রাজকুমারের যে উপকার করিলেন, তাহা কেবল উপকার করিবার ইচ্ছাতেই অনুষ্ঠিত হইল। এই উপকার আমার চক্ষে নূতন প্রতিভা-সম্পন্ন।

কাউণ্ট।—(সানন্দে) চিরজীবী হও, বৎসে!—চিরজীবী হও! তোমার ঐ বাক্যেই মীমাংসার চূড়ান্ত হইবে।

রডিন।—(অচঞ্চলে) তবে কি ঐটী চূড়ান্ত শূল ?

অদ্রি।—(হাস্য করিয়া) না মহাশয়। তাহা নয়। একটী নিরীহ কুমারীর সঙ্গে একজন জগৎহিতৈষী বৃদ্ধ দার্শনিকের সরল কথোপকথন মাত্র। বোধ করুন, পুনঃপুন আপনি আমাদের যে উপকার করিলেন, তাহাতে হঠাৎ আমার চক্ষু ফুটিয়া গেল। বোধ করুন, যে বিধাতা মাতৃহৃদয়ে সন্তান-রক্ষণের বুদ্ধি প্রদান করেন, সেই বিধাতা আমারে স্বত্ব-রক্ষণের শক্তি দিয়াছেন। ঈশ্বরদত্ত শক্তিপ্রভাবে আমি এখন কাজেই জানিতে পারিতেছি, আপনি আমাদের বন্ধু নহেন, সাংঘাতিক শত্রু!

রডিন।—তবে এখন সেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অনুমানের উপর আসিয়া পড়িল।

অদ্রি।—(মৃদু হাসিয়া) দয়া করিয়া যদি ভাবিয়া লন, তবে এই অনুমানটাই নিশ্চয় হইয়া যাইবে। এতদিন আপনার যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ ছিলাম, এখন আমার চক্ষু ফুটিয়াছে। রাগ নাই, হিংসা নাই, ঘৃণা নাই, কেবল অনুতাপ আসিতেছে;—আপনার ন্যায় জ্ঞানবান্, বুদ্ধিমান্ মহৎলোক এতাদৃশ কুচক্রে সংলিপ্ত, এত সব নিষ্ঠুরকাণ্ডে পরিপক্ব, পরিশেষে উপহাসাস্পদ; একটী ক্ষুদ্র স্ত্রীলোকের নিকটে পরাজিত হইলেন, ইহা বড়ই কষ্টকর। আপনার ততদূর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ততদূর কপট কৌশলের তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র একটী নিরস্ত্র স্ত্রীলোকের নিকটে ব্যর্থ হইয়া গেল, ইহাও সামান্য পরিতাপের বিষয় নয়। এতাবধি আমি আপনাকে ভয়ঙ্কর জাতশত্রু বলিয়া চিনিলাম। ভবিষ্যতে আপনি আমাদের অনিষ্টচেষ্টা করিবেন, ইহাও জানিতেছি। কিন্তু এতকাল যে যে কৌশলে অনিষ্টসাধন করিলেন, ভবিষ্যতের কৌশলও বোধ হয়, তদপেক্ষা নূতন হইবে না। অতীতকালের কৌশলজাল আমি যখন ছিন্ন করিয়াছি, ভবিষ্যতের জালও তখন ছিন্ন করিতে পারিব এমন বিশ্বাস রাখি। এক কথায় বলিয়া দিই, আর আমি আপনাকে ভয় করি না। কল্য অবধি আমার পরিবারের সকলে একত্র মিলিত হইয়া সাবধানতার সূত্র বিস্তার করিবে। আপনাদের দৌরাত্ম্যের কথা কল্য আমি সকলকে জানাইয়া দিব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত বিপুল সম্পত্তি আপনারা ঠকাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, যাহাতে তাহা কৃতকার্য্য না হন, এখন অবধি আমরা তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিব। আপনি নিজ মুখেই আমাকে বলিয়াছিলেন, আমাদের শত্রুগণ অতিশয় প্রবল, অতিশয় কৌশলনিপুণ। ইষ্টসিদ্ধি করিতে তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা পাইবে, আমরা যেন সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকি। মহাশয়! আপনার সেই উপদেশ আমি সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিব। অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আপনার সঙ্গে আমি সরল ব্যবহার করিব, এখন দেখিলেন, সে অঙ্গীকার আমি পালন করিলাম।

রডিন।—আমাকে যদি শত্রু ভাবিয়া থাকেন, তবে আর সে সরলতায় পদার্থ কি রহিল ? আরও একটী কথা, আপনি আমাকে পরামর্শ দিবেন, এইরূপ এক অঙ্গীকার ছিল।

অদ্রি।—আমার পরামর্শ অতি সংক্ষিপ্ত। যেরূপ দৌরাত্ম্য আপনারা করিতেছেন, এখন

অধিক আর সেরূপ করিবেন না। আপনার এবং আপনার দলের লোকের যতদূর শক্তি, তদপেক্ষা বেশী শক্তি আমাদের পক্ষে সহায়। কি শক্তি জানেন?—সুখরক্ষার নিমিত্ত একটী রমণীর দৃঢ়সঙ্কল্প।

শেষকথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কুমারীর বদনে একপ্রকার অপূর্ব্ব উজ্জ্বল আভা প্রভাসিত হইয়া উঠিল। মূর্ত্তিদর্শনে নির্ভয় রডিনের নির্দ্দয় হৃদয়েও ভয়ের সঞ্চার হইল।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া নীচস্বরে রডিন কহিলেন, "সুন্দরি কুমারি! আর হয় ত এ জন্মে আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না। একটী কথা স্মরণ রাখিবেন, অপবাদ-খণ্ডনের চেষ্টা আমি করি না, ভবিষ্যতে তাহার প্রমাণ পাইবেন। আপনি আমাকে শত্রু বলিলেন, তথাপি জানিবেন, আমি আপনার অনুগত গরীব কিঙ্কর।"

এইরূপে বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া কুমারীকে এবং কাউণ্টকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন পূর্ব্বক নির্লজ্জ রডিন সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

রডিন বাহির হইবামাত্র অদ্রিয়াণী দ্রুতপদে টেবিলের নিকটে গিয়া ক্ষিপ্রহস্তে একখানি পত্র লিখিলেন, শীলমোহর করিলেন, ত্বরিতস্বরে কাউণ্ট মণ্টোব্রণকে কহিলেন, "কল্যকার পূর্ব্বে রাজপুত্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না, অতএব তাঁহাকে লিখিলাম, রডিনের ন্যায় শত্রু আমাদের পশ্চাতে, সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবেন।"

কাউণ্ট।—বেশ করিয়াছ। পত্রখানি আমার হস্তে দাও! আজ সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে যাইবার কথা আছে, তাহা যেন স্মরণ থাকে ভুলিও না।"

পত্রখানি কাউণ্টের হস্তে দিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "প্রকারান্তরে চিত্তকে সুস্থির রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ঐ হতভাগা বদমাস লোকটার সঙ্গে এতক্ষণ বকাবকি হাঁকাহাঁকি করিয়া আমার মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

এইখানে বিদায়। কাউণ্ট মণ্টোব্রণ বিমর্ষবদনে অস্থির চিত্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, শান্তিলাভ করিয়া প্রসন্নবদনে সুস্থচিত্তে গৃহ হইতে বিনিক্রান্ত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিভ্রমণ।

মার্চ্চমাসের প্রায় অবসান। ফরাসীরা এই সময়কে বসন্তকাল বলেন। দিবসের শেষভাগ। বিলাসপ্রিয় নরনারী প্রশস্ত-ক্ষেত্রে বায়ুসেবনে বহির্গত হইয়াছেন। কেহ অশ্বারোহণে, কেহ শকটারোহণে, কেহ কেহ বা পাদব্রজে। বিলাসক্ষেত্রের পথে দুইদিকে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী রবিকর-পরিশূন্য, সুবাসে আমোদিত, সুবায়ুপ্রবাহে সুসেবিত। সেই কুঞ্জবাটিকার নিকট অনেক লোক একত্র হইয়া একখানি পরমসুন্দর শকট দর্শন করিতেছে।

অতি চমৎকার অভিনব শকট। ইউরোপখণ্ডের মধ্যে পারিসের তুল্য বিলাস-নগরী আর দ্বিতীয় নাই; পারিসনগরে বড় বড় ধনী লোকের বাস, কিন্তু ইতিমধ্যে তাহারা কেহই

এতাদৃশ মহামূল্য বিচিত্র শকট—এতাদৃশ পরম সুন্দর শকটাশ্ব কোথাও সন্দর্শন করেন নাই।

এই শকটখানি শ্রীমতী কুমারী অদ্রিয়ানীর। সম্মুখাসনে কাউণ্ট মণ্টোব্রণ আসীন। পশ্চাতাসনে বিচিত্র-বসন-ভূষণ-সজ্জিতা সুন্দরী অদ্রিয়াণী; তাঁহার দক্ষিণভাগে কাউণ্টের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী লেডী মরিণবল্। ইনিও দেখিতে দিব্য সুশ্রী, সজ্জাও অতি সুন্দর।

শকটাশ্বেরা মৃদুগতিতে চলিয়াছে। পথিকেরা অদ্রিয়াণীকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছে। যাহারা চিনিত, তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতেছে, "কি আশ্চর্য্য! কে বলিয়াছিল এই সুন্দরী পাগলিনী?—পাগলের চেহারা কেমন হয় এ সংসারে কে তাহা না জানে? কুমারী অদ্রিয়াণীর রূপলাবণ্য, ওষ্ঠাধরের সুমধুর হাস্য, চন্দ্রমুখের সুমধুর বচন এই সহরের অসংখ্য লোককে পাগল করিয়া দিতে পারে।"

পারিসের কামিনীপুঞ্জ আপনাদিগকে [illegible]অপেক্ষা সুন্দরী মনে করিয়া অহঙ্কারে গর[illegible]। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উপর কৃত্রিম সৌন্দর্য্য যোগ করিয়া তাঁহারা মদগর্ব্বে পৃথিবী [illegible]দেখিতে পান না। সুললিত কটাক্ষে তাঁহারা [illegible] একবার অদ্রিয়াণীর রূপ দেখিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইলেন; যে দুই একজনের প্রকৃতি [illegible], গৌরবে প্রশংসা করিয়া তাঁহারা চুপি চুপি কাণাকাণি করিলেন, "ডাক্তার বেলিনিয়ার [illegible] সুন্দরীকে উন্মাদিনী স্থির করিয়া গারদে [illegible]য়াছিলেন। হায় হায়! কি নিষ্ঠুরতা!" [illegible] বুদ্ধিমতী প্রৌঢ়া সুন্দরী কহিলেন, চুপ কর তোমরা! ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী [illegible] গর্ব্বিতা বউরাণী ইঁহাকে বিবনয়নে [illegible]। অনেকতক চক্রীলোকের সহিত [illegible] করিয়া তিনিই ইঁহাকে পাগ্লাগারদে পাঠাইয়াছিলেন। এখন সত্যকথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।"

কোন দিকের কাহারও কথায় অদ্রিয়াণীর কর্ণ নাই। প্রফুল্লবদনে লেডী মরিণবলের সহিত গল্প করিতে করিতে তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। শকট মৃদুগতিতে চলিতেছে। এই সময় ক্ষুদ্র একটী বালিকা ছিন্নবস্ত্র পরিধানে, মলিনবদনে শকটের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। তাহার চক্ষে জল পড়িতেছে, কুমারীর নিকটে কিছু ভিক্ষা চাহিতেছে।

শকট ধীরে ধীরে চলিতেছে। করুণা ভিক্ষা করিতে করিতে বালিকাটীও সমভাবে চলিতেছে। যেখানে বেশীলোকের জনতা, দেখিতে দেখিতে শকটখানি সেই স্থান অতিক্রম করিয়া একটু দূরে গিয়া পড়িল। নিকটে আর লোক নাই। শকট হইতে বামদিকে একটু ঝুঁকিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী সস্নেহবচনে বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আর কে কে আছে?"

সজলনয়নে বালিকা উত্তর করিল, "কেহই নাই। মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, সংসারে আমার বলিবার কেহই নাই।"

অদ্রি।—তবে তোমারে খাইতে দেয় কে?

বালিকা।—একজনের বাড়ীতে আমি থাকি, সে আমারে ফুলের তোড়া বেচিতে দেয়। পথে পথে যে দিন আমি বেচিতে পারি, সে দিন আমাকে কিছু খাইতে দেয়; যে দিন সুধুহাতে ফিরিয়া যাই, সে দিন আমাকে প্রহার করে।

অদ্রি।—(কাউণ্টের প্রতি মৃদু হাসিয়া) মহাশয়! আপনি কখনও এ জন্মে সুন্দরী কুমারী লইয়া পলায়ন করেন নাই। আজ একটু শিক্ষানবিসী করুন! হাত ধরিয়া এই বালিকাটিকে গাড়ীতে তুলুন!

কাউন্ট।—(সবিস্ময়ে) এ আবার কি খেয়াল? এ আবার কি নূতন পাগ্‌লামী!

অদ্রি।—(মৃদু হাসিয়া) পাগলামী নয়, মানে আছে, আজ আমার অতি আনন্দের দিন! সুখ-স্বপ্নে যাহা আমি কর্ত্তব্য ভাবিব, তাহাই আজ আমি করিব। আপনি আমার অনুরোধ রাখুন, উহাকে তুলিয়া লউন।

আর কথা কাটাকাটি না করিয়া কাউন্ট মণ্টোব্রণ একটু হেলিয়া হাত বাড়াইয়া মেয়েটীকে গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। একদিকে অদ্রিয়াণী, একদিকে লেডী মরিণবল। মাঝখানে মেয়েটীকে বসাইয়া তাঁহারা কাপড় ঢাকা দিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। ভয়ে বিস্ময়ে জড়ীভূতা হইয়া বালিকা কাঁদিতে লাগিল। কাউন্টকে সম্বোধন করিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন,—"আর না আর ভ্রমণের আবশ্যক নাই। শকটচালককে বলুন, বাড়ীতে ফিরিয়া চলুক।"

কাউন্ট সেইরূপ আদেশ দিলেন। গাড়ী ফিরিয়া চলিল যাইতে যাইতে অদ্রিয়াণী ভাবিলেন, মনুষ্যজীবনে কতই অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা হয়, অগ্রে তাহা কেহই জানিতে পারে না। এই বালিকাকে পাইয়া আমার আশা হইতেছে, আবার বুঝি সেই কুব্জাকন্যাকে ফিরিয়া পাইব। আপাততঃ এই ভাল। স্থানটী শূন্য আছে, কিয়দংশ পূর্ণ হইল।

গাড়ী চলিতেছে। রথ্যাবাটিকার এক বৃক্ষতলে অনেক লোকের ভিড়, আরও অনেক লোক এদিক ওদিক হইতে ছুটিয়া সেইদিকে যাইতেছে। তাহা দর্শন করিয়া লেডী মরিণবল আপন পিতৃব্যকে কহিলেন, "কাকা! দেখুন।—দেখুন! ঐখানে কত লোক! ওখানে কি হইয়াছে, গাড়ী থামাইয়া একবার দেখিলে হয় না?"

কাউন্ট।—(ঘড়ী দেখিয়া) না মা! হইতে পারে না। বেলা ছটা। আর দুই ঘণ্টা পরেই থিয়েটারে বাঘের নাচ আরম্ভ। আমরা বাড়ীতে যাইব, আহার করিব, আটটার পূর্ব্বে থিয়েটারে পৌছিতে হইবে, এখন এখানে গাড়ী থামাইতে গেলে দেরী হইয়া যাইবে। অদ্রিয়াণী! মা তুমি কি বল?

অদ্রি।—আমিও তাই বলি। ভিড় দেখিবার জন্য দেরী করা হইবে না। এখানে এখন দেরী করিতে হইলে আটটার মধ্যে আমরা থিয়েটারে আসিতে পারিব না।

গাড়ী চলিল। মণ্টোব্রণ কহিলেন, "আমার ক্রীড়াসভায় একবার আমাকে যাইতে হইবে। তোমরা থিয়েটারে যাইবে, আমি সভায় যাইব, সেখানে আমার আধঘণ্টা বিলম্ব হইবে।"

চকিতা হইয়া লেডী মরিণবল কহিলেন, "তবে কি আমরা কেবল দুটী ভগ্নীতেই—"

কাউণ্ট।—না, তোমার স্বামী তোমাদের সঙ্গে যাইবেন, আধঘণ্টা পরেই আমি গিয়া মিলিব।

গাড়ী চলিয়া গেল। এই সময় ভদ্রপরিচ্ছদধারী একটী বড়লোক একগাছি ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে জনতার একধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। কৌতুকবশে একটী যুবা ভদ্রলোককে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি হইয়াছে?—এত ভিড় কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "একটী কুব্জা স্ত্রীলোক পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া এই বৃক্ষতলে মূর্চ্ছা গিয়াছে।"

লোক।—একটা কুব্জা মূর্চ্ছা গিয়াছে! এই কথা?—এর জন্য এত ভিড়?—অমন কত কুব্জা কত জায়গায় গড়াগড়ি যায়; কে কত খবর রাখে?

যুবা।—বলেন কি মহাশয়! কুব্জা অকুব্জা যাহাই হউক না, ক্ষুধার জ্বালায় যদি

মরে, তাহা কি অসীম পরিতাপের কথা নহে?

লোক।—ক্ষুধার জ্বালায় যদি মরে!—মরিবে না ত কি হইবে?—কাজকর্ম্ম কিছুই করিবে না, পেটের জ্বালায় তাহারা মরিবে না ত কি আমি মরিব? তাহাদের মরাই ভাল।

খুব জোরে ছড়ি ঘুরাইয়া সেই বড়লোকটী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মনে বেদনা পাইয়া যুবা কহিলেন, "অনাহারে মানুষ মরিবে, ইহা শুনিয়া আপনার হাসি আসিল, আপনার প্রাণে কিছুমাত্র মায়া-দয়া নাই! আপনার হৃদয়ে রক্ত মাংস নাই!"

বড়লোক সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ছড়ি ঘুরাইয়া শীস দিতে দিতে অন্যদিকে চলিলেন। একটু দূরে একখানি জমকালো গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, সবুজ উর্দ্দীপরা একজন পদাতিক সেই গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া অন্য একদিকে চাহিয়াছিল। নিকটে গিয়া বড়লোক তাহার পায়ে ছড়ির গুঁতা মারিয়া রুক্ষভাবে কহিলেন, "তুই রাসকেল! এখানে দাঁড়াইয়া কি মাছি গণিতেছিস্?" গুঁতা খাইয়া লোকটা ফিরিয়া চাহিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল,—"মহাশয়—"

ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বড়লোক কহিলেন, "মহাশয়, মহাশয়, মহাশয়! রাস্কেল! মহুর ব্যারণ বলিতে তোর মুখে কি রক্তপাত হয়?"

পাঠকমহাশয় এখন পরিচয় পাইলেন, এই বড়লোকটী একজন মহুর ব্যারণ। খাঁটী পরিচয়ে আপনাদের পূর্ব্বপরিচিত বিখ্যাত বড় কুটীয়াল শ্রীযুক্ত ব্যারণ ক্রিপস্।

ব্যারণ ক্রিপস্ সগর্ব্বে গাড়ীতে উঠিয়া অন্যদিকে গাড়ী হাঁকাইয়া দিলেন।

একটী কুব্জা স্ত্রীলোক বৃক্ষতলে মূর্চ্ছাগতা। এই কুব্জা সেই সাগোবার্টের প্রতিপালিতা দুঃখিনী কুব্জা বন্ধু। অদ্রিয়াণীর সুখ-ভবন হইতে পলায়ন করিয়া কুব্জা কত স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছে, কুব্জাই তাহা জানে। অনেক অন্বেষণ করিয়া ভগিনী সিফাইসকে দেখিতে পাইয়াছে। সিফাইসের কষ্টের অবধি নাই। যদি কিছু উপায় হয়, সেই আশা করিয়া কুব্জা আজ আবার কুমারী অদ্রিয়াণীর নিকেতনে যাত্রায় চাহিতে যাইতেছিল, দুই দিনের অনাহারে অবিরত পথশ্রমে এইখানে আসিয়া মূর্চ্ছা যায়। দয়ালু লোকেরা অনেক প্রকার চেষ্টায় তাহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন, কুব্জা ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। কোথায় গেল, কেহই জানিল না।

* * * * * * *

রাত্রি আটটা। উত্তম উত্তম বেশভূষা পরিয়া অসংখ্য নরনারী মার্টিন থিয়েটারের সম্মুখের দরজায় সমাগত। লর্ড মরিণবল এবং লেডী মরিণবলের সঙ্গে শ্রীমতী কুমারী অদ্রিয়াণী এই সময় সেই স্থানে শকট হইতে অবরোহণ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নেপথ্য বিধান।

পোর্ট মার্টিন থিয়েটার পারিস নগরীমধ্যে একটী সুপ্রশস্ত নাট্যশালা। সেই নাট্যশালা বহুসংখ্যক কৌতুকী লোকে পরিপূর্ণ। চারিধার লোকারণ্য। মোরকের দুঃসাহসিক অভিনয়

দেখিতে সমস্ত পারিস সমুৎসুক হইয়া এই নাট্যশালায় সমুপস্থিত হইয়াছে।

মোরক যখন লিপ্‌জিক্‌ নগরের সরাইখানায় ছিল, তখন ছোট ছোট ধর্ম্মপুস্তক বিতরণ করিত, সুসমাচার বিক্রয় করিত। সে কারবারটা এখন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছে। পরিত্যাগ করিবার অন্য কোন কারণ সহসা উপলব্ধি হয় না; সে সকল ধর্ম্মপুস্তক (ক্রিষ্টিনাষ্টি) পারিসে কেহই লইবে না, সেই জন্য কাজে কাজেই পরিত্যাগ।

থিয়েটারের একটী সাজঘরে মোরক দস্তুরমত সাজিয়াছে। আপাদ মস্তক কৃষ্ণবর্ণ পোষাকে ঢাকা, রক্তবর্ণ দীর্ঘ শ্মশ্রু আবক্ষ বিলম্বিত, মস্তকের রক্তবর্ণ চুলের উপর দীর্ঘ একখানা শ্বেতবর্ণ রুমাল বাঁধা। জর্ম্মনীর গোঁড়া মিশনরী পারিসের নূতন অভিনেতা, এই মোরক অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিতে জানে। তাহাকে যাহারা নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে, তাহারা পারিসের যেসুইৎসম্প্রদায়ের পাদ্রী। অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিতে তাহারাও বিলক্ষণ পটু।

ছিন্নবসন পরিধান করিয়া এক পাশে বসিয়া আছেন অভাগা জাকুইস্‌ রেনীপন্ট। ছিন্নবসনেই প্রাণান্ত হইবে, ইহা স্থির জানিয়া তিনি আর এখন পারিপাট্যে কিছুমাত্র মন দেন না। দারুণ অগ্নিকাণ্ডে হার্ডি সাহেবের কুঠী ভস্ম হওয়া অবধি রেনীপন্ট আর একদিনও মোরকের সঙ্গ ছাড়েন না। প্রতিরাত্রেই দেদার মদ খাওয়া হয়। মোরকের লোহার মাথা, পাষাণের দেহ, মদে তাহার কোন অপকার করিতে পারে না; কিন্তু রেনীপন্ট দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছেন। তাঁহার চেহারা একেকালে যেন ভূতের মত হইয়াছে। হৃদয়ের সমস্ত সৎপ্রবৃত্তি এখনও তাঁহাকে পরিহার করিয়া যায় নাই, যে গুলি আছে, জাকুইস্‌ সে গুলিকে দিবা-রাত্রি মদে ডুবাইয়া রাখেন। নিশাকালে মদের সঙ্গে মদিরাক্ষ বারাঙ্গনা। মোরক প্রচুর পরিমাণে তাহাও জুটাইয়া দেয়, সমস্ত খরচ মোরকের। মোরক কিন্তু বড় সাবধান, বড় চতুর রেনীপন্ট পাছে স্বাধীন হইয়া বাহির হয়, সেই ভয়ে তাঁহার হাতে নগদ টাকা দেয় না।

অনেকক্ষণ মোরকের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘনিষ্ঠভাবে জাকুইস কহিলেন, "তোমার কারবারটী কিন্তু বেশ। জগতে এখন তোমার তুল্য দুইজন নাই। কেবল আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই কারবারে তুমি অবিচলিতচিত্তে লিপ্ত থাকিতে পার না।"

মোরক।—কেন বল দেখি?

জাকু।—সেই যে,—সেই চক্রীদলের ষড়যন্ত্র, যে যন্ত্রের আগুনে বাতাস দিবার জন্য তুমি আমাকে সর্ব্বদা মাতাল করিয়া রাখিয়াছ, সে যন্ত্রের সিদ্ধিকামনা সর্ব্বক্ষণ তোমাকে করিতে হয়।

মোরক।—অবশ্যই করিতে হয়। ষড়যন্ত্র খুব চলিতেছে, সিদ্ধির সময় এখনও আইসে নাই। সে জন্য তোমাকে সর্ব্বদা আমি নজরে নজরে নিকটে রাখি, শেষ দিন পর্য্যন্ত এইরকম রাখিব। তুমি কি ইহাতে অসুখী আছ?

জাকু।—কিছু না। অসুখী থাকিয়া কি করিব? আমাতে আর আছে কি? রাত্রীতে রাত্রীতে আমার দেহ পুড়িয়া রহিয়াছে, কেবল বারুদ ঠাসিব। ক্রমেই আগুন জ্বলিবে, আগুন জ্বলিলেই কেবল একটী কথা আমার মনে পড়ে।

মোরক।—কি কথা সেটী?

জাকু। কেন আর জ্বালাও? জানিয়া শুনিয়া কেন আর আমাকে তুষানলে দগ্ধ কর!

মোরক।—(ঘৃণাপূর্ব্বক) রাণী মাতাণী? এখনো? আজিও!

জাকু।—চিরদিন ভাবিব। যে দিন ভুলিব, সেই দিন মরিব।

আর তখন কথা হইল না। মোরকের সহকারী গলিয়াথ বেগে প্রবেশ করিল। দেখিয়াই মোরক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিলি যে, হইয়াছে কি? হইয়াছে কি?"

গলি।—ভারী ঝড় উঠিয়াছে। বাঘিনী আজ খেলিতে পারিবে না।

মোরক।—(চকিত হইয়া) কেন কি হইয়াছে? কেন পারিবে না?

গলি।—এইমাত্র আমি দেখিয়া আসিলাম, পিঞ্জরমধ্যে ছলী পাতিয়া বসিয়াছে, কাণ দুটী মাথার সঙ্গে মিশিয়াছে, বোধ হয়, কে যেন তাহার কাণ কাটিয়া লইয়াছে।

মোরক।—(দর্পণের সম্মুখে পাগড়ী বাঁধিতে বাঁধিতে) আর কিছু নয় ত?

গলি।—তাহার চক্ষু দুটী যেন বাতীর মত জ্বলিতেছে রাগে রাগে গোঁ গোঁ করিতেছে।

মোরক।—শক্ত বগ্‌লস্ লাগা!

গলি।—বগ্‌লসে বাঘিনী আটক হয়, কিন্তু বগ্‌লস্ মানে না, এমন একজন মানুষ আসিয়াছে।

মোরক।—কে সে?

গলি।—সেই ইংরাজ সাহেব।

মোরক চমকিয়া উঠিল। রক্তমুখ শুকাইয়া গেল, হাত দু'খানা দুইপাশে ঝুলিয়া পড়িল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই তাহাকে কি দেখিয়াছিস?"

গলি।—বেশ দেখিয়াছি, বেশ চিনিয়াছি। সেই প্রকাণ্ড নাক—সেই বিঘূর্ণিত চক্ষু!

মোরক কাঁপিয়া উঠিল। কম্প দেখিয়া জাকুইস ব্যস্ত সমস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই ইংরাজ?"

মোরক।—আমার পরম শত্রু। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। ডাকগাড়ীতে বেড়ায়, যেখানে আমি যাই, সেই খানে যায়; যেখানে আমি নামি, সেই খানে নামে; যেখানে আমি খেলা দেখাই, টিকিট কিনিয়া সেইখানে উপস্থিত হয়। আমি পারিসে পৌছিবার দুই দিন পূর্ব্বে সে লোকটা চলিয়া গিয়াছিল, ভাবিয়া ছিলাম, বাঁচিলাম; কিন্তু আবার আসিয়াছে।

জাকু।—তাহার নামে তোমার এত কম্প এত ভয় কেন?

মোরক।—তাহার সঙ্গে আমার বাজী আছে। সে বলিয়াছে, আমার বাঘেরা এক রাত্রে আমাকে ছিঁড়িয়া খাইবে। খায় যদি, সে লোকটা তাহা হইলে লক্ষ টাকা জিতিবে, সেইজন্য তীক্ষ্নদৃষ্টিতে খেলা দেখে। যখন আমি বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করি, তখন তাহার চক্ষু অন্যদিকে থাকে না। গলিয়াথ বলিতেছে, বাঘিনী আজ ক্ষেপিয়া রহিয়াছে, হয় ত আজ রাত্রেই আমাকে ছিঁড়িবে, সাহেবলোকটা বাজী জিতিবে। যা! গলিয়াথ! যা শীঘ্র গিয়া বাঘিনীর গলায় শক্ত বগ্‌লস্ লাগা!

গলি।—আস্বাদনে সকলেরই সাধ। তুমি ইচ্ছা করিতেছ, বাঘিনী আজ তোমার মাংস আস্বাদন করুক!—

এই ঠাট্টা ঝাড়িয়াই গলিয়াথ ছুটিয়া বাহির হইল। জাকুইস কহিলেন, "এতই যদি ভয়, তবে কেন বল না, বাঘিনী আজ পীড়িত আছে, খেলিতে পারিবে না।

মোরক।—তাহাও কি হয়?—প্রাণ-সঙ্কট জানি, তথাপি আমি বহুলোকের সম্মুখে বাহাদুরী পাইবার জন্য বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করি।

কাপুরুষ কেন হইব? মরি, মরিব; ছার প্রাণ যায় যাইবে; তবুও খেলিব।

এই সময় থিয়েটারের ম্যানেজার প্রবেশ করিলেন। মোরকের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "দর্শক লোকেরা বড় ব্যস্ত হইয়াছেন, গোলমাল থামাইতে অতি কম দশ মিনিট লাগিবে, এখন আমি ঘণ্টা দিতে পারি?"

মোরক।—আমি প্রস্তুত আছি, আপনি এখনই ঘণ্টা দিতে পারেন।

ম্যানেজার।—পুলিস-ইনস্পেক্টর আসিয়াছেন। তিনি হুকুম দিলেন, বাঘিনীর গলায় দোহারা শিকল লাগাইতে হইবে, রঙ্গভূমির সম্মুখের গহ্বরে লোহার খুঁটী পুতিতে হইবে, খুব শক্ত করিয়া বাঘিনীকে বাঁধিতে হইবে ইন্‌স্‌পেক্টর আবার তাহা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। আমরা বলিয়াছি, সকল দিক্ নিরাপদ রাখিব।

মোরক।—(স্বগত) সকল দিক্ নিরাপদ, কেবল আমি ছাড়া। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আপনি ঘণ্টা দিতে বলুন্।

ম্যানেজার সাহেব সাজঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

যবনিকা-উত্তোলন।

রঙ্গভূমির অদ্ভুত দৃশ্য। ভারতবর্ষের এক নিবিড় অরণ্য উচ্চ নিম্ন পাহাড়, পর্ব্বত; পাহাড়ে পাহাড়ে নানা জাতি বৃক্ষ, ধারে ধারে উচ্চ তরুরাজি, পশ্চাতে আকাশপটের ডোরা ডোরা ছবি। রঙ্গস্থলের সম্মুখভাগে বৃহৎ এক অন্ধকার গহ্বর। তাহার চারিধারে স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড দেখিলেই বোধ হয় যেন প্রকৃতির হস্তভ্রষ্ট হইয়া ঘূর্ণা-ঝটিকায় ঐ সকল প্রস্তর একত্রীভূত হইয়াছে।

রঙ্গভূমির এইরূপ চিত্র। এ চিত্র দেখিয়া কৃত্রিম মনে করে, কাহার সাধ্য? ফুটলাইট কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর অল্প নীলাভ আবরণ দীপ-রশ্মি অল্প ঘোর রক্তবর্ণ দেখাইতেছে। অন্ধকার নয় অথচ মনুষ্য-নেত্র কেমন এক প্রকার ভীষণ তমোজাল দর্শন করিতেছে।

নাট্যশালা লোকারণ্য। কোনদিকে কিছুমাত্র ফাঁক নাই। নিম্নের আসনে তিলধারণের স্থানাভাব। উপরের সুন্দর সুন্দর আসনগুলি বিবিলোকে পরিপূর্ণ। বামে দক্ষিণে কেবল দুটী রাজাসন সদৃশ বক্সাসন শূন্য রহিয়াছে।

সহরের যত সুন্দরী সুন্দরী কামিনী নূতন-কৌতুকে আগ্রহবর্ত্তী হইয়া এই নাট্যশালায় দর্শন দিয়াছেন। নব্য নব্য নাগরেরা যথা-যোগ্য আসনে উপবেশন করিয়া কৃত্রিম নেত্র দর্পণে রমণীলাবণ্য দর্শন করিতেছেন; মধ্যে মধ্যে গল্পও চলিতেছে। একটী যুবার গা ঠেলিয়া একটী যুবা বলিতেছেন,—"অমুক রাজ্যের রাণী আসিয়াছেন, বড় বড় লোকের কন্যারা আসিয়াছেন, দলফ ডিউকের পত্নী আসিয়াছেন। দেখ দেখ, কি মাধুরী! কি রূপ! কি যৌবন! কি চক্ষু! কি অধরোষ্ঠ! কি সুবর্ণকুন্তল শোভা! কি সুন্দর বসন-ভূষণ! এমন অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য সংসারে আর নাই।"

রমণীগণের রূপবর্ণনা হইতেছে, কোন থিয়েটারে কখনও যাহা হয় নাই, এই মার্টিন থিয়েটারে আজ রাত্রে তাহা অভিনীত হইবে, দুর্দ্ধর্ষ মোরকের সুখ্যাতি করিয়া কেহ কেহ উচ্চকণ্ঠে এ কথা বলিয়াও আস্ফালন করিতেছে।

দুখানি বক্স, আসন শূন্য ছিল, কুমারী অদ্রিয়াণী গিয়া একখানি অধিকার করিলেন, পার্শ্বে লেডী মরিণ্‌বল। পশ্চাতে লর্ড মরিণ্‌বল। অদ্রিয়াণীর হস্তে বৃহৎ একটী দিব্য গোলাপ ফুলের তোড়া।

সকললোকের চক্ষুই পিপাসু হইয়া অদ্রিয়াণীর সুধাংশুবদনে বিনিক্ষিপ্ত। যাঁহারা চিনিতেন, তাঁহারাও বিমোহিত, যাঁহারা চিনিতেন না, তাঁহারা ত এককালে হতজ্ঞান। যে যুবাটী ইতিপূর্ব্বে ডিউক-রমণীর রূপের প্রশংসা করিতেছিলেন, অদ্রিয়াণীর রূপ দেখিয়া তাঁহার মুখে আর বাক্য সরিল না। কুসুম দাম-সজ্জিতা, যৌবনমদ-গর্ব্বিতা সুন্দরী কামিনী-গণ এক একবার অদ্রিয়াণীকে দেখেন, এক একবার আপনাদের গাত্র নিরীক্ষণ করেন; হিংসা-বিষধরী ফোঁস করিয়া উঠে, লজ্জা আসিয়া সেই সকল হিংসা-কলুষিত মুখমণ্ডল বিবর্ণ করিয়া দেয়। রূপযৌবন-গর্ব্বিতা কামিনীগণ অদ্রিয়াণীকে দেখিয়া ম্লান-মুখী হইতেছেন। নিম্নাসনের দর্শকবৃন্দের উজ্জ্বল নয়ন নেত্রদর্পণ উচ্চদিকে উঠিয়া মজ্‌লীসের আলোকদীপ্তিতে ঝকমক্ ঝকমক্ করিতেছে।

আসনে বসিয়া হেঁট হইয়া কুমারী অদ্রিয়াণী বিচিত্র রঙ্গভূমি দর্শন করিতেছেন। পলিকের ভারত-ভ্রমণ-বিবরণ পুস্তকে ভারতারণ্যের বর্ণনা আছে। রাজকুমার জাল্‌মা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যাঘ্র-সংহার পূর্ব্বক কাফ্রী ক্রীতদাসের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; রঙ্গভূমি দেখিয়া সেই কথা অদ্রিয়াণীর মনে পড়িল। অন্যমনস্ক হইয়া তিনি তাহাই দেখিতে লাগিলেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তত বড় নাট্যমন্দিরের কোন্ দিকে কি হইতেছে, কোন্ দিকে কে কি বলিতেছে, সে দিকে তাঁহার চক্ষুও রহিল না, কর্ণও রহিল না।

অপর বক্সাসনের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। বৃহৎ এক পাগড়ী মাথায় দিয়া একটী লোক তন্মধ্যে প্রবেশ করিল; পাশাপাশি দুইখানি আসন সাজাইয়া রাখিল, চঞ্চল উজ্জ্বল-নেত্রে চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। কার্য্য হইয়া গেল, সেই লোক তৎপর আড়ে আড়ে চাহিয়া হেলিতে দুলিতে বাহির হইয়া গেল। সেই লোক সেই ফিরঙ্গী।

একটু পরে একটী পরমসুন্দর যুবা পুরুষ সেই বক্সাসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার পরিধান বিচিত্র বসন, অঙ্গে কাশ্মীরী চোগা, মস্তকে মূল্যবান্ উষ্ণীষ, কটিতটে সাটীনের কটিবন্ধ; সেই কটিবন্ধে মণিমণ্ডিত কোষে দীর্ঘ কিরীচ দোদুল্যমান। এই যুবাপুরুষটীই রাজকুমার জাল্‌মা।

আসনে বসিয়া রাজকুমার জাল্‌মা থিয়েটারের লোকারণ্য দর্শন করিলেন। উৎকণ্ঠিত-নয়নে প্রবেশদ্বারের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। কে যেন আসিবে, এখনও আসিতেছে না, কুমারের নয়নে সেই প্রকার প্রতীক্ষার উদ্বেগ।

অল্পক্ষণ পরেই সেই প্রতীক্ষা চরিতার্থ হইল। একটী পরমসুন্দরী যুবতী বক্সাসনে আসিয়া রাজকুমারের পার্শ্বে বসিল। সুন্দরী মোহিনীমূর্ত্তি! বড় বড় মজ্‌লীসের নর্ত্তকী-দের যে প্রকার সজ্জা, সেই প্রকার সুবিচিত্র বেশ-ভূষা। মুখখানি ক্ষুদ্র, সেই মুখে গোলাপী

ওষ্ঠে মধুর হাস্যরেখা। তাঁহার হস্তেও একটী ফুলের তোড়া।

এই মোহিনী আমাদের রোজপম্পান। কুমার জাল্মা যেমন গম্ভীরবদনে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, রোজ পম্পান তেমন পারিল না; চঞ্চলা পক্ষিণীর ন্যায় আসনে বসিয়া ক্ষণকাল যেন উড়িবার চেষ্টা করিল; খট্‌খট্ করিয়া সুখাসনের পায়া বাজাইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। সকলে তাহার রূপ দেখুক, বসন-ভূষণ দেখুক, ইহাই তাহার মনোগত ইচ্ছা। এইরূপে আসর জম্‌কাইয়া রসিকা বিলাসিনী হাবভাব-বিকাশে হস্তস্থিত গোলাপ ফুলের বৃহৎ তোড়াটী রাজকুমার জাল্মার নাসাগ্রে ধরিল।

এই সময় ফিরিঙ্গী আবার আসিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া রাজকুমারের পশ্চাৎ আসনে বসিল।

কুমারী অদ্রিয়াণী রঙ্গভূমি দর্শনেই একাগ্র নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। রাজপুত্র আসিলেন, একটী সুন্দরী যুবতী আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল, কিছুই তিনি জানিতে পারিলেন না। রাজপুত্র কিন্তু অদ্রিয়াণীকে দেখিলেন। অদ্রিয়াণী অর্দ্ধাঙ্গ অবনত করিয়া অন্যদিকে মুখ রাখিয়াছিলেন, রাজপুত্র তাঁহাকে তখন চিনিতে পারিলেন না।

বাদ্যযন্ত্রাসনে সমবেত বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। রোজ পম্পানের আনন্দের সীমা রহিল না। রোজ পম্পান সুহাসিনী নর্ত্তকী বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আপন গাত্রে পুষ্পস্তবক স্পন্দন করিয়া তাল দিতে আরম্ভ করিল। বাহু, স্কন্ধ অল্প অল্প দুলিল, নৃত্য-ভঙ্গীতে চরণযুগল বিচলিত হইল। বাদ্যের তালে তাহার এক আহ্লাদ জন্মিল যে, ইচ্ছা, উঠিয়া একবার একপাক নাচিয়া লয়।

চক্ষের সমীপে এইরূপ কাণ্ড হইতেছে, নূতন ধরণের যুবক-যুবতী আসিয়াছে, লেডী মরিণ্‌বল অনেকক্ষণ তাহা দেখিলেন। অবশেষে অন্যমনস্কা অদ্রিয়াণীর গাত্র স্পর্শ করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "ও দিকে কি, এ দিকে দেখ! থিয়েটারে মজা নয়, এই দিকেই বড় মজা!"

সচকিতে অদ্রিয়াণী চক্ষু ফিরাইলেন। কি দেখিলেন?—অপরা যুবতীর পার্শ্বে রাজকুমার জাল্মা;—মোহিনীবেশে সেই যুবতী হাসিয়া হাসিয়া রাজকুমারের নাসারন্ধ্র পথে সুবাসিত ফুলের তোড়া ঘুরাইতেছে।

মানময়ীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল! সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল! বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলিল! সহসা দুটী চক্ষু নিমীলন করিলেন। চাহিলে পাছে আবার দেখিতে হয়, সেই শঙ্কায় নেত্রনিমীলন। দস্যু আসিয়া মাথার উপর একবার ছোরা মারিয়াছে, আবার পাছে মারে, সেই ভয়ে আহত জীব যেমন চক্ষু বুজিয়া থাকে, ঠিক যেন সেই ভাবে অদ্রিয়াণীর নেত্র নিমীলন। মর্ম্মবেদনায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, নবপ্রেমপিপাসিনী আদরিণী অদ্রিয়াণী আপন মনে অনুতাপ করিয়া আপন মনেই কহিলেন, "এই কি আমার সুখের আশা?—অদ্য আমার পত্র পাইয়াও রাজকুমার এক বারাঙ্গনাকে লইয়া থিয়েটারে আসিয়াছেন? রডিন তবে ত মিথ্যা বলে নাই!'

কুমারীর মর্ম্মান্তিক যাতনার স্বরূপ চিত্র করা লেখনীর অসাধ্য। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাবান্তর, মুহূর্ত্তের মধ্যে চিন্তান্তর, মুহূর্ত্তের মধ্যে রূপান্তর। বিধাতাদত্ত শক্তিপ্রভাবে আত্মসংযমে তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল,' সেই ক্ষমতায় একটু শান্তভাব ধারণ করিয়া লেডী মরিণ্‌বলকে তিনি কহিলেন, "জুলিয়া!

আমারে তুমি নূতন কি দেখাইতেছ ? কিই বা নূতন, কিই বা আশ্চর্য্য ?”

লেডী উত্তর করিলেন, “দেখিতেছ না ? ভারতবাসী যুবকেরা এইমাত্র আসিয়া আমাদের সম্মুখে বসিয়াছে।”

অদ্রি।—তাহা ত দেখিয়াছি, কিন্তু কি তা ?

লেডী।—উহার মধ্যে দেখিবার নূতন কিছুই কি নাই ?

এইখানে লর্ড মরিশ্‌বল হাস্য করিয়া বলিলেন, “অত শত ধরিতে নাই। উহারা বিদেশীলোক, যদি কিছু বেচাল দেখায়, তাহা উহাদের স্বভাব।—হইতে দাও, দোষ ভাবিও না। আমাদের দেশের রীতি-পদ্ধতি উহারা জানে না। তাহা যদি জানিত, তবে কি আর এই মজ্‌লীসে সমস্ত পারিসবাসীর নেত্রসমক্ষে ঐ যুবাপুরুষটী একজন গণিকা লইয়া উপস্থিত হইত ?”

অদ্রি।—(মৃদু হাসিয়া) সত্য কথা। উহাদের সরলতাকে তারিফ দিতে হয়। উহাদের প্রতি দয়া করিতে হয়।

লেডী।—দয়া করিতে হয় বটে, কিন্তু ছুঁড়ীটার রূপ আছে। নটীদের মত পোষাক পরিয়া হাত ডুখানা খোলা রাখিয়া গহনার বাহার দেখাইতেছে। এটা কিন্তু ভাল নয়। গহনই বা কত, বড় জোর ষোল কি সতের। দেখ দেখ, করিতেছে দেখ ! একটা কলের পুতুল যেন আহ্লাদে ঘুরিতেছে।

অদ্রি।—আজ ভাই আহ্লাদের দিন। উহারা ভারত হইতে আসিয়াছে, একটু খেলা করিতেছে,—একটু অসভ্যতা দেখাইতেছে ; দেখাইতে দাও ! উহাদের প্রতি দয়া কর ! ছুঁড়ীটাকেও ক্ষমা কর !

লর্ড।—(কাশ করিয়া) ঐ যুবাপুরুষটীকে কিন্তু দয়া করা হইবে না। দেখ, কেমন রক্তবর্ণ সোণার টোপর ! উহা দেখিয়া লোভসংবরণ করিতে পারে কে ? ছুঁড়ীটা হয় ত এখনি উহার মুখে চুমো খাইবে ! দেখ। দেখ, মুখের কাছে কেমন ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া যাইতেছে !

লেডী।—(হাস্য করিয়া) বড় মজাই করিতেছে। ছুঁড়ীটা দেখি ঐ ভারতীয় সুলতানের উপর বড়ই অনুরাগিণী। চাউনি দেখিয়াই সব আমি বুঝিতে পারিতেছি।

অদ্রি।—(মৃদুবচনে) ও কি জুলিয়া ! অত কূটতর্ক তুমি কেন ধর ? একটা চটুলা মেয়েমানুষ একজন রূপবান পুরুষের সঙ্গে রঙ্গ-ভঙ্গ করিতেছে, করিতে দাও ; আমাদের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি ?

লর্ড।—(গম্ভীরবদনে) ছুঁড়ীটা যদি ঐ সুলতানের প্রেমে মজিয়া থাকে, ভালই করিয়াছে। বাধা না থাকিলে কে না মজে ? আমি জন্মাবধি অমন সুন্দর পুরুষ দেখি নাই। সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল আমি দেখিতে পাইতেছি না, অর্দ্ধাংশ দেখিয়াই বুঝিতেছি, বিধাতার শিল্প-নৈপুণ্য চমৎকার !

অদ্রি।—অতি চমৎকার, অতি চমৎকার ! মুখখানি পরম সুন্দর।

লেডী।—দেখ দেখ !—ছুঁড়ীটার আক্কেল দেখ। কট্‌মট্‌চক্ষে আমাদের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

কুমার জালমা অনন্যদৃষ্টিতে কেবল রঙ্গভূমি দেখিতেছিলেন ; রোজ পম্পনের বিলাসের দিকে তাঁহাকে কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। অদ্রিয়াণী সুন্দরীও তিনি একক্ষণ চিনিতে পারে ননাই।

রোজ পম্পন অনেকক্ষণ ধরিয়া অদ্রিয়াণীকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে রাজপুত্রের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, “দেখ দেখ, মনোহর

রাজকুমার! কেমন একটী ফুট্‌ফুটে সুন্দর মেয়ে! কেমন রাঙা রাঙা চুল!"

চমকিয়া উঠিয়া রাজপুত্র সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন। এতক্ষণের পর অদ্রিয়াণীকে তিনি দেখিলেন, এতক্ষণের পর অদ্রিয়াণীকে তিনি চিনিলেন। থিয়েটারে দেখা হইবে, ইহা তিনি জানিতেন, তথাপি মন অস্থির হইল। নিকটে যাইবার জন্য আসন হইতে অর্দ্ধ-উত্থিত হইলেন। পশ্চাৎ হইতে ফিরিঙ্গী তাঁহার হাত ধরিয়া টানিল; কাণে কাণে কহিল, "করেন কি রাজকুমার! করেন কি? যাইবেন না! যাইবেন না! যাইবেন না! কল্য ঐ কামিনী নিজে আসিয়া আপনার পদতলে লুটাইবে। দেখিতেছেন না, উঁহার বুকে ঈর্ষার আগুন জলিয়াছে; মুখখানা একবার ফিকে হইয়া যাইতেছে, একবার রাঙা হইতেছে। আপনি যদি এখন যান, সব দিক্ মাটী হইবে।"

ফিরিঙ্গীর দিকে ফিরিয়া রোজ পম্পন বলিল, "এখানেও তুই পাগ্‌লামী করিতেছিস!—ও সব কথা এখানে কেন?"

ফিরিঙ্গী বলিল, "পাগ্‌লামী কিসে? রাজপুত্রকে আমি তোমার কথাই বলিতেছি, ভাল করিয়া তোমাকে ভালবাসুন্, সেই কথাই আমি শিখাইতেছি।"

রাজপুত্রের সঙ্গে ফিরিঙ্গী হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহিতেছিল, রোজ পম্পনকে ফ্রেঞ্চ বলিতেছিল, কাজেই রোজ পম্পন ফিরিঙ্গীর দিকে চাহিয়া কান্ত হইল।

রাজকুমার আবার উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন, হিন্দুস্থানীভাষায় ফিরিঙ্গী আবার তাঁহাকে বলিল, "ব্যস্ত কেন হন? কল্য নিশ্চয়ই আপনার মনসাধ পূর্ণ হইবে। কথা কি জানেন, যতই আপনি উপেক্ষা করিবেন, ঐ গর্ব্বিতা রমণী ততই আপনাকে অধিক ভালবাসিবে; ভয়ে ভয়ে কাঁপিয়া নিজে আসিয়া পায়ে ধরিয়া সাধিবে।"

রাজকুমার এই বাক্যের উত্তর দিবার অগ্রে রঙ্গভূমির গহ্বরমধ্য হইতে জলদনিস্বনে ভীষণ ব্যাঘ্রগর্জ্জন সমুত্থিত হইল। সচকিতে সকলের নেত্র সেই দিকে বিনিক্ষিপ্ত। কাহারও মুখে বাক্য নাই, কিন্তু শঙ্কামিশ্রিত কৌতূহলে সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ।

মুহূর্ত্ত পরে দ্বিতীয় গর্জ্জন। ভীষণতর ভীষণ। গহ্বরমুখের অর্দ্ধাংশ পাথরচাপা ছিল। গহ্বরের মধ্যে কি আছে, লোকে তাহা জানিত, কিন্তু উঠিতেছে কি না, তাহা কেহ অনুভব করিতে পারিল না। সেই ইংরাজ—মোরকের পরম শত্রু সেই ইংরাজ যেন আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উপরাসনের দণ্ডধারণ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল; সম্মুখদিকে একটু ঝুঁকিল। ঠিক তাহার নিম্নেই ব্যাঘ্রগহ্বর। ইংরাজ বিদ্বেষপূর্ণনয়নে গহ্বরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দুই হস্ত কচ্‌লাইতে লাগিল। হস্ত নেত্র ব্যতীত তাহার সর্ব্বাঙ্গ অচঞ্চল।

কুমার জাল্‌মা সেই গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন, ভারতবর্ষের অরণ্য। ভারতবর্ষের ব্যাঘ্র সেই অরণ্যগর্ভের গহ্বরগর্ভে লুক্কায়িত আছে, মোরকের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে। অরণ্য দর্শনে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার জন্মভূমি মনে পড়িতেছিল। স্বদেশে তিনি ব্যাঘ্র শীকার করিয়াছেন, রণক্ষেত্রে মনুষ্য শীকার করিয়াছেন, সেই সকল কথা একে একে তাঁহার স্মৃতিপথে আসিতেছিল। ভারতের রণক্ষেত্রে তাঁহার পিতৃসেনাদলের তুরীধ্বনি,—শৃঙ্গধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি যত উৎসাহিত না হইতেন, এই নাট্যশালার, কৃত্রিম রঙ্গশালার গহ্বরে ব্যাঘ্রধ্বনি শ্রবণ করিয়া তদপেক্ষা তিনি শতগুণে উৎসাহিত

হইলেন। দূরে বজ্রপাত হইলে যেরূপ ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, সেইরূপ অস্ত এক প্রকার গম্ভীরধ্বনি শ্রবণ করিয়া হঠাৎ শ্রোতৃবৃন্দের হৃৎকম্প হইল। সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে পূর্ব্বোক্ত ব্যাঘ্রধ্বনি ডুবিয়া গেল। বলা আছে, একটা ব্যাঘ্র, একটা বাঘিনী। প্রথমে বাঘিনীর গর্জ্জন, তাহার পর সিংহশার্দ্দূলের মিশ্র-গর্জ্জন। ভীমগর্জ্জনে রঙ্গভূমি ক্ষণকাল ভীম-কলরবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেইরূপ ভীষণ পশুরব যাঁহারা কখনও শ্রবণ করেন নাই, আতঙ্কে তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। রাজকুমার জাল্‌মার হৃদয়ানন্দ পরিবর্দ্ধিত হইল। দুই হস্তে সম্মুখস্থ রেল ধরিয়া রাজকুমার সম্মুখ-ভাগে সেই গহ্বরের দিকে অর্দ্ধাঙ্গ হেলাইলেন। অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল।—আতঙ্কে নহে, উৎসাহানন্দে। সহস্র সহস্র দর্শক উপস্থিত; নয়নাগ্রে সুপ্রশস্ত নাট্যমন্দির। পার্শ্বভাগে স্বর্গসুন্দরী কুমারী অদ্রিয়াণী। সমস্তই বিস্তমান আছে, কিন্তু রাজকুমারের যেন কিছুই মনে নাই। তিনি যেন আর কিছুই দেখিতে-ছেন না, কাহাকেও দেখিতেছেন না। তাঁহার বাম অঙ্গে শোভিতেছিল সুন্দরী রোজ পম্পেন। কুমারের ভাবভঙ্গী দেখিয়া রোজ পম্পন ভয় পাইল। উৎসাহানন্দে রাজকুমারের মুখশ্রী অধিকতর সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া রোজ পম্পনের প্রেমানন্দও উপস্থিত হইল। রোজ পম্পন ভাবিল, রাজপুত্রের তেমন মুখ সে আর কখনও দেখে নাই। ভাবিল বটে, ভয় কিন্তু ঘুচিল না। যুগল হস্তে রাজকুমারের যুগলবাহু চাপিয়া ধরিল; কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "অমন করিয়া গহ্বরের দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া থাকিও না। গহ্বর দেখিয়া ভয় হয় না, তাগারে দেখিয়া আমার ভয় হয়।"

জালমা যেন সে কথা শুনিতেই পাইলেন না; কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। দর্শক-দলের মধ্যে গুন্‌গুন্ স্বর সমুত্থিত হইল, "ঐ আসিয়াছে, ঐ আসিয়াছে।" সত্য সত্যই রণবেশে ব্যাঘ্রক্রীড়ক মোরক রঙ্গভূমিতে দর্শন দিল। বামহস্তে বৃহৎ ধনুক, পৃষ্ঠদেশে শরপূর্ণ প্রকাণ্ড তূণীর। রঙ্গভূমির পার্শ্বে কৃত্রিমপর্ব্বত চিত্রিত আছে। সেই পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া মোরক ধীরে ধীরে রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকেই তাহার চক্ষু ঘুরিতেছে। যাহাকে ভয়, তাহার চক্ষেই মোরকের চক্ষু সর্ব্বাগ্রে নিপতিত হইল। কাহাকে দেখিয়াও মোরক কখনও কাঁপে না, সেই ইংরাজকে দেখিবামাত্র তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিল। বিকট-মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। অদ্রিয়াণীর পার্শ্বে লেডী মরিণ্‌বল। হেঁট হইয়া তিনি রঙ্গভূমি দর্শন করিতেছিলেন; অনাবৃতনেত্রে ভাল দেখা যায় না বলিয়া কৃত্রিম নেত্রদর্পণ ধারণ করিয়াছিলেন। মোরকের মুখ দেখিয়া অদ্রিয়াণীকে তিনি বলিলেন, "দেখ দেখ, অকস্মাৎ লোকটার মুখ শুকাইয়া গেল। বোধ হয়, কোন দুর্দ্দৈব ঘটিবে।"

বিদ্রূপ হাস্য করিয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "এত লোক, এত সজ্জা, এত আলোকমালা, ইহার মধ্যে দুর্দ্দৈব ঘটিবে, কিরূপে ইহা সম্ভব? জুলিয়া! দুর্দ্দৈব ঘটিবে না। দুর্দ্দৈবের কথা এ রাত্রে তুমি মনেও আনিও না। যে স্থান ঘোর অন্ধকারে আবৃত, যে স্থান জনসমাগম-পরিশূন্য, সেই সকল স্থলেই বিপদ্ ঘটে, দুর্দ্দৈবও উপস্থিত হয়। এখানে সকলে আনন্দ করিতে আসিয়াছে, আলোকপ্রভায় এই রাত্রিকাল সমুজ্জ্বল দিবাকালকে লজ্জা দিতেছে; এখানে কোনপ্রকার দুর্ঘটনা হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।"

অদ্রিয়াণীর হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক লেডী

মরিণ্ বল্ সবিস্ময়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "সাব-ধান! সাবধান! ওদিকে অত ঝুঁকিও না, ঝুঁকিও না। দেখিতে পাইতেছ না গহ্বরের মুখে কি দেখা যাইতেছে?"

নয়ন ফিরাইয়া অগ্নিয়াণী সেই দিকে চাহি-লেন। তখনও লেডী মরিণ্ বল্ বলিলেন, "মুখ ফিরাইয়া লও, আমার কাছে সরিয়া আইস, ওদিকে আর একদৃষ্টে চাহিও না।"

গহ্বরমুখের পাথরগুলা সজোরে বুক দিয়া সরাইয়া ভয়ঙ্করী বাঘিনী সর্ব্বসমক্ষে দেখা দিল। শীকারের সময় শীকারী জন্তু যেমন মাথা হেঁট করিয়া ভঙ্গী পাতে, বাঘিনী সেইরূপে ভুইবার ভঙ্গী পাতিল; দীর্ঘ দীর্ঘ রক্তবর্ণ নখর বাহির করিল; চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি বাহির হইল। সেইরূপে বাঘিনী পুনর্ব্বার ভীষণ গর্জ্জন করিয়া দর্শকবৃন্দকে বড় বড় দুই পাটী করাল দন্ত দেখাইল।

মোটা মোটা লোহার শিকল; সুদৃঢ় লোহার বগলস্; সুদৃঢ় লোহার খুঁটী; সমস্তই কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। বাঘিনীর শরীর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ফুট্লাইট কমাইয়া দেওয়াতে রঙ্গ-ভূমির গহ্বরপ্রদেশও অন্ধকার। কিছুই প্রায় চিনিতে পারা যায় না। বাঘিনী বাঁধা আছে, তাহাও শীঘ্র অনুভব করা দুষ্কর। উপরাসনে লর্ড মরিণ্ বল্ আপনার স্ত্রীকে এবং অগ্নিয়াণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "থিয়ে-টারে নূতন দেখিবার কিছু আছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের ভাবভঙ্গীতে সমস্তই নূতন। ঐ দিকে তোমরা চাহিয়া দেখ।" বাস্তবিক কুমার জাল্মা ঐ বাঘিনীকে দেখিয়া রণোন্মত্ত হইয়াছেন। তিনি যেন অরণ্যমধ্যে শীকার করিতে আসিয়াছেন, ইহাই তাঁহার মনে হইতেছে। ক্রোধ আসি-য়াছে, নয়ন রক্তবর্ণ হইয়াছে, ওষ্ঠ কম্পিত হই-তেছে দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করা, তাহাও মধ্যে মধ্যে ফাঁক যাইতেছে না। কুমার যেন থিয়ে-টারে শীকারী। ফিরিঙ্গীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মহা উত্তেজিত।

লেডী মরিণ্ বল্ পুনর্ব্বার অগ্নিয়াণীকে বলিলেন, "ঐ দেখ, সিংহক্রীড়ক ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিতেছে, ক্রমেই উহার মুখ বিবর্ণ হইতেছে, অঙ্গ কাঁপিতেছে। লোকটা সত্য সত্যই ভয় পাইয়াছে।"

লর্ড মরিণ্ বল্ কহিলেন, "সত্য সত্যই ভয় পাইয়াছে। একটু যদি অন্যমনস্ক হয়, তাহা হইলেই মহাবিপদ্ ঘটিবে।"

লেডী কহিলেন, "উঃ! তবে ত বড়ই ভয়ানক! আমাদের সম্মুখে লোকটাকে বাঘে কামড়াইবে, কেমন করিয়া দেখিব?"

গম্ভীরবদনে অগ্নিয়াণী কহিলেন, "কাম-ড়াইলেই কি মানুষ মরে? লোকে কত রকমে কত প্রকার আঘাত সহ্য করে, সকল আঘাতেই কি প্রাণ যায়?—না, আঘাত লাগিলেই মানুষ মরে না।"

কুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া লেডী মরিণ্-বল্ বলিলেন, "তোমার শরীরে যথেষ্ট দয়া। সে দয়া আজি কোথায় লুকাইল? অমন নিষ্ঠুর বাক্য তোমার মুখে কি প্রকারে আসিল?"

মৃদু হাসিয়া অগ্নিয়াণী উত্তর করিলেন, "স্থানের বাতাসটা আমার গায়ে লাগিয়াছে। দেখ দেখ, ব্যাঘ্রক্রীড়ক আপন ধনুকে তীর জুড়িয়াছে, এইবার বোধ হয় ও লোকটা বাঘিনীকে বিদ্ধ করিবে।"

মোরক রঙ্গভূমির সম্মুখে দণ্ডায়মান। রঙ্গ-ভূমির যতটুকু পরিসর, সেটুকু অতিক্রম না করিলে গহ্বরমুখে আসিতে পারিবে না; এক-স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ধনুকে জ্যারোপণ করিল; শরসন্ধান করিল; একটা পর্ব্বতের

পশ্চাতে হাঁটু গাড়িয়া বসিল ; ঘাড় নোয়াইয়া বাঁকাইয়া লক্ষ্য করিল ; তীর ছাড়িয়া দিল। সোঁ সোঁ করিয়া তীর ছুটিল। নিমেষের মধ্যে গহ্বরমধ্যে তীর প্রবেশিল। বাঘিনী একবার দেহ দেখাইয়া, দাঁত দেখাইয়া গুহামধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার অঙ্গে গিয়া তীর বাজিল। বাঘিনী আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকের সমস্ত দর্শক আনন্দে করতালি দিয়া মোরকের শরলক্ষ্যের তারিপ করিতে লাগিলেন। মোরক তখন ধনুকটা ফেলিয়া দিয়া কটিবন্ধ হইতে একখানা ছোরা খুলিয়া দন্তে ধারণ করিল। চতুষ্পদ জন্তু যেমন চলে, হাতে পায়ে ভর দিয়া মোরক তেমনি হামাগুড়ি দিয়া ব্যাঘ্রগুহার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। গুহামধ্যে পুনঃপুন গর্জ্জন। সে গর্জ্জনের অন্য কারণও ছিল। মোরকের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ দুরন্ত দৈত্য গলিয়াথ গুহামধ্যে দিয়া বসিয়া তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা সেই বাকাও বাঘিনীকে রাগাইতেছিল।

দর্শকদল নিস্তব্ধ। সকলেরই যেন নিশ্বাস রুদ্ধ। সকলেই ভাবিতেছিলেন, ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিবে। মোরক সেইপ্রকারে হামাগুড়ি দিয়া গুহামুখে আসিল। তাহার ঠিক উপরিভাগেই সেই ইংরাজ-লোকটীর আসন। মোরকের চক্ষু অনিমেষে তাহারই চক্ষে বিনিক্ষিপ্ত। ইংরাজের সঙ্গে তাহার বাজী আছে, উভয়েই [illegible]লে তাহা ভাবিতেছে। ইংরাজের আনন্দ, মোরকের ভয়।

সিংহ, ব্যাঘ্র, বাঘিনী এই তিনের তিনপ্রকার গর্জ্জন পুনরায় একসঙ্গে মিশ্রিত হইয়া নাট্যশালা কাঁপাইয়া দিল। দন্তে ছোরা, হস্তপদে গতি। মোরক ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া গুহামুখে আসিল। গুহামধ্যে লাফাইয়া পড়িবে, এইরূপ উপক্রম।

কুমারী অদ্রিয়াণী, লেডী মর্লিণ্‌বল্ উভয়েই সকৌতুকে এই দৃশ্য দর্শন করিতেছেন। কৌতুকের অগ্রে অগ্রে আতঙ্কের গতি। কুমারীর হস্তে সেই ফুলের তোড়া ;—ভারতবর্ষের ফুল। কুমারী আজিকালি ভারতের সর্ব্বপদার্থ ভালবাসেন, উদ্যানরোপিত ভারতীয় পুষ্পবৃক্ষের সুন্দর সুন্দর পুষ্প চয়ন করিয়া সেই তোড়াটী তিনি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছেন অতি প্রিয় কুসুমস্তবক। রঙ্গভূমির রঙ্গ দেখিয়া তাঁহার হাত কাঁপিতেছে, তথাপি তোড়াটী পড়িতেছে না।

মোরক অকস্মাৎ বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। বজ্রবৎ গর্জ্জন করিয়া বাঘিনীও তাহার উত্তর দিল। সেই দুই গর্জ্জনে অদ্রিয়াণী যেন আত্মহারা হইলেন। গুহা হইতে বাহির হইয়া বাঘিনী সক্রোধে মোরককে আক্রমণ করিল। অদ্রিয়াণী ভাবিলেন, এইবার মোরক মরিল। এই সময় তাঁহার এত ভয় হইল, হাতখানি এত জোরে কাঁপিল যে, ফুলের তোড়াটী হস্তচ্যুত হইয়া ব্যাঘ্রগুহার সম্মুখে পড়িয়া গেল।

যেমন পড়া, তেমনি লম্ফ। রাজকুমার জালমা অন্তরে অন্তরে আদ্রিয়াণীর প্রেমে পাগল, অদ্রিয়াণীর ফুলের তোড়া ব্যাঘ্রগুহায় পড়িল, ইহা দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। গুহার উপরিভাগেই তাঁহার বস্ত্রাসন ; নক্ষত্রগতি লম্ফ দিয়া তিনি গুহার ভিতর পড়িলেন, হস্তস্থিত ছোরা দ্বারা বাঘিনীর পেটে দুইবার আঘাত করিলেন। মোরক চীৎকার করিয়া উঠিল, বাঘিনীও রাজপুত্রকে দেখিয়া শিকল ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল, ভাঙ্গিতে পারিল না, পশ্চাতের পায়ের উপর ভর দিয়া মানুষের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইল, জালমাকে খাইবার জন্য হাঁ করিল। সময়কৌশলনিপুণ রাজপুত্র জালমা তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন, পুনরায় বাঘিনীর তল-

ছুটে ছুরিকাঘাত করিলেন, বাঘিনী পড়িয়া গেল, রাজপুত্রের প্রাণরক্ষা হইল। বাঘিনী কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের ভর দিয়া তাঁহার উপরেই চাপিয়া পড়িল। ক্ষণকাল আর কিছুই দেখা গেল না। বাঘিনীর কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, রাজপুত্রের শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদ। উভয়েই তখন দর-বিগলিত রুধির-ধারায় প্লাবিত।

বহুকষ্টে বাঘিনীর ভার অতিক্রম করিয়া রাজপুত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে রুধিরক্ষরণ হইতেছিল। তিনিও আঘাত পাইয়াছিলেন, অথচ ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া রণবিজয়ের নির্ব্বাক্ শ্লাঘা ব্যক্ত করিতেছিলেন। এক হস্তে ছোরা, এক হস্তে অদ্রিয়াণীর ফুলের তোড়া। উত্তাননয়নে সেই ভঙ্গীতে তিনি একবার কুমারী অদ্রিয়াণীর মুখের দিকে প্রেমকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

জলযোগ।

এপ্রেল মাস সায়ংকাল অতীত। মৃদু মৃদু দক্ষিণানিল প্রবাহিত। আকাশ নির্ম্মল। সুনির্ম্মল গগনপটে সুহাস্তবদন পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত। পতিসমাগমে ফুল্লমুখী তারকামালা উজ্জ্বল উজ্জ্বল নেত্র বিকাশ করিয়া চারিধারে হাস্য করিতেছে। আকাশ কৌমুদীময়; দিঘ্মণ্ডল কৌমুদীময়; ধরণী কৌমুদীময়।

পারিসের বীজিয়ার-প্রাসাদে ভক্তিভাজন পাদরীগণের জলযোগ। যাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ আছে, তাঁহারা কখন্ আগমন করিবেন, বৌরাণী সেই প্রতীক্ষায় চঞ্চলা হইয়া রহিয়াছেন; একবার গৃহে আসিতেছেন, একবার বাহিরে যাইতেছেন। মনের উদ্বেগ দূর হইতেছে না।

বৌরাণীর আজি বড় চমৎকার সজ্জা। যেরূপ বেশভূষা পরিধান করিলে দিব্য একটী সুন্দরী ছুকরী দেখায়, আজ তিনি সেইরূপ বেশ পরিধান করিয়াছেন। নীলবর্ণ গাউনের উপর গজমতিহার, স্তবকে স্তবকে হীরকের ধুক্‌ধুকী। কর্ণে দুল, মস্তকে ফুলবাগান।

রাত্রি আটটা। ছুকরী সাজিয়া বৌরাণী একবার বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাজপথ দর্শন করিলেন। তাহার পর গৃহে প্রবেশ করিয়া গবাক্ষে গবাক্ষে উঁকি মারিলেন। পরিশেষে যেন একটু ক্লান্ত হইয়া একখানি চেয়ারের উপর বসিলেন।

সম্মুখে দুটী কৃষ্ণপ্রস্তরের মেজ। তিন ধারে চৌকী পাতা। একটী মেজের উপর সুরঞ্জিত স্বর্ণপাত্রে নানাপ্রকার পিষ্টক, আচার আর বিবিধ গঠনের সুন্দর সুন্দর মিঠাই। আর একটী টেবিলের উপর বড় বড় শ্বেতকৃষ্ণ পূর্ণগর্ভ বোতলেরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বোতলের গর্ভে তিনপ্রকার মদিরা। পার্শ্বে পার্শ্বে অতি নিকটে নিকটে শ্রেণীবদ্ধ কাচপাত্র। বোতলের গর্ভস্থ পদার্থ গর্ভস্থ করিবার অভিলাষে গ্লাসেরা যেন অচঞ্চলে উমেদারী করিতেছে। রাত্রি ক্রমশ অগ্রসর।

বৌরাণী একাকিনী। নিমন্ত্রিত বন্ধুগণের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া তিনি তখন আপন মনে আপনার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিতেছেন। মনে কখনও নিশ্চিন্ত থাকে না, একাকী অথবা একাকিনী থাকিলে চিন্তা বরং স্বভাবতই কিছু

বেশী আইসে। বৌরাণী চিন্তা করিতেছেন, আপনার যৌবনকাল। যৌবনে তিনি পরম-রূপবতী ছিলেন, সম্মুখস্থ দর্পণে এখনকার রূপ দেখিয়া যৌবনের সেই অপূর্ব্ব রূপ মনে পড়িতেছে। বিলাসবাসনা পরিতৃপ্ত হয় নাই, যৌবনবিলাস মনে পড়িতেছে। দিবারজনীর মধ্যে সাতবার সাতপ্রকার বসন পরিবর্ত্তন করিতেন, সেই সকল বসনের কিরূপ চিত্র, কিরূপ বর্ণ, কিরূপ শোভা, কিরূপ মূল্য, তাহাও মনে পড়িতেছে। যৌবন-সৌন্দর্য্য-বিভূষিত নব নব বিলাসী যুবকেরা তাঁহার পদতলে আসিয়া প্রণয়ভিক্ষা চাহিতেন, তিনি কখন নিম্নদৃষ্টি হইয়া থাকিতেন, কখন ফুল্লনয়নে দুই একজনের মুখপানে চাহিতেন, কখন মৃদু মৃদু হাসিতেন, কখন বা যৌবনগর্ব্বে মুখ ভারী করিয়া থাকিতেন। ভোজনাসনের সম্মুখে বসিয়া সেই সকল সৌভাগ বিলাস মনে পড়িতেছে। এখন তিনি তপস্বিনী, সে সকল বিলাস আর সম্ভোগ করিবার অবসর নাই, বাসনা থাকিলেও চাপিয়া চাপিয়া রাখিতে হইতেছে। বৌরাণী এই সকল চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় প্রধানা সহচরী গ্রীবষিস্ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

বিবি গ্রীবষিস্ ইঙ্গিত বুঝিয়া কার্য করিতে পারে। তাহার যখন যৌবন ছিল, তখন যুবতী ঠাকুরাণীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত হাবভাব বিলাসভঙ্গী দেখাইয়া তাঁহার ইচ্ছামত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিত। সেই চতুরতা এখনও আছে, কিন্তু ইঙ্গিতে কার্য্য হয় না; মুখের আদেশ শ্রবণ করিবার প্রতীক্ষা করে।

বৌরাণী আদেশ করিলেন, "অগ্নিকুণ্ডে ভাল করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন কর। রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষ আসিতেছেন। তাঁহার শরীরে বড় শীত। দ্বিপ্রহর সূর্য্যকিরণেও তিনি কাঁপেন। তাঁহার পদতলে অগ্নি রাখিতে হইবে।"

গ্রীবষিস্ বলিল, "তিনি ত কাঁপেন, আর সেই বিশপটী? তিনি যে বরফের ভিতরেও দিবারাত্রি ঘামিয়া ঘামিয়া সারা হন। গৃহে অধিক অগ্নি রাখিলে তাঁহাকে সুস্থ রাখিবার কি উপায় হইবে?"

বৌরাণী।—যাঁহার যেখানে জন্মস্থান, সেখানকার শীতাধিক্য, গ্রীষ্মাধিক্য তিনি অভ্যাসবশে সহ্য করিতে পারেন। এই নিশাকালে বিশপের বড় কষ্ট হইবে না। রোমের পূজনীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষের যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহারই তুমি উপায় কর।

গ্রীবষিস্।—(স্বগত) একজনকে বাঁচাইতে আর একজনকে মারিবেন, ইহাই ইহাঁর মৎলব। কাহার প্রতি কখন প্রসন্ন, এতদিন আছি, কিছুই আমি বুঝিয়া উঠিলাম না; (প্রকাশ্যে) আপনার আদেশ আমারে পালন করিতেই হয়, কিন্তু বোধ হইতেছে, অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইলে বিশপটী হয় ত গৃহ হইতে ছুটিয়া পলাইবেন, না হয় ত দম আটকাইয়া মারা পড়িবেন।

বৌরাণী।—সে ভাবনা তোমার নাই। যাহাকে যেরূপে সুখী রাখিতে হয়, আমি তাহার মন্ত্র জানি। যাহা বলিলাম, তুমি তাহার আয়োজন কর।

বিবি গ্রীবষিস্ আদেশমত আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। বড় বড় কাষ্ঠ আনিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তথাপি এক একবার ঠাকুরাণীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া উদ্ধকাতর বিশপের ভাবনায় একটু একটু অন্যমনস্ক রহিল। আর একবার মুখ ফুটিয়া বলিল, "যেখানে এমন বিপর্য্যয়, সেখানে বিশপটীকে আজ নিমন্ত্রণ না করিলেই ভাল হইত।"

গম্ভীরবদনে সহচরীর দিকে চাহিয়া তপস্বিনী বলিলেন, "গ্রীবষিস্! এখানে থাকিয়া

তুমি চুল পাকাইলে। হাকাজেনের বিশপের অপেক্ষা কার্ডিনাল মালিপীয়ারি কতদূর উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি, আজিও তাহা কি বুঝিলে না?”

মুকুলিতনেত্রে গ্রীবরিস্ বলিল, “বুঝিয়াছি সব, বুঝি আমি সব, কিন্তু বিশপ যখন ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে ছট্‌ফট করিবেন, তখন কি আমি অগ্নিনির্ব্বাপণের উপায় করিতে পারিব?”

বৌরাণী বলিলেন, “তবে এক কর্ম্ম কর। আসনের নীচে ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদতলে অগ্নিপাত্র না রাখিয়া উষ্ণজলপূর্ণ গোটাকতক বোতল রাখিয়া দাও। তাহাতেও যদি আসন উষ্ণ না হয়, তখন সেই উষ্ণজলে তাঁহার চরণদুটী ধৌত করাইতে হইবে।”

এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া তপস্বিনী আহ্লাদে যেন ফুলিয়া উঠিলেন। পরিণত-বয়সেও সুন্দর মুখখানি আরক্ত আভা ধারণ করিল। নববিবাহিতা যুবতী পাত্রী। নাট্য-মন্দিরে প্রথম নাচের মজলীস বসাইয়া যত খুসী হয়, পিতৃহীন স্বাধীন যুবা আপন বিবাহের অগ্রে অনূঢ় বন্ধুগণকে ভোজ দিয়া যেমন খুসী হয়, নূতন গ্রন্থকর্ত্তা উচ্চকণ্ঠে আপনার হস্ত-লিখিত গ্রন্থাবর্ণ অপরকে শুনাইয়া যেমন খুসী হয়, বৌরাণীও এই প্রসঙ্গে সেইপ্রকার খুসী।

রাত্রি নয়টা। তিনটী নিমন্ত্রিত বন্ধুর আগমন। রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষ কার্ডিনাল মালি-পীয়ারি, হাকাজেনের বিশপ এবং আবী আই-রিণী। তাঁহারা তিনজনে তিনখানি আসন গ্রহণ করিয়া ভোজ্যপানীয়ের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মালিপীয়ারি আগুনের নিকটে নিকটে ঘেঁষিয়া বসিলেন। বিশপটী ঘামিতে আরম্ভ করিলেন। টেবিলে যেগুলি শীতল খাদ্য, শীতল পানীয়, সেইদিকেই তাঁহার পিপাসু নেত্র ঘন ঘন বিঘূর্ণিত। আবী আইরিণী সুস্থির।

তপস্বিনীর নিকটে অগ্রসর হইয়া আবী আইরিণী চুপি চুপি বলিলেন, “গেব্রিল যদি আইসেন, তাঁহাকে তুমি আদরে অভ্যর্থনা করিবে ত?”

বৌরাণী।—(সবিস্ময়ে) বল কে? গেব্রিল কি এখানে আছেন?

আবী।—কল্য আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম। কেন লিখিয়াছিলাম, কেন আনাইয়াছি, সময়ে তাহা তুমি জানিতে পারিবে।

বৌরাণী।—গেব্রিল অবশ্যই সস্নেহে গৃহীত হইবেন। অন্তরে তাঁহার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা অথবা আদর নাই।

আবি।—রডিন আসিবেন। সম্মুখ দরজা দিয়া তাঁহাকে যেন আনয়ন করা না হয়। সে দিন যেমন পশ্চিমসোপানের ক্ষুদ্রদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, বিবি গ্রীবরিসকে বল, আজিও যেন সেইরূপে সেই দ্বার দিয়া তাঁহাকে আনয়ন করা হয়।

বৌরাণী।—অগ্রে আমি সে উপদেশ দিয়া রাখিয়াছি।

আবি।—রডিন আজ অনেকগুলি কাজের কথা বলিবেন। ইতিমধ্যে এখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, রোমনগরের ধর্ম্মসভা তৎসমস্তই অবগত হইয়াছেন। এই মজলীসে কার্ডি-নাল এবং বিশপের সম্মুখে তৎসম্বন্ধে যাহা যাহা বলা প্রয়োজন, রডিন তাহাই বলিবেন, এই তাঁহার অভিলাষ।

কথোপকথন হইতেছে, অতিথিরা শুনি-তেছেন, সেই অবসরে ধর্ম্মাধ্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বৌরাণী বলিলেন, “একটু গরম হইতেছেন কি? উষ্ণজলে পদপ্রক্ষালন করিবেন কি? অগ্নি আরও উজ্জ্বল করিয়া জ্বালিয়া দিব কি?”

তিনি প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া গ্রীষ্মতপ্ত বিশপ

ক্ষিপ্রহস্তে ললাটের ঘর্ম্ম মার্জ্জন করিতে করিতে বিশাল এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ভোজনপাত্রের দিকে অতিথিগণের ঘন ঘন দৃষ্টি। ভোজনপাত্রে কি কি আছে, সংক্ষেপে তাহা বলা হইয়াছে। একটী বিশেষ ভোজ্যের পরিচয় আবশ্যক। ধর্ম্মসাধনে যাঁহারা যাঁহারা ব্রতী, তাঁহাদের আভরণের অনুরূপ নানাপ্রকার পিষ্টক। পাদ্রী সাহেবের টুপী, বিশপের ছড়ী, ধর্ম্মাধ্যক্ষের অঙ্গুরী, শিষ্য সেবকের ছত্রাদি, নানা-দ্রব্য-সংযোগে প্রস্তুত করা হইয়াছে। ক্রুসবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের ক্ষুদ্র একখানি প্রতিমাও পিষ্টকাকারে গঠিত ও ভর্জ্জিত হইয়াছে। এই অংশে সাধুলোকের বিস্ময়। বিভুপুত্রের প্রতিমাকে পিষ্টকাকারে ভক্ষণ করা ভক্তবৃন্দের কেমন প্রীতিকর, তাহা অনুমানে আইসে না। ধর্ম্মবিদ্বেষী ধর্ম্মনিন্দুকেরা যাহা করিতে সঙ্কুচিত হয়, ধার্ম্মিকেরা কোন্ ভক্তির উপদেশে তাহা করিলেন, তাহা ব্যাখ্যা করিবার লোক নাই।

খাদ্যদ্রব্যের দিকে বিশপের দৃষ্টি দর্শনে সসম্মানে তপস্বিনী কহিলেন, "এই সময় আপনি কি কিছু আহার করিবেন?"

উল্লসিত হইয়া বিশপ কহিলেন, "আপনার যদি অনুমতি হয়, আমি একটু বরফ-দেওয়া কাফী খাই।"

তপস্বিনী তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাইলেন, অগ্নিকুণ্ডকে দূরে রাখিয়া বিশপ ক্ষিপ্রপদে কাফীপাত্রের নিকটে গিয়া বসিলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া তপস্বিনী কহিলেন, "আপনি কিঞ্চিৎ কস্তূরাপিষ্টক ভক্ষণ করিবেন? বেশ গরম আছে।"

ওষ্ঠ লেহন করিয়া কার্ডিনাল বলিলেন, "অতি উত্তম সামগ্রী। অতি সুস্বাদু। দুইবার আমি উহা ভক্ষণ করিয়াছি। লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।"

বৌরাণী—(সগৌরবে) কোন্ প্রকার মদিরা আপনি ভালবাসেন?

কার্ডি—কিঞ্চিৎ ক্লারেট।

শ্রবণমাত্র আবি আইরিণী একটী গ্লাসে ক্লারেট ঢালিতেছিলেন, অভিমানিনী হইয়া তপস্বিনী স্বয়ং তাঁহার হস্ত হইতে সুধাপাত্র গ্রহণ করিয়া নিজেই তাহা পরিপূর্ণ করিলেন।

কার্ডিনাল মালিপীয়ারি স্বচ্ছন্দে পূর্ণপাত্র পান করিলেন। রোমের কার্ডিনালকেও পানান্তে শুদ্ধি গ্রহণ করিতে হইল, তিনি এক গাল চিংড়ীমাছের লেজভাজা খাইলেন। খাইতে খাইতে গোটাকতক ধর্ম্মগৌরবের বক্তৃতাও করিলেন। আবার পিপাসা হইল। গা গরম করিবার ব্যপদেশে অগ্নিপাত্রের নিকটে একটু সরিয়া গিয়া তিনি আর এক পূর্ণপাত্র পুরাতন মালাগো সুধা উদরস্থ করিলেন। শূন্যপাত্র রাখিয়া দিবার অগ্রেই তিনি বলিলেন, "আবী গেব্রিল আজকাল সমাজসংস্কারক হইতেছেন। নিশ্চয়ই তাঁহার মনে একটা উচ্চ আশা আছে। কথা বড় ভাল নয়, লোক বড় ভয়ঙ্কর।"

সুযোগ পাইয়া আবী আইরিণী কহিলেন, "আমরাও তাহা ঠিক করিয়াছি। আমাদের পরামর্শেই তাহার উপরওয়ালারা তাহাকে প্যারিসে আনাইয়াছেন গেব্রিল এখনই এখানে আসিবে। তাহার মনের ভাব আমি ঠিক বুঝিয়াছি। সম্প্রতি তাহাকে কয়েকটী প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল; গেব্রিল সেই সকল প্রশ্নের যেরূপ উত্তর দিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিস্ময় মানিতে হয়। সেই কারণেই এখানে তাহার পুনরাহ্বান।"

সগর্ব্বে এই কথা বলিয়াই আবী আই-

তিনি আপন পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেনঃ—

"প্রশ্ন :—তোমার এলাকামধ্যে একজন পাপী লোক পাপ স্বীকার না করিয়া আত্ম-ঘাতী হইয়াছিল, তুমি তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় প্রার্থনা করিয়াছিলে কি না?

উত্তর।—তাহা আমি করিয়াছি। পূর্ব্বে পাপ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। তাহার মুক্তির জন্য ভজনালয়ের পুরোহিতের প্রার্থনা করা উচিত। সে রাত্রে তাহার সমাধি হয়, তাহার পররাত্রে সেই লোকের পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত ক্রমাগত আমি দয়াময় পরমেশ্বরের দয়া ভিক্ষা করিয়াছি।

প্রশ্ন।—তোমার এলাকার একটী ধার্ম্মিক-লোক তোমার উপাসনামন্দিরে কতকগুলি রজতপাত্র ও রত্নালঙ্কার দান করিতে অভি-লাষী হইয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিতে তুমি অস্বীকার করিয়াছিলে কি না?

উত্তর।—অস্বীকার করিয়াছি। অস্বী-কার করিবার কারণ এই যে, আমাদের ত্রাণ-কর্ত্তা প্রভু যীশুখৃষ্টের ভজনমন্দিরে কোন প্রকার মূল্যবান্ সামগ্রী রক্ষা করা উচিত নহে। যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা সকলেই জানেন, আমাদের প্রভু ত্রাণকর্ত্তা গোশালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরে তাঁহার প্রীতি জন্মে না। সেই সকল মূল্য-বান্ সামগ্রী যিনি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সেই দাতা লোকটীকে আমি উপদেশ দিয়াছি, যাঁহারা যথার্থই দানার্থী দরিদ্র, তাহাদিগকে সেই সকল সামগ্রীর মূল্য তিনি দান করিতে পারেন। উপাসনামন্দিরে রৌপ্যদান অপেক্ষা সেরূপ উচ্চ অঙ্গের কার্য্য সমধিক ফলপ্রদ।"

দুই প্রশ্নের দুই উত্তর শ্রবণ করিয়া ভ্রূকুটী-ভঙ্গীতে ধর্ম্মাধ্যক্ষ কহিলেন, "কি ভয়ানক কথা! দেবমন্দিরে সম্পত্তি-দান বারণ করিয়া অন্য প্রকার উপদেশ দেওয়া ধার্ম্মিকের পক্ষে অত্যন্ত বিগর্হিত কার্য্য। সত্য সত্যই আবী গেব্রিল ভয়ঙ্কর লোক। আচ্ছা, তাহার পর?"

তাহার পর শুনিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াই ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় রাগে রাগে এক পাত্র মদিরা গর্ভস্থ করিয়া একগাল জামের মোরব্বা ভক্ষণ করিলেন।

আবী আইরিণী তৃতীয় প্রশ্ন ধরিলেন:—

"প্রশ্ন।—তোমার এলাকাস্থ গ্রামের এক ব্যক্তিকে তুমি কিছুদিন উপাসনা-মন্দিরে স্থান দিয়াছিলে কি না? সুইসবংশে তাহার জন্ম, বিশ্বাসে প্রটেষ্টাণ্ট, ইহা তুমি জানিতে কি না? আরও আমাদের ধর্ম্মবিদ্বেষী জানি-য়াও কাথলিক-ধর্ম্মে তাহাকে দীক্ষিত না করিয়াও কাথলিক সমাধিক্ষেত্রে তাহার সমাধি দিতে তুমি অনুমতি দিয়াছিলে কি না?

উত্তর।—জগদীশ্বরের সৃষ্ট জীব, নিরাশ্রয়, তাহার থাকিবার স্থান ছিল না। জীবনে সে লোকটী কোন প্রকার দুষ্কর্ম্ম করে নাই; কেবল কায়িক পরিশ্রমে জীবনযাপন করিয়া-ছিল। বৃদ্ধাবস্থায় পরিশ্রম করিতে অক্ষম হয়, তাহার উপর সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে। যখন তাহার আসন্নকাল উপ-স্থিত, সেই সময় তাহার আশ্রয়দাতা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। একখানি সামান্য কুটীরে যৎকিঞ্চিৎ ভাড়া দিয়া লোকটী থাকিত। ভাড়া বাকী পড়িয়াছে বলিয়া কুটীরের অধিকারী সেই মুমূর্ষুকে রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়াছিল। আমি সেই আসন্নমৃত্যু দরিদ্র লোকটীকে আপন আলয়ে আশ্রয় দিয়া মরণকাল পর্য্যন্ত সেবা করিয়াছি। তত কষ্ট সহ্য করিয়াও

লোকটী একবারও ভাগ্যের নিন্দা করে নাই। শেষনিশ্বাস পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের নাম করিয়াছে, ক্রুসবিদ্ধ যীশুমূর্ত্তি চুম্বন করিয়াছে। তাহার মুক্তির নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট আমি প্রার্থনা করিয়াছি, প্রটেষ্টাণ্ট হইলেও কাথলিক সমাধি-ক্ষেত্রে আমি তাহার গোর দিয়াছি। ধর্ম্মভাবে আমি তাহাকে কাথলিক-ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষা হীন ভাবি নাই।"

কার্ডিনালের ক্রোধ সীমা লঙ্ঘন করিল। আরক্ত-নয়নে তিনি কহিলেন, "জঘন্য অপেক্ষাও জঘন্যতর কার্য্য, ধর্ম্মবিদ্বেষীর কাথলিক সমাধি,সহ্য হয় না, সহ্য হয় না। উহা ত সেবা করা নহে, কাথলিক ধর্ম্মের উপর আক্রমণ। যাহারা কাথলিক নহে, তাহাদের মুক্তি নাই। পুরোহিত হইয়া গেব্রিল কি ইহাও অপরিজ্ঞাত ?"

অধ্যক্ষের ক্রোধে সমধিক উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া আবী আইরিনী কহিলেন, "আরও ভয়ানক কথা আছে। গেব্রিল মিষ্টভাষী, গেব্রিল ধর্ম্মপরায়ণ, গেব্রিল দাতা, গেব্রিল পরোপকারী, এই গুণে গেব্রিল আপন এলাকার সকল লোকের প্রিয়পাত্র হইয়াছে। এলাকার বাহিরের লোকেও গেব্রিলকে ধর্ম্মের অবতার ভাবিয়া পূজা করে। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের পুরোহিতেরাও পবিত্র বিশ্বাসে গেব্রিলকে শ্রদ্ধা করিতে ত্রুটি করেন না।"

কার্ডি।—আচ্ছা, গেব্রিলকে এখানে আনাইয়া আপনারা কি উপকার পাইবার আশা রাখেন ?

আবী।—গেব্রিলের সামাজিক সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ অপকার আছে। বিশেষতঃ এই গেব্রিল রেনীপণ্ট-বংশের একজন উত্তরাধিকারী।

কার্ডি।—গেব্রিল না কি আপন স্বত্ব আপনাদের সঙ্ঘকে দান করিয়াছে ?

আবী।—করিয়াছে। সাদা কাগজে লেখাপড়া ছিল, শেষকালে উকীলের দ্বারা রীতিমত ষ্টাম্প-কাগজে আমরা দানপত্র লেখাইয়া লইয়াছি। ইহাও সত্য, কিন্তু আরও উত্তরাধিকারী আছে। ষোল আনা স্বত্ব লিখিয়া দিবার গেব্রিলের অধিকার নাই। রডিন বিবেচনা করেন, এখানকার কর্ম্ম ছাড়াইয়া আপনি যদি গেব্রিলকে রোমনগরে একটা ভাল কর্ম্ম দিবার লোভ দেখাইয়া এখান হইতে লইয়া যান, তাহা হইলে আমাদের ইষ্টসিদ্ধিকল্পে আর কোন বিঘ্ন থাকে না। গেব্রিল সমাজ-সংস্কারক হইয়াছে; সমাজ-সংস্কারকেরা নিশ্চয়ই উচ্চ আশার বশবর্ত্তী; কাজে কাজেই ভয়ঙ্কর লোক।"

সকলেই কিছু কিছু মদ্যপান করিলেন; সকলেই ইচ্ছামত কিছু কিছু আহার করিলেন। রেশমী রুমালে আরক্ত-বদন মার্জ্জন করিয়া কার্ডিনাল কহিলেন, "এ পরামর্শ উত্তম; মানুষকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা গেব্রিলের বিলক্ষণ আছে; সেই ক্ষমতার উচ্চপদ-লাভেরও সম্ভাবনা আছে। এখানে তাহাকে না রাখিয়া রোমে লইয়া যাওয়াই সুপরামর্শ। এখানকার শাসনপ্রণালী অপেক্ষা রোমের শাসনপ্রণালী সর্ব্বাংশেই কঠিন। হাঁ, গেব্রিলের কথাই আমরা অধিক বলিতেছি, কিন্তু রডিন কেমন লোক ? রডিনকে আপনি কেমন বিবেচনা করেন ?"

আবি।—রডিনের কার্য্যদক্ষতা আপনি অবগত আছেন। আমাদের ধর্ম্মপতি—

কার্ডি।—হাঁ, ধর্ম্মপতি সম্প্রতি রডিনকে আপনার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি তাহা জানি, কিন্তু রডিনের চরিত্র কেমন, তাহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না, সে পক্ষে আপনি কি জানেন ?

আবি।—দক্ষতা আছে, গুণ আছে, তৎপরতা আছে, কিন্তু তাহার মনের ভিতর প্রবেশ করে, এমন সাধ্য কাহারও নাই।

কার্ডি।—উচ্চপদলাভে তাহার উচ্চ আশা জন্মিয়াছে কি না, তাহা আপনি জানেন? যে সভার সেবক হইয়া আপনারা কার্য্য করিতেছেন, সেই সভার গৌরববৃদ্ধি অপেক্ষা নিজের গৌরববৃদ্ধিতে রডিন অভিলাষী কি না?

আবি।—এ প্রশ্ন কি আপনি নিজে করিতেছেন, অথবা আমাদের ধর্ম্মাত্তির রিপোর্ট দেখিয়া কোন তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন?

কার্ডি।—কার্য্য দেখিয়াই আমি বুঝিতেছি, কোন প্রকার উচ্চ অভিলাষ রডিনের মনে স্থান পাইয়াছে। রোমনগরেও তাহার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে। আমার বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই রডিন একজন দুর্দ্দান্ত লোক হইয়া উঠিবে।

আবী।—(ঈর্ষানলে) আমিও ঐরূপ বুঝিয়াছি। এক এক সময় রডিনের প্রকৃতি দেখিয়া আমার ভয় হয়। উচ্চ আশায় এক একবার তাহার মুখ বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আপনাকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, রডিন একদিন—

কথা সমাপ্ত হইল না। আড়ে আড়ে তিনি চাহিয়া দেখিলেন, প্রবেশদ্বারের অর্দ্ধাংশ উন্মুক্ত। সেই মুক্তপথে বিবি গ্রীবরিস্ দাঁড়াইয়া তপস্বিনীকে কি যেন ইঙ্গিত করিতেছিল। তপস্বিনী মস্তক-সঞ্চালন করিয়া তাহার উত্তর দিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে বিবি গ্রীবরিস্ সে স্থান হইতে সরিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই গৃহমধ্যে রডিনের প্রবেশ।

রডিনকে দেখিবামাত্র গৃহস্থিত তিনজন ধর্ম্মাত্মা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবি আইরিণীর বদন এতক্ষণ যেন ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছিল, রডিনকে দেখিয়া সেই বদন উজ্জ্বল হইল, রডিন এখন তাঁহার উচ্চপদস্থ; সুতরাং যথোচিত সম্মান দেখাইয়া রডিনকে তিনি অভ্যর্থনা করিলেন। বৌরাণীও আসন হইতে উঠিয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া রডিনকে অভিবাদন করিলেন।

আসন গ্রহণ করিয়া রডিন একবার অপাঙ্গভঙ্গীতে অধ্যক্ষ, বিশপ এবং আবী আইরিণীর দিকে চাহিলেন। মুখে এক প্রকার বিসদৃশ লক্ষণ প্রকাশিত হইল। উচ্চপদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার গৌরব বাড়িয়াছে, কিন্তু কদর্য্য পরিচ্ছদের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভগ্নছত্রটীও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। বক্রনয়নে দৃষ্টিপাত করাতে কার্ডিনাল তাঁহার মনোগত ভাব এক প্রকার অনুমান করিয়া লইলেন;—সসম্মানে কহিলেন, "এইমাত্র আমরা আপনারই প্রশংসাবাদ করিতেছিলাম।"

রডিন।—(চকিতনেত্রে চাহিয়া) কিরূপ প্রশংসাবাদ?

কার্ডিনাল উত্তর করিবার অগ্রে ললাটের ঘর্ম্ম মার্জ্জন করিয়া বিশপ কহিলেন, "যত প্রকার সদ্‌গুণ মানুষের শরীরে থাকিতে পারে, আপনাতেই তাহা আছে, সেই কথাই আমরা বলিতেছিলাম।"

বৌরাণী।—(ভোজনাধারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) বাবা রডিন! আপনি কিঞ্চিৎ আহার করুন!

রডিন।—আমি পারিব না। আমি এই মাত্র মূলা ভক্ষণ করিয়া আসিতেছি।

কার্ডি।—হাঁ হাঁ, আমার সেক্রেটারী আবী আইরিণী একদিন আপনার আহারের সময় উপস্থিত ছিলেন। আপনার আহ

দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, আহারে আপনি সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতেছেন।

রডিন।—(গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া) আমি এখনে বিষয়কর্ম্মের কথা কহিতে আসিয়াছি।

কার্ডি।—শ্রবণ করিতে আমরাও প্রস্তুত আছি। রেণিপণ্টবংশের বিষয়বিভবের কথা আজ আপনি বলিবেন, ইহা স্থির আছে। তাহা শুনিয়াই আমি রোম হইতে পারিসে আসিয়াছি। যৈশব কোম্পানীর যাহাতে লাভ, তাহাতেই আপনার অনুরাগ। আপনার যাহাতে অনুরাগ, তাহাতেই আমাদের উপকার। স্বয়ং পোপ আপনার গুণপক্ষপাতী। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, যাহা আপনি বলিবেন, তাহাই আমি করিব।

বিশপ।—আমি আর বেশী কি বলিব, ই ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় যাহা বলিলেন, আমার মতও তাহাই। উভয়ে আমরা এক উদ্দেশে রোম হইতে যাত্রা করিয়াছি।

রডিন।—যাহা আমার বক্তব্য, আপনাদের সমক্ষে এখনই আমি তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিব। (বৌরাণীর প্রতি) ডাক্তার বালিনিয়ারকে আমি এখানে আসিতে আমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি। কয়েকটী বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া রাখা আবশ্যক।

বৌরাণী।—ভালই করিয়াছেন। অবশ্যই তিনি এখানে আদর পাইবেন।

রডিনের প্রবেশ অবধি আবি আইরিণী [illegible] করিয়া ছিলেন, তাঁহার বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছিল। পূর্ব্বাপর কত ভাবনাই তিনি ভাবিতেছিলেন, তিনিই তাহার গণনা [illegible]ন। ভাবিতে ভাবিতে আসন হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া কার্ডিনালকে তিনি বলিলেন, [illegible]! বাবা রডিন আমার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমি ইঁহার অধীন হইয়াছি। উপরওয়ালার আদেশ, অবশ্যই আমাকে মানিতে হয়, কিন্তু আজ আমি আপনার সমক্ষে ইঁহাকে দুই একটী প্রশ্ন করিব, কি ভাবে ইনি উত্তর দেন, শ্রবণ করিয়া আপনি তাহার বিচার করিবেন, আমাদের উভয়ের ক্ষমতা, দক্ষতা কি প্রকার, তাহাও বিবেচনা করিবেন, রোমনগরে ফিরিয়া গিয়া প্রধান অধ্যক্ষের নিকটে রিপোর্ট দিবেন।

কার্ডিনাল অভিবাদন করিলেন। বিস্ময়বিকসিত নয়নে রডিন একবার আবি আইরিণীর মুখের দিকে চাহিলেন। নীরসকণ্ঠে কহিলেন, "যাহা নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আর প্রশ্ন কি?"

আবি।—ঐ পদের আমিই উপযুক্ত, ইহা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশে আমি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নাই। প্রসঙ্গটী যথাযথ ইঁহার নিকটে ব্যক্ত করাই আমার ইচ্ছা।

রডিন।—তবে বলিয়া যাও। চুম্বকে বল, বাজে কথায় আমার সময় নষ্ট করিও না। (পকেট হইতে বৃহৎ একটা রূপার ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিয়া) দুইটা বাজিবার বেশী বিলম্ব নাই। ঠিক দ্বিতীয় ঘটিকার সময় আমাকে সেণ্ট সল্‌পাইস্ মোকামে উপস্থিত হইতে হইবে।

আবি।—(স্তম্ভিত ক্রোধে) যত সংক্ষেপে পারি, তাহাই আমি বলিব। আমার আসন স্বয়ং গ্রহণ করা যখন আপনি উচিত বিবেচনা করিয়াছেন, আমি যে প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা যখন আপনি দোষাবহ স্থির করিয়া অশেষবিশেষে আমার নিন্দা করিয়াছেন, তখন আর আমি অধিক কি বলিব; ফলে কিন্তু সিদ্ধিলাভের আশাটা বিফল হইয়া গিয়াছে।

রডিন।—(শ্লেষপূর্ণ বাক্যে) বিফল? বল কি? তুমি বুঝি তবে মনে কর, সমস্ত আশা ভরসা ধ্বংস হইয়াছে? ওঃ! তাই বটে, তাই বটে! রোমনগরে পত্র লিখিবার সময় তুমি আমাকে হুকুম করিয়াছিলে, আমি লিখিয়াছিলাম; তাহাতে কি তুমি আশা ধ্বংস হইবার সমাচার দিতে বল নাই?

আবি।—হাঁ, বলিয়াছিলাম।

রডিন।—স্বীকার করিতেছ সত্য। রোগ বড় কঠিন হইয়াছিল, ডাক্তারেরা সকলেই দুশ্চিকিৎসা ভাবিয়াছিলেন, কেবল আমি একাকী জীবন দান দিবার সংকল্প করিয়া পূর্ণ সাহসে চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছি। হাঁ, কি বলিতেছিলে, বলিয়া যাও।

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে ছুই পকেটে ছুই হস্ত প্রবেশিত করিয়া মহামতি রডিন তীব্রনয়নে আবি আইরিণীর মুখপানে চাহিলেন। আইরিণী কহিলেন, আপনি আমাকে নিষ্ঠুর কটূক্তি করিয়াছেন, আমার কার্য্যের উপর বিস্তর দোষারোপ করিয়াছেন, দুষ্ট লোকে প্রতারণা করিয়া আমাদের সমাজের সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছে, আমি তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার যে সকল উপায় করিতেছিলাম, তাহা আপনি অপ্রচুর বিবেচনা করিয়াছেন। কিছুই যেন আমি করি নাই, এইরূপ ভাব জানাইয়া আপনি আমার নিন্দা করিয়াছেন।

কার্ডিনাল কহিলেন, "তোমার উপরওয়ালারা যেমন যেমন আদেশ করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই করিয়াছ, কিছুই মন্দ কর নাই, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তোমার পদ্ম অপরে গ্রহণ করিয়াছে, তুমি তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হইবার অধিকারী।"

আইরিণী কহিলেন, "সেই জন্যই ত রডিন আমার নিন্দা করিবেন। যে সকল উপায় আমি অবলম্বন করিয়াছিলাম, অস্ত্রধারী সৈনিকের ন্যায় কর্কশভাবে রডিন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন। এ কালের যাহা সমুচিত, রডিনের উগ্রতার তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; সদুপায়ের স্থলে বিপদ আসিয়া পড়িয়াছে। উপস্থিত কার্য্যে বাধা বিঘ্ন সমস্তই বিপদসঙ্কুল। আচ্ছা, তাহাই হউক, কিন্তু আইন আদালত করিয়া আমি কোন প্রকার উৎপাত করিতে চাহি না। লোকে যতই নিষ্ঠুর বিবেচনা করুক, বস্তুতঃ যে উপায় অনুসারে কার্য্য করিতেছিলাম, একটা প্রবল বাধা না পড়িলে তদ্দ্বারা নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হইত। এখন আমি কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, কি কি—"

লোকের কথায় বাধা দেওয়া রডিনের নিত্য অভ্যাস; আইরিণীকে সব কথা বলিতে না দিয়া তিনি নিজেই বলিয়া উঠিলেন, "তোমার অপেক্ষা আমি কি কি বেশী কাজ করিয়াছি, তোমার অপেক্ষা আমি কি কি ভাল কাজ করিয়াছি, তাহাই কি তুমি জিজ্ঞাসা করিতে চাও? রেণিপন্টে সম্পত্তিতে আমাদের অধিকার স্থাপনের কোন্ কোন্ উপায় আমি অবলম্বন করিতেছি, একাংশ বিফল হওয়াতে তোমার নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইতেছি, তাহাই কি তুমি জানিতে চাও?

আবি।—হাঁ হাঁ, তাহাই বটে তাহাই আমি জানিতে চাই।

রডিন।—(ব্যঙ্গ করিয়া) আচ্ছা, আমিও স্বীকার করিতেছি, তুমি বড় বড় কাজ করিয়াছ, মহা ধূমধাম লাগাইয়াছ, বড় বড় বাজে কাজে তুমি মত্ত হইয়াছ, আর আমি এখন ছোট ছোট কাজ করিতেছি। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুপ্তবিষয়ের অনুসন্ধান লইতেছি। হা পরমেশ্বর! আমি বহুদর্শী লোক

হইয়া এই দেড়মাস কাল নির্ব্বোধ পাগলের ন্যায় কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা তুমি কল্পনাতেও আনিতে পার না।

আবি।—সত্য হইলেও আমি কদাচ আপনাকে ঐ প্রকারে তিরস্কার করিতে পারিতাম না।

রডিন।—(গ্রীবা সঞ্চালন করিয়া) তিরস্কার? আমি তিরস্কারের ভাজন? তুমিই ইহার বিচার কর। দেড়মাস পূর্ব্বে তোমার সম্বন্ধে আমি কি লিখিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি জান? এই দেখ,—মাননীয় আবিআইরি-নীর অনেকগুলি উত্তম উত্তম গুণ আছে, তিনি আমার অনেক উপকারে আসিতে পারিবেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক এক বিষয়ে আপনাকে কত ছোট করিতে হয়, সেটা তিনি ভালরূপ জানেন না। কেমন, এখন বুঝিলে আমার কথা? কল্য অবধি আমি তোমাকে ভাল ভাল দরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করিব, এখন বুঝিয়াছ?

আবি।—(সলজ্জবদনে) ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

রডিন।—উহাই তোমার বেশী দোষ। লেখা পড়িলে ভালমন্দ শীঘ্র বুঝিতে পার না, ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে, যাহা আমি বলিলাম, তাহাই ঠিক। আচ্ছা, এই মাত্র আমি স্বীকার করিলাম, দেড়মাস কাল আমি ছোট ছোট কাজ করিতেছি; কিন্তু জানা উচিত, এইরূপ পাগলামী করিয়া বস্তুতঃ আমি [illegible]বানের কার্য্য করিতেছি। হাঁ, বাজারের একটা বেয়াদব ছুঁড়ীর সঙ্গে বাজে গল্প করিতেছি, একটী স্বেচ্ছাচারিণী উন্মাদিনী বালিকার বাটীতে স্বাধীনতা, উন্নতি, মনুষ্যত্ব এবং স্ত্রীজাতির স্বেচ্ছাচারিতা কীর্ত্তন করিতেছি; একজন বৃদ্ধ, হতবুদ্ধি, নিষ্কর্ম্মা সৈনিকপুরুষের নিকট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের প্রশংসা করিতেছি, বোনাপাটের যত বড় বড় গুণ বলিয়া কথিত, প্রকারান্তরে তাহাই আমি সেই সৈনিক পুরুষকে বুঝাইয়া দিতেছি। ফ্রান্সের একজন মার্শেলের নিকটে নেপোলিয়নের গৌরব, ফরাসিদেশের খর্ব্বতা, রোমনগরের রাজার আশা ব্যাখ্যা করিতেছি, সেই মার্শেলটী নেপোলিয়নকে মহাবীর বলিয়া সেই সিংহাসন-তস্করের পূজা করিত, সেই তস্কর সেণ্ট-হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, তথাপি তাহার অনুগত সেবকেরা তাহাকেই দেবতা বলিয়া মানে। মার্শেলটীর মাথা আছে, কিন্তু মাথাটা বাঁশীর ন্যায় ফাঁপা। যখন তুমি বাজাও, তখন কেবল রণরঙ্গের সুর বাজে, আর কিছুই না। বাঁশী কেন বাজে, বাঁশী তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। সেই মার্শেলের সঙ্গে তাহারি মনের মতন কথা আমি বলিয়া আসিতেছি। এবং সৃষ্টি করিতেছি, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আর একটা কাণ্ড! একটা দুরন্ত ব্যাঘ্র-শাবকের কর্ণে প্রেমের কথা বলিয়া দিয়াছি। বুদ্ধিমান লোক হইয়া এতগুলি তুচ্ছ কার্য্যে আমি ব্যাপৃত, ইহার কি কোন কারণ নাই? মাকড়সার জাল! অন্ধকার জালে সহস্র সহস্র তন্তু! মাকড়সারা আপনা হইতে এ জালে জড়াইয়া পড়িবে, ইহা কি ঠিক নহে? জ্ঞানহারা হইয়া মাকড়সারা জাল বুনিতেছে, তাহা দেখিতে কি কৌতুক জন্মে না! কদাকার ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ কীট একগাছা সূতার উপর দিয়া আর একগাছা সূতার উপর চলিয়া যাইতেছে, ঠাঁই ঠাঁই গ্রন্থি বাঁধিতেছে, ঠাঁই ঠাঁই অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া গ্রন্থন করিতেছে, এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লম্বা করিয়া লইয়া যাইতেছে, উহা দেখিতে কি

কৌতুক উপস্থিত হয় না ? প্রথমত দেখিবা-মাত্র তোমার মনে দয়ার সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু দুই ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আইস, তখন তুমি কি দেখিতে পাইবে ? দেখিবে, মাকড়সারা আহার করিতেছে, প্রায় একডজন মক্ষিকা সেই জালে আটক পড়িয়াছে, পুনঃ উর্ণনাভ কৃষ্ণ-বর্ণ কীট সেই সকল আবদ্ধ মক্ষিকাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, যখন আহার করিবার ইচ্ছা হইবে, তৎক্ষণাৎ গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

শেষ কথাগুলি বলিতে বলিতে রডিন উদাসীন ভাবে হাস্য করিয়া উঠিলেন, তাঁহার নেত্রপুট ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধ নিমীলিত হইয়া আসিয়াছিল, তখন তিনি সটান চাহিয়া দেখিলেন। চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল। বড় বড় লোকের সমক্ষে এত বড় বক্তৃতা করিতেছেন, শ্রোতারা চমকিত হইয়া যাইতেছেন, এই ভাবিয়া রডিন মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন : শ্রোতারা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া যথার্থই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

আবি আইরিনী এমন লোকের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন, তথাপি মনোভাব গোপন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "হাঁ, আপনি ছোট ছোট কাজ করিতেছেন, তাহাতে আমি কোন আপত্তি করি না। আপনি নিজেই বলিলেন, কার্য্যগুলি ঘৃণাকর ; আমিও সেই কথা বলি। কেবল ঘৃণাকর কেন, অত্যন্ত নীচকার্য্য। ঐ সকল ঘৃণিত কার্য্যদ্বারা আপনার গুণের প্রকৃত মহিমার প্রচুর পরিচয় হইতেছে না। এখন আমি জিজ্ঞাসা—"

বাধা দিয়া রডিন কহিলেন, "কি তোমার জিজ্ঞাসা ? ঐ সকল কার্য্যদ্বারা কি কি ফল হইতেছে, তাহাই কি তুমি জিজ্ঞাসা কর ? আচ্ছা, আমার মাকড়সার জাল দেখ, এই জালের মধ্যে সেই মদগর্ব্বিতা সুন্দরী যুবতী কেমন ভাব ধারণ করিয়াছে। ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে যে গৌরবিণী সুন্দরী আপন রূপের অহঙ্কারে, গুণের অহঙ্কারে এবং মর্য্যাদাগৌরবে পরিস্ফীতা হইয়াছিল, সেই সুন্দরী এখন হৃদয়ে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কম্পিতকলেবরে শুষ্ক বদনে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

বউরাণী এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, ঐ কথা শুনিয়া গম্ভীরবদনে তিনি কহিলেন, "সেই যে ভারতবর্ষীয় রাজকুমার, যাহার বীরত্ব ও নির্ভীকতা দর্শনে সমস্ত প্যারিসনগরী চমকিত হইয়াছে, আমার বোধ হয়, সেই রাজকুমার আমাদের অদ্রিয়াণীর হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছেন।"

রডিন কহিলেন, "হাঁ, সত্য, কিন্তু আমি সে দফা একরকম শেষ করিয়া দিয়াছি। কুমারীকে আমি বলিয়াছি, কেবল গোটাকতক বাঘ মারিতে পারিলেই কোন রূপবান পুরুষ কোন রূপবতী যুবতীর পবিত্র প্রেমলাভের অধিকার প্রাপ্ত হয় না।"

আবি।—তাহা হইতে পারে। কথাটা যে সত্য, তাহা আমারও স্বীকার করি। কুমারী অদ্রিয়াণী অবশ্যই অন্তরে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কার্ডি।—আপনাদের ঐ সকল কথার সহিত রেনিপণ্ট-সম্পত্তির কি সম্বন্ধ আছে ?

রডিন।—সম্বন্ধ এত দূর যে, যখন ইহার ফল ফলিবে, তখন সকলে দেখিতে পাইবেন। আমাদের প্রবল বৈরী যখন মর্ম্মাহত, তখন তাহাকে নিশ্চয়ই রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমার বিবেচনায় এইটিই কতক অংশে শুভফলপ্রদ।

বউরাণী।—সে কথা সত্য। কুমারী

অদ্রিয়াণীর বুদ্ধি এবং সাহস আমাদিগকে অহরহ ভয় দেখায়। আমাদের বিপক্ষে যে সকল ষড়যন্ত্র হইয়াছে, কুমারী অদ্রিয়াণীই তাহার মূল।

আবি।—হইলই বা মূল, এখন আর অদ্রিয়াণী আমাদের পক্ষে ততদূর ভয়ঙ্করী হইতে পারিবে না; কিন্তু একটা কথা আছে। কুমারী মর্ম্মাহত হইয়াছে, এই কারণে তাহার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইবার কোন বাধা হইতে পারে না।

রডিন।—কে তোমাকে বলিল, বাধা হইতে পারে না? কেন আমি ঐ ফিকির করিয়াছি, তাহা কি তুমি বুঝিয়াছ? প্রথমতঃ কুমার জালমার প্রতি কুমারী অদ্রিয়াণীর অনুরাগ বাড়াইব, প্রেমের প্রসঙ্গ তুলিব, প্রেম সূত্রে গাঁথিবার আয়োজন করিব, দেখাসাক্ষাৎ, বাক্যালাপ এবং প্রেমানুরাগে মিলন করাইয়া দিব, কিন্তু শেষকালে চিরবিচ্ছেদ ঘটাইয়া উভয়কেই নিরাশাসাগরে ডুবাইব।

আবি।—তাহা যেন হইল, তাহা যেন বুঝিলাম, মিলন হইবে, বিচ্ছেদ ঘটিবে, ইহাও যেন স্বীকার করিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রেমানুরাগ জন্মিয়াছে বলিয়া তাহারা উভয়ে পূর্ব্বপুরুষের বিষয়াধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন?

রডিন।—আকাশ যখন নির্ম্মল থাকে, তখন কি জলনশীল বজ্র পতিত হয় কিম্বা আকাশে যখন অন্ধকার মেঘমালা সঞ্চিত হইয়া সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে, তখন ভীমনাদে বজ্রধ্বনি হয়? তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, কোথায় বজ্রবারণ স্থাপন করিতে হয়, সময়ে তাহা আমি জানিয়া লইব। কুঠীয়াল হাডি সাহেব কেবল তিনটী জিনিসের মায়ায় সংসারে বাঁচিতেছিলেন;—তাঁহার কারিকরগণ, তাঁহার একটী বন্ধু, একটী উপপত্নী। এখন তিনটাই গিয়াছে। অন্তরে আঘাত লাগাইয়াছি। আমি কেবল মানুষের অন্তরে আঘাত লাগাইবার চেষ্টা পাই। সে কার্য্যটী আমি যেমন পারি, তেমন আর কেহই পারে না। লোকের অন্তরে আঘাত করাই বিধিসিদ্ধ কার্য্য,—ফল সুনিশ্চিত।

ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া বিশপ কহিলেন, "যেমন বিধিসিদ্ধ কার্য্য, তেমনি সুনিশ্চিত, তেমনি প্রশংসনীয়। আপনার কথাগুলি যদি আমি ঠিক ঠিক বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে বুঝিয়াছি, কুঠীয়াল হাডির এক উপপত্নী ছিল। লোকটা লম্পট। গুপ্তারপুর বশীভূত হইয়া কুকার্য্যে নিরত, এই কথা তুলিয়া দুষ্টদমনের উপায় করিতে হইবে, ইহাই এখন আমাদের একটী নূতন মন্ত্র।

প্রতিধ্বনি করিয়া কাডিনাল কহিলেন, "খুব সত্য,—অখণ্ড সত্য। গুপ্তারপুর বশীভূত হইয়া লোকে যদি আমাদের অপকারের চেষ্টা করে, কৌশলে আমরা যদি তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা পাই, তবে সেটা আমাদের দোষ নয়, তাহাদেরই দোষ।"

মুখখানি রক্তবর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে বউরাণী কহিলেন, "আমাদের ধর্ম্মশালার প্রধানা তপস্বিনী লেডী পার্পিচু সেই ঘৃণাকর ব্যভিচারটা জনসাধারণে প্রচার করিয়া দিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্নবতী।"

এক একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া পণ্ডিতবর আবি আইরিণী মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক উপসংহার করিলেন, "এই বারেই বেশ কথা। আমি স্বীকার করিলাম, যেখানে সমধিক স্নেহ, মিষ্টার হাডি সত্য সত্য সেই খানেই আঘাত পাইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বস্ব জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতেই বা

আমাদের উপকার কি? তাহাতে বরং বিষয়াধিকারের লোভটা তাঁহার হৃদয়ে আরও অধিক প্রবল হইয়া উঠিবে।"

বিশপ, কার্ডিনাল এবং বউরাণী, তিনজনেই আইরিণীর ঐ কথার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। মহা কৌতূহল জন্মিল। এ সম্বন্ধে রডিন বাবাজী কি বলেন, তাহাই শুনিবার জন্য তাঁহারা সচকিতনেত্রে বাবাজীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

রডিন শীঘ্র শীঘ্র সকল কথার উত্তর করিবার লোক নহেন। কোন দিকেই যেন ভ্রূক্ষেপ নাই, ঠিক সেই ভাবে তিনি টেবিলের ধারে ধারে নিঃশব্দে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মদের উপর রডিনের বড় ঘৃণা, তথাপি টেবিলের উপর মদের বোতল দেখিয়া হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে তিনি সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল বোতলে কি আছে?"

এ প্রশ্নের উত্তর আর কে দিবে? স্বয়ং বউরাণী। মদের বোতলে কি আছে, রডিন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে বউরাণীর আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। রডিনের রুচি ফিরিয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া সপ্রতিভস্বরে তিনি উত্তর করিলেন, "ক্লারেট আর শেরি। আর—আর—"

কথাটী সমাপ্ত করিবার অবসর হইল না। রডিন তৎক্ষণাৎ একটা বোতল তুলিয়া লইলেন। একটা বড় গ্লাসের মুখামুখী মদ ঢালিলেন, সমস্তটাই এক চুমুকে পান করিয়া ফেলিলেন। কিছু পূর্ব্বে রডিনের একপ্রকার কম্প আসিয়াছিল, পরক্ষণেই আপনাআপনি অতি দুর্ব্বল বিবেচনা করিতেছিলেন। ইতাতেই তাঁহার মনে হইয়াছিল, সুরাপে অবশ্যই উপকার দর্শিবে।

হস্তের পৃষ্ঠভাগের দ্বারা মুখখানি মুছিয়া আসনের নিকটে রডিন ফিরিয়া আসিলেন, আবি আইরিণীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ, হার্ডি সাহেবের কথা তুমি কি বলিতেছিলে?"

আবি।—বলিতেছিলাম, হার্ডি এখন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, পৈতৃক বিষয়ের মূল্য অনেক টাকা, এই অবস্থায় তিনি লোভের বশে সেই উত্তরাধিকার পাইবার জন্য অধিক ব্যগ্রতা দেখাইবেন।

রডিন।—হার্ডি সাহেব টাকা ভালবাসেন? হার্ডি সাহেব টাকার কথা চিন্তা করেন? মনেও করিও না। এক্ষণে আর বাঁচিতেও তাঁহার সাধ নাই। যেন হতভম্ব হইয়া বসিয়া থাকেন। যখন কিছু ভাবেন, তখন দরদরধারে তাঁহার চক্ষে জল পড়ে। নিকটে যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের সহিত সদয়ভাবে দুটি একটি কথা কহেন। জ্ঞান হয় যেন কলের পুতুল কথা কহিতেছে। আমি তাঁহাকে ভাললোকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। তাঁহার প্রতি যেরূপ যত্ন করা হইতেছে, তাহাও তিনি ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছেন। বাবা আইরিণী! তোমরা সকলেই জান, হার্ডি সাহেব অতি ভদ্র, অতি অমায়িক, অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী। তাঁহার ঐ সকল গুণ আমাদের উপকারে আসিবে। আমরা অতি সহজে অবিলম্বে কার্য্য শেষ করিতে পারিব, তুমিই আমার আদেশে সেই কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হও।

আবি।—(সবিস্ময়ে) আমি?

রডিন।—হাঁ, তুমি। তাঁহার উপর আমি যতদূর বিশ্বাস রাখিয়াছি, আমার চেষ্টায় যতদূর শুভফল ফলিয়াছে, অচিরেই তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। আর—

কথা কহিতে কহিতে রডিন থামিয়

গেলেন, কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে যেন কিছু যন্ত্রণা অনুভব করিয়া আপনা আপনি কহিলেন,"এ কি! কি আশ্চর্য্য!"

বউরাণী।—কি হইল—কি হইল?

রডিন।—না মা, ও কিছুই নয়। মদ খাইয়াছি, তাহাতেই এইরূপ হইতেছে। মদ খাওয়া আমার অভ্যাস নয়; সেই জন্যই একটু মাথা ধরিয়াছে, একটু একটু কম্প আসিতেছে, শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইবে।

বউ।—আপনার চক্ষু কিন্তু বেজায় লাল হইয়াছে।

রডিন।—জাল পাতিয়াছি, ভাল করিয়া দেখিয়াছি, আবার দেখিব, আবি আইরিণী যেন অন্ধ হইয়াছেন, অন্য অন্য মক্ষিকাগুলি কোথায় আছে, কেমন আছে, তাহা তাঁহাকে দেখাইব। মার্শেল সাইমনের মেয়ে দুটি দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে, সর্ব্বক্ষণ তাহারা কি ভাবে, কিছুই তাহাদের ভাল লাগে না। পিতার সঙ্গে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইতেছি, ততবড় বীরপুরুষ এখন যেন একটী ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় কাহিল হইয়া পড়িয়াছেন, সেই ধর্ম্মপন্থী পরিবারের আর বাকী কে? জাকুইস রেণিপণ্ট? মোরককে জিজ্ঞাসা করুন, মদের খেলাতে, বেশ্যার সংসর্গে, তাহার এখন কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। যেখানে গমন করিলে মানুষ আর ফিরিয়া আসে না, মাতাল রেণিপণ্ট এখন সেই পথে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। ঘটনার তালিকা আমার কাছেই আছে। দেখুন, দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহাদের কেমন ঐক্য ছিল, কেমন শক্তি ছিল, এখন কি দশা ঘটিয়াছে। এই রেণিপণ্টেরা আমাদের সমাজের অপকার করিবার জন্য কতই চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের অধার্ম্মিক পূর্ব্বপুরুষের উইলের আদেশ অনুসারে তাহারা একত্র মিলিত হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহার উপক্রম হইতেছিল, যথার্থই তাহাদিগকে ভয় করিবার কারণ ছিল, কিন্তু এখন? কি আমি বলিলাম? আমি তাহাদের রিপুর উপর সন্ধান করিব। কি আমি করিয়াছি? প্রত্যেকের হৃদয় লক্ষ্য করিয়াই শর সন্ধান করিতেছি। এখন তাহারা আমার জালে বন্দী হইয়া কেবল ধড়্ ফড়্ করিতেছে আর উপায় নাই! তাহারা আমার!—তাহারা আমার—আমি এখন—

বলিতে বলিতে রডিনের মুখের চেহারা কেমন একপ্রকার বিকট হইয়া আসিল; কণ্ঠস্বরও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। গায়ের বর্ণ ধপধপে সাদা, এখন যেন পারক্ত আভা ধারণ করিল, চক্ষুকোটরে প্রবেশ করিয়া ব্যাঘ্রনেত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্বরে তীক্ষ্ণতর অদ্ভুত হইতে লাগিল। নিজের মুখের চেহারা রডিন নিজে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু যাহারা দেখিতেছিলেন, সত্যসত্যই তাঁহারা সে মুখ দেখিয়া ভয় পাইলেন।

নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন, কাহার মনের কি ভাব, কিছুই ঠিক না বুঝিয়া রডিন সরোষগর্জ্জনে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সেই ধর্ম্মাত্মক পরিবারের কষ্টে তোমরা কি দুঃখিত হইতেছ? হায় হায়! কাহার জন্য দুঃখ? সেই সুন্দরী যুবতীর জন্য? যে কখনও গির্জ্জাঘরে প্রবেশ করে না, আপন গৃহে প্রতিমা পূজার বেদী নির্ম্মাণ করে, তাহার জন্য দুঃখ? হার্ডি সাহেবের জন্য? আহা! সেই ভাবুক ধর্ম্ম-নিন্দুক, সেই দেশহিতৈষী নাস্তিক, যাহার কুঠীবাড়ীতে একটীও ধর্ম্মশালা নাই, যে অপমতি আমাদের ধন্য ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশুখৃষ্টের নামের সহিত গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের নাম, প্লেটোর নাম, মার্কস অরিলিয়সের নাম যোগ করিয়া দিতে

শাসন করে, তাহার জন্য দুঃখ? ভারতবর্ষের সেই রাজকুমার, যে ব্যক্তি ব্রহ্মা পূজা করে, তাহার জন্য দুঃখ? সেই দুই যমজা ভগ্নী, যাহারা এত বয়স পর্য্যন্ত ব্যাপ্টাইজ হয় নাই, তাহাদের জন্য দুঃখ? পশু তুল্য মাতাল জাকুইস রেণিপণ্টের জন্য দুঃখ? সেই নরাধম রাজকীয় সৈনিক, যে ব্যক্তি নেপোলিয়নকে পরমেশ্বর বিবেচনা করে, রাজকীয় সেনাদলের আরাম ব্যারামের বিজ্ঞাপনকে যে ব্যক্তি সাধু-কথিত সুসমাচার বলিয়া মানে, তাহার জন্য দুঃখ? হায় হায়! স্বদেশদ্রোহী, ঈশ্বর-বিদ্বেষী সেই পাপী-পরিবার, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ আমাদের সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস রাখিত না, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়াও যাহার আশা পূর্ণ হয় নাই, আমাদের সহিত প্রতারণা করিয়াও যে পাপিষ্ঠের সন্তোষলাভ হয় নাই, একখানা উইল করিয়া আমাদের উপর দৌরাত্ম্য করিবার উপদেশ দিয়া আপন উত্তরাধিকারিগণকে উৎসাহিত করিয়া গিয়াছে, দেড়শত বৎসর পরে আমাদের উপর জয়লাভ করিয়া সেই অপহৃত সম্পত্তি বণ্টন করিবার জন্য ওয়ারিসগণকে পরামর্শ দিয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য দুঃখ? হায় হায়! তাহারা কালসর্প, তাহাদের নিজের কালকূট বিষে তাহাদিগকে জর্জ্জরিত করিতে আমাদের কি একটুও অধিকার নাই? আমি যাহা বলি, শ্রবণ কর। সেই কালসর্পকুলকে দমন করা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, তদ্দ্বারা জগৎসংসারে একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হইবে, সর্পেরা দুর্জ্জয় রিপুগণে কষ্ট ভোগ করিবে, বহুকষ্টের পর এককালে হতাশ হইয়া পড়িবে, ক্রমে ক্রমে পরিণামে করাল কালগ্রাসে নিপতিত হইবে!"

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে করিতে রডিন যেন অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন জ্বলন্ত অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল, অধরোষ্ঠ যেন জ্বলিয়া জ্বলিয়া বিশুষ্ক হইল, ললাটে ঘর্ম্মধারা দেখা দিল, ঘন ঘন ললাট-দেশ কম্পিত হইতে লাগিল; ঘন ঘন রডিন কাঁপিতে লাগিলেন।

কেন তাঁহার এমন ভাব, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে রডিন উত্তর করিলেন, "বড়ই ক্লান্ত আছি। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিয়াছিলাম, তাহাতেই অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি।"

মুখে তিনি এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু শরীরে অন্য প্রকার লক্ষণ বিদ্যমান। মূর্চ্ছা আইসে আইসে, এইরূপ লক্ষণ। পাছে মূর্চ্ছা আইসে, সেই ভয়ে রডিন পুনর্ব্বার মদের বোতলগুলির নিকটস্থ হইয়া একটী বোতল হইতে এক পাত্র মদ ঢালিলেন,—ঢালিয়াই এক চুমুকে পান করিলেন। মদ্যপানের পর পুনর্ব্বার টেবিলের নিকটে আসিবামাত্র কার্ডিনাল তাঁহাকে বলিলেন, "সেই পাপাসক্ত পরিবারের দোষক্ষালনের যদি কিছু পন্থা থাকিত, তাহা হইলে, হে ধার্ম্মিকপ্রবর! আপনার শেষকথাগুলিতেই নিঃসংশয়ে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া যাইত। আপনার সকল কথাই সত্য। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা যাহা বলে, তাহাই আপনি ঠিক ঠিক বলিয়াছেন; ঈশ্বরের বিধিও সেই প্রকার। অধর্ম্ম আপনার অস্ত্রেই বিনষ্ট হয়, তাহাতেই পরমেশ্বরের সন্তোষ।

রডিনের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই চমকিত হইলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া আবি আইরিণী তাঁহাকে কহিলেন, "আপনার যুক্তিগুলি অকাট্য, আপনার কার্য্যপ্রণালীও অতি সুন্দর, অগ্রে আমি ইহা বুঝিতে পারি নাই, না বুঝিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম, সে কার্য্যে কিরূপ ফল হইবে, এখন তাহা বুঝিলাম।

এখন আমার সন্দেহ বিভঞ্জন হইল। আপনাকে ধন্যবাদ, আমাদের সিদ্ধিসম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সংশয় রহিল না।

অস্থির হইয়া রডিন কহিলেন,"তুমি অনেক বেশী কথা বলিতেছ। রিপুগণ যদিও অভিপ্রেত কার্য্য করিতেছে, তথাপি সময় এখনও সঙ্কটাপন্ন। উপর হইতে খনির নীচে মুখ বাড়াইলে দুই প্রকার ফল হইতে পারে। হয় ত প্রচুর অর্থ লাভ করা যায়, নতুবা গর্ত্তে পড়িয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়। আমাদের এখন সেই অবস্থা! আমি একাকী এই মুহূর্ত্তে—"

কথা সমাপ্ত করিতে রডিনের শক্তি হইল না। যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া যুগল হস্তদ্বারা তিনি আপন ললাটদেশ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাব গতিক দেখিয়া আবি আইরিণী শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অকস্মাৎ এ আবার কি হইল? অনেকক্ষণ অবধি দেখিতেছি, আপনার মুখখানি ক্রমশই বিবর্ণ হইয়া আসিতেছে।"

বিকৃতস্বরে রডিন কহিলেন, "অকস্মাৎ কি হইল, তাহা আমি জানি না, বুঝিতেও পারিতেছি না। আমার শিরঃপীড়া বাড়িতেছে; শরীরে যেন কেমন একপ্রকার জড়তা আসিতেছে।"

ব্যস্ত হইয়া বউরাণী কহিলেন,"তবে আপনি বসুন। অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে আরও বেশী কষ্ট হইবে।"

সেই কথায় সায় দিয়া ব্যগ্রভাবে বিশপ কহিলেন,"আপনি বসুন, কিছু আহার করুন।"

যেন কিছুই নহে, এইরূপ ভাব জানাইয়া রডিন অতিকষ্টে বলিতে লাগিলেন, "কিছুই না, কিছুই না, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু নহি, অবস্থা বুঝিতে পারি, ঈশ্বর আমাকে সুস্থ রাখিবেন। গত রাত্রে নিদ্রা ভাল হয় নাই, কেবল অল্পক্ষণমাত্র শয়ন করিয়াছিলাম, সেইজন্যই ক্লান্তি আসিতেছে, আর কিছুই নহে। আমি বলিতেছিলাম, একাকী আমিই এখন উপস্থিত কার্য্যের সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিব, কিন্তু নিজে আমি কার্য্য করিব না, তফাতে তফাতে থাকিয়া অন্তরাল হইতে কার্য্যকলাপ দর্শন করিব। মূলসূত্র আমি স্বয়ং ধারণ করিয়া থাকিব, সে কার্য্য আর কেহ পারিবে না।"

মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া সকম্পিত-কণ্ঠে কার্ডিনাল কহিলেন, "সত্যই দেখিতেছি, আপনার মুখখানি শুষ্ক হইতেছে, শরীর বিবর্ণ হইতেছে, আপনি পীড়িত হইয়াছেন।"

সাহস দেখাইবার জন্য গলা কাঁপাইয়া রডিন কহিলেন, 'মুখ শুষ্ক হইতে পারে, কিন্তু সহজে আমি কাবু হইব না। এখন বিষয়কর্ম্মের কথা আবার ধরা যাউক। বাবা আইরিণী! সময় যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, এখন এ ক্ষেত্রে তোমার দক্ষতার উপর অনেকটা নির্ভর করে; তুমি যত্ন করিলেই অবশ্য সুফল ফলিবে। তোমার শরীরে অনেক গুণ, কদাচ তাহা আমি অস্বীকার করি নাই, এখন সেই সকল গুণ বড় উপকারে আসিবে। লোকমোহনে তোমার ক্ষমতা আছে, গাম্ভীর্য্যও প্রচুর, বক্তৃতাশক্তিও বিলক্ষণ। তুমি অবশ্যই—"

রডিন আবার থামিলেন। ললাট হইতে অবিরল স্বেদজল প্রবাহিত হইতে লাগিল। দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জানু জঙ্ঘা ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। জড়িতস্বরে তিনি কহিলেন, "সত্যই আমার অসুখ হইতেছে, কিন্তু প্রাতঃকালে বেশ ছিলাম। এখন আমি কাঁপিতেছি। উঃ! বড় শীত!—বড় শীত!"

ধর্ম্মশীল বিশপ সস্নেহে রোগীর হস্তধারণ

করিয়া উৎসাহবচনে কহিলেন, "আগুনের কাছে সরিয়া আসুন। হঠাৎ কম্প আসিয়াছে, ভয় নাই।"

চিন্তাকুলবদনে বউরাণী কহিলেন, "আপনি যদি একটা গরম জিনিস খান, এক পেয়ালা চা,—হাঁ হাঁ, ডাক্তার বেলিনিয়ার এখনই এখানে আসিবেন, কি পীড়া, তিনিই বলিয়া দিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।"

অগ্নিকুণ্ডের সমীপবর্ত্তী হইয়া এক মিনিটের মধ্যেই রুডিন বলিলেন, "আমি গরম হইয়াছি, আর আমার শীত নাই, অসুখটা কিছুই নয়। পীড়া হইয়াছে বলিয়া সময় নষ্ট করা এখন ভাল হইতেছে না। আমার চেষ্টাতেই রেসিপণ্ট-সম্পত্তির উদ্ধার হইবে, এসময় আমি পীড়িত হইলে বড় গোল। আসুন, কাজের কথা শুনুন। কাজের কথাই আমার জীবনের প্রধান আলোচনার বিষয়। আমি আইরিনী! আমি তোমাকে বলিয়াছি, তুমি এখন আমাদের অনেক উপকার করিতে পারিবে। আর আপনি,—বউরাণি! আপনি আমাদের এই সাধারণ বিবরটী যে আপনার নিজের মনে করিয়া—"

বলিতে বলিতে রুডিন আবার থামিয়া গেলেন। এইবার বিকট চীৎকার করিয়া পার্শ্বের একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না, যেন ধনুষ্টঙ্কার আরম্ভ হইল, হস্তপদে টান ধরিতে লাগিল, বক্ষঃস্থলে পুনঃপুন হস্ত মর্দ্দন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "উঃ! উঃ! কি ভয়ানক বেদনা! কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা!"

যথার্থই ভয়ঙ্কর! যথার্থই ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ক্ষণেকের মধ্যেই রুডিন যেন শবাকার ধারণ করিলেন। তাঁহার কোটরাস্তর্গত নেত্রযুগল ঘোর রক্তবর্ণ, নেত্রের তারকা যেন দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধ হয় যেন কেবলই ছোট ছোট দুটী অন্ধকার গর্ত্ত, মধ্যস্থলে যেন প্রজ্জ্বলিত বহ্নি! সর্ব্ব শরীরে টান ধরিতেছে। মুখের শিরাগুলি ক্ষণে ক্ষণে সবুজবর্ণ ধারণ করিতেছে! অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া নিশ্বাস ফেলিবার জন্য ঘন ঘন কাঁপিতেছে! এক একবার সেই মুখে কথা ফুটিতেছে "ওঃ! কি যন্ত্রণা! কি যন্ত্রণা! আমি যেন জলন্ত অনলে দগ্ধ হইতেছি!"

রোগীর শরীরে অকস্মাৎ যেন অভূতপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিল। গায়ে জামাজোড়া থাকাতে যন্ত্রণা আরও বাড়িতেছে, ইহাই ভাবিয়া তিনি টানিয়া টানিয়া জামার বোতামগুলা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, দীর্ঘ দীর্ঘ ময়লা নখের দ্বারা অনাবৃত বক্ষঃস্থল চিরিয়া রক্তপাত করিলেন।

নিকটে যাঁহারা ছিলেন, ছুটিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ধরিতে গেলেন। তখন রুডিনের খেঁচুনি আরও ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই অবস্থাতেও অঙ্গে যেন অসম্ভব বল! কম্পিত পদের উপর ভর রাখিয়া তিনি একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্য লোকে দেখিলে মনে করিত, যেন একটা মরা মানুষ দাঁড়াইল। সর্ব্বশরীর যেন কাঠ। অঙ্গসব যেন আলুথালু, মাথার চুলগুলা সোজা হইয়া সবুজবর্ণ মুখের উপরিভাগে দাঁড়াইয়া উঠিল। তখন পর্য্যন্ত খেঁচুনি থামে নাই। আরক্তনয়নে চাহিতে চাহিতে কম্পিত হস্তে কাডিনালকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া ভয়ঙ্কর স্তম্ভিত স্বরে রুডিন কহিলেন, "কাডিনাল মালি পিয়ারি! আমার এই রোগটা অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়াছে, রোমনগরের ধর্ম্মযাজকেরা আমার উপর সন্দেহ করিয়াছে,—তুমি বর্জিয়াবংশের সন্তান! আ[illegible] প্রাতঃকালে তোমার সেক্রেটারী আমার [illegible]ছে আসিয়াছিল।"

বিস্মিত ও কুপিত হইয়া গর্জ্জনস্বরে কার্ডিনাল বলিয়া উঠিলেন, "হতভাগ্য রডিন! অকারণে আমাকে গালাগালি কেন? কি সাহসে অকস্মাৎ এতদূর অহঙ্কার বাড়িল?" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি রডিনের হস্তবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুঃসাধ্য! রডিনের হস্ত তখন সুদৃঢ় লৌহ অপেক্ষাও কঠিন।

গর্জ্জন করিয়া রডিন কহিলেন, "কে আমাকে বিষ খাওয়াইয়াছে!" এই কথাটী বলিয়াই তিনি ভূতলে পড়িতেছিলেন, ব্যস্ত হইয়া আবি আইরিণী তাঁহাকে কোলে করিয়া ধরিলেন; সেই সময় ভয়ার্ত্ত কার্ডিনাল চুপি চুপি আইরিণীর কাণে কাণে কহিলেন, "লোকটা ভাবিয়াছে, কে উহাকে বিষ দিয়াছে। কথাটা ভাল নয়। কোন একটা ভয়ানক মৎলবে মনে মনে ভয়ানক ফন্দী আঁটিতেছে সন্দেহ নাই।"

দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ডাক্তার বেলিনিয়ার প্রবেশ করিলেন। বউরাণী তাঁহার নিকটে ছুটিয়া গিয়া সভয় কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "ডাক্তার! ডাক্তার! ভয়ানক বিপদ! ঠাকুর বাবা রডিনের খেঁচুনি রোগ উপস্থিত! শীঘ্র দেখুন, শীঘ্র দেখুন!"

মাথার টুপীটা একখানা চেয়ারের উপর ফেলিয়া ফেলিয়া ডাক্তার সাহেব তাড়াতাড়ি রোগীকে দেখিতে চলিলেন। রাণীকে বলিয়া গেলেন, "ভয় কি? খেঁচুনি রোগ অচিরেই আরাম হয়।"

ডাক্তারকে দেখিয়া সকলের একটু ভরসা হইল। সকলেই একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল আবি আইরিণী রডিনকে ধরিয়া রহিলেন। রোগীর মুখের চেহারা নিরীক্ষণ করিয়া ডাক্তারের ভয় হইল। ইহা ত খেঁচুনী নয়। কি সর্ব্বনাশ! মুখ ইতিপূর্ব্বে সবুজ বর্ণ হইয়াছিল, আবার নীলবর্ণ হইতেছে!

দর্শকেরা ভয় পাইয়া ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রোগ মহাশয়?" স্তম্ভিতস্বরে ডাক্তার উত্তর করিলেন, "কালান্তক কলেরা!"

এই ভয়ানক কথা শুনিবামাত্র আবি আইরিণী ভয় পাইয়া রডিনকে ছাড়িয়া দিলেন, রডিন অমনি তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পড়িয়া পড়িলেন। কালান্তক কলেরা! এই রোগ যাহাকে ধরে, যে কেহ তাহাকে স্পর্শ করে, তাহারই কলেরা হয়!

আর কোথায় যায়! "উহুঃ আমি বলিয়া ডাক্তার সাহেব আগে সরিয়া পড়িলেন; তাহার পর একে একে সমস্ত লোক প্রাণ ভয়ে ছুটিয়া পলাইলেন। কেবল রডিন একাকী ভূতলে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন।

দ্বারের নিকটে বেজায় তাড়াতাড়ি! যাঁহারা পলাইতেছেন, তাঁহারা কেহই ভিতর হইতে দরজা খুলিতে পারিতেছেন না। বাহির হইতেও ধাক্কা আসিতেছে। বাহির হইতেই দ্বার খুলিয়া গেল।

সম্মুখে গেব্রিল, যাঁহারা হুড়াহুড়ি করিতেছিলেন, তাঁহাদের মুখ আতঙ্কমাখা বিমলিন, গেব্রিলের বদন সুপ্রসন্ন। পলাতকেরা সভয়ে এক নিশ্বাসে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "প্রবেশ করিও না—প্রবেশ করিও-না! কলেরা আসিয়াছে! বাবা রডিন কলেরা রোগে মরিতেছে! পালাও, পালাও, পালাও!"

বলিতে বলিতেই সকলে ছুট দিলেন, শেষে পড়িলেন বিশপটী। গেব্রিল তাঁহাকে এক ধাক্কা দিয়া দ্রুতগতি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রাণ লইয়া বিশপটীও পলাইলেন।

রডিন ধরাতলে ঘুরিতেছেন; চক্রাকারে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ টানিতেছে। পূর্ব্বে অজ্ঞান ছিলেন, আবি আইরিনী ছাড়িয়া দেওয়াতে সজোরে ভূপতিত হন, তাহাতেই জ্ঞানোদয় হইয়াছিল। তিনি আপনা আপনি বলিতেছিলেন,"পলাইল! পলাইল!—আমাকে ফেলিয়া আপনাপন প্রাণ লইয়া সকলেই পলাইয়া গেল! কুকুরের মত একাকী আমি এইখানে মরিয়া থাকিব, ইহাই তাহারা ইচ্ছা করিয়াছে! ঘৃণিত কাপুরুষ! কিছুমাত্র মায়াদয়া নাই! হায় হায়!—কে কোথায়—কে কোথায়! কেহই নাই,—জনপ্রাণীও না।

ধীরে ধীরে সমীপবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মশীল গেব্রিল সেই সময় রোগীর পার্শ্বে গিয়া বসিলেন;—ধীরে ধীরে কহিলেন, "ভয় কি বাবা! আমি আছি। আমি আপনাকে আরাম করিব। বিস্ময় কি? আমি আপনার নিকটেই রহিয়াছি। আমি গেব্রিল।"

না শুনিয়াই যেন রডিন আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়!—কেহই নাই কেহই নাই! হা জগদীশ্বর! সকলেই আমাকে ফেলিয়া গিয়াছে! কেহই নিকটে নাই! জনপ্রাণীও না!"

গেব্রিল পুনর্ব্বার কিছু উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "আমি রহিয়াছি। ভয় কি? আমি আপনাকে রক্ষা করিব। একান্তই ঈশ্বর যদি আপনাকে আহ্বান করেন, আমিই তখন আপনার আত্মার কল্যাণার্থ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব।" মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া রডিন তখন গেব্রিলকে চিনিলেন;—নিরুদ্ধকণ্ঠে গদগদ স্খলিত বচনে কহিলেন, "কে? গেব্রিল? তুমি?—আহা! গেব্রিল! আমি তোমার অনেক মন্দ করিয়াছি; তুমি আমাকে ক্ষমা কর! তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইও না। আমাকে—"

কথা সমাপ্ত করিবার শক্তি হইল না। শ্বাসপ্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সেই অবস্থায় রডিন সহসা একবার অঙ্গসঞ্চালন পূর্ব্বক উঠিয়া বসিলেন। গেব্রিলের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বিকট চীৎকার করিয়া তখনি পুনর্ব্বার ঘুরিয়া পড়িলেন। পুনর্ব্বার সংজ্ঞাশূন্য—নিস্পন্দ!

সেই দিন সহরের সায়াহ্ন-পত্রিকাসমূহে বিঘোষিত হইল, প্যারিসে কলেরা আসিয়াছে। অপরাহ্ণ সার্দ্ধ তৃতীয় ঘটিকার সময় ব্যাবিলন বত্মে দিজিয়ার প্রাসাদে প্রথম আক্রমণ!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘিকাতীরে।

শোভাময়ী সমৃদ্ধিশালিনী প্যারিসনগরী অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! সপ্তাহের মধ্যে নগরময় ভয়ঙ্কর মহামারীর প্রাদুর্ভাব! সকল গৃহেই দিবারাত্রি কফিন আঁটিবার হাতুড়ির শব্দের প্রতিধ্বনি! সকল রাস্তাতেই শবসিন্দুকপূর্ণ শবশকটের অসম্ভব ভিড়! সকল গৃহেই হাহাকার শব্দ! শকটে শকটে রাশি রাশি হীনপ্রাণ নরদেহ! এক এক গৃহ হইতে পাঁচসাতটা শবাধার (কফিন) বাহির হইয়া শূন্য শকট পরিপূর্ণ করিতেছে! কাহারও প্রাণে শান্তি নাই। শকটে কুলাইতেছে না। শেষকালে গরুর গাড়ী, উটের

গাড়ী; ভাড়াটে গাড়ী, ডুলী, ঝাকা, ইত্যাদি নানা যানে টান পড়িতেছে, তথাপি সমস্ত দেহ বাহির হইতেছে না! এক এক বাড়ীতে এক একটী ক্ষুদ্র কামরায় কেবল দুই একটী শিশুসন্তান কণ্ঠাগতপ্রাণে ধূলি লুণ্ঠিত হইয়া শীতে কাঁপিতেছে, তাহাদের মাতাপিতা ইতাগ্রে সিন্দুকে শুইয়া গোরস্থানে চলিয়া গিয়াছে!

প্যারিসের আমোদ-কৌতুক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহাদের নাচঘরে নিশাকালে প্রমোদ-সঙ্গীতের তুফান উঠিত, তাঁহাদের সেই সকল বিলাসভবনে এখন প্রেতাত্মাদের পরিত্রাণার্থ নিরন্তর স্তুতিপাঠ হইতেছে! সন্ধ্যাকাল হইতে ঊষাকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহবাতায়নে চর্ব্বিবাতী জ্বলিতেছে। মোমবাতীর স্নিগ্ধ দীপ্তি বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। নৃত্য-গীতবিলাসের বিসর্জ্জন হইয়াছে! প্রত্যেক গৃহস্থ-গৃহই শোকান্ধকারে সমাবৃত।—প্রত্যেক গৃহদ্বারেই ধূসর-কৃষ্ণ-বসনাবৃত শববাহকেরা গাড়ী ঘুরাইয়া ভ্রমণ করিতেছে। এইমাত্র যতগুলি গাড়ী কফিনপূর্ণ দেখা যায়, পরক্ষণেই সেইগুলি আবার শূন্যগর্ভ; পরক্ষণেই আবার পরিপূর্ণ; পরক্ষণেই পুনরায় শবশূন্য! এতদূর ক্ষিপ্রকারিতার সম্মুখেও শবসমাধির শৃঙ্খলা হয় না! যানবাহনাভাবে এক এক পল্লীতে দরিদ্র লোকেরা কোলে করিয়া পরিবারস্থ লোকের মৃতদেহ গোরস্থানে লইয়া যাইতেছে! রাজধানীতেই কলেরার বেশী পরাক্রম! আহা! স্বর্ণপুরী প্যারিস রাজধানীর কি শোচনীয় অবস্থা!

সমস্তই কি শোকতমসে সমাচ্ছন্ন? সমস্তই কি নিরানন্দে নিমগ্ন?—প্যারিসের কোথাও কি হর্ষবিলাসের অস্তিত্ব নাই?

আছে।—আনন্দের অগ্রপশ্চাতে নিরানন্দ থাকে, নিরানন্দের অগ্রপশ্চাতেও আনন্দ বিরাজ করে। শ্রেণীবিশেষের দ্বারা তাহার অভিনয় হয়। এক স্থানে শোক, অন্য স্থানে হর্ষ। এক শ্রেণীর বিপদ, অন্য শ্রেণীর আমোদ! ইহা প্রায়ই ইহসংসারে নয়নগোচর হইয়া থাকে। শোকে প্যারিসনগরী কাঁদিতেছে, সুখে প্যারিসের অন্তিম শয়নপুরী হাসিতেছে।

কোথায় সেই স্থান?—উত্তর প্রাপ্তির অগ্রেই পাঠকমহাশয়েরা অনুভব করিতে পারিবেন, স্থানটী প্যারিসের সীমার বহির্ভূত নহে। স্থানের নাম গোরস্থান। মহামারীর সময় যাহারা মৃতদেহ বহন করে, কবর খনন করিয়া যাহারা মৃতদেহ সমাহিত করে, তাহাদের আনন্দ ও আমোদপ্রমোদের সীমা থাকে না। গোরস্থানগুলি শান্তিস্থান বলিয়া বর্ণিত। অন্ধকার নিশাকালে গোরস্থানগুলি সর্ব্বথা নিস্তব্ধ ও শান্তিপ্রদ থাকে। মহামারীর সময় মহা কলরবপূর্ণ ও অশান্তি উৎপাদক হয়। প্যারিসের এই কলেরা-কালে লক্ষ লক্ষ লোকে কবর-গহ্বরে প্রবেশ করিতেছে, কবর-খনকেরা শত শত মশাল জ্বালিয়া মহানন্দ-মহোৎসবে বোতল বোতল মদ খাইতেছে। মহানন্দ মহোৎসবে মনোমত বাগরাগিণীতে মনোমত রসের গীত গাহিতেছে। এক টাকার স্থলে দশ টাকা মজুরী পাইতেছে, ইহা কি তাহাদের সাধারণ আনন্দ? প্রতিদিন ঊষাকালে তাহারা বড় বড় মদের গেলাস হস্তে লইয়া, রং বেরং মজাদার সুর মুখে করিয়া রঙ্গভূমিতে বাহির হয়; তাহাদের অভিনয় দর্শন করিয়া ভদ্রলোকের তাক্ লাগিয়া যায়। খুব পড়ুক, খুব মরুক, আমরা খুব বেশী টাকা রোজগার করিয়া মনের সাধে আমোদ আহ্লাদ করি, ইহাই তাহাদের কামনা! কার্য্যে পরিপক্ক পক্ককেশ

বিজ্ঞজনেরা (!) ব্যবস্থা দেন, এতাদৃশ শোকাবহব্যাপারে আমোদ প্রমোদে উৎসাহ না দিলে সমাধিকারকেরা পূর্ণসাহসে পূর্ণ স্ফূর্ত্তিতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবে কেন? কথাও ঠিক বটে! কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও অট্টহাস, মানুষের এ ব্যবস্থা এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই শ্লাঘনীয়!!!

এই দল ব্যতীত আর এক প্রকার দল আছে, তাহারা আরও অধিক ভয়াবহ। তাহারা নিরাশ্রয়, নিষ্কর্ম্ম, লম্পট, মাতাল, দাঙ্গাবাজ, এবং সর্ব্বপ্রকার অপকার উদ্দীপক।—এ ক্ষেত্রে তাহারা কি প্রকার আমোদ করিতেছে, পাঠকমহাশয়েরা একটু পরেই তাহা দেখিতে পাইবেন।

সহরের প্রান্তভাগে নোটার-ডেম্ ধর্ম্মশালা,—প্রাঙ্গণে গোরস্থান। সম্মুখে নোটার-ডেম্ দীর্ঘিকা। চারিদিকে রাস্তা। দীর্ঘিকার বামে ধর্ম্মশালা, দক্ষিণে বৃহৎ হাসপাতাল। এই মহামারীর সময় ঐ সকল রাস্তায় ভয়ানক জনতা। শববাহকেরা শবাধার লইয়া গোরস্থানে বহিতেছে, অপর দিকে মুমূর্ষু-রোগীগণকে লইয়া ডুলীবাহকেরা হাসপাতালে প্রবেশ করিতেছে। রাস্তার একধারে একটা শিলানী পথ। শিলানগুলি পুরাতন ও বিবর্ণ হইয়া আছে। একটা স্তম্ভগাত্রে বড় বড় অক্ষরে এইরূপ বিজ্ঞাপনী লেখা রহিয়াছে:—

"প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! যে সকল শ্রমজীবি লোককে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহাদের সংখ্যা অসম্ভব অধিক। হাসপাতালে স্থান সঙ্কুলান হয় না। অতএব, রক্ষকেরা অনেক রোগীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিতেছে! প্রত্যেক রজনীতেই বহুতর মৃতদেহ নৌকা বোঝাই করিয়া সীননদীর অগাধ জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইতেছে!"

"প্রতিশোধ লও! নগরবাসিগণের হত্যাকারীগণকে নিকাস করিয়া দাও!"

এই বিজ্ঞাপনী পাঠ করিয়া সুরাপানমত্ত নিষ্কর্ম্মা বাজে লোকেরা ঘোরতর হৈ চৈ বাধাইয়া দিতেছে। উক্ত শিলানী রাস্তার একধারে স্তম্ভান্তরালে দুটী লোক ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া গতিক্রিয়া দর্শন করিতেছিল। গণ্ডগোলকারী লোকেরা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে। "মার্ মার্—ডাক্তার মার্! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!"—এইরূপ ভীষণ চীৎকার ঐ দুটী লোকের কর্ণে প্রবেশিল। একজন বলিল, "ঐ দেখ ঐ দেখ! দলের ভিতর সেই প্রকাণ্ড দৈত্য! হার্ডি সাহেবের কুটী ভস্ম করিবার সময় ব্যাঘ্রদলের মধ্যে ঐ পাথরকাটা লোকটা সর্দ্দারী করিয়াছিল, সেই লোকটাই ঐ!—হার্ডি সাহেবের কারখানাবাড়ী দগ্ধ হইবার পর ব্যাঘ্রেরা উহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল, ডাকিনীসদৃশী শিরোলাটাও বিদায় পাইয়াছিল, এই ঘোর বিপৎসময়ে উহারা উভয়েই আবার এই ভয়ানক আততায়ীদলে আসিয়া মিশিয়াছে!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "ঠিক বটে—ঠিক বটে! চিনিয়াছি—চিনিয়াছি! যেখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা, যেখানে উপদ্রব, সেইখানেই উহারা জমা হয়।"

প্রথম বক্তা কহিল, "আমার পরামর্শ লও। এখানে এখন আর আমাদের থাকা উচিত হয় না। ভারী শীত! যদিও আমি ফ্লানেল কাপড়ে মোড়া, তথাপি যেন আমার গাত্রে বরফ বিদ্ধ হইতেছে! আমি—"

দ্বিতীয়।—ঠিক বলিয়াছ! কলেরাটা অতিশয় অবাধ্য! বিশেষতঃ এখনকার ব্যবস্থা মন্দ নয়। আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি, কবর্গ সেন্টআন্টনীর সমস্ত লোক আমাদের

সাধারণতন্ত্রের অনুকূলে মস্তক উত্তোলনে প্রস্তুত;—উহাতেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; বিদ্রোহমূল অধর্ম্মের উপর আমাদের পবিত্র ধর্ম্ম নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। চল আমরা আবি আইরিণীর সন্ধানে যাই।

প্রথম।—কোথায় তাঁহার দেখা পাইব?

দ্বিতীয়।—নিকটেই আছেন।— চল চল,—শীঘ্র চল।

দুইজনেই শীঘ্র, শীঘ্র, গুপ্তভাবে সে স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। জনতার লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"মার্—মার্—ডাক্তার মার্—ডাক্তার মার্!"

সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন। নোটার-ডেম্ ধর্ম্মশালার চূড়ায় চূড়ায় স্বর্ণবর্ণ রবিরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে। আকাশ দিব্য পরিষ্কার। কয়েক-দিন যাবৎ একটুও মেঘ নাই। গগনমণ্ডল নির্ম্মল নীলবর্ণ, সূর্য্যদেব এই কয়দিন মধুক্ষণ করবর্ষণ করিতেছেন। আকাশে কিছুমাত্র গোলযোগ নাই। সহস্র সহস্র উপদ্রবী লোক হাসপাতালে প্রবেশের পথরোধ করিতেছে; হাসপাতালের সম্মুখস্থ রেলের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহারা অনবরত উচ্চরবে মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, "মার—মার্—ডাক্তার মার্—ডাক্তার মার্—ডাক্তার মার!"

রেলের ভিতর দিকে শারি শারি অস্ত্রধারী পদাতিক পাহারা। দুষ্টেরা তাহাও গ্রাহ্য করিতেছে না!—মোরিয়া হইয়া মদের ঝোঁকে অবিশ্রাম গণ্ডগোল করিতেছে! বাতাসে তাহাদের কলরব উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

নিমেষে নিমেষে শত শত মুমূর্ষু রোগীর ডুলী ও তক্তা রাজপথ বাহিয়া হাসপাতালের দিকে যাইতেছে। ডুলী গুলাতে মোটা মোটা শারি ঢাকা; দর্শকলোকেরা তন্মধ্যস্থ রোগীগণের বিকট চেহারা দেখিতে পাইতেছে না; কিন্তু তক্তায় শুইয়া যাহারা আসিতেছে, তাহাদের গাত্রের চাদর ভিন্ন অন্য আবরণ নাই। রোগীদের অঙ্গটঙ্কারে চাদর সরিয়া যাইতেছে, লোকেরা ত্রস্তনেত্রে তাহাদের শবসদৃশ পাংশু-বর্ণ বদন দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে।

জনতার বেকার মাতালেরা সেই সকল বীভৎস দৃশ্য দর্শনে ভয় পাইতেছে না, তাহাদের মনেও দুঃখের সঞ্চার হইতেছে না; তাহারা বরং কৌতুকে করতালি দিয়া ঠাট্টার সুরে গীত গাহিতেছে; ডাক্তারের হাতে পড়িলে অভাগা-দের জন্মশোধ সর্ব্ব যন্ত্রণার অবসান হইবে, এই ধুয়াতে ডাক্তারগণের উদ্দেশে গালাগালি ঝাড়িতেছে!

সকলের মাথার উপর সেই পাথুরে অসু-রের মাথাটা প্রায় এক হাত উচ্চ। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিস্ফীত। গম্ভীর গর্জ্জনে সেই ব্যক্তি বলিতেছে, "গোর খুঁড়িয়া যাহারা মৃতদেহ বাহির করে, তাহারাই লোক-গুলাকে বিষ দিয়া মারিতেছে! মার মার্—সেই সকল নরহন্তাকে মারিয়া ফ্যাল্!"

প্রতিধ্বনি করিয়া সিবোশী বলিয়া উঠিল, "আহার দিয়া বাঁচাইয়া রাখা অপেক্ষা বিষ দিয়া মারিয়া ফেলাই সহজ!—বিষধর লোকগুলাকে নিকাস করাই দরকার!"

এই সময় একটী বৃদ্ধ রোগীকে চেয়ারে শুয়াইয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতেছিল; সেই বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া সিবোশী বলিতে লাগিল, "যেও না—যেও না,—কদাচ ওখানে যেও না। ঐ নরকে মরিতে যাওয়া অপেক্ষা এইখানে খোলা জায়গায়, খোলসা বাতাসে স্বচ্ছন্দে মরাই ভাল। এইখানেই মর!—ওখানে যাইলে ডাক্তারেরা তোমাকে ইঁদুরমারা করিয়া মারিয়া ফেলিবে!"

চীৎকার করিয়া পাথুরে লোকটা বলিল, "ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্!—উহারা তোমাকে প্রাণে মারিয়া জলে ফেলিয়া দিবে, মাছেরা তোমাকে ভক্ষণ করিবে! এ জন্মে তুমি আরে মাছ খাইতে পাইবে না!"

দুইজনের এই প্রকার নির্ঘাত উক্তি শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ রোগী একবার চতুর্দ্দিকে চক্ষু ঘুরাইয়া অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ করিল। যাহারা তাহাকে লইয়া যাইতেছিল, সিবেলী তাহাদিগকেও বাধা দিতে লাগিল। বাহকেরা অতিকষ্টে সেই ডাকিনীর বাধা এড়াইয়া রোগীটীকে হাসপাতালে লইয়া গেল।

মিনিটে মিনিটে রোগীসংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ডুলীও আর পাওয়া যায় না, তক্তাও দুর্ল্লভ হইয়া পড়িল; কাজে কাজ বাহকেরা কোলে করিয়া রোগীগুলিকে লইয়া আসিতে বাধ্য হইল!

দুটি লোক একখানা রক্তমাখা চাদর ঢাকা তক্তা বহিয়া লইয়া যাইতেছিল, তক্তায় একজন মুমূর্ষু রোগী। হঠাৎ ঐ দুইজন বাহকের মধ্যে একজনের রোগ হইল! সে ব্যক্তি আর চলিতে পারিল না, তক্তাখানাও ছাড়িয়া দিল। রোগীশুদ্ধ তক্তাখানা রাস্তার উপর পড়িল, রোগাক্রান্ত বাহকটীও সেই রোগীর গায়ের উপর পড়িয়া গেল! দ্বিতীয় বাহক ভয় পাইয়া ছুটিয়া পলাইল। উভয় রোগী সেইখানে শুইয়া আশু মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এই শোকাবহ দৃশ্য দর্শনে কতক লোক ভীতিবিহ্বল হইয়া স্তম্ভিত হইল, কতক লোক অন্যায় আহ্লাদে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"ঘোড়া ক্ষেপিয়াছে, ঘোড়া ক্ষেপিয়াছে! এই দিকেই আসিতেছে!"—পাথুরে অস্থর অকস্মাৎ এইরূপ চীৎকার করিয়া উঠিল।

"দয়া কর!—রক্ষা কর!—দয়া করিয়া আমাকে ঘরের ভিতর লইয়া চল!"

ঐ দুইজন মুমূর্ষুর মধ্যে একজন ঐরূপ কাতরোক্তি করিয়া জনতার লোকদিগের কাছে মিনতি জানাইল। ভিড়ের ভিতর হইতে একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল, "বসিবার আসনে আর স্থান নাই।"—আর একজন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "কেন? তোমার ত পা আছে, তুমি কি হাঁটিয়া হাঁটিয়া গ্যালারীতে গিয়া বসিতে পার না?"

লোকটী একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু শক্তি হইল না; অবশাঙ্গে তক্তার উপর পড়িয়া গেল। ভিড়ের লোকেরাও সেই সময় সেইদিকে ছুটিয়া চলিল; তক্তাখানা উল্টাইয়া পড়িল। মুমূর্ষু লোকটীর সহিত তাহার সঙ্গী-বাহক (নূতন রোগী) লোকটী তৎক্ষণাৎ বহুলোকের পদাঘাতে দলিত-পেষিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল!

দূরে দামামার ধ্বনি। একদল অস্ত্রধারী সৈন্য ডঙ্কা বাজাইয়া ধাবিত হইতেছে। ফবর্গ সেণ্ট এণ্টনী পল্লীতে রাজবিদ্রোহ জাগিয়াছে। সেনাদলের সহিত বাদ্যকরদল সেই খিলানী রাস্তা পার হইয়া জনতামধ্যে আসিতেছিল। হঠাৎ একজন বৃদ্ধ বাদ্যকর রোগাক্রান্ত হইয়া বাদ্যযন্ত্র ফেলিয়া দিল; তাহার মুখখানা সহসা সবুজবর্ণ ধারণ করিল; লোকটা কাঁপিতে কাঁপিতে রাস্তায় পড়িয়া গেল! বাদ্যভাণ্ড থামিল, সকলেই দাঁড়াইল, সেনাগণের গমনের পথ বন্ধ! এমন সময় জনতার জনকতক লোক হট্টগোল তুলিয়া উক্ত সৈন্যগণের দিকে ছুটিয়া চলিল।

একটা লোক একপাশে লুকাইয়া ছিল, পথের লোকের উদ্যম দর্শনে সেই লোকটা একজন বাদ্যকরকে বলিল, "তোমাদের ঐ সঙ্গী লোকটী বুঝি পথের ধারের ইঁদারার জল খাইয়াছিল?"

বাস্তুকর।—হাঁ গো হাঁ! উহার বড় পিপাসা হইয়াছিল, চাটিলেট্ পল্লীর রাস্তার ধারের একটা কূপ হইতে দুই অঞ্জলি জল খাইয়া আসিয়াছে।

লোক।—তবেই বিষ খাইয়াছে!

বহুস্বর।—অ্যাঁ?—কি?—কি বল?—বিষ?—অ্যাঁ?—বিষ খাইয়াছে?

লোক।—আশ্চর্য্য কি?—সমস্ত সরকারী ইঁদারায় বিষ মিশাইয়া রাখিয়াছে! কেবল ইঁদারা কেন, আরও ভয়ানক কাণ্ড আছে! বুরর্গবর্গের একখানা শুঁড়ীর দোকানের মদের কলসীতে সেঁকোবিষ মিশাইতেছিল, ধরা পড়াতে আজ প্রাতঃকালে তাহার মাথা-কাটা * গিয়াছে।

এই ভয়ঙ্কর কথা শুনাইয়া দিয়াই সেই লোক আপন মনে কি বকিতে বকিতে জনতা-মধ্যে মিশাইয়া গেল। হাসপাতালে রোগী-গণকে বিষ খাওয়াইয়া মারে, সেই জনরবের সঙ্গে এই জনরবটা সংযুক্ত হওয়াতে হজুগবাজ লোকেরা মহা চটিয়া উঠিল। জন পাঁচছয় বদমাস সেই মুমূর্ষু বাস্তুকরকে স্কন্ধে লইয়া দলস্থ সমস্ত লোককে দেখাইতে লাগিল। তাহাদের অগ্রবর্ত্তী সেই সিবোলী আর সেই দীর্ঘাকার অসুর। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "সর—সর, পথ দাও!—মড়া যাইতেছে! দেখ—দেখ! কেমন করিয়া ডাক্তারেরা বিষ খাওয়াইয়া মানুষ মারে, দেখ!"

আর একটা নূতন কাণ্ড!—সীননদীর পরপারে পৌঁছিবার জন্য একখানা ডাকগাড়ী ঐ দীঘির ধারে উপস্থিত হইল। নেপো-লিয়ন পোস্তা দিয়া যাইতে পারে নাই। সে দিকের রাস্তা বহুজনস্রোতেই এককালেই দুর্গম। অপরাপর জনপূর্ণ—রোগীপূর্ণ রাস্তা ঘুরিয়া অবশেষে ঐ দীঘির ধারে উক্ত গাড়ী-খানা উপনীত। কলেরার ভয়ে বিস্তর লোক পারিস হইতে পলাইয়া গিয়াছে; ঐ গাড়ীতে যাহারা ছিল, তাহারাও ঐ ভয়ে পলাইতেছে। একজন চাকর আর একজন আয়া গাড়ীর বাহিরে বসিয়া ছিল, হাসপাতালের নিকট দিয়া আসিবার সময় ভীষণ দৃশ্য দর্শনে তাহারা উভয়েই ভয়ে ভয়ে মুখচাহাচাহি করিল। শকটের সম্মুখাসনে একজন যুবাপুরুষ;—তাঁহার নাম লর্ড মরিণবল্। পশ্চাদাসনে লর্ড মন্টব্রন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্কন্যা লেডী মরিণবল্। গাড়ীর সার্সী নামাইয়া লর্ড মরিণবল্ মুখ বাড়াইয়া অশ্বচালককে কহিলেন, "ধীরে ধীরে হাঁকাও, এখানে বেজায় ভিড়!"

লেডী মারিণবল্ অতিশয় ভয় পাইলেন। লর্ড মন্টব্রণও অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা উভয়েই কর্পূরপূর্ণ ঔষধের শিশি বার-ম্বার আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ প্রান্তপূর্ণ পথমধ্যে একটু দূরে একপ্রকার অস্ফুটধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। ক্রমে ক্রমে সেই শব্দ নিকটে!—যতই নিকটে আসিতে লাগিল, ততই যুদ্ধাস্ত্রের মালগাড়ীর লৌহশৃঙ্খল-বাদন-ধ্বনির ন্যায় শৃঙ্খলধ্বনি স্পষ্ট শুনা গেল। এক-খানা ওয়াগন দ্রুতবেগে ঐ ডাকগাড়ীর দিকে আসিয়া পড়িল। ভিড়ের লোকদিগের মুখে মুখে বিঘোষিত হইল, "শব-বোঝাই ওয়াগন!—শবপূর্ণ মালগাড়ী!"

পাথুবে অসুরের দলস্থ বদমাস লোকেরা দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বিগুণ উচ্চকণ্ঠে বিদ্রূপসূচক চীৎকার আরম্ভ করিল। সিবোলী হাঁকিয়া বলিল, "পথ দাও,—পথ দাও—মড়ার গাড়ী যাইতেছে,—পথ ছাড়িয়া দাও! বাহবা—

* এই দুঃসময়ে এইরূপ মিথ্যা অভিযোগে ইঁদারার জলে ও দোকানের মদে বিষ মিশাইয়াছে বলিয়া অনেক অভাগার মাথা কাটা গিয়াছে।

বাহবা! কি কৌতুক! ঐ বড়লোকের গাড়ী-খানা এইবার ঐ ওয়াগন চাপা পড়িয়া যাইবে! হাঃ—হাঃ—হাঃ!—বড়ই মজা হইবে! বড়-লোকেরা আজ মড়ার গন্ধ পাইবে!"

সত্য সত্যই দুইখানা গাড়ীতে জোরে ধাক্কা লাগিল। লর্ডের গাড়ীর দুইখানা সার্সী ভাঙ্গিয়া গেল, মালগাড়ীখানা বেটক্করে ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। গাড়োয়ানটা মাতাল ছিল, ঘোড়া-গুলিকে বশে রাখিতে পারিল না। অর্দ্ধমণ্ড-লাকারে অনেক দূর উচ্চ পর্য্যন্ত কফিন পূর্ণ করা ছিল, একটা কফিন ধাক্কা খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেল। স্ক্রেক্‌গুলা ভাল করিয়া আঁটা ছিল না, কফিনটা ফাটিয়া—স্ক্রেক্ খুলিয়া, তন্মধ্য হইতে একটা অর্দ্ধাবৃত বিকটাকার মৃত-দেহ রাস্তায় পড়িয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিল!

সেই বিকট দৃশ্য দর্শনে লেডী মরিণবল্ উচ্চ চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছা গেলেন। হুজুগ-বাজ লোকেরা ত্রস্ত হইয়া একধারে সরিয়া গেল। ডাকগাড়ীর অশ্বচালকেরাও ভয় পাইয়াছিল, জনতা কতকটা পরিষ্কার হও-য়াতে তাহারা অশ্বগাত্রে চাবুক বসাইয়া দ্রুতবেগে পোস্তার দিকে শকট চালাইয়া দিল।

হাসপাতালের সীমা ছাড়াইয়া সেই শকট অদৃশ্য হইলে একটু দূরে আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল। তুরী, ভেরী, ডঙ্কা ও বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। বহুলোকে একত্র হইয়া চীৎকারস্বরে জানাইয়া দিল, "কলেরা সং!",—সঙেরা হল্লা করিয়া দীঘির বড় রাস্তায় দেখা দিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সংযাত্রা।

সংক্রামক মারীভয়ের সময় মানুষেরা যদি আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়া অন্যমনস্ক থাকে, তাহা হইলে তাহাদের রোগও অল্প হয়, সুতরাং মৃত্যুও অল্প দাঁড়ায়। সকল দেশেই এই প্রকারের কিম্বদন্তী আছে। এই উপায়ে অল্প-দিনের মধ্যেই ক্রমে ক্রমে মহামারী দূর হইয়া যায়। ইতিমধ্যে তাহার একটা দৃষ্টান্তও পাওয়া গিয়াছে। গোরস্থানের কাছে কাছে অনেকগুলা মদের দোকান বসিয়াছে। যাহারা লক্ষ লক্ষ লোকের কবর খনন করিতেছে, বেশী টাকা পাইয়া বেশীমাত্রায় মদ খাইতেছে, নিত্য নিত্য রাজভোগ সেবা করিতেছে, মনের সাধে প্রেমসঙ্গীত ও হর্ষসঙ্গীত গান করিতেছে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্পলোকেই কলেরায় মরিতেছে। যদিও দুই একটা গোর খুঁড়িবার সময় দুই একজন রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব পাইতেছে, তাহাদের সঙ্গীরা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ গোরে শুয়াইতেছে, ইহা সত্য, তথাপি তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প!—অত্যন্ত কম।

বাস্তবিক মহামারীর সময় আমোদ উৎ-সবে,—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে অনেকটা উপকার হয়। সেই বিশ্বাসে পুলিসের পাস লইয়া পারিসের রাজপথে সং বাহির হইয়াছে। ধ্বজা-পতাকা লইয়া শত শত লোক উচ্চরব করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। অনেক লোক অনেক রকম মুখস্ পরিয়া রকম রকম সং সাজিয়াছে। ছোট ছোট বালকেরা শিঙা

বাজাইতেছে, হুল্লার ছাড়িতেছে, কেহ কেহ বা শীষ দিতে দিতে চলিয়াছে।

পাথুরে গুণ্ডা, সিবোলী, তাহাদের সঙ্গীগণ এক রবাহূত জনস্রোত ঐ নূতন দৃশ্য দর্শনে সকৌতুকে চীৎকার করিতে করিতে সেই দিকে ছুটিল। থিলানী রাস্তার ধারেএকটি হোটেল; খুব বড় হোটেল। সেখানকার রন্ধন ভাল, বন্দোবস্ত ভাল, মদগুলিও ভাল ভাল। সেই লোভে সেখানে যাত্রীলোক অনেক হয়।

রাস্তায় তুরীধ্বনি শুনিবামাত্র সেই হোটেলের সমস্ত গবাক্ষ এককালে উদ্‌ঘাটিত হইল। যাহাদের আসিবার কথা, সেই কৌতুকাবহ অতিথিরা আসিতেছে স্থির করিয়া হোটেলের চাকরেরা প্রত্যেক গবাক্ষে উঁকি মারিতে আরম্ভ করিল। সকলের স্কন্ধেই এক এক ধোয়া তোয়ালে।

মহাজনতামধ্যে মহা কোলাহলের সঙ্গে সঙ্গে সং আসিয়া দেখা দিল। প্রথমে একখানা রথ। সেই বিচিত্র শকটের পশ্চাতে দামী দামী সৌখীন পোষাকপরা অনেক নরনারী অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। সকলের মুখেই মুখস। তাহাদের অধিকাংশই সমাজের মাঝারি অবস্থার লোক;—হীনাবস্থার লোকও কম নহে। ইত্যগ্রেই প্রচার হইয়াছিল, কলেরা রোগের ভয়-নিবারণার্থ—কলেরাকে পরাজয় করিবার উদ্দেশে সহরে একদল সং বাহির হইবে। সেই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া অবধি সহরের ভীতিবিহ্বল লোকেরা—কর্ম্মকার কারিকর, চিত্রকর, দোকানদার ছাত্রদল এবং বিবিধ শ্রেণীর শ্রমজীবিদল ঐ মূলদলে আসিয়া যোগ দিয়াছে। আজি পর্য্যন্তও জমিতেছে। অথচ সকলের সহিত সকলের চিনাপরিচয় নাই। অনেকে আবার স্ব স্ব উপপত্নীগুলিকেও সঙ্গে আনিয়াছে। খরচপত্র নির্ব্বাহের জন্য চাঁদা হইয়াছে। প্রাতঃকালে নগরের অপর একপ্রান্তে কিছু কিছু জলযোগ করিয়া সমস্ত সং এই দীঘির ধারে আসিয়া জমিয়াছে। এইখানকার হোটেলে সমস্ত দিন আসিয়া ভালরকম খানা খাইবে, এই তাহাদের অভিলাষ।

এই দলে অনেকগুলি সুন্দরী সুন্দরী যুবতী আছে। তাহারাও সং সাজিয়াছে। তাহাদের সাহসকে ধন্য। নগরে মহামারীভয়, শত শত গাড়ী করিয়া মৃতদেহ গোরস্থানে লইয়া যাইতেছে, শত শত ডুলী করিয়া রোগীগণকে হাসপাতালে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যেক রাস্তায় অসম্ভব জনতা, পথিক লোকের চলাচল নিতান্তই দুর্ঘট; এমন অবস্থায় মেয়েমানুষেরা সেই রাস্তায় সং সাজিয়া বাহির হইয়াছে, ইহা অবশ্যই অধিক সাহসের পরিচয় সন্দেহ নাই।

বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোন স্থলে এমন ব্যাপার হইতে পারিত না, কেবল প্যারিস সহরেই এই উৎসবপর্ব্ব শোভা পাইতেছে। তাহাও নগরবাসী সকল শ্রেণীর লোক পারিয়া উঠিতেছে না; বিশেষ বিশেষ শ্রেণী হইতে লোক বাছিয়া বাছিয়া সং সাজানো হইয়াছে।

রথ চলিয়াছে। রথের সম্মুখে দুইজন অশ্বারোহী। মুখে মুখস, বড় বড় নাক, গোলাপী রঙের টুপীবন্দ, বড় বড় গোলাপের তোড়া বুকে। ইহারা যেন শবসমাধির গাড়ীর সঙ্গে সমাধিক্ষেত্রে যাইতেছে, এইরূপ ভঙ্গী তাহাদের পরিচ্ছদ বেশ জমকাল।

রথের বারাণ্ডায় বারাণ্ডায় হরেকরকম সং।—একটী সং মদিরা, দ্বিতীয় সং আমোদ, তৃতীয় সং প্রেম, চতুর্থ সং ক্রীড়া।

ঠাট্টা, বিদ্রূপ, তামাসা, ভণ্ডামী, এই

সকল উহাদের উপকরণ। গুডম্যান কলেরাকে মারিয়া ফেলিবে, তাহাকে লইয়া গোর দিবে, এই প্রকার শত শত ক্রীড়ায় কলেরাকে উপহাস করাই এই সং-যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই সং-যাত্রার ভিতরে কি উপদেশ পাওয়া যায়, লোক-সমাজের ইহা দ্বারা কি কি উপকার হয়, তাহাও এইখানে বুঝাইতে হইবে। নির্ভয়ে নিরাপদে কলেরার সহিত যুদ্ধ করা, সহজ অবস্থায় হয় না, ভয় পাইলে হয় না; কাজ করিতে হয়। মানবগণ! এই বিপদসময়ে তোমরা কি কি কাজ করিবে? সং বলিতেছে মদ খাও, হাস্য কর, খেলা কর এবং রমণী ধরিয়া প্রেম কর!

মদের আকৃতি প্রকাণ্ড এক দৈত্য—খুব মোটা! মোমবাতার মুকুট মাথায়, ব্যাঘ্র চর্ম্ম স্কন্ধলম্বিত, হাতে একটা বৃহৎ মদের ভাঁড়, ভাঁড়ের গলায় ফুলের মালা।

পাদরীসাহেবদিগের ধর্ম্মপত্রিকার সুবিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণ সম্পাদক লিলিমোলীন এই মদের চেহারা ধারণ করিয়াছে। কর্ণ দুটী রক্তবর্ণ, ভুঁড়িটী প্রকাণ্ড, মুখখানিও চক্রাকার। মিনিটে মিনিটে লিলিমোলীন যেন মদের ভাঁড়টী এক এক চুমুকে শূন্য করিতেছে, তাহার পর কলেরার মুখের কাছে করতালি দিয়া খিল খিল করিয়া হাস্য করিতেছে।

গুডম্যান কলেরা দেখিতেই ভীষণ। শবাচ্ছাদন কৃষ্ণবর্ণ চাদরে অর্দ্ধেক অঙ্গ আচ্ছাদিত, তাহার মুখখানা সবুজবর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহা আবার অন্ধকারকোটরে। গুডম্যান কলেরা প্রতি মিনিটে দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া মৃত্যুকে যেন আহ্বান করিতেছে, মৃত্যুই যেন সম্মুখে আসিয়া বিদ্রূপ করিতেছে। কলেরার মাথায় মন্দিরের চূড়ার মত একটা নাইটক্যাপ্। হস্তপদ উলঙ্গ, তাহাতে সবুজ রং দেওয়া, হাত দুখানা খুব রোগা, সর্ব্বক্ষণ ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, একগাছা মোটালাঠির উপর ভর। পায়ে লাল মোজা, কালা শ্লীপার চটী। লোকটা কে?—সেই অভাগা জাকুইস রেলিপণ্ট;—ইঁহার ডাকনাম শ্লীপীন বফ্।

অভাগা রেলিপণ্ট জাকুইসের এমন দশা কেন? বেধড়ক ব্রাণ্ডী—দিবারাত্রি ব্রাণ্ডী; দিবারাত্রি বেশ্যাক্রীড়া! অন্তরে অন্তরে দারুণ রোগ জন্মিয়াছে। কেহ কেহ মনে করে ক্ষয়কাস। ধীরে ধীরে মৃদুগতিতে নিত্য নিত্যই জ্বর হয়; ডাক্তার বলেন, সেই জ্বর সাংঘাতিক! জাকুইসের দেহের ভিতর সুড়ঙ্গ হইয়াছে। বাহিরে দেখিতে একটী মানুষ, ভিতরে ফাঁক! দেহ ক্ষীণ স্বাস্থ্যহীন। বোধ হয়, মরিবার আর বেশী দেরী নাই। সঙের হাত ঘন ঘন কাঁপিতেছে—সে কম্পটা কল কৌশলের নয়, সত্য সত্যই মদের পরাক্রমে সর্ব্বক্ষণ জাকুইসের হাত কাঁপে। আহা! হতভাগা জাকুইসের যখন এ প্রকার শোচনীয় অবস্থা, তখন সে চেহারা সং সাজিল কেন? স্ব-ইচ্ছায় সাজে নাই, সেই দুরন্ত প্রতারক বাবওয়ালা মোরক জোর করিয়া তাহাকে কলেরার সং সাজাইয়া দিয়াছে। জাকুইস্ এখন মোরকের কথায় মরে বাঁচে।

মোরক নিজে গিল্টীকরা কাগজের মুকুট মাথায় দিয়া ক্রীড়ার প্রতিরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার হাতে একটা প্রকাণ্ড ব্যাগ। গুডম্যান কলেরার মুখের কাছে এক একবার ভঙ্গীক্রমে সেই ব্যাগটা নাড়িতেছে, ঝন্‌ঝন্ করিয়া সোণারূপার শব্দ হইতেছে। ব্যাগের গায়ে রং বেরং ছোট বড় তাস চিত্র করা। হীরকরাজের সজ্জা। মুখ পাণ্ডুবর্ণ। পিঙ্গলবর্ণ

লম্বা দাড়ী ক্রমশঃ ঝুলিয়া ঝুলিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়াছে। দেখিলেই হাসি পায়।

আমোদের প্রতিমা একটী সুন্দরী রমণী। সেটির নাম মেরিয়েট।—আমোদ এবং হাস্য দুই খেলাই তাহার। হস্তে ঝাড়ঘণ্টা। গুড়-ম্যান কলেরার কাণের কাছে নত হইয়া ঘন ঘন সেই ঝাড়ঘণ্টা দোলাইতেছে, ছোট ছোট গিলটী ঘণ্টাগুলি ঠন্‌ঠন্ করিয়া বাজিতেছে। রং মন্দ নয়! আমোদিনীর মাথায় কৃষ্ণবর্ণ কেশের উপর রক্তবর্ণে রঞ্জিত স্বাধীনতার টুপী। দেখিতে বেশ মজাদার! হাস্যরূপিণীর হাস্য-বদনে সর্ব্বক্ষণ অট্ট অট্ট হাস্য।

আর একটী সুন্দরী সুন্দরী যুবতী সুন্দর সুন্দর সাজ পরিয়া প্রেমের প্রতিমা সাজিয়াছে। সেটীর নাম মডিষ্টী।—পরি-ধান নীল ঘাগরা,—কুঞ্চিত কুন্তলে নীল রিবণ এবং রূপালী জরী বাঁধা। স্কন্ধদেশে যোনি স্বচ্ছ পাখা। ঠিক একটী সুন্দরী পরী। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলীর উপর বাম হস্তের তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া সেই প্রেমময়ী কামিনী ক্ষণে ক্ষণে নেত্র নাচাইতে নাচাইতে গুডম্যান কলেরার মুখের দিকে চাহিতেছে।

এই প্রধান প্রধান পঞ্চ রং পঞ্চ সং ব্যতীত আরও অনেক সঙ্গী সং অনেক রকম মুখস মুখে দিয়া রঙ্গরস করিতেছে। অনে-কের হস্তেই এক এক বিচিত্র নিশান। সেই সকল নিশানে চিত্রিত অক্ষরে সময়োচিত অনেক কথা লেখা রহিয়াছে। যথাঃ—

"কলেরাকে নিপাত কর!—হাসিয়া উড়াও!—সর্ব্বক্ষণ হাস্য কর!—আমরা ঐ কলেরার গলা টিপিয়া ধরিব!—প্রেম তুমি চিরজীবী হও!—মদ! তুমি চিরজীবী হও! ও বুড়ো ভয়—বুড়ো কলেরা! আয়—আয়! যদি সাহস থাকে, আয়—আয়!"

সং দেখিয়া সকলেই কৌতুকে মত্ত হই-তেছে। সং সম্প্রদায় উল্লাসে চীৎকার করি-তেছে, দর্শকেরাও হল্লা করিয়া হাসিয়া উঠি-তেছে। তাগোর সহিত যাহারা তামাসা করে, তাহারা প্রশংসার যোগ্য কিম্বা তিরস্কারভাজন, সে কথা আমরা বলিব না; সঙেরাও তাহা গ্রাহ্য করিল না। খানা খাই-বার জন্য ব্যস্ত হইয়া তাহারা সকলেই হোটেল বাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। শকট হইতে এবং অশ্ব হইতে নামিয়া সকলেই একে একে হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করিল। চাক-রেরা আদর করিয়া তাহাদিগকে একটা বড় ঘরে লইয়া বসাইল। যাহারা মেয়েমানুষ আনিয়াছিল, তাহারা জোড়া জোড়া বসিল, যাহারা প্রেমিকাবিহীন তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বসিয়া অন্যান্য জোগাড়ে ব্যাপৃত রহিল।

মদ খাওয়া আরম্ভ হইল। মত্ততার সঙ্গে সঙ্গে জয় জয় চীৎকার। কাসপাতাল এবং গোরস্থান উভয়ই তথা হইতে নিকট। তিনটী স্থানেই তিন প্রকার কলধ্বনি। গোরস্থানে শবসমাধির স্তোত্রগীতি, হাস-পাতালে মুমূর্ষু রোগীগণের হৃদয়ভেদী আর্ত্ত-নাদ, হোটেল-ঘরে মাতালদলের মাতলামী সংগীতলহরী! এক একবার এক এক দলের চীৎকারে অন্য দলের কণ্ঠস্বর চাপা পড়িয়া যাইতেছে। সঙের দলের মদ খাওয়া চলিতেছে।

জাকুসাই রেলিপণ্ট পোষাক ছাড়িয়া—মুখস ছাড়িয়া স্বীয়াঙ্গ বাহির করিয়াছে;—খোলস ছাড়িয়া মোরক তাহার বামে বসিয়াছে;—মোরকের দক্ষিণ পার্শ্বে আমোদিনী মেরিয়েট; তাহার কাছে সুকোমল ধর্ম্মলেখক লিলী-

মৌলীন।—লিলীর দক্ষিণ পার্শ্বে সেই প্রেম-প্রতিমা মডিষ্টী।—লিলি মৌলীন বারম্বার ছল করিয়া টেবিলের নীচে রুমাল খুঁজিতেছে। কোথায় রুমাল, কেহই জানে না, ফলে তাহার মতলব অন্যপ্রকার।—পার্শ্বদেশে কুমারী মডিষ্টী। তাহার জানুদেশে অঙ্গুমর্দ্দন করাই এই ধর্ম্মপত্রিকা-সম্পাদকের সাময়িক সুখ!

ক্রমেই মদের বীর্য্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকলেই ন্যূনাধিক গোলাপী নেশায় প্রমোদিত। কেহ কেহ জবাকুসুম-সঙ্কাশং!—সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রমত্ত। লিলি মৌলীন সেই প্রমত্তাবস্থায় পার্শ্ববর্ত্তিনী প্রেমপ্রতিমা মডিষ্টীকে ধরিয়া চুম্বন করিলেন।—অনেকক্ষণ ধরিয়া সশব্দ চুম্বন!

সেই দৃষ্টান্তে অপরাপর মাতালেরা যেন উন্মত্ত হইয়া এক এক রমণীকে চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে তাড়াতাড়ি চুম্বনের গোল পড়িয়া গেল। যাহারা মেয়েমানুষ পাইল না, তাহারা পুরুষমানুষ ধরিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।—চুম্বনে চুম্বনে ধুম লাগিয়া গেল! চুম্বনের চুক্‌চুক্‌ধ্বনিতে হোটেল-গৃহটী ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত হইল। উপসংহারে কেবল হো হো শব্দে হাস্য!—হাস্যের সঙ্গে চুম্বন,—হাস্যের পর চুম্বন,—চুম্বনের, পর চুম্বন!!! আমোদ কৌতুকে পান-ভোজন চলিল। এক দিকে এই রকম আমোদ, অন্যদিকে হোটেল-বাড়ীর ছাদের উপর খটাখট শব্দে কফিনে প্রেকমারা শব্দ! সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সংবাদ্রা-সম্প্রদায় আপন মনেই ভৈরবীচক্রে ঘুরিতেছে, চুপ করিয়া আছে কেবল ভাগ্যহীন জাকুইস রেণিপণ্ট। একে ত সিফাইসের বিষম-বেদনায় আকুল, তাহার উপর দিবানিশি কেবলই মদের আহুতি! জাকুইস আপন সঙ্গী লোকগুলির সহিত হাস্যও করিতেছে না, মদও খাইতেছে না। ভাব দেখিয়া দেখিয়া পাপাত্মা মোরক সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে বাপ্ রেণিপণ্ট! আজকাল তুমি মদ ছাড়িয়া দিয়াছ না কি? ঠাণ্ডা সরাপে নেসা হয় না, তাই বুঝি চুপ করিয়া আছ? বল ত ব্রাণ্ডী হুকুম করি।"

বিষণ্ণ ম্লানবদনে জাকুইস কহিলেন, "আমি তোমার ঠাণ্ডা সরাপও চাহি না, গরম সরাপও চাহি না। আপনার যন্ত্রণায় আপনি মরিতেছি, এসময় কেন আর বিদ্রূপ কর? দেখ মোরক! তুমি আমার বন্ধু, মুখে তুমি এই কথাই বল, কাজগুলি কিন্তু বন্ধুর মত হইতেছে না; আমার সং সাজিবার সময় নয়, তুমি আমাকে সাজিতে বলিয়াছিলে, সেই জন্যই সাজিয়াছিলাম। অতিশয় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, আর আমাকে বিরক্ত করিও না।"

মোরক সে কথা শুনিল না। এমনই বিদ্রূপ আরম্ভ করিল। ক্ষীণাঙ্গ জাকুইসের ক্রোধ হইল। হোটেলের একজন পরিচারককে ডাকিয়া হুকুম দিলেন, "দুই বোতল ব্রাণ্ডী, দুইটা গ্লাস। শীঘ্র—শীঘ্র।"

চকিতনয়নে চাহিয়া মোরক জিজ্ঞাসা করিল, "দুই বোতল ব্রাণ্ডী লইয়া কি করিবে?"

জাকুইস উত্তর করিলেন, "তোমায় আমায় ব্রাণ্ডী লইয়া লড়াই করিব। তুমি আমাকে কাপুরুষ মনে করিতেছিলে, ভয় পাইয়া আমি মদ খাইতেছি না, ইহাই তুমি ভাবিতেছিলে? আচ্ছা, লাগে!—এই ধর্ম্মসম্পাদক লিলি মৌলীন আমার প্রধান সালিশী।"

জয়ধ্বনি করিয়া লিলিমৌলীন কহিলেন, "লাগে!—তোমরা দুজনে ব্রাণ্ডী লইয়া দ্বন্দ্ব কর, আমরা সকলে আর একরকম লড়াই করি।"—হোটেলের পরিচারক নিকটেই ছিল,

লিলি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কত-বড় ডেক আছে ?"— পরিচারক বলিল, "নতুন একটা তামার ডেক আসিয়াছে, তাহাতে ত্রিশ বোতল মদ ধরে।"

লিলি মৌলীন কহিলেন, 'বেশ বেশ! বহুৎ আচ্ছা! সেই ডেকে কুড়ি বোতল ব্রাণ্ডী, ছয় সের চিনি, চার ডজন লেমন, অৰ্দ্ধসের দারুচিনি, একসঙ্গে মিশাইয়া জলন্ত আগুনে জাল দাও, পঞ্চ (Punch) প্রস্তুত কর। শীঘ্র লইয়া আইস।"

পঞ্চ প্রস্তুতের হুকুম হইল। এধারে জাকুইসের দুই বোতল ব্রাণ্ডী আসিল;—এক বোতল মোরক লইল, দ্বিতীয় বোতল জাকুইস নিজে লইলেন। প্রথম দুইবার গেলাসে ঢালিয়া পান করা হইল; তাহার পর জাকুইস বলিলেন, "বাহবা মোরক! এক এক চুমুকে সিকিবোতল! বহুত তারিফ! এইবার বোতলে খাও। বীরপুরুষেরা গেলাসে খায় না বোতলে খায়!"

দুই জনেই বোতল ধরিয়া চুমুক দিল। জাকুইসের মুখ হইতে আর বোতল নামে না, হস্ত আড়ষ্ট, মুখ বিবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে কম্প। গতিক দেখিয়া সকলের ভয় হইল। জাকুইস প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন; শরীরে ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ দেখা দিল; মস্তকটা চেয়ারের পশ্চাৎ-দিকে ঝুলিয়া পড়িল; দাঁতকপাটী লাগিয়া গেল! দুটী রমণী হিষ্টিরিয়া-কম্পে অবসন্ন হইয়া সেইখানেই মূর্চ্ছা গেলেন।

কলেরার লক্ষণ নয়; বদনেও নীলবর্ণ অথবা সবুজ বর্ণ দেখা দিল না। মোরক আর লিলি মৌলীন উভয়েই রোগীকে ধরিয়া রহিল। ক্রমশই বেগতিক! মোরকের হস্তে রোগীকে জিম্মা দিয়া ডাক্তার ডাকিবার ছলে লিলি মৌলীন বাহির হইবার উপক্রম করিলেন। গৃহের দরজা খুলিয়াই পশ্চাতে হটিয়া পড়িলেন। কি দেখিয়া হঠাৎ যেন তাহার ভয় হইল।

কি তিনি দেখিলেন?—অন্য কিছুই নহে, একটী রমণীমূর্ত্তি! অভাগা জাকুইসের প্রেম-নায়িকা সুন্দরী সিফাইস্, ওরফে রাণী মাতালী। আহা! সিফাইস এখন আর সুন্দরী নহে। জীর্ণশীর্ণকলেবরা, আলুলা-য়িতকুন্তলা, কোটরমগ্ননয়না, বিমলিনী ছিন্ন-বসনা! সেই রূপবতী আমোদিনীকে এই বেশে দেখিতে সকলেরই প্রায় কষ্ট হয়।

সিফাইস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কাহাকে যেন খুঁজিতে আসিয়াছে, সেই ভাবে চঞ্চল-নয়নে হোটেলগৃহের চারিদিকে চাহিতে লাগিল। সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছেন, গৃহেও আলো জ্বালা হয় নাই, বৃহৎ গৃহের অর্দ্ধেকটা প্রায় অন্ধকার। সমুখে অনেক লোক, খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সিফাইস শেষকালে দেখিতে পাইল, গৃহের একধারে টেবিলের কাছে জাকুইস রেনিপন্ট অসাড়! পাশ কাটাইয়া ঘুরিয়া গিয়া প্রিয়তমের নিকটবর্ত্তিনী হওয়া বিলম্বের কথা, উন্মাদিনী যেন লম্ফ দিয়া টেবিলের উপর উঠিয়া পড়িল; বোতল বাসন সরাইয়া জাকুইসের পার্শ্বর্ত্তিনী হইল। মোরক সেখানে আছে, দেখিতে না পাইয়াই প্রিয়তমের বুকের উপর পড়িয়া সিফাইস কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, "জাকুইস,—জাকুইস! দেখ, আমি,—আমি আসিয়াছি—আমি সিফাইস!"

জাকুইসের তখন অল্প অল্প জ্ঞান ছিল। কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তিনি একবার অতিকষ্টে সেইদিকে মাথাটী ফিরাইলেন। চাহিতে পারিলেন না; বিশাল একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। হস্ত পদ আবার কম্পিত হইতে লাগিল।

পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া সিফাইস অশ্রুনীরে জাকুইসের হস্ত অভিষিক্ত করিতে লাগিল; পুনঃপুন চুম্বনে সেই হস্ত রঞ্জিত করিয়া ভগ্নস্বরে কহিল, "আমি আসিয়াছি, আমি সিফাইস—আবার আমি তোমারে দেখিতে পাইলাম; তোমারে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, সেটা আমার দোষ নয়, আমাকে তুমি ক্ষমা কর,—ক্ষমা—"

ফিকির ভাসিয়া গেল, এই লক্ষণ বুঝিয়া মোরকটা ভারী রাগিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল, "হতভাগা মাগী! লোকটাকে তুই খুন করিবি না কি? এই ক্ষীণাবস্থা, এ সময় মেয়েমানুষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মায়া জানাইলে, নিশ্চয়ই লোকটা মারা যাইবে। দূর হইয়া যা।"

বলিতে বলিতে মোরক মহা উত্তেজিত হইয়া সিফাইসের হস্তধারণ করিল। সিফাইস এতক্ষণ মোরককে দেখে নাই, কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া সচকিতে তাহার দিকে চাহিল; ক্রোধ-বিস্ময়ে কহিল, "তুমি?—এখানে আছ? উঃ! তোমা হইতেই আমি আমার জাকুইসকে হারাইয়াছি। তুমিই আমারে পথ ভুলাইয়া কুপথে লইয়া গিয়াছিলে।"

এতক্ষণে জাকুইসের মোহ-নিদ্রার মোহ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া তিনি উভয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কেবল ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল। কষ্টে মনোবেগ সংবরণ করিয়া অতি ক্ষীণস্বরে সিফাইসকে তিনি কহিলেন, "সিফাইস! তুমি আসিয়াছ? আঃ! এতক্ষণে আমি সুখে মরিতে পারিব, এমন আশা জন্মিল। সিফাইস! প্রিয়তমে! তুমি ত তাহাই আছ? তুমি ত পাপপথে পদার্পণ কর নাই?"

সিফাইসের যেন বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। কেবল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঐ দুটী প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ পাইল মাত্র। মর্ম্মে ব্যথা পাইয়া জাকুইস কহিলেন, "কেন তুমি উত্তর দিতেছ না? প্রশ্ন কি বুঝিতে পার নাই? সিফাইস! সামান্য দেনার জন্য যখন আমি কয়েদ হইয়াছিলাম, তখন তুমি শপথ করিয়া বলিয়াছিলে, আর তুমি বিলাসের পথে চলিবে না। শরীর খাটাইয়া হীনকার্য্যে উদর পোষণ করিবে। তাহাই ত করিতেছ? আহা! তোমার শীর্ণ দেহ দেখিয়া, মলিন বস্ত্র দেখিয়া তাহাই আমি বুঝিতেছি। ভালই করিয়াছ। আমি মরিতেছি।"

এই সময়ে মোরকের দিকে নয়ন ফিরাইয়া পুনর্ব্বার তিনি কহিলেন, "সিফাইস! এই ভদ্রলোকটী—এই আমার প্রিয়তম বন্ধুটী দিবারাত্রি ক্রমাগত ব্রাণ্ডী খাওয়াইয়া আমার পাকস্থলীতে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছেন। যাহাতে আমি শীঘ্র শীঘ্র মরি, এই উপকারী বন্ধুটী প্রাণপণ যত্নে তাহার তদ্বির করিয়াছেন। আমার জন্য কবর খনন করিয়া রাখিয়াছেন। যখন আমি সেই অন্ধকার গহ্বরের দিকে চাহিতাম ভয় পাইয়া সরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইত, ইনি তখন ধাক্কা দিয়া দিয়া সেই গহ্বরমুখে ঠেলিয়া দিতেন; সহাস্যবদনে বলিতেন, "অগ্রসর হও! খুব খাও—খুব খাও!"—আমি তাহাই করিতাম। এখন আমার সময় হইয়াছে; প্যারিসে কলেরা আসিয়াছে, আমি কলেরা রোগে মরিয়াছি লোকে পাছে তাহাই বিশ্বাস করে, ইহা ভাবিয়া এই বন্ধুটী আমাকে কলেরার সং সাজাইয়াছিলেন। কলেরাকে আমি ভয় করি না, কলেরাতে আমি মরিব না, ইহাই জানাইবার জন্য এই স্নেহাস্পদ বন্ধুটী আমাকে ক্রমাগত ব্রাণ্ডী বিষ পান করাইয়া

এই দশায় আসিয়াছেন। আমার বক্ষঃস্থল পুড়িয়া যাইতেছে, উদরে আগুন জ্বলিতেছে, আর আমার অধিক বিলম্ব নাই। সিকাইস! তুমি আসিয়াছ, তুমি সৎপথে আছ, মৃত্যুকালে ইহাই আমার শান্তি। তুমি একবার পূর্ব্বস্নেহ স্মরণ করিয়া কোমল করতলে আমার করতল স্পর্শ কর।”

সিকাইস কাঁদিয়া ফেলিল। করতল স্পর্শ করিতে পারিল না। মোরকের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সজলনয়নে বলিল, “না জাকুইস! আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি নাই, এই লোকটা আমাকে সৎপথে থাকিতে দেয় নাই! আমি পাপীয়সী, তোমার করস্পর্শ করিবার অযোগ্য।”

মরণকালেও জাকুইসের কোপাগ্নি প্রজ্জলিত হইল। টেবিলের উপর একখানা ছুরী ছিল, সিকাইসকে কাটিবার জন্য কম্পিত হস্তে সেই ছুরীখানা তিনি তুলিয়া লইলেন। দলের মধ্য হইতে একটী ভদ্রলোক আসিয়া ছুরখানা কাড়িয়া লইলেন। মোরক সেই সময় মিষ্ট মিষ্ট বচনে একবার বলিল, “জাকুইস! রাগ করিও না, রাগ করিও না; আমার পরামর্শ শ্রবণ কর!”

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুটীভঙ্গীতে জাকুইস কহিলেন, “তোমার পরামর্শ আমি অনেক শুনিয়াছি; যাহা তোমার পরামর্শ, তাহাও আমি জানি। তুমি চুপ কর, সিকাইসকে আমি আরও দুটী একটী শেষকথা বলিয়া জন্মের মত বিদায় হই।”

আর শেষকথা বলিতে হইল না। চক্ষু কপালে উঠিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল ভাব দেখিয়া সিকাইস ভয় পাইল; কাঁদিতে কাঁদিতে সকাতরে লোকগুলিকে বলিল “ওগো! তোমরা কি দেখিতেছ? শীঘ্র একজন ডাক্তার ডাকাও। শীঘ্র—শীঘ্র!”

একজন বলিল, “ডাক্তার এখন পাওয়া যাইবে না, হাসপাতালে অনেক কায,সকলেই সেই কার্য্যে ব্যাপৃত। বরং আমরা এক কায করি। টেবিলের একখানা তক্তা খুলিয়া লইয়া ইহাকে তাহার উপর তুলিয়া হাসপাতালে লইয়া যাই।”

সেই পরামর্শই স্থির হইল। রোগীকে ক্রোড়ে করিয়া সিকাইস সেই তক্তার উপর শোয়াইবার উদ্যোগ করিতেছিল; তাহার ক্রোড়েই জাকুইস নয়ন মুদ্রিত করিল; নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল। লোকেরা তক্তার উপর দেহ তুলিয়া গোরস্থানে লইয়া গেল। সামান্য আড়ম্বরে জাকুইসের সমাধি হইল। কাঙ্গালিনী সিকাইস উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে অন্য দিকে চলিয়া গেল। কোথায় গেল, কেহই জানিল না।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গুণ্ডা-নিপাত।

স মরিল, মোরকের মনোরথ পূর্ণ তফাত করিয়া সুখী হইলেন। তাহার পু
সেও বাবাজীয়া একা। অন্তরায় আর এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড!

মোরকের উগ্রদূত গলিয়াথ একদিন আবিআইরিণীর নিকট কি একটা সংবাদ লইয়া যাইতেছিল, পথে তাহার মদ খাইবার ইচ্ছা হইল। রাস্তার ধারের একখানা মদের দোকানে গলিয়াথ মদ খাইতে গেল। খাওয়া হইয়া গেলে অবসরক্রমে দুই একটা মদের কলসীতে উঁকি মারিতে লাগিল। একটা পাত্রের মুখের কাছে হেঁট হইয়া গলিয়াথ কি দেখিতেছিল, দোকানের একটা দাসী তাহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। "মদের সঙ্গে বিষ মিশাইতেছে, বিষওয়ালা দোকানে আসিয়াছে, বিষধর গুণ্ডা আমাদের সমস্ত মদ বিষাক্ত করিতেছে, পুলিস ডাকো—পুলিস ডাকো! রক্ষা কর—রক্ষা কর!—বিষ—বিষ—বিষ!"

অপবাদ শ্রবণ করিয়া গলিয়াথ ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল। দাসীটাকে ধরিয়া তাহার পৃষ্ঠে গুম্‌গুম্ শব্দে কীল বসাইয়া দিল। দাসীটা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দোকানে তখন অনেক লোক। দোকানদার ও মাতালের দল ছুটিয়া গিয়া গলিয়াথকে ধরিল। মদে বিষ মিশাইয়াছে বলিয়া সকলেই তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। হুড়াহুড়ির সময় গলিয়াথ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কতকগুলা মদের বোতল ও গবাক্ষের খানকতক সাসী ভাঙ্গিয়া ফেলিল। লোকেরা তাহাতে আরও কুপিত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। সে প্রহারে তত বড় প্রকাণ্ড গুণ্ডার কি হইবে, সে বরং পাঁচসাতজনকে ধাক্কা দিয়া ভূশায়ী করিয়া দরজা ঠেলিয়া রাস্তায় বাহির হইল। রাস্তায় আরও বেশী গোলমাল, বেশী লোক, বেশী চীৎকার, বেশী হাঙ্গামা। বিষ—বিষ বলিয়া অনেকেই চীৎকার করিতেছে। এই লোকটা মদের দোকানে মদে রসকে বিষ মিশাইয়াছে, বহুমুখে বহুস্বরে এই বার্ত্তা পুনঃপুন ঘোষিত হইতেছে, রাস্তার লোকেরাও তাহা শ্রবণ করিয়া সেইদিকে ছুটিল। গুণ্ডা আপন দলবল লইয়া সেইখানে আ বৃদ্ধা শিবোলীও সদলবলে হুঙ্কার ছাড়ি সেইখানে জুটিল। মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। গলিয়াথ ছুটিয়া পলাইতেছে, তাহার পৃষ্ঠে, মস্তকে, বাহুতে এবং স্কন্ধদেশে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কিছুতেই কেহ তাহাকে কাবু করিতে পারিতেছে না। একজন কশাই সেই সময় একখানা শূন্য খুঞ্চে মাথায় করিয়া ঘরে ফিরিতেছিল, মদে বিষ মিশাইয়া আসামী পলায়, এই জনরব শুনিয়া সে ব্যক্তি সেই খুঞ্চেখানা ঘুরাইয়া গলিয়াথের পায়ের জানুসন্ধিতে নিক্ষেপ করিল। গলিয়াথ ঘুরিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে সে জনকতক আক্রমণকারীকে জখম করিয়াছিল, কিন্তু এখন আর চলিতে পারিল না; শুইয়া পড়িল। শিবোলী তখন নিকটে গিয়া আপনার বৃহৎ কাষ্ঠপাত্রের দ্বারা অভাগার চক্ষে গুরুতর আঘাত করিল, চক্ষের পুত্তলী বাহির হইয়া অনর্গল রক্ত পড়িতে লাগিল। "কাণা করিয়া দিয়াছি! কাণা করিয়া দিয়াছি!"—মহাহ্লাদে এইরূপ শ্লাঘা করিতে করিতে রাক্ষসী সেইখানে নাচিয়া নাচিয়া হাসা আরম্ভ করিল।

পাথুরে লোকটা হাস্য করিতে করিতে ভূপতিত চক্ষুহীন গলিয়াথের মুখে ও মস্তকে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। দলের লোকেরাও যেখানে সেখানে পদাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। গলিয়াথ ইতিপূর্ব্বে জনকতক গুণ্ডাকে আধমারা করিয়াছিল, তখন আর পারিল না; অক্ষম হইয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। এমন সময় দূর হইতে আর এক ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "আহা! তোমরা কি করিতেছ? কাহাকে মারিতেছ?

উহার নাম গলিয়াথ, আমি উহাকে চিনি। নির্দ্দোষ লোক। কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই, ছাড়িয়া দাও।"

এই মধ্যস্থ ব্যক্তিটী পাঠকবর্গের বিশেষ পরিচিত মান্যবর আবি আইরিণী। বিষধর গলিয়াথের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে আসিতেছে দেখিয়া পাথুরে গুণ্ডা লম্ফে লম্ফে ছুটিয়া আবি আইরিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। বিকট-গর্জ্জনে সঙ্গীগণকে কহিল, "এ লোকটাও ঐ বিষধরের সঙ্গী। আমি এটাকে নিকাশ করি, তোরা ঐ ধরাশায়ী বিষধরটাকে শেষ করিয়া ফেল্!"

লোকেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইল।—পদাঘাতে, মুষ্ট্যাঘাতে, যষ্ঠ্যাঘাতে, প্রস্তরাঘাতে এক সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার আঘাতে গলিয়াথকে লাড্ডু বানাইয়া দিল। অনবরত রক্তবমন করিতে করিতে লোকটা সেইখানেই পঞ্চত্ব পাইল। পুনঃপুন পেষণে পীড়নে সেই প্রকাণ্ড দেহটা ঠিক যেন একটা বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাকার মাংস-পিণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হস্তপদ-মস্তকাদির কোন চিহ্নই রহিল না। লোকেরা হাস্যতরঙ্গের সঙ্গে লাথী মারিতে মারিতে গড়াইয়া গড়াইয়া সেই মাংসপিণ্ডটা নিকটবর্ত্তী নদীর জলে ফেলিয়া দিল!

গলিয়াথের দৈত্যলীলা ফুরাইল। এইবার আবি আইরিণীর পালা!—পাথুরে গুণ্ডা তাঁহাকে ধরিয়া দমাদম প্রহার করিতেছে, শিবোলীও প্রস্তর ছুড়িয়া মারিতেছে, দলস্থ লোকেরাও কীল চড় লাথী ইত্যাদির দ্বারা তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে। আবির বদনে ফেনপুঞ্জ, নাসারন্ধ্রে রক্তধারা। তিনি অনবরত চীৎকার করিতেছেন, শুনিবার লোক নাই। হত্যাবিদের বিকট অলরবে আবির কণ্ঠস্বর ডুবিয়া যাইতেছে। ইত্যবসরে তাঁহার কক্ষদেশ হইতে একটা বোতল সেইখানে পড়িয়া গেল। সেই বোতলে এক প্রকার সবুজবর্ণ আরক।

"ইহাই বিষ—ইহাই বিষ!"—বলিয়া আক্রমণকারীরা চেঁচাইয়া উঠিল। সকলেই সমস্বরে বলিল, "কালা গাউন বড়ই ভয়ানক! ইহারা সকলে জোট বাঁধিয়া এই সকল উৎপাত আনিয়াছে! কালা গাউন নিপাত কর, নিপাত কর!"

পুনর্ব্বার গুম্ গুম্ শব্দে আবির পৃষ্ঠে মুষ্টি যষ্টি পতিত হইতে লাগিল। আবি অবসন্ন হইয়া ভাবিলেন, কি কুগ্রহ! যুদ্ধক্ষেত্রে কত শত বীরপুরুষকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছি, আজ এই সামান্য গুণ্ডার দল আমাকে পরাজয় করিল!

আর ভাবিয়া কি হইবে, ভাবিবার সময় নাই, অবশেষে কাতরস্বরে তিনি কহিলেন "উহা বিষ নয়, আমি এক প্রকার ঔষধ লইয়া যাইতেছিলাম, কেন তোমরা আমাকে খুন করিতেছ?"

গর্জ্জন করিয়া পাথুরে গুণ্ডা কহিল, "যদি বিষ নয়, তবে তুই খানিকটা খা!"

শঙ্কিত হইয়া আইরিণী কহিলেন, "তাহা আমি পারিব না,—উহা আমি খাইব না, বিষ নহে, কিন্তু উহা খাইলেই মানুষ মরে!"

"তবেই হইল, তবেই হইল, নিশ্চয়ই বিষ! খাইলে মানুষ মরে, নিজে খাইতে পারিবে না! মার বেটাকে!"—পাথুরে গুণ্ডার এই হুকুম শ্রবণ করিয়া লোকেরা আবার কোলাহল করিয়া ধাবিত হইল। "কালা গাউন নিপাত কর,—কালা গাউন নিপাত কর!" তাহাদের জপমন্ত্র!

আরকের বোতল কুড়াইয়া লইবার সময় পাথুরে গুণ্ডার হাতখানা একটু আলগা হই

ছিল, আবি আইরিণী একটু থাসাস পাইয়াছিলেন; অদূরেই গির্জ্জাঘর, তিনি প্রাণের দায়ে সেই গির্জ্জার দিকে ছুটিলেন। লোকেরাও হল্লা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। গির্জ্জার প্রবেশদ্বার সেদিকে নহে, পশ্চাদ্দিকে একটী ক্ষুদ্র দরজা, সেই দরজায় পৃষ্ঠ দিয়া আবি গিয়া দাঁড়াইলেন। অবিশ্রান্ত নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। লোকেরা সেখানেও টানাটানি করিয়া কীলবৃষ্টি করিতে লাগিল। ক্ষুদ্রদ্বারটী অবরুদ্ধ ছিল, সহসা ভিতর হইতে উদ্‌ঘাটন করিয়া একখানি হস্ত বাহির হইল, আবিকে টানিয়া লইয়া সেই হাতখানি অন্তর সরিয়া গেল। দরজাও পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ভিতর হইতে বন্ধ হইল।

বাহিরের লোকেরা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "দোকানের মদে বিষ মিশাইয়াছে, একটা লোক মারা গিয়াছে, এটাও তাহার সঙ্গীলোক; ইহার সঙ্গে বিষ ছিল; পলাইয়া আসিয়াছে; আমরা উহাকে মারিব, বাহির করিয়া দাও, না দিলে দরজা ভাঙ্গিয়া গির্জ্জাঘরে প্রবেশ করিব।"

যাঁহার হাতখানি আবি আইরিণীকে রক্ষা করিবার জন্য আশ্রয় দিল, তিনি অপর কেহই নহেন, চিরধর্ম্মনিষ্ঠ নির্ব্বিরোধী, সহৃদয়, মিশনরী গেব্রিল। ভিতর হইতে গুণ্ডাদলের ঐ সকল তাড়নাবাক্য শ্রবণ করিয়া গেব্রিলের চিন্তা হইল; আইরিণীর জন্য তিনি কিছু ভয়ও পাইলেন, অন্য দ্বার দিয়া পলায়নের উপদেশ দিলেন। আইরিণীর তখন পলায়নের শক্তি ছিল না, অল্পদূর গিয়াই গির্জ্জার মধ্যে একটা বেঞ্চের ধারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ওদিকে গুণ্ডারা দরজা ভাঙ্গিয়া গির্জ্জার মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই গেব্রিল। লোকগুলাকে অনেক বুঝাইয়া অনেক হিতোপদেশ দিয়া বেঞ্চের ধারে পতিত আইরিণীর অচেতন দেহ তিনি তাহাদিগকে দেখাইলেন। মিষ্ট বাক্যে কহিলেন, "ইঁহাকেও কি মারিতে ইচ্ছা হয়? এই দেখ, ইহার হস্তে অস্ত্র নাই, উঠিবার শক্তি নাই, নয়নেও দৃষ্টি নাই, শরীরেও স্পন্দন নাই; এ অবস্থায় যদি মারিতে চাও, স্বচ্ছন্দে মার! ঈশ্বর যদি তোমাদের হৃদয়ে দয়া প্রদান করেন, তোমরা যদি ইঁহার প্রাণরক্ষা কর, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন। আরও একটী বিশেষ কথা। তোমরা বলিতেছ, মদে বিষ মিশায়; আমি নিশ্চয় জানি, কেহই মিশায় না। ইনি একজন পাদরী, ইনি কদাচ তেমন নীচকার্য্যে সহায়তা করেন নাই।"

একে গেব্রিলের চেহারা অতি সুন্দর, তাহাতে তাঁহার বাক্যগুলি অতি মধুর, তাহার উপর দয়া ধর্ম্মে পরিপূর্ণ ভাব। গুণ্ডাদের পাষাণ হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইল। আইরিণীকে না মারিয়া তাহারা ফিরিয়া গেল। পুণ্যশীল গেব্রিল এ যাত্রা আইরিণীকে বাঁচাইলেন। একটু পরে ভজনাগারে সুমধুরস্বরে আরগিন্ বাজিল। সেই সুমোহন সুস্বরে আবি আইরিণীর চৈতন্যোদয় হইল। আর তাঁহাকে সেখানে রাখা অনুচিত ভাবিয়া গেব্রিল একখানা গাড়ী আনাইলেন। সেই গাড়ীতে আবিকে তুলিয়া নিজেও তাহাতে উঠিলেন। গাড়ীখানা ভগিরাড ষ্ট্রীটের প্রান্তভাগে একখানি বাড়ীর সম্মুখে থামিল। আবি আইরিণী শ্লথপদে অবশাঙ্গে অতি কষ্টে সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গেব্রিল সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইলেন না, ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অগ্নি চিকিৎসা।

যে বাড়ীতে আবি আইরিনী প্রবেশ করিলেন, সেই বাড়ীর সম্মুখে অনেকদূর পর্য্যন্ত অত্যুচ্চ প্রাচীর। ভিতরে প্রবেশের জন্য অত বড় প্রাচীরের এক ধারে কেবল একটীমাত্র ক্ষুদ্র দ্বার। প্রাচীরের পরেই প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণের পরপারে একটী উদ্যান। তিনজন মিশনরী এক সঙ্গে সেই উদ্যানমধ্যে পরিক্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় কার্ডিনাল মালিপিয়ারী সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। মিশনরিরা তাঁহাকে সসম্ভ্রমে সেলাম দিলেন। চারিজনে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন হইল। ভাবে বুঝা গেল, রডিন এখন এই বাড়ীতেই আছেন। রডিন পীড়িত। আগ্রহামোদে রডিনকে দেখিবার জন্য মালিপিয়ারী দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে চলিলেন। উদ্যানের পশ্চিমধারে ত্রিতল অট্টালিকা। মালিপিয়ারী অবলীলাক্রমে উপরে গিয়া উঠিলেন, ওটী তিনটী ঘর অতিক্রম করিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। চতুর্থ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মধ্যস্থলে স্থূলবসনের পর্দ্দা ফেলা। দুই দিকে দুটী কামরা। সম্মুখের কামরায় দাঁড়াইয়া কার্ডিনাল শুনিলেন, পাশের ঘরে দুটী লোক কিছু জোরে জোরে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছে। একটু পরে একটী যুবক সেই কামরা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার হস্তে খানকতক কাপড়। সেই কাপড়গুলি একখানা চেয়ারের উপর ফেলিয়া কার্ডিনালকে তিনি নতমস্তকে সেলাম করিলেন। কার্ডিনাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা রডিন কেমন আছেন?"

যুবকটী ডাক্তার বেলিনিয়ারের প্রধান ছাত্র, নাম রসিলেট। তিনি উত্তর করিলেন, "রোগ বড় সঙ্কটাপন্ন; ডাক্তার সাহেব এইবার শেষ চিকিৎসা করিবেন; তাহাতেই মরা বাঁচা পরীক্ষা হইবে।"

শঠতা গোপনে রাখিয়া কার্ডিনাল মালিপিয়ারী যেন আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "আহা! রডিন বাবাজী একজন মহৎ লোক! বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, সর্ব্ববিষয়েই সুপণ্ডিত। তিনি মরিবেন, তাঁহার সমাধিতে বিশেষ কার্য্য করিতে হইবে। একশত চর্ব্বিবাতী জ্বালিয়া দিতে হইবে; সমাধির অগ্রে তাঁহাকে আরকে ভিজাইয়া দিনকতক সর্ব্বলোককে দেখাইতে হইবে; সমাধি-স্তম্ভটীও সুন্দর করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এ সকল না করিলে অত বড় লোকের উপযুক্ত সম্মান রক্ষিত হইবে না।"

আতঙ্কিত হইয়া ডাক্তার রসিলেট চুপি চুপি কহিলেন, "আস্তে মিঞা; একটু চুপি চুপি কথা কহিবেন। এই পর্দ্দাটা-মাত্র উভ গৃহের ব্যবধান। বোধ হয়, আরকে ভিজাবার কথাটা তিনি শুনিতে পাইতেছেন!"

সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া কার্ডিনা কহিলেন, "রাত্রে কি রডিনের মূর্চ্ছা আসিয়াছিল? দিনের মধ্যে কতবার মূর্চ্ছা হয়। রাত্রে কি প্রলাপ বকিয়াছিল?"

রসি।—মূর্চ্ছা আসিয়াছিল। রাত্রি তিন হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত প্রলাপ।

কার্ডি।—(স্মরণ রাখিবার অভিপ্রায়ে) তিনটা হইতে সাড়ে পাঁচটা। আচ্ছা, আ

প্রলাপের সময় রোগের আর কোন নূতন উপদ্রব প্রকাশ পায় নাই ?

রুসি।—না। কেবল অসম্বদ্ধ প্রলাপ।

রডিন দেখা করিতে চাহেন না, রসিলেটের মুখে এ কথা শুনিয়াও কাডিনাল মালিপিয়ারী ক্রতপদে রডিনের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রশস্ত, পরিষ্কার; একধারে অগ্নি জ্বলিতেছে। টেবিলের উপর নানা প্রকার ঔষধের শিশি, তাকের উপর খানকতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড আর ক্ষতস্থানে বন্ধন করিবার পটী। রোগীর গৃহ সচরাচর যেরূপ দুর্গন্ধময় হয়, সেই প্রকার দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া কার্ডিনাল মালিপিয়ারী একস্থলে থমকিয়া দাঁড়াইলেন; আরকের শিশি নাকে ধরিলেন। রডিন বাঁচিতে চান, মরিতে চান না, সেই কথা মনে আনিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, রডিনের শয্যায় রীতিমত আলোক দীপ্তি পাইতেছে না। চারিদিকে পর্দ্দা ফেলা ছিল, তথাপি অল্প অল্প দেখা গেল, কলেরা রোগীর মুখ যেমন সবুজবর্ণ হয়, রডিনের মুখ এখন সেরূপ নহে,—রক্তশূন্য শ্বেতবর্ণ। শরীরের অস্থিগুলি গণিয়া লওয়া যায়। অঙ্গের শিরাসমূহ গৃধিনী-গ্রীবার শিরাসমূহ যেন মোটা মোটা রজ্জুর ন্যায় দেখাইতেছে। মাথায় একটা ময়লা নাইট-ক্যাপ। কতদিন ক্ষৌরকারের সহিত সাক্ষাৎ নাই, ক্রুসের ন্যায় সাদা সাদা চুল মুখখানা ঢাকিয়া নবা-ছি। একখানা হাত বিছানার বাহিরে পড়িয়া; আর একখানা হাতে নীল-বর্ণ ব ... একখানা ময়লা রুমাল ধরিয়া আছে। ... ... যে কত রকম রং, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু-র আকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতে-ছিল, তাহা যদি না জ্বলিত, কার্ডিনাল তাঁহাকে রোমাঞ্চ ভাবিতেন।

রডিনের দেহের অবস্থা ত এইরূপ, মনের অবস্থাও বড় ভাল নয়। এ অবস্থায় রোগীকে বিষয়কর্ম্মের কোন কথা বলা না হয়, বলিতেও দেওয়া না হয়, ডাক্তার বেলিনিয়ার এইরূপ উপ-দেশ দিয়া রাখিয়াছেন। অসুস্থ হইবার পরে আবি আইরিণী যতবার দেখা করিয়াছেন, রডিন ততবার তাঁহাকে রেণিপণ্ট-ব্যাপারের নূতন নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আবি আইরিণী একটীও উত্তর দেন নাই। সেই কারণে, সেই দুর্ভাবনায় রুগ্ন রডিনের মন অত্যন্ত চঞ্চল।

ভাবগতিক দেখিয়া শিশি শুঁকিতে শুঁকিতে মালিপিয়ারি ক্রমশঃ রডিনের শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া অক্ষম রোগী রডিন ঘৃণা-ক্রোধে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইলেন। কতক্ষণ যেন ঘুমাইতেছেন, এইরূপ ভাব দেখা-ইলেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া মালিপিয়ারি একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বিছানা ঘেঁসিয়া বসিলেন। রডিন উচ্চ আশার, উচ্চ অভি-লাষের দাস, রোমের পোপ হইবার আশা রাখেন, রোমনগরের বন্ধুগণকে অতি সংগো-পনে সেই বিষয়ের পত্রাদি লিখিতেছেন; কার্ডিনাল মালিপিয়ারী কোন কৌশলে সেই গুপ্ততত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, আপনার গৌরব ধ্বংস হইবে ভাবিয়া, প্রতীকারবাসনায় প্যারিসে আসিয়াছেন। রডিনের মরণাপন্ন পীড়া দেখিয়া তাঁহার সন্তোষ জন্মিয়াছে। অন্তরের গূঢ়-ভাব অন্তরে লুকাইয়া মধুর বচনে কপট অনু-রাগে তিনি কহিলেন, "বাবা রডিন! অতি প্রিয় বাবাজী! তুমি কেমন আছ ?"

রডিন যেন ঘুমাইতেছেন, সে কথা যেন শুনিতেই পাইলেন না, কিছুই উত্তর দিলেন না। ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে দেয়ালের দিকে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

যারা স্বর্গে কান্ত হইবার লোক ছানার দিকে ঝুঁকিয়া রডিনের গা ঠেলিয়া বারম্বার প্রিয় সম্ভাষণে "বাবা বাবা রডিন!" বলিয়া ডাকিতে লেন। রডিন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নীরবে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যতই নিশ্বাস ফেলেন, উগ্র কার্ডিনাল ততই তাঁহার বাহু ধরিয়া নাড়া দেন। রডিন অবশেষে একটু মাথা তুলিয়া অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "হাঁ, মি লর্ড! তুমি আমাকে আরকে ভিজাইয়া রাখিবার জন্য বড়ই অভিলাষী হইয়াছ! আমার মৃতদেহ খাটে শোয়াইয়া পার্শ্বে শিয়রে শত শত বাতী জ্বালাইবার কল্পনা করিয়াছ! সব আমি শুনিয়াছি! পাশের ঘরে পরামর্শ করিতেছিলে, ব্যবধান পর্দ্দাটা অতি সূক্ষ্ম, তোমার সকল কথাই আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। শীঘ্র শীঘ্র আমাকে মারিবার জন্য তুমি এখানে আসিয়াছ!"

সত্যই রডিন সকল কথা শুনিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া কার্ডিনাল কহিলেন, "বাবা রডিন! ইহসংসারে তুমি যে সকল মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছ, প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা খৃষ্টানের ন্যায় যেরূপ পরহিতৈষিতা দেখাইয়াছ, তাহার পুরস্কারস্বরূপ তোমার জীবনান্তে তদ্রূপ সমারোহ করা অতি আবশ্যক।"

মুখ ফিরাইয়া রডিন কহিলেন, "যথার্থই ইহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছে। ... জোরে বলিলেন যে, তাঁহার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সেই দুর্গন্ধ ময়লা রুমালে মুখ মুছিয়া আবার তিনি নীরবে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

রোমীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ তথাপিও ছাড়িলেন না। আবার তিনি রডিনের গা ঠেলিয়া ঠেলিয়া অলক্ষিতে সয়তানী হাসি হাসিয়া মিষ্টবচনে কহিলেন, "বাবা রডিন! অতি প্রিয় বাবাজী! তোমার অজ্ঞাতে, তোমার প্রলাপের মধ্যে তোমার বাসনা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, রোমের পোপ হইবার জন্য—"

অস্থি-পঞ্জর সার, উঠিবার শক্তি নাই, কথা কহিতে কষ্ট, সে অবস্থাতেও রডিন সেই রুমালখানা ধরিয়া দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিলেন। হস্ত অবশ হইয়া দুই পার্শ্বে পড়িয়া গেল। মালিপিয়ারীকে আক্রমণ করিবার জন্যই যেন তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। এমন সময়ে বিনা সংবাদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার নবীন সেক্রেটারী আবি আইরিণী।

রডিন বসিয়া আছেন, ইহা দেখিয়া আবি আইরিণী প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি নিজেও অত্যন্ত [illegible], বদন পাণ্ডুবর্ণ, নেত্র নিস্তেজ। রডিনকে শান্তিদানের অভিপ্রায়ে সাহ্লাদে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "অতি শুভ সংবাদ—অতি শুভ সংবাদ!"

আনন্দে চমকিত হইয়া [illegible] ধীরে ... আবিকে বিছানার নিকট [illegible] বসিতে ... লেন; আবিও [illegible] ... তি মৃদু ... রডিন জিজ্ঞাসিলেন, [illegible] ... ই কার্ডিনাল আমাকে প্রায় নিরা... ছে, এমন সময় তুমি শুভসংবা... এই শুভসংবাদ যদি কোনপ্রকার ...

বাঁচিব। সে সংবাদ শুভ হইলে কেহ আমাকে মারিতে পারিবে না।”

সেক্রেটারী কহিলেন, “বাঁচুন তবে!”

এ অবস্থায় রাগীকে বিষয়কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন গুরুতর কথা শ্রবণ করান না হয়, ডাক্তার বেলিনিয়াস্ এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সেই উপদেশ ভুলিয়া আবি আইরিণী সহর্ষে রোগীর হস্তে একটা শীলকরা কাগজের মোড়ক দিলেন। আগ্রহপূর্ব্বক ব্যগ্রভাবে, কম্পিতহস্তে রডিন তাহা গ্রহণ করিলেন।

সে মোড়কে কি ছিল?—একখানি কাগজ। সেই কাগজখানি পাঠ করিয়া আনন্দে রডিন যেন নবশক্তি প্রাপ্ত হইলেন! তাঁহার শরীরে রোগ আছে, ক্ষণকাল তেমন লক্ষণ আর কিছুই জানা গেল না। কার্ডিনাল তদ্দর্শনে চমকিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, “এ কি সেই লোক? যে লোক ইত্যগ্রে কথা কহিতে বিছানার উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, এ কি সেই লোক?”

হাঁ, সেই লোক। সেই লোক ঐ কাগজখানা পাঠ করিয়া হাসিয়া সগৌরব সানন্দ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “একটা গেল! কার্য্য আরম্ভ হইল! অতি শুভ লক্ষণ! একে একে সকলগুলাই ঐ পথে যাইবে!”

কাগজে লেখা ছিল, জাকুইস রেনিপণ্টের মৃত্যুসংবাদ। কলেরা রোগে জাকুইস রেনিপণ্ট মরিয়া গিয়াছেন, সেই সংবাদে রডিনের জীবনে নূতন আনন্দ [illegible]

তিনি কহিলেন, “এ সংবাদ [illegible] পূর্ব্বে শুনিছি, এখন তুমি [illegible] যাও, এককালে নিঃসন্দেহ হ[illegible]

আনন্দ উচ্ছ্বাসে রডিন এত[illegible] এই কথা কহিলেন যে, সহসা তাঁহার বক্[illegible] হইয়া গেল; ক্ষণকাল পরেই বাক্রোধ।

তৎক্ষণাৎ তিনি শয্যার উপর অচেতন হইয়া পড়িলেন। “কি হইল, কি হইল,” বলি[য়া] কার্ডিনাল এবং আবি উভয়েই রোগীর বু[কে] হস্তার্পণ করিয়া অবধারণ করিলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানানুসারে অত্যানন্দে মূর্চ্ছা।

সত্য সত্যই মূর্চ্ছা। একটু পরেই আবার চৈতন্য হইল; কিন্তু বাক্শক্তি রহিল না। বুকের ভিতর মহানন্দ ক্রীড়া করিতেছিল, একটু মাথা তুলিয়া হস্তাঙ্গুলী-সঙ্কেতে আবি আইরিণীকে তিনি টেবিল দেখাইয়া দিলেন। কালী, কলম, কাগজ আনিবার ইঙ্গিত। কথা কহিতে পারেন না, মনের ভাব লিখিয়া জানাইবেন, এইরূপ আকিঞ্চন।

আবি কহিলেন, “আপনার মনোভাব আমি বুঝিয়াছি। একটু সুস্থ হউন। যদি আবশ্যক হয়, লিখিবার সরঞ্জাম আমি আনাইয়া দিব।”

গৃহদ্বারে দুইবার আঘাত। আবি আইরিণী ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিতে গেলেন; দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ডাক্তার রসিলেট। আবির হস্তে রসিলেট বৃহৎ একটা পুলিন্দা প্রদান করিলেন। আবি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ডাক্তার বেলিনিয়াসের আসিবার কত বিলম্ব? রোগীর অবস্থা ভাল নয়।”

ডাক্তার রসিলেট উত্তর করিলেন, “শীঘ্রই তিনি আসিবেন। সন্ধ্যা হইবার অগ্রেই অগ্নি-চিকিৎসা হইবে; আমি সমস্তই আয়োজন [illegible] এই কথা বলিয়া তিনি কতক-[illegible]ইলেন।

[illegible]

ইয়া তিনি কহিলেন, [illegible]

ইহাতে অপরাপর উত্তরাধিকারিগণের বর্ত্তমান গতিক্রিয়া লিখিত আছে। শুনিতে আপনার যদি কষ্ট না হয়, তাহা হইলে একে একে আমি পাঠ করি।”

মস্তকসঞ্চালন করিয়া রডিন সম্মতি দিলেন; পুলিন্দা খুলিয়া আবি আইরিণী পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথম পত্রখানি খুলিয়াই পাঠক শিহরিয়া উঠিলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, “কুসংবাদ! কুসংবাদ! ফ্লোরাইন মরিয়াছে! কলেরা হইয়াছিল! মরণ অপেক্ষা আরও কুসংবাদ! মরণকালে হতভাগিনী সমস্ত পূর্ব্বকথা কুমারী অদ্রিয়াণীর নিকটে স্বীকার করিয়া গিয়াছে; এতদিন! আমি এ সংসারে পাদরী রডিনের গুপ্তদূতী ছিলাম, এ কথাও বলিয়া গিয়াছে।”

শ্রবণ করিয়া রডিনের মুখ বিবর্ণ হইল। ফ্লোরাইনের মরণে তাঁহার অভিনব কল্পনায় অনেকদূর বাধা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় পত্র পাঠ করিয়া আবি আইরিণী কহিলেন, “এ পত্রে মার্শেল সাইমনের সংবাদ। মার্শেল এখন আর তত বিমর্ষ নাই। বোধ হয়, আমাদের চেষ্টা বিফল করিবার সুবিধা বুঝিয়া থাকিবেন। সম্প্রতি তিনি আপন কন্যাদুটীকে লইয়া দুই ঘণ্টাকাল আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন। দাগোবার্টের উগ্র বদন অনেক পরিমাণে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। হস্তাক্ষর চিনিয়া মার্শেলের নামের একখানা বেনামী চিঠি তাহারা ডাকহরকরাকে ফেরত দিয়াছে। অন্য কোন উপায়ে এখন বেনামী চিঠী বিলি করিতে হইবে।”

মানসিক যন্ত্রণায় রডিন যেন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। কথা কহিবার শক্তি নাই; দারুণ যন্ত্রণায় দুইবার আপন কণ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া কাতর-নয়নে আবি আইরিণীর মুখের দিকে চাহিলেন।

তৃতীয় পত্র পাঠ করিয়া আবি আইরিণী সক্রোধে কহিলেন, “বিপক্ষেরা আমাদের কৌশলচক্র ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে! আমরা জানিতাম, যেখানে আমরা হার্ডি সাহেবকে লুকাইয়া রাখিয়াছি, কেহই তাহার সন্ধান জানে না; কিন্তু সেই দুষ্ট এগ্রিকোলা তাহার মনিবের বাসস্থান জানিতে পারিয়াছে। বাড়ীর একজন চাকরকে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা হার্ডির নিকটে পত্র পাঠাইয়াছে, তিনদিন আমি সেখানে যাই নাই। আমার একটা চাকর আছে, তাহার এক চক্ষু কাণা। সেই লোকটা বোধ হয়, এগ্রিকোলার কাছে ঘুস খাইয়াছে, এগ্রিকোলা পত্র লিখিতেছে, হার্ডিও হয় ত উত্তর দিতেছে। সব নষ্ট করিল! হার্ডির স্মৃতিশক্তি আমরা বিলুপ্ত করিয়াছি! সেই শক্তি আবার যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা পরাভূত হইব।”

এই অবসরে কার্ডিনাল কহিলেন, “চিন্তা নাই বাবা! চিন্তা করিও না, হতাশ হইও না; প্রভু কদাচ আমাদের শুভকার্য্যে বিঘ্ন জন্মাইবেন না।”

এ কথায় আবি আইরিণী কিছুমাত্র প্রবোধ পাইলেন না। নির্ব্বাক রডিন রাগে রাগে ফুলিতে লাগিলেন। অনন্তর শেষপত্র পঠিত হইল। শেষপত্রে লেখা ছিল, আবি গেব্রিল আজকাল কুমারী অদ্রিয়াণীর সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিয়া পরামর্শ করিতেছেন। গেব্রিলের সহিত অদ্রিয়াণীর পূর্ব্বে জানাশুনা ছিল না; সম্প্রতি মিলন হইয়াছে। এগ্রিকোলা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া ফ্রান্সিস্ হার্ডিকে অনেক সংবাদ দিয়াছে; পুলিসের লোকেরা এখন তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, কুমার জাল্‌মার সহিত কুমারী অদ্রিয়াণীর দেখাসাক্ষাৎ ও কথোপকথন চলিতেছে। কুমারী শপথ করিয়াছেন

তাঁহাদের বংশের সকলগুলিকে একত্র করিয়া দুরন্ত পাদ্রীদিগের কুচক্র ভেদ করিয়া দিবেন। পাদ্রীদিগের আততায়িতা দমনের জন্য সুন্দর উপায় করিতে হয়, অশেষবিশেষে তাহার চেষ্টা হইতেছে।

পত্র পাঠ করিয়া আবি আইরিণী ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইলেন। নির্ব্বাক্ রডিন অস্থির হইয়া বিছানার উপর মাথা চালিতে লাগিলেন। এতদিনের কৌশলচক্র এইরূপে ভগ্ন হইয়া যায়, এই সংবাদে তাঁহাদের প্রাণে বজ্রসম আঘাত বাজিল।

রডিন কথা কহিতে পারিলেন না; মুখ বিকট করিলেন; দন্তে দন্ত পেষণ করিলেন; হস্তভঙ্গীতে নানাপ্রকার নির্ব্বাক্ অভিনয় করিলেন। আবি আইরিণী তাহার কতক কতক বুঝিয়া লইলেন।

মরণাপন্ন পীড়া! অস্থিচর্ম্ম সার! ঘন ঘন প্রলাপ! ঘন ঘন বাক্‌রোধ! রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। এত সঙ্কটেও রডিনের দুষ্টবুদ্ধি কমিল না। স্বপ্নে মানুষ যেমন কথা কয়, সেই প্রকারে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অভীষ্টসিদ্ধি করিবই করিব। কখনই আমি মরিব না। কেন আমি মরিব? অবশ্যই নবজীবন পাইব; অবশ্যই আবার সবল হইব; অবশ্যই আমি বাঁচিব। কেন বাঁচিব না? যাহা আরম্ভ করিয়াছি, অবশ্যই তাহা সমাপ্ত করিব।

ভাবিতে ভাবিতে রডিনের শরীরে যেন হঠাৎ কোন এক দৈবশক্তি সঞ্চারিল। বিছানার চাদরখানি গায়ে জড়াইয়া কঙ্কালসার উলঙ্গ রডিন একলম্ফে বিছানা হইতে নামিলেন; টেবিলের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। "কি কর! কি কর! এখনি মরিয়া যাইবে।" শঙ্কিতস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে আবি আইরিণী ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলেন। অস্থিসার বাহু দ্বারা আইরিণীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া উন্মত্ত রডিন সঙ্কল্পিত কার্য্যে অগ্রসর হইলেন; তাল সামলাইয়া আইরিণী কহিলেন, "আরে ব্বাস্! মৃগী-রোগীর গায়ে যেমন শক্তি হয়, ইহার গায়ে এখন সেইরূপ শক্তি!"

কোন কথা শুনিলেন না, কোন বাধা মানিলেন না, কম্পিতপদে ছুটিয়া রডিন একটা টেবিলে গিয়া বসিলেন; কাগজ কলম লইয়া লিখিতে লাগিলেন। লিখিবার সময় তাঁহার হাত কাঁপিল না। কাডিনাল এবং আইরিণী ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

একখানা পাতা লেখা হইয়া গেল। আইরিণী কহিলেন, "কেন পাগ্‌লামী কর? আর লিখিও না, ফিরিয়া আসিয়া শয়ন কর।" ইঙ্গিতে আইরিণীকে নিকটে ডাকিয়া রডিন সেই লেখা কাগজখানা তাঁহার হস্তে দিলেন; পাঠ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

আইরিণী ভাবিয়াছিলেন, রডিন হয় ত স্বপ্নঘোরে এলোমেলো কথা লিখিতেছেন। কিন্তু পাঠ করিয়া তাঁহার মহা বিস্ময় জন্মিল। পরিষ্কার বুদ্ধিশক্তির পরিচয়! যাহা তিনি লিখিয়াছেন, সবলমস্তিষ্ক বিষয়ীলোকেও তাহা লিখিয়া উঠিতে পারেন না। মালিপিয়ারীকে সেই লেখা দেখাইয়া তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন। উভয়েই যেন হতভম্ব!

আর একখানা কাগজ লেখা হইয়া গেল। রডিন সেখানাও আইরিণীর হস্তে দিলেন। তৎপাঠে মিলিটারী পাদ্রীর আরও অধিক বিস্ময়। এই প্রকারে রডিন দশখানা পাতা লিখিলেন, আবি আইরিণী দশখানাই পাঠ করিলেন। একাদশ পত্রাঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় সহসা গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া ডাক্তার বেলিনিয়ার প্রবেশ

করিলেন। উক্ত রডিন টেবিলে বসিয়া লিখিতেছেন, ইহা দেখিয়াই তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন; দুইজন ধর্ম্মাধ্যক্ষকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, "আপনারা করিতেছেন কি? দেখিতেছেন কি? লোকটাকে মারিয়া ফেলিবেন না কি? বিকারের কোপে উহার যদি শক্তি বাড়িয়া থাকে, টাইট্ কোট পরাইয়া খাটের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলেন না কেন?"

বলিতে বলিতে রডিনের নিকটে গিয়া ডাক্তার তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন; দেখিলেন, গাত্রে উত্তাপ নাই, দিব্য শীতল। বিস্ময় মানিয়া ডাক্তার তখন নাড়ী পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। দক্ষিণ হস্তে লিখিতে লিখিতে রডিন বামহস্ত বাড়াইয়া দিলেন। নাড়ী দেখিয়া ডাক্তারের আশ্চর্য্যজ্ঞান হইল। এক সপ্তাহকাল এই নাড়ী অসম্ভব ক্ষীণ ছিল, অদ্য প্রাতঃকালেও সুগতিক ছিল না; কিন্তু এখন নাড়ী দিব্য পরিষ্কার;—দোষাংশ-পরিবর্জ্জিত। চমকিত হইয়া ডাক্তার কহিলেন, "আমি যেন ইন্দ্রজাল দেখিতেছি। কিসে এমন পরিবর্ত্তন হইল, কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

আবি আইরিণী কহিলেন, "কিছু পূর্ব্বে ইনি অতিশয় দুর্ব্বল ছিলেন; একটা সুসংবাদ পাইয়া আনন্দধ্বনি করিলেন। বাক্‌রোধ হইয়া গেল; একটু পরে আবার কুসংবাদ শ্রবণ করিয়া হঠাৎ এইরূপ বল প্রাপ্ত হইলেন; বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া লিখিতে বসিলেন; যাহা যাহা লিখিলেন, তাহা দর্শন করিয়া আমি এবং কার্ডিনাল উভয়েই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি।"

ডাক্তার কহিলেন, "আর আমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হইতেছে না। কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনায় এইরূপ হওয়া সম্ভব। অগ্নিচিকিৎসার ইহাই প্রকৃত অবসর।"—আইরিণীকে এই কথা বলিয়া রডিনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা রডিন! এখন আমার একটী জিজ্ঞাসা। বাঁচিতে চাও কি মরিতে চাও?"

রডিন একখানি চিরকুটে উত্তর লিখিলেন, "বাঁচিতে চাই। তুমি আমার সর্ব্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেল, কেবল মাথাটী রাখ; তাহা হইলেই আমি বাঁচিব।"

ডাক্তার তখন অগ্নিচিকিৎসার আয়োজন করিলেন। রডিনকে শয়ন করিতে বলিলেন। রডিন উত্তর লিখিলেন, "এখনও আমার কিছু লিখিতে বাকী আছে, সেইটুকু সমাপ্ত করি, তুমি সমস্ত আয়োজন কর, সময় হইলেই আমাকে বলিও।"

আর একখানি কাগজ লিখিয়া শীলমোহর করিয়া রডিন সেইখানি আবি আইরিণীর হস্তে দিলেন। কি করিতে হইবে, আর একখানি কাগজে তাহাও লিখিলেন;—লিখিলেন, "মার্শেল সাইমনের নামে যে ব্যক্তি বেনামী চিঠি লিখিয়াছিল, এই পত্র তাহার নিকটে শীঘ্র পাঠাও।"

তথাস্তু বলিয়া আবি আইরিণী সেই আজ্ঞা পালন করিলেন। এই অবসরে ডাক্তার কহিলেন, "বাবা রডিন! এখানে আর নয়। যদি কিছু লিখিতে বাকী থাকে, শয্যায় শয়ন করিয়া লেখ, আমরা প্রস্তুত হই।"

রডিন উঠিলেন; কিন্তু চলিতে পারিলেন না। আর একখানা চেয়ারের উপর ঢলিয়া পড়িলেন। ডাক্তার এবং আইরিণী ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে শয্যায় লইয়া শোয়াইলেন। কষ্টে তাঁহার নিশ্বাস পড়িতে লাগিল।

আইরিণীকে সম্বোধন করিয়া ডাক্তার কহিলেন, "এ চিকিৎসায় আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন?"

আইরিণী উত্তর দিলেন, "না, পারিব না। যুদ্ধক্ষেত্রে কাহারও অঙ্গচ্ছেদনের সময় কোন

ডাক্তারের আবি সাহায্য করিতে পারি নাই। রক্ত দেখিলে আমার বড় ভয় হয়।"

ডাক্তার কহিলেন, "ইহাতে রক্তপাত হইবে না; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও শক্ত। আচ্ছা, আপনি না পারেন, এই বাগানে তিনজন পাদ্রী আছেন, তাঁহাদের ডাকুন্ আর ডাক্তার রসিলেট্‌কে যন্ত্রাদি আনিতে বলুন্।"

আবি বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তারের সঙ্গে কার্ডিনালের দুটী একটী কথা হইল। কার্ডিনাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "রডিন যদি মরে, সমাধির পূর্ব্বে আমরা কিছু সমারোহ করিতে চাই, তাহার সময় পাইব ত ?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, "১৫ মিনিট সময় পাইবেন। শীঘ্র প্রাণ যাইবে না।"

কার্ডিনাল কহিলেন, "১৫ মিনিট অতি অল্প সময়। আচ্ছা, তাহার মধ্যেই আমরা কাজ সারিয়া লইব।" এই কথা বলিয়া তিনি একটা গবাক্ষের নিকটে গিয়া সার্সিতে ঠোকর মারিতে লাগিলেন। বাতীর আলো কেমন খুলিবে, মনে মনে সেই চিন্তা।

বৃহৎ একটা চতুষ্কোণ বাক্স কক্ষে লইয়া ডাক্তার রসিলেট প্রবেশ করিলেন। বাক্সটা একটা তাকের উপর রাখিয়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি সাজাইতে লাগিলেন।

ডাক্তার।—কটা প্রস্তুত করিয়াছ ?

ছাত্র।—ছয়টা।

ডাক্তার।—চারিটা হইলেই চলিবে। ফলাগুলি বেশী শুক হয় নাই ত ?

ছাত্র।—(দেখাইয়া) এই দেখুন্।

ডাক্তার।—উত্তম।

ছাত্র।—রোগী এখন কেমন ?

ডাক্তার।—(মৃদুস্বরে) চুপ্! হৃৎপিণ্ডে বিষম বেদনা, গলা ঘড়্ ঘড়্ করিতেছে, বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আশা আছে।

ছাত্র।—আশা আছে সত্য, কিন্তু বাবা রডিন সে যন্ত্রণা সহিতে পারিবেন কি না, ইহাই আমার ভয়।

ডাক্তার।—সে কথাও সত্য; কিন্তু কি করিব, সে চিকিৎসায় যাহা কিছু বিপদ্,সমস্তই সহিতে হইবে। তুমি এখন বাতী জ্বাল। পদ-শব্দ হইতেছে, সহকারীরা আসিতেছেন।

আবি আইরিণীর সঙ্গে কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী তিনজন পাদ্রী প্রবেশ করিলেন। দুইজন বৃদ্ধ, একজন যুবা। ইহাঁরাই দারুণ অগ্নিচিকিৎসায় ডাক্তার বেলিনিয়ারের সহকারী হইবেন। ডাক্তার তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আপনাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা অতি সহজ। ঈশ্বর করুন্, আপনাদের সহায়তায় বাবা রডিনের প্রাণরক্ষা হউক।"

তিনটী কৃষ্ণ গাউন একসঙ্গে মস্তক অবনত করিয়া ডাক্তার সাহেবকে অভিবাদন করিলেন। বোধ হইল যেন, ত্রিমুণ্ডধারী একটী লোক সসম্ভ্রমে সেলাম করিল।

রডিন লিখিতেছেন, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; কিন্তু নিশ্বাস ফেলিতে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইতেছে। কণ্ঠে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতেছে। ডাক্তার বেলিনিয়ার এক একবার সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। নিকটে গিয়া রডিনকে তিনি কহিলেন, "সময় উপস্থিত হইয়াছে, সাহস অবলম্বন করুন্।"

রডিনের বদনে কোন প্রকার ভীতিলক্ষণ লক্ষিত হইল না। একবার তিনি সকল লোকগুলির দিকে চাহিয়া দেখিয়া দন্ত দ্বারা কলম ধরিলেন; হস্তদ্বারা আর একখানি পত্রে শীল-মোহর করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন; ইঙ্গিতে ডাক্তারকে জানাইলেন, "আমি প্রস্তুত।"

ডাক্তার কহিলেন, "বুকের জামা কামিজ খুলিয়া ফেলুন্।"

রডিন প্রথমে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন, শেষে বক্ষঃস্থলের বামদক্ষিণাংশ অনাবৃত করিয়া ডাক্তারের কথা রক্ষা করিলেন।

রডিন চিৎ হইয়া শুইলেন। ডাক্তার রসিলেট যন্ত্রগুলি আনিলেন। সহকারী তিনজন, রসিলেট্‌কে লইয়া চারিজন। লৌহ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটী ত্রিপদী-পাত্র ডাক্তার সাহেব ঐ চারিজনের হস্তে দিলেন। ত্রিপদীর মধ্যগহ্বরে তুলা পূর্ণ। প্রত্যেকের বামহস্তে ত্রিপদী-পাত্রগুলির কাঠের বাঁট। দক্ষিণহস্তে এক একটী টীনের নল। সেই নলগুলি প্রায় একহাত লম্বা। নলের একধার ডাক্তারের ওষ্ঠে থাকিবে, অপরধার ত্রিপদীতে সংলগ্ন হইবে।

আবি আইরিণী এবং কার্ডিনাল মালি পিয়ারী দূরে দাঁড়াইয়া এই কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। সূচনা দেখিয়া তাঁহাদের কোন ভয় হইল না।

সহকারীরা রডিনের শয্যার দুই ধারে দাঁড়াইলেন। শয্যা তখন গৃহের মধ্যস্থলে আনয়ন করা হইয়াছিল। শয্যার বামপার্শ্বে দুইজন, দক্ষিণপার্শ্বে দুইজন।

ডাক্তার বেল্গিনিয়ার বলিলেন, "ত্রিপদীর তুলাতে আগুন জ্বালিয়া দাও। ত্রিপদীপাত্রে সলিতা দেওয়া ছিল, সেই সলিতার জলন্ত মুখ রোগীর বক্ষঃস্থলে স্পর্শ করিবার আদেশ হইল। নলের প্রশস্ত দিক্‌টা ত্রিপদে রাখিয়া ডাক্তার সাহেব সহকারীগণকে ফুৎকার দিতে বলিলেন। চারিটী তুলার সলিতা হুহু জলিতে লাগিল। জলন্ত মুখ রোগীর বক্ষের উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন হইল। চর্ম্ম পুড়িতে লাগিল। সাত আট মিনিট এইরূপ প্রক্রিয়া। সহকারীরা ভাবিলেন, এ চিকিৎসার কাছে অগ্নিচিকিৎসা কিছুমাত্র ভয়ঙ্কর নয়।

রোগী সমস্ত দেখিতেছেন। বুক পুড়িতেছে। প্রথম জলনে তাঁহার শরীর একবার সর্পের ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া গেল। কাঁদিবার শক্তি নাই, কাঁদিতে পারিলেন না, অঙ্গসঙ্কোচনে যোগ্যস্থানে অগ্নিসংস্থাপনে বাধা পড়িল। কাজে কাজে পুনরায় আরম্ভ করিতে হইল। সহকারীরা পুনর্ব্বার নলের মুখে ফুৎকার দিতে লাগিলেন।

রোগীকে সম্বোধন করিয়া ডাক্তার কহিলেন, "ভয় নাই। সাহস অবলম্বন করুন্। অগ্রেই আমি বলিয়াছিলাম, এ চিকিৎসায় কিছু যন্ত্রণা আছে। কিন্তু যন্ত্রণা অধিক হইবে না। আপনি সাহসী পুরুষ; প্রথমে যেমন উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত সেইরূপ তেজ রাখুন্।"

প্রথম জলনে রডিন চক্ষু বুজিয়াছিলেন, এখন নেত্র উন্মীলন করিয়া ডাক্তারের দিকে চাহিলেন। লজ্জা হইল। অঙ্গ সঙ্কোচ করিয়াছিলেন, সেটা ভাল হয় নাই ভাবিলেন; বক্ষে কিন্তু চারিটী রক্তবর্ণ ছিদ্র হইয়াছে। প্রথম জলনের ঐরূপ ফল। তখনও রডিন লিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ডাক্তার তাঁহার হস্তে লেখনী দিলেন। রডিন লিখিলেন, "এখন আর কাল হরণ না করাই ভাল, ব্যারণ ত্রিপদকে সাবধান করিয়া দাও। লিওনার্ডের নামে ওয়ারিণ্‌ জারী হইয়াছে। লিওনার্ড যেন সতর্ক থাকেন।"

এই লেখা চিরকুটখানি ডাক্তারের হস্তে দিয়া আবি আইরিণীকে দিবার জন্য রডিন ইঙ্গিত করিলেন। ডাক্তার, কার্ডিনাল এবং আবি তিন জনেই বিস্ময়াবিষ্ট। এই ভয়ানক যাতনার সময় রোগীর এতদূর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ইহা সাধারণশক্তির পরিচয় নয়।

চিরকুটখানি হস্তে লইয়া আবি আইরিণী

তাকাইয়া রহিলেন। অধৈর্য্যভাবে রডিন পুনঃপুন তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। বিলম্ব কেন হয়, রডিনের চক্ষু তাহাই জানাইতে লাগিল। অভিপ্রায় বুঝিয়া ডাক্তার সাহেব আইরিনীকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। আইরিনী বাহির হইয়া গেলেন।

আবার প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। নেত্র নিমীলন করিয়া রডিন আপন মস্তকে উভয় হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ঠিক যেন মৃতদেহ। সহকারীরা নলের মুখে ফুৎকার দিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন, কোন প্রকার জাদুক্রিয়া দ্বারা রোগীর বক্ষশোণিত শোষণ করা হইতেছে।

ঘরময় মাংসপোড়া দুর্গন্ধ ব্যাপ্ত হইল। চট্‌পট্‌ শব্দে রডিনের বক্ষচর্ম্ম পুড়িতে লাগিল; মুখে, কপালে, চুলে, ঘাম ঝরিতে লাগিল। ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় খিঁচুনী আরম্ভ হইল; শিরাগুলা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল; কিন্তু নিশ্বাস ফেলিতে যত কষ্ট হইতেছিল, ততটা কষ্ট আর রহিল না।

সেই সময় রডিন একবার ললাটে হস্তার্পণ করিলেন। কি যেন এক নূতন ভাব তাঁহার মনে উদয় হইল। ইসারা করিয়া তিনি ডাক্তারকে একটু থামিতে বলিলেন। আবার কিছু লিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

বাধ্য হইয়া ডাক্তার তখন সহকারীগণকে ক্ষণকাল নলে ফুৎকার দিতে নিষেধ করিলেন। তুলার আগুন কিন্তু ধীরে ধীরে বুকে জ্বলিতে লাগিল। সে যন্ত্রণার উপরেও রডিন হাত উঁচু করিয়া, মাথার দিকে কাগজ ধরিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। একখানা কাগজে কেবল গোটাকতক অক্ষর লিখিলেন। উহা এক প্রকার "সাইফার"। তাহার অর্থ কেবল রডিনেরই পরিজ্ঞাত। আর একখানা কাগজে আইরিনীর নামে নূতন আদেশ। তাহাতে লেখা হইল, অবিলম্বে ফিরিঙ্গীর নিকটে পাঠাও। আন্‌মা এ কয়দিন কি করিতেছেন, লিখিয়া পাঠাইতে বল। ফিরিঙ্গী যাহা লিখিবে, যেন তাহা অবিলম্বে এখানে লইয়া আইসে।

আবি আইরিনী ঐ আজ্ঞাপালন করিতে বাহির হইলেন। কার্ডিনাল মালিপিয়ারী সেই সময় রোগীর বিছানার নিকটে আসিলেন। যদিও ঘরময় দুর্গন্ধ, তথাপি রডিনটা আধপোড়া হইতেছে, তাহা দেখিতে তাঁহার আমোদ জন্মিল। রডিনের উপর সেই ইটালীয় পুরোহিতের এত রাগ, এত হিংসা।

আবার অগ্নিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সেই অবসরে আইরিনী ফিরিয়া আসিলেন। রডিনের চক্ষু তাঁহাকে কি কথা জিজ্ঞাসা করিল, মাথা নাড়িয়া আইরিনী তাহার উত্তর দিলেন। ডাক্তারের ইঙ্গিতে সহকারীরা যথাশক্তি ফুৎকার দিতে লাগিলেন। রডিন আর সহিতে পারিলেন না; দন্তপেষণ করিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সর্ব্বাঙ্গে টান ধরিতে লাগিল। তখন তিনি দারুণ যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

আনন্দ-গৌরবে ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, "হৃৎপিণ্ড খোলসা হইয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, বাক্‌শক্তি ফিরিয়াছে, আর ভয় নাই; প্রাণরক্ষা হইয়াছে। বন্ধুগণ! খুব জোরে ফুৎকার দাও! খুব জোরে ফুৎকার দাও! বাবা রডিন! খুব জোরে চীৎকার কর, খুব চীৎকার কর! তোমার উচ্চরব শুনিয়া আমি বড়ই খুসী হইব! তোমারও আরাম বোধ হইবে। আশ্চর্য্য আরোগ্য! ভেরী বাজাইয়া আমি এই আরোগ্যবার্ত্তা নগরময় ঘোষণা করিয়া দিব!"

আবি আইরিনী দ্রুত আসিয়া ডাক্তারের

কাণের কাছে চুপি চুপি বলিলেন, "এই অলৌকিক আরোগ্যের সংবাদ ঘোষণা করিবার কথা আমি অগ্রেই বলিয়াছিলাম, এই লর্ড কার্ডিনাল আমার সাক্ষী।"

আপন গৌরব একটু খাট হইল দেখিয়া ডাক্তার বেলিনিয়ার বলিলেন, "আচ্ছা! তবে অলৌকিক ক্রিয়া বলা যাউক।"

প্রাণরক্ষা হইয়াছে, ডাক্তারের মুখে এই কথা শুনিয়া রডিনের মুখে এক প্রকার অদ্ভুত হাস্য দেখা দিল। বুক পুড়িতেছে, যাতনা বাড়িতেছে, তথাপিও আনন্দ! সঙ্কুচিত-শরীরে বিজয়াহ্লাদে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "পূর্ব্বেই ত আমি বলিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই আমি বাঁচিব।"

নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আপনি সত্যকথাই বলিয়াছিলেন। সত্যই আপনি বাঁচিয়াছেন।"

সমস্ত তুলা ভস্ম হইয়া গেল। সহকারীরা সেগুলি নামাইয়া লইলেন। রডিনের বুকে চারিখানা বেলেস্তারার গোল গোল ঘা। সেই হইতে তখনও ধূম নির্গত হইতেছিল। ভিতরের কাঁচা মাংস দেখা যাইতেছিল। দহনকালে একবার তিনি নড়িয়াছিলেন, তাহাতে একটা সলিতা অন্যস্থানে লাগিয়াছিল; একটা দাগ কিছু বৃহৎ হইয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন, এক জোড়া গর্ত্ত।

বক্ষঃস্থলের গর্ত্তগুলি রডিন একবার দেখিলেন। ক্ষণকাল দেখিয়া দেখিয়া মনে যেন কি ভাবিলেন। কুঞ্চিত অধরপ্রান্তে কেমন এক প্রকার হাস্যরেখা দেখা দিল। আবি আইরিণীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া তিনি বলিলেন, "বাবা আইরিণী! দেখ, দেখ! কি লক্ষণ! এই দেখ! এক রেনিপণ্ট—দুই রেনিপণ্ট—তিন রেনিপণ্ট—চারি রেনিপণ্ট; আর একটা কে? আঃ! এই বটে, এই বটে! এ গর্ত্তটা দুই। হাঁ, জোড়া বটে! তাহারা যমজ!" আবার হাস্য।

রডিনের ঐ সাঙ্কেতিক বাক্যের তাৎপর্য্য ডাক্তার বুঝিলেন, কার্ডিনাল বুঝিলেন এবং আইরিণী বুঝিলেন।

পাঠকমহাশয়েরাও বুঝুন, রডিনের বুকে ছয় গর্ত্ত। রডিন বলিলেন, ছয় রেনিপণ্ট। সাতের মধ্যে ছয়। জাকুইস্ রেনিপণ্টের গোর হইয়া গিয়াছে, আর চারিটী বাঁচিয়া আছে, তদ্ব্যতীত আর দুটী পার্শ্বের যে দুটী গর্ত্ত জোড়া, রডিন বলিলেন, সে দুটী যমজ। তাহারা কে?—যমজ সহোদরা রোজা আর বিলাসী।

রডিন আবার কহিলেন, "আমার মাংসখণ্ড যেমন পুড়িয়াছে, সেই অভিশপ্ত-বংশের সকলেই সেইরূপ পুড়িয়া ছাই হইবে। আমিই ইহা বলিতেছি। অবশ্যই ইহা হইবে। আমি বলিয়াছিলাম, বাঁচিব। দুই দেখ, এই আমি বাঁচিলাম!"

অঙ্গ পুড়িয়া গর্ত্ত হইল, তথাপি রডিন বলিলেন, "এই দেখ, আমি বাঁচিলাম।"—দেখিতেও বিস্ময়, শুনিতেও বিস্ময়। কিসের লোভে রডিনের বাঁচিতে এত সাধ, তাহা হয় ত সকল লোকে বুঝিতে পারিবেন না। ভাল ভাল খৃষ্টানেরা বলেন, ইহসংসারে সুখ নাই। প্রভু যীশুখৃষ্ট ইহসংসারে সুখী ছিলেন না, তাঁহার উপাসক ভক্তেরাও ইহসংসারে সুখভোগ করিবার বাসনা রাখেন না, সকলে হয় ত সমান সুবিধাও পান না। মরিয়া স্বর্গে যাইবেন, ইহাই খৃষ্টানের চরম আশা। খৃষ্টের বাক্যানুসারে সে আশা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে, ইহাই খৃষ্টানের বিশ্বাস। কেন না, প্রভু যীশুখৃষ্ট ক্রুসে নিহত হইয়া আপন রক্ত দ্বারা ভক্তগণের সমস্ত পাপ প্রক্ষালন করিয়া গিয়াছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান। ভূতকালে যাহারা

অভিশপ্ত য়িহুদী।

অনুবাদক

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা

১১৫।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৭।

সূচী।

পরিচ্ছেদ।		পৃষ্ঠা।
১।	পাপ-পুণ্য	৭১৩
২।	মেয়েছুটী	৭২৪
৩।	বাগ-ব্যর্থ	৭৩২
৪।	নাশন মন্ত্র	৭৩৫
৫।	তিন কথা	৭৪৩
৬।	ফিরিঙ্গী বন্ধুত্ব	৭৪৭
৭।	কলঙ্কীনিবাস	৭৫২
৮।	ফুলশয্যা	৭৫৯
৯।	ভগ্ন-মঠ	৭৬৬
১০।	দ্বন্দ্বযুদ্ধ	৭৭১
১১।	গুপ্ত-বার্ত্তা	৭৭৮
১২।	১লা জুন, ১৮৩২	৭৮০
১৩।	অভিশপ্ত য়িহুদী	৭৯১
১৪।	উপসংহার	৭৯৪

চতুর্থ খণ্ডের সূচী সমাপ্ত।

ঠাকুরবাড়ীর দপ্তর।

অভিশপ্ত য়িহুদী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাপ-পুণ্য।

রঙিনের অগ্নিচিকিৎসার দুই দিন পরে স্থানান্তরে আর এক দৃশ্য;—অতি শোচনীয় দৃশ্য। পাঠকমহাশয়ের স্মরণ আছে, ক্রবিস্-ষ্ট্রীটে একখানি বাড়ী। সেই বাড়ীতে রঙিন কিছুদিন একটা ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহলে ফিলিমনের বাসা। সেই বাসাতে রোজ্‌প্‌পন থাকিত। নীচে প্রবেশ দ্বারে একখানা মুদীর দোকান। বিবি আরসেনি নামে এক বৃদ্ধা সেই দোকানের অধিকারিণী। দোকানের আধখানা ভূগর্ভের গহ্বরে।

গহ্বরমধ্যে একখানা ঘর। যে দিনের কথা বলা যাইতেছে, সেইদিন প্রাতঃকালে তথায় জনমানব ছিল না। ঘরের মধ্যে কতকগুলা শুষ্ক কাঠ, শুষ্ক তরকারী,—ফলমূল, একধারে এক রাশি কয়লা। মধ্যস্থলে একটা ময়লা বিছানা। সেই বিছানার উপর আগাগোড়া চাদরঢাকা একটা দেহ। এ দেহ কাহার?—বিবি আরসেনির নিজের।—কলেরা রোগে বিবি আরসেনি মরিয়া গিয়াছে। দুই দিন তাহার সৎকার হয় নাই। মড়কের প্রবল প্রতাপে সে সময় সমাধি-শকট নিতান্তই দুর্লভ, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ রবিস্-পল্লীতে মনুষ্য নাই; সকলেই মরিয়া গিয়াছে!

ঘরের ভিতর পট্‌পট্‌ করিয়া এক প্রকার শব্দ হইতেছিল। কিসের শব্দ?—বড় বড় ইদুরেরা সেই কয়লার গাদার উপর ছুটাছুটি করিতেছে। জীর্ণ দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করা ছিল, বাহির হইতে কে যেন সেই দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।—ইদুরেরা কিচ্‌কিচ্‌ শব্দে ছুটিয়া গর্ত্তের ভিতর লুকাইতে ব্যস্ত হইল। জীর্ণ দ্বার দুই ধাক্কায় ভাঙ্গিয়া গেল। একটী রমণী প্রবেশ করিল।

রমণীর শরীর শীর্ণ, বসন ছিন্ন, বদন বিষণ্ণ। প্রবেশ করিয়াই রমণী খানিকক্ষণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরেই একটা ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল। হঠাৎ শবাচ্ছাদন চাদরখানা মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত খড়্‌মড়্‌ করিয়া নড়িয়া উঠিল। আরসেনি মরিয়াছে, এ রমণী তাহা জানিত, মৃতদেহ কেন নড়িল, ইহাই তাহার ভয়।

ভয় দূর হইল। রমণী দেখিল, গোটাকতক

একটা ইন্দুর সেই বিছানার উপর দিয়া ছুটিয়া পলাইল। ইতিপূর্ব্বেও শবের মাথার নিকট দিয়া গিয়াছিল, তাহাতেই চাদরখানা নড়িয়াছিল, ইহাই রমণী বুঝিল। ভয় ভাঙ্গিবার পর রমণী একবার ঘরের চতুর্দ্দিকে চক্ষু ঘুরাইয়া জিনিসপত্রগুলি দেখিয়া লইল। কি লইবে, চাহিয়া চাহিয়া ভাবিল। একটা ঝুড়ী, একটা মাটীর হাঁড়ী, একটা চকমকির বাক্স।—এইগুলি হইলেই কাজ হইবে, ইহা স্থির করিয়া, ঝুড়ীতে কতকগুলা কয়লা বোঝাই করিল, তাহার উপর চকমকি রাখিল; পাথর, ইস্পাত, দীয়াশলাই সব ঠিক।—এক হাতে ঝুড়ী, এক হাতে হাঁড়ী লইয়া, রমণী ম্লানবদনে শবসন্নিধানে একবার দাঁড়াইল।—করুণকণ্ঠে কহিল, "মা আরসেনি! আমি তোমার জিনিস চুরি করিলাম; কিন্তু ইহাতে আমার কোন উপকার হইবে না!"

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এ রমণী কে? এ রমণী সেই কলুষ-কলুষিতা অভাগিনী সিফাইস্! সুখের সময় ইহার আদরের নাম ছিল রাণী মাতাংলী।

সিফাইস বাহির হইল। ভগ্নদ্বার যথাসম্ভব আবৃত করিয়া, প্রাঙ্গণ পার হইয়া, প্রথম মহলের উপরে গিয়া উঠিল। যে গৃহে রডিন থাকিতেন, সেই গৃহের সিঁড়ির চাতালে দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় মহলের দিকে চাহিল। সমস্ত গৃহের দ্বার উন্মুক্ত;—যে গবাক্ষে বসিয়া রোজপম্পন গুঞ্জনস্বরে তোতাপাখীর ন্যায় গান করিত, কেবল সেই গবাক্ষটী বন্ধ।

তেতালার উপরে সিফাইসের ঘর। সিফাইস্ তেতালায় উঠিতে আরম্ভ করিল। কাঠের সিঁড়ি। ধরিবার রেল নাই, একগাছা দড়ী ধরিয়া উঠিতে নামিতে হয়। সিফাইস সেই দড়ী ধরিয়া উপরে উঠিল। ছাতের উপর একখানি জীর্ণ কুটীর। জীর্ণ দ্বার, জীর্ণ ছাদ। ঢালু ছাদের মধ্যে মধ্যে বড় বড় ছিদ্র; বৃষ্টি হইলে ঘর ভাসিয়া যায়। ঘরে কেবল একটী মাত্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ, তাহারও কপাট গরাদে জীর্ণ, ভগ্ন।

সেই কুটীরে প্রবেশ করিয়া সিফাইস সেই জিনিসগুলি নামাইয়া রাখিল। ঘরের আসবাবের মধ্যে একধারে খড়ের বিছানা, একধারে একটা কাণাভাঙ্গা মাটীর ভাঁড়, তাহাতে একটু জল। খড়ের বিছানার এক পার্শ্বে একটী কন্যা গালে হাত দিয়া অধোবদনে বসিয়া আছে। সেই কন্যাটী পাঠকমহাশয়ের পূর্ব্বপরিচিতা দুঃখিনী কুজ্ঞা।

কুজ্ঞা স্বভাবতই কাহিল, এ অবস্থায় আরও কাহিল হইয়াছে। মুখখানি কতই যেন ছোট হইয়া গিয়াছে; পরিধান মলিন বসন, নেত্র সজল। সিফাইস প্রবেশ করিবামাত্র কুজ্ঞা একবার মাথা তুলিয়া চাহিল। সিফাইস নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভগি! আজ আমি চোর হইয়াছি! জন্মে কখনও চুরি করি নাই, আজ আমি চুরি করিয়াছি! যাহা আমাদের দরকার, কেবল তাহাই আনিয়াছি। কয়লা, চকমকি, দীয়াশলাই, একটা হাঁড়ী।"

শুষ্কনেত্রে কুজ্ঞা সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। সিফাইস্ ব্যগ্রহস্তে সেই মৃন্ময় হাঁড়ীতে কয়লাগুলা সাজাইয়া, তাহার কাছে দীয়াশলাই রাখিল। কাতরে চাহিয়া কাতরকণ্ঠে কুজ্ঞা জিজ্ঞাসিল, "সত্যই কি মরিবে?"

বিছানার ধারে ভগিনীর গা ঘেঁসিয়া বসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া সিফাইস্ উত্তর করিল, "না মরিয়া কি করিব? আর বাঁচিয়া কি সুখ? ভিখারিণী হইয়াছি, তাহাতেও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না! জাকুইন মরিয়াছে, মরণসময় জাকুইন আমাকে অসতী বলিয়া ঘৃণা করিয়া গিয়াছে, আর বাঁচিয়া কি করিব? অনেক সুখ ভোগ

হইয়াছে, অনেক পাপ সঞ্চয় হইয়াছে, আর পাপভোগ কেন করিব?—নিশ্চয়ই মরিব।”

কুব্জা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) আমিও মরিব! জন্মাবধি কেবল কষ্টভোগ করিলাম, আর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। জীবন ভারবহ বোধ হইয়াছে। তুমি মরিবে, আমি বাঁচিয়া থাকিয়া কাঁদিব,—না দিদি! আমি থাকিব না;—যদি মরিতে হয়, দুজনেই এক সঙ্গে মরিব। সে মরণেও সুখ আছে।

সিফা।—(কুব্জার কণ্ঠবেষ্টনপূর্ব্বক সাশ্রু-নেত্রে ভগ্নস্বরে) কেন ভগ্নি! তুমি কেন মরিবে? তুমি ত পাপ কর নাই! চিরদিন পরের উপকার করিয়াছ, পরিশ্রম করিয়া দিন-পাত করিয়াছ, কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান কর নাই, আজিও কষ্টস্বীকারে প্রস্তুত রহিয়াছ; পুণ্য-প্রভাবে তোমার ভাল হইবে; তুমি বাঁচিয়া থাকো। তুমি কেন নিদারুণ আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে চাও?

কুব্জা।—(গম্ভীর হইয়া) না দিদি! পাপ-পুণ্যের কথা তুলিও না;—পাপপুণ্যের বিচার ইহসংসারে হয় না। একজন ঘোর পাপী চির জীবন সুখস্বচ্ছন্দে কাটাইয়া স্বচ্ছন্দে সমাধি-গর্ভে শয়ন করে, আর একজন পুণ্যশীল চির-দিন সৎপথে থাকিয়া চিরকষ্ট ভোগ করে, মহাযন্ত্রণায় তাহার প্রাণ যায়। এ তুলনায় পাপপুণ্যের দোষ-গুণ কি বুঝিব?—বিশেষ আমিও পাপ করিয়াছি! দয়াময়ী কুমারী আদ্রিয়াণীর প্রাণে কষ্ট দিয়াছি। তাঁহার কাছে আমি অকৃতজ্ঞ হইয়াছি! না বলিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। অন্তরে অকৃতজ্ঞ হই নাই, কিন্তু ব্যবহারে তাহাই দাঁড়াইয়াছে।

সিফা।—(ব্যগ্রভাবে) হাঁ হাঁ, ভাল কথা। কুমারী আদ্রিয়াণীর আশ্রয়টী তুমি ত্যাগ করিয়াছ কি জন্য? তিনি তোমারে অত ভাল বাসিতেন, সখী সম্ভাষণ করিতেন, তাঁহার আশ্রয় হইতে পলাইয়া আসিলে কেন?

কুব্জা।—(শিহরিয়া) সেই কষ্টই আমার বেশী!—অকারণে অথবা তুচ্ছ কারণে আমি সেই পবিত্র সুখাশ্রম পরিত্যাগ করি নাই। প্রাণের একটা পরম গুহ্যকথা প্রকাশ হইবার আশঙ্কায়।—মাতা-পিতা বাঁচিয়া থাকিলেও তাঁহাদিগকে যাহা বলিতাম না, একদিন কোন শত্রুপক্ষের দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইবার সূচনা জানিতে পারি; সেই রাত্রেই গুপ্তভাবে পলা-ইয়া আসি। আশ্রয়দায়িনী করুণাময়ীর কাছে আমি গুরু অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছি! তথাপি ভাগ্য! তোমার উপকারের জন্য ইতি-মধ্যে সেই সুখাশ্রমে গিয়াছিলাম। কুমারীকে দেখিতে পাই নাই; একখানি পত্র লিখিয়া দরোয়ানের কাছে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তিনি পাইয়াছিলেন, ঘৃণা করিয়া উত্তর দেন নাই! তাহাতেই আমি বুঝিয়াছি, সে অপরাধের ক্ষমা নাই! বড় অপরাধে অপ-রাধিনী আমি!—সেই জন্যই আমি মরিব।

সিফা।—(স্কন্ধ কম্পিত করিয়া) তোমার চেয়ে বড় অপরাধ আমার!—তুমি একটী পরের মেয়ের কাছে অপরাধিনী, আমি আমার মা-বাপের কাছে অপরাধিনী,—তোমার কাছে অপরাধিনী, আমার পাপের সীমা নাই! ভাবিয়াছিলাম, প্রায়শ্চিত্ত করিব। জাকুইসের মরণের পর সংকল্প আসিয়াছিল, পাপপথ ত্যাগ করিয়া তোমার সঙ্গে মিলিব,—দুটী ভগ্নীতে কুটীরবাসিনী হইয়া যথাশক্তি খাটিয়া খাইব; কিন্তু তাহাই বা কি হইল? কর্ম্ম মিলিল না! এ দেশে গরিবের মুখপানে কেহই চাহে না! কর্ম্ম মিলিল না! যদিই বা দুটী একটী মিলিল, তাহার বেতন এক সপ্তাহে ৪ পেনী,—বড় জোর আট পেনী! তাহাতে কি একজনের

জীবনাধি নির্ব্বাণ হয়? বড়লোকেরা ভাবেন, গরিবের মেয়েদের পেটের জ্বালা খুব কম, যৎকিঞ্চিৎ মজুরী দিলেই তাহাদিগকে খাটানো যায়। ভাব দেখি ভগ্নি! এ রকমে শুকাইয়া মরা অপেক্ষা একদিনে কি ভাল নয়?

কুব্জা।—(নেত্র মার্জ্জন করিয়া) ভাল বটে, কিন্তু একসঙ্গে দুজনেই সেই ভাল পথে যাইব। একজন থাকিবে, একজন যাইবে, সেটা ভাল হইবে না।

সিফা।—(কি যেন স্মরণ করিয়া) ঠিক্ ঠিক্। বিধাতার খেলাই বিচিত্র! তুমি পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছ, আমি পাপকর্ম্ম করিয়াছি; এখন দুজনেই একত্র মিলিয়া একই প্রকারে স্ব স্ব প্রিয়প্রাণ বাহির করিয়া ফেলিব! ইহাই আমাদের দুই ভগ্নীর ললাটের বিধিলিপি!

ভগিনীর কণ্ঠবেষ্টন ছাড়াইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কুব্জাকক্কা তখন প্রবুদ্ধ নির্ভয়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তবে আর কি?—দাও! আগুন জ্বালিয়া দাও।"

সিফাইস তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত।—দীয়াশলাই জ্বালিয়া, চক মকি ঠুকিয়া অগ্নিসংযোগে কয়লা জ্বালিতে সিফাইস্ নিযুক্ত। মৃদঙ্গার (পাথুরে কয়লা) নহে, কাষ্ঠাঙ্গার, সুতরাং অল্পক্ষণেই জ্বলিয়া উঠিল। প্রজ্বালন প্রয়োজন ছিল না, ধূমমাত্র প্রয়োজন, কিন্তু বায়ুসাহায্যে কয়লাগুলা ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল। তদ্দর্শনে কুব্জা কহিল, "হইল না, হইল না!—বাতাস আসিলে আমরা মরিব না। বাতাস বন্ধ করিতে হইবে। তুমি দিদি, সেই চেষ্টা কর।"

সিফাইস্ বলিল, "সে চেষ্টা কিরূপে করিব? বাতাসের অনেক পথ। এ ঘরের দ্বার, গবাক্ষ, ছাত, সমস্তই ছিদ্রযুক্ত। কি উপায়ে বাতাসকে নিবারণ করিব?"

বুদ্ধিমতী কুব্জাকক্কা প্রত্যুৎপন্নমতি প্রভাবে ভগিনীকে অনুরোধ করিল, "তুমি এক কর্ম্ম কর। আমাদের এই বিছানার খড় খুলিয়া লইয়া ঐ সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়া দাও। আর আমাদের বিছানায় কাজ কি? খড়েরা আমাদের চরমকালে কিছু কিছু উপকারে আসুক।"

চক্ষের জলে ভাসিয়া সিফাইস্ তাহাই করিল। ধোঁয়া উঠিতে লাগিল। ভগ্নীকে বিছানায় শুয়াইয়া সিফাইস্ সাহসভরে ধূমকুণ্ডের নিকটে গিয়া বসিল। ক্রমশঃ ধূমরাশি ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়া মণ্ডলাকারে নামিতে আরম্ভ করিল। ঘরময় ধূমক্রীড়া! ঘর অন্ধকার! ধূমগন্ধে যুগল ভগিনীর নিশ্বাস রোধপ্রায়। কুব্জার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। ভঙ্গস্বরে ভগিনীকে ডাকিয়া বলিল, "ভগ্নি! সিফাইস্! আমার কাছে আইস! আমার ভয় করিতেছে! তুমি আসিয়া আমার কাছে শয়ন কর! আর আমি নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছি না! তুমি আমারে ধর! আমি আগে মরিব! আর আমি এ যন্ত্রণা সহিতে পারি না!"

কুণ্ডপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া সিফাইস সস্নেহে ভগিনীকে কোলে করিয়া শুইল। সজলনয়নে চাহিয়া চাহিয়া বলিতে লাগিল, "আমিই আগে মরিব! তোমার যাতনা আমি দেখিতে পারিব না!"

বলিতে বলিতে কুব্জাকে একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া মাথাটী সিফাইস আপন স্কন্ধের উপর রাখিল। ঠিক রাখিতে পারিল না। মাথাটী হেলিয়া হেলিয়া পড়িতে লাগিল, গ্রীবাস্থি যেন ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল, মুখ দিয়া গাঁজা ভাঙ্গিতে লাগিল। উভয়ের নিশ্বাসপ্রশ্বাস অতি কষ্টে বহির্গত। অতি ক্ষীণস্বরে কুব্জা কহিল, "আর সহ্য হয় না! প্রাণ আমার আইঢাই করিতেছে! বোধ করি

আর বিলম্ব নাই! পরমেশ্বর কৃপা করুন, আমিই আগে মরিব!—জানিয়া শুনিয়া পাপ কর নাই, কখনো পরের মন্দ করি নাই, কেন আমি বেশীক্ষণ মৃত্যুযাতনা—”

কথা সমাপ্ত হইল না। কুটীরদ্বারে অকস্মাৎ জোর জোর করাঘাত। জীর্ণ দ্বার, অধিকক্ষণ আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, খন্‌খন্‌ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সিফাইস মনে করিল, কে বুঝি তাহাদিগকে ধরিতে আসিতেছে, মরণে বুঝি বাধা দিবার মতলব; তবেই ত মরা হইল না!—এই ভাবিয়া ভগিনীকে ছাড়িয়া দিয়া অভাগিনী সিফাইস সেই ভগ্নগবাক্ষপথে নীচে লাফাইয়া পড়িল। অসহায়া কুব্জাকন্যা সংজ্ঞাহারা হইয়া সেইস্থানে পড়িয়া রহিল।

দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিল কে? কুমারী অদ্রিয়াণী এবং এগ্রিকোলা বাদোইন। প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা অঙ্গারধূমে প্রথমতঃ অন্ধকার দেখিলেন; দুর্গন্ধে নাসা আবৃত করিতে হইল। কুব্জা কন্যার নিস্পন্দ দেহ গৃহের মধ্যস্থলে পড়িয়া ছিল, ধূমাবলী ভেদ করিয়া কুমারী অদ্রিয়াণীর নেত্রজ্যোতি সর্ব্বাগ্রে সেই দেহের উপর নিপতিত হইল। হঠাৎ বিস্ময়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “আছে—আছে, এইখানেই আছে! তবে আমি কি দেখিলাম! কে যেন জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িল। সেটা কি তবে আমার চক্ষের ভ্রম? এগ্রিকোলা! তুমি এক কর্ম্ম কর। যে পাত্রে আগুন জ্বলিতেছে, ধোঁয়া উঠিতেছে, শীঘ্র সেই পাত্রটা তুমি বাহিরে ফেলিয়া দাও; গৃহ পরিষ্কার হউক, তাহার পর সমস্তই নির্ণয় করা যাইবে!”

এগ্রিকোলাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া দয়াবতী কুমারী ত্রস্তভাবে সেই পতিত দেহের কাছে ছুটিয়া গেলেন; দেহটি কোলে তুলিয়া লইলেন, সেই তৃণশয্যার এক পার্শ্বে বসিলেন। এগ্রিকোলা ওদিকে আদেশ পালন করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ধূমাধার বিদূরিত হইয়াছে, তথাপি গৃহ তখনও ধূমে ধূমে অন্ধকার। দিনমান, দ্বারগবাক্ষ উন্মুক্ত, ভগ্ন গবাক্ষপথে সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করিতেছে, তথাপি তাঁহারা উভয়েই ঝাপ্‌সা দেখিতেছেন।

সেই অবস্থায় অদ্রিয়াণী কহিলেন, “এগ্রিকোলা! প্রথমেই যাহা আমি দেখিয়াছি, তাহা বোধ হয় ভুল নয়, কে একজন গবাক্ষপথে লাফাইয়া পড়িয়াছে, বোধ করি এ ঘরে দুজন ছিল। তুমি শীঘ্র যাও, বাহিরে গবাক্ষতল অন্বেষণ কর, কে পড়িয়াছে, সন্ধান করিয়া দেখ, যদি বাঁচিয়া থাকে, হাসপাতালে লইয়া গিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা কর; মন্দ যদি দেখ, আমায় সম্বাদ দিও; আমি এদিকে এই মেয়েটির চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করি। বুকে হাত দিয়া দেখিলাম, নাকে হাত দিয়া দেখিলাম, বিলম্বে বিলম্বে নিশ্বাস পড়িতেছে; প্রাণ আছে, চিন্তা নাই, চেষ্টা করিলেই বাঁচাইতে পারিব। তুমি শীঘ্র বাহিরে যাও, যাহা বলিলাম, তদনুসারে কার্য্য কর।”

দ্বিরুক্তি না করিয়া এগ্রিকোলা বাহিরে গেলেন। ধূমরাশিও ক্রমে ক্রমে দ্বারপথে, গবাক্ষপথে, ঊর্দ্ধপথে বহির্গত হইয়া গেল। গৃহ পরিষ্কার হইল। কুমারী অদ্রিয়াণী সূর্য্যকিরণে সেই অভাগিনী প্রিয়সখীর মুদিত নেত্র, শুষ্ক বদন স্পষ্ট দর্শন করিলেন। ভাবিলেন, জল কোথায় পাওয়া যায়?—ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পূর্ব্বকথিত কাণাভাঙ্গা ভাঁড়ের প্রতি তাঁহার নেত্র নিপতিত হইল। ধীরে ধীরে অচেতন দেহটি সেই ছিন্ন শয্যার উপর শয়ন করাইয়া দয়াময়ী উঠিলেন; ভাঁড়টা তুলিয়া আনিলেন; আধ ভাঁড় জল। মূর্চ্ছিতা কুব্জার

চক্ষে মুখে মুখে সেই জল ছিটাইয়া স্নেহময়ী কুমারী তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘন্টার পর কুব্জাকন্যা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া শুশ্রূষাকারিণীর মুখের দিকে একবার চাহিল; তৎক্ষণাৎ আবার চক্ষু মুদিল; বিদ্যুৎচমকে যেন তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। আহ্লাদে উৎসাহে আশ্বাসে সখি সখি বলিয়া অদ্রিয়াণী তাহাকে বারম্বার ডাকিলেন। কুব্জা আর একবার সেই রূপে নেত্র বিকাশ করিয়া ধীরে ধীরে চাহিল, অর্দ্ধনিমীলিত নয়নেরাই যেন স্নেহবতীর আহ্বানে নীরবে উত্তর দান করিল। অদ্রিয়াণী এই আবার ভরসা পাইলেন।

আরও আধ ঘন্টা অতীত। এগ্রিকোলা তখনও ফিরিয়া আসিলেন না। দর্শনটা সত্য কি ভ্রম, সংবাদটা ভাল কি মন্দ, অদ্রিয়াণী তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; উৎকণ্ঠা আসিল, তিনি কিছু চঞ্চলা হইলেন। তথাপি সে দিকে অধিক মনোযোগ না রাখিয়া মানসিক উৎকণ্ঠাকে সযত্নে তফাৎ করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি তখন কেবল কুব্জাকন্যার জীবন রক্ষায় অধিকতর যত্নবতী হইলেন। অনেকক্ষণের পর কুব্জার চৈতন্য হইল। কোথায় গেল, কোথায় গেল বলিয়া মৃদুস্বরে দুই তিনবার কথা কহিল; কুমারী তাহাকে কোলে তুলিয়া বসাইলেন; কিছু আহার দিতে পারিলে ভাল হয়, এই চিন্তা তাঁহার মনে আসিল, কিন্তু কোথায় কি পাইবেন; কুটীরে তাহাদের কিছুই ছিল না, কেবল সেই জলটুকু;—অপরিষ্কার জল। সেই জলে অঙ্গুলি সিক্ত করিয়া করুণাময়ী রাজকুমারী ক্রোড়স্থিতা কুমারীর শুষ্ক ওষ্ঠ দুইবার সিক্ত করিয়া দিলেন। কুব্জা একবার মুখ ব্যাদন করিল। কিছুই নাই; সেই কষ্টে দয়াবতীর চক্ষে জল পড়িল; সেই অবসরে এক ভাঁড় দুগ্ধ লইয়া এগ্রিকোলা পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

শত শত ধন্যবাদ দিয়া দুগ্ধ-ভাণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক কুমারী অদ্রিয়াণী অল্পে অল্পে কুব্জাকে প্রায় অর্দ্ধ সের দুগ্ধ পান করাইলেন, কুব্জা একটু সবল হইল। এগ্রিকোলা যখন আসিলেন, তখনও তাহার পূর্ণ চৈতন্য লাভ হয় নাই। সুবিধা বুঝিয়া এগ্রিকোলা সেই সময় অদ্রিয়াণীর কাণে কাণে কি দুটী কথা বলিয়াছিলেন, মস্তক সঞ্চালন করিয়া অদ্রিয়াণীও চুপি চুপি তাঁহাকে একটি আদেশ দিয়াছিলেন. কুব্জার দুগ্ধপানের পর এগ্রিকোলা নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

আরও কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া কুব্জা একটু সুস্থ হইল, কথা কহিবার শক্তি জন্মিল, এদিক ওদিক চাহিয়া কাতরবচনে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ভগ্নী?—আমার ভগ্নী? সিফাইস আমার কাছে ছিল, কোথায় গেল?" উপস্থিতবুদ্ধিপ্রভাবে অদ্রিয়াণী উত্তর করিলেন, "ভয় নাই, চিন্তা নাই,—ভাল আছে। অজ্ঞান ছিল, দুজনকে আমি সমান যত্ন করিতে পারিব না, সেই জন্য উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকটে পাঠাইয়াছি, এগ্রিকোলা তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন, তুমি ভাবিও না।"

এগ্রিকোলার নাম শুনিয়া কুব্জার শীর্ণ গাত্র রোমাঞ্চিত হইল। ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল "এগ্রিকোলা কোথায়?" অদ্রিয়াণী কহিলেন, "সেইখানেই গেলেন; তোমার ভগ্নীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে আমি সেইখানেই পাঠাইলাম; এখনি আসিবেন। এখন তোমার আমি গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব; উত্তর করিতে পারিবে?"

বিছানার উপর ভর রাখিয়া কুব্জা উঠিয়া বসিল, কুমারীর মুখপানে চাহিয়া ধীরে ধীরে

কহিল। "আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি। তেমন কুকর্ম্ম আমি কেন করিয়াছিলাম, তাহাই আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন, অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু কেন, তাহা আমি বলিতে পারিব না।

অদ্রি।—সে কথা এখন আমি জিজ্ঞাসা করিব না। সব আমি জানিয়াছি। অপরাধ কর নাই। যদি ভাবিয়া থাক অপরাধ, তাহা আমি ক্ষমা করিয়াছি। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তেমন কুমতি তোমার কেন হইয়াছিল? কেন তুমি আত্মঘাতিনী হইতে অভিলাষ করিয়াছিলে? আত্মহত্যা মহাপাপ, তাহা জানিয়াও কেন সেই ধূমসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলে?

কুঞ্জ।—(দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ঝাঁপ না দিয়া কি করি? চিরদুঃখিনী আমি, সুখের আশ্রয় পাইয়াছিলাম,—শত্রু লাগিল, সে আশ্রয় হারাইলাম! শ্রম করিয়া খাটিয়া খাইব, নিষ্ঠুর সংসারে কর্ম্ম পাইলাম না! ক্ষুধায় প্রাণ যাইত, কত দিনে যাইত, তাহা জানিতাম না, কাজে কাজে শীঘ্র যাহাতে পাপ সংসার হইতে বিদায় হইতে পারি তাহারি আয়োজন করিয়াছিল।

অদ্রি।—(নেত্রজল মার্জ্জন করিয়া) আমায় কি ভুলিয়া গিয়াছিলে? আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমার ক্ষুধানলে জ্বলিতে হইবে না, ইহা কি তোমার মনে ছিল না? কেন আমার কাছে ফিরিয়া গেলে না?

কুঞ্জ।—(নেত্র মার্জ্জন করিয়া) লজ্জা, আমায় বারণ করিয়াছিল। দারুণ লজ্জা—কঠিন লজ্জা!

অদ্রি।—হাঁ, তাহা বুঝিয়াছি। আচ্ছা, ইতিমধ্যে কি আমায় তুমি একখানি পত্র লিখিয়াছিলে?

কুঞ্জ।—(মাথা হেঁট করিয়া) ঘৃণা করিয়া আপনি সে পত্রের উত্তর দেন নাই।

অদ্রি।—(কুঞ্জার চিবুক ধরিয়া) না সখি! অমন কথা মনে করিও না। সত্য বলিতেছি, ঠিক সময়ে সে পত্র আমি পাই নাই। শত্রু পক্ষের হাতে পড়িয়াছিল, সম্প্রতি পাইয়াছি। কোথায় উত্তর লিখিব, ঠিকানা জানিতাম না।

আর একটু দুগ্ধ পান করিয়া ললাটের ঘর্ম্মধারা মুছিয়া কুঞ্জাকন্যা যথাসম্ভব পুষ্টস্বরে কহিল, "পত্রখানি ঠিক সময়ে না পাইবার কারণ কি ছিল? অপর কাহারো দ্বারা সে পত্র আমি পাঠাই নাই, নিজে গিয়াছিলাম। আমার দুঃখিনী ভগ্নীর উপকারের জন্য আপনার কাছে আমি কিছু সাহায্য চাহিতে গিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশে সাক্ষাৎ পাই নাই। আপনি তখন আশ্রমে ছিলেন না। পত্রখানি সুতরাং আমি দরোয়ানের হস্তে রাখিয়া আসিয়াছিলাম"

অদ্রিরাণী কহিলেন, "তাহাও আমি শুনিয়াছি। তোমার দোষ নাই। দরোয়ান সেই পত্রখানি সেই দিনেই ক্লোরাইনের হস্তে দিয়াছিল। ক্লোরা—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটু থামিয়া, রুমালে নয়ন মার্জ্জন পূর্ব্বক কুমারী পুনর্ব্বার কহিলেন, "এক কথা কহিতে আর এক কথা আসিয়া পড়িল। ক্লোরাইন মরিয়া গিয়াছে! কলেরা হইয়াছিল। ক্লোরা—"

বাধা দিয়া কাতরা হইয়া, অশ্রুপাত করিতে করিতে, কুঞ্জ কহিল, "আহা! ক্লোরাইন মরিয়াছে! আহা! বড় ভাল ছিল। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি সুন্দর অন্তঃকরণ! আহা! ক্লোরাইন আমার অনেক উপকার করিয়াছিল।"

চক্ষু হইতে রুমাল নামাইয়া একটু গুম্ভিতস্বরে অদ্রিরাণী কহিলেন, "হাঁ, ছিল ভাল বটে, কিন্তু আমার পক্ষে ভাল ছিল না! আমি

তাহাকে চিনিতে পারি নাই। ক্লোরাইন আমার কাছে কর্ম্ম করিত, আমি তাহাকে কতই বিশ্বাস করিতাম, কতই ভাল বাসিতাম, কিন্তু হতভাগিনী সে বিশ্বাস রাখিতে পারে নাই! প্রতিদিন আমি যাহা যাহা করিতাম, ক্লোরাইন তাহা সবিস্তারে জ্যাঠাইমাকে জানাইত, রডিনের কাছে বলিয়া আসিত। স্থূল কথায় ক্লোরাইন আমার বেতনভোগিনী হইয়া দুষ্ট রডিনের গুপ্তদূতী ছিল! মরণকালে অভাগিনী নিজ মুখে ঐ সকল পাপকথা আমার কাছে স্বীকার করিয়া গিয়াছে! আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি। ফলতঃ ক্লোরাইনের দৌত্য-সাহায্যে আমার শত্রুপক্ষ আমার অনেক অনিষ্ট করিতে পারিয়াছিল।”

সংক্ষেপে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সরলা কুব্জা একটু ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, “উঃ! এমন ছিল! এত চাতুরী জানিত! শঠের শঠতা কেমন এক রকম কোমল আবরণে ঢাকা থাকে!”

কথা বাড়াইবার অনিচ্ছায় অগ্নিয়াণী কহিলেন, “হাঁ, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি। কি বলিতে ছিলাম?—হাঁ, দরোয়ান সেই পত্রখানি ক্লোরাইনের হস্তে দিয়াছিল। ক্লোরাইন অগ্রে তাহা জ্যাঠাইমার কাছে লইয়া যায়, তিনি আবার সেখানি রডিনকে দেন; তাঁহারা উভয়ে তাহা পাঠ করিয়া দিনকতক চাপিয়া রাখিয়া তাহার পর আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমি সেই পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম, তুমি বাঁচিয়া আছ। কোথায় আছ, নির্ণয় করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেছিলাম, কল্য রাত্রে এগ্রিকোলা কোন সূত্রে সমাচার পান, এই বাড়ীতে তুমি রহিয়াছ। সেই সংবাদ পাইয়াই এগ্রিকোলাকে সঙ্গে লইয়া আজ এইখানে আসিয়াছি। আসিয়াই এই কাণ্ড দেখিলাম! একটু বিলম্ব হইলে আর তোমারে দেখিতে পাইতাম না। জগদীশ্বর উপযুক্ত সময়েই আমারে এখানে আজ আনিয়া দিয়াছেন।”

কথা হইতেছে, এমন সময় এগ্রিকোলা ফিরিয়া আসিলেন। চক্ষে চক্ষে কুমারীর সঙ্গে ইঙ্গিত হইল।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে এগ্রিকোলাকে দেখিয়া আহ্লাদ হইত, আজ এগ্রিকোলাকে দেখিয়া দুঃখিনী কুব্জার লজ্জা হইল। কুব্জা অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। এগ্রিকোলা নিকটে গিয়া সস্নেহে করধারণ পূর্ব্বক মধুর বচনে কহিলেন, “কেন ভগ্নি! আমাকে দেখিয়া তুমি কাঁদিতেছ কেন? তুমি নিরুদ্দেশ হইয়াছিলে, কত অন্বেষণ করিয়াছি; ভগবান্ জানেন, এই দয়াময়ী রাজকুমারী তোমার জন্য কত ভাবিয়াছেন, আমাকে কতবার অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন, তাহাও তুমি শুনিয়া থাকিবে। মৃত্যু সংকল্প করিয়াছিলে, ঘরের ভিতর ধোঁয়া তুলিয়াছিলে, আর পাঁচ মিনিট বিলম্ব হইলে তোমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইত! জগদীশ্বর যথাসময়ে আমাদিগকে এখানে আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই তোমার রক্ষা হইল। তোমার ভগ্নী অভাগিনী সিফাইস এখনও অচেতন, তাহাকে আমি হাসপাতালে রাখিয়া আসিয়াছি। ভয় নাই, ডাক্তার বলিয়াছেন, [illegible] হইতে পারিবে।”

[illegible]বার মাথা তুলিয়া কুব্জা তখন নেত্র-মার্জ্জন করিল, অগ্রে মাতা-পিতার কুশল জিজ্ঞাসা করিল, তাহার পর এঞ্জিলা কেমন আছে, সেই কথা সুধাইল। সন্তোষকর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দুইজনে ক্ষণকাল মুখপানে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিল, কাঁদিতে কাঁদিতে নানা কথা।

মনের খেদ মিটিল না, সব কথাগুলি খুলিয়া বলা হইল না, অকস্মাৎ বাধা পড়িল।

একটী খর্ব্বকায় যুবতী ত্বরিতপদে সেই কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুব্জার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল ; বারংবার বলিল, "ভগ্নি,—ভগ্নি! দুঃখিনী ভগ্নি! তুমি মরিতেছিলে? হায় হায়! আমি ইহার কিছুই জানিতাম না! এই ভদ্রলোকটী পথে আমায় দেখিতে পাইয়া এই সংবাদ দিলেন, শুনিয়াই ছুটিয়া আসিতেছি।"

এই যুবতী সেই রোজ পম্পন। মার্টিন থিয়েটারে কুমারী অদ্রিয়াণী ইহাকে রাজকুমার জাল্মার পার্শ্বে দেখিয়াছিলেন। এই যুবতী এখন কুব্জার গলা জড়াইয়া ভগ্নী ভগ্নী বলিয়া রোদন করিতেছে, ইহা দেখিয়া অদ্রিয়াণীর বিস্ময় জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, এগ্রিকোলার সহিত, কুব্জার সহিত এই যুবতীর জানা-শুনা আছে। কি আশ্চর্য্য, কুমার জাল্মা ইহাকে সঙ্গে লইয়া থিয়েটারে গিয়াছিলেন, এগ্রিকোলা এ কথা আমায় অগ্রে বলেন নাই, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য নয়।

কুমারী এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মুখের দিকে রোজ পম্পনের চক্ষু পড়িল। শিহরিয়া উঠিয়া, কুব্জার গলা ছাড়িয়া দিয়া, রোজ পম্পন চঞ্চলপদে অদ্রিয়াণীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল ; গর্ব্বস্বরে ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "কি হে মেয়েমানুষ! তুমি এখানে কি কর? তোমায় এখানে পাইয়া আমার চমৎকার লাগিল! তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

ইসারা করিয়া এগ্রিকোলা তাহাকে একটু তফাতে সরাইয়া লইয়া চুপি চুপি বলিলেন, "করিতেছ কি? রাজার মেয়ে, সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম, আমাদের পরমহিতৈষিণী, উঁহার সঙ্গে কি ঐ ভাবে কথা কহিতে হয়?"

চক্ষু ঘুরাইয়া, হাত নাড়িয়া রোজ পম্পন কহিল, "তাহাতে কি দোষ? হইলই বা রাজার মেয়ে, আমার তাহাতে কি? দুজনেই আমরা মেয়েমানুষ, দুজনেই আমরা সমান, কিসে আমি কম? উহার রূপ আছে, আমার কি রূপ নাই? উহার যৌবন আছে, আমার কি যৌবন নাই? কিসে আমি কম?"

রোজ পম্পন চুপি চুপি কথা কহিল বটে, কিন্তু অদ্রিয়াণী তাহা শুনিতে পাইলেন, অবাক্ হইয়া ক্ষণকাল তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে কি চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া সরলভাবে তিনি কহিলেন, "আমার সঙ্গে তোমার কি কথা? যদি কিছু বলিবার থাকে, এইখানেই বল, কিছুই আমার গোপন নাই।"

নেত্র নাচাইয়া, মুখভঙ্গী করিয়া, একটী অঙ্গুলী ঘুরাইয়া রোজ পম্পন বলিল, "তোমার গোপন নাই, কিন্তু আমার আছে। চল আমার সঙ্গে, নিকটেই আমার ঘর, আমার ঘরে চল। এখানে আমি কোন কথা বলিব না।"

এগ্রিকোলার মুখের দিকে চাহিয়া, কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া অদ্রিয়াণী উত্তর করিলেন, "বেশীক্ষণ আমি কিন্তু থাকিতে পারিব না; শীঘ্র শীঘ্র কথা শেষ করিতে হইবে।"

রোজ পম্পন কহিল, "তাহাই করিব। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিতে পারিবে। চল!"

এগ্রিকোলাকে কুব্জার কাছে রাখিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী সন্দিগ্ধ-কৌতূহলে রোজ পম্পনের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। উপর হইতে নামিয়া প্রাঙ্গণপারে দ্বিতীয় মহলে উঠিলেন। এই মহলে ফিলিমনের ঘর। সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া শুষ্ক শিষ্টাচারে রোজ পম্পন বলিল "গরিবের ঘর, তুমি রাজার মেয়ে, কষ্টে সৃষ্টে এইখানে উপবেশন কর।"

অদ্রিয়াণী দেখিলেন, ঘরের আসবাবপত্র যৎসামান্য। তিনখানি চেয়ার সারি সারি একপার্শ্বে

ছিল, একখানিতে তিনি বসিতে গেলেন, হাসিয়া রোজপম্পন বলিল, "হাঁ—হাঁ, উহাতে বসিও না; ওখানার একটা পায়া ভাঙা!"

অপ্রতিভ হইয়া সরিয়া আসিয়া, অদ্রিরাণী দ্বিতীয় চেয়ারে উপবেশন করিবার উপক্রম করিলেন। রোজপম্পন বলিল, "না—না, ওখানার বেত্রাসন নাই, ওখানেও বসিও না।"

বিরক্ত হইয়া অদ্রিরাণী দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৃতীয় চেয়ারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গৃহবাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এখানাতে বসিতে পারি?"

রোজ বলিল, "হাঁ, পার; কিন্তু ওখানেতে বড় বড় ছারপোকার বাসা।"

মনে মনে হাসিয়া মানিনী কামিনী সরলবদনে কহিলেন, "তবে আর উচ্চাসনে বসিয়া কাজ নাই; আইস, আমরা উভয়ে গৃহতলেই উপবেশন করি। চেয়ারেরা বিরাম করুক্।"

"তাহাই ভাল"—বলিয়া রোজ পম্পন অগ্রে বসিল, কুমারী অদ্রিরাণী তাহার পার্শ্বে গৃহতলে উপবেশন করিলেন। প্রথম সম্ভাষণ—"বল তোমার কি কথা?"

রোজ।—কথা অনেক। তোমার উপর আমার রাগ আছে।—তোমার উপর আমার ঘৃণা আছে। তোমার উপরি আমার ঈর্ষ্যা আছে।

অদ্রি।—কেন? আমি তোমার কি করিয়াছি?

রোজ।—কেন? মার্টিন থিয়েটারের কথা তোমার মনে পড়ে না?

অদ্রি।—পড়ে। তাহাতে কি?

রোজ।—কুমার জানেন—আমার মনোরঞ্জন রাজকুমার তোমাকে ভালবাসেন। তোমার জন্যেই আমার এত লাঞ্ছনা।

অদ্রি।—(শিহরিয়া) আমার জন্য তোমার লাঞ্ছনা কেন?

রোজ।—আমি আমার মনোরঞ্জন রাজকুমারের প্রাণতোষিণী হইয়াছিলাম। তোমারে থিয়েটারে দেখিয়া ফুলের তোড়া ঘুরাইয়া কত রকম হাবভাব দেখাইয়াছিলাম, তাহা তুমি দেখিয়াছিলে?

অদ্রি।—দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে আমার উপর তোমার রাগ হইয়াছিল কেন? আমি ত কিছু করি নাই।

রোজ।—তোমার ফুলের তোড়া বাঘের গর্ত্তে পড়িয়া গেল, মনোরঞ্জন রাজকুমার বাঘের গর্ত্তে লাফাইয়া পড়িলেন, বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন, ফুলের তোড়া তুলিয়া আনিলেন।

অদ্রি।—তাহা সত্য।

রোজ।—কেবল সত্য নয়, শোন না কথা।—রাত্রে সেই তোড়া লইয়া কত যে কি কাণ্ড, তাহা আর কি বলিব! কেবল তোমার কথা, কেবল তোমার নাম, কেবল তোমার গুণকীর্ত্তন, কেবল তোমার ফুলের তোড়ার মুখচুম্বন!

অদ্রি।—(অন্তরে হৃষ্ট হইয়া) অঁ্যা? এত কাণ্ড? তাই তুমি আমার ঈর্ষা কর?

রোজ।—এখন আর করি না। আমি এখন সেই মনোরঞ্জনকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তাহারা যখন আমাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, রাজরাণী হইব, গাড়ীঘোড়া চড়িব, কত গহনা পরিব, পরম সুখে রহিব, এই রকম কত কথাই বলিয়াছিল। সত্যই তাহা হইতাম, বেশী দিন থাকিলে রাজপুত্র আমাকে বিবাহ করিতেও পারিতেন, তোমার নাগরকে আমি কাড়িয়া লইতে পারিতাম, কিন্তু যখন দেখিলাম, তোমারি উপরেই বোল আনা টান, তখন আর মনের আবেগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলাম না।

অদ্রি।—তোমারে তবে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল?

রোজ।—হাঁ, লোভ দেখাইয়া।

অদ্রি।—কে?

রোজ।—লিলি মৌলীন।

অদ্রি।—লিলি মৌলীন কে?

রোজ।—পাদ্রীবাবাদের ধর্ম্ম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক।

অদ্রি।—(সূত্র পাইয়া) বটে!—পাদ্রী বাবাদের সঙ্গে তোমার কি সংস্রব?

রোজ।—কিছুই না।

অদ্রি।—তবে কেন তাহাদের লোক আসিয়া তোমাকে লোভ দেখাইয়াছিল? কেন তুমি তাহার সঙ্গে গিয়াছিলে?

রোজ—অবিশ্বাস করি নাই।

অদ্রি।—রাজপুত্র কি বলিলেন

রোজ।—ভালবাসিলেন।

অদ্রি।—তবে কেন ছাড়িলে?

রোজ।—আমার চেয়ে তোমার উপর বেশী অনুরাগের পরিচয় পাইয়া।

অদ্রি।—তবে ঈর্ষাবশে তুমিই চলিয়া আসিয়াছ, তিনি ছাড়েন নাই?

রোজ।—তুমিই আমার সুখের পথে কাঁটা দিয়াছ।

অদ্রি।—পলাইয়া আসিয়াছ?

রোজ।—পলাইব কেন? চলিয়া আসিয়াছি।

অদ্রি।—আসিবার সময় বলিয়া আসিয়াছিলে?

রোজ।—বলিয়াছিলাম। তিনি তখন তোমার ফুলের তোড়া ভাবিয়া পাগল, বেজায় অন্যমনস্ক, কিছুই উত্তর দেন নাই।

অদ্রি।—(কৌতুকে) আচ্ছা, আমি যদি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী না হই, তাহা হইলে তুমি এখন তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে পার?

রোজ।—না, আর আমি যাইব না। যখন চটিয়া আসিয়াছি, তখন আর সেখানে সুখ পাইব না। তুমি যাও, তাঁহারে লইয়া সুখে থাকিও। এখন আর আমার রাগ নাই, দুঃখ নাই, ঈর্ষা নাই, কিছুই নাই। মনের কথাগুলি তোমারে বলিয়া এখন আমি খোলসা হইলাম।

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কথা হইতেছিল, অকস্মাৎ দরজার বাহিরে "কুক্‌-কু—কুক্‌-কু" রবে তিনবার মোরগ ডাকিল। চমকিতা হইয়া অদ্রিয়াণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া, সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, রোজ পম্পন কহিল, "ঐ আমার নাগর আসিয়াছে! আর আমার ভাবনা নাই। তুমি স্বচ্ছন্দে মনোহরকে লইয়া থিয়েটার দেখিও।"

রোজ পম্পন দ্বার খুলিয়া দিল, হাসিতে হাসিতে নাগর ফিলিমন প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একটা পুরাতন ব্যাগ,—দুইটা পাতি হাঁস সেই ব্যাগের ভিতর হইতে গলা বাহির করিয়া উঁকি মারিতেছে। দেখিয়া মৃদু হাসিয়া কুমারী অদ্রিয়াণী পাশ কাটাইয়া বাহিরে আসিলেন। পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া বিলাসিনী রোজ পম্পন আপন নাগরকে লইয়া প্রেমালাপ করিতে লাগিল। ফিলিমন অনেক দিনের পর ফিরিয়া আসিয়াছে, রোজ পম্পনকে বিবাহ করিবার আহ্লাদ, বিবাহ কবে হইবে, প্রথম সূত্র হইতেই সেই কথা আরম্ভ হইল।

যে মহলে এরিকোলা এবং কুব্‌জা, কুমারী অদ্রিয়াণী সেই মহলে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহারা আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করিলেন

না, রোজ পম্পনের পাপপ্রবৃত্তির কথা তুলিয়া অভিরাণী আপন মনে প্রবোধ মানিলেন। সংসারের পাপপুণ্য কি প্রকারে প্রকাশিত হয়, এগ্রিকোলাকে তাহা বুঝাইয়া কুব্‌জার দিকে প্রসন্ননয়নে চাহিলেন। কুব্‌জাও আত্মহত্যার চেষ্টার পূর্ব্বক্ষণের কথাগুলি স্মরণ করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

কুমারীর গৃহশকট বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহারা তিনজনে সেই শকটে আরোহণ করিয়া আশ্রমে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মেয়ে-ছুটী।

উপর্য্যুপরি মার্শেল সাইমনের নামে বেনামী চিঠি আসিতেছিল, মেয়ে ছুটীর নামেও বেনামী চিঠির বিরাম ছিল না। মার্শেল একজন নূতন চাকর রাখিয়াছিলেন, বোধ হয়, সে লোকটা পাদ্রীবাবাদের পেটা ও,লোকে তাহাকে পাগ্‌লা পাগ্‌লা বলিয়া ডাকিত। লোকটাও পাগলের ন্যায় খেলা খেলিত। তাহার হাত দিয়াই বেশী বেশী বেনামী চিঠি বিলি হইত। মার্শেলের নামের চিঠিতে নানাপ্রকার কুৎসা, গ্লানি, ভর্ৎসনা লেখা থাকিত; মেয়েরা তাঁহাকে ভালবাসে না, ভক্তি করে না, ছুটেরা ইহাও লিখিত। মেয়েদের নামের চিঠিতে এইরূপ লেখা থাকিত যে, "তোমরা তোমাদের পিতার কাছে বেশীক্ষণ থাকিও না, বেশী ভালবাসা জানাইও না, বেশী কথা কহিও না, মার্শেল তোমাদের ভালবাসেন না" ইত্যাদি।

এ সকল কথার ফলও ফলিয়াছিল। দুইবার মার্শেল আত্মবিনাশের সংকল্প করিয়াছিলেন, দাগোবার্টের সতর্কতায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দাগোবার্টের পরামর্শে এক রাত্রে তিনি মেয়ে-ছুটীর সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া প্রবোধিত হন। যোগী-বিলাসীর অকপট প্রাণভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার পূর্ব্বভ্রম দূর হইয়া যায়। পিতার ঔদাস্য অনুভব করিয়া কন্যারাও সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকিত, সেইদিন অবধি পিতৃস্নেহ প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল হইল।

দ্বিতীয় নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ারাজ্যে বিপদাপন্ন,নানাপত্রে মার্শেল তাহা অবগত হইয়া অস্থির হইয়াছিলেন। কন্যা-ছুটীর অবসন্নতা দর্শন করিয়া প্রভুপুত্রের রক্ষার জন্য যাইতে পারেন নাই, সুসময় দেখিয়া তিনি অষ্ট্রিয়ায় গমন করিয়াছেন;—পাদ্রীবাবারাও সতর্ক হইয়া তথাকার মোক্তারের নামে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। ওদিকে এই পর্য্যন্ত হইয়া আছে।

এদিকে রুডিন আরাম হইয়াছেন। একদিন তিনি বউরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, "এইবার আমি মার্শেলের মেয়ে-ছুটাকে তফাত করিব, একবার তাহাদের সঙ্গে দেখা করিব।"

বউরাণী কহিলেন, "পারিলে ভাল বটে, কিন্তু হইয়া উঠা কঠিন। ধর্ম্মদ্বেষী দাগোবার্ট আমাদের পরম শত্রু; দাগোবার্ট সর্ব্বক্ষণ সেই মেয়ে-ছুটাকে চৌকী দেয়; কি প্রকারে সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা হইবে?"

রুডিন।—সুবিধা আমি করিয়া লইব। দাগোবার্টের সাক্ষাতেই দেখা করিব, তাহার

সম্মুখেই মেয়েদের সঙ্গে কথা কহিব ; কিছুই বাধা হইবে না। তাহাদের আমি তত উপকার করিয়াছি, মেয়েদুটাকে খালাস করিয়া দিয়াছি, দাগোবাটের রক্ত-পদক ফিরাইয়া দিয়াছি, সে সব উপকার কি তাহাদের স্মরণ নাই? স্বচ্ছন্দে আমি কার্য্য হাঁসিল করিব।

বউরাণী।—তবে আমিও যাইব। আমার একটা মৎলব আছে। মৎলবটা পাকিয়াছে সেই ফিকিরে ইঁদুরের বাচ্ছাদুটাকে আমি গর্ত্ত হইতে টানিয়া বাহির করিব। পাগলাকে একটা মৎলব শিখাইয়া দিয়াছি, ধাত্রী আগষ্টাইনকে হাত করিয়াছি, এ ফিকিরে নিশ্চয়ই জয় হইবে।

রঙিন।—(বুক ফুলাইয়া) আপনার বুদ্ধির তেজ আমার অজানা নাই, আপনি অবশ্যই জয়ী হইতে পারিবেন ; কিন্তু কাজের খাতিরে আমার একটী কথা আছে। দুইজনে এক গাড়ীতে যাইব, গাড়ীখানা তফাতে থাকিবে, আমি নামিয়া অগ্রে মার্শেলের বাড়ীতে প্রবেশ করিব, আপনি গাড়ীতে থাকিবেন। আমি যদি অকৃতকার্য্য হইয়া চলিয়া আসি, আপনাকে একটা পরামর্শ বলিয়া দিব, আপনি সেই অছিলায় মেয়ে-দুটার সঙ্গে দেখা করিবেন।

পরামর্শ স্থির হইল। গাড়ী প্রস্তুত হইয়া দরজায় দাঁড়াইল। বউ-রাণীর সহিত রঙিন সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া শিকার অন্বেষণে যাত্রা করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থলে পৌছিয়া পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে রঙিন অগ্রে নামিয়া মার্শেলের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। পাগলার সঙ্গে প্রবেশদ্বারে সাক্ষাৎ হইল। পাগলা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া মেয়েদের ঘরে লইয়া চলিল।

এখানে নিশাপ্রভাতে মার্শেল-কুমারীরা কি করিতেছেন, একটু অন্তর হইতে তাহা দেখা যাউক্।—সুবোধ সারমেয়কুমার কৌতুকটী লাঙ্গুল-সঞ্চালন পূর্ব্বক কুমারীদের পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, বক্ষে হস্ত বদ্ধ করিয়া বীরবর দাগোবার্ট সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। কুমারীরা হাতধরাধরি করিয়া সকৌতুকে কৌতুকের সহিত কথা কহিতেছেন। অন্তরে উদ্বেগ থাকিলেও আনন্দ অনুভব করিয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "আজ তোমাদের উঠিতে অনেক বেলা হইয়াছে।"

সমস্বরে কুমারীরা বলিলেন, "ধাত্রী আজ উষাকালে জাগাইয়া দেন নাই, সেই জন্যই বেলা।"

দাগো।—(গম্ভীরবদনে) ধাত্রী কি চিরদিন জাগাইয়া দিবে? যখন ধাত্রী ছিল না, পথে, বনে, অশ্বপৃষ্ঠে, সরাইখানায়, তখন কে তোমাদের জাগাইয়া দিত? তখন ত আপনারাই বেশ ভোরে ভোরে উঠিতে।

রোজী।—তখনকার অভ্যাস এ রকম ছিল না ; পাখী ডাকিলেই উঠিতাম।

বিলাসী।—(হাস্য করিয়া) তখন তুমিই আমাদের ধাত্রী ছিলে। তুমি ঘুমাইতে না, উষার অগ্রে তোমার সাড়া পাইয়াই আমরা জাগিয়া উঠিতাম।

দাগো।—তোমাদের মুখে হাসি দেখিলেই আমি সকল কষ্ট, সকল কথা ভুলিয়া যাই। এ অভ্যাস কিন্তু ভাল নয় ; ভোরে ভোরেই উঠিও ; কেহ ডাকিবে, সেই অপেক্ষায় শুইয়া থাকিও না। হাঁ, আমি আসিবার অগ্রে তোমরা তত হাসিতেছিলে কেন?

রোজী।—(ভগ্নীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া) সেই পাগলাটার কথা বলাবলি করিতেছিলাম, তাহাতেই হাসি আসিয়াছিল। পাগলার সকল কথাতেই হাসি পায়।

বিলাসী।—সত্য দাগোবার্ট! পাগলা

বড় মজার মজার কথা কয়। কথাতেও হাসি পায়, কাজগুলো দেখিয়াও হাসি পায়।

দাগো।—(গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া) তাহার কথা লইয়া তোমরা আমোদ করিও না, লোকটাকে বেশী আস্কারা দিও না। (চুপি চুপি) আর দেখ, তাহার কাছে তোমরা ঘরের কথা একটাও বলিও না। ভাবগতিক দেখিয়া আমার বোধ হয়, লোকটা সত্য সত্য পাগল নয়;—কোন দুষ্টলোকের কুপরামর্শে পাগল সাজিয়া রহিয়াছে। তোমরা জান না, আমাদের শত্রু অনেক; বোধ করি, ঐ পাগ্‌লাটা কোন শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। সাবধান থাকিও, সাবধানে কথা কহিও।

রোজী।—সাজা পাগল কি অমন হয়? সাজা পাগলের এক একটা কাজ—এক একটা কথা পাকা পাকা হইয়া পড়ে; তাহাতেই ধরা যায়। এ পাগলের সকল কথাতেই পাগ্‌লামী। সকল কাজেই পাগলামী।

বিলাসী।—তাই ত বটে! পাগলটা আমাদের এই কৌতুকের মুখে চিঠি ধরে। এক দিন সেই রকমের একখানা চিঠি কৌতুকের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়াছিল, কৌতুক সেইখানা মুখে করিয়া পিতার পায়ের কাছে রাখিয়াছিল। সেই চিঠি পাঠ করিয়া পিতা অত্যন্ত রাগত হইয়াছিলেন। বিশ্রী চিঠি!

দাগো।—তাহাতেই মনে হয়, লোকটা আমাদের শত্রুপক্ষের গুপ্তচর, ছলের পাগল।

বিলাসী।—(দ্বারের দিকে চাহিয়া চুপি চুপি) তোমরা চুপ্‌ কর—চুপ্‌ কর! ঐ সেই পাগ্‌লা আসিতেছে!

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে এক দ্বার দিয়া পাগ্‌লা চাকর প্রবেশ করিল; গৃহের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াই বলিল, "আহা! আমাদের দাইমা আগষ্টাইন বিবিকে হাদ্‌পা—"

ক্রুদ্ধ নিকটে গিয়া দাগোবার্ট তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন; পাগ্‌লার মুখে সকল কথা বাহির হইল না। দাগোবার্ট তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তোকে এখন এখানে আসিতে কে বলিল? এইমাত্র আমি তোকে ও রকম পাগ্‌লামী করিতে নিষেধ করিয়া আসিলাম, ফের তুই এখানে পাগ্‌লামী করিতে আসিয়াছিস্? এক কিলে বজ্জাতি বাহির করিব; দূর হ!—দূর হ!"

গলাধাক্কা দিয়া দাগোবার্ট তৎক্ষণাৎ পাগলটাকে ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে পাগল এই গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেলঃ—

"কল্‌-কলেরা যমের লাটি!
যমের ডরে খুঁড়িয়ে হাঁটি!!
কল্‌-কলেরা—কল্‌-কলেরা—কল্‌-কলেরা হো!!!"

পাগল চলিয়া গেল। সন্দেহে বাষ্পাকুল-লোচনে রোজীবিলাসী গদ্‌গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "কি ও দাগোবার্ট! পাগলটা ও কি কথা বলিয়া গেল? ধাত্রী আগষ্টাইন হাঁসপা—ওঃ! কি ভয়ানক কথা! দাগোবার্ট! দাগোবার্ট! আমাদের ধাত্রী কোথা? তাঁহার কি হইয়াছে? কেন তিনি ভোরবেলা আমাদের জাগাইতে আইসেন নাই? পাগ্‌লা ওটা কি কথা বলিল? আমাদের গা কাঁপিতেছে! দাগোবার্ট! ধাত্রী কি গৃহে নাই? তাঁহার কি অসুখ হইয়াছে? তিনি কোথায় গিয়াছেন? কেন তুমি পাগলকে তাড়াইলে? ফিরাও উহাকে! উহার মুখে আমরা সকল কথা শুনিব!"

চঞ্চল হইয়া দাগোবার্ট কহিলেন, "পাগলের কথা কেন শোনো! কেন এত অস্থির হও! তিনি ভাল আছেন। রাত্রে কোথায় গিয়াছেন, এখনি আসিবেন। অন্বেষণে আমি লোক পাঠাইয়াছি। তোমরা উতলা হইও না;

পাগলের কথায় বিশ্বাস করিও না। পাগ-লেয় ঐ রকম মিথ্যাকথায় সকল সময়েই সরল প্রাণে আঘাত করে। পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না। পাগলের ধর্ম্মই ঐ!"

বীরবর দাগোবার্ট এইরূপে কুমারী-দুটীকে বুঝাইতেছেন, ইত্যবসরে অন্য দরজা দিয়া রডিন ধীরে ধীরে গৃহের এক ধারে প্রবেশ করিলেন। একবগলে সেই পুরাতন ছাতাটা আর এক বগলে সেই জীর্ণপ্রায় পাত্রীয়ানা টোপ। ঠিক যেন একটা ভিজে বেরাল।

রডিনকে দেখিয়াই দাগোবার্ট ক্রোধে জলিয়া কর্কশস্বরে কহিলেন, "তুমি কেন এখানে?—কে তোমাকে আসিতে বলিল?—যাও! এখনি বাহির হও! এখানে তোমার কোন অধিকার নাই!"

দুই হাতে তিনবার সেলাম ঠুকিয়া, আমতা আমতা করিয়া রডিন বলিলেন, "আমি—আমি—আমি একটা সমাচার—"

"এখনি দূর হও! কোন কথা নাই! সমা-চার—সমাচার,—কিসের সমাচার? তোমার মত লোকের সমাচার আমি শুনিতে চাই না!—দূর হও!"

গর্জ্জনস্বরে এই কথা বলিয়া দাগোবার্ট তাঁহার হস্তধারণে উদ্যত হইতেছিলেন, দুই পা পাছু হটিয়া রডিন কুণ্ঠিতকণ্ঠে কহিলেন, "আমি তোমার অত উপকার করিয়াছি, হারা-পদক উদ্ধার করিয়া দিয়াছি, তুমি আমাকে চিনিতে পার না?"

দাগো।—(সরোষে) চিনিব আবার কি? তোমাদের দলকে আমি বেশ চিনয়াছি! উপকার করিয়াছে, সেই কথা বলিতে আসি-য়াছে? তাজ্জব উপকার বটে! তোমার লোকে সরাইখানা হইতে আমার পদক চুরি করিয়াছিল, তুমি সেইটী বাহির করিয়া দিয়া সাউখুড়ি করিয়াছ! সব আমি শুনিয়াছি, সব আমি বুঝিয়াছি! দূর হও!

রডিন।—(বিনম্রস্বরে) তুমি আমাকে মিথ্যা দোষ দিতেছ। আমি কিছুই জানি না। ঐ মেয়ে দুটীর মঙ্গল আমি চাই। মঠবাড়ী হইতে ঐ দুটীকে আমি খালাস করিয়াছি। মার্শেল এখন দেশে নাই, তাঁহার সমাচার পাইয়াছি, সেই সমাচার দিতে আসিয়াছি।

দাগো।—(বিরক্ত হইয়া) সে সমাচার তোমার কাছে কি?—আমি অগ্রেই সংবাদ পাইয়াছি। তোমার সরফরাজী দরকার করে না। দূর হও!

রোজা।—(অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া সকাতরে) কেন দাগোবার্ট! ও লোকটীর উপর তুমি অত রাগ করিতেছ কেন? পিতার নিকট হইতে সংবাদ আনিয়াছে বলিতেছে, শুনিতে দোষ কি? বল ত লোকটী! আমাদের পিতার কি সংবাদ?

রডিন।—(সেলাম করিয়া) কল্য সমা-চার আসিয়াছে, মার্শেল সাইমন নিরাপদে অষ্ট্রিয়ায় পৌঁছিয়াছেন। ভাল আছেন।

দাগো।—(সক্রোধে) এই সংবাদ? আর কিছুই না?—দূর হও, দূর হও, এখনি দূর হও! এখনো দাঁড়াইয়া আছ? ভারী বদমাস। ফের যদি দেরী কর, ধাক্কা দিয়া বাহির করিব!

প্রভু যাহার উপর অসন্তুষ্ট, প্রভু যাহাকে ক্রোধে ক্রোধে চীৎকার করিয়া ধমক দেন, প্রভুভক্ত কুক্কুরেরা তাহাকে তাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হয়। রডিনের উপর দাগোবার্টের কোপ দেখিয়া প্রভুভক্ত সাইবিরী কৌতুক ঘেউ ঘেউ রবে রডিনের সম্মুখে লাফাইতে আরম্ভ করিল, রডিন আর কোন অছি-লায় গৃহমধ্যে বিলম্ব করিতে পারিলেন না।

[illegible]লবে নিষ্প্রাণ, অগত্যা গুটী গুটী প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে মেয়েদুটীর দিকে বক্রভাবে চাহিতে চাহিতে গেলেন।

"ঐ সকল লোক অতি ভয়ঙ্কর! উহারা নানাপ্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিয়া শিষ্টলোকের সর্ব্বনাশ করে! উহারা মায়া দেখাইয়া দিনকে রাত করিতে পারে! উহাদিগকে কদাচ প্রশ্রয় দিও না! উহাদের ত্রিসীমায় যাইও না! কদাচ কৃষ্ণগাউনের ছায়া মাড়াইও না! আমাদের যত কিছু বিপদ ঘটিতেছে, সকল ঘটনার মূলেই উহারা আছে। উহাদিগকে দেখিলেই পলাইয়া যাইও। খুব সাবধান হইয়া থাকিও। পাপিষ্ঠগণকে কালসর্পের ন্যায় ভয় করিও!"

দাগোবার্ট নিকটে বসিয়া কুমারী-দুটীকে ঐরূপ উপদেশ দিয়া সতর্ক করিতেছেন, এমন সময় শুভ্রগাউন-পরিহিতা শুভ্রজালে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা একটী স্থূলাঙ্গী বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা সেই গৃহদ্বারে দর্শন দিলেন। কোন বড়ঘরের ঘরণী আসিলেন মনে করিয়া দাগোবার্ট তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। রোজা-বিলাসী গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারপার্শ্ববর্ত্তিনী সমাগতা রমণীকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সমাগত রমণী সস্নেহে মেয়েদুটীকে চুম্বন করিয়া ইচ্ছামত কথোপকথন আরম্ভ করিয়া দিলেন। পরিচয় হইল, কলেরা-হাসপাতালের রোগীদিগের সাহায্যের জন্য চাঁদা আদায় করিতে তিনি বাহির হইয়াছেন।

পাঠক মহাশয় বুঝিয়া রাখিবেন, এই শুভ্রবসনা স্থূলাঙ্গী বর্ষীয়সী আমাদের বিজিয়ার-সর্ব্বগুণবতী প্রাসাদের ভাগ্যলক্ষ্মীরূপিনী নব তপস্বিনী বউরাণী।

বউরাণীর ওষ্ঠাধরে মিষ্ট মিষ্ট হাস্য, বদনাম্বুজে মিষ্ট মিষ্ট বাক্য। কথোপকথনের মধ্য অবসরে তিনি কহিলেন, "কলেরা ক্রমশই প্রবল। রাস্তার ধারের একটী প্রশস্ত ধর্ম্মশালায় নূতন হাসপাতাল হইয়াছে। শত শত অভাগা রোগী সেই হাসপাতালে আশ্রয় পাইয়াছে। এই বাড়ীর একটী স্ত্রীলোক গত রাত্রে সেই হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। সেখানে আমরা চিকিৎসার বন্দোবস্ত খুব ভালই করিয়াছি। সেবা-যত্নের কিছুই ত্রুটি হয় না। শতকরা বিশজন আরাম হইয়া আসিতেছে।"

এই বাড়ীর একটী স্ত্রীলোক গত রাত্রে সেই হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। কুমারীরা ইহা শুনিবামাত্র কাঁদিয়া উঠিয়া ব্যগ্রভাবে কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "কোথায় সে হাসপাতাল?—কোন্ দিকে? এখান হইতে কত দূর? সে রাস্তার নাম কি? এই বাড়ী হইতে যাঁহাকে তথায় লইয়া গিয়াছে, তিনি আমাদের ধাত্রী, তাঁহার নাম আগষ্টাইন। আমরা তাঁহাকে দেখিব, আমরা সেইখানে যাইব। কে লইয়া যাইবে? কাহাকে সঙ্গে লইব? আহা! ধাত্রী আমাদের কতই ভাল বাসেন! তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়াছে, এ কথা কেহ আমাদের বলে নাই কি করি। কেমন করিয়া সেখানে যাই!"

অন্তরে আনন্দ লুকাইয়া বউরাণী কহিলেন, "তোমরা কাঁদিও না, যদি সেখানে যাইতে চাও, আমিই লইয়া যাইব। আমা[র] গাড়ী আছে, স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিবে।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত রোজা-বিলা[সী] চুপি চুপি কহিলেন, "কখন্ আপনি লই[য়া] যাইবেন? কখন্ আমরা তাঁহারে দেখি[তে] পাইব? এখন হইবে না, আমরা স্বাধীনা ন[হি]। এইমাত্র যিনি এখানে ছিলেন, তিনি আ[মা]দের অভিভাবক; আমাদের উপর তাঁ[হার]

অত্যন্ত স্নেহ, অত্যন্ত যত্ন; চক্ষের অন্তর করিতে চাহেন না। আপনি আসিলেন, স্ত্রীলোক আপনি, সেইজন্য বাহির হইয়া গেলেন। আমরা হাসপাতালে যাইব, এ কথা শুনিলে তিনি কদাচ যাইতে দিবেন না।"

অন্তরে অন্তরে হাসিয়া, মতলব সিদ্ধ হইল ভাবিয়া, সস্নেহবচনে বউরাণী কহিলেন, "তবে কখন তোমরা যাইতে পার? তোমাদের অভিভাবক জানিতে না পারেন, এমন সুবিধা কখন্ হয়? ঠিক করিয়া বল, আমি আবার আসিব, চুপি চুপি আসিয়া তোমাদের দুটীকে চুপি চুপি লইয়া যাইব; কেহই কিছু জানিবে না।"

নেত্র মার্জ্জন করিয়া করপুটে করুণকণ্ঠে কুমারীরা কহিলেন, "আপনার চরণে শত শত নমস্কার, আপনার সততার শত শত ধন্যবাদ! আপনার কাছে আমরা চিরঋণী থাকিব। দয়া করিয়া যদি আবার আসেন, বেলা দুই প্রহরের সময় আসিবেন; সে সময় আমাদের অভিভাবকটী অন্য গৃহে বিশ্রাম করেন; সেই সময় আমরা স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিব।"

আরও দুই চারিটী কথার পর বউরাণী মেয়েদুটীকে চুম্বন করিয়া বিদায় হইলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আবার আসিলেন। বিবি গ্রীবস্নিস ইতিপূর্ব্বে ঐ কুমারীদুটীকে যে প্রকার কৌশলে চুরি করিয়া সন্ন্যাসিনীর মঠে লইয়া গিয়াছিল, বউরাণীও সেইরূপে তাহাদিগকে লইয়া চুপি চুপি গাড়ীতে তুলিলেন। গাড়ীর ঘোড়ারা তৎক্ষণাৎ বড় রাস্তার দিকে ছুটিল; অবিলম্বে হাসপাতালের দ্বারে গাড়ী গিয়া পৌঁছিল।

কুমারীদ্বয়কে নামাইবার অগ্রে বউরাণী কহিলেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে যাইব না, তোমরা যাও। এই হাসপাতালে তোমাদের মাতা আগষ্টাইন আনীত হইয়াছেন, কোন ঘরে আছেন, জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে। তোমাদের বন্ধু গেব্রিল ঐখানে আছেন; তিনি তোমাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিবেন। গাড়ীতে আমি রহিলাম, তোমরা ফিরিয়া আসিলে গৃহে লইয়া যাইব।"

এই সকল কথা বলিয়া শুভমতি তপস্বিনী বউরাণী মেয়েদুটীর হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া দিলেন। তাহারা উভয়ে হাত-ধরাধরি করিয়া হাসপাতালের দ্বারে গিয়া উঠিলেন। আর কি!—শিকার জালে পড়িয়াছে! বউরাণী আর সেখানে তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া কোচ্‌মানকে ইঙ্গিত করিলেন, ঘোড়াদের মুখ ফিরাইয়া কোচম্যান তৎক্ষণাৎ চাবুক বসাইল, টপাটপ্ শব্দে অশ্বেরা প্রাসাদাভিমুখে ছুটিতে লাগিল;—যেন উড়িয়া চলিল।

হাসপাতালের বারাণ্ডায় রোজী বিনাসী। কোন্‌দিকে যাইতে হইবে, ইহাকে উহাকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পূর্ব্বদিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া একটি লোক বলিয়া দিল, "ঐধারে নারীমহল, ঐ মহলে যিনি তত্ত্বাবধান করেন, তিনি একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। সম্মুখের ঘরে তিনি বসেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া দেখাইয়া দিবেন।"

কুমারীরা পূর্ব্বদিকে চলিলেন। সেই বারাণ্ডার অগ্রধারে তিনটী লোক দাঁড়াইয়া হাতমুখ নাড়িয়া গল্প করিতেছিল। একজন বলিল, "আহা, আহা! দেখ, দেখ, কেমন সুন্দর দুটী বালিকা হাতধরাধরি করিয়া চলিতেছে! আহা! এক বোঁটায় যেন দুটী গোলাপফুল! উহারা কেন এই ভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়াছে?"

আর একজন বলিল, "হয় ত উহাদের কোন আপনার লোক হাসপাতালে আছে,

তাহাকেই দেখিতে আসিয়া থাকিবে। আহা! কি চমৎকার রূপ! আচ্ছা ভাই, এখানকার রোগটা কিছু কমিয়াছে কি?"

দ্বিতীয়।—কমিবার কথা কি বল? দিন দিন বরং আরও বাড়িতেছে! জায়গা হয় না! শুক্রষা পাঁচজনও আরাম হয় না! আর একটা বড় ভয়ের কথা শুনিতেছি। তিন দিন হইল, একটা লোককে এখানে আনিয়াছে. প্রথমে বলিয়াছিল, কলেরা; এখন প্রকাশ পাইতেছে, জলাতঙ্ক! লোকটার নাম মোরক। এই লোকটা পারিসের মার্টিন থিয়েটারে সিংহ-ব্যাঘ্রের সহিত খেলা করিত। কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাকে কুকুরে কামড়ায়; মুখখানা একটু নীলবর্ণ হয়; কলেরা হইয়াছে ভাবিয়া বাজেলোকেরা তাহাকে হাসপাতালে পাঠায়। লোকটা এখানে আসিয়া ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; কল্য একজনকে কামড়াইয়াছিল, সে লোকটাও মরিয়া গিয়াছে! গেব্রিলকেও দংশন করিয়াছিল, দগ্ধ লৌহ প্রয়োগ করিয়া তিনি আরাম হইয়াছেন। মোরক বিষম উৎপাত করিতেছিল, তাহাকে এখন একটা ঘরে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। গবাক্ষের সাসীতে ভীষণ ভীষণ কুকুরের চেহারা দেখিয়া মোরকটা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে! ডাক্তারেরা বলিতেছেন, দুই একদিনের মধ্যে মরিয়া যাইবে।"

কুমারীরা আপনাদের চিন্তাতেই কাতরা, তাঁহারা ও সকল কথা কিছুই শুনিলেন না। কেবল গেব্রিলের নামটী তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। চঞ্চলা হইয়া তাঁহারা সম্মুখের ঘরে প্রবেশ করিলেন। সত্য সত্যই সেই ঘরে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া ছিলেন, মার্সেল-কুমারী তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "বিবি [illegible] কোন ঘরে?—তিনি ধাত্রী মার্সেল সাইমনের বাটী হইতে গত রাত্রে এখানে আনীত হইয়াছেন। তাঁহাকে আমরা কোন ঘরে দেখিতে পাইব?"

হর্ম্ম্যস্বামিনী কহিলেন, "ঐ নামে কোন স্ত্রীলোক এখানে আসিয়াছে, ইহা আমি জানি না, অন্বেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি, যদি আসিয়া থাকে, খুঁজিয়া বাহির করিব, দেখিতে পাইবে।"

মেয়েদুটীকে দেখিয়া দয়া হইয়াছিল, বিবি তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিলেন, মেয়েদুটীকে সঙ্গে লইয়া, যে মহলে মেয়ে-রোগী, সেই মহলে প্রবেশ করিলেন। সারি সারি খাটিয়া, প্রত্যেক খাটিয়ায় এক একজন রোগী মৃত্যুযাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে; সকলেরই মুখ নীলবর্ণ। ঘন ঘন বিছানা, গৃহে আটদশটী শ্রেণী; একটী মানুষ চলিয়া যাইতে পারে, খাটিয়াগুলির মাঝে মাঝে সেইরূপ একটু একটু পথ আছে। হাসপাতালের বিবি সেই সকল সঙ্কীর্ণপথ দিয়া রোজীবিলামীকে লইয়া সকল ঘরের সকল শ্রেণী দর্শন করিলেন, সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা রোগীগণের সেবা করিতে নিযুক্ত তাঁহাদিগকেও আগষ্টাইনের কথা বলিলেন কেহই কিছু নিশ্চিত বলিতে পারিলেন না। আবার অন্বেষণ করা হইল, তাহাও বিফল; আগষ্টাইনকে পাওয়া গেল না।

কুমারীদের উদ্বেগ বৃদ্ধি হইল। বিবির সাহায্য না লইয়া দুই ভগ্নীতে দুই ঘরে প্রবেশ করিলেন; প্রত্যেক শয্যায় প্রত্যেক রোগীর মুখের কাছে হেঁট হইয়া দেখিতে দেখিতে চলিলেন। রোজী ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; আর চলিতে পারেন না; খাটিয়ার ধারণ পূর্ব্বক বিছানা ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন; সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; সুন্দর মুখখানি বিবর্ণ হইয়া আসি-

বসিয়া পড়িলেন। অন্য ঘরে বিলাসীরও সেই দশা। সেবকেরা দেখিল, বিভ্রাট! ডাক্তারেরা দেখিলেন, রোগ! দুটি ভগ্নীকে তৎক্ষণাৎ একত্র করা হইল। যে ঘরে রোগী নাই, এমন একটী ঘরে শয্যা পাতিয়া চারিধারে কাপড়ের কানাত খাটাইয়া যুগল সহোদরাকে তন্মধ্যে শয়ন করান হইল। দুইজন ডাক্তার নিকটে বসিয়া সময়োচিত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কুমারীরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষের জল ফেলিলেন। শরীর নীলবর্ণ, মুখ বিশুষ্ক, চক্ষু গহ্বরগত, হস্তপদে ঘন ঘন টাঁস ধরিতে লাগিল। কলেরা * রোগ। দেখিতে দেখিতে মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত!

বিসূচিকা-রোগ সংক্রামক। স্পর্শে আক্রমণ,বাতাসে আক্রমণ। চলিতকথায় ছোঁয়াচে। পারিসের এই মহামারীর সময় সুস্থ লোকেরা স্পর্শবারণ ঔষধের শিশি সঙ্গে সঙ্গে রাখেন। ডাক্তারেরাও শিশি আঘ্রাণ করেন; হাসপাতালে যাহারা রোগীগণের সেবা করে,তত্ত্বাবধান করে, কিম্বা দেখিতে যায়, তাহাদের সঙ্গেও শিশি থাকে। রোজীবিলাসীর তাহা ছিল না; সুতরাং ভগ্নীদুটীকে কলেরা আক্রমণ করিল। সংবাদ পাইয়া গেব্রিল ব্যস্ত হইয়া সেইখানে আসিলেন। বালিকারা তাঁহার পানে একবার চাহিয়া নীরবে নেত্রজল বিসর্জ্জন করিলেন, গেব্রিলও কাঁদিলেন। এমন সময় একজন অপরিচিত শ্মশ্রুধারী সেই কানাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বালিকাদের নাসারন্ধ্রে এক প্রকার আরকের শিশি ধরিলেন। ডাক্তারেরা নিষেধ করিবার অবকাশ পাইলেন না। বৃদ্ধ চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যন্ত্রণায় কিয়ৎক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া কুমারীরা নয়ন উন্মীলন করিলেন, যেন শেষনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল! প্রফুল্ল গোলাপফুল দুটী বিছানার উপর শুষ্ক হইয়া পড়িয়া রহিল। এই ভয়ঙ্কর সময়ে কোথা হইতে দাগোবার্ট সেইখানে ছুটিয়া আসিয়া, বিছানার কানাত ছিঁড়িয়া, মেয়েদের বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন। চক্ষে রুমাল দিয়া গেব্রিল কাঁদিতে লাগিলেন। যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলের চক্ষেই জল পড়িল!

সন্ধ্যাকালে সমাধি। রাত্রি যখন আড়াই প্রহর, সেই সময় কৃষ্ণবর্ণ আলখাল্লায় আপাদমস্তক ঢাকিয়া একটী বৃদ্ধলোক গোরস্থানের ফটকের কাছে দাঁড়াইলেন। খনকেরা মদ খাইয়া, গান গাইয়া আহ্লাদে ছুটছুটি করিতেছে, তাহাদের দুইজনকে একটু তফাতে ডাকিয়া লইয়া সেই বৃদ্ধ চুপি চুপি বলিলেন, "দুটীমেয়ের গোর কোথায়?" খনকেরা বলিল, "হাঁ হাঁ,এক কবরে দুই।"

বৃদ্ধ পুনর্ব্বার চুপি চুপি তাহাদিগকে কি কথা বলিলেন, তাহারা শিহরিয়া উঠিল। একজন বলিল, "বার বার কি সে রকম কাজ করা যায়? আর একবার তুমি ঐ রকম করিয়া গোর খোঁড়াইয়াছিলে, এবারে আমরা পারিব না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এবারে দুই হাজার টাকা নগদ।"—খনকেরা নগদ টাকা হাতে পাইয়া আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল; যাহা করিবার আদেশ, দুই হাতে সেলাম করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিতে সম্মত হইল।

* *Cholera*—এই রোগের প্রকৃত নাম কি, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। ইংরাজী অভিধানে বাঙ্গালা অর্থ ওলাউঠা। ইহার মানে ভেদবমন, অর্থাৎ ভেদ আর বমী। কিন্তু পারিসের এই কলেরা রোগে কুত্রাপি ভেদ বমীর নাম মাত্র নাই। কেবল শরীর নীলবর্ণ হইল, হস্ত পদে টাঁস ধরিল, তাহাতেই প্রাণ গেল। কোন্ দেশে কি লক্ষণ, তাহা [illegible]। [illegible] সংস্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্রে এ রোগের নাম বিসূচিকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাণ ব্যর্থ।

যোগী-বিলাসীর পরিণাম কিরূপ হইয়াছে, কুমারী অদ্রিয়াণী সে সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। অপরাহ্নসময়ে কুব্জাকন্যাকে পার্শ্ববর্ত্তিনী করিয়া আপন উপবেশনগৃহে তিনি বসিয়া আছেন, অতীত দুঃখবৃত্তান্তের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে হাস্য-কৌতুকের গল্প চলিতেছে। সে দিন যেন রূপবতীর কতই রূপ বাড়িয়াছে, প্রফুল্ল কমলাননে আরক্ত আভা দীপ্তি পাইতেছে, ওষ্ঠাধরে মৃদু মৃদু মধুর হাস্য! এক প্রস্থ নূতন নীলবসন প্রস্তুত করান হইয়াছে, সেদিন সেই নূতন বাস পরিধান, তাহাতেও অপূর্ব্ব শোভা। পৃষ্ঠদেশে সুচিক্কণ রুক্ষকুন্তল বেণীবদ্ধ হইয়া সুদীর্ঘ সর্পাকারে হিল্লোলিত হইতেছে। নবীন অঙ্গে রূপ যেন ধরে না।

কুব্জার দিকে চাহিয়া সস্মিতবদনে তিনি কহিলেন, "আজ আমার জ্যোঠাইমার আসিবার কথা আছে।—আসিবেন, তিনি নিজেই সহচরীর দ্বারা সেই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর-সাগরে ক্ষণে ক্ষণে কত প্রকার ঢেউ খেলে; কূটবুদ্ধি-প্রসূত কত প্রকার কুমন্ত্রণা তিনি সৃজন করেন, তাঁহার দলের লোকেরাই তাহা বুঝিতে পারে। আজ আবার কি খেয়াল তাঁহার মনে উদয় হইয়াছে, আমি যদি—"

মুখের কথা মুখেই রহিল। অর্দ্ধেটা আসিয়া সংবাদ দিল, দ্বারে বউরাণী উপস্থিত। মস্তকসঞ্চালনপূর্ব্বক আড়নয়নে সম্মতি-সঙ্কেত করিয়া কুমারী একবার কুব্জার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন।

মন্থরগমনে বউরাণী আসিয়া প্রবেশের দ্বার-সমীপে দর্শন দিলেন। মনে মনে আশা ছিল, কুমারী পূর্ব্ববৎ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া আগু বাড়াইয়া অভ্যর্থনা করিবেন। আশা বিফল হইল; কুমারী উঠিলেন না। "এসো জ্যেঠাই মা!" মৃদু হাসিয়া কেবল এই কথা বলিয়া অঙ্গুলীর দ্বারা বামপার্শ্বের একখানি আসন দেখাইয়া দিলেন। মানিনী তপস্বিনী বিরক্তবদনে আসনের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কট্‌মট্ চক্ষে কুব্জার দিকে চাহিলেন।

ভাব বুঝিতে পারিয়া সহাস্যবদনে অদ্রিয়াণী কহিলেন, "ইঁহাকে দেখিয়া সঙ্কোচ করিবার কোন কারণ নাই। ইনি আমার প্রিয়সখী, ইঁহাকে আমি প্রিয়ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করি।"

এ কথা শুনিয়া কুব্জাকন্যা শশব্যস্তে উঠিয়া যাইতেছিল, হাত ধরিয়া অদ্রিয়াণী তাহাকে বসাইলেন। গম্ভীরস্বরে তপস্বিনী কহিলেন, "আজ আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি, আর কাহারও সমক্ষে তাহা বলিব না; তোমাকে আমি নির্জ্জনে চাই।"

অদ্রি।—মনে কর, ইহা নির্জ্জন। কেননা, আমাতে আর এই প্রিয়সখীতে অভেদ।

বউ।—(উপবেশন করিয়া সক্রোধে) কুমারী অদ্রিয়াণী! এখনও সতর্ক হও! তোমার চরমকাল উপস্থিত! অদ্য হইতে সপ্তাহের মধ্যে তুমি পথের ভিখারিণী হইবে! তোমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য যেন বাতাসে তীরের মত উড়িয়া যাইবে! তোমার নবীন-যৌবনের—তোমার এই ধন-যৌবনের অসীম গর্ব্ব অচিরে

জলরেখার ন্যায় তিরোহিত হইয়া যাইবে! ভিতরে ভিতরে যাহা হইয়াছে, আমি তাহার দলীলপত্র আনিয়াছি। এই দেখ। (হস্তে প্রদান করিতে উদ্যত)।

অদ্রি।—(হস্ত দ্বারা তপস্বিনীর হস্ত ঠেলিয়া দিয়া সহাস্যবদনে) উহা আর আমি কি দেখিব? ধন-দৌলতের আশা আমি রাখি না। তুমি আমার সমস্ত সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইয়া তোমার পাদ্‌রী-বাবাগুলিকে বড়মানুষ করিয়া দিবে, তাহা আমি জানিতাম; আজ তোমার নিজমুখে সেই সত্যকথা প্রকাশ হওয়াতে আমি সুখী হইলাম। আমার জ্যেঠাইমা সত্য কথা জানেন, ইহা মনে করিয়া আমি ভিখারিণী অবস্থার গৌরব করিতে পারিব। তুমি জান, ধনের মায়া আমি রাখি না, রূপ-যৌবনের গর্ব্ব আমি করি না, তবে আর আজ কি নূতনকথা আমারে শুনাইতে আসিয়াছ?"

নিমেষশূন্য-নেত্রে কুমারীর মুখপানে চাহিয়া বউরাণী ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন; ক্রোধে তাঁহার নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। একটু পরে কপট স্নেহ জানাইয়া তিনি কহিলেন, "বৎসে! আমি তোমারে ভয় দেখাইতে আসি নাই, সত্য সত্য ঐরূপ ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছে। এখনও যদি তুমি আমার বশীভূত হইয়া চল, আমি যাহা বলিব, তর্ক না করিয়া তাহাই যদি পালন কর, এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে মিলিয়া দিজিয়ার প্রাসাদে যদি বাস কর, আমার অনুমতি বিনা কোথাও যদি বেড়াইতে না যাও, একাকিনী কাহারও সঙ্গে যদি দেখা-সাক্ষাৎ না কর, তাহা হইলে তোমার সমস্ত খরচপত্র আমি প্রদান করিব। রাজকন্যা তুমি, যথার্থ রাজকন্যার ন্যায় সুখে রাখিব।"

হাস্য করিয়া অদ্রিরাণী কহিলেন, "আর আমার সুখে থাকিবার সাধ নাই। স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া কাহারও বশীভূত হইয়া থাকিতে আমি পারিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই তুমি কর; আমার সমস্ত ধন-সম্পদ্ স্বচ্ছন্দে তুমি কাড়িয়া লও। ভিখারিণী হইয়া মনের সুখে আমি স্বাধীন থাকিব। দেখ জ্যেঠাইমা! একদিন তুমি আমারে—"

বাধা পড়িল। দ্বারের বাহিরে জর্জ্জেটী দাঁড়াইয়া কি এক প্রকার ইসারা করিল। নেত্রভঙ্গীতে মৃদু হাস্য করিয়া কুমারী একবার গ্রীবাসঞ্চালন করিলেন। পাঁচ মিনিট পরে একটী যুবাপুরুষ সেই গৃহে চৌকাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। কুমারী সলজ্জবদনে তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া সঙ্কেত দ্বারা নিকটে আহ্বান করিলেন। যুবাপুরুষ গৃহমধ্যে আসিলেন। বউরাণীকে সম্বোধন করিয়া অদ্রিরাণী কহিলেন, "জ্যেঠাই-মা! ইনি সেই ভারতবর্ষীয় রাজকুমার। বীরগৌরবে কিশোর-বয়সে স্বদেশে যিনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ইনি সেই রাজকুমার জাল্‌মা।"

বউরাণী ইতিপূর্ব্বে রাজকুমার জাল্‌মাকে দেখেন নাই, রূপ দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন, আদরে অভ্যর্থনা করিয়া একখানি দূরবর্ত্তী আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজপুত্র বসিলেন না; অদ্রিরাণীর দিকে চাহিয়া প্রফুল্লবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিলাতী পরিচ্ছদ তিনি ব্যবহার করেন না, বিলাতী পরিচ্ছদে কুমারী অদ্রিরাণীরও বিষম ঘৃণা, সুতরাং কুমারের হিন্দুস্থানী রাজবেশ; মস্তকে উষ্ণীষ, কটিবন্ধে তরবারি।

বউরাণী তাঁহাকে দেখিয়া, দেখিয়া মনের ভিতর দুষ্টবুদ্ধি আনিয়া বাহ্য-সম্ভ্রমে সুমিষ্ট-বচনে বলিতে লাগিলেন, "রাজ কুমার! আমি তোমারে দেখি নাই, কিন্তু গুণগ্রাম সমস্তই

শুনিয়াছি, শারীরিক সৌন্দর্য্য—রাজশ্রী প্রত্যক্ষে দেখিলাম। তুমি আমার এই ভাসুর-পুত্রী-টিকে বিবাহ করিবে, এই সম্বন্ধ শুনিয়া আমি বড় খুসী আছি। ইহার বিবাহের জন্ত আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল। মেয়ে কাহারও কথা মানে না; অতিশয় অবাধ্য, আপনার ইচ্ছা-তেই চলে বলে, ইচ্ছামত কার্য্য করে।”

রহিতে না পারিয়া মুখোর অগ্রিরাণী কহিলেন, “দেখ জেঠাই মা! তোমারে মধ্য-বর্ত্তিনী হইতে আমি আহ্বান করি নাই। আমি তোমার অবাধ্য. একজন বিদেশী রাজ-পুত্রকে সে পরিচয় দিয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে না। চিরদিন বলিয়া আসিতেছি, আমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই আমি করিব, তোমার তাহাতে কি? তুমি আমারে ভিখারিণী করিতে আসিয়াছ, ভাবো, তাহাই যেন করিয়া ফেলি-য়াছ।—বেশ! সেই পর্য্যন্তই ভাল।”

কুপিতা হইয়া বউরাণী কহিলেন, “তুমি কেন কথা কও? তোমারে ত আমি কিছু বলিতেছি না। তুমি চুপ্ করিয়া থাক। দেখ রাজকুমারি! মেয়েটা বড়ই অবাধ্য! যাহা ইচ্ছা, তাহাই করে তাহাই বলে। বিবাহের জন্য আমিই দায়ী। আমার কথা কিছুই গ্রাহ্য করে না, আমারে মানুষেই মানে না! আমি ইহার মাতৃতুল্য জেষ্ঠতাতপত্নী, আমার কথা না শুনিলে অমঙ্গল ঘটিবে, অত বড় মেয়ে, এটাও বুঝিতে পারে না?”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কুটিলনেত্রে অগ্রিরাণীর দিকে চাহিয়া বউরাণী আবার আরম্ভ করি-লেন, “শুনিতেছিলাম তাই। একদিন উহার শয়নগৃহে দেয়ালের ভিতর একটা মানুষ লুকানো ছিল; সুন্দর যুবাপুরুষ। পুলিসের লোকেরা সন্ধান করিয়া তাহাকে বাহির করিয়াছিল। সেই অবধি সর্ব্বদা আমরা সতর্ক রহিয়াছি। ভদ্রলোকের ঘরে যুবতীর কুল-কামিনীর শয়নকক্ষে অপরপুরুষের গুপ্তবাস কত বড় কলঙ্কের কথা, তুমি রাজপুত্র, তুমিই তাহা বিবেচনা কর।”

রাজপুত্র ঐ উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন। কুব্জা কন্যা শিহরিয়া উঠিল। কুমারী অগ্রি-রাণী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্ত্তে সেই ক্ষেত্রে চারিটা খুন হইয়া যাইত। রাজ-কুমার আলম্মা তৎক্ষণাৎ তিনটী স্ত্রী-হত্যা করিয়া আপন বক্ষে তরবারি বসাইয়া দিতেন। বউরাণীকে কাটিতেন কেন?—বউরাণীর মুখে ঐ নির্ঘাতবাণী বাহির হইয়াছিল, সেই জন্য। অগ্রিরাণীকে কাটিতেন কেন?—অগ্রি-রাণী দ্বিচারিণী, সেই জন্য। কুব্জাকে কাটিতেন কেন?—কুব্জা সেইখানে উপস্থিত থাকিয়া ঐ কলঙ্কের কথা শুনিয়াছিল সেইজন্য। রাজকুমার আত্মহত্যা করিতেন কেন?—তাদৃশী কুলকলঙ্কিনীকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সেই জন্য।

তাদৃশ ভয়ঙ্কর ঘটনা হইল না তবে কেন? না হইবার বিবিধ কারণ উপস্থিত হইল। ক্রোধ-কম্পিতকলেবরে তলোয়ারের খাপ খুলিতে খুলিতে রাজপুত্র দেখিলেন, অগ্রিরাণী হাসিতে-ছেন। যাঁহার নামে তত বড় কলঙ্কের কথা, তিনি নির্ভয়ে বসিয়া হাস্য করেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য; অবশ্যই কিছু নিগূঢ় কারণ আছে, বুদ্ধিমান্ রাজকুমার নিঃসন্দেহে ইহা বুঝিলেন; অর্দ্ধমুক্ত তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া বিস্ফারিতলোচনে অগ্রিরাণীর মুখের দিকে চাহিলেন। অগ্রিরাণী একটা অপূর্ব্ব ভুলিয়া বউরাণীর দিকে বিষাক্ত কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিলেন।

রঙ্গভূমি এই পরিণয়-মন্দিরে আসিয়া অল্প দিবসের মধ্যে আমি কত কাণ্ড দেখিলাম, কত কাণ্ড শুনিলাম, সংখ্যা হয় না। কুল কন্যার নামে এ প্রকার জাতিনাশক মিথ্যা অপবাদ যাঁহারা তুলিতে পারেন, তাঁহারা কি সর্ব্বনাশ করিতে পারেন না, তাহা আমি জানি না। আমি যদি এ ক্ষেত্রে আসল মর্ম্ম বুঝিয়া ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে এতক্ষণে মহা অনর্থ ঘটিয়া যাইত।"

বাণ ব্যর্থ হইয়া গেল, বউরাণী লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে, অভিমানে মাথা হেঁট করিলেন; কাহাকেও কিছু না বলিয়া সচকিতে আসন হইতে উঠিলেন; অন্য কোন দিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। করতালি দিয়া কুমারী অগ্নিরাণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এতক্ষণের পর আসনগ্রহণ করিয়া কুমার আসমা সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য সত্য ও সকল কথায় কি কিছু অর্থ আছে?"

কুমারী অগ্নিরাণী মৌনবতী। যাহা যাহা সত্য, কুব্জা-কন্যা একে একে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিল। রাজপুত্র চমৎকৃত হইলেন।

এইপ্রকার অভিনয়ের পর পরিণয়-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। উভয়ের প্রতি উভয়ের যে প্রকার অনুরাগ, তাহা আর মুখে ব্যক্ত করিতে হইল না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাক্ষাৎকালে তাহার সূক্ষ্ম পরিচয় প্রকাশ আছে। রাজপুত্র কিছু অধীর হইয়া প্রণয়িনীর করুণা ভিক্ষা করিলেন। অমুক দিন সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া লজ্জাবতী অগ্নিরাণী সহসা আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কুব্জা-কন্যাও দাঁড়াইল। সেদিন আর সেখানে অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া রাজপুত্র বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নাশন-মন্ত্র।

পীড়িত অবস্থায় রঙিন যে বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন, পাদরী সাহেবের কৌশলক্রমে ফ্রান্সিস্ হার্ডি সাহেবকে সেই বাড়ীর একটী নির্জ্জন ঘরে আনিয়া রাখিয়াছেন। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেন না, কাহাকেও সে ঘরে প্রবেশ করিতে দেন না, ফ্রান্সিস্ হার্ডি এক প্রকার কয়েদ। যে ঔষধ খাইলে স্মরণশক্তি লোপ পায়, সেই প্রকারের এক আরক নিত্য নিত্য সেবন করাইয়া তাঁহার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত করা হইয়াছে। শরীর দিন দিন কৃশ হইয়া আসিতেছে।

বাড়ীতে সকলেই চুপি চুপি কথা কয়, চাকরেরাও চুপি চুপি পরামর্শ করে। যে ঘরে হার্ডি সাহেব থাকেন, সেই ঘরের পার্শ্বে এক উদ্যান। গোরস্থানের ন্যায় মাটী উঁচু করিয়া উদ্যানটী প্রাচীর দিয়া ঘেরা। বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না। বেলা দুই প্রহর দ্বিতীয় ঘটিকা। উদ্যানমধ্যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পায় না, সুতরাং হার্ডির ঘরেও রৌদ্র দেখা যায় না। গৃহমধ্যে একটী ঘড়ী আছে, কাষ্ঠাসন আছে, ছবি আছে, আরও নানাপ্রকার দর্পণ, অস্ত্র, মড়ার মাথা ইত্যাদি আসবাবও আছে।

একখানি বৃহৎ পুস্তক সেই ঘরে রক্ষিত হইয়াছে। মুহর হার্ডি ইচ্ছা করিলে সেই পুস্তক গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু গ্রহণ করিতেও ইচ্ছা হয় না, পাঠ করিবারও আশাও আর বলবতী নাই। পুস্তকখানা টেবিলের উপর পড়িয়া আছে মাত্র। বড় বড় অক্ষরে ছাপা অত কতকগুলি কাগজ বিছানার নিকটে দেয়ালের গায়ে ঝুলান আছে, শয্যাশায়ী অবকাশ-কালে দেয়ালের দিকে চাহিলেই সেই সকল কাগজে চক্ষু পড়ে। মহুর হার্ডি নিত্য নিত্য তাহা দেখিয়া দেখিয়া মনমরা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার দুশ্চিন্তা বাড়িয়াছে। দিবারাত্রি ঐ সকল অক্ষর তিনি দেখেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, রাত্রিকালেও নিদ্রা হয় না। পাদ্‌রী সাহেবদিগের ডাকাকরা গুণ্ডারা যৎ-কালে তাঁহার কারখানা-কুঠী জ্বালাইয়া দেয়, তিনি তখন সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলেন; শরীরের যে যে স্থান দগ্ধ হইয়াছিল, ডাক্তার বেলিনিয়ার তাহা আরাম করিয়াছেন; কিন্তু অন্তরের যাতনা কেহই আরাম করিতে পারে নাই; সুতরাং সে যাতনা দিন দিন বাড়িতেছে। স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, পূর্ব্বের অবস্থা কিছুই মনে পড়ে না। দেয়ালের গায়ে যে সকল অক্ষর লেখা আছে, অহরহ তাহা দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। লেখা আছে কি?—ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর নৈরাশ্যবাণী।

"তুমি কিছুই নও, সংসারে মানবদেহ কেবল ছাই আর ভস্ম।

"কেবল শোক আর অশ্রু তোমার সম্বল।

"একটীও মনুষ্যকে বিশ্বাস করিও না।

"জগতে বন্ধুত্ব নামে কোন বস্তু নাই; আত্মীয়-কুটুম্ব নামে কোন মনুষ্যও নাই।

"মনুষ্যেরা যত প্রকার স্নেহ-মমতা দেখায়, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

"প্রাতঃকালে তুমি যদি মর, সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই সকলে তোমাকে ভুলিয়া যাইবে।

"গরীব হইয়া থাক, আপনাকে ঘৃণা কর, সকলে তোমাকে ঘৃণা করুক।

"চিন্তা করিও না, যুক্তি আনিও না, বিচার করিও না, একজন প্রভু তোমার ভাগ্যের ভাল মন্দ চিন্তা করিবেন, বিচার করিবেন।

"ক্রন্দন কর, যন্ত্রণা ভোগ কর, সর্ব্বক্ষণ বিজনে বসিয়া মৃত্যুচিন্তা কর।"

"হাঁ, মৃত্যু! সর্ব্বক্ষণ মৃত্যু! যখন চিন্তা করা আবশ্যক হইবে, অন্য চিন্তা ভুলিয়া কেবল মৃত্যুই চিন্তা করিও; কিন্তু একেবারে চিন্তা না করাই ভাল।

"সুখচিন্তা না করিয়া নিরন্তর যন্ত্রণা চিন্তা করাই স্বর্গে যাইবার পন্থা।

"যে পরমেশ্বরকে আমরা পূজা করি, সেই শুভঙ্কর পরমেশ্বরের নিকটে যাইবার একমাত্র সঙ্গী কেবল দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, আর দুর্ভাবনা।"

অভাগা হার্ডি অহরহ কেবল ঐ সকল সান্ত্বনাবাক্য পাঠ করেন; পাঠ করিতে করিতে চক্ষু বুজিয়া ক্ষণেক তন্দ্রায় অভি-ভূত হন। সেই ভয়ঙ্কর স্থান পরিত্যাগ করি-বার চেষ্টা করেন না, পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছাও হয় না, ইচ্ছার শক্তিও নাই। নিস্তব্ধ নির্জ্জন গৃহে তাঁহার অন্তরাত্মাও নিস্তব্ধ। হৃদয় এখন প্রিয়-বস্তুর, বন্ধুত্বের এবং আশার সমাধিস্তম্ভ। তাঁহার সকল প্রকার চেষ্টাই এখন নির্জীব।

এক একবার তিনি পাঠ করেন, "কেবল হতাশে শোক করিবার জন্য মনুষ্যের জন্ম।"

"চিন্তাশক্তির বিরাম ব্যতীত মানুষের আর বিশ্রাম নাই; চিন্তাশূন্য চিত্ত সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকে।"

ঐ সকল নিদারুণ কথা পাঠ করিয়া মহুর হার্ডি মনের আবেগে কেবল রোদন করেন।

যখন যেরূপ যেরূপ আন্দোলন করেন, একটী লোক গোপনে তাহা শুনিয়া শুনিয়া আবি ডাক্তারনীকে সংবাদ দেয়। আইরিণী সেই সকল সংবাদ পাইয়া আনন্দে আটখানা হন! তাঁহার মুখে রঙিন সমাচার পান।

কোথায় ফ্রান্সিস হার্ডি, তাঁহার আত্মীয়েরা কেহই জানিত না। অনেক অনুসন্ধানের পর এগ্রিকোলা সন্ধান পান। আবাসের একজন চাকরকে ঘুষ দিয়া হার্ডি নামে তিনি একখানা পত্র পাঠান। হার্ডি তাঁহার সহিত দেখা করিতে চান। একা গিয়া দেখা করিয়া দুষ্ট বৈষ্ণবদিগের চক্র ভেদ করিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া এগ্রিকোলা একদিন সংগোপনে গেব্রিলকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গুপ্ত আবাসে প্রবিষ্ট হন। গেব্রিল অনেক প্রকার উপদেশ দিয়া তাঁহার ভগ্ন চিত্তকে অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত করেন। এগ্রিকোলা বলেন, "শ্রীমতী য়্যানরী কুমারী অদ্রিয়াণী স্বীকার করিয়াছেন, তিনি আপনার নূতন কুঠী নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় দিবেন, কারবার চালাইবার মূলধন প্রদান করিবেন, আপনার কোন ভাবনা নাই, আপনি গৃহে চলুন।"

মশুর হার্ডি গৃহগমনে সম্মত হন। আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া গেব্রিল এবং এগ্রিকোলা গুপ্তদ্বার দিয়া বাহির হইয়া আইসেন।

তাঁহারা বাহির হইবার ১৫ মিনিট পরে আশ্রমের একজন ভৃত্য একখানা পত্র লইয়া হার্ডির হস্তে প্রদান করিল। হার্ডি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পত্র কে দিয়াছে?"

নমস্কার করিয়া পত্রবাহক উত্তর করিল, "তিনি এই বাড়ীতেই থাকেন।"

এইমাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া লোকটা মাথা হেঁট করিল। বাস্তবিক তাহার মুখে ভক্তা ও চতুরতা চিত্রিত। মাথার চুল কপাল পর্য্যন্ত আঁচড়ানো। ভাল করিয়া দেখিলে পশুবুদ্ধি বোধ হয়। কণ্ঠস্বর অতি মৃদু, চক্ষু সর্ব্বক্ষণ ভূমির দিকে নিক্ষিপ্ত। এই লোকটা করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া অঙ্গুলীমর্দন করিতে করিতে পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পত্রখানি খুলিয়া হার্ডি সাহেব পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিলঃ—

"মহাশয়! দৈবগতিকে আমি এইমাত্র শুনিলাম, আপনিও এই বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। আমিও পীড়িত হইয়া সম্প্রতি কিছুদিন এই বাটীতে রহিয়াছি। পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির থাকাতে এতদিন জানিতে পারি নাই যে, আপনি আমার এত নিকটে আছেন। একটীবার মাত্র আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যে উপলক্ষে সাক্ষাৎ, তাহা অতিশয় শোকাবহ; অতএব আমি মনে করিতেছি, সে সাক্ষাতের কথা আপনি ভুলিয়া যান নাই। আজ আর একটীবার সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ।"

পাঠ করিতে করিতে হার্ডি সাহেব এই খানে থামিলেন, কি উপলক্ষে কবে সাক্ষাৎ, স্মরণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিছুই মনে পড়িল না। পুনরায় পত্র পাঠ করিতে লাগিলেনঃ—

"হঠাৎ অদ্য আমি শুনিলাম, অদ্যই আপনি এ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। আমি আপনার বন্ধু, আপনার সুখ দুঃখে আমি সমদুঃখ সমবেদনা অনুভব করি। যাহাতে আমি আপনার কিছু উপকারে আসিতে পারি, তাহাই আমি ভাবি। সম্প্রতি আমাদের প্রিয়তম মিশনরী আবি গেব্রিল একটী সংপরামর্শ দিয়াছেন, সেইটী আপনাকে জানাইবার ইচ্ছা হইতেছে।

"এখন আমি আশা করিতে পারি, এ

আবাস পরিত্যাগ করিবার সময় আপনার কিছু উপকার করিব। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সংসারের মায়াচক্রে আর জড়িত থাকিব না; ঈশ্বর চিন্তায় নির্জ্জনে বাস করিব। আপনার সহিত আর আমার সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকিবে না। মানবসমাজ আমি পরিত্যাগ করিব; অতএব অদ্যই আমার আশাপূর্ণ হইবে কি না, প্রত্যুত্তরপ্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

আপনার অনুগত ভৃত্য রডিন।"

পত্রখানি পাঠ করা হইল; স্বাক্ষরটীও দর্শন করা হইল। হার্ডি চিন্তামগ্ন হইলেন। কে এই রডিন, তাহাও মনে হইল না। ঐ নাম কখনও তিনি শুনিয়াছেন, ইহাও স্মৃতিপথে আসিল না এবং কি শোকাবহ ঘটনা উপলক্ষে পূর্ব্বে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাও তিনি মনে করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া পত্রবাহক ভৃত্যকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মস্যুর রডিন তোমাকে এই পত্র দিয়া পাঠাইয়াছেন, কে সেই মস্যুর রডিন তাহা কি তুমি আমাকে বুঝাইয়া বলিতে পার?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "তিনি একটী বৃদ্ধলোক, অতি অমায়িক ভদ্রলোক; মরণাপন্ন পীড়া হইয়াছিল, অনেকদিন সেই পীড়া ভোগ করিয়া সম্প্রতি আরাম হইয়াছেন। এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাঁহার মুখে শুনিলাম, এ বাড়ীতে যতগুলি লোক থাকেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে কেবল আপনিই একমাত্র সদাশয় ভদ্রলোক; সেই কারণেই তিনি আপনাকে এই পত্র লিখিয়াছেন।"

এইরূপ তোষামোদ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ধূর্ত্ত পত্রবাহক পুনর্ব্বার হার্ডি সাহেবকে নমস্কার করিল। হার্ডিসাহেব অন্যমনস্ক। চিন্তাকুলবদনে তিনি কহিলেন, "রডিন! কি আশ্চর্য্য! কিছুতেই আমি এ নাম স্মরণ করিতে পারিতেছি না; তাঁহার সহিত কখনও কোন বিষয়ে আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাও আমার মনে হইতেছে না।"

ভৃত্য বলিল, "আপনি যদি প্রত্যুত্তর দেন, তাহা হইলে রডিনের কাছে লইয়া যাই; তিনি এখন আবি আইরিনীর নিকটে রহিয়াছেন, বিদায় লইতেছেন।"

সবিস্ময়ে হার্ডি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদায়!"—ভৃত্য উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয়! বিদায়! ডাকগাড়ীর ঘোড়ারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

হার্ডি।—(সবিস্ময়ে) ডাকগাড়ীর ঘোড়া? কাহার জন্য?

ভৃত্য।—বাবা আইরিনীর জন্য।

হার্ডি।—(সবিস্ময়ে) তিনি বুঝি তবে দেশভ্রমণে যাইতেছেন?

ভৃত্য।—না, মহাশয়! ভ্রমণে যাইতেছেন না। বোধ হয়, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। কেননা, সঙ্গী লইতেছেন না, জিনিসপত্রও অতি অল্প সঙ্গে রাখিতেছেন। বোধ করি, আপনার কাছেও তিনি বিদায় লইতে আসিবেন। এখন আমি মস্যুর রডিনকে কি উত্তর দিব আজ্ঞা করুন।

পত্রের বয়ানগুলি বিশেষ শিষ্টাচারপূর্ণ। অধিকন্তু এই পত্রে গেব্রিলের যথেষ্ট প্রশংসা। হার্ডি ভাবিলেন, ইহার মধ্যে কোন প্রকার অসৎ অভিসন্ধি থাকিতে পারে না। রডিন একবার সাক্ষাৎ করিতে চান, ক্ষতি কি? এইরূপ ভাবিয়া ভৃত্যকে তিনি বলিলেন, "মস্যুর রডিন যদি কষ্টস্বীকার করিয়া এখানে আইসেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া অবশ্যই আমি সুখী হইব।"

পুনর্ব্বার নমস্কার করিয়া ভৃত্য বিদায়

হইয়া গেল। গৃহমধ্যে হার্ডি একাকী। তখন তাঁহার পূর্ব্বরূপ চিন্তা। কে এই রডিন? কেনই বা এ বাড়ীতে থাকিবেন না? কেনই বা সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস করিবেন?—কিছুই সিদ্ধান্ত হইল না। গেব্রিলের হিতোপদেশ মনে পড়িল, কুমারী অড্রিয়াণী আবার তাঁহাকে সংসারে স্থায়ী করিবার জন্ত অর্থদান করিবেন, এ কথাও মনে পড়িল; পূর্ব্ব চিন্তাটী কিন্তু কেবল চিন্তামাত্রেই পর্য্যবসিত।

সেই ভৃত্য পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিল; সেলাম করিয়া করপুটে নিবেদন করিল, "রডিন মহাশয় আসিয়াছেন।"

হার্ডি তাঁহাকে গৃহমধ্যে আনিবার আদেশ করিলেন। বৃহৎ এক কৃষ্ণগাউন পরিধান করিয়া রডিন সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে সেই পুরাতন রেশমের টুপী। রডিনকে গৃহে রাখিয়া ভৃত্য তৎক্ষণাৎ হার্ডির মুখ দেখিতে দেখিতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা হইবার অধিক বিলম্ব ছিল না। হার্ডি গাত্রোত্থান করিয়া রডিনের সঙ্গে দেখা করিলেন। আকৃতি দর্শনে প্রথমে তাঁহাকে তিনি চিনিতেই পারিলেন না। গবাক্ষপথ দিয়া অল্প অল্প আলো আসিতেছিল, রডিন সেই গবাক্ষসমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বিভ্রান্ত হার্ডি শোকাবেগে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। কি যেন ভয়ঙ্কর পূর্ব্বকথা তাঁহার স্মরণ হইল। পরক্ষণেই বেগ সংবরণ করিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে রডিনকে তিনি কহিলেন, "ওঃ! আপনি মহাশয়! আপনি এখানে আসিয়াছেন? ওঃ! ঠিক ঠিক, যাহা আপনি লিখিয়াছেন সমস্তই ঠিক। যথার্থ ই শোকাবহ ঘটনায় আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।"

পাঠকমহাশয়গণের স্মরণ আছে, রডিন একদিন হার্ডি সাহেবের কুঠীতে গিয়া তাঁহার সহিত নূতন সাক্ষাৎ করেন। বন্ধু রেগাকের বিশ্বাসঘাতকতা, হার্ডির প্রিয়তমা উপপত্নীর পলায়ন, এই দুইটী নির্ঘাতসংবাদ হার্ডির কর্ণে তিনি বর্ষণ করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার রডিনকে দেখিয়া সেই পূর্ব্বকথা স্মরণে হার্ডির পূর্ব্বযন্ত্রণা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। মনের ভাব মনে রাখিয়া রডিনকে তিনি কহিলেন, "এ বাড়ীতে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, সত্য সত্য এমন প্রত্যাশা আমি করি নাই।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রডিন কহিলেন, "আমিও এখানে আসিতাম না, এই বাড়ীতে থাকিয়াই জীবন শেষ করিতে হইবে, ইহাও আমার জানা ছিল না, কিন্তু সময়ে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার পরস্পর মিলন হয়, তাহা আপনি জানেন তো?"

"কিরূপ অদ্ভুত ঘটনার কথা আপনি বলিতেছেন?"—রডিন কহিলেন, "যখন আমি আপনাকে সেই কুসংবাদ দিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় আমার নিজেরও—"

রডিন যেন বলিতে বলিতে হতজ্ঞান হইলেন। বক্তব্য যেন দুঃখে উপস্থিত হইল, সেইভাবে বদন বিমর্ষ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। হার্ডি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মহাশয়, কেন মহাশয়, কিসে আপনার এরূপ দুঃখোদয় হইতেছে?"—রডিন কহিলেন, "ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন! গেব্রিলের পর মনে আমি এখন সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়াছি। তথাচ এক একবার কেমন অবসন্ন হইয়া পড়ি। যেদিন আমি আপনাকে সেই কুসংবাদ দিয়া আসি, তাহার পরদিন আমি নিজেও একটী বন্ধু দ্বারা প্রতারিত হই। একটী দরিদ্র বালককে কুড়াইয়া পাইয়া পুত্রবৎ স্নেহযত্নে আমি পালন করিয়াছিলাম; সেই প্রতিপালিত বালক—"

নেত্রে হস্ত আবরণ দিয়া রডিন কেবল নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যাহা বলিতেছিলেন, তাহা আর বলিতে পারিলেন না। হার্ডি কহিলেন, "সত্য কথা! আমরা উভয়েই সেই বুব পাদ্রীটীকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করি।"

আবি গেব্রিল!—হার্ডিকে বাধা দিয়া রডিন বলিয়া উঠিলেন, "আবি গেব্রিল! আহা! তিনি আমার রক্ষাকর্ত্তা; তিনি আমার প্রাণদাতা; তিনি আমার উপকারী বন্ধু। আহা! আমার পীড়ার সময় তিনি যে কত শ্রমে কত যত্নে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার সুমধুর পরামর্শে আমার যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা যদি আপনি জানিতেন তবে—"

হার্ডি কহিলেন, "জানি। আবি গেব্রিলের মধুর উপদেশে কত উপকার; তাহা আমি বেশ জানি। এই বাড়ীতেই গেব্রিলের উপদেশের ফল আমি অনুভব করিয়াছি।"

সরলভাবে রডিন কহিলেন, "তবে আপনি তাঁহাকে ভালই জানেন, গেব্রিল আমাদের মানুষ নয়, দেবকুমার! বড় বড় পাতকীজনেরা গেব্রিলের উপদেশ শ্রবণ করিয়া সত্যধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করে। আমিও গেব্রিলের উপদেশে পরম ধার্ম্মিক হইয়াছি।"

কি ভাবিয়া হার্ডি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বলিতেছেন, এই বাড়ীতেই আপনি থাকেন। সত্যই কি এ কথা?"

রডিন।—না থাকিয়া করি কি, দিব্য শান্তিস্থান, ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার সময় কোন বাধা উপস্থিত হয় না; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। অনেক পাপ করিয়াছিলাম, সেই পাপে আমার সেই পালিত পুত্রটী ঘোরতর কৃতঘ্ন হইয়া আমার শান্তি নষ্ট করিয়াছিল। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া আমি পাপক্ষয় করিব। কত দিনই বা বাঁচিব? সংসারে অনেক বাধা, অনেক বিপদ, অনেক বন্ধন। তন্নিমিত্তই আমি সংসার ত্যাগে অভিলাষী হইয়াছি, প্রায়ই মরিতেছিলাম, পরমেশ্বরের প্রসাদে গেব্রিলের কল্যাণে আর এই শান্তিধামের মহিমায় এ যাত্রা ফিরিয়াছি। আর সংসারে থাকিব না। আমাদের গেব্রিল সংসার মুক্ত। সংসারত্যাগীর কল্যাণ বিধানে পরমপিতা ক্ষণেকের জন্যও কৃপণ হন না, পাপীকেও তিনি শান্তিদান করেন। আহা! গেব্রিল একটী গল্প বলিয়াছিলেন সে গল্প এখনও আমার মনে জাগিতেছে। একটী পাপীলোকের এক প্রিয়তম উপপত্নী ছিল, ঘটনাক্রমে সেই উপনায়িকা কোথায় পলাইয়া যায়, সন্ধান হয় না; লোকটা তাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল, এমন কি, ঈশ্বরের নামেও ভুল। আমাদের যেমন গেব্রিল সে দেশে এই রকম আর একটী গেব্রি ছিলেন, তিনি সেই লোকটাকে পাপস্বীকার করাইয়া নির্জ্জনে কেবল ঈশ্বরোপাসনা করিবার পরামর্শ দেন আমিও বুঝিয়াছি পাপস্বীকার এবং প্রার্থনা ভিন্ন জীবের অ গতি নাই। সেই লোকটা পাপস্বীকার করি ছিল বটে, কিন্তু প্রণয়িনী-বিরহে সে লোক প্রার্থনায় মনোনিবেশ করিতে পারে নাই; কি দিন পরে একদিন পথিমধ্যে কাঙ্গালিনী বেশধারিণী তাহার পূর্ব্ব প্রণয়িনী কাঁদিতে কাঁদিতে ভ্রমিতেছিল; তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের চক্ষের জলে উভয়ের গাত্রবসন সিক্ত হইয়া যায়। লোক তখন সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে। সংসারে তাহার বিষয়-বিভব ছিল, কিন্তু কিছুই তাহার ভাল লাগে নাই; তাহার কাঙ্গালিনী উপপত্নীও প্রেমের মায়ায় সন্ন্যাসিনী হয়। বিজন পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়া কয়েক বৎসর উভয়ে কেবল ঈশ্বরোপাসনায় নিবিষ্টচিত্ত ছিল,

তাহাতেই তাঁহাদের মুক্তি হয়। আমিও তাহাই করিব।”

রডিনের এই বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া বন্ধুহীন হার্ডি ক্ষণকাল বিমনস্ক হইলেন। পাদ্রের দত্ত ঔষধের বীর্য্যে তাঁহার স্মরণশক্তি লোপ পাইয়াছিল, হিতাহিত বিবেকশক্তিও সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পাপস্বীকার ও প্রার্থনার মহিমা শ্রবণে সেইদিকেই তাঁহার মতি ফিরিল। মিনতি করিয়া রডিনকে তিনি কহিলেন, “মহাশয় পরমধার্ম্মিক, বিনা স্বার্থে পরোপকারে আপনার স্পৃহা, আপনিই আমাকে রক্ষা করুন। এই বিলাসনিকেতন পারিস-রাজধানী হইতে আমাকে কোন দূরদেশে পাঠাইয়া দিন, আমি তথায় নির্জ্জনে নিত্যনিরঞ্জনের ধ্যান করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিব।”

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হার্ডি দূরগামী হইতে চাহিলেন, তাহাতে ধূর্ত্ত রডিনের হৃদয়ের গুপ্তানন্দের পরিমাণ কত, লেখনীমুখে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। আনুসঙ্গিক দুই একটী প্রসঙ্গের পর সহাস্যবদনে সেলাম করিয়া অন্তরে হাসিতে হাসিতে রডিন মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা অতীত। চতুরশ্বযোজিত একখানি ডাকগাড়ী সেই বিজনবাটীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। রেভারেণ্ড আবি আইরিনী সেই গাড়ী হইতে নামিয়া বৃহৎ একটা কৃষ্ণবর্ণ লবেদা হস্তে হার্ডির আবাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে একজন চাকর। তাহার হস্তে ডবল বাতীযুক্ত লণ্ঠন। রাত্রি প্রায় দশটা।

আবি আইরিনী হার্ডি সাহেবের অপরিচিত ছিলেন না; উভয়ের নমস্কার বিনিময়ের পর গম্ভীরবদনে আবি কহিলেন, “আপনি কি এ স্থান হইতে দূরদেশে যাইবার ইচ্ছা করেন?”

আবির নিকটে জানু নত করিয়া করযোড়ে হার্ডি কহিলেন, “হাঁ মহাশয়! সংসারে সুখ নাই, ইহসংসার অতি ছার, এখানে ধন, জন, বন্ধু, বান্ধব, পুত্র, কলত্র, সমস্তই অসার; কেহই কাহারও নহে। আর আমি সংসারে থাকিব না, আপনি দয়া করিয়া আমাকে কোন সুদূর প্রদেশে প্রেরণ করুন, সেই স্থানে আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া একমাত্র পরাৎপর পরমপিতার নিকট স্বীয় দুষ্কর্ম্মের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এই নশ্বরজীবনের নশ্বরত্ব সার্থক করিব।”

মনে মনে অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া আইরিনী কহিলেন, “এমন পরমার্থকথা কেবল আপনাতেই শোভা পায়; সংসারের সমস্ত সুখ আপনি এই বয়সে সম্ভোগ করিয়াছেন, বিনা স্বার্থে বহুলোকের উপকার করিয়াছেন, আপনার তুল্য মুক্তহস্ত দাতা এই পারিসসহরে অতি কম; আপনার এমন সুমতি না হইলে আর কাহার হইবে? আপনি ধন্য! কৃপাময় আপনাকে কৃপা করিবেন। অদ্যই শুভদিন, আসুন, অদ্যই আমি আপনাকে সুদূরস্থ শান্তি-পর্ব্বতে লইয়া যাইব।”

হার্ডি বসিয়া ছিলেন, অদ্যই শুভক্ষণ, এই শুভসূচক শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্যগ্রপদে তিনি সহসা সমুত্থিত হইলেন; ব্যগ্রস্বরে কহিলেন ‘চলুন—চলুন মহাশয়! চলুন, আর তিলমাত্র বিলম্ব করাও আমার পক্ষে শুভকর নয়।”

আর কিছুরেই প্রয়োজন নাই। গৃহের সমস্ত জিনিসপত্র পড়িয়া রহিল কেবল পার্থিব অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি লইয়া অকপট আত্মপ্রত্যয়ী অভাগা মসুর হার্ডি সেই ধর্ম্মান্ধ আবি আইরিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তৎপশ্চাতে আলোকধারী ভৃত্য।

বাটী হইতে বাহির হইয়া ভৃত্যটা যথাস্থানে চলিয়া গেল। হস্তস্থিত কৃষ্ণ লবেদাটা হার্ডির

সর্ব্বাঙ্গে ঢাকা দিয়া আব আইরণী তাঁহার সহিত প্রফুল্লচিত্তে ডাকগাড়ীতে উঠিলেন। আবির আদেশে শকটচালকেরা অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিল, গাড়ীখানা নক্ষত্রবেগে ছুটিল। পাঁচমিনিটে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময় সম্মুখে একটু দূরে ৮।১২জন লগুড়ধারী লোক নয়নগোচর হইল।

তাহারা কে?—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ক্যাগোবার্টপুত্র বীরবর এগ্রিকোলা ধর্ম্মশীল গেত্রিগকে লইয়া ইত্যগ্রে গোপনে হার্ডির গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে সংসারে আনিবার পরামর্শ করিয়াছিলেন, সেই রাত্রেই আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবার কথা ছিল; হার্ডিকে লইয়া যাইবার জন্যই এগ্রিকোলা কতকগুলি লোক সঙ্গে করিয়া এই দিকে আসিতেছিলেন; তাঁহারাই ঐ। ক্রমে তাঁহারা শকটের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গেও মশাল ছিল, শকটের আলোকরশ্মি স্তিমিত হইলেও মশালের আলোতে তেজস্বী এগ্রিকোলা অবাধে আবি ও হার্ডির মুখ দেখিতে পাইলেন। চীৎকার করিয়া কহিলেন, "আপনি কোথায় যাইতেছেন? কালসর্পকে বিশ্বাস করিয়া কোন কালগহ্বরে আশ্রয় লইবার ইচ্ছা করিয়াছেন?"

হার্ডির উদ্দেশে সরোষে কম্পিতস্বরে এই কথা বলিয়া বলবান্ এগ্রিকোলা একহস্তে সম্মুখের অশ্বের লাগাম ধরিলেন; আবিকে মারিবার জন্য অন্যহস্তে মুগুর তুলিলেন। দলস্থ অপর লোকেরাও মহা কোলাহল করিয়া আপনাপন হস্তযষ্টি উত্তোলন করিল। আবি দেখিলেন, বিভ্রাট! সক্রোধে উচ্চস্বরে শকটবানকে হুকুম দিলেন, "তুমি লোকটার বুকের উপর দিয়া গাড়ী চালাইয়া যাও! শত মুদ্রা পুরস্কার!

শকটবান্টী আবি অপেক্ষা কিছু অধিক দয়ালু ছিল, সে ব্যক্তি এগ্রিকোলাকে প্রাণে মারিল না, হস্তস্থিত চাবুকের উল্টা দিক্ দিয়া সজোরে এগ্রিকোলার মস্তকে প্রহার করিল। অর্দ্ধমূর্চ্ছিত হইয়া এগ্রিকোলা ঘুরিয়া পড়িলেন। হায়, হায় করিতে করিতে দলস্থ লোকেরা ঘোড়াদের সম্মুখ হইতে তাঁহাকে পার্শ্বে সরাইয়া লইল। গাড়ীখানা আরও অধিকতর বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

এগ্রিকোলার আকিঞ্চন বৃথা হইল! গেত্রিগের কর্ম্মযোগ-বক্তৃতা বিফল হইয়া গেল! মন্ত্রপ্রভাবে সংসারবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক হতভাগ্য কুঠীয়াল হার্ডি কৃষ্ণগাউনদিগের শান্তি-পর্ব্বতের নির্জ্জন গুহায় আশ্রয় লইলেন। এগ্রিকোলার লোকেরা এগ্রিকোলার মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল, পাদ্রীমহাশয়ের গাড়ীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিল না। হার্ডিসাহেব পর্ব্বতগুহায় রহিলেন। মহাশয়দিগের মন্ত্রৌষধের পরাক্রমে সেই হতভাগ্য নির্দ্দোষ ভদ্রসন্তান ক্রমেক্রমে জীর্ণশীর্ণ হইয়া সংসারবাতাসে শেষ নিশ্বাস মিশাইলেন।

রেনিপণ্টবংশের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে যখন যাহার এইরূপ অবস্থা হয়, তৎপরক্ষণেই যে একপ্রকার অলৌকিককার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, হার্ডির সমাধির পরেও ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে ঠিক সেইরূপ কার্য্য হইয়াছিল, পাঠকমহাশয়েরা অনুক্ষণে অনুভবেই সে কথা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। উপসংহারেও তাহা পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তিন কথা।

দিজিয়ার-প্রাসাদে রডিন উপস্থিত। বউ-রাণীর সহিত অনেক বিষয়ে তাঁহার অনেক কথা হইল। কুমারী অত্রিয়াণীর সহিত কুমার জাল্মার বিবাহের প্রসঙ্গে রডিন হাস্য করিলেন, বউরাণীও মৃদু মৃদু হাসিয়া নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী দেখাইলেন।

একটু পরে রডিন আপন আবাস-গৃহে গমন করিয়া একখানি চিঠি লিখিলেন। অনন্তর অন্যমনস্ক হইয়া গৃহের ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় বাটীর বাহিরে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। একজন ভৃত্যও সেই সময় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রডিনের হস্তে একখানা পত্র দিল। ব্যগ্রভাবে রডিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইমাত্র যে গাড়ীখানা আসিয়া দরজায় লাগিল, সেখানা কিসের গাড়ী? কোথা হইতে আসিল?"

ভৃত্য।—ডাকগাড়ী।—রোম হইতে আসিয়াছে।

রডিন।—রোম হইতে?—গাড়ীতে কে আসিয়াছেন?

ভৃত্য।—আমাদের মহিমান্বিত কোম্পানীর একটী মাননীয় পাদ্‌রী সাহেব।

শুনিয়াই রডিন সহসা চমকিয়া উঠিলেন! রোম হইতে পাদ্‌রী আসিয়াছেন, ব্যাপার কি? মনে মনে রডিনের সংশয় উপস্থিত হইল। রডিন অন্তরে অন্তরে উচ্চ আশা পোষণ করেন। ইতিহাসে পাওয়া যায়, অনেক লোক সামান্য অবস্থা হইতে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল; সেই সকল ঘটনা স্মরণ করিয়া রডিন স্বয়ং রোমরাজ্যের পোপ হইবার আশা রাখেন। আশাটা কোন গতিকে রোমনগরে কাণাকাণি হইতেছে, সেই উপলক্ষে তথায় তাঁহার (রডিনের) কতকগুলি শত্রু হইয়াছে, ইহাও রডিন শ্রবণ করিয়াছেন। দিজিয়ার প্রাসাদে কলেরা-আক্রমণ সময়ে সেই সন্দেহেই কার্ডিনাল মালিপিয়ারীকে তিনি বলিয়াছিলেন, "উঃ! কে আমাকে বিষ খাওয়াইয়াছে!"

রোমরাজ্যে কোন কোন রাজকীয় ব্যাপারের গুরুত্ব বিবেচনায় বিষপ্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থাই রডিনের সন্দেহের কারণ। রোম হইতে নূতন পাদ্‌রীর আগমনের সংবাদে তিনি অনেক প্রকার তর্ক-বিতর্ক মনে আনিলেন; ভৃত্য তাহার কিছুই বুঝিল না। পূর্ব্বকথিত পত্রখানি হস্তে ধারণ করিয়া ভৃত্যকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পত্র কোথা হইতে আসিয়াছে?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "আমাদের সেণ্ট হেরেম নিবাস হইতে।"

এই হেরেম-নিবাসটী ফরাসী যেসুইত মহাশয়দিগের শান্তিপল্লী। আবি আহারণী মহাশয় মুমূর্ষু ফ্রান্সিস হার্ডিকে সেই শান্তিপল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন। হার্ডি তথায় কাথোলিক-ধর্ম্মসন্ন্যাসী হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ প্রাপ্য বিষয়-আশয়ের দলিল যেসুইত-সঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন। সেই হেরেম-নিবাসের এই পত্র!—শিরোনামে আবি আহারণীর হস্তাক্ষর দেখিয়া রডিন তখন আশ্বস্ত হইলেন। ভৃত্যকে বিদায় দিয়া তিনি সেই পত্রখানি খুলিলেন। লেখা ছিল:—

"বাবাজী! আপনার অবগতির নিমিত্ত

দ্বারা আমি একটী অদ্ভুত সমাচার প্রেরণ করিতেছি। ফ্রান্সিস্ হার্ডির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য শবাধার বিশূকটী আপাততঃ আমাদের গির্জাবাড়ীর নিম্নদেশে প্রোথিত রাখা হইয়াছিল। অবসরক্রমে তাহা উঠাইয়া নিকটবর্ত্তী সহরের সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে কবর দেওয়া হইবে, ইহাই অবধারিত ছিল। অদ্য প্রাতঃকালে আমাদের লোকেরা পূর্ব্বোক্ত গোরস্থান খুঁড়িয়া কফিনটী স্থানান্তর করিবার আয়োজন করিতেছিল, দেখিল, সে কফিন সে স্থানে নাই। ব্যাপার অবশ্যই আশ্চর্য্য, কিন্তু ডাক্তারের সার্টিফিকেট যখন নিশ্চিত মৃত্যু বিজ্ঞাপক এবং সেই সার্টিফিকেট যখন আমরা রাখি, তখন দেহটা অদৃশ্য হওয়াতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে, এমন বিবেচনা করি না।"

আবি আইরিনী এই পত্র লিখিয়াছেন। রডিনের নামেই শিরোনাম। পত্রপাঠ করিয়া রডিন ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিলেন। কবর খুঁড়িয়া মৃতদেহ কে লইয়া গেল। মৃতদেহে কাহারই বা কি দরকার? সত্য সত্যই আশ্চর্য্য ব্যাপার! গিয়াছে গিয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা হইবে না। অন্বেষণ করা প্রয়োজন হইবে। ভাবিয়া ভাবিয়া রডিন ইহাই অবশেষে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন। পত্রখানি পকেটে রাখিয়া তিনি একবার নিকটস্থ ক্ষুদ্রঘণ্টাটী বাজাইয়া দিলেন। একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল। ঐ পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বে রডিন একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ভৃত্যের হস্তে সেই পত্রখানি অর্পণ করিয়া তিনি এইরূপ উপদেশ দিলেন, "অবিলম্বে ইহা যথাস্থানে পাঠাইয়া দাও। বাহককে বলিয়া দিও, প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য যেন অপেক্ষা করে।"

পত্র লইয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। কাহার নামে পত্র, কোথায় যাইবে, পাঠকমহাশয় এ স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব অবগত থাকুন। পাদরী-মহাশয়দিগের ধর্ম্মপত্রিকার সুরসিক সম্পাদক পণ্ডিতবর লিলি মৌলীন যেখানে থাকেন, সেই স্থানেই এই পত্র যাইবে। তাঁহার নামেই শিরোনাম। বউরাণীর উপদেশে বিবি কলম্বীর সহিত কি একটা পরামর্শ করা আবশ্যক, তাহাই ঐ পত্রে লেখা আছে।

ভৃত্য বিদায় হইবামাত্র আর একটী পাদরী সাহেব রডিনের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সংবাদ দিলেন, রোমনগর হইতে রেভারেণ্ড কাবক্সিনী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। পোপরাজ্যের ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহাকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন।

সংবাদ শুনিবামাত্র রডিনের শরীরের অল্পমাত্র রক্ত যেন তরল হইয়া শীঘ্র শীঘ্র বহিল। এই সুচতুর রডিনের মনোভাব ও গতিক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র ধরা যায় না। মনুষ্যচক্ষের অগোচরে একটু চাঞ্চল্য আসিল, তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া তিনি পুনর্ব্বার শান্তভাব ধারণ করিলেন। বার্ত্তাবহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কাবক্সিনী কোথায়?" উত্তর পাইলেন, পাশের ঘরে। আদেশ দিলেন, "সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।"

অর্দ্ধমিনিট পরেই রোমনগরের পাদরী কাবক্সিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন তাঁহাকে সেই স্থানে রাখিয়া বার্ত্তাবহ যথাস্থানে ফিরিয়া গেলেন। গৃহে তখন কেবল রডিন আর কাবক্সিনী।

বাবা কাবক্সিনী অত্যন্ত বেঁটে। নাসি[illegible] কাটা দেহের অনুরূপ খর্ব্ব, মোমের পুতুলে[illegible] [illegible] ইহার মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দীর্ঘ স্থূল; ভুঁড়িটার ভাগসর্ব্বাপেক্ষা অধিক; একটী চক্ষু কাণা। বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর।

আসন হইতে উত্থিত হইয়া রডিন দ্রুতগতি এই অভ্যাগত পাদরীটীকে অভ্যর্থনা করিতে যাইতেছিলেন, অতিথি অগ্রসর হইয়া যুগল হস্তে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন; বারম্বার সস্নেহে বক্ষঃস্থলে পেষণ করিতে লাগিলেন; উন্মত্তের ন্যায় পুনঃপুন উভয় গণ্ডে চুম্বন আরম্ভ করিলেন। উপর্য্যুপরি শত শত চুম্বন! চুম্বনের উচ্চশব্দে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! চুম্বনের উপদ্রবে রডিন অতিশয় অস্থির হইলেন! অদ্যাবধি রডিনকে এমন চুম্বন কেহ কখনও করেন নাই। বিশেষতঃ রডিন সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ। সহসা তিনি ভাবিলেন, এত আদর, যেখানে এই স্নেহাবরণের ভিতর সেখানে নিশ্চয়ই কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা লুকাইয়া থাকিতে পারে। অতএব তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বাবাজী! যথেষ্ট হইয়াছে! আমি গরীব, আমি আপনাদের বৃদ্ধ ভৃত্য, আমাকে অত বেশী বেশী চুম্বন করিবেন না। উহাতে আমার কষ্ট হয়।"

একচক্ষে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে কাবকৃসিনী পুনর্ব্বার চুম্বন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য রডিন অনেক ধস্তাবস্তি করিলেন, কিন্তু তিনি কৃশ, আক্রমণকারী বলবান্, কিছুতেই হস্তবন্ধন ছাড়াইতে পারিলেন না। বারম্বার চুম্বন করিতে করিতে কাবকৃসিনি কহিলেন, "এখানে চুম্বন করিবার পাত্রই আপনি। আপনার মহামান, মহা গৌরব, মহা বুদ্ধি; আপনাকে চুম্বন করিতে আমার বড় আমোদ।"

সে সকল কথায় মনোযোগ না রাখিয়া ব্যগ্রভাবে রডিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?" পুনর্ব্বার চুম্বন করিয়া কাবকৃসিনী উত্তর করিলেন, "আমাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। রেণীপণ্ট-পরিবারের বিষয়বিভব উদ্ধার করিয়া আমাদের পবিত্র সমাজে অর্পণ করিবার নিমিত্ত আপনি যথোচিত পরিশ্রম করিতেছেন, আপনার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিপ্রভাবে অভীষ্টসিদ্ধির উপায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, এখন আপনার একজন সহকারী প্রয়োজন; আমি আপনার সহকারী হইয়া যথাসাধ্য সহায়তা করিব, ধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাশয়ের এইরূপ নিয়োগ, এইরূপ অভিপ্রায়।"

এইরূপ উত্তরদান করিয়াছি বাবা কাবকৃসিনী বাবা রডিনের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। অধীর হইয়া রডিন কহিলেন, "তোষামোদ আমি ভালবাসি না, নরপূজা আমি ইচ্ছা করি না, আপনি বৃথা আমার তোষামোদ করিতেছেন। প্রতিমা-পূজকের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আমাকে অপরাধী করিতেছেন। আমাদের সমাজের কার্য্যবিধি এ প্রকারের নহে। প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া প্রগাঢ় চুম্বন করিয়াছেন। আমার কপোল-যুগল যেন মধুমক্ষিকার দংশনজনিত যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে। আপনি গাত্রোত্থান করুন।" এই বলিয়া কাবকৃসিনীর উভয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তুলিয়া বসাইলেন। কাবকৃসিনী কহিলেন, "যতদূর আসিয়াছি, ততদূর কেবল আপনাকে চুম্বন করিবার অভিলাষ পোষণ করিয়া রাখিয়াছি। বেশী কি বলিব, আমার অন্তরাত্মা অগ্রে ছুটিয়া আসিয়াছে, দেহটী কেবল পশ্চাতে পড়িয়াছিল, এতক্ষণে

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যে অভিপ্রায়ে আমার আসা, তাহা বিশেষ আনন্দপ্রদ, প্রফুল্লতাপ্রদ এবং মোহপ্রদ। অভিপ্রায়ও আপনি অবগত হইলেন। আর একটী নিদর্শন আছে।"—এইরূপ ভূমিকা করিয়া রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতিনিধি আপনার পকেট হইতে একটী কাগজের মোড়ক বাহির করিলেন। তাহাতে তিনটী শীল করা। সেই শীলের উপর তিনবার চুম্বন করিয়া মোড়কটী তিনি রঙিনের হস্তে দিলেন। রঙিনও সেইরূপে চুম্বন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে মোড়কটী খুলিলেন; মনে মনে পাঠ করিলেন; তাহার পর পকেটে রাখিয়া গদ্গদবচনে কহিলেন, "আচ্ছা, ধর্ম্মাধ্যক্ষের অনুমতি পালিত হউক।"

আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া কাবকৃসিনী বলিলেন, "আপনি আমাদের ধর্ম্মসভার আলোকদীপ্তি, আমি সেই দীপ্তির ছায়া হইব; আপনার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা হইয়া অর্পিত কর্ত্তব্যকার্য্যের অর্দ্ধাংশ নির্ব্বাহ করিব।"

কথাগুলি শ্রবণ করিয়া রঙিন ভাবিলেন, লোকটী বেশ অভিনয় জানে; উত্তম চতুরতার অভিনয় করিল। দেখা যাউক, কার্য্যে আবার কতদূর দেখায়। মনে মনে আমার উচ্চ আশা জাগরূক রহিয়াছে। দেশের লোকেরা আমার শত্রু; তাহারাই যে আশা জাগিতে পারিয়াছে; হয় ত আমাকে প্রাণে মারিবার ইচ্ছা তাহাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকিবে। হঠাৎ যখন আমার কলেরা হয়, আমি ভাবিয়াছিলাম, হয় ত কে আমাকে বিষ খাওয়াইয়াছে। এই লোকটী যখন তত চুম্বন করিল, তখনও আমার ভয় হইয়াছিল। পরমেশ্বর করুন, আমি যেন বুঝিতে পারি, সে চুম্বনামৃতে বিষ মিশ্রিত নাই।

রঙিন এইরূপ ভাবিলেন। ঠিক এই সময় লিলি মৌলীন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাবকৃসিনীর সাক্ষাতে রঙিন তাঁহাকে যথাযথ উপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া লিলি মৌলীন সরাসর বিবি কলন্ধীর ভবনে চলিয়া গেলেন। বিবি কলন্ধী কি কার্য্যে নিযুক্ত?—কুমারী অদ্রিয়ানীর যেমন রূপ, যেমন বয়স, সেইরূপ রূপবতী সেইরূপ বয়স্কা একটী সুন্দরী যুবতী মিলাইয়া দিবেন। কয়েকদিনাবধি সন্ধান করিতেছিলেন, সন্ধান হইয়াছে, বিবি কলন্ধী এই কথা লিলি মৌলীনকে কহিলেন। লিলিমৌলীন সেই সুসমাচার লইয়া পুনর্ব্বার রঙিনের নিকট আসিলেন। রঙিনের আনন্দ অসীম! কাবকৃসিনীকে সেই গৃহে রাখিয়া পত্রিকা সম্পাদককে বিদায় দিয়া আনন্দিত রঙিন একবার গৃহ হইতে বিদায় হইলেন। ক্ষুদ্র একখানি পত্র তাঁহার পকেটে ছিল, তিনি স্বহস্তে সেই পত্রখানি ডাকঘরের পত্রাধারে ফেলিয়া দিলেন। পত্রে শিরোনাম ছিল, "মসূর এগ্রিকোলা বাদোইন, ২ নং ত্রিনিটি রোড, পারিস।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ফিরিঙ্গীর বন্ধুত্ব।

কুমারী অদ্রিয়াণীর সহিত কুমার জালুমার বিবাহ, উভয়ের প্রেমানুরাগে এই বিষয় স্থির হইয়া গিয়াছে। গৌরবিণী বউরাণী এই পরিণয় সম্বন্ধে সম্মতিদান করিয়াছেন। তদবধি রাজকুমার জালুমা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া মন ঘন সূর্য্যের প্রতি নেত্রসঞ্চালন করিতেছিলেন। সূর্য্য যেন সে দিন আর অস্ত যাইতে চাহেন না, বেলা যেন ফুরায় না, প্রেমানুরাগী যুবা রাজপুত্র ইহাই ভাবিতেছিলেন, এমন সময় ফিরিঙ্গী আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ফিরিঙ্গীকে দেখিয়া রাজকুমারের সুখস্বপ্নে বাধা পড়িল। অদ্রিয়াণীকে তিনি বিবাহ করিবেন, ফিরিঙ্গী ইহা জানিত; বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সেই বিবাহে বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল। পাদ্রী-মহোদয়গণকে ধন্যবাদ! তাঁহাদের অন্তরস্থ মৎলব তাঁহাদের অন্তরমধ্যেই নিদ্রিত থাকে, তাঁহাদের প্রসাদে ফিরিঙ্গীর সে দুশ্চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, রাজকুমার তাহাও শুনিয়াছিলেন। প্রেমচিন্তাকে ক্ষণকাল কিঞ্চিৎ অন্তরে রাখিয়া ফিরিঙ্গীকে তিনি কহিলেন, "ফিরিঙ্গী! আমার শত্রুপক্ষের সহিত তুমি মিলন করিয়াছিলে, যাহাতে আমার অমঙ্গল হয়, তাহারও চেষ্টা পাইয়াছিলে, কিন্তু স্মরণ কর, আমি তোমার কিছুমাত্র অনিষ্ট করি নাই। তুমি দুষ্ট, সেই কারণে তুমি অসুখী, যদি তুমি এখনো ভাল হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে সুখী করিব। যদি তুমি টাকা চাও, যত চাও, আমি তোমাকে তাহা দিব। যদি তুমি বন্ধু চাও, তাহাও পাইবে। তুমি গোলাম, আমি রাজপুত্র, আমিই তোমার বন্ধু হইব; তুমি একটী রাজপুত্রকে বন্ধু পাইবে।

ফিরিঙ্গী চতুরতা পূর্ব্বক টাকা চাহিল না, বন্ধুত্ব চাহিল। রাজকুমার প্রতিদিন এক একবার কুমারীর গৃহে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন অনেকক্ষণ উভয়ে একসঙ্গে থাকেন, ইহা ফিরিঙ্গী জানিত, কিন্তু একদিনও কুমারের সম্মুখে অদ্রিয়াণীর নাম উল্লেখ করে নাই। রডিন সেদিন লিপি মৌলবীদের দৌত্যকার্য্যে শুভসংবাদের সমাচার প্রাপ্ত হন, তাহার পরদিন তিনি স্বহস্তে এগ্নিকোলার নামের পত্রখানি ডাকঘরে দেন এবং ফিরিঙ্গীকে রাজকুমারের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাতেই পাঠকমহাশয় বুঝিবেন, ফিরিঙ্গী আপন ইচ্ছায় রাজকুমারের সহিত দেখা করিতে আইসে নাই, রডিনের উপদেশেই আসিয়াছে।

উপরে বলা হইল, রাজকুমার জালুমা প্রত্যহ কুমারী অদ্রিয়াণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু এইদিন তিনি সাক্ষাৎ করিতে যান নাই। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে কুমারীর নিকট হইতে তিনি পত্র পান। কুমারী লিখিয়াছেন, "আগামী কল্য দিনমানে তোমার এখানে আসিবার কোন প্রয়োজন নাই। সমস্ত দিন গৃহে থাকিয়া আমাদের শুভ-পরিণয়ের উপযুক্ত আয়োজন করিবে।"—সেই জন্যই রাজকুমার গৃহে রহিয়াছেন।

ফিরিঙ্গীর সহিত কথা হইতেছে, মধ্যে মধ্যে এক একবার ফিরিঙ্গীর মুখের দিকে রাজপুত্রের প্রশান্ত নেত্র কটাক্ষে ঘূর্ণিত হইতেছে। দেখিয়া দেখিয়া রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিঙ্গী! আজ তোমার মুখখানি এমন শুষ্ক শুষ্ক কেন? কিছু কি তুমি ভাবিতেছ? তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে? মানসিক কি তুমি কাতর আছ?"

সজলনয়নে ফিরিঙ্গী রাজকুমারের পদতলে নিপতিত হইল; অতি ক্ষীণস্বরে মিনতি করিয়া বলিল, "আমি বড়ই হতভাগ্য, আমার দুর্দশার শেষ নাই। রাজকুমার! আপনি আমাকে দয়া করুন, এ সঙ্কটে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

দুর্বৃত্তের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া রাজকুমারের দয়া হইল। হস্তধারণ করিয়া তুলিয়া তাহাকে তিনি সদয়ভাবে কহিলেন, "কি কষ্ট, আমাকে বল। বিশ্বাস করিয়া বন্ধুর নিকটে দুঃখের কথা প্রকাশ করিলে দুঃখের অনেক শান্তি হয়, পণ্ডিতেরা এই কথাই বলেন। অসঙ্কোচে তুমি আমার নিকটে কষ্টের কথা প্রকাশ কর, তুমি আমার বন্ধু, আমাকে তুমি বিশ্বাস কর, তোমার চক্ষে জল দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে। আমার হৃদয়েশ্বরী কুমারী কার্ডোবিলী নিজমুখে আমাকে বলিয়াছেন, পবিত্র প্রেমের নয়নে অপরের নয়ননীর অসহ্য।"

যেন কতই হতাশের যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠে ফিরিঙ্গী কহিল, "পবিত্র প্রেম!—উঃ! কে বলে পবিত্র! অসুখের প্রেম! মর্ম্মান্তিক প্রেম! বিশ্বাসঘাতক প্রেম! সেই প্রেমে দুই চক্ষু দিয়া শোণিতাশ্রু প্রবাহিত হয়!"

বিস্ময়ে চমকিত হইয়া রাজপুত্র কহিলেন, "ফিরিঙ্গী—ফিরিঙ্গী! কোন্ প্রকার প্রেমের কথা তুমি কহিতেছ?"

ফিরিঙ্গী।—(বিষন্নবদনে) প্রকার অপ্রকার জানি জানি না। আমার নিজের প্রেম! উঃ! সাংঘাতিক প্রেম!

জাল্মা।—(সবিস্ময়ে) তোমার প্রেম?

ফিরিঙ্গী।—আজ্ঞা হাঁ, আমার প্রেম। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, আমি দুষ্ট, সেই জন্য আমি অসুখী। আমি যদি ভাল হই, তাহা হইলে আমি সুখী হইব। কথা ঠিক, কিন্তু একটু উল্টা। আমি অসুখী, সেই জন্য আমি দুষ্ট হইয়াছিলাম। আমি যদি সুখী হই, তাহা হইলেই সৎ হইব। আপনার বাক্যে আমার মনে একটী ভাব উদয় হইল। পবিত্র প্রেম সুখময়, এই মহৎ ভাব আমার অন্তরে প্রবেশ করিল। ঘৃণা ও বিশ্বাসঘাতকতা আমার অন্তর হইতে দূর হইয়া গেল। আমি একটী পরমসুন্দরী যুবতীকে দর্শন করিলাম, রিপুবশে তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু কৈ, সুখী ত হইতে পারিলাম না। আমি দুষ্ট, সেই জন্য পবিত্র প্রেমে অনুরাগী হইলেও সুখ আমার কাছে আসিল না। প্রতারণায় জড়ীভূত হইয়া প্রেমের আশায় আমি এককালে বঞ্চিত হইয়াছি। অবিশ্বাস করিবেন না, হতাশের কথা প্রকাশ করিতেও আমার হৃদয় যেন দ্বিধা হইয়া যাইতেছে! আপনি রাজপুত্র, আপনি আমার বন্ধু হইবেন, আমি গরীব, আমি গোলাম, আমি একজন রাজপুত্রের বন্ধু হইব, সেই ভরসায় আপনার নিকট এই মর্ম্মান্তিক যাতনার কথা প্রকাশ করিলাম।

জাল্মা।—বন্ধু! ভালই করিলে। অন্তর্বেদনার কথা আমার নিকট প্রকাশ করাতে তোমার উপকার হইল। অবিশ্বাস করিব না, বিদ্রূপ করিব না, আমার কাছেই তুমি সান্ত্বনা পাইবে।

ফিরিঙ্গী।—প্রেমে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হয়, প্রেমে যেখানে প্রতারণা বাস করে, সেখানে সেই প্রকার হতভাগা প্রেমিকের উপর সকলেই ঘৃণা করে, সর্ব্বত্রেই তাহার অপমান হয়। যাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ—কাপুরুষ, তাহারাও উপহাস করিয়া থাকে। বিশেষতঃ এদেশে কোন পুরুষ যদি নায়িকার নিকটে উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে সকলেই মুখ বাঁকাইয়া হাস্য করে, দেখা হইলেই টিটকারী দেয়।

জাল্‌মা।—তোমার প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতা মিশ্রিত হইয়াছে, সেটা তুমি ঠিক জান? যদি জান আমার কথা শুন। অতীতবিষয়ের কথা কহিতেছি, ইহা মনে করিয়া তুমি ক্ষুন্ন হইও না। প্রেমে মন্দ হয়, এমন দৃষ্টান্ত আমি অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু মনে রাখি নাই। তুমি প্রতারিত হইয়াছ, পরিতাপ করিতেছ, দুঃখিত হইতেছ, ইহাতে আমি বিশ্বাস করিলাম; আমিও—আমিও ইতিপূর্ব্বে মনে করিতাম, কুমারী অদ্রিয়াণী—আমার প্রাণের প্রেম-প্রতিমা আমাকে ভালবাসেন না। ভাবনাটি বাস্তবিক মিথ্যা, আমার প্রাণপ্রতিমা সত্যসত্যই আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন; বিশেষ পরীক্ষায় আমি এখন তদ্বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি। তোমার সংশয়টা বাস্তবিক আমার ঐ মিথ্যা সংশয়ের ন্যায় মিথ্যা হইবে না, ইহাই বা কে বলিতে পারে?

কিরিঙ্গী।—আপনার এরূপ সন্দেহ হইবার কারণ কি?

জাল্‌মা।—কারণ এই যে, সত্য প্রেম যেখানে থাকে, সেখানেও প্রণয়িনীকে এক একবার ম্লানমুখী দেখা যায়। পরক্ষণেই কিন্তু সেই বদনে প্রেমের প্রফুল্লতা জাগিয়া উঠে। মুখে বলিতে হয় বলিয়া রমণীরা এক একবার প্রেম-প্রসঙ্গে অস্বীকার করে। সেটা স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম।

কিরিঙ্গী।—না প্রভু! ধর্ম্মের কথা নয়; আমার আর কিছুমাত্র আশা নাই। ভাবিলেই আমার মাথা ঘুরিয়া যায়; কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাই না, সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি।

জাল্‌মা।—ভালই করিয়াছ। যাহাকে তুমি প্রতারণা ভাবিতেছ, তাহাই হয় ত তোমার পক্ষে অনুকূল। যাহাকে তুমি ভালবাসিয়াছিলে, যে তোমাকে ভালবাসা দেখাইয়াছিল, সে হয় ত এখন মনে মনে তোমাকে তদপেক্ষাও অধিক ভালবাসে। এই প্রকারেই প্রেমের পরীক্ষা হয়;—কেবল পরীক্ষামাত্র নয়, তাহাতেই প্রেমের মহিমা প্রকাশ পায়।

কিরিঙ্গী।—(সক্রোধে) লোকে ঐ কথা বলে বটে! যাহাদের ভালবাসা অতি ক্ষীণ, অতি নিস্তেজ, তাহারাই ঐ বিশ্বাসের পক্ষপাতী। যাহারা সত্য ভালবাসিতে জানে, যাহাদের ভালবাসা হৃদয়কন্দর হইতে উত্থিত হয়; তাহারা কদাচ কোন প্রকার সন্দেহ রাখিতে পারে না, সন্দেহের কোন হেতুও উপস্থিত হয় না। পুরুষ একটী কথা কহিলে গুরু আজ্ঞা জ্ঞান করিয়া রমণী তাহা পালন করে। ধন, জন, জীবন, যৌবন সত্যপ্রেমিকারা স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে ভালবাসা প্রেমিকের করে সমর্পণ করে। যাহারা ক্রূরমতি, চপলা, চতুরা, পুরুষকে বশীভূত করিয়া তাহাদের উপর বিজয়লাভ করাই তাহাদের ভালবাসা; রিপুর পরাক্রম বাড়াইয়া দিয়া সেই সকল রমণী মনে মনে হাস্য করে, পুরুষকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া আমোদিনী হয়। তাহারা ডাকিনী! পুরুষকে কাঁদাইয়া তাহাদের চক্ষের জলে আপনাদের অহঙ্কারকে বিধৌত করিয়া দেয়। পুরুষ যদি রমণীর পায়ে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও উদ্যত হয়, চতুরা কামিনীরা তাহা দেখিয়াও জ্রক্ষেপ করে না; প্রেমাকাঙ্ক্ষী পুরুষকে নিরাশাসাগরে ভাসাইতে তাহাদের অতুল আনন্দ। সুপবিত্র সত্য-প্রেম যে প্রেমময়ী রমণীর হৃদয় অধিকার করে, সে রমণী আপন মনোনীত পুরুষকে মুক্তকণ্ঠে বলে, "অদ্য হইতে আমি তোমার হইলাম। কল্য যদি এই প্রেমে কেহ লজ্জা দেয়, এই প্রেমে যদি নৈরাশ্য আইসে, এই প্রেমে যদি মৃত্যু হয়, তাহাও গ্রাহ্য করিব না

আমারে লইয়া তুমি সুখী হও। তোমার নেত্রের একবিন্দু অশ্রু অপেক্ষাও আমার প্রাণের মূল্য অল্প।"

ভাবপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ, আশাপূর্ণ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমার জাল্মার হৃদয়সাগর ক্ষণকালের জন্য যেন কিছু উদ্বেলিত হইল। মনে মনে তিনি অনেক আলোচনা করিলেন। প্রেমের অন্তরে এমন যদি ঘটে, তাহা হইলে মৃত্যুই বরং আদরণীয়। কুমার ভাবিলেন, আমার প্রেমে এমন শঙ্কা ঘটিবে না। অদ্রিয়াণার প্রেমে কখনই আমাকে হতাশ হইতে হইবে না। ফিরিঙ্গী তবে এমন কেন করে? ভাবিতে ভাবিতে কতক্ষণ ফিরিঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "দুঃখে অবসন্ন হইয়াই ক্রমে ক্রমে তুমি আপনাআপনি হতাশ হইতেছ। আগে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, এখন অস্বীকার করিতেছে;—তোমার ভালবাসা রমণীর কেবল যদি এইমাত্র দোষ হয়, সাহস অবলম্বন কর, মনে মনে সন্তুষ্ট থাক, কোন চিন্তা নাই। সে রমণী তোমাকে সত্যসত্যই ভালবাসে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ব্বাপেক্ষা হয় ত অধিক ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেরূপ অন্তরঙ্গ ভালবাসা তুমি কল্পনাতেও আনিতে পার না।"

ফিরিঙ্গী।—হায় হায়! তেমনটী কি আমার ভাগ্যে আছে? না মহারাজ! তাহা নাই। আমি বেশ বুঝিয়াছি, প্রণয়, শিষ্টাচার তেজস্বিতা, মর্য্যাদা, মহিমা, এই সকল গুণ অপেক্ষা সেই রমণীর অন্তরে আর কিছু গুপ্ত-বস্তু আছে। সে রমণী সেই বস্তু ত্যাগ করিতে চাহে না, কাজে কাজে আমাকেও আর ভালবাসিতে পারে না।

জাল্মা।—না বন্ধু! তোমার ভ্রম হইতেছে। আপনা আপনি তুমি প্রতারিত হইতেছ। নারীজাতির প্রেম যতই প্রবল হয়, ততই তাহাতে সতীত্ব ও মহত্ত্ব অধিক উজ্জ্বল হইয়া থাকে। প্রণয়ের পরাক্রম অনেক উচ্চ, প্রণয়ের পরাক্রমে সততা, শিষ্টতা ও পবিত্রতা স্বতই জাগিয়া উঠে। প্রেমের বশীভূত সকলেই, প্রেমকে বশীভূত করিবার লোক অল্প।

ফিরিঙ্গী।—হাঁ মহারাজ! এ কথা সত্য, মানিলাম আপনার মহত্ত্ব অসীম, কিন্তু আমার প্রেম আমাকে শাসন করিতেছে। সেই রমণী আমাকে যেন বলিতেছে, যে ভাবে ভাল-বাসিতে আমি বলি, সেই ভাবে তুমি আমাকে ভালবাস; আমার কথার উপর কথা কহিও না। সেটা কি রকম ভালবাসা মহারাজ? কামিনীর হুকুমে আমাকে ভালবাসিতে হইবে?

বলিতে বলিতে ফিরিঙ্গী হঠাৎ চুপ করিল। মাথা নীচু করিয়া এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার অবয়বে ঘৃণা, ক্রোধ এবং নৈরাশ্য যেন এককালে জ্বলিয়া উঠিল! হস্ত-ধারণ করিয়া সস্নেহে রাজপুত্র বলিলেন, "শান্ত হও প্রিয়বন্ধু, সুস্থির হও! বন্ধুত্বের উপদেশ শ্রবণ কর। তোমার বৃথা সন্দেহ অচিরেই দূর হইয়া যাইবে। আর কি তোমার বলিবার আছে, স্বচ্ছন্দে আমার কাছে ব্যক্ত কর।"

ফিরিঙ্গী।—না না মহারাজ! আর পারিব না। বড়ই ভয়ঙ্কর কথা!

জাল্মা।—তবু—তবু, যাহা বলিবার আছে নির্ভয়ে বল। আমি হুকুম করিতেছি, গোপন করিও না।

ফিরিঙ্গী।—না মহারাজ! বলিব না। আমি হতভাগ্য! নৈরাশ্য আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছে; নৈরাশ্য-ক্রোড়েই অভাগার মৃত্যু ভাল!

জাল্মা।—বল কি! আমার মিত্রপাশে বদ্ধ হইয়া চিরদিন তুমি নৈরাশ্যের সেবা করিবে? ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে?

ফিরিঙ্গী।—হায় হায়! আরও আপনি শুনিবেন?—আমার হৃদয়ভেদী দুঃখের কথা আরও শুনিতে আপনার ইচ্ছা হয়?

জাল্‌মা।—সমস্ত শ্রবণ করাই আমার ইচ্ছা।

ফিরিঙ্গী।—ইচ্ছা যদি, তবে বলি। দেখুন মহারাজ! অনেক বলিবার আছে। পাছে উপহাসাস্পদ হই, সেই লজ্জায়—সেই ভয়ে বলিতে বলিতে চাপিয়া যাই। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা কেবল সন্দেহ। অস্বীকার এবং ম্লানভাব, তাহা কিন্তু প্রকাণ্ড। তাহা ছাড়া আজ সন্ধ্যাকালে—

জাল্‌মা।—(শশব্যস্তে) বল—বল, বলিয়া যাও!

ফিরিঙ্গী।—আজ সন্ধ্যাকালে সেই স্ত্রীলোক আর একজনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। আজ রাত্রেই এক জায়গায় তাহাদের উভয়ের মিলন হইবে। সেই ডাকিনী আমা অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভালবাসে।

জাল্‌মা।—এ কথা তোমাকে কে বলিল?

ফিরিঙ্গী।—একটী অপরিচিত লোক; নূতন লোক। আমি ভ্রমে পড়িয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি আমার দুর্দ্দশার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

জাল্‌মা।—আচ্ছা, বোধ কর, সেই লোক যদি তোমার সহিত তামাসা করিয়া থাকে? কিম্বা সত্য তত্ত্ব না জানিয়া সে যদি নিজেই প্রতারিত হইয়া থাকে?

ফিরিঙ্গী।—প্রতারণার সম্পর্কও নাই, তামাসার কথাই নাই। কেননা, তিনি প্রমাণ দিতে প্রস্তুত।

জাল্‌মা।—কি প্রমাণ?

ফিরিঙ্গী।—আজ রাত্রে যেখানে সেই দুই জনের মিলন হইবে, তিনি তাহা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন। আমি স্বচক্ষে সেইখানে গিয়া যুগলমিলন দর্শন করিব, দুষ্ট প্রেমের দাগাবাজী পরীক্ষা করিব!

জাল্‌মা।—উভয়ে এক স্থানে দেখা হইবে, ইহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু যদি কু-অভিপ্রায়ে না হইয়া অন্য কোন শুভ অভিপ্রায়ে হয়, তাহা হইলে তুমি কি করিবে?

ফিরিঙ্গী।—কিছুই করিব না; কিন্তু আমার মাথা ঘুরিতেছে, সেখানে যাইবার অগ্রে কি করিব, তাহারই পরামর্শ লইতে এখানে আসিয়াছি।

বলিয়াই ফিরিঙ্গীটা উন্মত্তের ন্যায় হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "পরামর্শ লইতে আসিয়াছি! কিসের পরামর্শ? কাহার পরামর্শ? আমার তীক্ষ্ণধার ছোরার নিকটে পরামর্শ লইব। ছোরাকে পরামর্শ দিব, রক্ত—রক্ত—রক্ত!"

উগ্রস্বরে এই কথা বলিয়াই উন্মত্ত ফিরিঙ্গী আপন কটিলম্বিত দীর্ঘ ছোরার কোষ স্পর্শ করিল। জাল্‌মা কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার একটী পূর্ব্বকথা মনে পড়িল। অদ্রিয়াণীর গৃহে যেদিন বউরাণী যান, জাল্‌মাও সেইদিন তথায় উপস্থিত হন। অদ্রিয়াণীর শয়নগৃহে এগ্রিকোলা বাদোইন লুকাইয়া ছিল, বউরাণী সেই কথা জাল্‌মাকে বলেন। কুজাও সেইখানে ছিল। অদ্রিয়াণীর কুচরিত্র শ্রবণ করিয়া জাল্‌মা সেইদিন তিন জনকেই কাটিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন;—বউরাণীকে, অদ্রিয়াণীকে আর কুজাকে। পাঠকমহাশয়গণের সে কথা স্মরণ আছে। ফিরিঙ্গীর কথা শুনিয়া, অস্ত্রস্পর্শ দর্শন করিয়া জাল্‌মার আজ সেই কথা স্মরণ হইল। ফিরিঙ্গীকে তিনি কহিলেন, "আমি তোমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, আজ আমি বন্ধুর কার্য্য দেখাইব। তোমার ভালবাসা স্ত্রীলোক যে বাড়ীতে অন্য লোকের

কে দেখা করিবে, সে বাড়ীতে তোমার যাওয়া উচিত। কিন্তু একাকী যাইতে পারিবে না।"

চমকিত হইয়া ফিরিঙ্গী কহিল, "সে কি মহারাজ! কে তবে আমার সঙ্গে যাইবে?"

জাল্মা।—আমি যাইব।

ফিরিঙ্গী।—আপনি?

জাল্মা।—হাঁ, আমি। আমি তোমাকে হয় ত রাণী হত্যার দুর্দ্দম বেগ হইতে রক্ষা করিতে পারিব।

ফিরিঙ্গী।—তাহা হইলে প্রতিশোধ লওয়া হইবে কিসে?

জাল্মা।—যাহাতে হয়, তাহা আমি করিব। আজ আমার বিলক্ষণ অবকাশ, আজি তোমাকে ছাড়িব না। আজ সেখানে তোমার যাওয়া বন্ধ করিব, না হয় ত স্বয়ং সঙ্গে যাইব।

ফিরিঙ্গী।—হাঁ, এখন আমি বুঝিলাম। যথার্থই এই মহামহিম রাজকুমার আমার বন্ধু। আমি একাকী যাইলে, যে ঘটনা চক্ষে দেখিব, হয় ত রাগের মাথায় অগ্রেই খুন করিয়া ফেলিব, একটী ভাল বন্ধু সঙ্গে থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু কে?—সাহস করিয়া আপনাকে বলিতে পারি নাই, কিন্তু আপনি যখন স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন, তখন আমার পরম ভাগ্য।

পরামর্শ স্থির হইল। রাত্রিও বাড়িতে লাগিল। রাজকুমার জাল্মা এবং ফিরিঙ্গী উভয়ে ছদ্মবেশে একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী করিয়া বিবি কলম্বীর আবাসাভিমুখে চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কলম্বীনিবাস।

ফিরিঙ্গীকে লইয়া রাজকুমার জাল্মা গাড়ীতে উঠিয়াছেন। গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতেছে। তাঁহারা আসুন, এই অবসরে পাঠকমহাশয়কে আমরা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বপরিচয় প্রদান করি।

লেডী কলম্বী অত্যন্ত লোভী। বাবা রজিন তাঁহাকে ঘুষ দিয়া এক দিবারাত্রির জন্য তাঁহার বাড়ীখানি আপন অধিকারে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বাড়ীর মালিক রজিন স্বয়ং, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিবি কলম্বী আপনার জিনিসপত্র ও দাসদাসী লইয়া সহরের বাহিরে অন্য এক বাড়ীতে একদিন বাস করিতে গিয়াছেন। তাহার পর ফিরিঙ্গীর সঙ্গে রজিন সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রজিনের চেহারা সেদিন বড় চমৎকার খুলিয়াছিল। কৃষ্ণবর্ণ পরচুল, নীলবর্ণ চসমা, নীলবর্ণ ... একটা ময়লা কম্ফর্টারে দাড়ী হইতে মুখ পর্য্যন্ত ঢাকা; সম্পূর্ণ ছদ্মবেশ। প্রাতঃকালেই তিনি ঐ বেশে কলম্বিনিকেতনে উপস্থিত হন। যেরূপ যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, ফিরিঙ্গীকে তদ্বিষয়ে ঠিক ঠিক উপদেশ দিয়া ... ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। উপদেশমত কার্য্য সমাধা করিয়া ফিরিঙ্গী অতি শীঘ্র জাল্মার আবাসে উপস্থিত হইয়াছিল। তথায় ত্রুভামী দেখাইয়া রাজকুমারকে যেরূপে ভুলাইয়াছে, পূর্ব্বপরিচ্ছেদে তাহা আমরা যথাযথ বর্ণন করিয়াছি।

গাড়ী চলিতেছে। বিমর্ষবদনে চিন্তামগ্ন হইয়া গাড়ীর একধারে ফিরিঙ্গী বসিয়া আছে। হঠাৎ কি যেন স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া রাজপুত্র

সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ! সত্য যদি আমি প্রতারিত হইয়া থাকি, নিশ্চয় প্রতিশোধ লইব।

জালমা।—ঘৃণা করাই যথেষ্ট প্রতিশোধ।

ফিরিঙ্গী।—না না, না মহারাজ! ঘৃণা করিলেই অথবা পরিত্যাগ করিলেই উপযুক্ত প্রতিশোধ দেওয়া হয় না। সময়টা যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই আমার রুধির পিপাসা বাড়িয়া উঠিতেছে।

জালমা।—শুন ফিরিঙ্গী! একটু শান্ত হও; আমার পরামর্শ শ্রবণ কর।

ফিরিঙ্গী।—না মহারাজ! শ্রবণ করিবার শক্তি আমার আর নাই। আমি এখান হইতে চলিলাম। আপনি আসুন্। একাকী আমি সেই সাংঘাতিক স্থানে গমন করিব।

এই কথা বলিয়াই ফিরিঙ্গী যেন গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে পড়ে, এইরূপ উপক্রম করিল। শশব্যস্তে তাহার হস্তধারণ করিয়া জালমা কহিলেন,"কর কি কর কি? কোথা যাও? থামো! কদাচ আমি তোমাকে ছাড়িব না। যাহাকে তুমি বিবাহ করিবে ভাবিয়াছিলে, সে যদি আর একজনকে বিবাহ করে, এমন প্রমাণ পাও, তথাচ আমি তোমাকে রক্তপাত করিতে দিব না। ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করাই সত্য প্রতিশোধ। তোমার বন্ধু তোমাকে সান্ত্বনা দান করিবেন।

ফিরিঙ্গী।—না মহারাজ, না। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি মারিব, শেষে আপনিও মরিব! এই যে ছোরাখানা দেখিতেছেন, প্রতারক লোকেরা ইহার আঘাতে ধরাশায়ী হইবে, আর এই ছোরার বাঁটে বিষ আছে, সেই বিষ আমি নিজে খাইব!

জালমা।—বিষ?—ফিরিঙ্গী! তুমি বিষের কথা বলিতেছ? পাপকথা পরিত্যাগ কর!

ফিরিঙ্গী।—মহারাজ! বৃথা চেষ্টা, আপনি আমাকে বাধা দিতে পারিবেন না, ক্ষমা করুন্! ভাগ্যে আমার যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে।

সময় নিকট হইতেছে। ব্যাপার শক্ত! দুর্দ্দম ব্যাঘ্রতুল্য ফিরিঙ্গীর ক্রোধ! সেই ক্রোধের শান্ত করিতে অক্ষম হইয়া রাজকুমার একটী কৌশল করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া পুনর্ব্বার ফিরিঙ্গীকে তিনি বলিলেন, "কখনই আমি তোমাকে ছাড়িব না। যাহাতে তুমি পাপকার্য্য হইতে বিরত হও, যতদূর সাধ্য, সে বিষয়ে আমি চেষ্টা করিব। যদি আমি কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তখন তুমি যাহা হয় করিও, সে পাপ তোমার নিজের হইবে; আমি তজ্জন্য দায়ী থাকিব না।"

ফিরিঙ্গী এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; বক্ষঃস্থলে মস্তক অবনত করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে যেন প্রগাঢ়চিন্তায় নিমগ্ন হইল। রাজকুমার অতীষ্ট উপায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, গাড়ীর লণ্ঠনের আলো অল্প অল্প গাড়ীরমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, সেই আলোতে তিনি ফিরিঙ্গীর গতিক্রিয়া উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলেন;—বুঝিলেন, ফিরিঙ্গী অন্যমনস্ক। সেই সুযোগে একলম্ফে তিনি ফিরিঙ্গীর গায়ের উপর পড়িলেন, চক্ষুর্নিমেষমাত্রে ছোরাখানা কাড়িয়া লইবেন, এইরূপ ক্ষিপ্রহস্ততা দেখাইলেন। চতুর ফিরিঙ্গী তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই মৎলব বুঝিল। কটিবন্ধ হইতে ছোরাখানা খুলিয়া হস্তে ধারণ পূর্ব্বক সম্মুখভাগে নাচাইতে লাগিল। তখনও কোষবদ্ধ। অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ফিরিঙ্গী তখন রাজপুত্রকে বলিলেন, "দেখুন্ রাজকুমার! বলবানের হস্তে এই ছোরা ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ধারণ করে। এই ছোরার বাঁটের মধ্যে একটী বিষের শিশি আছে, এ বিষ আমাদের দেশে জন্মে।"—

বলিতে বলিতে ছোরার বাঁটের উপর একটা আংটা ছিল, তাঁহাতে প্যাঁচ বাঁধা। ফিরিঙ্গী সেই আংটা ধরিয়া ঘুরাইল, ঢাকন খুলিয়া গেল; শিশির মুখ বাহির হইল। দিব্য কাচনির্ম্মিত সুন্দর শিশি। সেই শিশিতেই প্রাণঘাতক বিষ! শিশিটী রাজপুত্রকে দেখাইয়া ফিরিঙ্গী সদম্ভে কহিল, "ঠোঁটের উপর এই বিষ দুই তিন ফোঁটা নিক্ষেপ করিলে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়, পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাণ যায়; কিছুমাত্র যন্ত্রণা বোধ হয় না। একটী লক্ষণ কেবল এই দেখা যায় যে, হস্তপদের নখগুলি নীলবর্ণ ধারণ করে। অল্পপরিমাণের এই গুণ। যদি কেহ এক চুমুকে এই শিশির সমস্ত বিষ পান করে, তৎক্ষণাৎ প্রাণ যায়। বজ্রাঘাতে মৃত্যু যেমন অচির অকস্মাৎ, ইহার বীর্য্যও সেই প্রকার।"

রাজপুত্র কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ, আমাদের দেশে ঐ প্রকার ভয়ঙ্কর বিস আছে, আমিও তাহা জানি। কিন্তু ছোরার বাঁটে ঐ বিষ তুমি কেন লুকাইয়া রাখিয়াছ?"

ফিরিঙ্গী উত্তর করিল, "আপনাকে দেখাইবার জন্য। ছোরাতে শত্রুনিপাত করিব, আর এই বিষে আত্মনিধন করিব। পৃথিবীর বিচারকেরা আমাকে ধরিতে পারিবে না। মহারাজ! আপনি—এই ছোরাখানা—গ্রহণ করুন্—এখানা আমি আপনাকে দিলাম। আমি মানুষ মারিব না, কি জানি, রাগের মাথায় যদি ছোরা চালাই, তাহা হইলে এ জন্মে আর আপনার পবিত্র হস্তস্পর্শে অধিকারী হইব না।"

একটু প্রবুদ্ধ হইয়াই যেন ফিরিঙ্গী তখন রাজপুত্রের হস্তে ছোরা দিল। চমকিত, চমৎকৃত এবং আনন্দিত হইয়া রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ আপন কটিবন্ধে সেই ছোরাখানা বন্ধন করিলেন! ফিরিঙ্গী আবার কম্পিতস্বরে বলিতে লাগিল, "রাখুন্ মহারাজ! রাখুন, ঐ ছোরাখানা আপনিই রাখুন্। যাহা আমরা দেখিতে যাইতেছি, যাহা আমরা শুনিতে যাইতেছি, তাহা যখন আপনি স্বচক্ষে দেখিবেন, স্বকর্ণে শুনিবেন, তখন ইচ্ছা হয় ওখানা আমাকে দিবেন; আমি মানুষ মারিব; না হয় ত বিষ দিবেন, কাহাকেও না মারিয়া আমি আত্মহত্যা করিব। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই পালন করিব। আপনি আদেশকর্ত্তা, আমি আজ্ঞাবহ; আপনি প্রভু, আমি দাস।"

রাজকুমার কিছু উত্তর করিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময় কলঙ্কীনিকেতনের সম্মুখে গাড়ীখানা থামিল। রাজকুমারের ছদ্মবেশ, ফিরিঙ্গীরও ছদ্মবেশ। গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহারা উভয়ে সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই একটা অন্ধকার জুলীপথ। সেই পথে প্রবেশ করিয়া রাজপুত্র চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কিছুই দেখা যাইতেছিল না, হঠাৎ সেই জুলীপথের দরজাটা বন্ধ হইয়া গেল।

দ্বারে একজন দৌবারিক ছিল। ফিরিঙ্গী চুপি চুপি তাহার সহিত কি কি কথা কহিল, দৌবারিক তাহার হস্তে একটা চাবী দিল। রাজপুত্রকে লইয়া দুষ্ট ফিরিঙ্গী অন্ধকারে অন্ধকারে উপরে উঠিল। গৃহপ্রবেশের দুটী দ্বার। তদ্ব্যতীত প্রাঙ্গনের পার্শ্বে একটা গুপ্ত দ্বার। একটা দরোজায় চাবী দেওয়া ছিল দ্বারপালদত্ত চাবী দিয়া ফিরিঙ্গী সেই কুলুপ খুলিতে খুলিতে চঞ্চলস্বরে রাজপুত্রকে কহিল "আমার সাহস কমিতেছে, সময় ভয়ঙ্কর। আমার হাত কাঁপিতেছে। কি করিব, স্থি হইতেছে না। সন্দেহ করাই হয় ত তা

ছিল। একেকালে ভুলিয়া যাইতে পারিলে আরও ভাল হইত।"

রাজপুত্রের উত্তরবাক্য মুখেই থাকিল, বাধা দিয়া ফিরিঙ্গী বলিয়া উঠিল, "না না, ভয় পাইলে চলিবে না;—দেখিবই দেখিব! যাহা সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছি, তাহা সুসিদ্ধ করিবই করিব!"—এই বলিয়া ফিরিঙ্গী শীঘ্র শীঘ্র চাবী খুলিয়া ফেলিল, শীঘ্র শীঘ্র গৃহমধ্যে প্রবেশিল। পশ্চাতে রাজকুমার জালমা।

দ্বার পুনর্ব্বার বন্ধ হইয়া গেল। রাজপুত্র এবং ফিরিঙ্গী উভয়েই পুনর্ব্বার ঘোর অন্ধকারে। ফিরিঙ্গী চুপি চুপি বলিল, "হাত দিন মহারাজ!—হাত দিন। আমি আপনাকে ধরিয়া ধরিয়া লইয়া যাইব। ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করুন্।"

রাজপুত্র ফিরিঙ্গীর হস্তধারণ করিলেন, অন্ধকারে অন্ধকারে ফিরিঙ্গী তাঁহাকে লইয়া চলিল। খানিকদূর লইয়া গিয়া আরও কয়েকটা দরজার চাবী খুলিয়া পুনর্ব্বার বন্ধ করিয়া এক জায়গায় ফিরিঙ্গী হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল; রাজপুত্রের হাত ছাড়িয়া দিল, মৃদুস্বরে বলিল, "রাজকুমার! সাংঘাতিক মুহূর্ত্ত উপস্থিত! আসুন আমরা এইখানে ক্ষণকাল অপেক্ষা করি।"

এই কথার পর কাহারও মুখে আর একটীও কথা বাহির হইল না। গভীর নিস্তব্ধ! রাজপুত্র বুঝিলেন, ফিরিঙ্গী তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া গেল। একটু দূরে আর একটা দরজাখোলা শব্দ হইল। ফিরিঙ্গী আবার সেই দরজাটা বন্ধ করিয়া কট্ কট্ শব্দে [illegible] দিল।

সন্দিহান হইয়া রাজপুত্র কিছু চঞ্চল [illegible]লেন। কলে যেমন পুত্তলীর হস্ত-পদ [illegible]লিত হয়, সেই ভাবে হস্ত-সঞ্চালন করিয়া তিনি সেই ছোরাখানা স্পর্শ করিলেন; তাহার পর অতি সাবধানে পার্শ্বের দিকে অগ্রসর হইলেন। অন্ধকারে মনে ভাবিলেন, সেই দিকেই হয় ত দ্বার।

অকস্মাৎ ফিরিঙ্গীর কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। কোথা হইতে ফিরিঙ্গী কথা কহিতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ফিরিঙ্গীর কণ্ঠস্বর বলিল, "রাজকুমার! আপনি বলিয়াছেন, আপনি আমার বন্ধু। আমিও বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিতেছি। আপনাকে এখানে আনিবার জন্য আমি যদি কোন কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকি, সেটা আমার পক্ষে অনিবার্য্য। কি জানি, প্রবল রিপুবশে আপনি যদি গৃহে থাকিতে চাহিতেন, আমার সঙ্গে না আসিতেন, তাহা হইলে আমার কার্য্য হইত না। আমাদের মানবতী বউরাণী এক দিন আপনাকে বলিয়াছিলেন, কুমারী অদ্রিয়ানীর উপপতির নাম এব্রিকোলা বাদোইর্ন। শ্রবণ করুন—দর্শন করুন্—বিচার করুন্!"

স্বর নিস্তব্ধ। রাজকুমার অনুমান করিলেন, সেই গৃহের অপর এক কেন্দ্র হইতে সেই কণ্ঠস্বর শ্রুত হইয়াছিল। রাজপুত্রের চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। অনেকক্ষণ তিনি অন্ধকারে দণ্ডায়মান। মনে মনে ভাবনা, কি ফাঁদেই পড়িলাম। ভাবনার সঙ্গে ক্রোধ, ক্রোধের সঙ্গে অল্প অল্প আতঙ্ক। উদ্দেশে তিনি ডাকিয়া কহিলেন, "ফিরিঙ্গী! কোথায় আমি? কোথায় তুমি? দ্বার খুলিয়া দাও! আমি এখনই এই স্থান পরিত্যাগ করিব।"

কেহই উত্তর দিল না। অন্ধকারে হস্ত বিস্তার করিয়া রাজপুত্র কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। ভাবিলেন দ্বার পাইবেন। হস্তস্পর্শে বুঝিলেন, দ্বার নহে, গৃহের দেয়াল। আরও একটু অগ্রসর হইলেন। বাস্তবিক

সেই স্থানেই দ্বার ;—দ্বারে চাবী বন্ধ। চাবীটা ভাঙ্গিবার জন্ত তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, ভাঙ্গিতে পারিলেন না। আবার তথা হইতে সরিয়া গেলেন। আর একটা দ্বার পাইলেন। সেটাতেও চাবী বন্ধ। নিকটে একটা অগ্নি-কুণ্ড,—অগ্নিশূন্য অগ্নিকুণ্ড। এক প্রকার হতাশ হইয়া রাজকুমার সেই গৃহমধ্যে ক্ষণকাল মণ্ডলাকারে পরিক্রমণ করিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই পূর্ব্বস্থানেই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্রমশই রাজপুত্রের উদ্বেগবৃদ্ধি! ক্রোধ-কম্পিতস্বরে বারবার ফিরিঙ্গী ফিরিঙ্গী বলিয়া ডাকিলেন; কোন উত্তর পাইলেন না। চারিদিক নিস্তব্ধ,—বাহিরেও নিস্তব্ধ। ভিতরে প্রগাঢ় অন্ধকার!

অকস্মাৎ গৃহমধ্যে এক প্রকার সুবাসিত ধূম বিকীর্ণ হইল। বোধ হইল যেন, গৃহের একটা দ্বারের মধ্য দিয়া একটা নল আসিয়াছে, সেই নলের মুখ দিয়া ঐ ধূমরাশি নির্গত হইতেছে। ক্রোধে, উদ্বেগে, আতঙ্কে রাজকুমার সেই ধূমের সুগন্ধের প্রতি কিছুই মনোযোগ দিলেন না। তাঁহার সমস্তশরীর গরম হইয়া উঠিল। ললাটের শিরাগুলি যেন জোরে জোরে লাফা-ইতে লাগিল। অকস্মাৎ সেই উত্তেজিত-হৃদয়ে কোন একপ্রকার আনন্দ আসিল। ক্রোধ ক্রমে ক্রমে যেন কমিয়া আসিল। মনের ভাব কেন এমন হইতেছে, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। আবার দরজা খুলিবার ইচ্ছা হইল। অন্ধকারে অনুমানে অনুমানে একটা দ্বারের নিকট গমন করি-লেন; কিন্তু অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলেন না। সেখানকার ধূমগন্ধ এত তীব্র যে, তাঁহার শক্তিশক্তি রহিত হইয়া আসিল। ক্লান্ত হইয়া তিনি দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন।

ইহার পরেই এক অদ্ভুত ঘটনা। যে স্থানে তিনি আছেন, সেই গৃহের সংলগ্ন অপরদিকের একটা গৃহ হইতে মৃদু মৃদু আলোকরশ্মি প্রবেশ করিতেছে। রাজকুমার তখন বুঝিলেন, তাঁহার অবস্থান গৃহের ভিত্তিগাত্রে একটা গোলাকার ক্ষুদ্র গবাক্ষ। যেদিকে রাজকুমার, সেদিকের গবাক্ষপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেলদেওয়া। রেলগুলি খুব শক্ত শক্ত। অন্যদিকে একখানা মোটা কাচের আয়না। পূর্ব্বোক্ত রেলের দুই তিন ইঞ্চ তফাতে সেই কাচ-আবরণ।

গবাক্ষরন্ধ্র দিয়া কুমার জালেমা অপর দিকের সেই গৃহটী দেখিতে পাইতেছেন। সেই গবাক্ষপথ দিয়াই আলো আসিতেছিল, মৃদুরশ্মি ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল হইতেছিল, কুমার দেখিলেন, ঘরটী উত্তমরূপে সাজানো। দুই গবাক্ষের মধ্যস্থলে একটা বস্ত্রাধার, তাহার সম্মুখে একখানি দর্পণ। সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড। দপ্ দপ্ করিয়া সেই কুণ্ডে মৃদঙ্গার জ্বলি-তেছে। গবাক্ষে গবাক্ষে লাল রেসমের পর্দ্দা। অগ্নিকুণ্ডের সমীপদেশে একখানা সুপ্রশস্ত খট্টা; তাহার চতুর্দ্দিকে বসিবার আসন। অপরগৃহের গবাক্ষসমীপে জালেমা।

অচিরাৎ সেই সুসজ্জিত গৃহমধ্যে একটী রমণী প্রবেশ করিল। রাজকুমার তাহার বদন অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। নূতন প্রকারের এক রকম কৃষ্ণবাসে প্রায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। রমণীর পরিচ্ছদ দর্শনে রাজকুমারের কেমন এক প্রকার বিস্ময় জন্মিল; তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ইতাগ্রে একটু একটু আনন্দ অনুভূত হইতেছিল, সে ভাবটা গেল। নেশা করিলে পর যেমন এক প্রকার জড়তামিশ্রিত উদ্বেগ আইসে, সেইরূপ উদ্বেগে তিনি অভিভূত হইলেন। কাণের কাছে কি যেন ভোঁ ভোঁ করিয়া ডাকি-তেছে। অগাধজলে ডুব দিলে কর্ণবিবরে যেমন

একপ্রকার শব্দ হয়, রাজপুত্র সহসা সেইরূপ অনুভব করিলেন। মনে মনে প্রলাপ; রাজপুত্র যেন ছায়াবাজী দেখিতেছেন।

রমণী অতি সাবধানে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছে। চলনভঙ্গীতে যেন কিছু কিছু ভয়ের লক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে। একটী গবাক্ষের পর্দ্দা তুলিয়া, খড়খড়ীর পাখীছিদ্র চক্ষু দিয়া সেই রমণী সদর-রাস্তা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বোধ হয় যেন কিছু দেখিল না, অতি সত্বরে অগ্নিকুণ্ডের কাছে ফিরিয়া আসিল; ক্ষণকাল তথায় দাঁড়াইয়া অস্ফুটস্বরে কি যেন ভাবিতে লাগিল।

সুবাসিত ধূমরাশি আঘ্রাণ করিয়া রাজকুমারের মতিবিভ্রম ঘটিয়াছে। সর্ব্বক্ষণ যাঁহার উপস্থিতবুদ্ধি যোগায়, এখন আর তাঁহার সে উপস্থিতবুদ্ধি আসিতেছে না। ফিরিঙ্গীর সঙ্গে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিবার অগ্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, কিছুই যেন আর মনে নাই; অপরগৃহে যাহা দেখিতেছেন, সেই দিকেই মন রহিয়াছে। সমস্তই যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে।

রমণী সহসা অগ্নিকুণ্ডের নিকট হইতে সরিয়া গেল; যেখানে সেই দর্পণখানি, ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিতে লাগিল। দর্পণের দিকে মুখ রাখিয়া সে যখন আপন প্রতিরূপ দর্শন করিতেছিল, সেই সময় তাহার অঙ্গের উপরের গাউনটা খসিয়া পড়িল। রাজাত্মা যেন সহসা বজ্রাহত হইলেন! কি তিনি দেখিলেন?—দেখিলেন, শ্রীমতী অগ্নিরাণী কার্দ্দোবিনীর মুখমণ্ডল!

হাঁ, অগ্নিরাণীর মুখমণ্ডল! গতরজনীতে কুমারী অগ্নিরাণী বর্ত্তরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপ পরিচ্ছদ। ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত হরিদ্বর্ণ বসন; গোলাপীরঙের ফিতা; বক্ষে শ্বেতমুক্তার কণ্ঠহার বিলম্বিত। অলকাবলী মুক্তাসজ্জিত, পশ্চাতে কেশগুলি শ্বেতমাল্যে বিভূষিত, কর্ণে মনোহর দুল। রাজপুত্র ইহাই দেখিলেন।

হেমন্তকালে উষাকালে পত্রে পত্রে যেরূপ শিশির পড়ে, আত্মার ললাটদেশে যেন সেইরূপ শিশিরবিন্দুর ন্যায় ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। চাঞ্চল্যবৃদ্ধি হইল, বক্ষঃস্থল কাঁপিল, নেত্রদ্বয় আরক্তবর্ণ ধারণ করিল; তিনি গতিহীন হইলেন। দৃষ্টি রহিল রমণীমূর্ত্তির দিকে, কিন্তু কোন প্রকার চিন্তা করিবার শক্তি রহিল না।

রমণীর পৃষ্ঠদেশ তখনও রাজপুত্রের দিকে। দুই-হস্তে সেই রমণী আপনার মস্তকের কেশগুলি বিন্যাস করিতে লাগিল; মস্তকের কেশাবরণ খুলিয়া ফেলিল; মুক্তাসজ্জিত কেশাবরণ জালখানি অগ্নিকুণ্ডের উপরিস্থ তাকের উপর রাখিল; পরিহিত গাউনটীও অল্প অল্প খুলিতে আরম্ভ করিল; এই সব কার্য্য করিতে করিতে দর্পণের নিকট হইতে সরিয়া গেল; ক্ষণমাত্র রাজপুত্র আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না!

আবার সেই কণ্ঠস্বর।—স্বর বলিতেছে, "এ রমণী করে কি?—ইহার উপপতি এগ্রিকোলা বাথোইন এইখানে আসিবেন, তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।"—কাহার কণ্ঠস্বর?—রাজপুত্র বুঝিলেন ফিরিঙ্গীর। সে অন্ধকারঘরে রাজকুমার, সেই ঘরের দেয়াল যেন কথা কহিতেছে, কিম্বা সেই দেয়ালের ভিতর হইতে ফিরিঙ্গী কথা কহিতেছে, ঠিক ইহাই অনুভূত হইল।

দেখিয়া শুনিয়া রাজকুমার বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন, মতি স্থির ছিল না, তথাপি উপপতি এগ্রিকোলা বাথোইনের প্রতীক্ষা, এ

সাংঘাতিক কথাটা তাঁহার হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে যেন অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইল। অস্ফুট-গর্জনে তিনি তখন কি ভাব ব্যক্ত করিলেন, পাশের গৃহ হইতে তাহা কেহ শুনিতে পাইল না। রাজপুত্র আপন কয়াঙ্গুলীর নখের দ্বারা সেই গবাক্ষের রেলগুলা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলেন; নখগুলি ভাঙ্গিয়া গেল, রেল ভাঙ্গিল না।

সেই আলোক রশ্মি। সে রশ্মি পূর্ব্বে মৃদু ছিল, ক্রমে উজ্জ্বল হইতেছিল। নেত্রাগ্রে ধূম্ররাশি। রাজপুত্র দেখিলেন, সেই যুবতী ফিরিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বপরিচিত পরিচ্ছদ নাই, এবারে ভূমিলুণ্ঠিত শুভ্রবর্ণ ঘাগ্‌রা। স্বর্ণবর্ণ কেশকলাপ লুণ্ঠিত হইয়া তাহার বিবস্ত্র বাহুমূলে ও স্কন্ধদেশে দুলিতেছে। যুবতী ধীরে ধীরে একটী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে দ্বার জাল্‌মা ইতাগ্রে দেখিতে পান নাই। এই সময় রাজকুমারের অবস্থানগৃহের একটী দ্বার এক অদৃশ্য হস্তের দ্বারা ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হইল। জাল্‌মা তাহা জানিতে পারিলেন। কুলুপের চাবীখোলা শব্দ হইল, মুক্ত দ্বারপথে সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে শীতলতা প্রদান করিল, ইহাও তিনি বুঝিলেন; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

দ্বারটী খোলাই রহিল। যে গৃহে রমণী, সে গৃহের দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল; সেই দ্বারের বাহিরে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইল; ধীরে ধীরে করাঘাত করিল।

আবার সেই কণ্ঠস্বর। এবার এই স্বর বলিল, "এই এগ্রিকোলা আসিতেছে। দেখ দেখ!—শ্রবণ কর—শ্রবণ কর!"

রাজপুত্র যেন পাগল অথবা যেন মাতাল! কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া ফিরিঙ্গীদত্ত ছোরাখানা হাতে করিয়া ধরিলেন; কি ঘটে, দেখিবার আশায় অচল হইয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বারে করাঘাত শ্রবণ করিয়াই সেই রমণী ছুটিয়া সেই দিকে গেল। রাজপুত্র দেখিলেন, ঘরের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া রমণী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"—বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আমি,—আমি এগ্রিকোলা।"

আর বিলম্ব হইল না, রমণী ক্ষিপ্রহস্তে দ্বারের অর্গল খুলিয়া দিল, ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিয়া এগ্রিকোলা সেই গৃহের চৌকাঠ পার হইলেন। আর বিলম্ব কি?—ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া রাজকুমার জাল্‌মা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই ছোরার আঘাতে উভয়কেই ভূমিশায়ী করিলেন। রমণীটী তৎক্ষণাৎ মরিল, এগ্রিকোলা সাংঘাতিক আহত হইয়া সেই রমণীর পার্শ্বে শুইয়া পড়িলেন। আলো কি অন্ধকার, তাহা দেখা গেল না, নেত্রনিমেষে খুন হইয়া গেল। ঘরের সেই স্তিমিত আলোকরশ্মিও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইল। পরক্ষণেই জাল্‌মা যেন অনুভব করিলেন, কে যেন ছুটিয়া আসিয়া লৌহবন্ধনে তাঁহার বাহু আকর্ষণ করিল; চুপি চুপি তাঁহার কাণের কাছে কহিল, "ঠিক প্রতিশোধ হইয়াছে! আসুন,—আসুন আমরা এই বেলা পলায়ন করি!"

ফিরিঙ্গী আসিয়া রাজকুমারকে ধরিয়াছিল, ফিরিঙ্গী আসিয়াই তাঁহার কর্ণে ঐ কথা বলিয়াছিল, বোধ হয়, ইহা আর পাঠকমহাশয়কে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। ধরিল ত ধরিল, বলিল ত বলিল, রাজপুত্র দ্বিরুক্তি করিলেন না, ফিরিঙ্গীর হাত ছাড়াইবার চেষ্টাও করিলেন না; ফিরিঙ্গী তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। প্রথমে অন্দরের দিকে লইয়া গেল। সেই দিকে আর একটা গুপ্তদ্বার, সেই দ্বার দিয়া উভয়ে বাহির হইলেন, ইহাও বলিবার অপেক্ষা নাই।

এত বড় গুরুতর ভ্রম কেন ঘটিয়াছিল, এই স্থলে তাহার একটু বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক। রডিনের সঙ্গে লিলি মৌলীনের গুপ্ত মন্ত্রণা। লিলি মৌলীনকে রডিন যাহা বলিতেন লিলি তাহাই করিতেন। রডিনের মৎলব কি ছিল, লিলি তাহা জানিতেন না। বিবি কলম্বীর কাছে গিয়া রডিনের উপদেশানুসারে তিনি বলেন,একটী দীর্ঘাকৃতি স্বর্ণকেশী সুন্দরী যুবতী প্রয়োজন হইয়াছে। কুমারী অদ্রিয়াণী যেরূপ পরিচ্ছেদ পরিধান করেন, যুবতীকে পাওয়া গেলে তাহাকে সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া আনয়ন করিতে হইবে। অদ্রিয়াণী যেরূপ পোষাক পরিধান করেন, বউরাণী তাহা রডিনকে বলিয়াছিলেন. রডিনের মুখে লিলি মৌলীন শুনিয়াছিলেন, লিলি মৌলীন আবার সেই কথা কলম্বীকে বলিয়া দেন। এইরূপেই অপর একটী রমণীকে অদ্রিয়াণী সাজাইয়া কলম্বী-নিকেতনে রাখা হইয়াছিল। এগ্রিকোলা সেখানে কেন গেলেন?—এ অংশেও রডিনের এবং বউরাণীর বিলক্ষণ চতুরতার পরিচয় আছে। কুমারী অদ্রিয়াণীর স্বাক্ষরিত একখানি চিঠি এগ্রিকোলা পান। অদ্রিয়াণী তাহা কিছুই জানিতেন না। সেই রাত্রে কলম্বীনিকেতনে তিনি উপস্থিত হইলে অদ্রিয়াণীর বিশেষ উপকার হইবে,সেই চিঠিতে এই কথাও লেখাছিল; তাহাতেই এই বিপত্তি! যে যুবতীটী অদ্রিয়াণী সাজিয়াছিল, সেটীও জানিত না যে, ইহার পরিণাম কিরূপ বিষময়;—সে জানিত, একটা তামাসা করিবার জন্য পাদরীদিগের ধর্ম্মপত্রিকার সম্পাদক তাহাকে লইয়া আসিয়াছেন। আহা! তামাসা করিতে আসিয়াই অভাগিনীর প্রাণ গেল!

অষ্টমপরিচ্ছেদ।

ফুলশয্যা।

শ্রীমতী কুমারীঅদ্রিয়াণীর নূতন নিকেতন। রক্তমাখা ছোরাহস্তে কুমার জাল্মা সেই নিকেতনে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টা। নিত্য নিত্য তাঁহার গতিবিধি আছে, সুতরাং [illegible]ঙ্গর কিঙ্করীরা কেহ নিষেধ করিল না। [illegible]ধে রাজকুমার নিঃশব্দপদসঞ্চারে কুমা[illegible] শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহে কেহই [illegible]। চারিধার নিস্তব্ধ। কড়ীকাষ্ঠের শিকে [illegible]টী শাখাবিশিষ্ট একটী রজতময় ঝাড় ঝুলি[illegible]ইল; স্ফটিক দীপাধারে সুগন্ধি বর্ত্তিকা [illegible]তেছিল; গৃহ আলোকময়; বর্ত্তিকাসৌরভে [illegible]াধারস্থ পুষ্পসৌরভে আমোদিত। অদূরস্থ একটী পার্শ্বগৃহে কুমারী স্নান করেন, সেই স্নানাগারের দ্বারের একখানি কপাট অনাবৃত ছিল, সেই দ্বারপথ দিয়া তৈলসৌরভ, কুসুমসৌরভ এবং অপরাপর বিবিধ পরিমল মৃদুসমীরণে প্রবাহিত হইয়া শয়নগৃহের সৌরভের সহিত মিলিত হইতেছিল। গৃহসজ্জার অপরাপর বস্তুর পরিচয় দেওয়া বাহুল্য।

একধারে একখানি দ্বিরদরদনির্ম্মিত খট্টা; স্তবকে স্তবকে শুভ্র শুক্তির কাজ করা। খট্টায় দুগ্ধফেননিভ শয্যা। শুভ্র মস্‌লীনের মশারি। শয্যায় কেহই নাই। ইতিপূর্ব্বে কেহ শয়ন করিয়াছিল, উপাধানগাত্রে তেমন চিহ্নও নাই।

শয্যার উপর নানাজাতি সুগন্ধি কুসুম বিকীর্ণ রহিয়াছে। কুমারী অন্ত্রিয়াণী সুরুচিসম্পন্ন সৌখীন কামিনী। তাঁহার গৃহের অলিন্দে অলিন্দে চীনের টবে করা নানাবিধ পুষ্পতরু; থারে থারে নয়নরঞ্জন পুষ্পলতা। শয্যায় কুসুমগন্ধের সহিত সেই সকল তরুলতার পুষ্প-গন্ধ মিশ্রিত হইয়া প্রণয়ীচিত্তকে প্রমুদিত করে। আলুমা সেই সকল পরিমল আঘ্রাণ করিতেছেন; কিছুই তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। গৃহমধ্যে অনেকগুলি সাটিনমখমলমণ্ডিত কাষ্ঠাসন ও প্রস্তরাসন শ্রেণীবদ্ধ ছিল, তাহার একখানি-তেও না বসিয়া অন্ত্রিয়াণীর শয্যাসমীপে তিনি জানু পাতিয়া বসিলেন। করপুট অঞ্জলিবদ্ধ, দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে।

রসনা বাক্‌শূন্য, নেত্র অশ্রুপূর্ণ! প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল রাজপুত্র নীরবে সেই স্থলে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তাহার পর প্রায় অবরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, “মরিয়াছে!—মরিয়াছে! অন্ত্রিয়াণী মরিয়াছে! অদ্য প্রাতঃকালে অন্ত্রি-য়াণী এই সুকোমল সুখশয্যায় সুখে নিদ্রা গিয়াছিল, এখন আর নাই। আর এ শয্যায় অন্ত্রিয়াণী ঘুমাইবে না! আমি তাহাকে কাটি-য়াছি! অন্ত্রিয়াণী এখন মরা!

আমি অন্ত্রিয়াণীকে কাটিয়াছি! কি অপ-রাধে কাটিলাম!—অন্ত্রিয়াণী আমাকে ভাল-বাসিতে পারিল না, এই ত তাহার অপরাধ? আমাকে পছন্দ না হওয়াতে অন্ত্রিয়াণী আর একজনকে ভালবাসিয়াছিল। সেই লোকটী-কেও আমি কাটিয়াছি! কাটিয়া ভাল করি নাই। অন্ত্রিয়াণীর দোষ ছিল না, সে লোকটিরও কোন দোষ ছিল না; দোষ আমার। আমি অশিক্ষিত হিন্দুস্থানী যুবা, আমি কিরূপে ধনবতী গুণবতী পারিসকামিনীর কাঙ্ক্ষিত প্রেমপাত্র হইতে পারিব? আমার দোষেই অন্ত্রিয়াণী আমাকে ভালবাসিতে পারে নাই!—পারে নাই, কিন্তু সর্ব্বদা আমার সহিত বিশ্রব্ধ আলাপ করিয়াছে; কিছুমাত্র কপটতা রাখে নাই। মনে যাহা কিছু ঔদাসীন্য ছিল, নিপুণতার সহিত—সততার সহিত নিরন্তর তাহা গোপনে রাখিয়াছিল। পাছে আমি অসুখী হই, সেই কারণে সে ঔদাসীন্য আমার সম্মুখে প্রকাশ করে নাই। আহা! সেইজন্য সেই অন্ত্রিয়াণীকে আমি খুন করিয়াছি!

আর তাহার কি দোষ ছিল? যখন আমি আসিয়াছি, তখনই অকপটে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে। তাহার এই আকাশ নিকেতন আমার জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিত; সমস্ত দিন আমার নিকটে বসিয়া থাকিত। আমাকে ভালবাসিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু পারিল না। আমি প্রাণের সহিত তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। কিন্তু যে প্রকার ভালবাসা অন্ত্রিয়াণী চাহিত, সে প্রকার ভালবাসা বোধ হয় আমার কাছে পাইত না। সেই অপরাধে আমি তাহাকে খুন করিয়াছি? কাজটা ভাল করি নাই। কি নিদারুণ ভ্রমেই আমি পতিত হইয়াছিলাম! রক্তপাত হইয়া গেলে আমার যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গ হইল। না না, তাহা ত স্বপ্ন নয়, সত্যই আমি তাহাকে কাটিয়াছি! আহা! এই রজনীর পূর্ব্বে কি সুখ, কি আনন্দ, কি আশা আমি হৃদয়ে ধারণ করিতাম! অন্ত্রিয়াণীর সরলব্যবহারে আমার সততা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, মহত্ত্বৃদ্ধি হইয়াছিল, অন্তরের পবিত্রতাও অনেক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অন্ত্রিয়াণী হইতেই আমি সকল সুখের অধিকারী হইয়াছিলাম। বিদেশে অন্ত্রিয়াণী আমাকে আশ্রয় দিয়াছিল, সুখের সমস্ত সামগ্রী প্রদান করিয়াছিল, পবিত্র প্রে-

কথা তুলিয়া আমার অন্তরাত্মাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। আহা! সে সকল পূর্ব্বকথা কেন আর চিন্তা করি? আর একজনকে অদ্রিরাণী ভালবাসিতেন। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিশাকালে নির্জ্জনে অন্য বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেইখানে আমি তাহাদের উভয়কে কাটিয়া ফেলিয়াছি। তাহারা কিছুমাত্র বাধা দিবার অবসর পায় নাই। কাপুরুষের ন্যায় আমি তাহাদের দুটীকে নিহত করিয়াছি। ব্যাঘ্র যেমন হীনবল নির্দ্দোষ জীবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, অকারণ ঈর্ষাবশে আমিও সেইরূপ করিয়াছি।

যাহা করিয়াছি, তাহার আর চারা কি? আমিও মরিব!—নিশ্চয়ই মরিব! কিন্তু মরিলেই বা কি হইবে? আমার মরণে অভাগিনী অদ্রিরাণী বাঁচিবেন না!"

জাল্মা দাঁড়াইলেন; কিরিচের ছোরাখানা নেত্রসমীপে ধরিলেন; তাহার বাঁটের ভিতর হইতে বিষের শিশি বাহির করিলেন; পদতলের গালিচার উপর ছোরাখানা ফেলিয়া দিলেন। গালিচার শুভ্রবর্ণে বিন্দু বিন্দু রক্তছিটা রঞ্জিত হইল। শিশিটী মুখের কাছে ধরিয়া রাজপুত্র আবার বলিতে লাগিলেন, "ঠিক বুঝিতেছি, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি মরিব! মরাই আমার পক্ষে উচিত। জীবনের পরিবর্ত্তে জীবন, রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত, অদ্রিরাণীর প্রাণের বিনিময়ে আমার প্রাণ! আহা! কেমন করিয়া তাহাকে আমি কাটিলাম? কিন্তু কাটিয়াছি। কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আমার অন্তরে অনুতাপ আসিতেছে, পরিতাপ আসিতেছে, দুঃখেও আমি বিকল হইতেছি; সেই জন্য—সেই জন্যই আমি এখানে মরিতে আসিয়াছি!

আহা! এই গৃহটী আমার পক্ষে স্বর্গতুল্য ছিল। এই গৃহে আমার প্রাণেশ্বরী অদ্রিরাণী বিরাজ করিতেন। সেই অদ্রিরাণী এখন কোথায়?—মরিয়াছে!—মরিয়াছে!—আমিও মরিব!—শীঘ্রই আমার প্রাণ যাইবে! না, শীঘ্র মরিব না, ধীরে ধীরে মরিব, ক্রমে ক্রমে প্রাণকে বাহির করিয়া দিব। দুই চারি ফোঁটা উদরস্থ হইলেই কাজ হইবে; যখন নিশ্চয় বুঝিব, মরিতেছি, তখন আমার এই যন্ত্রণা আর এত ভয়ঙ্করী থাকিবে না! গত কল্য আমি যখন এই বাড়ী হইতে বিদায় হই, অদ্রিরাণী তখন আমার হস্তচুম্বন করিয়াছিলেন। আর এ জন্মে অদ্রিরাণীকে এখানে দেখিতে পাইব না, ইহা কাহার মনে ছিল?"

ধীরে ধীরে হস্ত উত্তোলন করিয়া অভাগা রাজপুত্র সেই বিষের শিশিটী ওষ্ঠাগ্রে ধরিলেন। কয়েক ফোঁটা বিষ তৎক্ষণাৎ উদরস্থ হইল। অর্দ্ধাংশ অপেক্ষাও অধিক মাত্রা সেই শিশিতে রহিয়া গেল। অদ্রিরাণীর শয্যাসমীপে গজদন্ত-নির্ম্মিত একটী টেবিল ছিল, শিশিটী রাজকুমার সেই টেবিলের উপর রাখিলেন। ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন, "তীব্র বিষ!—গরম এখন আমি বুঝিতেছি, মৃত্যু নিশ্চয়। আহা! এখনও আমি এই গৃহের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছি, সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতেছি। যখন মরিব তখন অদ্রিরাণীর এই শয্যার উপাধানে মাথা রাখিয়া জন্মের মত ঘুমাইব; আর উঠিব না!"

জাল্মা পুনর্ব্বার জানু পাতিয়া বসিলেন খট্টাদণ্ডে তাঁহার মস্তক সংলগ্ন হইল। মস্ত অবনত। গৃহের অপরদিকে কোথায় [illegible] হইতেছে, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না।

এই সময় সহসা কুমারীর আবাসাগা গজদন্তদ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। অ রাণী প্রবেশ করিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকা

তিনি সুবাসিত জলে স্নান করেন, সে রাত্রেও স্নান হইয়া গিয়াছিল। সখীরা—পরিচারিকারা তাঁহাকে স্নান করাইয়া, নিশাবাস পরাইয়া বিদায় পাইয়াছিল। কুমারী একাকিনী ছিলেন। তৎকালে তাঁহার পরিধান অতি সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ গাউন। আবরণ শ্বেতবর্ণ র‍্যাপার। সুরঞ্জিত স্বর্ণবর্ণ কেশরাশি দুটী বেণীবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত। তাঁহাকে যেন অল্পবয়স্কা অনূঢ়া বালিকার ন্যায় সুন্দরী দেখাইতেছিল। চরণে শ্বেতবর্ণ সাটিনের স্লিপার। যখন তিনি স্নানাগারের দ্বার খুলিলেন, তখন তাঁহার মনে কতই আনন্দ। সমুজ্জ্বল নেত্রপুট ফুটিয়া সেই আনন্দ বিকাশ পাইতেছিল। এক নিশা অবসানে জালমার সহিত তাঁহার শুভপরিণয় হইবে, শয়নগৃহের শুভ্রশয্যা বৈবাহিক ফুলশয্যায় পরিণত হইবে, এই কল্পনাই তাঁহার আনন্দের উত্তেজক। শয্যার দিকে চাহিয়া কুমারী কেমন এক প্রকার জড়সড় হইলেন। ঘন ঘন দুটী তিনটী নিশ্বাস পড়িল। মুখখানি রক্তবর্ণ হইল। এত ধীরে ধীরে দ্বার মুক্ত হইয়াছিল, এত ধীরে ধীরে কার্পেটের উপর তিনি পদক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, রাজপুত্র সে শব্দ কিছুই শুনিতে পান নাই। অকস্মাৎ এক বিস্ময়-সূচক স্ত্রীকণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি মুখ ফিরাইলেন; দেখিলেন, সম্মুখে কুমারী অদ্রিয়াণী।

নিশাবাস স্বভাবতই শ্লথ থাকে। ব্যগ্র-হস্তে র‍্যাপারখানি আকর্ষণ করিয়া কুমারী আপন উন্নত বক্ষঃস্থল ঢাকা দিলেন। গৃহ হইতে ফিরিয়া যান, এইরূপ অভিপ্রায়; হঠাৎ সেই রক্তমাখা ছোরাখানার দিকে তাঁহার চক্ষুদৃষ্টি নিপতিত হইল।

কার্পেটের উপর ছোরা! খট্টাপার্শ্বে কুমার জালমা অচল উপবিষ্ট, যেন একখানি চিত্রকরা প্রতিমা! হাতদুখানি দুই পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; দেহ অল্প অল্প হেলিতেছে; চক্ষে যেন আগুন জ্বলিতেছে; উদাসভাবে যেন তিনি চাহিয়া রহিয়াছেন। লক্ষণ দেখিয়া অদ্রিয়াণীর তখন ভয় হইল; গৃহ হইতে পলায়নের উপক্রম করিতেছিলেন, আর পলাইলেন না; ধীর ধীর পদবিক্ষেপে রাজকুমারের দিকে বরং অগ্রসর হইলেন। অঙ্গুলীনির্দ্দেশ পূর্ব্বক ছোরাখানা দেখাইয়া কম্পিত-বিজড়িতস্বরে রাজপুত্রকে তিনি কহিলেন, "রাজপুত্র! এখানে তুমি কেন আসিয়াছ? এমন ভাব কেন তোমার? তোমার কি যন্ত্রণা হইতেছে? এই ছোরাখানাইবা এখানে কেন?"

জালমা কিছুই উত্তর করিলেন না। অদ্রিয়াণীকে দেখিয়া প্রথমে তাঁহার বোধ হইল স্বপ্ন; বিষের ঘোরে মাথা ঘুরিতেছিল, তাহাতেই ঐরূপ স্বপ্ন আসিতেছে, প্রথমে তিনি ইহাই ভাবিয়া লইলেন। কিন্তু যখন কুমারীর সুমধুর কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশিল, তখন যেন হঠাৎ তাঁহার সর্ব্বশরীরে চপলা চমকিল। কুমারীকে যখনই তিনি দেখিলেন, প্রেমের প্ররোচনায় তখনই ঐরূপে তাঁহার অঙ্গ শিহরিত। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, সেই আচ্ছন্ন-নয়নে সুন্দরীর সুন্দর মুখখানি তিনি একবার নিরীক্ষণ করিলেন। স্বপ্নভ্রম ঘুচিয়া গেল। তখন তিনি ভাবিলেন, স্বপ্ন নহে, সত্য সত্যই কুমারী অদ্রিয়াণী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা।

চিত্রার্পিতের ন্যায় রাজপুত্র ভাবিতেছিলেন, অদ্রিয়াণী তবে মরে নাই।—না, মরিয়াছিল। তবে আবার কি প্রকারে উঠিয়া আসিল? যে মুখ দেখিলে আহ্লাদ হইত, সেই মুখ দেখিয়া এখন কম্প আইসে কেন? সে পবিত্র প্রেমানন্দ কোথায় পলাইল?"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু যেমন হস্ত ও জানু অবলম্বনে হামা দিয়া চলে, জাল্‌মা সেই ভাবে হামা দিয়া দিয়া অদ্রিয়াণীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন; একটী কথাও কহিতে পারিলেন না। প্রণয়, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, ভ্রাতৃভাব, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত হইয়া যেন তাঁহার নেত্র জ্যোতিকে নিশ্চল করিয়া ফেলিল। কুমারীও নিস্পন্দ। তাঁহার মুখেও বাক্য নাই। মনে মনে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে।

অনেকক্ষণের পর জাল্‌মা হস্তে হস্ত মর্দ্দণ করিয়া অনির্ব্বচনীয়-বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কুমারি!—ভগিনি! তুমি কি মর নাই?"

অদ্রি।—(সবিস্ময়ে) মরিব?—সে কি কথা? তুমি বলিতেছ কি?

জাল্‌মা।—(সবিস্ময়ে) সত্যই কি তুমি নও? যাহাকে আমি কাটিয়াছি, সে কি সত্যই তুমি নও? আঃ! পরমেশ্বর ধন্য! পরমেশ্বর দয়ালু! পরমেশ্বর রক্ষাকর্ত্তা!

অদ্রি।—(ছোরাখানার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) রাজপুত্র! কি কথা তুমি বলিতেছ? সত্যই কি তুমি কাহাকেও খুন করিয়া আসিয়াছ? কি ভয়ঙ্কর,—কি ভয়ঙ্কর!

জাল্‌মা।—তুমি বাঁচিয়া আছ। আমি তোমাকে দেখিতেছি। এইখানেই তুমি আছ। দিব্য সুন্দরী! উঃ! পূর্ব্বাপেক্ষাও সুন্দরী! কি পবিত্র মূর্ত্তি! ঠিক্ ঠিক্, যাহাকে আমি কাটিয়াছি, সে তুমি নও, কখনই নও। তোমাকে যদি আমি কাটিতাম, তাহা হইলে ছোরাখানা ফিরিয়া আসিয়া আমার নিজের বক্ষেই বাজিত।

অদ্রি।—সত্যই কি খুন করিয়াছ?—কেন কাহাকে কাটিয়াছ?

জাল্‌মা।—জানি, তুমি না। একটী স্ত্রীলোক; দেখিতে ঠিক তোমার মত। আর একটা পুরুষ। আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমার গুপ্তনায়ক। ওঃ! কি ভ্রম!—কি ভ্রম! ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! তুমি বাঁচিয়া রহিয়াছ, তুমি দেখা দিয়াছ, তুমি আমার নেত্রসমীপে দাঁড়াইয়াছ। এ কি স্বপ্ন?

অদ্রি।—স্বপ্ন?—না না, স্বপ্ন কখনই নয়। ছোরাতে রক্তমাখা! স্বপ্নে কখনও রক্ত আসিতে পারে না।

জাল্‌মা।—হাঁ হাঁ, রক্তই বটে; ছোরাই বটে! তোমাকে আমি কাটিয়াছি মনে করিয়া আপনি মরিবার সঙ্কল্পে যখন আমি বিষ খাই, সেই সময় ঐ ছোরাখানা আমি কার্পেটের উপর ফেলিয়া দিয়াছি।

অদ্রি।—(সবিস্ময়ে) বিষ?—কি বিষ?

জাল্‌মা।—আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমাকে কাটিয়াছি;—তাহা ভাবিয়াই এখানে আমি মরিতে আসিয়াছি।

অদ্রি।—(বিভ্রান্ত হইয়া) মরিতে?—কিসের জন্য? কে মরিবে?

জাল্‌মা।—(প্রশান্তবদনে) আমি। তোমাকে আমি মারিয়াছি, অতএব আমি বিষ খাইয়াছি।

অদ্রি।—(চমকিয়া উঠিয়া) তুমি?—তুমি বিষ খাইয়াছ?

জাল্‌মা।—হাঁ।

অদ্রি।—ওঃ! মিথ্যাকথা।

জাল্‌মা।—দেখ,—ঐ টেবিলের উপর বিষের শিশি রহিয়াছে, দেখ।

চাহিয়া দেখিয়াই অদ্রিয়াণী যেন উন্মাদিনী হইলেন। ধনুক হইতে তীর ছাড়িয়া দিলে যেমন দ্রুতবেগে ছুটিয়া যায়, কুমারী অদ্রিয়াণী সেইরূপ বেগে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বিষের শিশিটা ধরিলেন;—ধরিয়াই ওষ্ঠাগ্রে তুলিলেন। জাল্‌মা আর বসিয়া থাকিতে

পারিলেন না, ভয়ানক চীৎকার করিয়া এক-লম্ফে অদ্রিয়াণীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন; শিশিটা কাড়িয়া লইলেন। বোধ হইল যেন, কুমারীর অধরোষ্ঠে সেই বিষাংশ এক প্রকার আঠার ন্যায় চট্‌চট্‌ করিতেছে। অদ্রিয়াণী যেন এক প্রকার বিজয়োল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "আর তুমি কি করিবে? শিশি কাড়িয়া লইয়া আর কি ফল? তুমি যতটুকু খাইয়াছ, আমিও ততটুকু খাইয়া ফেলিয়াছি।"

উভয়েই নিস্তব্ধ। উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টি। উভয়েই নিস্পন্দ; উভয়েই স্তম্ভিত! কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া অদ্রিয়াণী প্রথমে বলিলেন, "ভালই ত, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তুমি খুন করিয়াছ, প্রাণ দিলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ইহাই ঠিক, ইহাই সুবিচার। তুমি মরিলে আমিও বাঁচিব না; তোমার মৃত্যুর সঙ্গে আমার মৃত্যু এ ক্ষেত্রে প্রকৃতিসিদ্ধ। আমার দিকে অমন করিয়া চাহিয়া আছ কেন? বিষটা বড়ই উগ্র! এ বিষ খাইলে শীঘ্রই কি মৃত্যু হয়? বল জালমা!—প্রাণের জালমা! শীঘ্র করিয়া বল, এ বিষ কি শীঘ্র শীঘ্র প্রাণ হরণ করে?"

রাজপুত্র উত্তর দিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। হেঁট হইয়া আপনার হাত-দুখানি তিনি দেখিতে লাগিলেন। ফিরিঙ্গী বলিয়াছিল, এ বিষ খাইবার অল্পক্ষণ পরে নখের কোণে কোণে একটু একটু লাল রেখা দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ তাহাই হইতেছে। ফিরিঙ্গীর কথাই সত্য।

অদ্রিয়াণী মরিবেন। অদ্রিয়াণী বিষ খাইলেন। রাজকুমারের বুদ্ধিলোপ পাইল; সাহস লোপ পাইল। অশ্রু উদ্গিরণে কি তিনি বলিলেন, অদ্রিয়াণী তাহা বুঝিতে পারিলেন না। রাজপুত্রের আবেগ কম্পিত হইতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি অদ্রিয়াণীর বিছানায় উপর পড়িয়া গেলেন। কুমারীও জানু পাতিয়া বসিয়া সভয়ে ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, "এখনই?—এখনই কি মৃত্যু আসিল? তুমি কি আমার নিকট হইতে মুখ লুকাইতেছ?"—বলিতে বলিতে রাজকুমারের দুই হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন। মুখে হস্তাবরণ ছিল, মুখখানি বাহির হইল। সেই সুন্দর মুখ তখন করুণাশ্রুসিক্ত!—সজল-নয়নে তিনি কহিলেন, "না না, এত শীঘ্র মৃত্যু আসিবে না। এই হলাহলের বীর্য্য ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়।"

কিঞ্চিৎ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া অদ্রিয়াণী কহিলেন, "বটে বটে, সত্য সত্যই মৃদুবীর্য্য। আচ্ছা, রাজকুমার! এ বিষ যদি মৃদুবীর্য্য, তবে তুমি কাঁদ কেন?"—মর্ম্মভেদী তীব্র-কণ্ঠে রাজপুত্র কহিলেন, "তোমার জন্য কাঁদি! জীবিতেশ্বরি! তোমার জন্যই আমি অশ্রুবর্ষণ করিতেছি।"

অদ্রি।—আমার জন্য কোন চিন্তা নাই। কোন চিন্তা করিও না। তুমি খুন করিয়াছ, আমরা উভয়ে মরিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব! বাস্তবিক কি ঘটিয়াছে, তাহা আমি জানি না, কিন্তু শপথ করিয়া বলিতেছি,—তোমার প্রেমের শপথ, মন্দ করিবার জন্য তুমি কাহারও মন্দ কর নাই নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন প্রকার ভয়ঙ্কর গূঢ় ব্যাপার লুক্কায়িত আছে।

জালমা।—(হাঁপাইতে হাঁপাইতে) ছলনা করিয়া ফিরিঙ্গী আমাকে একটা বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। ছলনাটা অগ্রে আমি বুঝিতে পারি নাই; গোলামের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম। সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলে ফিরিঙ্গী আমাকে বলিল,—সত্য অদ্রিয়াণি

ফরিঙ্গী বললি, তুমি আমাকে ভালবাস না। আর একজনকে তুমি ভালবাসিয়াছ। আমি বিশ্বাস করিলাম না। কিন্তু কি জানি কেন, আমার চক্ষে যেন কেমন এক প্রকার জাল পড়িয়া গেল; অর্দ্ধ অন্ধকারে আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম।

অদ্রি।—(সবিস্ময়ে) আমাকে ?

জাল্‌মা।—না, তোমাকে না; কিন্তু একটী স্ত্রীলোক। ঠিক তোমার মত রূপ, তোমার মত পোশাক, তোমার মত চুল, তোমার মত সব! ভ্রম ক্রমশই গাঢ় হইল। তৎক্ষণেই সেইখানে একজন পুরুষ আসিল। স্ত্রীলোক ছুটিয়া গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। আমি কি করিলাম ?—ক্রোধে উন্মত্ত হইলাম। সেই স্ত্রীলোকের মুখে ছোরা মারিলাম, সেই পুরুষের বুকেও ছোরা মারিলাম। তাহারা উভয়েই ঘুরিয়া পড়িল। আমিও স্থির হইয়া এখানে মরিতে আসিলাম! এখানে আসিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া কি হইল ?—তোমাকেই মারিয়া ফেলিলাম! হায় হায়! কি দুর্দ্দৈব!—কি দুর্দ্দৈব! আমা হইতেই তোমার প্রাণ গেল! এই কথা বলিয়া বীর্য্যবান্ জাল্‌মা যেন ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

অদ্রি।—আর কাঁদিও না; আর চক্ষের জল ফেলিও না; প্রেমানন্দে হাস্য কর, মনে মনে প্রেমের পূজা কর। আমাদের নির্দ্দয় বিপক্ষদল আর বিজয়ানন্দে নৃত্য করিতে পারিবে না।

জাল্‌মা।—ও সব কথা তুমি কি বলিতেছ ?

অদ্রি।—বলিতেছি উত্তম। তাহারা আমাদিগকে দুঃখের সাগরে ভাসাইবে, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিল। তাহাদের জন্যই এখন আমাদের দুঃখ হয়। সমস্ত জগৎ আমাদের এই কিপ্রকারিতা দেখিয়া চমৎকৃত হইবে।

জাল্‌মা।—(বিভ্রান্তনয়নে চাহিয়া) অদ্রিরাণী! তুমি কি মনে কর, আমি তোমাকে—

অদ্রি।—ওঃ! জ্ঞান আমাকে এখনও ত্যাগ করিয়া যায় নাই। শুন প্রিয়তম! তোমার কথা শুন। সমস্তই এখন আমি বুঝিলাম। দুরাচার ধূর্ত্তেরা তোমারে নষ্ট করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছিল; সেই ফাঁদে পদার্পণ করিয়া তুমি নরহত্যা করিয়াছ। এদেশে নরহত্যা করিলে বড় কলঙ্ক হয় অথবা ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ যায়। তুমি যদি বাঁচিয়া থাক, কল্যই,—আজ এই রাত্রেই তাহারা তোমাকে ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিবে। আমাদের বৈরিপক্ষ বলে, কুমার জাল্‌মা আপন শিরে কলঙ্ক লইবেন না, তিনি বরং আত্মহত্যা করিবেন। প্রেমাস্পদ রাজপুত্রের মরণে কুমারী অদ্রিরাণীও কলঙ্কিত জীবনভার বহন করিবেন না। কুমার মরিলে কুমারীও মরিবেন, উভয়েই আত্মহত্যা করিবেন। কালা কালা আলখাল্লারা এই সকল কথাই বলে। তাহারা আরও বলে, "ঐ যে অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকার, যাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য আমাদের আশা, তাহাও—"

জাল্‌মা।—হায় হায়! এমন যুবতী, এমন সুন্দরী, এমন নিষ্কলঙ্ক, এমন সুহাসিনী তুমি, তোমার পক্ষে এপ্রকারে মৃত্যু অতীব ভয়ঙ্কর। সেই সকল নরাকার রাক্ষস আমাদের এই অপঘাতমৃত্যুতে মহানন্দে কুজন করিবে।

অদ্রি।—তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে। আমাদের এই মৃত্যু পারমার্থিক। বিষবীর্য্য মৃদু, এখনও অল্পক্ষণ আমরা বাঁচিব, এখন আমি তোমাকে প্রেমপুষ্পে পূজা করি।

এইরূপ স্নেহোক্তি করিয়া কুমারী অদ্রিরাণী রাজকুমারের মুখচুম্বন করিলেন, সরিয়া সরিয়া কুমারের আরও নিকটে গেলেন

যে, উভয়ের কপোলে উভয়ের মৃদুনিশ্বাস স্পর্শ করিতে লাগিল।

অয়ি!—প্রাণেশ্বর! প্রিয়তম!—আল্‌বা! রাজকুমার! আ! আজ আমি তোমারে কতই সুন্দর দেখিতেছি! আহা! ঐ চক্ষু, ঐ কপোল—ঐ ললাট—ঐ ওষ্ঠ—আহা! আমি ঐগুলি কতই ভালবাসি! কতবার আমি তোমার ঐ সৌন্দর্য্যকে প্রেমের সহিত গ্রথিত করিয়া আত্মহারা হইয়াছি, সঙ্কল্প ভঙ্গ করিয়াছি; জীবন যৌবন তোমাকেই সমর্পণ করিয়াছি! এখন আমি তোমার! এখনও পর্য্যন্ত তোমার মোহনরূপে আমি মোহিত হইয়া রহিয়াছি! তোমাতে আমাতে বিবাহ হইবে, পরমেশ্বরের ইহাই ইচ্ছা। যিনি আমাদের বিবাহে পুরোহিত হইতেন, অদ্য প্রাতঃকালে গরিব দুঃখীকে দান করিবার নিমিত্ত তাঁহার হস্তে প্রচুর ধন সমর্পণ করিয়াছি। তবে বল দেখি রাজকুমার! আর আমাদের কিসের দুঃখ? একটীমাত্র প্রণয়-চুম্বনে আমাদের অবিনশ্বর আত্মা পূর্ণপ্রেমে প্রফুল্ল হইয়া সেই সর্ব্বপ্রেমময় পরমেশ্বর-সমীপে স্বর্গে সমুত্থিত হইবে।

ফুলশয্যার নিমিত্ত যে পরিষ্কার শয্যা, পরিষ্কার মশারি, বিচিত্র খট্টা সজ্জিত হইয়াছিল, অকস্মাৎ প্রেমিক প্রেমিকার নয়নে তাহা যেন কৃষ্ণমেঘাবৃত বোধ হইতে লাগিল! দুই ঘণ্টা পরে অগ্নিরাণী এবং আলমা সেই শয্যার উপর নয়ন মুদিত করিলেন!

নবম পরিচ্ছেদ।

ভগ্নমঠ।

সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন। সম্মুখে নিবিড় অরণ্য। সেই অরণ্যমধ্যে একটী ভগ্নমঠের ধ্বংসশেষ। এই মঠ পূর্ব্বে সেণ্ট জন বাপ্টিষ্টের কীর্ত্তিঘোষণা করিত। যবলতা, শেয়ালা, ছোট ছোট চারাগাছ এবং বিবিধ পুষ্পলতা সেই ভগ্ন প্রস্তর-সমূহ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। কত দিনের কথা, এখনও পর্য্যন্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। কতকগুলি ভগ্ন খিলান, ভগ্নপ্রাচীর এখনও দাঁড়াইয়া আছে; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহারা যেন অন্ধকার বনভূমি পরিদর্শন করিতেছে। ধ্বংসের উপর দণ্ডায়মান হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নে একটা ভগ্নবেদীর উপর প্রস্তরনির্ম্মিত একটী প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেই প্রতিমা যেমন অদ্ভুত, তেমনি ভয়ঙ্কর। একটী কবন্ধ মানবদেহ! হস্তে একখানা থাল। সেই থালের উপর একটা কাটামুণ্ড! যাহার দেহ, তাহারই ঐ ছিন্নমস্তক!

এ প্রতিমা কাহার?—সেণ্ট জন বাপ্টিষ্টের। রাজকুমারী হীরোদিয়াসের ইচ্ছাতে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

চতুর্দ্দিকে গভীর নিস্তব্ধতা রাজত্ব করিতেছে। মধ্যে মধ্যে বায়ুগর্জ্জনে বড় বড় প্রাচীন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সঞ্চালিত হইতেছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেবের রক্তাভাযুক্ত রশ্মিমালা আকাশের তরলমেঘে প্রতিফলিত হইতেছে, মেঘেরা মার্জ্জিত তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে সেই বনভূমির উপর দি

চলিয়া যাইতেছে; নিকটস্থ গিরিনদীতে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িতেছে, দেখিতেই এক সুন্দর দৃশ্য! সলিল প্রবাহিত হইতেছে, মেঘমালা চলিয়া যাইতেছে, বৃক্ষগণ কম্পিত হইতেছে এবং সমীরণ গুঞ্জন করিতেছে। সহসা সেই সকল তরুচ্ছায়া ভেদ করিয়া একটী নারীমূর্ত্তি সেই স্থানে আবির্ভূত হইল। সেই মূর্ত্তি ধীরে ধীরে মঠের দিকে গমন করিতেছে; মঠে উপস্থিত হইয়াছে। এই ভূমি পূর্ব্বে সুপবিত্র ছিল, এই রমণীও বোধ হয় পূর্ব্বে এ স্থানে দর্শন দিয়াছিল, এই সময় পুনরাবির্ভাব।

এই রমণীর বদন বিবর্ণ, নেত্র বিষণ্ণ, পরিচ্ছদ-বস্ত্র বায়ুবেগে হিল্লোলিত; পদতল হইতে জানু পর্য্যন্ত ধূলামাখা। অতি কষ্টে সেই স্ত্রীলোকটী প্রস্তরে প্রস্তরে পদক্ষেপ করিতেছে। গিরিনদীর নিকটে উক্ত প্রতিমার পদতলে একখানা প্রস্তর। রমণী শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া সেই প্রস্তরের উপর বসিয়া পড়িল। বোধ হইল যেন নিশ্বাসরোধ। কেন এমন হয়?—রমণী আপনা আপনি এই তর্ক মনে আনিল। বহু দিন, বহু বর্ষ, বহু শতাব্দী সেই স্ত্রীলোক অনবরত পরিভ্রমণ করিয়াছে, কখনও ক্লান্তি অনুভব করে নাই; আজ কেন ক্লান্তি আইসে? ক্লান্তি অনুভব এই তাহার প্রথম। চলিতে পারি না, এ রমণী কখনও বলে নাই; আজ কিন্তু সত্য তাই চলিতে পারে না; জলে, অনলে, [illegible]রে, অরণ্যে, সর্ব্বত্রে সমভাবে চলিয়া [illegible]রিয়াছে। মনুষ্য যাহা পারে না, এই [illegible]ণী শত শত বৎসর অক্লেশে সেই সকল [illegible]র্য্য করিয়াছে; মানুষে যাহাতে বেদনা [illegible]ভব করে, এই রমণী সেই প্রকার [illegible]না আজ নূতন অনুভব করিল। পদতলে [illegible]ধারা, সর্ব্বশরীরে বেদনা, কণ্ঠে উত্তপ্ত [illegible]না। এ সকল অনুভব, এ সকল যন্ত্রণা সত্য আসিয়াছে, রমণী তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইল, বক্ষে যেন আগুন জ্বলিতে লাগিল। সম্মুখে নির্ঝরিণী। তৃষ্ণাশান্তির অভিলাষে নির্ঝরিণী-মূলে উপবেশন করিয়া অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবার উপক্রম করিল। নির্ঝরিণীর সলিল অবিকল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। রমণী সেই স্বচ্ছসলিল মুখে দিবামাত্র চমকিত হইল; আর পান করিল না; স্বচ্ছস্রোতের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পিপাসা ভাল হইয়া গেল। উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল; দুঃখের চীৎকার নহে, যন্ত্রণার চীৎকার নহে, পরমার্থ-আনন্দে জগৎপিতার নিকটে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের চীৎকার। স্বচ্ছসলিলে রমণীর ছায়া পড়িয়াছে। ছায়া দর্শন করিয়া রমণী বুঝিয়াছে, বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অমলিনের মধ্যে তাহার চুল পাকিয়াছে। এক সহস্র পাঁচশত বৎসর অথবা তদপেক্ষা অধিককাল এই রমণীকে ঠিক যেন বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী জ্ঞান হইত, যৌবন তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইত না, অকস্মাৎ বার্দ্ধক্য আসিল; চিরযৌবন ফুরাইল; মরিবার আশা জন্মিল।

ক্লান্ত হইয়া প্রস্তরের উপর যে রমণী অচলা হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, সেই রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল। আনন্দে তাহার নয়নে প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইল; আকাশপানে মুখ তুলিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই সময় ব্যাপ্টিষ্ট জনের প্রতিমার দিকে তাহার নেত্র নিপতিত হইল। প্রতিমার করতলে কাটামুণ্ড; সেই মুণ্ডের অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রযুগল ঐ রমণীর দিকে ঘূর্ণিত হইয়া যেন দয়া প্রকাশ করিল।

এই সেই হীরোদিয়াস্। এক প্রতিমাপূজার উৎসবে উন্মাদিনী হইয়া এই হীরোদিয়াস্

ঐ ব্যক্তিই এরিয় জরুজহেদনের আদেশ দিয়াছিল। তদবধি হীয়োদিয়াসের আর বিশ্রাম ছিল না; ক্রমাগত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া করিয়া অবশেষে এই ভগ্নমঠে আসিয়াছে। পাপের ফলভোগ শেষ হইয়াছে, পরিমাণ পরিপূর্ণ, এইবার যেন মৃত্যু নিকট।

ঈশ্বরের লীলা অনন্ত, সংসারীর আশাও অনন্ত, পাপীলোকের দণ্ডও অনন্ত। রমণী বলিল, "এত দিনে ঈশ্বরের কোপ প্রশমিত হইয়াছে। এই মহাপুরুষের প্রতিমার পদতলে ঈশ্বর আমারে আনিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে আমি মানুষ ছিলাম, তাহার পর কি হইয়াছিলাম, মনে নাই। বোধ হইতেছে, পুনর্ব্বার আমি মানুষ; অনন্তকাল পরিভ্রমণ করিয়া পাপের ফলভোগ করিয়াছি। এখনও ঈশ্বর আমারে ক্ষমা করিবেন কি না, তিনিই তাহা জানেন।

ক্ষমা অবশ্যই পাই। হে দয়াময়! তুমি আমারে ক্ষমা কর! কেবল আমারে ক্ষমা করিলেই আমার যন্ত্রণার অবসান হইবে না, সেই কারিকর—সেই ছুতার কারিকর মহাশাপগ্রস্ত হইয়া শত শত বৎসর দিক্‌বিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। আমি রাজকন্যা, আমার ন্যায় সেই কারিকরটীও কষ্ট পাইতেছে; তাহাকেও ক্ষমা কর। তাহার ঋণের পরিশোধ করিয়া দাও। প্রভু! কোথায়?—কোথায় সেই কারিকর? পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমি দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইতাম, তাহার কথা শুনিতে পাইতাম, এখন আর পাই না। কেন প্রভু! কেন তুমি আমার সে শক্তি পুনর্গ্রহণ করিয়াছ? দাও প্রভু!—সেই দৈবশক্তি আবার আমারে ফিরাইয়া দাও। অন্ধকারে আর আমি দেখিতে পাই না, সেই পরিব্রাজকের কথাও আর শুনিতে পাই না। কোথায় প্রভু! কোথায় সেই য়িহুদী পরিব্রাজক? পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমরা পরিভ্রমণ করি, এক প্রান্তর হইতে প্রান্তরান্তর আমরা অবলোকন করি, এই ক্ষমতা তুমি আমাদের প্রদান করিয়াছিলে; এখন ত সে ক্ষমতা আমার নাই! দয়া কর!—দয়াময়! অধিনী ভাবিয়া দয়া কর!"

সূর্য্য অস্ত গেলেন। রাত্রি হইল। অন্ধকার রজনী—ঘনঘটাময়ী অন্ধকার রজনী। ঝড় উঠিল। বড় বড় বৃক্ষের পশ্চাদ্‌ভাগে স্তূপীকৃত মেঘের অন্তরালে অল্পে অল্পে আবৃতচন্দ্রমার অল্প অল্প রজত-আভা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ঈশ্বর যেন পরিব্রাজিকা য়িহুদীকন্যার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। সহসা সেই রমণীর নেত্রপুট নিমীলিত হইল। উভয় হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া রমণী সেই ভগ্নমঠে জানু পাতিয়া বসিল সমাধিস্তম্ভের উপরে প্রস্তরপ্রতিমা যেমন নিস্পন্দ নিশ্চল, এই নারীমূর্ত্তিও সেইরূপ নিশ্চলা। বসিয়া বসিয়া তন্দ্রা, বসিয়া বসিয়া এক অদ্ভুত স্বপ্ন।

স্বপ্ন কি প্রকার?—এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখর। সেই শিখরোপরি একটী ধর্ম্মক্রুশ বিরাজমান। প্রভাকর পশ্চিমাচলে চলিয়াছেন রমণী যে সময় মঠে আসিয়াছিল, স্বপ্নেও যেন ঠিক সেই সময় বুঝিতে পারিল। দণ্ডক্রুশটী দীর্ঘাকার। তথা হইতে নিম্নস্থ ধর্ম্মশালা নয়ন গোচর হয়। চারিধারে মরুভূমি। বালুকা এবং প্রস্তররাশি সেই মরুভূমিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন, পুরাকালে এক মহাসাগর শুকাইয়া গিয়াছে। মরুভূমিতে কোন প্রকার জীবজন্তুর সাড়াশব্দ নাই।

এখানে ধর্ম্মশালা কে স্থাপন করিল য়িহুদীকন্যা স্বপ্নে দেখিল, চারিদিকে মরুভূমি [illegible] করিতেছে। পৃথিবীর কোথায় কতদূরে [illegible] দিনের এই ধর্ম্মমন্দির, তাহা নির্ণীত হয় [illegible]

মনুষ্যনিবাসের কত দূরে এ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল কে? ঠিক যেন উত্তর আসিল, একজন পরিতাপী পাপী বহুব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। সেই পাপীলোক তাহার প্রতিবাসিগণের বিস্তর অপকার করিয়াছিল, সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য সেই লোক হামাগুড়ি দিয়া এই উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়াছিল; মরণকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে সন্ন্যাসী হইয়া বাস করিয়াছিল। যেখানে ঐ ধর্ম্মকূপ, তাহারই ঠিক নিম্নদেশে সেই সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল। আশ্রম একণে ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে।

সূর্য্য এখনও পশ্চিমাচলে লুকায়িত হন নাই অথচ আকাশমণ্ডল অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। উত্তপ্ত জ্বলন্ত লৌহ ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া যেমন রক্ত আভা পরিত্যাগ করে, দিনকরের মূর্ত্তিও এ সময় সেই প্রকার। অকস্মাৎ ঐ ধর্ম্ম-মন্দিরের পূর্ব্বপার্শ্বে মহাশব্দ করিয়া কতকগুলা প্রস্তর পতিত হইল। পর্ব্বতের উপর হইতেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ সকল প্রস্তরখণ্ড নিপতিত হইল, রিহুদীরাজকন্যা তাহাই যেন স্বপ্ন দেখিল। কেন পতিত হইল, তাহা বুঝিবার জন্য রমণী স্থির করিল, একজন পথিক তথাকার নিম্নভূমি হইতে সেই পর্ব্বতচূড়ায় উঠিতেছিল, তাহারই পাদস্পর্শে শ্লথ প্রস্তর খসিয়া পড়িয়াছে। কে সেই পথিক, স্বপ্নে তাহা দেখা গেল না; কিন্তু তাহার পদশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। ধীর মৃদু অটল পদক্ষেপ। পথিক ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিল। তাহার সুদীর্ঘ দেহ যেন অন্ধকার আকাশ স্পর্শ করিতে উদ্যত। তাহার সমস্ত শরীর পাণ্ডুবর্ণ; ললাটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ একটা রক্তরেখা চিহ্ন। কে এ?—এ সেই জেরুজেলেমের চর্ম্মকার।

এই অভাগা চর্ম্মকার সাংসারিক দুঃখযন্ত্রণায় অবসন্ন হইয়া ক্রুশধারী যীশুখৃষ্টকে আপন দ্বারের বাহির হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল; "ভ্রমণ কর, ভ্রমণ কর" বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল। সেই দিন হইতে যীশুও তাহাকে "ভ্রমণ কর, ভ্রমণ কর, ভ্রমণ কর" বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন। তদবধিই অনন্ত ভ্রমণ! সে ভ্রমণের শেষও নাই, বিশ্রামও নাই। এত কষ্ট দিয়াও প্রভু যীশু আপন অভিশাপের প্রতি সংহার করেন নাই। পরিব্রাজক যেখানে যেখানে গিয়াছে, সেই সকল স্থলেই ভয়ানক মহামারী প্রাদুর্ভাব হইয়া নগর, গ্রাম, জনপদ সমস্ত জনশূন্য করিয়া গিয়াছে! ভ্রমণে বিরাম ছিল না, এতকালের পর বিরাম আসিতেছে। ঐ জনশূন্য প্রান্তরের উপর মহোচ্চপর্ব্বত, পরিব্রাজক এই পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়াছে। এখন আর সমাধিসূচক মৃত্যুঘণ্টার ভয়ঙ্কর নিনাদ তাহার কর্ণগোচর হইতেছে না। ক্রুশদণ্ডের উপরিভাগে বৃহৎ একটী খ্রীষ্টমূর্ত্তি ছিল, তাহাও আর দৃষ্ট হইতেছে না।

পরিব্রাজক ভাবিতেছে, তাহার বংশের সন্তানগণের কি হইল, তাহাই ভাবিতেছে। অন্তরে আঘাত লাগিতেছে। ভাবিতেছে যেন এখনও পর্য্যন্ত মহা মহা বিপদ্ তাহার বংশধরগণকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অবসন্ন হইয়া জেরুজেলেমের সেই চর্ম্মকার উক্ত ক্রুশদণ্ডের নিম্নভাগে নিরাশ্রয় উপবেশন করিল। সূর্য্যের অন্তিম রক্তরশ্মি এই সময় মন্দিরের চূড়া[illegible] নিপতিত হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন কোন বিজন অরণ্যে দাবানল জ্বলিতেছে। করতলে মস্তক বিন্যাস করিয়া পরিব্রাজ[illegible] রিহুদী সেই ক্রুশতলে বিশ্রামার্থ বসিল। মস্ত[illegible] লম্বা লম্বা চুল বায়ুহিল্লোলে বিক্ষেপিত হ[illegible] তাহার পাণ্ডুবদন আচ্ছাদিত করিতে লাগি[illegible]

হস্তদ্বারা সেই ধবল কুঞ্চিত কেশ ললাটদেশ হইতে সরাইয়া দিয়া কি দেখিয়া যেন চমকিয়া উঠিল! এই পরিব্রাজক যিহুদী বহুকাল হইতে কখনও কোন বস্তু দর্শনে চমকিত হয় নাই; তবুও পার নাই; ললাটের চুলগুলি যখন সরাইয়া দেয়, সেই সময় একগোছা চুল তাহার অঙ্গুলীতে জড়াইয়া নেত্রনিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। এতদিন যে কেশরাশি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল, সেই কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপ এখন সুপক্ব; গাঢ় শুভ্রবর্ণ! রাজকুমারী হিরোদিয়স যেমন বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছে, চর্ম্মকার পরিব্রাজক যিহুদীরও সেইরূপ পক্ককেশ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এক-শতের অতীত বৎসরে যাহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় নাই, হঠাৎ একদিনে তাহার বার্দ্ধক্য দেখা দিল। হিরোদিয়সের ন্যায় সে ব্যক্তিও আশু সমাধিক্রোড়ে ঘুমাইবার আশা করিতে লাগিল। করযোড়ে আকাশপানে চাহিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে পরিব্রাজক বলিল, "দয়াময়! কতদিনে আশা পূর্ণ হইবে? এতকাল পরে বৃদ্ধ হইয়াছি, সমাধিক্ষেত্রে কবে শয়ন করিব?"—ক্রুশের উপর বিগ্রহ দেখা গেল! বিগ্রহের দিকে পরিব্রাজকের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল। হিরোদিয়াস যেমন ভগ্নমঠে কাটামুণ্ডের সেই জ্যোতি দেখিয়াছিল, চর্ম্মকার যিহুদীও সেইরূপে ক্রুশবিদ্ধ দেবমূর্ত্তি দর্শন করিল।

ক্রুশবিদ্ধ বিগ্রহ যেন এক একবার দেখা যাইতেছে, এক একবার অদৃশ্য হইতেছে। অভিশপ্ত যিহুদী অবনতে যেন সেই দয়ালমূর্ত্তি দেখিল। দার্শনিক যীশুখৃষ্ট কণ্টকাচ্ছাদিত উষ্ণীষের ভারে যেন মস্তক অবনত করিয়া অভিশপ্তের প্রতি দয়া বিতরণ করিতেছেন। অভিশপ্ত যিহুদীও সেই সময় সেই বিগ্রহের দিকে করযোড়ে দয়াপ্রার্থনা করিতে লাগিল:—

"ও যেসায়া! সেই স্বর্গীয় অদৃশ্য হস্ত আমাকে আবার ঠেলিয়া ঠেলিয়া এই সুবৃহৎ ক্রুশদণ্ডের নিকটে আনিয়া দিয়াছে! হে প্রভো! যেদিন আপনি ক্লান্ত হইয়া আমার কুটীরের দ্বারদেশে বিশ্রামার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই দিন ঐ ক্রুশ তোমার হস্তে ছিল। আমি পাতকী, আমি তোমারে নিষ্ঠুর বাক্যে লাঞ্ছনা করিয়া তথা হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলাম। তোমার অভিশাপে আমি শত শত বৎসর ক্রমাগতই পর্য্যটন করিতেছি! কোথায় যাই, কোথায় থাকি, কোথা হইতে আসি, কিছুই মনে থাকে না। যেদিকে যাইব না মনে করি, সেই অদৃশ্য হস্ত আমাকে সেই দিকে অগ্রেই ঠেলিয়া দেয়। কতকাল পর্য্যটন করিয়া আজ আমি এইখানে আসিয়াছি। আমার মস্তকের কেশ আজ শ্বেতবর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হে প্রভো! তোমার স্বর্গীয় করুণায় অদ্য কি আমি ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছি? আমার পর্য্যটনের অসীম কাল কি সমাপ্ত হইয়াছে! তোমার করুণায় আমি কি এখন সর্ব্বশান্তিময় কবরগর্ভে বিশ্রাম করিতে পারিব? হে ত্রাণকর্ত্তা! আমার প্রতি যদি দয়া হয়, তবে সেই স্ত্রীলোকটীর প্রতিও সমদয়া বর্ষিত হউক আহা! সেটী রাজকন্যা, তথাপি আমার অপেক্ষা তাহার যন্ত্রণা ন্যূন নহে। দয়াময়! আমাদের দুজনকে ক্ষমা করিয়া আমার বংশের শেষ সন্ততিগণকে রক্ষা কর। জানি না, কে যেন আমার কর্ণে কহিতেছে, একে একে তাহারা পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতেছে! প্রভো! সবাই কি তাহাদের এইরূপ পরিণাম? সেই জন্যই কি আমার মস্তকের কেশ শ্বেতবর্ণ হইতেছে? আমার বংশের সকলেই যখন গতায়ু হইবে, একটীও যখন জগতে বাঁচিয়া থাকিবে না, তখন কি আমার পাপের

প্রায়শ্চিত্ত হইবে? কেমন্তর! কতদিনে তুমি আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবে? যে দয়াময় প্রভো! তাহাদের সহিত আমি কি দণ্ড পাইব অথবা তাহারাও কি দণ্ড পাইবে?

* * * * * *

রজনী প্রভাত হইয়া আসিল। দুর্লক্ষণময় উষা পূর্ব্বাকাশকে অল্প অল্প লোহিতাভ করিয়া দিল। অভিশপ্ত মিহুরী জগতও পর্যন্ত পৌঁছ্রু শবও সমীপে জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

[illegible]যুদ্ধ।

আবি আইরিণী আরাম হইয়াছেন। ডগিরার্ড ষ্ট্রীটের সেই নির্জ্জন-বাড়ীতে এখনও তিনি রহিয়াছেন। থাকিবার ইচ্ছা ছিল না, মিথ্যা মিথ্যা একটা ছলনা করিয়া রজিন তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়াছেন। আবি মহাশয় একখানি খবরের কাগজ হস্তে লইয়া পাঠ করিতেছেন। বেলা প্রায় দুই প্রহর। উদ্যানের দিকের একটী গবাক্ষ উন্মুক্ত আছে, সেই গবাক্ষ দিয়া মৃদু মৃদু বায়ুসঞ্চার হইতেছে, আবি অঙ্গে অঙ্গে আরাম বোধ করিতেছেন, আরাম-চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ দেখিতেছেন। এক অংশে দেখিলেন, শিরোনাম "পারিস্।"

সেই অংশই অগ্রে পাঠ করিবার ইচ্ছা হইল। লেখা ছিল, "রাত্রি ১১টা—ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড! দুই খুন হইয়াছে! একটী যুবক,—একটী যুবতী! আঘাত প্রাপ্তিমাত্রেই যুবতীর প্রাণ গিয়াছে, যুবা-পুরুষের প্রাণ আছে, বাঁচাইবার চেষ্টাও হইতেছে। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, ছোরার আঘাতে মৃত্যু। প্রকাশ এইরূপ যে, [illegible] এই হত্যার কারণ পুলিসের লোকেরা তদারক করিতেছেন, কল্য আমরা বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব।"

পাঠ সমাপ্ত হইবামাত্র আবি আইরিণী সেই কাগজখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। প্রগাঢ়-চিন্তায় তাঁহার বদনমণ্ডল অন্ধকার হইল! তাঁহার মনে আসিল, এই হত্যার মূলেও রজিন। তিনি ভাবিলেন, "রজিনের সমস্ত মৎলব একে একে হাসিল হইয়া আসিতেছে! উঃ! রজিন গোপ হইবে! এত বড় উচ্চ আশা তাহার অন্তরে স্থান পাইয়াছে! আছে বটে অনেক বিষয়ে তাহার ক্ষমতা, কিন্তু মন্দদিকেই সে ক্ষমতা বেগে ধাবিত হয়। রেণীপন্ট-ব্যাপার সত্য সত্যই রজিনের চেষ্টায় অনেকদূর সুসিদ্ধ হইল। রজিনের কিন্তু মৎলব ভাল নয়। আমাদের সকলকে পরাজয় করিয়া কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধিরই জন্য রজিন সর্ব্বক্ষণ ব্যগ্র। কিন্তু কল্য—"

হঠাৎ আইরিণীর চিন্তায় বাধা পড়িল। কে যেন পাশের ঘরের দরজা খুলিল, তিনি এইরূপ শব্দ পাইলেন! কে আসিতেছে, দেখিবার জন্য তিনি সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন;—দেখিলেন, তাঁহার ঘরের পাশদরজাও উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। আবি আইরিণী চমকিয়া উঠিলেন! তাঁহার সম্মুখে মার্শেল মাইকেল দণ্ডায়মান।

হঠাৎ মার্শেল সাইমন কোথা হইতে আসিলেন? মার্শেলের পশ্চাদ্ভাগে অর্দ্ধ-প্রকাশিত রডিনের বিকটবদন। চক্ষু ঘুরাইয়া রডিন একবার আনন্দে আনন্দে আবির মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন; পরক্ষণেই অদৃশ্য। যে দ্বার দিয়া তাঁহারা আসিয়াছিলেন, পুনরায় সেই দ্বার বন্ধ হইল। রডিন তাহাতে ডবল চাবী লাগাইলেন। আবির সম্মুখে মার্শেল সাইমন রহিলেন।

মার্শেলকে প্রায় চিনিতেই পারা যায় না। অল্পদিনে তিনি যেন কতই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। মাথার চুলগুলি সমস্তই সাদা হইয়া গিয়াছে! শরীর কৃশ, মুখখানি শুষ্ক, সেই মুখে শ্বেতবর্ণ লোমাবলী, বহুদিন ক্ষৌরকার্য্য হয় নাই। নেত্রদ্বয় কোটরনিমগ্ন অথচ কি এক প্রকার ক্রোধে রক্তবর্ণ! অঙ্গে একটা জীর্ণ লবেদা, গলদেশে কৃষ্ণবর্ণবস্ত্রে গলাবন্ধ; তাহা যেন অযত্নে স্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

লবেদাটা খুলিয়া রাখিয়া মার্শেল সাইমন সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন! আবি আইরিণী দেখিলেন, মার্শেলের কোমরবন্ধে দুইখানা তলোয়ার;—খাপখোলা উলঙ্গ তলোয়ার! দেখিবামাত্রই আবি ভাবভঙ্গি বুঝিলেন। রডিন পূর্ব্বে একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কোন মার্শেল যদি তোমাকে আঘাত করে, তাহা হইলে তুমি কি কর?"—মার্শেল সাইমনকে দেখিয়া—সেই মার্শেলের কটিবন্ধে যুগ্ম-তরবারি দেখিয়া সেই পূর্ব্বকথা তখন আবির মনে পড়িল।

মার্শেল সাইমন কটিদেশ হইতে তরবারি দুইখানি খুলিয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিলেন এবং দুইখানি বক্ষ বক্ষে আবদ্ধ করিয়া ধীরপদে আবির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ের আকৃতি, উভয়ের—উভয়ের লক্ষেই উভয়ের বৈরিতা। আইরিণী যখন পাদ্রী হন নাই, তখন এই মার্শেলের সহিত কতবার তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল, পাঠকমহাশয়ের তাহা স্মরণ আছে। মার্শেল যখন আবির সম্মুখে মুখামুখি দাঁড়াইলেন, আবি তখন আসন হইতে উঠিলেন। সেদিনও আবি-সাহেবের কৃষ্ণগাউন পরিধান। ভয়ে অথবা রক্তাভাবে বদন যখন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে, সে সময় কৃষ্ণপরিচ্ছদ পরিহিত থাকিলে সেই পাণ্ডুবদন আরও অধিক পাণ্ডুবর্ণ দেখায়, আবির তখন মুখের বর্ণ সেই প্রকার।

ক্ষণকাল উভয়ের মুখেই বাক্য রহিল না পরস্পর মুখের দিকে চাহিয়া উভয়েই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মার্শেল বড়ই চঞ্চল; চঞ্চলতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আকৃতিও তখন অতি ভয়ঙ্কর! প্রথমেই মৌনভঙ্গ করিয়া তিনি কহিলেন, "আমার মেয়ে-দুটী মরিয়াছে; তোরে আমি মারিতে আসিয়াছি!"

ভয় পাইয়া কাতরস্বরে আইরিণী কহিলেন, "শুনুন মহাশয়! ও সকল কথায় বিশ্বাস—"

"অবশ্যই তোরে আমি মারিব! আমার অপকার করিতে কিছুই তুই বাকী রাখিস নাই! তোর ষড়্‌যন্ত্রে আমার সতী সাধ্বী পত্নীটী নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন; সাইবিরীয়ার দূরবনে তাঁহার প্রাণান্ত হইয়াছে! সঙ্গীদলের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তুই আমার দুটী কন্যাকে মারিয়া ফেলিয়াছিস, বিংশতি বৎসর ধরিয়া আমার সঙ্গে তুই শত্রুতা করিতেছিস, আজ আমি নিশ্চয়ই তোর জীবন সংহার করিব!"

যেন কত বড়ই ধার্ম্মিক, সেই ভাব দেখাইয়া মৃদুবচনে আইরিণী কহিলেন, "ঈশ্বর আমায় জীবন দিয়াছেন, এ জীবন ঈশ্বরের

তাহা ছাড়া দ্বিতীয়পক্ষে যে কেহ আমার জীবনগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, এ জীবন তাহার।"

মার্শেল।—এই ঘরেই যুদ্ধ করিয়া আমরা মরিব। দুজনেই মরি, অথবা একজন মরুক, দ্বন্দ্বযুদ্ধ অনিবার্য্য। স্ত্রীকন্যাবিয়োগে আমি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু তুই আমার সে অবসন্নতা বুঝিতে পারিলি না। আমি সুস্থির হইয়া তোর সঙ্গে যুদ্ধ করিব; প্রতিশোধ লইব!

আবি।—আপনার ভ্রম হইতেছে! এখন আমি যে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি, তাহাতে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। পূর্ব্বে লড়াই করিয়াছি বটে, কিন্তু এখন আমার সে দিন নাই; এখন আমি পাদ্‌রী!

মার্শেল।—(বিদ্রূপে হাস্য করিয়া) বাঃ!—পাদ্‌রী হইয়াছিস্? সেই জন্য যুদ্ধ করিতে নারাজ?

আবি।—হাঁ মহাশয়! আমি এখন পাদ্‌রী।

মার্শেল।—(পূর্ব্বরূপ হাস্য করিয়া) বাঃ! পাদ্‌রী তুই? দুরাত্মন্! পৃথিবীতে এমন পাপ নাই, এমন অপরাধ নাই, যাহা করিতে তুই অক্ষম; এমন নীচতা নাই, যাহা তোর অবলম্বনীয় নয়। কৃষ্ণগাউন পরিধান করিয়া সেই সকল পাপে তোর আরও সুবিধা হইয়াছে! কৃষ্ণগাউন তোর পাপগুলাকে আশ্রয় দিয়া রাখিতেছে।

আবি।—আপনার কথার ভাবার্থ আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যে কোন ঘটনাই হউক, আদালতের দ্বার অনাবৃত। যদি আমার নামে আপনার কোন অভিযোগ থাকে, আদালতে নালিশ করিতে পারেন। আইনের চক্ষে সকলেই সমান।

মার্শেল।—(ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া) সে-দিন তুই আইনকে ফাঁকী দিয়া আসিয়াছিস্, আইনে তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। যদিও হয়, তাহাতে আমার প্রতিশোধ প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না। প্রতিশোধ লইবার জন্যই আমি এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছি। ধর্ তলোয়ার! আজ আমি এই তলোয়ারে তোর প্রাণগ্রহণ করিব! আর একবার তোতে আমাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল, সেটা কেবল বালকের খেলা; এটা তাহা নহে, জীবনান্ত পণ!

যেখানে তলোয়ার দুখানি ছিল, সেই টেবিলের ধারে মার্শেল গিয়া দাঁড়াইলেন। আবি আইরিণী যেন সঙ্কল্প করিয়া আত্মদমনে যত্ন করিলেন। অপমান যথেষ্ট হইল, মার্শেলের প্রতি তাঁহার যে তিরস্কার, তাহাও এই অপমানের সঙ্গে মিশিল, তথাপি তিনি প্রশান্তস্বরে কহিলেন, "মহাশয়! পুনর্ব্বার আমি বলিতেছি, আমি ধর্ম্মপ্রচারক পাদ্‌রী, আমাকে যুদ্ধ করিতে নাই।"

মার্শেল।—তবে তুই অস্বীকার করিতেছিস্?

আবি।—হাঁ মহাশয়! অস্বীকার।

মার্শেল।—ঠিক কথা?

আবি।—ঠিক কথা। কিছুতেই আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

মার্শেল।—কিছুতেই না?

আবি।—না মহাশয়! কিছুতেই না।

মার্শেল।—আচ্ছা, আমি দেখিব!

এই কথা বলিয়াই তিনি সজোরে আবির গণ্ডস্থলে এক চপেটাঘাত করিলেন। ক্রোধে আবি আইরিণী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। মুখখানা রক্তবর্ণ হইল, পূর্ব্বস্বভাব ফিরিয়া আসিল। তিনি মিলিটারী বীরপুরুষ, তাঁহার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। ক্রোধে ধমনী

পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। বেগে মার্শেলের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন, "দাও তলোয়ার—দাও তলোয়ার!"

ক্রোধের উপর, ক্রোধের অস্ত্র একসঙ্গেই যেন প্রকাশ পাইল। তলোয়ার চাহিয়াই আবি একটু অপ্রস্তুত হইলেন। মার্শেলের সঙ্গে রডিন আসিয়াছিলেন, রডিনকে তিনি দেখিয়াছিলেন, রডিন কি একটা নূতন ফাঁদ পাতিয়াছেন, ইহাই চিন্তা করিয়া তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় পুনরায় একটু শান্তভাব ধারণ করিলেন; জানু পাতিয়া বসিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে অবনতমস্তকে তিনি কহিলেন, "প্রভু! ক্ষমা কর। হঠাৎ আমার ক্রোধ আসিয়াছিল, পাপ হইয়াছে, প্রভু ক্ষমা কর! যে কেহ আমার অনিষ্টকারী অথবা অনিষ্ট-আকাঙ্ক্ষী তাহাকেও ক্ষমা কর!"

শান্তভাব আসিল, কিন্তু মন শান্ত হইল না, বোধ হইতে লাগিল, কে তাঁহার কপোলে যেন তপ্তলোহ ছাঁকা দিল, মনে মনে তিনি এইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। জীবনকালের মধ্যে তিনি কখনও এমন অপমান সহ্য করেন নাই;—রণক্ষেত্রে যখন সৈনিক ছিলেন, তখনও না, পাদ্‌রী হইয়া অবধি ত নয়ই নয়। মন শান্ত হইল না, তবে কেন জানু পাতিয়া বসিলেন? তবে কেন মস্তক অবনত করিলেন?—কতকটা অভ্যাসে, আর কতকটা আত্মগোপনের অভি-প্রায়ে। আত্মগোপন কি প্রকার?—নত-মস্তকে থাকিলে মার্শেল তাঁহার মুখ দেখিতে পাইবেন না, তিনিও মার্শেলকে দেখিবেন না, দেখিবেন না। এখন যদি চোকোচোকী হয়, তাহা হইলে ক্রোধ সংবরণ করা দুর্ঘট হইবে, অবনতভাবে থাকিবার ইহাই কারণ।

একখানি তলোয়ার হস্তে লইয়া মার্শেল সাইমন পাণ্ডিতজাপু আইরিণীর গাত্রে জুতীর ঠোকর দিতে দিতে উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "দাঁড়া! পামর!—পাষণ্ড! স্বদেশবৈরি! উঠিয়া দাঁড়া!—ধর্ তলোয়ার!"

অপমানের উপর অপমান! আইরিণী আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। স্প্রীং ঘুরাইলে কলের পুতুল যেমন দাঁড়ায়, সেইরূপে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তিনি দ্বিতীয় তলোয়ারখানা টেবিল হইতে গ্রহণ করিলেন। দন্তে দন্ত পেষণ করিতে করিতে সক্রোধে বলিলেন, "আঃ! তুমি রক্তপাত করিবে? তুমি আমার রক্ত চাও? আচ্ছা, তাহাই হউক্! রক্তপাত! হাঁ, যদি সম্ভব হয়, তোমার রক্তেই আজ আমি এই তলোয়ারকে স্নান করাইব।"

উভয়ের হস্তস্থিত সুশাণিত তরবারি চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। মার্শেল বলিলেন, "এইবার—এইবার!"

আবি পুনর্ব্বার কি যেন চিন্তা করিলেন, পুনর্ব্বার যেন তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইয়া আসিতে লাগিল। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধাইয়া রডিনের কি মনোরথ পূর্ণ হইবে, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। রডিনের ভাগ্য তাঁহার হস্তে নিবদ্ধ, ইহাই তিনি জানিতেন। পূর্ব্বে রডিন তাঁহার অধীন ছিলেন, তিনি এখন রডিনের অধীন হইয়াছেন, একযোগে কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু সকলে জানেন না, মার্শেলের অপেক্ষাও রডিনের প্রতি আবি আইরিণীর বিষম ঘৃণা! স্ত্রীকন্যার শোকে মার্শেল কাহিল হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি (আবি) বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট, বলবান্ আছেন, যুদ্ধ হইলে তিনিই জিতিবেন, মার্শেল হারিবেন, ইহা নিশ্চয় বুঝিলেন; তলোয়ারখানা ভূমে নিক্ষেপ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "আমি ধর্ম্মযাজক পাদ্‌রী,

প্রভু যীশুখৃষ্টের দাস। কখনই আমি রক্তপাত করিব না! জগদীশ্বর! ক্ষমা কর! আমার এই ভাইটীকেও ক্ষমা কর!”—এইরূপ প্রার্থনা করিয়াই পদতলে তলোয়ারখানা চাপিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন; দুইখণ্ড হইয়া পড়িল।

তবে ত আর দ্বন্দ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা রহিল না। মার্শেল সাইমন ক্রোধে ও বিস্ময়ে ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ ও অচল হইয়া রহিলেন। তিনিও বুঝিলেন, আর তবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে পারে না। তিনিও আবির ন্যায় পদতলে তলোয়ার রাখিয়া দুইখানা করিয়া ভাঙ্গিলেন। একখণ্ড প্রায় এক হাত লম্বা রহিল। গলা-বন্ধ রুমালখানা ছিঁড়িয়া লইয়া তদুপরিক জড়াইলেন; সেই একহস্ত-পরিমিত তলোয়ার বদ্ধমুষ্টিতে ধারণ করিলেন; আবিকে কহিলেন, “তলোয়ার গেল, এখন আমরা ছোরা লইয়া যুদ্ধ করিব!”

বিস্মিত হইয়া আইরিণী বলিয়া উঠিলেন, “কে এ? এটা কি নরকের দৈত্য?”

বিকট হাস্য করিয়া মার্শেল কহিলেন, “না না, দৈত্য নয়, দুটী কন্যার পিতা! সেই দুটী কন্যা এই পারিস নগরে খুন হইয়াছে!” বলিতে বলিতে তাঁহার যুগলনেত্রক্রোড়ে কপোলবাহী অশ্রুধারা গড়াইল। আবি আইরিণী সেই অশ্রুপ্রবাহ দর্শন করিলেন। কন্যা-শোকাতুর বীরপুরুষের ক্রোধ বড় ভয়ঙ্কর! অশ্রুধারাও পবিত্র। সে মুখ দেখিয়া অন্য লোকের দয়া হয়, কিন্তু নির্ভীক আইরিণীর ভয় হইল। সে ভয়টা আর কিছুর জন্য না, কেবল প্রাণের জন্য। তলোয়ার গেল, তথাপি ছাড়ে না। হয় ত মল্লযুদ্ধও বাধাইতে পারে। ছোরা লইয়া যুদ্ধ করিবে বলিতেছে। সেটাই বা কি! তলোয়ারে তলোয়ারে যুদ্ধ, বিশেষ [illegible]! সাহস, বীরত্ব, নৈপুণ্য এই তিন একত্র হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে অসি-ক্রীড়ার মহিমা দেখায়। ছোরার যুদ্ধে সেরূপ নৈপুণ্য প্রয়োজন করে না। ভাবিয়া ভাবিয়া আবি একবার কাঁপিলেন; আতঙ্কেই যেন মুখ শুকাইল। শুষ্কস্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ছোরা লইয়া কসাইগিরী করা? কখনই না, কখনই না!”

আবি ভয় পাইয়াছেন, কথা শুনিয়া, কণ্ঠস্বরের কম্পন দেখিয়া, মার্শেল তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন। উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ! নিশ্চয় বুঝা গেল, কাপুরুষ! হতভাগা নরাধম! স্বধর্মত্যাগী—স্বদেশের শত্রু! কতবার ক্রোধে আমি মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছি, পদাঘাত করিয়াছি, হে মহামহিম মার্কুইস্! যে প্রাচীন বংশে তোমার জন্ম, সে বংশের কি লজ্জা! ভদ্রলোক নামে কি কলঙ্ক! ইহা আর ভণ্ডামী নয়, ইহা আর চতুরতা নয়, ইহা ধর্ম্মভাবের [illegible] নয়, ইহা আতঙ্ক, প্রাণের আতঙ্ক! যুদ্ধকোলাহল তুমি ভালবাস; লোকে দেখুক, যুদ্ধ করিতেছি, ইহাই তুমি ভালবাস। তাহাতেই তোমার সাহস থাকে। আজ আমি কিন্তু—”

দন্তে দন্ত পেষিত হইতেছে, ক্রোধে মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইতেছে, তথাপি মার্শেলকে বাধা দিয়া আপনার পূর্ব্বভয় ভুলিয়া গিয়া আবি আইরিণী গম্ভীরস্বরে কহিলেন, “মহাশয়! একটু চিন্তা করুন!”

মার্শেল।—চিন্তা আর কি? আমি তোর মুখে থুথু দিব! তাহা হইলেই একটু একটু রক্ত তোর ঐ মুখখানাকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিবে। আবি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না, পদতলে ভগ্নতলোয়ার পড়িয়াছিল, তাহার শেষবিন্দুটা আকর্ষণ পূর্ব্বক তুলিয়া লইলেন।

"হইল না, হইল না" বলিয়া মার্শেল সাইমন সজোরে পাদুরী আইরিণীর বদনে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলেন। হাস্য করিয়া কহিলেন, "এখনও যদি তুই যুদ্ধ না করিস, আমি তোকে কুকুরমারা করিয়া মারিব! নির্দোষ বালিকাদ্বয়কে তুই খুন করিয়াছিস, সে অপরাধে আমার কাছে তোর ক্ষমা নাই, আমার হাতে তোর রক্ষাও নাই!"

অপমান যতদূর হইতে পারে, আবির ভাগ্যে আর তাহা ঘটিল। আবি আইরিণী মরিয়া হইলেন; স্বার্থ ভুলিলেন, সকল ভুলিলেন, ভয় ভুলিলেন, রডিনকেও ভুলিলেন। মনে রহিল কেবল যুদ্ধ, প্রতিশোধ, সাহস, নির্যাতন। মার্শেল অপেক্ষা তাঁহার শক্তি অধিক, সেই অহঙ্কারটাও মনে রহিল।

ভগ্ন তলোয়ারের গোড়ায় রুমাল জড়াইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ পূর্ব্বক আবি আইরিণী সরোষে মার্শেল সাইমনের দিকে ধাবিত হইলেন। মার্শেল সাইমন নির্ভয়ে সেই আক্রমণ সহ্য করিলেন। উভয়ের মুখে বাক্য নাই, অন্তরেও লজ্জা নাই। সেখানে যদি কোন দর্শক উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে কিরূপে যুদ্ধ হইতেছে, সে তাহা বুঝিতেও পারিত না। সে কেবল দেখিত, দুটী মস্তক মধ্যে মধ্যে কাঁপিতেছে, একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে; একবার এখানে, একবার ওখানে। বাহুগুলি এক একবার লৌহদণ্ডের ন্যায় কঠিন হইতেছে, এক একবার সর্পের ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিয়া আসিতেছে। সেখানে দর্শক থাকিলে সে কেবল উহাই দেখিত। শুনিত কি? উভয়বীরের পদধ্বনি আর মধ্যে মধ্যে উভয়ের নাসিকার ঘন ঘন নিশ্বাসধ্বনি।

অল্পক্ষণের মধ্যে উভয় যোদ্ধাই ভূতলে পতিত হইলেন। একজনের দেহের উপরে আর একজন পড়িলেন। আবি আইরিণী, মার্শেলের হস্তবন্ধন ছাড়াইয়া, হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। হাত-দুখানি দুইধারে ঝুলিয়া পড়িল। মার্শেল সেই সময় অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "কোথায় আমার মেয়েদুটী? হায় হায়!—দাগোবার্ট!"

অতিক্ষীণস্বরে আইরিণী কহিলেন, "মারিয়া ফেলিয়াছি! এ কি! আমার আবার এ কি! আমিও যে বিলক্ষণ আহত! আমিও মরিব!"—এইরূপ সাহসোক্তি ও হতাশোক্তি করিতে করিতে আবি আপনার একখানি হস্ত ভূতলে ন্যস্ত করিয়া আর একখানি হস্ত আপন বক্ষে পেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুস্কগাউন অস্ত্রবিদ্ধ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। তলোয়ারের অগ্রভাগ ত্রিকোণাকার, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; সুতরাং ক্ষতস্থান হইতে শোণিত নির্গত না হইয়া অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। "ওঃ! আমি মরি!—উঃ! আমার নিশ্বাস গেল! আর আমি বাঁচিলাম না! কোথায়?—কোথায়? কাহাকেও দেখিলাম না!"—মরণকালে আবি আইরিণী এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে প্রবেশদ্বারের ডবল চাবীখোলা শব্দ হইল।—চৌকাঠের উপর রডিন। অতি মৃদু কোমল-স্বরে রডিন কহিলেন, "আমি কি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারি?"

আইরিণী বুঝিলেন, সেটা ঠাট্টা! মরণকালেও তাঁহার শত্রুতা জাগিল। তিনি উঠিবার চেষ্টা করিলেন, রডিনকে কাটিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। উপক্রম করিতেছিলেন, ঘুরিয়া পড়িলেন। "নরকের পিশাচ! ওঃ! তোর চক্রান্তেই আমার প্রাণ গেল!"—মৃত্যু যন্ত্রণার সহিত রডিনের প্রতি তাঁহার ভয়ঙ্কর কটাক্ষ

সেই কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া মুমূর্ষু আবি আইরিণী ঐ শেষবাক্য উচ্চারণ করিলেন।

বিকট হাসি হাসিয়া কোমলস্বরে রডিন বলিলেন, "বাবা আইরিণী! আমি সর্ব্বদা তোমাকে বলিতাম, তোমার পুরাতন মিলিটারী ব্যবহার তোমার শত্রু। মিলিটারী পরাক্রমেই তুমি প্রাণ হারাইবে। অল্পদিন হইল, তোমারে আমি সাবধান করিয়াছিলাম, তাহা তোমার মনে থাকিতে পারে। আমি তোমারে পরামর্শ দিয়াছিলাম, মার্শেল সাইমন যদি তোমাকে অস্ত্রাঘাত করে, শান্তভাবে তাহা সহ্য করিও। আমাদের ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে, "যাহারা তরবারি ধারণ করে, তাহারা তরবারিদ্বারা নষ্ট হয়।" এই মার্শেল সাইমন আপন কন্যাদের উত্তরাধিকারিত্ব দাবী করিতে পারিতেন। বাবা আইরিণী! আমি তখন কি করিতাম?—আমাদের সাধারণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোমাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই আবশ্যক হইত।"

আইরিণী কহিলেন, "আর তোমার সততা দেখাইয়া কাজ নাই। আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার অগ্রে আমি তোমার সমস্ত ভণ্ডামী প্রকাশ করিয়া দিব!"

মস্তক সঞ্চালন করিয়া রডিন কহিলেন, "না না না, তাহা তুমি করিও না। অপরে যেন কিছু শুনে না। যদি তোমার নিজের কিছু বলিবার প্রয়োজন হয়, পাপ স্বীকার করা যদি উচিত বিবেচনা কর, কেবল আমার কাছেই তাহা প্রকাশ করিও। আমি একাকীই তাহা শ্রবণ করিব।"

স্পষ্টকথা কহিবার শক্তি ছিল না, তথাপি গোঁ গোঁ করিয়া আইরিণী কহিলেন, "ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর। ঈশ্বর আমাকে দয়া করুন! ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন! উঃ! সময় নাই—সময় নাই। অতি ভয়ঙ্কর! আমি যেন বুঝিতেছি, আমি অনেক পাপ—অনেক—"

স্কন্ধ কম্পিত করিয়া রডিন কহিলেন, "তা ত বটেই, পাপ তুমি অনেক করিয়াছ, তা ত বটেই, তাহা ছাড়া তুমি একজন মহানির্ব্বোধ, তোমার কাণ্ডজ্ঞান কিছুই ছিল না।"

আর বিলম্ব নাই, চক্ষের নিমেষে আবি আইরিণী পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, লক্ষণ দেখিয়া রডিন তাহা বুঝিলেন; কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "তবে এই বেলা আমি ডাক্তার ডাকি।"—বলিয়াই রডিন-মহাশয় দ্রুত ছুটিয়া এককালে বাটীর প্রাঙ্গণমধ্যে উপস্থিত হইলেন। রডিনের চীৎকারে অনেকগুলি লোক সেইখানে আসিয়া জুটিল। সকলে একসঙ্গে পুনরায় সেই মুমূর্ষুগৃহে গমন করিলেন। রডিনের প্রতিজ্ঞা ছিল, আইরিণীর মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিবেন, বাস্তবিক তাহাই তিনি দেখিলেন। লোকগুলির সম্মুখে আবি আইরিণী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এই স্থলে প্রশ্ন উঠিবে, মার্শেল সাইমন অষ্ট্রিয়ায় ছিলেন, তিনি তথায় বসিয়া কিরূপে জানিলেন যে, আবি আইরিণীর দ্বারা তাঁহার কন্যাদুটী বিনষ্ট হইয়াছে?—এ প্রশ্নের মীমাংসা অতি সহজেই হইতে পারিবে। কলেরা-হাসপাতালে যেদিন রোজী-ব্লাঙ্কার দেহ নীলবর্ণ হইয়া নিস্পন্দ হয়, সেই দিনেই মহাত্মা রডিন ডাকযোগে অষ্ট্রিয়ারাজ্যে মার্শেল সাইমনকে এক পত্র লিখিয়া পাঠান। সেই পত্রে লেখা ছিল, "তোমার মেয়েদুটী মরিয়াছে। কে মারিয়াছে, এইখানে আসিলেই জানিতে পারিবে। আসিয়াই রডিনের সঙ্গে দেখা করিও।"—শোকসন্তপ্ত মার্শেল সেই পত্র প্রাপ্ত হইয়াই প্যারিসে আসিয়া প্রথমে রডিনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যাহা বলিবার, রডিন

তাঁহাকে বলেন। তাহার পরেই মার্শেলের মহিত রডিনের আইরিণীগৃহে প্রবেশ, তাহার পরেই যদ্ধযুদ্ধ, আইরিণীর মৃত্যু।"

সেই রাত্রে রডিন আপন গৃহে সানন্দচিত্তে পঞ্চম সিক্সটসের ছবি দেখিতে লাগিলেন। প্রদীপের আলোক মিট্ মিট্ করিতেছিল, সেই স্তিমিত আলোকেও রডিন পুনঃপুন সেই ছবি দর্শন করিলেন। গৃহের ঘটিকাযন্ত্রে ঘোষিত হইল, রাত্রি দুইপ্রহর। শেষবারের ঘটিকাধ্বনি নিবৃত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়োল্লাসে রডিন বলিয়া উঠিলেন, "এই জুনমাসের প্রথম তারিখ আরম্ভ হইল। রেণিপণ্টবংশের আর একটাও বাঁচিয়া নাই। এখানে আমি ঘটিকার ধ্বনি শুনিলাম, রোমনগরের সেণ্টপিটার গির্জ্জার ঘড়ীতেও রাত্রি দুই প্রহর বাজিল, তাহাও যেন শ্রবণ করিতেছি।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্তবার্ত্তা।

রডিন যখন আপন গৃহে নির্জ্জনে বসিয়া মহোচ্চ আশায় পঞ্চম সিক্সটসের ছবি দেখিতেছিলেন, রোম হইতে নবাগত একাক পাদ্রী কাবকৃসিনী সেই অবসরে চুপি চুপি ফিরিঙ্গীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার হস্তে গজদন্তনির্ম্মিত ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রতিমার এক ভগ্নাংশ প্রদান করিলেন এবং বালকের মত হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "৩১এ মে তারিখে এইটী তোমার হস্তে অর্পণ করিবার জন্য কার্ডিনাল মালিপিয়ারী আমাকে প্রদান করিয়াছেন।"

ফিরিঙ্গী চমকিয়া উঠিল। তাহার বক্ষে যেন এক প্রকার বেদনা অনুভূত হইল। মুখখানা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল! একচক্ষু পুরোহিতের চক্ষের প্রতি চক্ষু প্রদান করিয়া ফিরিঙ্গী কহিল, "আর কিছু বলিলে ভাল হইত।"

কাবক্।—সত্য সে কথা। আরও যাহা বলা আমার উচিত ছিল, এখন তাহা বলি। পাত্রে এবং ওষ্ঠে অনেক সময়ে বিরোধ হয়।

ফিরিঙ্গী।—ঠিক ঠিক।

পুতুলের যে ভগ্নাংশ কাবকৃসিনী ঐ ফিরিঙ্গীকে দিলেন, ফিরিঙ্গীর নিকটে তাহার অবশিষ্ট অংশ ছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিঙ্গী ঐ দুই অংশ একত্রে জোড়া দিল; ঠিক ঠিক মিলিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া কাবকৃসিনী কহিলেন, "এ পুতুলটী লইয়া তুমি কি করিবে?"

ফিরিঙ্গী।—কিছুই করিব না।

কাবক্।—কিছুই না?—তবে আমি উহ এত দূর কেন আনিলাম?

ফিরিঙ্গী।—(সে কথার উত্তর না দিয়া আগামী কল্য কতক্ষণের সময় বাবা রডি সেই সেণ্ট ফ্রান্সিস্ বক্সে গমন করিবেন?

কাবক্।—খুব সকালে।

ফিরিঙ্গী।—গৃহ হইতে বাহির হইয়া তিনি ভজনালয়ে ভজনা করিতে যাইবেন?

কাবক্।—হাঁ, আমাদের মাননীয় পাদ্রি মণ্ডলীর সকলেই ঐরূপ করেন।

ফিরিঙ্গী।—বাবা রডিনের সহিত তু কি একগৃহে নিদ্রা যাও?

কাবক্‌।—হাঁ, তিনি আমার উপরওয়ালা, আমি তাঁহার সেক্রেটারী। যে ঘরে তিনি শয়ন করেন, তাহার পাশের ঘরে আমি থাকি।

ফিরিঙ্গী।—(চিন্তা করিয়া) বাবা রডিন সর্ব্বক্ষণ বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত। মন তাঁহার সর্ব্বদাই চঞ্চল। হয় ত তিনি ভজনালয়ে যাইতে ভুলিয়া যাইতে পারেন। যদি ভুলেন, তুমি এই কথাটা তাঁহাকে মনে করাইয়া দিও।

কাবক্‌।—অবশ্য—অবশ্য! তুমি বেশ লোক। আমি দেখিতেছি, বাবা রডিনের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তুমি বিলক্ষণ যত্নবান্‌!

ফিরিঙ্গী।—বিলক্ষণ—বিলক্ষণ! অতিশয় যত্নবান্‌! সর্ব্বক্ষণ যত্নবান্‌!

কাবক্‌।—বিশেষ প্রশংসার বিষয়! যাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছ, তাহাই কর। সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গলার্থী হও, তাহা হইলে একদিন অবশ্যই তুমি সম্পূর্ণরূপে আমাদের মণ্ডলীভুক্ত হইতে পারিবে।

ফিরিঙ্গী।—আছি আমি এক প্রকার মণ্ডলীভুক্ত, সামান্য একজন গরীব সহকারী মাত্র; কিন্তু কায়মনোবাক্যে আমার তুল্য ভক্ত কেহ নাই। এই সমাজের সঙ্গে তুলনায় ভবানী ... কিছুই নহেন।

ভবানীদেবী?

... গড়াগড়ি যায়,

... যাহারা

... মাটী

আমাদের ...

কিন্তু ভবানী ...

ফিরিঙ্গী।—এই ...

ভবানী একটী বালিকা। স...

আমাদের কোম্পানীর জয় হউক,

কোম্পানীর মহিমা বাড়ুক। আমার পিতা যদি এই সমাজের বৈরী হইতেন, তাহা হইলে আমি পিতৃহত্যা করিতাম;—বাবাকেও মারিয়া ফেলিতাম। যাঁহার প্রতিভাপ্রভাবে আমি মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছি, যাঁহাকে আমি ভয়-ভক্তি উভয়ই করিয়া থাকি, তিনিও যদি এই সমাজের শত্রু হন, তাঁহাকেও আমি মারিয়া ফেলিব! তোমাকে আমি এ কথা কেন বলিলাম?—কার্ডিনাল মালিপিয়ারীকে আমার এই কথা তুমি জানাইবে, এই জন্যই বলিলাম। মালিপিয়ারীকে বলিও, তিনি যেন—নিকটে এই কথা প্রকাশ করেন।

কাবক্‌।—কাহার কাছে প্রকাশ করিবেন?

ফিরিঙ্গী।—তিনি জানেন—তিনি জানেন। আমি চলিলাম। বিদায়—বিদায়!

কাবক্‌।—সেলাম মিত্রবর!—সেলাম! আমাদের সমাজকে তুমি যে এত ভালবাস, তোমার মনের গতি যে এত উচ্চ, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। হায় হায়! এমন উপকারী সমাজেরও বিপক্ষ আছে!

ফিরিঙ্গী।—আছে বটে, কিন্তু তাহাদের উপর আমাদের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, তাহাদের চিরকষ্টেও আমাদের দুঃখ হয় না।

কাবক্‌।—ঠিক—ঠিক! যাহা তুমি বলিলে আমিও সেই কথা বলি।

ফিরিঙ্গী।—আচ্ছা, বিদায়। কল্য প্রাতঃকালে বাবা রডিনকে গির্জ্জায় যাইবার কথাটা মনে করিয়া দিও; ভুলিও না।

কাবক্‌।—কখনই ভুলিব না।

...য় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিলেন

হইয়া কাবক্‌ রজনী ভাবিলেন

...হতে একজন দূত আসি...

...ব রডিনের না...

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

১লা জুন, ১৮৩২।

ধর্ম্মাচারিগণের ধর্ম্মানুরাগিতার যতদূর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, পারিসের সেণ্ট পাদ্রী মহাশয়েরা অশেষবিশেষে তাহা দেখাইতেছেন। ভজনালয়ের বন্দোবস্ত খুব ভাল। ভাগিরার্ড ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র গির্জ্জাটী উত্তমরূপ সাজানো। সে গির্জ্জায় ভারী ঘটা! নানা আধারে নানাবর্ণের আলো জ্বলিতেছে। বেদীতে রক্ত-কাঞ্চন ঝক্‌মক্ করিতেছে। প্রবেশদ্বারের পার্শ্বস্থ কক্ষে এক অন্ধকার কেন্দ্রে আরগিন-গৃহের নিম্নদেশে একটী মার্ব্বেলপাথরের ফোয়ারা। সেই ফোয়ারায় জর্দ্দনদের পবিত্রসলিল সঞ্চিত।

১লা জুন অতি প্রত্যুষে ফিরিঙ্গী সেই ফোয়ারার পার্শ্বে অন্ধকার কোণে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে। কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। তাহার মুখ বিমর্ষ; থাকিয়া থাকিয়া লোকটা চমকিয়া উঠিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। বুকের ভিতর যেন কাহাতে কাহাতে যুদ্ধ হইতেছে, ফিরিঙ্গীর ভঙ্গীতে তাহাই অনুমিত হয়। লোকটা একপক্ষে কালকেতু, একপক্ষে জয়কেতু। লোকের মন্দ হউক্, লোকে ধ্বংস হউক্, লোকের সর্ব্বনাশ হউক, ফিরিঙ্গী মনে ইহাই কামনা করে; অথচ দে[illegible] সে ব্যক্তি রডিনের প্রশংসাকা[illegible] রডিনও তাহার উপর [illegible] করিয়াছেন। তাহা[illegible] ফিরিঙ্গীটা [illegible]

রডিনের কার্য্যে সে ব্যক্তি যেন কোন প্রকার দৈবশক্তি দেখিতে পায়। তিনও তাহার দ্বারা অভিলষিত নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর কার্য্য সমাধা করাইয়া লন। অদ্রিয়াণী এবং জালমার পবিত্র প্রণয়ের বিচ্ছেদঘটনায় ফিরিঙ্গীই রডিনের প্রধান দূত। শৈশব-সভার গূঢ় বৃত্তান্ত ফিরিঙ্গী যাহা জানে, তাহাতেই সভার প্রতি তাহার অস্থরস্থ অনুরাগ।

আরগিন-মঞ্চের নীচে লুকাইয়া বসিয়া ফিরিঙ্গী একমনে নানাবিষয় চিন্তা করিতেছে এমন সময় পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। অতি নব সেক্রেটারী একচক্ষু কাবক্সিনীর স[illegible] রডিন প্রবেশ করিলেন। ফোয়ারার নিকটব[illegible] হইয়া রডিন সেই ফোয়ারার জলে অঙ্গু[illegible] ভিজাইলেন। অন্ধকারেই হউক্ অথবা নি[illegible] স্কতা বশতই হউক্, লুক্কায়িত ফিরিঙ্গী[illegible] তিনি দেখিতে পাইলেন [illegible]

রডিন বিষয়ক [illegible] করিয়াছে[illegible]
প্রার্থনায় অ[illegible]
অসাধ্য [illegible]
সং[illegible]

[illegible] বা
[illegible]লেন; সগা
[illegible]; শীঘ্র শীঘ্র বা
[illegible]দকে অগ্রসর হইতে
[illegible]রী কাবক্সিনী।

দ্বারপথে যাইতে যাইতে ফিরিঙ্গীর দীর্ঘদেহ রডিনের নয়নগোচর হইল। জর্দন্-সলিলের ফোয়ারার নিকটে তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ফিরিঙ্গীও অন্ধকার কোণ হইতে সরিয়া আসিয়া করপুটে রডিনকে সেলাম করিল। রডিন চুপি চুপি বলিলেন, "বেলা দ্বিতীয় ঘটিকার সময় আমার কাছে আসিও।"

ফিরিঙ্গীকে এই কথা বলিয়া পবিত্রজলে অঙ্গুলী ভিজাইবার অভিপ্রায়ে রডিন আপনার দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিলেন। ফিরিঙ্গী কিন্তু তাঁহাকে ততদূর কষ্টস্বীকার করিতে দিল না; ফোয়ারার পবিত্র-সলিলে একটী ক্রস ভিজানো থাকে, সেই জলসিক্ত ক্রসটী তুলিয়া লইয়া ফিরিঙ্গী নিজেই রডিনের মস্তকে, ললাটে, নেত্রে ও ওষ্ঠে জল ছিটাইয়া দিল। রডিন অবশেষে আপনার বিমলিন অঙ্গুলী দ্বারা সেই সিক্ত ক্রস স্পর্শ করিলেন; সেই জল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে এবং তর্জ্জনীতে নিক্ষেপ করিয়া ললাটে ক্রুশাকার একটী তিলক কাটিলেন; তাহার পর গির্জ্জাঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন। যাইবার সময়েও [illegible]র ফিরিঙ্গীকে বলিয়া গেলেন, "বেলা [illegible]টিকার সময় আমার কাছে আসিও।"

[illegible]নও ফিরিঙ্গীর হস্তে ছিল। [illegible]ম স্পর্শ করিতে যাইতে- [illegible]ৎক্ষণাৎ পশ্চাতে [illegible]গাকে স্পর্শ [illegible] কেবল [illegible]র

অপর [illegible] করিতে ফি[illegible] জলস্পর্শ ক[illegible] [illegible]াগল, সুতরাং ক[illegible]

রডিনের অনুগমন করিলেন। সেদিন কাবক্-সিনী নিমেষের জন্যও রডিনের কাছছাড়া হইতেছেন না। পথে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী পাওয়া গেল, উভয়ে সেই গাড়ীতে উঠিয়া ফ্রান্সইস্ বম্বে চলিলেন।

রডিন যখন গির্জ্জা হইতে বাহির হন, ফিরিঙ্গী সেই সময় যে প্রকার কট্মট্-রক্ত-চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিল, সে চাউনীর বর্ণনা করা দুঃসাধ্য! রডিন গেলেন, কাবক্-সিনী গেলেন, গির্জ্জাঘরে ফিরিঙ্গী একাকী। প্রস্তরখণ্ডের উপরে অর্দ্ধ-উপবিষ্ট হইয়া, মাথা হেঁট করিয়া, দুই হস্তের দ্বারা ফিরিঙ্গী আপনার মুখখানা ঢাকিয়া ফেলিল।

রডিনের গাড়ী সদররাস্তা দিয়া চলিয়াছে। গাড়ীখানা যখন মেরিয়ন্ রেণিপণ্টের বাটীর নিকটবর্ত্তী হইল, সেই সময় রডিন কিছু চঞ্চল হইলেন এবং তাঁহার বদন-মণ্ডল যেন বিজয়গৌরবে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। দুই তিনবার তিনি তাঁহার পকেট-বহি বাহির করিয়া দেখিলেন। রেণিপণ্ট-বংশের যাহারা যাহারা মরিয়াছে, তাহাদের মরণের সার্টিফিকেটগুলি দুই তিনবার পাঠ করিয়া স্তবকে স্তবকে সাজাইয়া রাখিলেন। ক্ষণে ক্ষণে শকটের গবাক্ষে মুখ বাড়াইয়া স্থানের দূরতা অবগত হইতেছেন; কোথায় আসিলেন, কতদূর বাকী, ইহাই মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন। গাড়ীখানা শীঘ্র চলিতে পারিতেছে না, ঘোড়ারা খুব শীঘ্র শীঘ্র ছুটুক্, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কাবক্সিনী একদৃষ্টে [illegible]ডিনের মুখপানে চাহিয়া আছেন। তাঁহার [illegible] যুগপৎ ধূর্ত্ততা ও চতুরতা চঞ্চল [illegible] করিতেছে।

[illegible]। সেণ্টফ্রান্সইস্ ষ্ট্রীটে প্রবেশ [illegible] মন্দগতিতে সেই পুরাতন বাটীর

লৌহফটকের সম্মুখে গিয়া থামিল। একজন বলবান্ যুবাপুরুষ যেরূপ তেজোগর্ব্বে লাফাইয়া পড়িতে পারে, রডিন সেইরূপে লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন ; বাবা কাবকুসিনী পড়িয়া যাইবার ভয়ে অতি ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে ভূমিতে নামিলেন।

রডিন মহা ব্যস্ত। খুব জোরে জোরে তিনি ফটকের দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কেহই আসিল না, কেহই দ্বার খুলিল না। রডিনের মনে মহা উদ্বেগ জন্মিল ; তাঁহার বক্ষে যেন অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। উদ্বেগের উত্তাপে তাঁহার সর্ব্বশরীরে কম্প আসিল। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোরে পুনর্ব্বার তিনি সেই লৌহদ্বারে করাঘাত করিলেন। কেহ আইসে কি না, পদশব্দ শুনিবার অভিপ্রায়ে কাণ পাতিয়া রহিলেন। একটু দূরে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল ; কিন্তু দ্বারের নিকটে কেহ আসিল না। গায়ে যত শক্তি ছিল, তৎশক্তি প্রয়োগ করিয়া রডিন তৃতীয়বার ফটকের দরজা ধরিয়া নাড়া দিতে লাগিলেন। কোন একটা চিন্তা আসিলে কিম্বা কোন কুসংবাদ পাইলে রডিন ময়লা ময়লা দন্ত দ্বারা আপন অঙ্গুলীর নখগুলি দংশন করেন ; এখানেও সেইরূপে দংশন করিয়া নখমূলে রক্ত আনয়ন করিলেন।

দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ধনরক্ষক য়িহুদী সেমুয়েল গাড়ী-বারাণ্ডার নীচে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। রডিনকে দেখিয়া বৃদ্ধ সেমুয়েলের মনে বিষম দুঃখের উদয় হইল। ইত্যগ্রে যেন তিনি রোদন করিয়াছেন, উভয় কপোলে সেই রোদনাশ্রুর স্পষ্টস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যা[illegible] লাগিল। কম্পিত-হস্তে সেই অ[illegible] করিয়া বিস্ফারিত-নেত্রে এ[illegible] রডিনের মুখপানে চাহিলেন। রডি[illegible]

তিনি চিনিতেই পারিলেন না ; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে ?"

"আমি আবি গেব্রিলের আমমোক্তার। রেনিপন্ট বংশে এখন কেবল সেই গেব্রিলমাত্র বর্ত্তমান। তিনি আমার নামে মোক্তারনামা দিয়াছেন, সেই দলীলের বলে আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এই ভদ্রলোকটী আমার সেক্রেটারী।"—এইরূপ পরিচয় দিয়া তাঁহারা উভয়েই সেমুয়েলকে সেলাম করিলেন। সেলামের ভঙ্গীতে সেমুয়েলও নাসাগ্র পর্য্যন্ত একটী অঙ্গুলী তুলিলেন।

বিশেষরূপে মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অতঃপর সেমুয়েল কহিলেন, "হাঁ, এখন আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। আপনি পাদ্‌রী। আসুন্ আমার সঙ্গে।"

সেমুয়েল অগ্রসর হইলেন, পশ্চাতে রডিন আর কাবকুসিনী। যাইতে যাইতে কাবকুসিনীর কাণে কাণে রডিন বলিলেন, "বুড়োটা আমাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাতেই যেন আমার সর্দ্দি আনিয়াছে, আমার ওষ্ঠ শুকাইয়া আসিতেছে, কণ্ঠও বিশুষ্ক [illegible] তেছে। পার্চমেণ্ট আগুনে ধরিলে [illegible] উত্তপ্ত হয়, আমার ওষ্ঠকণ্ঠ [illegible] প্রকার হইতেছে।

কাবকুসিনী জি[illegible]

কি কিছু আহা[illegible]

কাছে কি [illegible]

কহি[illegible]

[illegible]

বাড়ীতে

[illegible]ইবার সময়

[illegible]র ম্লানমুখী বনিতা

[illegible]ণ্ডায়মানা। সেমুয়েল

যখন নিকট দিয়া যান, তখন তিনি হিব্রু-ভাষায় বাথসবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শোক-গৃহের পর্দাগুলি কি ভাবে আছে?"

বাথ।—ফেলা আছে।

সেমু।—সেই লৌহবাক্স?

বাথ।—(হিব্রুভাষায়) প্রস্তুত হইয়া ছে।

দম্পতীর প্রশ্নোত্তর রডিন অথবা কাবকু-সিনী কেহই বুঝিলেন না। মুখ নীচু করিয়া য়িহুদীদম্পতী মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন।

পাদ্রী দুটীকে সঙ্গে লইয়া সেমুয়েল উপরে উঠিতে লাগিলেন; একটী গৃহের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। সেই স্থানে একটী লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। রডিনের স্মৃতিশক্তি চমৎ-কার! ১৩ই ফেব্রুয়ারী দিবসে যে পথ দিয়া তিনি রক্তগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। বাধা দিয়া সেমুয়েল কহিলেন, "না না, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়।" বলিয়াই লণ্ঠনটী হস্তে লইয়া তিনি একটা অন্ধকার সিঁড়ির দিকে যাইতে লাগিলেন। সিঁড়িটা অন্ধকার ছিল কেন?—তথাকার জানালাগুলি ইষ্টকদ্বারা রুদ্ধ। সে সকল ইষ্টক তখনো পর্য্যন্ত তফাত করা হয় নাই।

রডিন কহিলেন, "ওদিকে কেন? গত-বারে আমরা নিম্নতলের প্রশস্তগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম।"

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে সেমুয়েল বলি-লেন, "সেবারে যাহা হইয়াছিল, এবারে তাহা নয়। অদ্য আমরা উপরতলায় যাইব।" অনুগমন করিতে করিতে রডিন বলিলেন, "সে আবার কোথায়? কত উচ্চে?"—সেমুয়েল উত্তর করিলেন, "শোকগৃহে।"

বিস্ময়প্রকাশ করিয়া রডিন কহিলেন, "শোকগৃহ কাহাকে বলে?"

সেমু।—যেখানে মৃত্যু ঘটে, যেখানে মেত্র-নীর পরিবর্ত্তিত হয়, সেই গৃহের নাম শোকগৃহ।

রডিন।—(চমৎকৃত হইয়া) সেখানে আমাকে যাইতে হইবে কেন?

সেমু।—সেই ঘরে টাকা আছে।

রডিন।—ওঃ! সেই গৃহে যদি টাকা থাকে, সে কথা স্বতন্ত্র। তবে চলুন।

সেমুয়েল চলিতে লাগিলেন। সিঁড়িটা প্রায়ই অন্ধকার। তাঁহার হস্তে লণ্ঠন ছিল, কিন্তু লণ্ঠনটা ভাল জ্বলিতেছিল না, মিট্‌মিট্ করিতেছিল। জানা পথ, সেমুয়েলের কষ্ট হইতেছিল না, কিন্তু পাদ্রী-দুটীর গমনে কিছু বাধা হইতেছিল। সেই ঘরে টাকা আছে, এই কথা শুনিয়া রডিন তখন গতিবেগ বাড়া-ইয়া দিলেন; ঘন ঘন চলিতে লাগিলেন। কাবকুসিনীও রডিনের দেখাদেখি দ্রুতপদ-ক্ষেপ আরম্ভ করিলেন।

সেমুয়েল উপরে উঠিতেছেন, ক্রমাগতই উঠিতেছেন। পাদ্রীরাও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে-ছেন। সিঁড়ির মোড় ফিরিবার সময় লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকে রডিন একবার সেমুয়েলের মুখখানি দেখিলেন। য়িহুদীর কৃষ্ণনেত্র সর্ব্বদা প্রশান্ত থাকিত, তখন যেন সে নেত্রের ভিন্নভাব। নেত্রদ্বয় যেন জ্বলিতেছে, রডিনের এইরূপ বোধ হইল। মুখে ইতিপূর্ব্বে তেজ, সুবুদ্ধি এবং সততা বিরাজ করিত, সেমুয়েলের সেই মুখে তখন নিষ্ঠুরতা ও ক্রোধ দৃষ্ট হইল। ওষ্ঠাগ্রে অদ্ভুত প্রকার মৃদু হাস্য। কাবকুসিনীর দিকে চাহিয়া রডিন চুপি চুপি কহিলেন, "বেশী উঁচুতে উঠি নাই, তথাপি আমার পায়ে বেদনা বোধ হইতেছে, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে, ললাটদেশ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে।"

যথার্থই তাহাই। নিশ্বাস ফেলিতে রডি

মের বড়ই কষ্ট। তিনি যাহা বলিলেন, কাদম্বিনী তাহাতে কিছু উত্তর করিলেন না। সেমুয়েলকে সম্বোধন করিয়া রডিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কতদূর উঠিব?"

সেমু।—প্রায় আসিয়াছি, আর বেশী দূর উঠিতে হইবে না।

রডিন।—(আর খানিক দূর উঠিয়া) শীঘ্রই সে গৃহে পৌছিতে পারিব?

সেমু।—আসিয়াছি।

রডিন।—তবে ত ভালই হইয়াছে।

সেমু।—হাঁ হাঁ, খুব ভাল।

একটা বারান্দার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সেমুয়েল হস্তস্থিত সেই লণ্ঠনটী একদিকে ঘুরাইয়া পরিষ্কারস্বরে বলিলেন, 'ঐ দেখুন, ঐ বৃহৎ দ্বার। ঐ গৃহ হইতে আলোকদীপ্তি বাহির হইতেছে।"—দ্বার অনাবৃত ছিল,রডিন দ্রুতগতি উভয়কে পশ্চাতে ফেলিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাতে চলিলেন, সেমুয়েল আর ফাবকুসিনী।

তিনজনে যে গৃহে প্রবেশিলেন, সে গৃহটী সুপ্রশস্ত। ছাদের উপরের ছিদ্র দিয়া সেই গৃহে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে। ছাদের চারিধার সীসকপত্রে আচ্ছাদিত। এক এক দিকে সাত সাতটী ছিদ্র; সেই ছিদ্রগুলি যেন ক্রুশাকার ধারণ করিয়াছে ক্রুশাকার এইরূপ:—

*
* * *
*
*
*

ছাদের ছিদ্রপথ দিয়া অল্প অল্প রবিরশ্মি প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে গৃহস্থ সমস্ত বস্তু দেখা যায় না। ভিত্তিগাত্রে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী তাকের উপর একটী বৃহৎ প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সেটি না থাকিলে গৃহটী অন্ধকারময় বোধ হইত। নূতনলোকে দর্শন করিলে সেই গৃহকে সমাধিগৃহ বলিয়া মনে করিতে পারিত। কেননা, গৃহের চতুর্দ্দিকে শুভ্র-সঞ্জাবযুক্ত কালো কালো পর্দ্দা ফেলা। আসবাবপত্র কিছুই ছিল না।

উল্লিখিত কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত তাকের উপর একটী লৌহবাক্স। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে প্রকার বাক্স নির্ম্মাণ করিবার প্রথা ছিল, ঐ বাক্সটী সেই প্রণালীতে বিনির্ম্মিত। রডিন তখন অপরিষ্কার রুমালে আপন ললাটের ঘর্ম্ম মুছিতেছিলেন, মুছিতে মুছিতে বিস্মিত-নয়নে গৃহের চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছিলেন; বিস্ময় আসিয়াছিল, কিন্তু ভয় আইসে নাই। চারিদিকে রডিন চাহিতেছেন, এমন সময় সেমুয়েল তাঁহাকে কহিলেন,"ধনস্বামীর উইলখানি অন্যলোকের চক্ষে যতই আশ্চর্য্য বোধ হউক, আমার চক্ষে অতি পবিত্র। সেই উইলে যাহা যাহা লিখিত আছে, সমস্তই আমি পূর্ণাঙ্গে পালিত দর্শন করিতে অভিলাষী।"

রডিন।—নিশ্চয়, কিন্তু আমরা এখানে কি করিব?

সেমু।—কি করিবেন, এখনই জানিবেন। রেণিপণ্টবংশের কেবল একমাত্র উত্তরাধিকারী আবি গেব্রিল এখন জীবিত, আপনি তাঁহার প্রতিনিধি, এ কথা সত্য?

রডিন।—হাঁ মহাশয়! সত্য। এই দেখুন আমার দলীল।

সেমু।—তবে এক কাজ করা যাউক্। মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত হইবার অগ্রে এই বাক্সের মধ্যস্থিত সমুদয় ধনগুলি আমি গণনা করিয়া রাখি। মাজিষ্ট্রেট আসিলে অল্পসময়ের মধ্যেই উপস্থিত-কার্য্য শেষ হইয়া যাইতে পারিবে।

গত কল্য আমি করাসী ব্যাঙ্ক হইতে প্রতিভূ-পত্রের টাকাগুলি বাহির করিয়া আনিয়াছি।"

ব্যগ্রভাবে বাক্সের দিকে অগ্রসর হইয়া রডিন উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমস্তই এই বাক্সে আছে?"

সেমুয়েল উত্তর করিলেন, "হাঁ মহাশয়! খাতা-প্রমাণে সমস্তই ঐখানে আছে। আপনার সেক্রেটারী মহাশয় খাতাখানি পাঠ করুন, আমি সেই সেই অঙ্কানুসারে টাকাগুলি মিলাইয়া লই। মিলানো হইলে আবার আমি সেগুলি ঐ বাক্সে রাখিয়া দিব, মাজিষ্ট্রেট আসিলে তাঁহার সমক্ষে সেগুলি আপনাকে সমর্পণ করিব।"—রডিন কহিলেন, "এই পরামর্শ উত্তম।"

কাবকুসিনীর হস্তে খাতাখানি অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ সেমুয়েল সেই বাক্সের নিকটবর্ত্তী হইলেন। বাক্সে একটী স্প্রীং সংলগ্ন ছিল, সেমুয়েল সেই স্প্রীংটী স্পর্শ করিলেন। রডিন তাহা দেখিতে পাইলেন না। বাক্সের ডালাখানি খুলিয়া গেল। কাবকুসিনী খাতা পড়িতে লাগিলেন, সেমুয়েল একে একে পদার্থগুলি রডিনকে দেখাইতে লাগিলেন। রডিন সেগুলি উত্তমরূপে দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার সেমুয়েলের হস্তে ফিরাইয়া দিলেন।

এ কার্য্য শীঘ্রই সমাধা হইল। বিপুল বিত্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু গণনায় অধিক ছিল না। গবর্ণমেণ্ট-প্রতিভূ আটখানি; ব্যাঙ্কনোট পাঁচশত কেতা প্রত্যেক নোটে হাজার ফ্রাঙ্ক। এরূপে পাঁচলক্ষ ফ্রাঙ্ক, সোণার মোহরে পঁত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক, রৌপ্যমুদ্রায় দুইশত ফ্রাঙ্ক,—সমষ্টিতে ২১ কোটি, ২১ লক্ষ, ৭৫ হাজার ফ্রাঙ্ক। এইগুলি যখন রডিন শেষকালে গণনা করিলেন, তখন তাঁহার মনে কত আনন্দ হইল, তিনিই তাহা জানিলেন। সেইগুলি সেমুয়েলের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া তিনি কহিলেন, "ঠিক হইয়াছে! ২১ কোটি, ২১ লক্ষ, ৭৫ হাজার ফ্রাঙ্ক।"

সহসা রডিনের ভাবান্তর। তাঁহার নেত্রদ্বয় মুদিত হইয়া আসিল। অতি কষ্টে নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। কাবকুসিনীর স্কন্ধের উপর ভর রাখিয়া তিনি একটু হেলিয়া দাঁড়াইলেন। কেমন একপ্রকার বিকৃতস্বরে কহিলেন, "ইহা ত বড় আশ্চর্য্য! আমি জানিতাম, যতপ্রকার অসুখ আসুক্, অকাতরে আমি তাহা সহ্য করি; কিন্তু আজ আমার যেরূপ অসুখ হইতেছে, এমন আর কখনও হয় নাই।"

রডিন স্বভাবতই পাণ্ডুবর্ণ, এক্ষেত্রে সেই পাণ্ডুবর্ণ আরও অধিকতর গাঢ় হইয়া আসিল। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুঞ্চিত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। ভাব দেখিয়া কাবকুসিনী বলিয়া উঠিলেন, "বাবাজী! শান্তভাব ধারণ করুন। এই বিত্তলাভের আনন্দ কেন আপনাকে এ প্রকার অবসন্ন করে, মনে মনে তাহা বুঝুন। অত্যানন্দে অস্থির হইবেন না।"

রডিন কথা কহিলেন না। কাবকুসিনী তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেমুয়েল সেই অবসরে সেই নোটগুলি, প্রতিভূপত্রগুলি এবং টাকাগুলি পূর্ব্বোক্ত লৌহবাক্সে পুনরায় স্থাপন করিলেন।

অমুক অধ্যবসায় যাহার সহায়, কোনপ্রকার বাধাবিঘ্ন তাহাকে সংকল্পিত কার্য্যে অলস রাখিতে পারে না। রডিনের অধ্যবসায় কিছুতেই কমে না। দীর্ঘকাল আশার দাস হইয়া যাহা তিনি লাভ করিলেন, জানিলেন, তাহাতে তাঁহার অসীম আনন্দ জন্মিল। অবসন্ন হইতেছিলেন, সে ভাব সারিয়া গেল; কাবকুসিনীর অঙ্গত্যাগ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। পাণ্ডুবদন আবার প্রশান্ত হইল। পূর্ব্বদেহে

পূর্ব্বগর্ব্ব আবার ফিরিয়া আসিল। কাবক্‌সিনীকে তিনি বলিলেন, "উহা কিছুই নয়। ১লা জুন তারিখে অত্যানন্দে মরিব বলিয়া কলেরা আক্রমণ হইতে আমি বাঁচিয়া উঠি নাই।"

ক্ষণমাত্রেই রডিন আরাম হইলেন দেখিয়া কাবক্‌সিনীর ভাবান্তর। খর্ব্বাকৃতি, স্থূলোদর, কাণ, তথাপি সে সময় তাঁহার দেহের বল ও মুখের ভাব যেন ভীষণ হইয়া উঠিল। তাঁহার মুখ দেখিয়া রডিন দুই এক পা করিয়া পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া কাবক্‌সিনী সেই সময় আপন পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিলেন; সসম্ভ্রমে সেই কাগজখানি চুম্বন করিলেন; সক্রোধনয়নে কটাক্ষপাত করিয়া তীব্রস্বরে সেইখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই কাগজে লেখা ছিল:—

"এই হুকুমনামাখানি প্রাপ্ত হইবামাত্র মাননীয় রেবারেণ্ড রডিন তাঁহার যাবতীয় ক্ষমতা এই মাননীয় রেবারেণ্ড কাবক্‌সিনীকে অর্পণ করিবেন। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে রেনিপণ্টবংশেদ সঞ্চিত ধনরাশি আমাদের কোম্পানী যদি পুনঃপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে মাননীয় রেবারেণ্ড আ, আইবিনী এবং মাননীয় রেবারেণ্ড কাবক্‌সিনী, উভয়েই সেই উত্তরাধিকার গ্রহণ করিবেন এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহারা উভয়েই সেই ধনের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাদি করিবেন।

অধিকন্তু এই পরোয়ানা প্রাপ্তিমাত্র রডিনকে একটী গো-অশ্রুবিন্দুর রাখিয়া আমাদের লাবল নগরস্থ বাটীতে প্রেরণ করা হইবে; অন্য আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে তথাকার একটী নির্জ্জন কারাগারে অবরুদ্ধ রাখা হইবে। যাহার জিম্মায় রডিন থাকিবেন, রেবারেণ্ড কাবক্‌সিনী সেই লোকটির নাম বলিয়া দিবেন।"

পাঠ সমাপ্ত হইলে কাবক্‌সিনী সেই পরোয়ানাখানি রডিনের হস্তে সমর্পণ করিয়া ব্যগ্রনয়নে সগর্ব্বে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। পরোয়ানায় একজন ধর্ম্মাধ্যক্ষের স্বাক্ষর। রডিন সেই স্বাক্ষরটী দর্শন করুন, ইহাই কাবক্‌সিনীর ইচ্ছা।

এই অভিনব দৃশ্য দর্শনে সেন্ধ্যোর বড় কৌতুক জন্মিল। বাক্সটী অঙ্কমুক্তে রাখিয়া তিনি অল্পে অল্পে ঐ দুটী পাদ্রীর অদূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অকস্মাৎ রডিন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে তিন ভাব একত্র মিশ্রিত;—আনন্দ, ঘৃণা এবং বিজয়। ফুল কথায় সে হাস্যের বর্ণনা করা যায় না। ক্রোধদৃষ্টে চাহিয়া কাবক্‌সিনী বিস্ময়প্রকাশ করিলেন। রডিনও বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আপনার মিমলিন হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সেই কাগজখানা একধারে সরাইয়া ফেলিয়া সগৌরবে কহিলেন, "এই চোতা কাগজখানার তারিখ কত?"—সবিস্ময়ে কাবক্‌সিনী উত্তর করিলেন, "১১ই মে।"

সগৌরবে রডিন পুনর্ব্বার কহিলেন, "গত রাত্রে আমিও রোম হইতে একখানা পত্র পাইয়াছি। তাহার তারিখ ১৮ই মে। ঐ পত্রে লেখা আছে, আমি আমাদের ধর্ম্মসমাজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলাম। এই দেখ, এই দেখ, পাঠ কর।"—এই বলিয়া রডিন আপন পকেট হইতে একখানি শীলকরা চিঠি বাহির করিয়া কাবক্‌সিনীর হস্তে প্রদান করিলেন।

পত্রখানি হস্তে লইয়া কাবক্‌সিনী মনে মনে পাঠ করিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। পত্রখানি প্রত্যার্পণ করিয়া

রডিনের পদতলে তিনি সসম্ভ্রমে জানু নত করিলেন।

বেশ বোধ হইল, রডিনের লোভের কিয়দংশ পূর্ণ হইয়াছে। রডিন এখন ঐ দলীল অনুসারে ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইবেন, আর বাকী কি?—বাকী রোমনগরের পোপ হওয়া। রডিন মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন। অধ্যক্ষ যখন হইলাম, তাহার উপর এত টাকা যখন হাতে পড়িল, তখন অতি শীঘ্রই চিরবাঞ্ছিত পোপরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইতে পারিব।

নীরবে সেমুয়েল এই কাণ্ড দেখিলেন। তাঁহারই জয়লাভ হইল, এইরূপ মনে করিয়া তিনিও মৃদু মৃদু হাসিলেন; স্প্রীং ঘুরাইয়া বাক্সের ডালাটী বন্ধ করিয়া দিলেন। বাক্সটী বন্ধের শব্দে রডিন সেইদিকে মুখ ফিরাইলেন; তীব্রস্বরে সেমুয়েলকে বলিলেন, "শুনিলে ত? সমস্তই শুনিয়াছ; এখন ঐ সকল টাকা কেবল আমাকেই সমর্পণ করিতে হইবে।"

বলিয়াই যুগল-হস্ত বিস্তার করিয়া ব্যগ্রভাবে রডিন সেই বাক্সের দিকে ছুটিলেন। মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত হইবার অগ্রেই যেন তিনি ঐ বিপুলধন অধিকার করিবেন, এইরূপ অভিলাষ।

সেমুয়েল কুপিত হইলেন। তাঁহার তখনকার চেহারা দেখিয়া দর্শকের মনে ভয় হইতে লাগিল, ক্রোধে তাঁহার চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল; গম্ভীরস্বরে রডিনকে তিনি কহিলেন, "স্থির হইয়া শ্রবণ কর, যাঁহার এই ধন, তিনি ধার্ম্মিকলোক ছিলেন, লয়লার সন্তানেরা ষড়্যন্ত্র সাজাইয়া সেই সাধুলোকটীকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করে। যখন তিনি উইল করেন, তখন অতি অল্প টাকাই সঞ্চিত ছিল। ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া রাজভাণ্ডারের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা তাঁহার বিশ্বাসভাজন আজ্ঞাবহ। আমরা ক্রমাগত তিনপুরুষ ধরিয়া এই ধনের পরিবর্দ্ধন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছি। এই বিপুল অর্থ নিশ্চয়ই সাধুহস্তে সমর্পিত হইবে, নিশ্চয়ই সাধুকার্য্যে ব্যয় হইবে। যাহারা মিথ্যাকথা কহে, ভণ্ডামী করিয়া প্রবঞ্চনা করে, যাহারা ধনলোভে নরনারী হত্যা করে, এ ধন কখনই তাহাদের পুরস্কার হইবে না না,—জগদীশ্বরের নিরপেক্ষ বিচারে কখনই তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই।"

দুর্জ্জয় সাহসে রডিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুন! কাহার কথা তুমি বলিতেছ? কে খুন করিয়াছে? কাহারা খুন করিয়াছে?"

সেমুয়েল উত্তর করিলেন না; ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া বাঙ্নিস্থার পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গৃহের অপর প্রান্তের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। আশ্চর্য্য!—অদ্ভুত ব্যাপার! এই সময় রডিন অার কাল্পনিক এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিলেন।

দেয়ালের গায়ের পর্দাগুলি সর্ সর্ করিয়া সরিয়া গেল। কে সরাইয়া দিল, তাহা দেখা গেল না। একটী রঙ্গিন দীপাধারে অল্প অল্প নীলবর্ণ আলো জ্বলিতেছিল, সেই আলোতে তাঁহারা দেখিলেন, ছয়খানি খাট। তাহাতে দীর্ঘ দীর্ঘ কৃষ্ণবসন-পরিহিত ছয়টী নরনারীর দেহ শ্রেণীবদ্ধ, সুসজ্জিত, শায়িত!

দেহগুলি কাহাদের?—জাকুইস্ রেনপন্টের, ফ্রান্সিস্ হার্ডির, কুমারী রোজের, কুমারী বিলাসীর, কুমারী অদ্রিয়াণীর ও যুবরাজকুমার জাল্মার!

দেখিয়াই বোধ হইল যেন, সকলেই তাঁহারা ঘুমাইতেছেন। সকলেরই নেত্রপুট নিমীলিত; সকলেরই করপুট যেন ভক্তিভাবে বক্ষঃস্থলে নিবদ্ধ।

বাবা কাবকুসিনীর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। দুই হস্তে বদনাবরণ করিয়া তিনি গৃহের অপর ধারে সরিয়া গেলেন। রডিনের ভয় হইল না, তাঁহার মস্তকের ছোট ছোট চুলগুলি খাড়া হইয়া দাঁড়াইল; আরক্তবদনে, চমকিত-নয়নে তিনি সেই সকল শায়িত-দেহের দিকে প্রধাবিত হইলেন। তাঁহার বোধ হইল, রেণীপণ্টবংশের এই অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীরা যেন এইমাত্র প্রাণশূন্য হইয়াছেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেমুয়েল চীৎকার করিয়া রডিনকে বলিলেন, "দেখ, দেখ, কাহাদিগকে তোমরা খুন করিয়াছ দেখ! হাঁ, তোমাদের ঘৃণিত কুচক্রেই ইহারা মারা গিয়াছে। একে একে যেমন ইহাদের নিশ্বাস রুদ্ধ হইল, ধর্ম্মানুসারে আমি ইহাদের সেই দেহগুলি কবর হইতে তুলাইয়া এই স্থানে আনাইয়া রাখিয়াছি। [illegible]! যাহারা ইহাদিগকে খুন করিয়াছে, [illegible]ীয় অভিশাপ তাহাদের মস্তকে নিক্ষিপ্ত [illegible]ক! আর ইহারা হন্তাদের নরঘাতক [illegible]ন্ত্র আর হইবে না।"

এ প্রকার তীব্র উক্তিতেও রডিনের [illegible]হস কমিল না। ধীরে ধীরে জালমার্গ খটার [illegible]কটে তিনি অগ্রসর হইলেন। প্রথমে ভয় [illegible], সে ভয়টা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া লোভ-[illegible]রাণ নির্ভীক রডিন সেই সকল দেহ পরীক্ষা দেখার প্রয়াস পাইলেন। স্বপ্ন কি সত্য, ইহা [illegible] করিবার অভিপ্রায়ে তিনি কম্পিত-হস্তে [illegible] জালমার হস্তদ্বয় স্পর্শ করিলেন। [illegible]মন স্পর্শ করা, অমনি এক নূতন আতঙ্ক রডিনের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল। ছয়-খানি মুখেই এককালে বিদ্রূপব্যঞ্জক খল খল হাসি!

[illegible] আতঙ্কে দুরন্ত রডিন পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল তাঁহার অবয়বে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় কম্প উপস্থিত হইল। পরক্ষণেই আবার বিস্ময় ঘুচিল, চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিল, দুর্বুদ্ধি যোগাইল, অধ্যবসায় বাড়িল, যে কূটবুদ্ধির সহায়তায় অকস্মাৎ উচ্চক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, সেই কূটবুদ্ধি তখন আরও কূটতর হইয়া দাঁড়াইল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার কণ্ঠ-ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, দুই তিনবার রসনায় ওষ্ঠলেহন করিয়া মুখে একটু রস আনিলেন; অনন্তর সেমুয়েলের দিকে ফিরিয়া [illegible] পদস্বরে বলিলেন, "ইহাদের মৃত্যুর সার্টিফিকেট প্রদর্শন করিবার আর আবশ্যকতা থাকিতেছে না, ইহারা সশরীরেই এখানে বিদ্যমান।"

অশ্রুমার্জ্জন করিয়া সেমুয়েল কহিলেন, "সার্টিফিকেট তোমাদের অনেক আছে। দিনকে তোমরা রাত্রি করিতে পার, আকাশকে তোমরা রসাতলে আনিবার চেষ্টা পাও, বুঝিলাম, তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। ওঃ! এখনও তুমি নির্জ্জীব চক্ষে দেহগুলি দর্শন করিতেছ। পরমেশ্বর! তুমি কি এককালে এই নির্দ্দয় লোকটাকে পরিত্যাগ করিয়াছ? ইহলোকে পরলোকে ইহার আর গতি নাই!!—গতি নাই!!!"

বিকট হাস্য করিয়া রডিন কহিলেন, "থামো,—থামো! সমস্তই আমি বুঝিয়াছি। অত্যদ্ভুত মোম-পুত্তলিকার প্রদর্শনী খেলা! তাহা ছাড়া আর ইহা কিছুই নহে! আমি নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, তাহাতেই আমি শান্ত থাকিতে পারিতেছি। বিষয়কার্য্যটা শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া ফেল! বেলা দ্বিতীয় ঘটিকার সময় আমার একটা বিশেষ কার্য্য আছে, এখুনি আমি ঐ বাক্সটা লইয়া যাই।"

বলিতে বলিতে রডিন আবার সেই বাক্সের দিকে ছুটিলেন। ক্রোধাতঙ্কে অধীর, [illegible]

...কে আমরা ভুলিয়া গেলেও ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন !" ... মুখের দিকে আর ... না, ডাক্তার বেলিনিয়ারের ... তাহার প্রাণ গেল ! এই সময় ... আসিয়া দরজার ধারে উঁকি ... ! রডিনের মৃতদেহ দেখিয়া তাহার ... কটাক্ষ যেন আরও জ্বলিয়া উঠিল। ... করিয়া আপনা আপনি বলিল, "যীশু-... কোম্পানীর সর্দ্দার হইবে বলিয়া এই ... আশা করিয়াছিল। ইহার সর্দ্দারী ... কোম্পানী ধ্বংস হইয়া যাইত ; আমিও নষ্ট হইতাম। এখন এই যীশুর... কোম্পানী আমার সহিত স্থানীর স্থান অধিকার করিল। কার্ডিনাল মালিপিয়ারীর আদেশ আমি পালন করিয়াছি।"

ফিরিঙ্গী এই স্থানে সত্যকথা কহিল। এই দিন অতি প্রত্যূষে রডিন যখন গির্জ্জা হইতে বাহির হন, ফিরিঙ্গী সেই সময় ফোয়ারাস্থিত পূত-বারিতে রুমাল ভিজাইয়া রডিনের হস্তে, মুখে ও চক্ষে জল প্রক্ষেপ দিয়াছিল। সেই জলে বিষ ছিল। ফিরিঙ্গী দ্বারাই বিমিশ্র বিষ, সেই বিষবীর্য্যেই রডিনের প্রাণান্ত হইল !

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অভিশপ্ত য়িহুদী।

উষা-আগমনের পূর্ব্বলক্ষণ। আকাশের পূর্ব্বদিকে অল্প অল্প গোলাপী আভা বিকাশ পাইতেছে ; আকাশপটে তখনও নক্ষত্রমালা ... করিতেছে ; শাখে শাখে পাখীগণ ... প্রভাতী গীত ধরিয়াছে ; ঘাসের উপর ... ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায় শিশিরবিন্দু, তাহার মুখ হইতে তরল ধূমমালা উত্থিত হইতেছে ; একটী হ্রদের স্বচ্ছ সলিলে উষার ধূসরমূর্ত্তির ছায়া পড়িয়াছে। নিদাঘাগমের প্রারম্ভে উষাকাল ... মনোরম দেখায়, এ ক্ষেত্রে তদপেক্ষাও ... অধিক মনোরম বোধ হইতেছে।

...টী পর্ব্বত। সেই পর্ব্বতের সানুদেশে ...লি প্রাচীন প্রাচীন বৃক্ষ। একটী ...দেশে একটী পুরুষ আর একটী ... আছেন। তাঁহাদের শুভ্র কেশ, ... বপু মানব-নেত্রকে জানাইয়া ... তাঁহারা অতিশয় বৃদ্ধ। অল্পদিন পূর্ব্বে এই রমণী কৃষ্ণকেশী পূর্ণযৌবতী ছিলেন, পুরুষটীও পূর্ণযৌবনে হৃষ্টপুষ্ট বোধ হইতেন। এখন অন্তকাল। যেখানে তাঁহারা বসিয়া আছেন, সেই স্থান হইতে পর্ব্বতের উপত্যকা দেখা যায় ; একটী বৃহৎ হ্রদ এবং চতুষ্পার্শ্বে অরণ্যও পরিষ্কার দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতের ... আর একটী সমুচ্চ পর্ব্বত। সেই ... শিখরদেশের পশ্চাৎ হইতে সূর্য্যদেব ... হইবেন, গোলাপফুলেরা যেন সেই পথ ...কার করিয়া দিতেছে। বৃদ্ধাকে সম্বোধ... বৃদ্ধ বলিলেন, "আহা ! ভগিনি ! প্রভা-... দীর্ঘকালমধ্যে সর্ব্বময় প্রভুর অদৃশ্য হস্ত কত দশ আমাদের উভয়কে সম্মুখপথে ধাবিত হই... বাধ্য করিয়াছে ; কতবার আমাদের উভয়কেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরদূরান্তরে প্রেরণও করিয়াছে ; পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তরে কতবার আমরা পরিভ্রমণ করিয়াছি।

... আসিয়াছে, কতবার ... কতবার সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, ...র জীবনেরও এক এক দিন বাড়িয়া উঠিয়াছে। দিন দিন মানুষের পরমায়ু কমিয়া যায়, দুর্ভাগ্যবশে দিন দিন আমাদের পরমায়ু বাড়িয়াছে। এইবারই বোধ হয় মৃত্যু নিকট।”

বৃদ্ধা।—হাঁ ভাই! সত্যকথা। আজ আমাদের কি সুখের দিন,—আজ আমাদের কি শুভদিন! প্রভু আমাদের প্রতি সদয় হইয়াছেন। অপরাপর জীবের ন্যায় আজ আমরা অন্তিম-সমাধির নিকটেই উপস্থিত হইতেছি। ঈশ্বরের মহিমা ধন্য!

বৃদ্ধ।—হাঁ ভগ্নি! মহেশ্বরের মহিমাই ধন্য! উভয়েই আমরা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি, এই লক্ষণেই বুঝিতেছি, মৃত্যু নিকটে।

বৃদ্ধা।—সত্য ভ্রাতঃ! আমিও অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছি। অত দীর্ঘভ্রমণেও একদিনের জন্যও ক্লান্ত হই নাই, এখন অতিশয় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়াছি। আমাদের জীবনকালের সীমা শেষ হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রভুর ক্রোধ ...ন্ত হইয়াছে।

...।—হাঁ ভগিনি! সীমা শেষ হইয়াছে। ... ইচ্ছাই সর্ব্বত্র বলবতী। আমাদের ... একটী শেষসন্তান ঈশ্বরের সত্য-প্রচা... হইয়া অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, ...ও তিনি ঈশ্বরের ছায়াস্বরূপ। তাঁহার ...দের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইল।

বৃদ্ধা।—হাঁ ভ্রাতঃ! যিনি অত যন্ত্রণা সহ্য ...রয়াছেন, যন্ত্রণায় কখনও অবসন্ন হন নাই, ...তিনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন, পরমেশ্বর ইহা জানিতেন। সাহস অবলম্বন কর, আশা অবলম্বন কর। কত কালের পর ক্ষমা আসিবে. তাহাই চিন্তা কর। ক্ষমার সঙ্গে আশীর্ব্বাদ আইসে, তাহাও বিবেচনা ক... ঈশ্বর আমাদিগকে দণ্ড দিয়াছেন, এখন মুক্তি... দান করিবেন। আমাদের আরাম ছিল... বিরাম ছিল না, সুখশান্তি ছিল না। পুর... কি ছিল?—প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সুক... মাটীতে পতিত হইয়া আমরা শুনিতাম, আ...দের পুরস্কার অনবরত যন্ত্রণাভোগ ক... বাঁচিয়া থাকা—প্রতিনিয়ত উপবাস ... দুরন্ত দরিদ্রতার সেবা করা।

বৃদ্ধ।—হায় হায়! চিরদিন কি ... হইবে?

বৃদ্ধা।—না না, তাহা কখনই হইবে... শান্ত হইয়া শান্তির মুখ নিরীক্ষণ কর; ... করিও না; আনন্দ উপভোগ কর। যে... আমরা দিয়াছি, এক সহস্র আটশত বৎ... যে ভয়ঙ্কর কষ্ট আমরা পাইয়াছি, ... ছিলাম, তাহার শেষ ছিল না। পরী... হইয়াছে, শান্তির দিনও নিকটবর্ত্তী হই... দেখ ভ্রাতঃ! দেখ, গগনের পূর্ব্বদিকে দেখ। ক্রমশঃ গোলাপীরশ্মি ... ছড়াইয়া পড়িতেছে, একটু পরেই ... হইবে, পৃথিবী আলোকিত হইবে; স্বাধীনতা, পবিত্রতা আমাদের মস্তকে ... হইবে। সূর্য্যে যেরূপ নির্ম্মল তেজ, ... সেইরূপ তেজ প্রাপ্ত হইব।

বৃদ্ধ।—হাঁ ভগ্নি! আমিও তাহাই ... করিতেছি। তোমার বাণীগুলি যেন ...বাণী। কতকাল চক্ষু মুদি নাই, আ... সূর্য্যোদয় হইলেই চিরদিনের জন্য চক্ষু... করিব। ঈশ্বরের নামে সংসারে যাঁহা... প্রচার করেন, তাঁহাদের মধ্যে ... ভণ্ড; তাঁহারা মানবজাতির চিরশ... যেরূপ পূর্ব্বপুরুষেরা সত্যবাদী ছি... আমরা সেই মহাপুরুষেরাই ...

এখনকার ভণ্ডেরা খ্রীষ্টধর্মের নামে কলঙ্ক দিতেছে, তাহাদের কোম্পানীর সহিত সেই নামের সংযোগ রাখিতেছে। পুরোহিতেরা প্রতি-নিয়ত নির্দ্দয়তা ও স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া পবিত্রতার নামে অভিশাপ প্রদান করিতেছে, দুর্ব্বলের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেছে; ইহাতে ঈশ্বরের অবমাননা হইতেছে। মানুষ কেবল নেত্র-[illegible] নিক্ষেপ করিবে, শোকদুঃখে কাতর হইবে, [illegible]হ যন্ত্রণা সহ্য করিবে, এই উদ্দেশে জগতের [illegible] মানবজাতির সৃষ্টি করেন নাই। ভণ্ড-[illegible]রাহিতেরা সকলপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতে [illegible]ত্যস্ত, সমস্ত জীবের অভিসম্পাতভাজন। [illegible]ষ্য সগৌরবে মস্তক উত্তোলন করিবে, ইহাই [illegible]রের অভিপ্রেত। মানুষ মহৎ হইবে, সুবুদ্ধি-[illegible]পন্ন হইবে, স্বাধীন হইবে এবং সুখী হইবে, [illegible]ই শুভ অভিপ্রায়েই জগৎকর্ত্তার মানবসৃষ্টি।

বৃদ্ধা।—ভ্রাতঃ—ভ্রাতঃ! তোমার কথা-গুলিও ঠিক ভবিষ্যদ্বাণী। হাঁ—হাঁ, উষা দূরে যাইতেছে, প্রভাত আসিতেছে, আজিকার দিনটী সমুজ্জ্বল হইয়া আমাদের নয়নে প্রতি-ভাত হইবে। করুণাময়ের করুণায় এই দিনটী আমাদের শেষদিন। আর আমরা এ জগতে নূতন দিন দর্শন করিব না।

বৃদ্ধ।—হাঁ ভগিনি! আজই আমাদের শেষদিন! অলক্ষিতে আমার শরীরে অননুভূত ক্ষীণতা প্রবেশ করিতেছে; সমস্ত পদার্থই যেন দেহমধ্যে দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে। আমার আত্মা স্বর্গধামে পশিবার আশা করিতেছে।

বৃদ্ধা।—হাঁ ভাই! আমার চক্ষেও ঝাপ্‌সা আসিতেছে। কিছুই যেন আর আমি দেখিতে পাইতেছি না। এইমাত্র দেখিতেছিলাম, [illegible]কাশের পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ হইয়াছে, এখন আর পূর্ব্বদিকের সে লোহিতজ্যোতি আমি দেখিতে পাইতেছি না।

বৃদ্ধ।—সত্য ভগিনি! আমারও যেন তাহাই। আমি যেন ধূমরাশির মধ্য দিয়া সেই উপত্যকা, সেই হ্রদ আর সেই অরণ্য দর্শন করিতেছি। শরীরে আর আমার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই।

বৃদ্ধা।—জগদীশ্বর ধন্য! আমাদের চির-বিশ্রামের দিন সমাগত!

বৃদ্ধ।—সমাগত—সমাগত! আসিতেছে, আসিতেছে! চিরনিদ্রার মধুরতা এইবার আস্বাদন করিব। আমার নেত্রদ্বয় যেন সেই সুখনিদ্রায় অভিভূত হইতেছে।

বৃদ্ধা।—ওঃ! কি সুখের দিন—কি সুখের দিন! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত! আমি মরিতেছি!

বৃদ্ধ।—আমার চক্ষুদুটী মুদিত হইতেছে।

বৃদ্ধা। তবেই ঈশ্বর আমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

বৃদ্ধ।—হাঁ, ক্ষমা পাইয়াছি।

বৃদ্ধা।—ভ্রাতঃ—ভ্রাতঃ! এখন প্রার্থনা এই যে, এই প্রায়শ্চিত্তে আমাদিগকে যেমন দয়া করিলেন যাহারা বহুযন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা[illegible] এইরূপ দয়া করিবেন।

বৃদ্ধ।—ভগিনি! আর কেন? যাও; শান্তিক্রোড়ে ঘুমাও; ইহজীবন পরিত্যাগ কর! প্রভা-[illegible] সূর্য্য উদয় হইতেছে; দর্শন কর—দর্শ[illegible]

* * * * *

পরমেশ্বর ধন্য! অভিশপ্ত য়িহুদী রাজকন্যা হিরোদিয়াস চিরনিদ্রায় অভিভূত